প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৯

মূল্য : কুড়ি টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকমণ্ডলী :

ডক্টর সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর প্রীতি মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
ও
অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

SHAKESPEARE RACHANABALI

Vol. II

Translated by : Sudhansu Ranjan Ghose

Price Rupees Twenty only.

ভূমিকা

'জগতের তুমি'

আজ থেকে চার শ ন'বছর আগে শেকস্‌পীয়ারের জন্ম হয় (১৫৬৪)। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Venus and Adonis* (১৫৯৩) প্রকাশিত হলে তিনি লণ্ডনের অভিজাত ও বিদ্বজ্জনসমাজে কবি বলে খ্যাতি লাভ করেন। ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর নাটকসমূহ প্রকাশিত হবার পর তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে, তারপর বিশ্বসভায় অমর সারস্বতসাধক বলে খ্যাতির চূড়ায় আসীন হন। সাড়ে তিন শ' বছরের বেশী হয়ে গেল (১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু) তিনি গ্রামের চার্চ-প্রাঙ্গণে শেষ শয্যা গ্রহণ করে অনন্ত নিদ্রায় নীরব হয়ে আছেন। তাঁর চতুঃশতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে সারা পৃথিবীতেই শেকস্‌পীয়ার-সংক্রান্ত নানা সভাসমিতি, আলোচনা, গবেষণা, গ্রন্থনা, বিচার-বিতর্ক—বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যরসিক সমাজের কৌতূহল আকর্ষণ করেছে। আমাদের বাংলাদেশেই এই প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু গবেষণাধর্মী আলোচনা হয়েছে, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শেকস্‌পীয়ার-বিষয়ক দু-একটি মৌলিক স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শেকস্‌পীয়ার চতুঃশতবার্ষিক কমিটি প্রকাশিত *Shakespeare Commemoration Volume* (1964) এবং ডক্টর অমলেন্দু বসু সম্পাদিত *Calcutta Essays on Shakespeare* (1966) উল্লেখ-যোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ইংরেজী সাহিত্যরসে আকণ্ঠ-মগ্ন নব্যবঙ্গে বোধ হয় শেকস্‌পীয়ার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী রোমান্টিক কবিতা ও শেকস্‌পীয়ারের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই হেমচন্দ্র 'নলিনী-বসন্ত' নাটকের (টেম্পেস্ট্-এর অনুবাদ) আখ্যাপত্রে বলেছিলেন, "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি"। তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, কালিদাস দেশ-কালের সীমা পরিচ্ছিন্ন; ভুগোল-ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা তাঁর প্রতিভার চারিদিকে গণ্ডী টেনে দিয়েছে। অপরদিকে 'এ্যাভনের

রাজহংস' ("Sweet Swan of Avon"—Ben Jonson) শেকস্‌পীয়ার দেশ ও কালের বেষ্টনী ভেদ করে অমরত্বের স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন। অবশ্য বিদ্যাসাগর শেকস্‌পীয়ারের অতিশয় গুণগ্রাহী হলেও হেমচন্দ্রের উক্ত প্রশংসাধ্বনি মানতে পারেননি। তাঁর মতে বোধ হয় দু-জনেই সারস্বত স্বর্গের সমান অংশীদার। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, কালিদাস ও ভবভূতি—উভয়েই শেকস্‌পীয়ারের তুলনায় কিছু নিষ্প্রভ। **শকুন্তলা** ও ওথেলোর তুলনা-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য থেকেই তাঁর শেকস্‌পীয়ার-প্রীতির তীব্রতা বোঝা যাবে :

> "যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধি, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে (অর্থাৎ কালিদাসের শকুন্তলায়) অপর্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে (অর্থাৎ ওথেলোয়)। সাগরবৎ শেকস্‌পীয়ারের এই অনুপম নাটক হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ইত্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত ; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।" (বিবিধ প্রবন্ধ)

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর যে নবজাগরণ, যাকে সংস্কৃতির ঐতিহাসিকগণ 'উনিশ-শতকী-বাঙালী রেনেসাঁস' বলতে চান, তার বেদমন্ত্র হল বাংলা সাহিত্য এবং তার উদ্‌গাতা হলেন সুদূর সমুদ্রমধ্যবর্তী একটি দ্বীপের অধিবাসী শেকস্‌পীয়ার নামে এক সারস্বত-সাধক। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালীর সমস্ত চেতনা, প্রশংসা, বিস্ময়, বেদনা ও আনন্দকে নিবিড়ভাবে নিংড়ে নিয়েছিলেন—"Sweetest Shakespeare, Fancy's child" ; সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ চতুঃশতবার্ষিক জন্মোৎসবী উপলক্ষে বাংলাভাষায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—যার বেশ কিছু শেকস্‌পীয়ার-গবেষণার মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। কাজেই যাঁরা সহজ বাংলা গদ্যে সমগ্র শেকস্‌পীয়ার সাহিত্য বাঙালী পাঠকের মনের দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং যিনি সেই সহজ সুরটি বঙ্গানুবাদে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন—তাঁরা সকলেই সাহিত্যরসিক ও গবেষক পাঠকের কৃতজ্ঞতার পাত্র

অনেক সময়ে অনুবাদক মূলের হন্তারক হয়ে পড়েন। কারণ কবি-সাহিত্যিকের মূল রচনার প্রাণরস অনুবাদে কখনই রক্ষা করা যায় না, পাঠকও অনুবাদ থেকে মূলের রস পান না। শেকস্‌পীয়ার, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের কাব্যসাহিত্যের আনন্দ আস্বাদন করতে হলে মূল ভাষাতেই তার স্বাদ পাওয়া যাবে। অনুবাদ হল রসনালোভন খাদ্যের পরিবর্তে যেন 'মাল্টি ভিটামিন' বটিকা। এতে হয়তো শরীরে পুষ্টি হয়, কিন্তু রসনার রসানন্দ থাকে অনাস্বাদিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানের সাহিত্যের একটা ছকে-বাঁধা রূপ আছে; তত্ত্ব বা তথ্য নৈর্ব্যক্তিক। নানা মনে তার নানাখানা হবার উপায় নেই। অপর দিকে ডিকুইন্সি কথিত রসের সাহিত্য ('Literature of power')—যাতে সমগ্র সৃষ্টিসভ্যতার ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়, ব্যক্তিকতাই হচ্ছে যার মৌল ধর্ম, তাকে ভাষান্তর করলে তার রূপান্তর এবং জাত্যন্তর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বল্পশ্চ আয়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ—যেহেতু অপরিমিত আয়ুষ্কালের চাবিকাঠি আমাদের হাতে নেই, সেই হেতু অনুবাদ ছাড়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে কীভাবেই বা শেকস্‌পীয়ারকে উপভোগ করা যাবে? এই সঙ্কলনের অনুবাদক সহজ-সরল গদ্যে শেকস্‌পীয়ারের বাণী অবধারণ করতে পেরেছেন, কিন্তু জোর করে বা কৃত্রিম ভাবে কাব্যরস সিঞ্চন করেননি—এজন্য তাঁর পরিমিতি-সাহিত্যবোধ প্রশংসার যোগ্য। সাহিত্যের অনুবাদ আসলে ভাবানুবাদ। তার অর্থের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলা অনুবাদকের কাজ। রসানুবাদ অতি দুঃসাহসিক ব্যাপার ও দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। প্রকৃত কবি না হলে অপর ভাষায় রচিত কবিতার যথার্থ অনুবাদ হয় কি? হয়তো কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী কবি শেকস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছ, বদলেয়রের গীতিকবিতা, এলিয়টের দুষ্প্রধর্ষ কাব্যধনুর টংকার-ধ্বনি ফোটাবার চেষ্টা করলেন—বাংলা কবিতার আধারেই। কিন্তু অনুবাদটি কবিধর্মানুমোদিত হলেও তা হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় পরিচ্ছদে শেকস্‌পীয়ার, বদলেয়র, এলিয়ট। সে যা হোক, বক্ষ্যমাণ অনুবাদে অনুবাদক ও সম্পাদকেরা পরিচ্ছন্ন গদ্যে, কোন রঙ বা রং না লাগিয়ে নির্ভেজাল চলতি গদ্যে সমগ্র শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ-জন্য আমি, বাঙালী পাঠকসমাজ, বিশেষতঃ শেকস্‌পীয়ার-ভক্ত পাঠকের পক্ষ থেকে এই মহৎ কর্মের পুরোধাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

'এ্যাভনের রাজহংস'

এবার সংক্ষেপে উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ারের জীবন ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তথ্যগত দু'একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। বিশেষজ্ঞেরা এ-বিষয়ে অনেক বেশী অবহিত ও সুপরিজ্ঞাত—সুতরাং শেকস্‌পীয়ার গবেষণায় নতুন কোন তথ্যাবিষ্কারের গৌরব অর্জন আমার সাধ্যাতীত। এতাবৎকাল ধরে শেকস্‌পীয়ার সম্পর্কে যত আলোচনা, গবেষণা এবং তর্কবিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, পৃথিবীর কোন কবি সম্পর্কে তার শতাংশও হয়নি। অথচ দেখা যাচ্ছে আজও তাঁর জীবন সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও তথ্যগত সংশয়ের অবসান হয়নি। এমন কি, শেকস্‌পীয়ার নামে প্রচলিত গ্রন্থাদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনা, না ফ্রান্সিস্ বেকনের বকলমে লেখা, তাই নিয়েও একদা পণ্ডিতসমাজ যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলেন, এখনও যে তার সম্পূর্ণ অবসান হয়েছে তা মনে হয় না।

১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে রিচার্ড শেকস্‌পীয়ার নামে এক ব্যক্তি স্ট্রাটফোর্ডের (ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্ভুক্ত, বার্মিংহামের বাইশ মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এ্যাভন নদীর সবুজ বনভূমিতে অবস্থিত ছোট গ্রাম্য শহর) চার মাইল উত্তরে স্নিটারফিল্ডে কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিলেন—নাট্যকার উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ারের পিতামহ সম্বন্ধে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। ১৫৫২ খ্রীঃ অব্দে স্ট্রাটফোর্ডের জমিজমা-সংক্রান্ত নথিপত্রে সর্বপ্রথম রিচার্ডের পুত্র জন শেকস্‌পীয়ার অর্থাৎ উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ারের পিতার উল্লেখ আছে। তিনি সম্ভবতঃ দস্তানা, জামার কলার প্রভৃতির সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁর বৈষয়িক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়; তিনি তাঁর চেয়ে উচ্চতর পরিবারে বিবাহ করেন, এবং তিনিই স্নিটারফিল্ড ত্যাগ করে স্ট্রাটফোর্ডে বসবাস করতে থাকেন। তার আট সন্তান, চারটি পুত্র এবং চারটি কন্যা। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে ২৬এ এপ্রিল তাঁর তৃতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র উইলিয়মকে খ্রীস্টধর্মানুযায়ী দীক্ষিত ('ব্যাপটাইজ') করা হয়। ক্রমে জন শেকস্‌পীয়ার স্ট্রাটফোর্ডের নাগরিক-মণ্ডলীর অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ালেন, পরে সম্মানিত পদ—বেলিফ হন ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে। নিজের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে দেখে তিনি ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন।

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে জনের পুত্র উইলিয়ম শেকস্পীয়ার তাঁদের এক পারিবারিক বন্ধুর কন্যা এ্যান হ্যাথওয়েকে বিবাহ করেন—বোধহয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে বাধ্য হয়ে। হ্যাথওয়ে স্বামীর চেয়ে বয়সে আট বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিবাহের লাইসেন্স মঞ্জুর হয়েছিল ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে। বিবাহ মঞ্জুরের ছ'মাস পরে তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান সুসানা জন্মগ্রহণ করে (১৫৮৩ খ্রীঃ অঃ মে মাসে)। এই ঘটনায় কেউ কেউ মনে করেন, এই বিবাহে কিছু গলদ ছিল। কিন্তু পরে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এই ব্যাপারে কোন কেলেংকারীর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে শেকস্পীয়ারের তুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে—হ্যামনেট (পুত্র) এবং জুডিথ (কন্যা)। রো (Rowe), যিনি ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে শেকস্পীয়ারের নাটক সম্পাদনা করেছিলেন, তিনি আর একটি কেলেংকারী প্রচার করেছেন—সেটা হল শেকস্পীয়ার কর্তৃক হরিণ চুরি। শেকস্পীয়ার নাকি প্রথম যৌবনে স্যর টমাস লুসির শার্লেকোটের বাগান থেকে হরিণ চুরি করে আদালতে শাস্তির ভয়ে লণ্ডনে পালিয়ে আসেন। *Merry Wives of Windsor*-এর জাষ্টিস শ্যালোর চরিত্রটিতে নাকি টমাস লুসিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ কালের গবেষকগণ নানা তথ্য ঘেঁটে প্রমাণ করেছেন—এ ঘটনাও সত্য নয়। শার্লেকোটে তখন কোন 'মৃগদাব' ছিল না, এবং উক্ত টমাস লুসি শেকস্পীয়ারের যুগে এ অঞ্চলে বাস করেননি করেছিলেন অনেক পরে। শেকস্পীয়ারের বিবাহের (১৫৮২) পর থেকে প্রায় সাত-আট বৎসরের আর কোন সংবাদ জানা যায় না বলে এই ধরনের গালগল্প সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন উৎস থেকে জানা যায় যে, লণ্ডনে আসবার (আনুমানিক ১৫৮৪ খ্রীঃ অঃ) পূর্বে তিনি গ্রাম্য স্কুল-মাস্টার ছিলেন। শেকস্পীয়ারের সমসাময়িক, সমব্যবসায়ী ও বন্ধু বেন জনসন বলেছেন, তিনি লাটিন গ্রীক অল্পই জানতেন ("...Thou hadst small *Latine*, and lesse *Greeke*··· ")। কিন্তু জন অব্রে (John Aubrey) নামে এক গবেষক শেকস্পীয়ারের সহ-অভিনেতার কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি লাটিন ভালোই জানতেন। স্কুল-মাস্টার ছিলেন বলে তাঁকে লাটিন আয়ত্ত করতে হয়েছিল। তিনি স্টার্টফোর্ড গ্রামের এক ব্যবসায়ী ও কৃষকের বংশে জন্মেছিলেন বলে আমাদের কালিদাসের মতো তাঁকে মূর্খ বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর মতো প্রতিভাধরের কিছুমাত্র

প্রয়োজন ছিল না। রাশি রাশি লাটিন গ্রীক পড়ে ফ্রান্সিস বেকন হওয়া যায়, উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ার হওয়া যায় না।

শেকস্‌পীয়ারের লণ্ডনে আসার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। লণ্ডনে এসে তিনি কীভাবে থিয়েটারের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, ক্রমে রঙ্গমঞ্চে ধড়াচূড়ো পরে অবতীর্ণ হলেন, নিজে নাটক লিখতে বসে গেলেন—এ সব ঘটনার কোন পরিষ্কার ইতিহাস পাওয়া যায় না। ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌ শেকস্‌পীয়ারকে সম্বোধন করে বলেছেন:

> **Others abide our question—thou art free**
> **We ask and ask—thou smilest and art still,**
> **Out-topping knowledge !**

কথাটা ঠিক, আমরা যতই প্রশ্ন করি, শেকস্‌পীয়ার ততই নির্বাক হয়ে যান, তাঁর জীবনের প্রকৃত ঘটনার অভাবে নানা রোমাঞ্চকর গল্প-আখ্যান গড়ে উঠেছে। তিনি বেন জনসনের নাটকে দুটি ভূমিকায় অবতরণ করেছিলেন এবং নিজের নাটকে দুটি ভূমিকায় অভিনয় করতেন (*As You Like It*-এ ওল্ড্‌ এ্যাডামের এবং *Hamlet*-এ ঘোস্ট্‌-এর অর্থাৎ হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার ভূমিকায়)। কারও মতে তিনি একটু খঞ্জ ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম দিককার জীবনীকার অব্রে বলেন, তিনি খুবই সুপুরুষ ছিলেন। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত প্রথম ফোলিও সংস্করণ শেকস্‌পীয়ার-গ্রন্থাবলীতে মার্টিন ড্রোশাউটের (Martin Droeshout) শেকস্‌পীয়ারের যে এন্‌গ্রেভিং মুদ্রিত হয়েছিল এবং যে-কোন শেকস্‌পীয়ার গ্রন্থাবলীতে যেটি সগৌরবে স্থান পেয়ে আসছে, তাতে তাঁর স্বল্প কেশবিশিষ্ট, খল্বাট শির, সুপ্রসর কপাল এবং দীর্ঘায়িত স্বপ্নাতুর চক্ষু এখনও দর্শকের বিস্ময় আকর্ষণ করে। চিত্রটি সম্ভবতঃ শেকস্‌পীয়ারের প্রবীণ বয়সে অঙ্কিত।

১৫৯২ খ্রী. অব্দের মধ্যে তাঁর মত একজন অজ্ঞাতকুলশীল মফঃস্বলবাসী অভিনেতা ও নাট্যকার এত খ্যাতিলাভ করেন যে 'University wit'-এর অন্যতম রবার্ট গ্রীণ (Robert Greene, 1558—1592) ঈর্ষাতুর হয়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক বলে—"An upstart crow beautified with our feathers"। শেকস্‌পীয়ার, অনুমান, ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে স্ট্রাটফোর্ড-অন-এ্যাভন ছেড়ে লণ্ডনে উপনীত হন এবং দশ বছরের মধ্যে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে লণ্ডনের বিদ্বজ্জনসমাজে কবি ও নাট্যকাররূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

শেকস্‌পীয়ারের রচনাবলী

লণ্ডনের অভিজাত পাড়ায় অভিনেতা, নাট্যকার, কবি, নাট্যসংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হিসেবে শেকস্‌পীয়ারের জীবনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে *Venus and Adonis*, ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত। এটি এবং *The Rape of Lucrece* (১৫৯৪ সালে প্রকাশিত) উৎসর্গ করেন সাদাম্পটনের আর্ল হেন্‌রি রিয়োথেস্‌লিকে (Henry Wriothesley)। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দ—অর্থাৎ লণ্ডনে আসা থেকে লর্ড চেম্বারলেনের থিয়েটারের দলে যোগ দেওয়ার মধ্যে—এই দশ বৎসর শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এই সময়েই তিনি যশস্বী কবি এবং তরুণ নাট্যকার হিসেবে লণ্ডনের অভিজাত সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৫৯১-৯৩ খ্রীঃ অব্দে—দু তিন বছর ধরে লণ্ডনে প্লেগব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিলে থিয়েটারের দল পল্লী অঞ্চলে চলে গেল সেই সময়ে শেকস্‌পীয়ার সম্ভবতঃ কাব্য দু'খানি রচনা করেন। অভিনেতারা শহরে ফিরে এলে লর্ড চেম্বারলেনের নাট্যগোষ্ঠীতে আবার শেকস্‌পীয়ার যোগদান করলেন।

তাঁর *Venus and Adonis* কাব্য প্রকাশের পূর্বেই তিনি নাট্যকাররূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন, রঙ্গমঞ্চে তাঁর একাধিক নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তখন কপি-রাইটের আইন ছিল না বলে নাট্যকার ও অভিনেতারা নাটক মুদ্রণের চেষ্টা করতেন না, কারণ তাহলে যে-কেউ সে নাটক আবার মুদ্রিত করে নাট্যকার ও নাট্যগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষতির কারণ ঘটাতে পারত। অভিনেতারা মনে করতেন, নাটক মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হলে নাট্যদর্শকের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। এই জন্য শেকস্‌পীয়ার জীবিতকালে নিজের নাটক মুদ্রিত ও প্রচার করতে বিশেষ উৎসাহিত হননি, যদিও কিছু কিছু মুদ্রিত হয়েছিল। প্লেগ মহামারীর সময়ে নাটকেদল লণ্ডন ত্যাগ করলে কোন কোন সুযোগ-সন্ধানী প্রকাশক শেকস্‌পীয়ারের কোন কোন নাটকের পাঠ সংগ্রহ করে ছাপিয়ে ফেলল, কারণ ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দ থেকেই শেকস্‌পীয়ারের নাটক রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রকাশকেরা মনে করল, উক্ত নাটকসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে শেকস্‌পীয়ার-প্রিয় দর্শকেরা হয়তো মুদ্রিত নাটক ক্রয় করতেও উৎসাহিত হবে

১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে 'The Theatre' নামে যে নাট্যশালা তৈরি হল তার সঙ্গে শেকস্‌পীয়ার যুক্ত ছিলেন, তাঁর দুই সহযোগী বন্ধু জন হেমিং ও হেন্‌রি কণ্ডেল নবপ্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের কর্ণধার হলেন। ১৫৯৪ থেকে ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শেকস্‌পীয়ার বেশ স্বচ্ছন্দে ও সচ্ছলতার সঙ্গে লণ্ডনে বাস করছেন। স্ট্রাটফোর্ডেও তাঁর বৈষয়িক অবস্থা ফিরে গেল, ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজের নামে বিরাট সম্পত্তি কিনে ফেললেন। এই সময়ে তাঁর নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি ও খ্যাতি তৎকালীন প্রকাশিত গ্রন্থাদিতেও স্বীকৃত হল। ফ্রান্সিস মেয়ার্স (Francis Meres (এর *Palladis Tamia* (1598) গ্রন্থে শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডি ও কমেডির উচ্চ প্রশংসা করা হয়। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে গ্লোব থিয়েটার খোলা হল। এর পর পিতা-মাতার মৃত্যু-জনিত দুঃখে কিছুকাল তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে বিখ্যাত চিকিৎসক জন হলের সঙ্গে তাঁর কন্যা সুসানার বিবাহ হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর জেমস্ লণ্ডনে উপস্থিত হলেন এবং লর্ড চেম্বারলেনের থিয়েটার নিজের হাতে নিলেন, এই দল 'King's Men' নামে পরিচিত হল। এই সময়ে শেকস্‌পীয়ারের আর্থিক অবস্থা ভালোই. স্ট্রাটফোর্ডে অনেক সম্পত্তি ক্রয় করেছেন।

শেকস্‌পীয়ারের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি এই সময়ে রচিত হয় এবং গ্লোব থিয়েটারে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা তো ভালোই কিন্তু নাটকে বেদনা-বিষণ্ণতা-হতাশা এতটা প্রাধান্য পেল কেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। অবশ্য একথাও ঠিক, কবিদের ব্যক্তিগত জীবন সাহিত্যজীবনকে সবসময়ে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে না। সে যাই হোক, এই তৃতীয় পর্বের নাটকে (জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার, ম্যাকবেথ, এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিয়োপেট্রা) সত্যই ব্যর্থতা, মানুষের নীচতা ও কৃতঘ্নতার বিষজ্বালা যেন একটু বেশী তীব্রতা লাভ করেছে! অবশ্য নাটকের অন্তে বেদনার সঙ্গে প্রশান্তিও আছে।

১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দ, এই পাঁচ বছরের মধ্যে শেকস্‌পীয়ারের নাটকে আবার রোমান্স ফিরে এল। এই পর্বের শেষ নাটক 'টেম্পেস্ট্'। ট্র্যাজেডির ঝড়ঝঞ্ঝার পর কমেডির প্রশান্তি এতে চমৎকার ফুটেছে। লক্ষণীয় যে, শেকস্‌পীয়ারের প্রথম নাটক একটি কমেডি—*Comedy of Errors*

এবং শেষ নাটকও কমেডি—*Tempest*। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে ২৯ জুন গ্লোব থিয়েটারে তাঁর *Henry VIII* অভিনীত হবার সময়ে উক্ত থিয়েটারে হঠাৎ আগুন লেগে যায় এবং রঙ্গমঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। মনে হয় এর পর থেকে শেকস্‌পীয়ারের অভিনেতা ও নাট্যকার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। তখন তিনি স্ট্রাটফোর্ডে ফিরে গিয়ে শান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে জীবন কাটাতে থাকেন, মাঝে দু একবার লণ্ডনে এসেছিলেন। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে শেকস্‌পীয়ার নিজের উইল সংশোধন করলেন, অধিকাংশ সম্পত্তি কন্যা সুসানাকে দিলেন।

১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ এপ্রিল উইলিয়ম শেকস্‌পীযার বাহান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। স্ট্রাটফোর্ডের চার্চ-প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহ সমাহিত হল। তখন শীতার্ত আকাশ ক্রমে আতপ্ত হয়ে উঠছে, বসন্তের সুদূর ব্যঞ্জনা ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। মহাকবি শেকস্‌পীয়ার গ্রাম্য গির্জার প্রাঙ্গণে শ্যামল তৃণশষ্পের তলে অন্ধকার মৃত্তিকাগর্ভে চিরশান্তি লাভ করলেন। স্ত্রী হ্যাথওয়ে-ও মৃত্যুর পর স্বামীর পাশেই স্থান পেলেন। ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁর অতিপ্রিয় কন্যা সুসানাও ঐ কবরের অনতিদূরে পিতামাতার পাশেই শেষ শয্যা গ্রহণ করল।

নিম্নে শেকস্‌পীয়ারের কাব্য নাট্যগুলি রচনাকাল হিসেবে পর্ববিভাগ করে দেখান হচ্ছে। তাঁর গ্রন্থের রচনাকালগত পৌর্বাপর্ব নির্ণয় করা কঠিন, নাটক রচনা ও অভিনয়ের বেশ কিছু পরেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং নাটকটির প্রথম রচনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান আছে, তা সবসময়ে নিঃসংশয় হয়ে নির্দেশ করা যায় না। সে যাই হোক, শেকস্‌পীযারের সাহিত্যজীবনকে মোটামুটি চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব (১৫৮৪-১৫৯২), দ্বিতীয় পর্ব (১৫৯৪-৯৯), তৃতীয় পর্ব (১৫৯৯-১৬০৮), চতুর্থ পর্ব (১৬০৮-১৬১৩)। মালোন (Malone) 'Attempt to ascertain the Order in which the Plays attributed to Shakespeare were Written' নিবন্ধ স্টিভেন্‌স্‌ (Steevens) সম্পাদিত শেকসপীয়ারের গ্রন্থাবলীর (১৭৭৮) ভূমিকায় সংযুক্ত হয়। তাতে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের আনুমানিক রচনাকাল দেওয়া হয়েছে। মালোন বিভিন্ন 'কোয়ার্টো' সংস্করণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সুতরাং তাঁর তালিকাটি কিয়দংশে নির্ভরযোগ্য। এখানে তাঁর নাটক (কমেডি বা সুখান্ত, ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত এবং

ঐতিহাসিক) ও কাব্যের আনুমানিক রচনাকালগত চারটি পর্বের তালিকা দেওয়া হল।*

প্রথম পর্ব : ১৫৮৪-১৫৯২

১. কমেডি

কমেডি অব এরর্স (মালোনের তালিকায়—১৫৯৬ খ্রীঃ অঃ)
টেমিং অব দ্য শ্রু („ —১৬০৬ খ্রীঃ অঃ)
টু জেণ্টেলমেন অব ভেরোনা („ —১৫৯৩ খ্রীঃ অঃ)

২. ঐতিহাসিক

ষষ্ঠ হেন্‌রি, ১ম, ২য়, ৩য় („ —১৫৯১-৯২ খ্রীঃ অঃ)
কিং জন („ —১৫৯৬ খ্রীঃ অঃ)
তৃতীয় রিচার্ড („ —১৫৯৭ খ্রীঃ অঃ)

৩. ট্র্যাজেডি

টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস („ —১৫৮৯ খ্রীঃ অঃ)

দ্বিতীয় পর্ব : ১৫৯৪-১৫৯৯

১. কমেডি

লাব্‌স্‌ লেবার লস্ট („ —১৫৯১ খ্রীঃ অঃ)
মিডসামার নাইট্‌স্‌ ড্রিম („ —১৫৯৫ খ্রীঃ অঃ)
মার্চেণ্ট অব ভিনিস („ —১৫৯৮ খ্রীঃ অঃ)
মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডসোর („ —১৬০১ খ্রীঃ অঃ)
মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং („ —১৬০০ খ্রীঃ অঃ)
এ্যাজ ইউ লাইক ইট („ —১৬০০ খ্রীঃ অঃ)

২. ঐতিহাসিক

দ্বিতীয় রিচার্ড (মালোনের তালিকায়—১৫৯৭ খ্রীঃ অঃ)
চতুর্থ হেন্‌রি, ১ম ভাগ („ —১৫৯৭ খ্রীঃ অঃ)

---

* শেকস্‌পীয়ারের গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে তালিকা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। কোন গবেষকই এ বিষয়ে নিঃসংশয় নন, এবং রচনার ও মুদ্রণের সন তারিখ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য আছে। মালোনের তালিকা এবং সম্প্রতি ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ সোসাইটি প্রকাশিত শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র গ্রন্থাবলীর (১৯৫৭) তালিকায় অনেক প্রভেদ।

চতুর্থ হেন্‌রি ২য় ভাগ (,, —১৫৯৮ খ্রীঃ অঃ)
পঞ্চম হেন্‌রি (,, —১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ)

৩. ট্র্যাজেডি
রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট (,, —১৫৯৫ খ্রীঃ অঃ)

৪. কাব্য
ভেনাস এ্যাণ্ড এ্যাডোনিস (,, —১৫৯৩ খ্রীঃ অঃ)
রেপ অব লুক্রেসি (,, —১৫৯৪ খ্রীঃ অঃ)

তৃতীয় পর্ব : ১৫৯৯-১৬০৮

১. কমেডি
টুইলফ্‌থ্‌ নাইট (, —১৬১৪ খ্রীঃ অঃ)
ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা (,, —১৬০২ খ্রীঃ অঃ)
মেজার ফর মেজার (,, —১৬০৩ খ্রীঃ অঃ)
অল্‌স্‌ ওয়েল ছাট
এণ্ড্‌স ওয়েল (,, —১৫৯৮ খ্রীঃ অঃ)

২. ঐতিহাসিক*

৩. ট্র্যাজেডি
জুলিয়াস সিজার (,, —১৬০৭ খ্রীঃ অঃ)
হ্যামলেট (” —১৫৯৬ খ্রীঃ অঃ)
ওথেলো (,, —১৬১১ খ্রীঃ অঃ)
টাইমন অব এথেন্স্‌ (,, —১৬১০ খ্রীঃ অঃ)
লীয়র (মালোনের তালিকায়—১৬০৫ খ্রীঃ অঃ)
ম্যাকবেথ (,, —১৬০৬ খ্রীঃ অঃ)

---

*মালোনের তালিকা অনুসারে এই পর্বের মধ্যে ৬ষ্ঠ হেন্‌রি (১ম, ২য়, ৩য় ১৫৯১-৯২) ও অষ্টম হেন্‌রি (১৬০১ খ্রীঃ অঃ) রচিত হয়। এগুলি আমরা পিটার এ্যালেকজাণ্ডার সম্পাদিত ও ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ বুক সোসাইটি প্রকাশিত সমগ্র শেকস্‌পীয়ার থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই মতে অষ্টম হেন্‌রি ১৬১৩ খ্রীঃ অঃ মধ্যে রচিত বা অভিনীত হয়। তাই এই নাটকের উল্লেখ চতুর্থ পর্বে করা হয়েছে।

এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিয়োপেট্রা („ —১৬০৮ খ্রীঃ অঃ)
করিওলেনাস („ —১৬০৯ খ্রীঃ অঃ)

চতুর্থ পর্ব : ১৬০৮–১৬১৩

১. কমেডি

পেরিক্লিস („ —১৫৯২ খ্রীঃ অঃ)
সিম্বেলিন („ —১৬০৪ খ্রীঃ অঃ)
উইণ্টার্স টেল („ —১৫৯৪ খ্রীঃ অঃ)
টেম্পেস্ট্‌ („ —১৬১২ খ্রীঃ অঃ)

২. ঐতিহাসিক

অষ্টম হেন্‌রি („ —১৬০১ খ্রীঃ অঃ)

৩ ট্র্যাজেডি*

৪. কাব্য

সনেট (১৫৯৩-১৬০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত, ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে কোয়ার্টো সংস্করণে প্রকাশিত)

এ লাভার্স কম্‌প্লেণ্ট্‌ (রচনাকাল অজ্ঞাত, ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে কোয়ার্টো সংস্করণে সনেটের শেষে প্রকাশিত)

প্যাসনেট পিলগ্রিম (১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত। কারও কারও মতে এ কাব্যের ২১টি কবিতার মধ্যে মাত্র ৫টি শেকস্‌পীয়ারের রচনা।)

দি ফিনিক্‌স্‌ এ্যাণ্ড টার্টল (১৬১১ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় কোয়ার্টো সংস্করণে প্রকাশিত, রবার্ট চেস্টারের 'The Phoenix and Turtle'-এর ১৪টি কবিতা শেকস্‌পীয়ারের রচনা বলে কথিত।)

---

*টাইমন অব এথেন্‌স্‌, এ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিয়োপেট্রা এবং ওথেলো তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পিটার আলেকজাণ্ডারের তালিকা অনুসারে। সুতরাং চতুর্থ পর্বে কোন ট্র্যাজেডির উল্লেখ করা হল না।

শেকস্‌পীয়ারের জীবিতকালে তাঁর অনুমতি নিয়ে বা বিনা অনুমতিতে যে কোয়ার্টো সংস্করণে তাঁর নাটক মুদ্রিত হয়, সেই চৌকো ছোট গ্রন্থগুলির দাম ছিল ছ'পেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে যে ফোলিয়ো সংস্করণে তাঁর প্রথম সমগ্র গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয় তার দাম ছিল এক পাউণ্ড। প্রকাশকেরা যার-তার কাছ থেকে, কখনও অভিনেতাদের মুখস্থ অংশ থেকে, কখনও-বা পাণ্ডুলিপির যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করে কোয়ার্টো সংস্করণ প্রকাশ করত—বলা বাহুল্য অর্থলোভে। এই রকম ত্রুটিপূর্ণ ও এলোমেলো ধরণে মুদ্রিত শেকস্‌পীয়ারের নামে ৭ খানি নাটক মুদ্রিত হয়েছিল :

> *The Contention ; The True Tragedy (Henry VI. 1st. 2nd. 3rd. Parts), A Shrew ; Romeo & Juliet ; Merry Wives of Windsor ; Henry V ; Hamlet ; The Troublesome Reign of King John.*

বলা বাহুল্য এগুলির মুদ্রণে বহু হস্তক্ষেপ হয়েছে, এর কোনও খানাই বিশুদ্ধ সংস্করণ নয়। এই সংস্করণ অশুদ্ধ কোয়ার্টো সংস্করণ বা Bad Quarto নামে পরিচিত। এইভাবে ভুলত্রুটিপূর্ণ মুদ্রিত নাটক প্রচারিত হলে শেকস্‌পীয়ার ও তাঁর দলের অভিনেতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন বোধকরি শেকস্‌পীয়ারের নির্দেশে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ কোয়ার্টো সংস্করণ প্রকাশিত হল। একেই Good Quarto বলা হয়। এই ২য় কোয়ার্টো বা বিশুদ্ধ কোয়ার্টো Q. 2.)-তে শেকস্‌পীয়ারের মোট চৌদ্দখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল :

> *Titus Andronicus, Love's Labour's Lost, Romeo and Juliet, Richard II, Richard III (1st & 2nd. Parts), Henry IV, Merchant of Venice, Midsummer-Night's Dream, Much Ado, Hamlet, Troilus & Cressida, King Lear, Othello.*

এই Good Quarto বা বিশুদ্ধ কোয়ার্টো সংস্করণ অনেকটা প্রামাণিক হলেও এর সংশোধনে শেকস্‌পীয়ারের কতটা কর্তৃত্ব ছিল জানা যায় না। অবশ্য তাঁর নিজ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকেই বিশুদ্ধ কোয়ার্টো সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। হয়তো এতেও অনেক ত্রুটি ছিল। কিন্তু ত্রুটি সংশোধনের পূর্বে শেকস্‌পীয়ারের মৃত্যু হয়।

এর পর ফোলিয়ো ('Folion') সংস্করণ উল্লেখ করা যেতে পারে ফোলিও অর্থাৎ বড়োমাপের কাগজে মুদ্রিত শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র নাটকের একটি সংকলন ১৬২৩ খ্রী: অব্দে প্রকাশিত হয়, তাঁর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে। তাঁর সহ-অভিনেতা, বন্ধু ও স্টেজ-ম্যানেজার জন হেমিং এবং হেন্‌রি কন্‌ড্রেল এটি সম্পাদনা করেন। এইটি First Folio Edition বা প্রথম ফোলিও সংস্করণ নামে পরিচিত। এর পর ১৬৩২ সালে দ্বিতীয় ফোলিও, ১৬৬৩ সালে তৃতীয় ফোলিও এবং ১৬৮৫ সালে চতুর্থ ফোলিও সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম ফোলিও সংস্করণের দাম ছিল এক পাউণ্ড। এই সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় শেকস্‌পীয়ারের মোট ৩৬টি নাটক মুদ্রিত করেছিলেন, কিন্তু *Pericles* গৃহীত হয়নি। তাতে মনে হচ্ছে, *Pericles* শেকস্‌পীয়ারের রচিত নয়, অথবা এতে হয়তো তার রচনা যৎসামান্য। প্রথম ফোলিও সংস্করণের টাইটল্‌ পেজ এইরূপ :

Mr. WILLIAM

SHAKESPEARE'S

Comedies

Histories, &

Tragedies.

Published according to the True Original Copies

LONDON

Printed by Isaac Iaggard, and Ed. Blount. 1623

সূচীপত্রটি উল্লিখিত হল :

A CATALOGVE

Of the seuerall comedies, histories, and

Tragedies contained in this volume

COMEDIES

The Tempest	Folio 1
The Two Gentleman of Verona	20
The Merry Wiues of windsor	38

HISTORIES

TRAGEDIES

ফোলিও সংস্করণের পর শেকস্‌পীয়ারের নাটকের নানা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রো (Rowe—১৭০৯), পোপ (১৭২৫, থিয়োবল্ড্‌ (১৭৩৩) জনসন (১৭৬৫), ক্যাপেল (১৭৬৮) মালোন (১৭৯০) প্রভৃতির সম্পাদনায় শেকস্‌পীয়ারের নাটকের সংস্করণ ইংলণ্ডের পাঠক মহলে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অবশ্য সুনামের একটি স্বাভাবিক বিড়ম্বনা আছে। শেকস্‌পীয়ারের জনপ্রিয়তার লোভে অনেক অসাধু পুস্তক প্রকাশক ও লেখক শেকস্‌পীয়ারের নাম দিয়ে বহু নাটক মুদ্রিত ও প্রচার করেছিলেন যার কোনটিই তাঁর লেখা নয়। শোনা যায় *Henry VIII*-এ ফ্লেচারের কিছু হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। শেকস্‌পীয়ারও নাকি ফ্লেচারের *The Two Noble Kinsmen*-এর বহু অংশ লিখে দিয়েছিলেন।

তৃতীয় ফোলিও সংস্করণে (১৬৬৪) শেকস্‌পীয়ারের পরিচিত নাটক ছাড়াও নিম্নলিখিত নাটকগুলি তাঁর রচিত বলে মুদ্রিত হয়েছিল :

Pericles, The London Prodigal, Thomas Lord Cromwell, Sir John Oldcastle, The Puritan Widow, A Yorkshire Tragedy, Locrina.

এর মধ্যে একমাত্র *Pericles*-কেই শেকস্‌পীয়ারের রচনা বলে ধরা হয়। দেখা যাচ্ছে কোয়ার্টো'র অনেক ভুলচুকপূর্ণ নাটক তৃতীয় ফোলিও সংস্করণে অবিকল গৃহীত হয়েছিল। *Cardinio* শেকস্‌পীয়ার ও ফ্লেচারের যৌথ রচনা। *Sir Thomas More* (১৮৪৪ সালে মুদ্রিত)-এর কিয়দংশ শেকস্‌পীয়ারের লেখা বলে সনাক্ত করা হয়েছে। *Edward-III* (এটি সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে), *The Troublesome Reign of King John* কারও কারও (পোপ) মতে শেকস্‌পীয়ার ও উইলিয়ম রাওলি (W. Rowly)—দুজনের রচনা। মনে হয়, প্রথমে এই নাটক রচিত হয়, তারপর এটি অবলম্বনে *King John* লেখা হয়। *The Birth of Merlin*—এটিও নাকি শেকস্‌পীয়ার ও রাওলির যৌথ রচনা। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা এর সঙ্গে

শেকস্‌পীয়ারের নাম সংযুক্ত করতে চান না। এ ছাড়াও *Arden of Feversham* (*1592*), *The Pleasent Comedie of Faire Em, The Miller's Dughter of Manchester With the Loue of William the Conquerer, The Merry, Dvil of Edmonton, The Comedy of Mucedorus, The History of King Stephen. Duke Humphray, a Tragedy, Iphis and Iantha, or* a *marriage without a man, a Comedy* প্রভৃতি নাটকগুলিতে রচনাকার হিসেবে শেকস্‌পীয়ারের নাম মুদ্রিত হয়েছিল। ১৬৫৬ থেকে ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পুস্তকব্যবসায়ীরা যে সমস্ত নাটকের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তাতে বোমণ্ট-ফ্লেচার, চেট্‌ল্‌ কীড, মার্লো, মাসিঞ্জার, মিডল্‌টোন্‌, পীল প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকের সঙ্গে নিম্নলিখিত নাটকগুলি শেকস্‌পীয়ারের রচনা বলে প্রচারিত হয়েছিল —*Edward III, Edward IV (1st, Part), Jeronimo, Leir, Merry Devil of Edmonton Mucedorus*। মনে হয় শেকস্‌পীয়ার কোন কোন লেখকের রচনা সংশোধন করে দিতেন, হয়তো নিজেও দু-চার ছত্র লিখে দিতেন। এইভাবে অন্যের লেখায় তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও-বা অর্থগৃধ্নু প্রকাশকেরা অনেক বাজেলেখা শেকস্‌পীয়ারের নামে প্রচার করে নিজেদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে শেকস্‌পীয়ারের সুনামের। প্রথম ফোলিয়ো সংস্করণে মুদ্রিত নাটকগুলি ছাড়া, শেকস্‌পীয়ারের নামে প্রচারিত অন্যান্য নাটকে তাঁর কতখানি কর্তৃত্ব ছিল, এবং আদৌ ছিল কিনা তাতে বিশেষ সংশয় আছে।

শেকস্‌পীয়ার, না বেকন?

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে শেকস্‌পীয়ার সম্পর্কে একটি বিচিত্র গুঞ্জন উঠেছিল, তার তরঙ্গে আহত হয়েছিল আমেরিকার উপকূল। শেকস্‌পীয়ার নামে সত্যিই কি কোন নাট্যকার ছিলেন, না অন্য কেউ তাঁর নামের অন্তরালে আত্মগোপন করে যুগান্তকারী নাটক লিখেছিলেন। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে, স্ট্রাটফোর্ড-বাসী শেকস্‌পীয়ার, যিনি একজন ব্যবসায়ী ও কৃষকের পুত্র এবং 'University wit'-এর মতো লেখাপড়া

জানতেন না, এই সাঁইত্রিশখানি (মতান্তরে ছত্রিশখানি) নাটক ও চার-পাঁচখানি কাব্য-কবিতাগ্রন্থ রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি ? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তাঁর সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রচার শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন যে, ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) নাকি শেকস্‌পীয়ার নামে জগৎ-প্রসিদ্ধ নাটকসমূহ লিখে গেছেন। ডেলায়া সল্টার বেকন (**Delia Salter Bacon, 181¹-1859**) নামে এক মার্কিন মহিলা এই সম্পর্কে নানা তথ্য ও সন্দেহের কথা তোলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ফ্রান্সিস বেকনের কোন সম্পর্ক ছিল না, শুধু উপাধিটি ছাড়া। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, দু-একখানি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে যৎকিঞ্চিৎ খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু *Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded* (*1857*) গ্রন্থই তাঁকে শেকস্‌পীয়ার প্রসঙ্গে স্মরণীয় করেছে। তিনি নানা প্রমাণ তুলে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, শেকস্‌পীয়ারের নামে প্রচারিত নাটকগুলি আসলে ফ্রান্সিস বেকন, এডমণ্ড্ স্পেন্সার, ওয়ালটার র‍্যালে প্রভৃতি মনীষীদের রচনা। শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে এই বিচিত্র ব্যাপার উল্লেখ করে তিনি য়ুরোপ আমেরিকায় এমন আলোড়ন তুলেছিলেন যে, এমার্সন, কারলাইল প্রভৃতির মতো বিচক্ষণ মনীষীরাও তাঁর জল্পনা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে শ্রীমতী বেকনের মস্তিষ্ক বিকার দেখা দেয় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর জীবনান্ত হয়। সুতরাং তাঁর এই অভিনব গবেষণা সম্বন্ধে গবেষণা চালানো নিরর্থক, কারণ তাঁর মানসিক পরিণতি থেকেই তাঁর অব্যবস্থিত মনের প্রকৃতিটি ধরা পড়বে।

শ্রীমতী ডেলায়া বেকনের উক্ত গ্রন্থ রচনার কিছু পূর্ব থেকেই কারও কারও মনে শেকস্‌পীয়ারের কবি ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উদিত হয়েছিল, কেউ কেউ মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, উক্ত নাটকগুলি শেকস্‌পীয়ার নামক কোন ব্যক্তির রচনা নয়, ফ্রান্সিস বেকনের রচনা। শেকস্‌পীয়ারের গোটা পাঁচেক নামস্বাক্ষর ছাড়া আর কোনও হাতের লেখা বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তবু উৎসাহী গবেষকগণ শেকস্‌পীয়ার নামাঙ্কিত নাটকে শেকস্‌পীয়ারের হাতের লেখা বলে পরিচিত লেখা থেকে, তার ধরণ-ধারণ ও গড়ন থেকে অনুমান করলেন যে, সে লেখা শেকস্‌পীয়ারের নয়, বরং এ লেখা অনেকটা বেকনের মতো। গুজবের এমন মহিমা যে, এই অভিনব তত্ত্ব প্রচারের জন্য **Bacon Society** স্থাপিত হয় ; এঁদের প্রচারযন্ত্র *The Baconian* নামে

একখানি পত্রিকা অনেকদিন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। এ ছাড়াও রোজার ম্যানার্স উইলিয়ম স্ট্যান্‌লি এডোয়ার্ড ডি ভেয়ার—এঁরাও প্রচার করেন যে, শেকস্‌পীয়ারের নামে প্রচলিত নাটকগুলি তাঁর লেখা নয়। লর্ড পেন্‌জান্স (Lord Penzance)-এর *Iudicial Summing Up*, স্যার টি. মার্টিন (Sir T. Martin)-এর *Shakespeare or Bacon?* আই. ডোনালির (I. Donally) *The Great Cryptogram*, স্যর জি. গ্রীণউডের (Sir. G. Greenwood) *Shakespeare Problem Re-started*, স্যর ই. ডারনিং লরেন্স (Sir E. Durning Lawrence) এর *Bacon in Shakespeare* এবং *The Shakespeare Myth*-এ পণ্ডিত ও গবেষকের দল, সত্যসত্যই শেকস্‌পীয়ার কর্তৃক নাটক লেখার ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার দুজন হাতের লেখা বিশারদ গবেষণা ও পরীক্ষা করে দেখান যে, হাতের লেখা দিয়ে শেকস্‌পীয়ার সংক্রান্ত কোনও কথাই প্রমাণিত হয়নি। আর তা ছাড়া শেকস্‌পীয়ারের বন্ধু ও সহযোগী বেন জনসন, যিনি প্রথম ফোলিও সংস্করণে (১৬২৩) যে সুদীর্ঘ কবিতায় (To the Memory of My Beloued, The Author Mr. William Shakespeare : And What he hath left Vs) শেকস্‌পীয়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জ্ঞাপন করেছেন এবং উক্ত কবিতায় তিনি যেভাবে শেকস্‌পীয়ারের সমসাময়িক স্পেন্সার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, কীড, মার্লোর উল্লেখ করেছেন, তাতে কি মনে হয়, শেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলি স্ট্রাটফোর্ড অন এ্যাভনবাসী উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ারের রচিত নয়? বেন জনসন তো তাঁকে 'Sweet Swan of Avon' বলেছেন। এখন অবশ্য গবেষণা করে দেখা হয়েছে, শেকস্‌পীয়ারের নামে প্রচারিত নাটকগুলি শেকস্‌পীয়ারেরই রচনা, অপর কারো নয়। অবশ্য সেকালে তাঁর নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে লোভী মুদ্রক ও প্রকাশকের দল অনেক অজ্ঞাতপরিচয় লেখককে দিয়ে নাটক লিখিয়ে নিয়ে মলাটে শেকস্‌পীয়ারের নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করত। তাই মলাটে শেকস্‌পীয়ারের নাম থাকলেই যে সেটি উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ারের রচনা তা মনে করার কারণ নেই। মধ্যযুগের বাংলাদেশে যেমন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাদের নামে অনেক কবির অপদার্থ পদ চালানো হয়েছে শেকস্‌পীয়ারের মতো বিখ্যাত লেখককেও সেইভাবে কিছু খ্যাতির মাশুল গুণতে হয়েছে।

শেকস্‌পীয়ারের এই বাংলা অনুবাদে যে সমস্ত নাটক ও কাব্য সঙ্কলিত হয়েছে, তার সম্বন্ধে আজ প্রায় ৩।৪ শ'বছর ধরে বিশ্বের নানাজনে নানা বিচিত্র দিক থেকে গবেষণা করে চলেছেন এবং এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সুতরাং আমরা শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভা সম্বন্ধে কোন অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করার দুরাশা রাখি না। টি এস. এলিয়ট বলেছেন :

> When a poet is a great poet as Shakespeare is, we cannot judge of his greatness unaided; we need both the opinions of other poets, and the diverse views of critics who were not poets, in order to help us to understand.

তাঁর এ মন্তব্য অবশ্যই শিরোধার্য। তবে আমাদের ধারণা, সাধারণ সাহিত্যবোধবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকা এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে, কোনও সমালোচকের সাহায্য ব্যতিরেকেই, শেকস্‌পীয়ারের মানসিকতায় যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁদের সেই প্রবেশাধিকারকে সুগম করার জন্য আমরা এখানে এই খণ্ডে মুদ্রিত নাটকগুলির যৎসামান্য বস্তুগত পরিচয় দেব। এর শিল্পগত আবেদন, যা প্রধানতঃ বুদ্ধিমূলক, এবং রসবেদ্য অনুভূতি যা মূলতঃ হৃদয়দলবাসী আত্মসম্বিতের আনন্দময় প্রবৃত্তি, যে-কোন পাঠকই তার অমিত অধিকারী। তাঁদের শেকস্‌পীয়ার প্রীতিকে সেদিকে আকর্ষণ করে এখানে দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলির দু-চারটি তথ্যগত ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করি। যাঁরা শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উৎসুক, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, এই পরিকল্পনায় তাঁর গ্রন্থকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়নি। সে-ভাবে বিন্যাস করলে গবেষকগণ হয়তো তার মধ্যে থেকে শেকস্‌পীয়ারের রচনার ক্রমপর্যায় অনুধাবন করতে পারতেন। আর তা ছাড়া শেকস্‌পীয়ারের নাটকটির কোন্‌খানি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল, রচনার কতদিন পরে অভিনীত হয়েছিল এবং কবে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নানা মতান্তরের অবকাশ আছে। সে-সব কচ্‌কচি গবেষকের জন্য তোলা থাক। আমাদের লক্ষ্য শেকস্‌পীয়ার পাঠার্থী সাধারণ পাঠক। তাঁদের পাঠভোগের স্পৃহায় বৈচিত্র্য আনবার জন্যই এই সংকলনে ইচ্ছা করেই রচনার পৌর্বাপর্ব অনুসরণ করা হয়নি।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকগুলির বস্তুগত কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'ম্যাকবেথ' নাটকের ঘটনা অদ্ভুত হলেও স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে। এর কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস-ভিত্তিক—যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাটকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে শেকস্‌পীয়ারকে প্রচুর কল্পনা ও নির্বাধ কাল্পনিকতার সাহায্য নিতে হয়েছে। কাহিনীর মূল উপাদান তিনি রাফায়েল হলিনশেডের (১৫২০-১৫৮০ খ্রীঃ অঃ *Chronicles of England, Scotland and Ireland* (১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত) থেকে নিয়েছিলেন।[১] এই কাহিনীমূলক ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে শেকস্‌পীয়ার 'কিং লিয়র' ও 'সিম্বালিন'-এর আখ্যানও নির্বাচিত করেন। এলিজাবেথীয় যুগের অনেক নাট্যকার হলিনশেডের এই ঐতিহাসিক কাহিনী থেকেই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

হলিনশেডের *Chronicles* এ দেখা যাচ্ছে ম্যাবেথের (মৃত্যু—১০৫৭ খ্রীঃ অঃ) পূর্বপুরুষ স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী মরে ও রসের শাসনকর্তা ছিলেন। ম্যাকবেথের পিতার নাম ফিণ্‌লাইচ্‌। ম্যাকবেথ ১০৪০ খ্রীঃ অব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানকানকে হত্যা করে ক্ষমতা অধিকার করেন এবং পত্নী গ্রুয়াচ্‌-এর দিক থেকে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন দাবি করেন এবং যথারীতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালীন ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, ম্যাকবেথের শাসনকালে স্কটল্যাণ্ডের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ১০৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রোমে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু সিংহাসনচ্যুত ডানকান-বংশধরগণ চুপ করে বসে রইলেন না, নিহত ডানকানের পুত্র ম্যালকম এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিওয়ার্ড ১০৫৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে ম্যাকবেথকে আক্রমণ করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। এর তিন বৎসর পরে (১০৫৭) তাঁরা পার্টশায়ারের যুদ্ধে ম্যাকবেথকে পরাজিত করেন এবং ম্যালকম তাঁকে হত্যা করেন। এইটুকু ঐতিহাসিক উপাদান থেকে শেকস্‌পীয়ার ম্যাকবেথের শোকাবহ নির্মম ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন।

কারও কারও মতে ম্যাকবেথ নাটকের রচনাকাল ১৬০১-২ খ্রীঃ অব্দ, কারও মতে ১৬০৫-৬ খ্রীঃ অব্দ। বোধ হয় প্রথম জেম্‌স্‌কে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শেকস্‌পীয়ার এই নাটক রচনা করেন। এসেক্‌সের ডিউকের এলিজাবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালে শেকস্‌পীয়ার এডিনবরায় পালিয়ে যান, বোধহয়

[১] হলিনশেড কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন হেক্টর বোয়াসির লাতিন গ্রন্থ 'Scotorum Hisoriae' থেকে।

এখানেই ম্যাকবেথের প্রথম অভিনয় হয়। সাইমন ফর্মান (১৫৫২-১৬১১) নামে এক ডাক্তার *Booke of Plaies* নামে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে গ্লোব থিয়েটারে ম্যাকবেথ অভিনয় দেখার কথা লিখে গেছেন (২০ এপ্রিল, ১৬১০-১১)। এর পূর্বেও নিশ্চয় এই থিয়েটারে ম্যাকবেথের একাধিক অভিনয় হয়েছিল। প্রথম ফোলিও সংস্করণ মুদ্রিত হবার পূর্বে ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে এই নাটক এবং শেকস্‌পীয়ারের আরও পনেরখানি নাটক মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য রেজিস্টারীভুক্ত হয়। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ফোলিও সংস্করণে এ নাটক *Tragedie of Macbeth* নামে মুদ্রিত হয়। অবশ্য এই মুদ্রণে সতর্কভাবে বিশুদ্ধ পাঠ অনুসৃত হয়নি। শেকস্‌পীয়ার নিজেই নাকি এই মুদ্রণে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কিছু বাদ দিয়েছিলেন। বোধ হয় প্রম্প্‌টারের খাতা থেকে এটি 'যদ্দৃষ্টং তচ্ছাপিতং'-ভাবে মুদ্রিত হয়। ফলে প্রথম ফোলিও সংস্করণে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। রেস্টোরেশনের যুগে ডি' অ্যাভেনাণ্ট এই নাটকের নববেশ প্রদান করেন। কিছু কিছু পরিবর্তনও করা হয়। পোষাক-পরিচ্ছদে জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়, নৃত্যগীতও সংযুক্ত হয়। এটি অনেকটা অপেরার আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে গ্যারিক (ডেভিড গ্যারিক, ১৭১৭-৭৯) এই অপেরারীতি পরিত্যাগ করে শেকস্‌পীয়ারের মূল নাটকে ফিরে যান।

নাটকের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে ম্যাকবেথ ডাকিনীদের কুমন্ত্রণায় এবং পত্নীর প্ররোচনায় নিজ প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক স্কটল্যাণ্ডের রাজা সদাশয় ডানকানকে হত্যা করলেন স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের জন্য। ডানকানের দুই পুত্র ম্যালকম ও ডোনালবেন পলাতক হলে তিনি সহজেই সিংহাসনে আরূঢ় হলেন। ডাকিনীদের ইঙ্গিত থেকে তিনি ব্যাঙ্কোকেও হত্যা করলেন। কিন্তু সর্বশেষে মহাপাপের প্রতিফল পেলেন। দুষ্ট কর্মের একান্ত সঙ্গিনী লেডি ম্যাকবেথ উন্মাদিনী হয়ে দেহত্যাগ করলেন। পরিশেষে ডানকানের পুত্র ম্যালকম ও ফিফির ভূস্বামী ম্যাকডাফের মিলিত বাহিনীর কাছে ম্যাকবেথ পরাজিত হলেন, ম্যাকডাফ তাঁকে হত্যা করলেন। অতঃপর ম্যালকম পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। মানুষের উচ্চাশা কীভাবে ডাকিনীর রূপ ধরে কানে কুমন্ত্রণা দেয়, কীভাবে মানুষের অন্তরশায়ী তীব্র আকাংখাকে বিষধর সর্পের মতো উদগ্র করে তোলে, হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নিয়ে প্রভু ও হিতাকাংখীকে নির্মমভাবে বিনিষ্ট করে এবং একের পর এক হত্যা করে

চলে, নারীও সেই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায় না, এবং অবশেষে কীভাবে শোচনীয় পরিণাম তাকে বিনাশের তমোগহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়ে রক্তাক্ত মৃত্যু দান করে, মানবজীবনের সেই নির্মম নিয়তি, যা তারই অঙ্গুলি চালনায় তার কণ্ঠে শ্বাসরোধকারী রজ্জুর বন্ধন হয়ে দেখা দেয়, 'ম্যাকবেথ' নাটকে তার ভয়াবহ শিহরণ উপলব্ধি করা যাবে [২]

ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি চরিত্র, রাজা জনকে (১১৬৭-১২১৬) অবলম্বন করে শেকস্‌পীয়ার *King John* রচনা করেন। দ্বিতীয় হেন্‌রীর পুত্র জন নানা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা রাষ্ট্রে প্রাধান্য অর্জন করেন। ১২০৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে তাঁর সঙ্গে পোপের কলহ শুরু হয়—এর কারণ ক্যান্টারবেরির প্রধান ধর্মযাযকের নির্বাচন। তাঁকে অবশ্য পোপের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। তাঁর অত্যাচারের ফলে ভূস্বামী ও ব্যারনেরা তাঁকে 'ম্যাগ্‌না কার্টা' বা মহাসনদে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন (১২১৫)। অবশ্য অত্যাচারী জন শাসক-হিসেবে কতকগুলি গুণেরও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন ব্যাপারেই তাঁর চক্ষুলজ্জা ছিল না—সেযুগে কারই বা ছিল? চতুর ও কর্মদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শেষ দিকে তিনি একা পড়ে যান এবং শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে হঠাৎ ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তার ঐতিহাসিক জীবনকাহিনীকে কোথাও কোথাও কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে শেকস্‌পীয়ার 'কিং জন' রচনা করেন। মনে হয় নাটকটির রচনাকাল ১৫৯৭-৯৭ খ্রীঃ অঃ। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে এর অভিনয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার পূর্বে এর কবে কোথায় অভিনয় হয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এটি ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ফোলিও সংস্কারণে *The Life and Death of King John* নামে মুদ্রিত হয়।

১৫৯১ খ্রীঃ অব্দে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত নাটক '**The Troublesome Raigne of John King England**' প্রকাশিত হয়। শেকস্‌পীয়ার এই নাটক থেকেই 'কিং জন' রচনা করেন। কেউ কেউ মনে

[২] কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথের কিয়দংশ অনুবাদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রও ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ করে এবং অভিনয় করে বাঙালী দর্শকের মনস্তুষ্টি করেছিলেন।

করেন যে, উক্ত 'The Troublesome Raigne of John' মার্লোর রচনা, পীলও এই রচনায় হাত দিতে পারেন। শেকস্‌পীয়ার নিজ নাটকে এই নাটক থেকে অনেক উপাদান গ্রহণ করেছিলেন, এমনকি উক্ত নাটকের ইতিহাস-সংক্রান্ত ভুলগুলিও শেকস্‌পীয়ার সংশোধন করেননি। পরবর্তী কালের কোন কোন সমালোচক অনুমান করেছিলেন 'The Troublesome Raigne of John King' শেকস্‌পীয়ারেরই রচনা। তাঁর পূর্বে এই একই কাহিনী নিয়ে জন বেব (১৪৯৫-১৫৬৩) 'King John' (১৫৪৭) নামে যে নাটক রচনা করেন, বিশেষজ্ঞের মতে সেটি হচ্ছে প্রথম ঐতিহাসিক ইংরেজী নাটক।

শেকস্‌পীয়ার ইতিহাস থেকে মূল ঘটনা সংগ্রহ করলেও তাঁর এই নাটকে কিছু কিছু ইতিহাস-বিচ্যুতিও দেখা যায়। রাজা জনের অগ্রজ আর্থারের শোকাবহ ঘটনাই এই নাটকের প্রধান ঘটনা, অবশ্য জনের মৃত্যুতে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, জনের রাজত্বকালীন সর্বপ্রধান ঘটনা 'ম্যাগ্‌না কার্টা' সম্বন্ধে শেকস্‌পীয়ার একেবারে নীরব। এ নাটকে রাজনৈতিক জটিলতা-সংক্রান্ত অনেক কাহিনী আছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে পুত্রহারা আর্থার-জননী কন্‌স্‌ট্যান্‌সের হৃদয়বিদারক হাহাকার। শোকের সঙ্গে বাস্টার্ডের রঙ্গকৌতুক মিশে গিয়ে ব্যথাকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। সে যাই হোক, 'কিং জন' কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের সবশ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়। এ-সম্পর্কে ডঃ জনসনের এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত :

> The tragedy of King John though not written with the utmost power of Shakespeare, is varied with a very pleasing interchange of incidents and characters. The Lady's grief is very affecting, and the character of the Bastard contains the mixture of greatness and levity which this author delighted to exhibit.

রোমের ইতিহাস থেকে শেকস্‌পীয়ার জুলিয়াস সিজারের কাহিনী সংগ্রহ করেন। প্লুটার্কের 'Lives of Brutus, Caesar and Antony'-এর প্রধান উৎস। প্লুটার্কের মূল লাতিন গ্রন্থটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন জ্যাক আমিও (১৫৫৯)। টমাস নর্থ এর ইংরেজী অনুবাদ করেন ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে। শেকস্‌পীয়ার সম্ভবতঃ এই ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। 'জুলিয়াস

সিজার' নাটক ১৫৯৯-১৬০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হয় এবং ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অভিনীত হয়, ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ফোলিও সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

রোমের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, ৪৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের গোড়ার দিকে সিজার স্পেন অভিযান থেকে ফিরে এসে প্রচণ্ড ক্ষমতায় আসীন হলেন এবং এক-নায়কত্ব অবলম্বন করলেন। কেসিয়াস তাঁর প্রতি ঈর্ষাতুর ও সন্দেহপরবশ হয়ে মনে করলেন, সিজার ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্যের বশে স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব চালাতে চাইছেন, যার ফলে রোমান গণতন্ত্রের ক্ষতি হবে। তাঁকে নিপাত করার ষড়যন্ত্র চলল, ব্রুটাস সিজারের প্রিয়বন্ধু হলেও রোমান গণতন্ত্র রক্ষার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন এবং সিজার হত্যায় অন্যতম অংশীদার হতেও দ্বিধা করলেন না। মার্ক আণ্টনি নিহত সিজারের শবের সামনে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার কাছে এমন কৌশলে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করলেন যে, শ্রোতায় দল সিজার-হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। তখন ব্রুটাস ও কেসিয়াস এশিয়া মাইনরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ৪২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনিয়ার ফিলিপ্পিতে আণ্টনি ও অক্টাভিয়াসের মিলিত বাহিনীর কাছে তাঁরা পরাজিত হলেন এবং পরস্পরকে হত্যা করে ধৃত হবার অগৌরব থেকে রক্ষা পেলেন। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে শেকস্‌পীয়ার এই রোমান ট্র্যাজেডি রচনা করেন।

Merry Wives of Windsor-এর কাহিনীগ্রন্থন সম্পূর্ণরূপে শেকস্‌পীয়ারের নিজস্ব কলাকৌশলজাত। রঙ্গকৌতুকপূর্ণ মিলনান্ত নাটকটি খুব সম্ভব ১৬০০-১৬০১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হয়। গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হওয়ার পূর্বেই এটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে এবং ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে প্রথম ফোলিও সংস্করণে এটি মুদ্রিত হয়। মুদ্রণে এর নাম-পরিচয় এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে : **'A most pleasant and excellent Conceited Comedie, of Syr Iohn Falstaff, and the merrie Wives of Windsor'**। কেউ কেউ বলেন যে, সেকালে এই ধরনের ঘটনা নাকি ইংলণ্ডের সমাজে আকছার ঘটত—অর্থাৎ চতুরা নারী কর্তৃক প্রণয়ীকে লুকিয়ে রাখার বহু রংদার গল্প সেকালের ইংরেজ সমাজ ও ইংরেজী লঘু সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। এই রঙ্গকৌতুকপূর্ণ নাটকটি

অন্তর্নিহিত উজ্জ্বলতার গুণে ১৭শ-১৯শ শতাব্দীতে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। একালেও (১৯৫৪) ইয়েল শেকস্পীয়ার ফেস্টিভালে এই নাটক একালের ভাষায় ও ভঙ্গীতে অভিনীত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[৩]

শোনা যায় (রোয়ের বর্ণানুসারে) একবার রাণী এলিজাবেথ ফলস্টাফের চরিত্রটি রঙ্গমঞ্চে দেখে এমন চমৎকৃত হন যে, তিনি নাকি শেকস্পীয়ারকে আর একখানি কৌতুক রঙ্গনাট্য রচনা করতে বলেন, যাতে ফলস্টাফ প্রেমে-পড়েছেন, তাঁকে এইভাবে আঁকতে হবে। বর্তুলাকার স্ফীতোদর ফলস্টাফ প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এ চিত্র বড়োই কৌতুকজনক। তাঁকে প্রকৃত প্রেমিক করে আঁকলে উদ্ভট হাস্যরস সৃষ্টি হয়। দুই ধনী ব্যক্তির স্ত্রী মিসট্রেস ফোর্ড এবং মিসট্রেস পেজ্‌কে প্রেমপত্র লিখে ফলস্টাফ কী বিপদেই না পড়েছিলেন। আর একবার প্রেমঘটিত ব্যাপারে স্থূলাঙ্গিনী নারীর ছদ্মবেশে অগ্রসর হলে তাঁকে ডাইনী মনে করে অনেকে বেশ জুতসই দাওয়াই দিয়েছিল। তৃতীয় বার আর-এক প্রেমের ব্যাপারে তাঁকে উইণ্ডসোর বনে রাতের বেলা প্রকাশ্যে কৌতুক-বিদ্রূপে নাস্তানাবুদ করা হয়েছিল। অবশ্য ফলস্টাফের ভাঁড়ামি এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ হলেও তার সঙ্গে পেজের কন্যা অ্যান্ ও তার প্রণয়ী ফেন্টনের রোমান্টিক কাহিনীও চমৎকার মানিয়ে গেছে। হ্যাজলিট বলেছেন:

> The Merry Wives of Windsor is no doubt a very amusing play, with great deal of humour, character and nature in it : but we should have liked it much better if any one else had been the hero of it, instead of Falstaff. We could have been contented if Shakespeare had not been 'commanded to show the knight in love.'

হ্যাজলিটের এ অভিমত অবশ্য তর্কাতীত নয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই রঙ্গনাটকটির প্রায় সবটাই গদ্যে রচিত, এর কাহিনী সমসাময়িক ইংলণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং এতে ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারের সমসাময়িক চিত্র বাস্তব ও জীবন্ত হয়েছে। শেকস্পীয়ার জনসাধারণের রসরুচির প্রতি

৩ এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর-মল্লিকা-মালতী-জগদম্বার কথা পাঠকের মনে পড়বে নিশ্চয়।

যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন তা এই নাটক থেকেই বোঝা যাবে। মলিয়র কিন্তু ফরাসী অভিজাত সমাজ ও রাজসভার দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর কমেডি সমূহের পরিকল্পনা করেছিলেন।

'কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড' এবং 'কিং রিচার্ড দি থার্ড' দু'খানি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির নায়কদ্বয়ের শাসনকাল যথাক্রমে ১৩৭৭-৯৯ এবং ১৩৮৩ ৮৫ খ্রীঃ অব্দ। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় এক শতাব্দী। কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের নাটক দুখানির রচনাকাল, অভিনয় ও মুদ্রণের মধ্যে মাত্র বৎসর খানেকের ব্যবধান। প্রথমে রচিত হয় *Richard III* (১৫৯২-৯৩), অভিনীত হয় ৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে, মুদ্রিত হয় প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে—১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে।

Richard II রচিত হয় *Richard III*-এর রচনার দু-তিন বৎসরের মধ্যে (১৫৯৫-৯৬ খ্রীঃ অঃ); প্রথম অভিনীত হয় রচনার অল্প কাল পরে (১৫৯৫) এবং প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে মুদ্রিত হয় ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ফোলিও সংস্করণে এর আখ্যাপত্রে উল্লিখিত ছিল 'The life and death of King Richard the Second'।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় রিচার্ডের ক্রিয়াকর্ম ও শেষ পরিণাম রক্তানুলিপ্ত। ব্ল্যাক প্রিন্সের পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড পিতামহ তৃতীয় এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৩৭৭)। তাঁর রাণী অ্যানের (বোহেমিয়ার রাজকুমারী) মৃত্যুর পর (১৩৯৪) তিনি নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হন এবং পিতৃব্য গ্লসেস্টারকে (টমাস অব উডস্টক) নির্বাসনে পাঠান। শেকস্‌পীয়ারের এই নাটকে গ্লসেস্টারের মৃত্যু থেকে দ্বিতীয় রিচার্ডের হত্যা পর্যন্ত (১৫৯৫-১৬২৩) বর্ণিত হয়েছে। শেকস্‌পীয়ার কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন হলিনশেডের *The Chronicles* থেকে; অবশ্য দু'-এক স্থলে কবি কিছু কিছু সংযোজনও করেছিলেন। রিচার্ড কর্তৃক হেনরি বলিংব্রোক ও নরফোকের ডিউকের নির্বাসন, জন গন্টের মৃত্যু ও রিচার্ড কর্তৃক তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ, বলিংব্রোকের ইংলণ্ড অভিযান, ফ্লিন্ট ক্যাস্‌লে রিচার্ডের আশ্রয় গ্রহণ, বলিংব্রোকের কাছে আত্মসমর্পণ এবং পরিশেষে তাঁর হত্যাকাণ্ড—এই হল নাটকের মোটামুটি ঘটনা। এই দুঃখ-নির্মমতাপূর্ণ নাটকে শেকস্‌পীয়ার কোন কৌতুকরসের অবতারণা করে ট্রাজেডির ভয়াবহতাকে বোধ হয় ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। কেউ কেউ অনুমান করেন, এলিজাবেথের অনুগ্রহভাজন

ডিউক অব এসেক্‌স্‌-এর পরিণামের সঙ্গে এই নাটকের যৎকিঞ্চিৎ মিল আছে। এলিজাবেথের প্রসাদবঞ্চিত এসেক্‌স্‌ যেদিন বিদ্রোহ করেন, তার আগের দিন (১৬০১, ৮ই ফেব্রুয়ারি) শেকস্‌পীয়ারের দল এই নাটক গ্লোব থিয়েটারে অভিনয় করে—এ সংবাদ লক্ষণীয়।

'রিচার্ড দি থার্ড' *The True Tragedy of Richard III* নামে ১৫৯২ ৯৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত এবং ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এ নাটকের কাহিনীও হলিনশেডের *The Chronicles* থেকে গৃহীত হয়েছে। হলিনশেডের এই গ্রন্থ রচিত হয় পলিডোর ভার্জিলের লাতিন গ্রন্থ '*Anglicae Historiae* এবং স্যর টমাস ম্যুরের *The History of Richard the Thirde* গ্রন্থ অবলম্বনে।

রিচার্ড গ্লসেস্টার অর্থাৎ তৃতীয় রিচার্ডের নির্মম চরিত্র এই ট্রাজেডির নায়ক। উচ্চাশার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তৃতীয় রিচার্ড অতি চতুরতার সঙ্গে হত্যা-রক্তপাত, এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সিংহাসন অধিকার করেন। নানা রক্তাক্ত ষড়যন্ত্র, যুদ্ধবিগ্রহ এবং নির্মম হত্যার পর তিনি অন্যায়ভাবে রাজমুকুটের অধিকারী হলেও নাটকের অন্তিমে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু (১৪৮৫) বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের সবটা প্রকৃতপক্ষে শেকস্‌পীয়ারের রচনা কিনা তাই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। রবার্টসনের মতে এর অধিকাংশই মার্লো, কীড ও হে উডের রচনা। শেকস্‌পীয়ার এতে যৎসামান্য লিখেছিলেন। অবশ্য চেম্বার্স বলেছেন যে, এ নাটক যে শেকস্‌পীয়ারের রচনা নয়, এমন কোন 'অকাট্য' প্রমাণ নেই। পরবর্তীকালের অভিনয়ে এই নাটকে হত্যাকাণ্ড, রোমান্স, প্রণয়ঘটিত ষড়যন্ত্রাদি সংযুক্ত হওয়ার ফলে এর নাটকত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। একালের চলচ্চিত্র সংস্করণেও (স্যর লরেন্স অলিভার প্রযোজিত) এই অতিনাটকীয়তা পুরোপুরি বজায় আছে—যা কোনওক্রমেই শেকস্‌পীয়ারের রচনা নয়—পরবর্তীকালে নাট্যব্যবসায়ীদের সংযোজনা।

'টেম্পেস্ট' শেকস্‌পীয়ারের বোধ হয় সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক।[৪]

---

[৪] কারও কারও মতে শেকস্‌পীয়রের সর্বশেষ নাটক বলে পরিচিত '*Henry VIII*'-এর অধিকাংশই ফ্লেচারের রচনা। মনে হয়, লণ্ডন ছেড়ে যাবার আগে শেকস্‌পীয়ার এই নাটকের খসড়া প্রস্তুত করেন। ফ্লেচার ১৬১২-১৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই নাটকটি সম্পূর্ণ করেন, প্রায় নতুন করেই রচনা করেন।

এটি একটি সুমধুর রোমান্টিক কমেডি, খুব সম্ভব ১৬১১-১২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত এবং অভিনীত হয় এবং ১৬২৩খ্রীঃ অব্দে প্রথম ফোলিও সংস্করণের প্রথম নাটকরূপে মুদ্রিত হয়। শেকস্‌পীয়ারের সমসাময়িক কালে বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের কাছে স্যর সোমার্স-এর 'সি-ভেঞ্চার' (Sea-Venture' নামে জাহাজটি উত্তাল সামুদ্রিক ঝড়ে ডুবে যায়। এই বাস্তব ঘটনার পটভূমিকায় মিলানের ডিউক প্রস্পেরো ও তাঁর কন্যা মিরান্দার কাল্পনিক কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে স্ট্র্যাচি ঐ জাহাজডুবির ঘটনা নিয়ে "A True Reportory of the Wrecke and Redemption of Sir Thomas Gates, Knight' শীর্ষক গল্পকাহিনী রচনা করেন। শেকস্‌পীয়ার নাকি সেই পাণ্ডুলিপি থেকে 'টেম্পেস্ট' নাটকের প্রেরণা পান। কাহিনীটি সম্ভবতঃ সঙ্কলিত হয় ন্যুরেমবার্গ-অধিবাসী জেকব আয়ার প্রণীত 'Die Schone Sidea' কাহিনী থেকে। 'টেম্পেস্ট' নৃত্যগীত-বহুল অপেরারূপেও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—যার মূলে ছিল অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক গ্যারিকের কৃতিত্ব। এই নাটকে (ক্লাসিক নাট্যরীতি 'Three unities') অর্থাৎ স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য—অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে। কারণ 'টেম্পেস্ট'-এর যাবতীয় ঘটনা একটি দ্বীপের মধ্যে এবং একই দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

মিলানের ডিউক প্রস্পেরো শাসনকার্য ভুলে দিবারাত্র বিদ্যা ও 'অবিদ্যা' অর্থাৎ যাদুবিদ্যা চর্চা করতেন। সেই সুযোগে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্তোনিও তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে শিশুকন্যা মিরান্দাসহ একটি জাহাজে তুলে তাঁকে অকূলে ভাসিয়ে দেন। প্রস্পেরো ঝড়ের বেগে একটি দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হন। এই দ্বীপে অর্ধমানব ও ভৌতিক জীব বাস করত। প্রস্পেরো যাদুবিদ্যার দ্বারা তাদের নিজ ভৃত্যে পরিণত করেন। এইভাবে বারো বছর কেটে গেল। এই সময়ে আর একটি জাহাজডুবি হওয়ায় সেই জাহাজের যাত্রীরা এই দ্বীপে ওঠে। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রস্পেরোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্তোনিও, নেপল্‌স্-এর রাজা ও তাঁর পুত্র ফার্দিনান্দ। দ্বীপে প্রতিপালিত মিরান্দার সঙ্গে ফার্দিনান্দের সাক্ষাৎ হল, এবং মিরান্দা ফার্দিনান্দের প্রতি আকৃষ্ট হল, ফার্দিনান্দ্-ও তথৈবচ। অবশ্য প্রস্পেরোর কৌশলেই সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। পরিশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—অর্থাৎ প্রস্পেরো নিজ রাজ্য লাভ করে আন্তোনিওকে ক্ষমা করলেন, নিজেও যাদুবিদ্যা

পরিত্যাগ করলেন, অর্ধমানব ভৃত্যদের মুক্তি দিলেন, মিরান্দা ও ফার্দিনান্দের মিলন ঘটালেন এবং সকলে ইটালির দিকে যাত্রা করলেন। বলাই বাহুল্য নাটকটি রোমান্টিক কমেডি হিসাবে একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।[৫]

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা চরিত্র পরিকল্পনায় মিরান্দার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি মিরান্দা ও শকুন্তলার তুলনা করে 'সাগরিকা' মিরান্দার সারল্য ও পবিত্রতার অধিকতর প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এ অভিমত গ্রহণ করতে পারেননি (দ্রষ্টব্য 'প্রাচীন সাহিত্য'—শকুন্তলা)। তিনি সূক্ষ্ম বিচার করে 'টেম্পেস্ট' নাটককে শকুন্তলার তুলনায় নিষ্প্রভ ও দুর্বল বলেছেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধারের যোগ্য :

> "টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি, টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার উপরে; শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব, গম্ভীর ও স্থায়ী।"

আবার অপরদিকে হ্যাজলিট টেম্পেস্টকে অতিশয় প্রশংসা করে লিখেছেন :

> *The Tempest* is one of the most original and perfect of Shakespeare's productions, and he has shewn in it all the variety of his powers. It is full of grace and grandeur. The human and imaginary characters, the dramatic and the grotesque, are blended with the greatest art, and without any appearance of it.

বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা-মিরান্দার তুলনাত্মক আলোচনা হ্যাজলিটের উল্লিখিত নির্বাধ প্রশংসার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত ও বিচক্ষণ।

---

৫ কবি হেমচন্দ্র বাংলায় টেম্পেস্ট ('নলিনী-বসন্ত') অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু এই অনুবাদে তিনি মহাকবির আদর্শ বজায় রাখতে পারেননি—না ভাবে, না ভাষায়।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকগুলির যৎকিঞ্চিৎ বস্তুগত পরিচয় দেওয়া গেল। বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করার কারণ—পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই এই অনুবাদ পাঠ করে নিজস্ব অভিমত গড়ে তুলতে পারবেন। সমালোচক শিশুবুদ্ধি পাঠককে ঝিনুকে করে তরল ও সুপাচ্য ব্যাখ্যা-দুগ্ধ পান করাবেন, সাহিত্য পাঠের সে উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য আমরা একাধিক স্থলে বলেছি যে, অনুবাদ থেকে মূল গ্রন্থের রস ও গ্রন্থকারের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু নানা ভাষায় পারঙ্গমত্ব ক'জনেরই বা আয়ত্ত হয়। সেই জন্য মূল গ্রন্থের রস নয়, তার ভাব-ভাবনার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হতে গেলে অনুবাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য অনুবাদটি যথাসম্ভব মূলানুগ ও সরস হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, আমার ধারণা, যথোপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলা বিভাগ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৬৭

ম্যাকবেথ

ডানকান, স্কটল্যাণ্ডের রাজা

ম্যালকম, } রাজপুত্র
ডোনালবেণ }

ম্যাকবেথ, } রাজসেনাপতি
ব্যাঙ্কো, }

ফ্লীয়ান্স, ব্যাঙ্কোর পুত্র

ম্যাকডাফ, } স্কটল্যাণ্ডের অমাত্যগণ
লেনক্স }
রস, }
মেনটীথ, }
এ্যাঙ্গাস }
ক্যাথনেস, }

সিউয়ার্ড, নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল ও ইংরাজ সেনাপতি

সীটন, ম্যাকবেথের অনুচর ও রাজকর্মচারি

জনৈক বালক, ম্যাকডাফের পুত্র

জনৈক চিকিৎসক

„ মালবাহী

„ বৃদ্ধ

„ ইংরেজ চিকিৎসক

„ স্কট

লেডী ম্যাকবেথ

„ ম্যাকডাফ

লেডী ম্যাকবেথের পরিচারিকা

তিনজন ডাকিনী

হীকেট

ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা

অন্যান্য প্রেতাত্মারা

সভাসদগণ, ভদ্রমহোদয়গণ, কর্মচারিবৃন্দ, সৈন্যসামন্ত, ঘাতক, অনুচরবর্গ ও বার্তাবহ।

ঘটনাস্থল : স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তর

বজ্র ও বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ।

১মা ডাকিনী। আমরা মিলব কোথায় এবং ঠিক কোনখানে? বজ্রের ডাকে, বিদ্যুতের চমকে অথবা প্রবল বারিধারাবর্ষণের মাঝে?

২য়া ডাকিনী। যখন সব হৈ চৈ শেষ হয়ে যাবে, যখন যুদ্ধের জয় পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে।

৩য়া ডাকিনী। আর সেটা হবে সূর্যাস্তের আগেই।

১মা ডাকিনী। জায়গাটা কোথায়?

২য়া ডাকিনী। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে।

৩য়া ডাকিনী। সেখানে ম্যাকবেথের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

১মা ডাকিনী। আমি যাচ্ছি রে কটাশ!

২য়া ডাকিনী। কালো বিড়াল ডাকছে।

৩য়া ডাকিনী। যাচ্ছি, যাচ্ছি।

সকলে। ভালকে দেখি মন্দ শুধু মন্দ মোদের ভাল
ঘুরি কুয়াশা আর দুর্যোগেতে চাই না মোরা আলো।

(ডাকিনীদের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফরেসের সন্নিকটস্থ শিবির।

একদিক দিয়ে অনুচরবর্গসহ রাজা ডানকান, ম্যালকম, ডোনালবেন ও লেনক্সের প্রবেশ এবং অপর একদিক দিয়ে একজন রক্তাক্তদেহ সেনানীর প্রবেশ।

ডানকান। কে এই রক্তাক্ত ব্যক্তি? ওর রক্তাক্ত দেহ দেখে মনে হচ্ছে ও এখনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে এবং যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ দান করতে পারবে।

ম্যালকম। এই সেই সেনানী যে আমাকে আমার বন্দীত্ব হতে মুক্ত করার জন্য বীর বিক্রমে কঠোরভাবে যুদ্ধ করে। এসো, হে বীর বন্ধু, তোমাকে স্বাগত জানাই। যুদ্ধের সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা রাজার কাছে বর্ণনা করো।

সেনানী। প্রথম দিকে যুদ্ধের গতি ছিল খুবই আশঙ্কাজনক। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুজন পরিশ্রান্ত ও অবসন্নদেহ সাঁতারু দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। নিষ্ঠুর ম্যাকডোনাল্ড বিদ্রোহী নামের যোগ্য বটে। পশ্চিম দীপপুঞ্জের কার্ন ও গ্যালোগ্লাসি থেকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করে এনে সে যখন যুদ্ধ করছিল তখন দেখে মনে হচ্ছিল ভাগ্যদেবী গণিকার মত অহেতুক সুপ্রসন্ন হয়েছে তার উপর। কিন্তু সে প্রসন্নতা ক্ষণিকের। কারণ মুহূর্তমধ্যে সুযোগ্য

বীর ম্যাকবেথ ভাগ্যের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তীক্ষ্ণ ও রক্তাক্ত অস্ত্র হাতে এগিয়ে চললেন এক অপ্রতিহত অগ্রগতির মাধ্যমে পথ করে নিয়ে। অবশেষে মুখোমুখি দাঁড়ালেন সেই ক্রীতদাসটার। তারপর কোনরূপ ভূমিকা না করেই তার মাথাটা কেটে ফেলে আমাদের দুর্গপ্রাকারের উপর এনে সাজিয়ে রাখলেন।

ডানকান। ধন্য বীর জ্ঞাতিভ্রাতা, সুযোগ্য ভদ্র সুজন।

সেনানী। যে আকাশ হতে বিচ্ছুরিত হয় প্রদীপ্ত সূর্যালোক সেই আকাশ হতেই নেমে আসে অর্ণবপোতধ্বংসকারী ঝড় আর ভয়ঙ্কর বজ্র, তেমনি একই উৎস হতে উৎসারিত হয় সুখ আর দুঃখ। হে স্কটল্যাণ্ড-নৃপতি, আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যায়ের উপর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে না হতে, পরাজিত ও বিপর্যস্ত কর্ণিয়া পালাতে না পালাতেই নরওয়ের রাজা সুযোগ বুঝে আরও সৈন্যসামন্ত আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন।

ডানকান। আমাদের ক্যাপ্টেন ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো নিশ্চয়ই ভীত সন্ত্রস্ত হননি সে আক্রমণে?

সেনানী। হ্যাঁ, প্রথমটায় তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন চড়ুই যেমন বাজপাখি দেখে ভয় পায়, খরগোস যেমন সিংহকে দেখে ভয় পায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা দ্বিগুণ উদ্যমে কামান দাগতে লাগলেন। শত্রুদের প্রতিটি আঘাতের দ্বিগুণ আঘাত দান করে প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। এইভাবে তাঁরা আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তস্নাত অবস্থায় গলবাথার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আর কথা বলতে পারছি না। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ছি, আমার ক্ষতগুলোর এখনি চিকিৎসা করা দরকার।

ডানকান। তোমার দেহের প্রতিটি ক্ষতের মত তোমার মুখের প্রতিটি কথা গৌরবের পরিচয় দান করছে। কই কে আছ, ওকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাও। (কিছু লোকের সঙ্গে সেনানীর প্রস্থান)

রসের প্রবেশ

কে আসছে?

ম্যালকম। রস দেশের অধিপতি।

লেনক্স। ওঁর উদ্‌ভ্রান্ত দু চোখের দৃষ্টিতে কিসের এক ক্ষিপ্রতা দেখছি, যেন কোন আশ্চর্য বারতা প্রকাশ করতে চাইছে।

রস। ঈশ্বর রক্ষা করুন আমাদের রাজাকে।

ডানকান। কোথা হতে আসছেন হে সুযোগ্য সামন্ত ?

রস। আসছি ফিফি থেকে রাজন। যে ফিফির আকাশে বাতাসে উড়ছে নরওয়ের বিজয়পতাকা আর যে পতাকা দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে আমাদের লোকেরা আমি আসছি সেই ফিফি থেকে। কডরের বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক অধিপতির সহায়তায় বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রথমে ভয়াবহভাবে আক্রমণ শুরু করেছিল নরওয়ের রাজা স্বয়ং। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে বর্মাবৃত হয়ে বেলোনাপতি ম্যাকবেথ সমতুল বিক্রমে সম্মুখীন হলো সেই বিদ্রোহীর। সমুচিত অস্ত্রের ঝঙ্কার দ্বারা প্রতিহত করল তার পরাক্রমকে এবং উপযুক্ত জবাব দিল তার বিদ্রোহের এবং অবশেষে বিজয়গৌরব এনে দিল আমাদের পক্ষে।

ডানকান। কী সুখসংবাদ !

রস। এখন নরওয়ের রাজা স্বেনো সন্ধি চায়। কিন্তু আমরা তার সন্ধির প্রস্তাব মানব না। সেন্টকম ইঞ্চে তার মৃত সৈন্যদের কবরের জায়গাও দেব না যদি না সে আমাদের দশ হাজার মুদ্রা দান করে।

ডানকান। কডরের অধিপতি আর কোন শঠতা বা প্রতারণা করতে পারবে না আমাদের সঙ্গে ; আমাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যান মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করুন তার আর সেই সঙ্গে ম্যাকবেথকে কডরের অধীশ্বরের উপাধিতে ভূষিত করুন।

রস। আমি এর ব্যবস্থা করব।

ডানকান। সে যে পদ হারাল ম্যাকবেথ তা জয় করে নিল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রুক্ষ প্রান্তর।

বজ্রধ্বনি। তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ

১ম ডাকিনী। এতক্ষণ তুমি কোথা ছিলে বোন ?

২য় ডাকিনী। শূয়োর মারছিলাম।

৩য় ডাকিনী। তুমি কোথা ছিলে বোন ?

১ম ডাকিনী। যেখানে একটা জেলের বউ কোলে বাদাম রেখে চিবোচ্ছিল। আমি বললাম, 'আমায় দে না।' 'দূর হ ডাইনি।' গোমাংসখেকো মাগীটা বুক ফুলিয়ে আমায় বলল। ওর স্বামী টাইগার নামে জাহাজে চড়ে এ্যালেপ্পো

গেছে। আমিও একটা লেজকাটা ইঁদুর হয়ে ছোট একটা ডিঙ্গিতে চড়ে সেখানে গিয়ে তাকে মারব, মারব, মারব।

২য় ডাকিনী। আমি তোমায় অনুকূল বাতাস দেব যাবার জন্য।

১ম ডাকিনী। তোর দেখছি খুব দয়া।

৩য় ডাকিনী। আমি আর একটা ডিঙ্গি করে যাব।

১ম ডাকিনী। আর আমার হাতে থাকবে সব কিছু। সে যেখানে যে কোন বন্দরে যাবে আমি তাকে ধাওয়া করব। আমি তার সব রস শুকিয়ে দিয়ে তার দেহটাকে শুকনো খড়ের মত করে তুলব। দিনে বা রাতে কখনো নিদ্রা আসবে না তার আবদ্ধ চোখের পাতায়। সে হবে সবদিক থেকে এক অভিশপ্ত মানুষ, তার জাহাজ একেবারে নষ্ট হবে না, শুধু ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াবে ইতস্ততঃ। দেখ, আমার কাছে কি আছে।

২য় ডাকিনী। আমাকে দেখাও। আমাকে দেখাও।

১ম ডাকিনী। আমার কাছে আছে এক জাহাজনাবিকের কাটা বুড়ো আঙ্গুল। লোকটা বাড়ি ফেরার পথে জাহাজডুবি হয়ে মরেছিল।

(নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি)

৩য় ডাকিনী। নাকাড়া বাজছে। ম্যাকবেথ আসছে।

সকলে। তিন ডাকিনীর খেলা দেখ হাতে ধরাধরি
জলে ডাঙ্গায় বেড়ায় তারা কেমন মজা করি।
তিন পাক তোর তিন পাক মোর আর তার তিনগুণ
সবে মিলে নয় হলে যে বুঝবে যাদুর গুণ।

ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

ম্যাকবেথ। এমন সুন্দর অথচ দুর্যোগঘন দিন আমি কখনো দেখিনি।

ব্যাঙ্কো। ফোরেস আর কত দূর? ওরা কারা? ওদের চেহারাগুলো কেমন জীর্ণ শীর্ণ আর পোষাকগুলো কেমন অদ্ভুত আর বুনো বুনো। ওদের দেখে ত পার্থিব কোন জীব বলে মনেই হয় না। অথচ পৃথিবীতেই তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুনছ, তোমরা কি কোন জীবন্ত প্রাণী অথবা কোন প্রেতাত্মা যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয়ের অন্ত নেই? তোমরা যেভাবে তোমাদের কঙ্কালসার আঙ্গুলটি শুকনো ঠোঁটে স্থাপন করছ আমার প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে, তাতে মনে হচ্ছে তোমরা আমার ভাষা বুঝতে পারছ। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা নারী,

অথচ তোমাদের মুখে দাড়ি থাকার জন্য ঠিক নারী বলে মেনে নিতেও মন সরছে না।

ম্যাকবেথ। তোমরা যদি কথা বলতে পার তাহলে কথা বল।

১ম ডাকিনী। আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করো ম্যাকবেথ। হে গ্ল্যামিসের অধিপতি, স্বাগত জানাই তোমাকে।

২য় ডাকিনী। আমাদের সম্ভাষণ গ্রহণ করো। হে কডরের অধিপতি, স্বাগত জানাই তোমাকে।

৩য় ডাকিনী। পরে যিনি রাজা হবেন সেই ম্যাকবেথকে স্বাগত জানাই।

ব্যাঙ্কো। এমন মধুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কেন তুমি এত বিচলিত হচ্ছ ম্যাকবেথ? সত্যি করে বলত তুমি কি অন্তরে সত্যি সত্যিই বিচলিত হয়েছ না বাইরে এ ধরনের একটা ভাব দেখাচ্ছ? হে ডাকিনীত্রয়ী, আমার মাননীয় সহকর্মীকে সমুচিত সমাদরের সঙ্গে সম্ভাষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করলে যে তিনি সামন্তপদ লাভ করবেন এবং তাঁর রাজসম্মান লাভের আশা আছে। একথা শুনে তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার কথা ত তোমরা কিছু বললে না। যদি তোমরা ভবিষ্যতের অজানা গর্ভে কি আছে তা বলতে পার তাহলে আমার ভবিষ্যতের কথাও বলে দাও। আমি কিন্তু তোমাদের ভয় করি না অথবা তোমাদের কাছে ঘৃণা বা কৃপা কোনটাই চাই না।

১ম ডাকিনী। স্বাগত!

২য় ডাকিনী। স্বাগত!

৩য় ডাকিনী। স্বাগত!

১ম ডাকিনী। এক দিক দিয়ে ম্যাকবেথ থেকে ছোট. কিন্তু আর এক দিক দিয়ে ম্যাকবেথ থেকে বড়।

২য় ডাকিনী। এক দিক দিয়ে অত সুখে সুখী হবে না। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে হবে আরও বেশী সুখী।

৩য় ডাকিনী। তুমি নিজে রাজা হবে না, কিন্তু তোমার বংশের একাধিক লোক রাজা হবে। সুতরাং তোমাদের দুজনকেই স্বাগত জানাই।

১ম ডাকিনী। ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো, তোমাদের দুজনকেই স্বাগত জানাই।

ম্যাকবেথ। থাম, তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণী এখনো অসম্পূর্ণ। আরও স্পষ্ট করে বল আমায়। আমি জানি সিনেলের মৃত্যুর পর গ্লেমিসের অধিপতি হব

আমি। কিন্তু কডরের অধিপতি কি করে হব? কডরের অধিপতি এখনো সসম্মানে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁর পদে; সুতরাং আমার পক্ষে কডরের অধিপতি হওয়াটা অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যাশার অতীত। বল কোন সূত্র হতে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারলে? বল, কেন এই রুক্ষ প্রান্তরে আমাদের গতিরোধ করে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা জানালে? বল, বল একথা। (ডাকিনীদের অন্তর্ধান)

ব্যাঙ্কো। জলের মত পৃথিবীরও বুদ্‌বুদ্‌ আছে। ওরা হচ্ছে সেই বুদ্‌বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী। কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা?

ম্যাকবেথ। বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাদের দেহাবয়বগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তারা নিঃশ্বাসের মতই বাতাসে মিলিয়ে গেল। তারা আরো কিছুক্ষণ থাকলে ভাল হত।

ব্যাঙ্কো। ওরা কি সত্যিই এখানে কিছুক্ষণ আগে ছিল অথবা আমরা কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ম্যাকবেথ। তোমার বংশধরেরা রাজা হবে।

ব্যাঙ্কো। তুমি ত নিজেই রাজা হবে।

ম্যাকবেথ। এবং কডরেরও অধিপতি, ওরা কি তাই বলল না?

ব্যাঙ্কো। একই স্বরে একই বাক্যে ওরা ত তাই বলল। কে আসছে এখানে?

রস ও এ্যাঙ্গাসের প্রবেশ

রস। ম্যাকবেথ, আপনার সাফল্যসংবাদ সানন্দে গ্রহণ করেছেন আমাদের রাজা। যখন তিনি বিদ্রোহদমনে আপনার ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের কথা শোনেন তখন উনি বিস্ময়বিমূঢ় এবং আপনার প্রতি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। প্রশংসা আর বিস্ময় দুটোই প্রবল হয়ে আচ্ছন্ন করে দেয় ওঁর অন্তরকে। স্তব্ধ ও স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় উনি ভাবতে থাকেন যুদ্ধের কথা, কল্পনায় শত্রুপক্ষ নরওয়ের সৈন্যদলমাঝে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি আপনার যুদ্ধরত অবস্থার ছবিগুলি দেখতে থাকেন একের পর এক করে আর তাই ব্যক্ত করতে থাকেন রাজসভা মাঝে। রাজ্যের প্রতিরক্ষায় আপনার বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারা ধন্য ধন্য করতে লাগল সকলেই।

এ্যাঙ্গাস। রাজার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য পাঠানো হয়েছে

আমাদের। আপনাকে আমরা রাজসভামাঝে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। আপনার যোগ্য পুরস্কার দান সাধ্যাতীত আমাদের।

রস। বৃহত্তর সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ রাজা আমাকে আপনাকে কডরের অধিপতি, এই উপাধিতে ভূষিত করার আদেশ দিয়েছেন। হে সুযোগ্য অধিপতি, স্বাগত জানাই আপনাকে। আপনি এই উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য।

ব্যাঙ্কো। কী, শয়তানগুলোর কথাই তাহলে সত্যি হলো?

ম্যাকবেথ। কডরের অধিপতি এখনো জীবিত। কেন আপনারা আমায় ঋণ করা উপাধিতে ভূষিত করছেন?

এ্যাঙ্গাস। কে সে কডরের অধিপতি, সে এখনো বেঁচে আছে ঠিক, কিন্তু প্রকৃত বিচারে তার প্রাণনাশ করা উচিত। সে নরওয়ের রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কিনা, অথবা এক চাপা বিদ্রোহের বশবর্তী হয়ে সে গোপনে তাঁকে সাহায্য ও সুযোগসুবিধা দান করেছে অথবা এই দুটো দোষেই দোষী তা জানি না, তবে তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা প্রমাণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে সে স্বীকারোক্তি করেছে। তাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে।

ম্যাকবেথ। (স্বগত) গ্ল্যামিস ও কডরের অধিপতি। কিন্তু সবচেয়ে বড় সম্মান এখনো বাকি। আপনারা যে কষ্ট করে এ সংবাদ বহন করে এনেছেন, এজন্য ধন্যবাদ আপনাদের। (ব্যাঙ্কোকে আড়ালে ডেকে) এবার তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তোমার ছেলেরা রাজা হবে? আমি কডরের অধিপতি হব বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী ওরা করেছিল তা ত সত্যে পরিণত হয়েছে।

ব্যাঙ্কো। (ম্যাকবেথকে আড়ালে) এ কথায় বিশ্বাস করলে কডরের অধিপতি হওয়ার পরই রাজ্যলাভের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পার তুমি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর। এই সব অন্ধকারের আশ্চর্য কিম্ভূতকিমাকার জীবরা প্রথমে সত্যি কথা বলে, অল্পস্বল্প কিছু ভাল কাজ করে, পরে আমাদের ক্ষতি করে, আমাদের এমন সব কাজ করতে বাধ্য করে যার পরিণাম শোচনীয়ভাবে গভীর ও ভয়ঙ্কর।—আমার একটা কথা শোন ভাই।

ম্যাকবেথ। (স্বগত) সেই চূড়ান্ত রাজসম্মানলাভের মধুর ভূমিকাস্বরূপ ওরা দুটো সত্য কথা বলেছে।—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। (স্বগত) এই সব অতিপ্রাকৃত বাণীগুলো একেবারে অশুভ

হতে পারে না ; আবার এগুলোকে সম্পূর্ণ ভালও বলা যায় না। যদি অশুভ হয় তাহলে আমার সাফল্যের প্রথম সম্ভাবনাটা সত্যে পরিণত হলো কি করে? আমি ত সত্যি সত্যিই এখন কডরের অধিপতি হয়েছি। আবার যদি শুভ হয় তাহলে সে বাণীর ভয়ঙ্কর পরিণামের চিত্রটা কল্পনা করতেই আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে কেন, আমার হৃৎপিণ্ডটা এমন অস্বাভাবিকভাবে আমার বুকের পাঁজরাগুলোতে ঘা দিচ্ছে কেন? কোন ভয়ের বস্তুর বর্তমান অস্তিত্ব যতটা না ভয়ঙ্কর, তার কাল্পনিক আশঙ্কা তার থেকে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। যে হত্যার কথা আমি এখনো ভালভাবে চিন্তাই করতে পারি না তার অস্পষ্ট আভাস আমার সারা অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত বিকম্পিত করে তুলছে। অশুভ পরিণামের বিভীষিকাসিক্ত কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মূল কাজের চিন্তা। তাই ভাবি, এই বেশ আছি, যা এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি তা করে লাভ নেই।

ব্যাঙ্কো। ওই দেখ, আমার বন্ধু কেমন আবার ডুবে গেছে চিন্তার মধ্যে।

ম্যাকবেথ। (স্বগত) যদি আমি দৈববলে বলীয়ান হই তাহলে আমি বিনা চেষ্টাতেই রাজমুকুট লাভ করতে পারব।

ব্যাঙ্কো। দীর্ঘ দিন ব্যবহার না করলে নূতন পোষাকও অনেক সময় যেমন আমাদের বেমানান বা অশোভন দেখায়, নূতন সম্মানে ভূষিত হয়ে ম্যাকবেথ তেমনি অস্বস্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ম্যাকবেথ। যা হবার হোক। এখন দেখছি খুবই দুর্দিন আর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে সময়টা চলছে।

ব্যাঙ্কো। সুযোগ্য ম্যাকবেথ, আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

ম্যাকবেথ। আমায় ক্ষমা করো। অতীতের যত সব বিস্মৃত ঘটনার স্মৃতিচারণের মাঝে ডুবে গিয়েছিল আমার মস্তিষ্কের সব চেতনা। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার জন্য যে কষ্ট করেছেন তার কথা ভবিষ্যতে প্রতিদিন একবার করে স্মরণ করব। এখন চলুন, রাজসমীপে যাই। (ব্যাঙ্কোর প্রতি) যা ঘটেছে তার কথা চিন্তা করো, আরো দেখো কি হয় না হয়, পরে এবিষয়ে আমরা দুজনে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করব।

ব্যাঙ্কো। (ম্যাকবেথের প্রতি) সানন্দে আমি তাতে রাজী আছি।

ম্যাকবেথ। (ব্যাঙ্কোর প্রতি) আপাততঃ এই থাক।—চল বন্ধুগণ।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ফোরেস। রাজপ্রাসাদ।

বাদ্যধ্বনি। ডানকান, ম্যালকম, ডোনালবেণ, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডানকান। কডরের অধিপতির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়েছে ত? এ কাজের জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা কি ফিরে আসেনি এখনো?

ম্যালকম। এখনো তারা ফিরে আসেনি অবশ্য। কিন্তু আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছি যে তার মৃত্যু দেখেছে। সে আমায় বলেছে কডরের অধিপতি নিজে তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা স্বীকার করে রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং এর জন্য গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেছে। মৃত্যুকালে যে বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে সে পরিচয় তার জীবনে কোনদিন পাওয়া যায়নি। মৃত্যুকালে সে তেজস্বীতার সঙ্গে কোন এক তুচ্ছ বস্তুর মত প্রাণ ত্যাগ করেছে।

ডানকান। মানুষের মুখ দেখে তার মনের গঠনপ্রকৃতি জানার কি কোন উপায় নেই? তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোক বলেই ভাবতাম এবং তাঁর উপর আমি আমার অন্তরের পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলাম।

ম্যাকবেথ, ব্যাঙ্কো, রস ও এ্যাঙ্গাসের প্রবেশ

হে সুযোগ্য ভ্রাতা! তুমি এত বড় এবং তোমার দানের তুলনায় আমার প্রতিদান এতই সামান্য যে নিজেকে আজ ঋণী এবং অকৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে তোমার কাছে। এঁকথা ভেবে এক মর্মজালায় এতক্ষণ জ্বলছিলাম আমি। তোমার যোগ্যতা যদি কিছু কম হত তাহলে তা আমার সামান্য পুরস্কার আর ধন্যবাদের সমতুল হত। কিন্তু এখন আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে যে আমি যা তোমায় দিয়েছি বা দিতে পারি তুমি তার থেকে অনেক কিছু বেশী পাবার যোগ্য।

ম্যাকবেথ। রাজসেবা এবং রাজভক্তির মধ্যে যে গৌরব আছে সে গৌরব আমি লাভ করেছি হে রাজন। আপনার কাজ শুধু আমাদের কর্তব্যের উপচারটুকু গ্রহণ করা। আমি আপনার রাজ-সিংহাসন, দেশ ও দেশবাসীদের প্রতি এক কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ আছি; সেই কর্তব্যের বশবর্তী হয়ে ও আপনার স্নেহ ও সম্মানের খাতিরে আপনার রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যথাসাধ্য আমার চেষ্টা করা উচিত।

ডানকান। স্বাগত জানাই তোমায় হে সামন্তবর। তোমার যে সৌভাগ্য-তরু সবেমাত্র রোপন করেছি তা যাতে পূর্ণ মহীরুহে পরিণত হয় তার জন্য

সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে যাব। মহান ব্যাঙ্কো, তুমিও কম যোগ্য নও, এ যুদ্ধে তোমার অবদানও কিছু কম নয় এবং তার জন্য তোমার প্রাপ্য পুরস্কার তুমি ঠিকই পাবে। এখন এস, অন্তরের সঙ্গে তোমায় আলিঙ্গন করি।

ব্যাঙ্কো। যুদ্ধে যদি কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকি তাহলে সে কৃতিত্ব আপনারই প্রাপ্য।

ডানকান। আমার আনন্দের প্রাচুর্য এক অবাধ অপ্রতিরোধ্য পরিপূর্ণতার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে চাইছে। হে পুত্র, মিত্র, জ্ঞাতি ও আত্মীয় পরিজন, শোন সকলে আজ আমি আমার রাজ্যভার আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যালকমের উপর অর্পণ করলাম এবং আজ তাকে 'কাম্বারল্যাণ্ডের যুবরাজ' এই উপাধি দ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলাম। কিন্তু তাকেই শুধু এই সম্মানে ভূষিত করব না, তার সঙ্গে সঙ্গে তার সহচরবৃন্দও যোগ্য সম্মানে হবে ভূষিত এবং তার ফলে নক্ষত্রদল মাঝে পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাবে সে। (ম্যাকবেথের প্রতি) এখান থেকে তোমার সঙ্গে ইনভার্নেসে যাব এবং সেখানে আরও নিবিড় হয়ে উঠবে আমাদের বন্ধন।

ম্যাকবেথ। কিন্তু সেখানে যেতে পথশ্রম হবে প্রচুর। এ বয়সে আপনার পথশ্রমের অভ্যাস নেই। যাই হোক, আমি নিজেই দূতরূপে আগে গিয়ে আপনার আগমনবার্তা শোনাব আমার স্ত্রীকে। সুতরাং যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি হে রাজন।

ডানকান। হে আমার সুযোগ্য সামন্তপ্রবর, ধন্যবাদ।

ম্যাকবেথ। (স্বগত) কাম্বারল্যাণ্ডের যুবরাজ! আমার উন্নতির পথে এ ঘটনা একটি সুস্পষ্ট বাধা। হয় এ বাধা লঙ্ঘন করব আমি সফলভাবে না হয় ব্যর্থ হয়ে পড়ে যাব ভূমিতলে। হে নক্ষত্রদল, নিবিড় অন্ধকারজালে আবৃত করে রাখ তোমাদের আলোকজ্যোতিকে, আমার ঘনকৃষ্ণ কামনার কদর্য ছবি যেন প্রতিভাত না হয়ে পড়ে সে আলোকে। আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্যে কটাক্ষ করছে আমার দুচোখের দৃষ্টি; তবু আমি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যেরই অবতারণা করব নিজের হাতে যে দৃশ্যের কল্পনায় এক শঙ্কাবিহ্বল সংকোচে শিহরিত হয়ে উঠছে আমার চোখ। (প্রস্থান)

ডানকান। সত্যিই সুযোগ্য ব্যাঙ্কো, ম্যাকবেথ একজন যথার্থ বীর। তার প্রশংসা প্রচুর শুনেছি আমি। তার অতুলনীয় বীরত্ব সত্যিই আমাদের গৌরবের বিষয়।

পঞ্চম দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদ।

পত্রপাঠরত অবস্থায় লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

লেডী ম্যাকবেথ। 'আমার যুদ্ধজয়ের দিনেই দেখা হয় তাদের সঙ্গে। তাদের কথার সত্যতা থেকে বেশ বুঝতে পেরেছি তারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক কিছু বেশী জানে। এক কৌতূহলের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে যখন আমি আরও কিছু জানতে গেলাম তাদের কাছে তারা বাতাসে মিলিয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে, এই ঘটনার অস্বাভাবিকতায় অভিভূত হয়ে যখন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম তখন রাজদূত এসে আমায় 'কডরের অধিপতি' এই উপাধিতে ভূষিত করল। এই উপাধিতে ডাকিনীরা আমায় অভিনন্দিত করেছিল এবং তারা আমায় আরও বলেছিল, 'তুমি একদিন রাজা হবেই, তোমায় অভিনন্দন জানাই।' হে আমার প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী, আমার সকল মহত্ত্ব ও সৌভাগ্যের সম অংশীদার, তোমাকে এ সুসংবাদ জানানো উচিত মনে করি বলেই তা জানালাম, কারণ তা না হলে অর্থাৎ কত বড় সম্মানের অধিকারী হতে তুমি চলেছ তা না জানলে একটা বড় রকমের আনন্দের আস্বাদ থেকেই বঞ্চিত রয়ে যেতে। কথাটা অন্তরে গেঁথে রেখো। বিদায়।'

গ্লেমিসের অধিপতি তুমি আগেই হয়েছিলে। এবার হলে কডরের অধিপতি এবং যে বৃহত্তর পদলাভের প্রতিশ্রুতি তুমি পেয়েছ সে পদ তুমি একদিন লাভ করবেই। তবু তোমার স্বভাবটাকে বড় ভয় হয়। কারণ তোমার অন্তরটা দয়া মমতার অমৃতে এমনই পরিপূর্ণ যে তুমি হাতের কাছে কোন সহজ উপায় পেলেও তা গ্রহণ করবে না। তুমি বড় হবে, মহত্ত্ব লাভ করবে—এ উচ্চাভিলাষ তোমার হৃদয়ে আছে ঠিক, কিন্তু কোন অসৎ বা অন্যায় পথে সে অভিলাষ পূরণ করতে চাও না তুমি। তুমি চাও যে মহত্ত্ব তুমি লাভ করবে তোমার জীবনে সে মহত্ত্ব যেন পবিত্র, ন্যায় ও ধর্মসম্মত উপায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো প্রতি কোন অন্যায় করতে চাও না তুমি। কিন্তু গ্লেমিসের হে মহান অধিপতি, একটা কথা জেনে রেখো, যে কথা অশ্রুতভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে—তুমি যদি সেই রাজসম্মান লাভ করতে চাও তাহলে তা অন্যায়ভাবেই লাভ করতে হবে। যে কাজ করতে তুমি ভয় পাও সে কাজই তোমায় করতে হবে। এস, আমার কাছে চলে এস প্রিয়তম, আমি আমার অন্তরের তেজস্বীতার সমস্ত তীব্রতাটুকুকে তোমার কর্ণকুহরের

মাধ্যমে ঢেলে তোমার অন্তরে, নিয়তি ও অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলি যে সুবর্ণ সুযোগ ও সৌভাগ্যের পথে নিয়ে চলেছে তোমায় সে পথের সমস্ত বাধাকে নিঃশেষে অপসারিত করব আমি আমার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের অপ্রতিরোধ্য ঔদ্ধত্য দিয়ে।

জনৈক দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ ?

দূত। মহারাজ স্বয়ং আজ রাত্রিতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন এখানে।

লেডী ম্যাকবেথ। তুমি উন্মাদের মত কথা বলছ। তোমার প্রভু ত রাজার সঙ্গেই আছেন। রাজা যদি সত্যি সত্যিই এখানে আসতেন তাহলে তোমার প্রভু আমায় তার প্রস্তুতির জন্য আগেই খবর পাঠাতেন।

দূত। বিশ্বাস করুন, একথা সত্য। আমাদের অধিপতি শীঘ্রই আসছেন। একজন দূত সে সংবাদ আনার জন্য এত দ্রুত এসেছে যে সে মৃতবৎ এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে সে কথা বলতে পারছে না।

লেডী ম্যাকবেথ। তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করো। সত্যিই সে বড় খবর এনেছে। (দূতের প্রস্থান) অশুভ দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হচ্ছে আমার দুর্গমধ্যে রাজা ডানকানের আগমনবার্তা। হে অতিপ্রাকৃত প্রেতগণ, আমার চিন্তার মাঝে এসে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করো। নারীসুলভ সকল মমতা অপসারিত করো আমার অন্তর হতে, আমার কেশাগ্র হতে চরণনখর পর্যন্ত এক অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় প্রস্তরীভূত করে দাও, আমার দেহের প্রতিটি শিরার রক্তস্রোতকে এমন এক নির্মম ঘনত্ব দান করো যাতে কোন অনুশোচনা বা মানবপ্রকৃতির সহজাত নীতিচেতনা প্রবেশ করতে না পারে তার মধ্যে। কায ও কারণের মধ্যে যেন কোন আপোষ সাধিত না হয়। আমার এ নারীবক্ষ মাঝে এসে ভর করে বিষাক্ত করে তোল আমার সুমধুর স্তনসুধাকে। হে নরঘাতক ডাকিনী যোগিনীগণ, তোমাদের যে সব অদৃশ্য শক্তিগুলি সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে থেকে মানুষের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত থাকে, তারা আমার সহায় হোক। নরকের বিষাক্ত ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে আমার দুচোখে নেমে এস হে নৈশনিবিড় অন্ধকার, যাতে আমার এই হস্তধৃত ছুরিকা তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝে কৃত কোন ক্ষতস্থানকে অবলোকন করতে না পারে, যাতে তোমার সেই সূচীভেদ্য আবরণীর নারকীয় নিবিড়তাকে ভেদ করে কোন স্বর্গীয় দেবদূত আমার কুকর্মকে প্রত্যক্ষ করতে না পারে, যেন কোন

স্বর্গীয় শক্তি আমায় 'থাম থাম' বলে এ কর্ম হতে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারে।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

হে গ্লেমিসের মহান অধিপতি, কডরের সুযোগ্য অধিপতি, এই দুই পদের সম্মানের থেকেও বৃহত্তর রাজসম্মানে ভূষিত হতে চলেছ তুমি। তোমার মধুর পত্রাঘাত আমাকে বর্তমানের এই সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব হতে এমন এক স্বচ্ছন্দ উত্তরণের পথে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আমি এই বর্তমানের ক্ষুদ্র ক্ষণবিন্দুর মাঝেই দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

ম্যাকবেথ। প্রিয়তমা, রাজা ডানকান আজ রাত্রিতে আমাদের দুর্গে সেই আতিথ্য গ্রহণ করছেন।

লেডী ম্যাক। এখান থেকে যাবেন কখন?

ম্যাকবেথ। কালই চলে যাবেন আপাততঃ এই তাঁর ইচ্ছা।

লেডী ম্যাক। সূর্য সে কালের মুখ যেন না দেখে। হে আমার প্রিয়তম অধিপতি, তোমার মুখখানাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আশ্চর্য কোন বই যাতে অনেক অদ্ভুত কথা পাঠ করতে পারবে লোকে। কিন্তু প্রিয়তম, কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত মুখে প্রকৃত ভাব গোপন রেখে প্রতারণা করে চল সময়ের সঙ্গে। সহাস্য সুন্দর এক মধুর আনুকূল্যে ভরিয়ে তোল তোমার চোখ মুখ হাত ও জিব এবং সেইভাবে রাজ-অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত করে তোল নিজেকে। সুন্দর পবিত্র ফুলদলমাঝে লুক্কায়িত কুটিল কাল-সর্পের মত তোমার অন্তরের অভীপ্সাকে একান্তভাবে গোপন রেখে দেবে তোমার আপাতমধুর বাহ্য-আচরণের মধ্যে। যিনি আমাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আসছেন তাঁর সুখ সুবিধার জন্য সর্বপ্রযত্নে ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। আর তুমি এ রাত্রির বিরাট কার্যভার আমার উপর ন্যস্ত করে দেবে। আজ রাত্রিতে এমন এক কাজ করতে হবে যাতে আমাদের জীবনের সকল দিনরাত্রি আজ্ঞাবহ দাসের মত, অধীনস্থ হয়ে চলবে আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে।

ম্যাকবেথ। পরে এ বিষয়ে আবার আমাদের কথা হবে।

লেডী ম্যাক। তবে তোমার হাবভাবটা বেশ স্পষ্ট করে তোল। তুমি প্রসন্ন হবার চেষ্টা করো। তা না করে যদি ঘন ঘন মুখের ভাব বদলাও

তাহলে তা ভয়ের অভ্রান্ত লক্ষণরূপেই পরিগণিত হবে লোকের কাছে। সুতরাং তুমি শুধু এইটুকু করো, বাকী সব ছেড়ে দাও আমার উপর।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের দুর্গমধ্যস্থ প্রান্তর।

মশালসহ বালকভৃত্যগণ, ডানকান, ম্যালকম, ডোনালবেণ,

ব্যাঙ্কো, লেনক্স, ম্যাকডাফ, রস, এ্যাঙ্গাস ও পরিচারকবর্গের প্রবেশ

ডানকান। বড় মনোরম জায়গায় অবস্থিত এই দুর্গটি। এখানকার মৃদুমন্দ গন্ধবহ বাতাস বড় ইন্দ্রিয়সুখকর ও ক্লান্তিনাশক।

ব্যাঙ্কো। আমিও লক্ষ্য করেছি, এখানকার বাতাস বড় মধুর আর মদগন্ধবাহী বলেই বসন্তের নবীন অতিথি বিহগদল নীড় বেঁধে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রজনন কার্যে রত আছে।

লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

ডানকান। এই আমাদের সম্মানিত গৃহস্বামীপত্নী এসে গেছেন। অনেক সময় আমাদের ভালবাসাই ব্যথার কারণ হয়ে দাড়ায়, তবু সে ভালবাসার জন্যই আমাদের প্রাণ কাঁদে। একদিন আমাদের জন্য যে বিরহব্যথা অনুভব করেছ তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য আজ আমি এসেছি এখানে।

লেডী ম্যাকবেথ। যে গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত পুরাতন ও নূতন সম্মানের দ্বারা আমাদের ও আমাদের এই আবাসভূমিকে ভূষিত করেছেন তার জন্য আমরা যদি আপনার আতিথ্য সম্পর্কিত সেবাযত্নকে দ্বিগুণীকৃত করে তুলি তাহলেও তার তুলনায় সে সেবাযত্ন হবে অতি তুচ্ছ ও অতি নগণ্য। আপনাকে আতিথ্য দান করে এক পবিত্র তপোবনে পরিণত হয়ে উঠবে যেন আমাদের এই আবাসভূমি। আপনার সেবাই হবে আমাদের তপস্যা।

ডানকান। কডরের অধিপতি কোথায়? আমরা তাঁর পিছু পিছুই আসছিলাম, ইচ্ছা ছিল আমাদের এই আতিথ্যের ব্যয়ভারস্বরূপ তাঁকে কিছু দেব। কিন্তু তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী, তার উপর তাঁর বেগবান প্রেম অশ্বাধিক গতিতে গৃহাভিমুখে নিয়ে এসেছে তাঁকে। হে সুন্দরী গৃহলক্ষ্মী, আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি।

লেডী ম্যাক। আমরা আপনারই আজ্ঞাবাহী দাস। আমাদের যা কিছু আছে তা আপনারই দান। আপনারই দানের প্রতিদানে সন্তুষ্ট করব আপনাকে।

ডানকান। আমাকে তোমার হস্তদান করে আমাদের গৃহস্বামীর কাছে নিয়ে

চল। আমরা তাঁকে স্নেহ করি এবং আমার এই প্রেমপূর্ণ প্রসন্নতা হতে কোনদিন বঞ্চিত হবেন না তিনি। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের দুর্গ।

প্রথমে মশালবাহী বালকভৃত্যগণের প্রবেশ; পরে পরিবেশক ও ভোজ্য ভারবাহীদের প্রবেশের পর টেবিলের উপর ভোজ্যপাত্র ও পানপাত্র স্থাপন। পরে ম্যাকবেথের প্রবেশ।

ম্যাকবেথ। এ কাজ যদি করতেই হয় ত যত শীঘ্র সম্ভব তা করা উচিত। এই হত্যাকাণ্ড যদি কোন অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করত, যদি এর সীমার মধ্যে তার পরিণামের সমস্ত ভীষণতাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারত তাহলে এ কাজ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা ত হবার না, তা ত সম্ভব না। কারণ জীবনের গতি ত কখনো স্তব্ধ হয়ে যায় না একেবারে; তার ঘূর্ণ্যাবর্তে আবর্তিত হতে হতে যে কোন কর্মাকর্মের পরিণাম ফিরে ফিরে আসে কর্তার কাছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড করতে গিয়েও ন্যায় অন্যায়ের বিচারবুদ্ধি অবিকৃত রয়ে যায় আমাদের মধ্যে। পরের ক্ষতির জন্য যে রক্তক্ষয়ী কাজ আমরা করে থাকি সে কাজ কর্তাকেই আক্রমণ করে অবশেষে। সমদর্শী ন্যায়ের সর্বব্যাপী বিধানে যে বিষপাত্র আমরা অপরের হাতে তুলে দিই সে পাত্র একদিন আমাদেরই অধরোষ্ঠের কাছে ফিরে আসে। এক দ্বিগুণীকৃত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি এসেছেন এখানে, প্রথমতঃ আমি তাঁর আত্মীয় এবং প্রজা, দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার অতিথি এবং আতিথেয়তার নৈতিক কর্তব্যের খাতিরে আমি তাঁকে যে কোন মারাত্মক বিপদ হতে রক্ষা করতে বাধ্য; তা না করে আমি নিজেই অস্ত্র ধারণ করতে পারি না তাঁর বিরুদ্ধে। তাছাড়া এখন সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করছেন রাজা ডানকান এবং তিনি দেবদূতের মতই এমন পূতচরিত্র এবং অজস্র গুণাবলীতে ভূষিত যে তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সকলেই সোচ্চার বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তাঁর প্রতি সমবেদনা ও মমতার মধু ঝরে পড়বে আকাশে বাতাসে, অশ্রুর প্লাবন বয়ে যাবে দিক দিগন্তে। নগ্ন নবজাত শিশুর মত মৃত রাজার প্রতি করুণা মানুষের হৃদয় জয় করবে। স্বর্গের দেবগণ আমার অপযশ ঘোষণা করবে আকাশে বাতাসে। কিন্তু আমার আকাশচুম্বী আত্মলঙ্ঘনকারী অত্যুত্তুঙ্গ উচ্চাভিলাষের উদ্ধতিকে প্রতিহত বা খর্ব করার মত কোন ক্ষমতা আমার নেই।

লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

এখন কেমন ? কি খবর ?

লেডী ম্যাকবেথ। উনি এইমাত্র নৈশভোজন শেষ করেছেন। কেন তুমি এখন চলে এলে ওখান থেকে ?

ম্যাকবেথ। উনি কি আমার কথা বলছিলেন ?

লেডী ম্যাকবেথ। তুমি কি তা জান না ?

ম্যাকবেথ। এবারে আর আমরা বেশী দূর এগোব না। উনি আমাকে সম্প্রতি সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে প্রভূত শ্রদ্ধা লাভ করেছি। কিন্তু আমি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে সেই নবলব্ধ শ্রদ্ধা জনপ্রিয়তার গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে অনেকখানি। সুতরাং এ যশ এ মান এ শ্রদ্ধা আমি হেলাভরে দূরে ঠেলে দিতে পারি না।

লেডী ম্যাকবেথ। যখন তুমি এ পরিকল্পনা করেছিলে তখন কি তোমার এই টনটনে বিচারবুদ্ধি আশার মদ পান করে ঘুমিয়েছিল এবং এখন হঠাৎ জেগে উঠেছে ? তোমার কামনাকে মনে জন্ম দেওয়ার সময় যে সাহস দেখিয়েছিলে আজ কার্যকালে সে সাহস তোমার কোথায় গেল ? যে সততাকে তুমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলে মনে কর সে অলঙ্কার লাভ করার জন্য সারাজীবনব্যাপী এক কাপুরুষতাকে পোষণ করে যাবে ? 'আমি করবই' এই সংকল্পকে 'আমি করতে সাহস পাচ্ছি না'—এই ভীরুতা দিয়ে চাপা দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখবে ?

ম্যাকবেথ। দয়া করে চুপ করো। প্রকৃত মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করব। যার সাহস নেই সে মানুষই না।

লেডী ম্যাকবেথ। তাহলে তখন কোন পশুবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছিলে আমার কাছে ? তখন তোমার উপযুক্ত সাহস ছিল, ছিল মানবোচিত দৃঢ়তা। এখন তুমি তার থেকেও বড় হতে চাও, ভাল হতে চাও। এখন এই স্থান কালের বিচার বিকল করে দিয়েছে তোমার কর্মতৎপরতাকে। আমি একদিন সন্তানের মা ছিলাম, স্তন্যপানরত শিশুকে ভালবাসার মধ্যে কি মাধুর্য আছে তা আমি জানি। কিন্তু তোমার মত আমি যদি শপথ করতাম তাহলে তারা যখন হাসিমুখে আমার স্তন পান করত তখন তাদের দন্তহীন মাড়ী হতে জোর করে আমার স্তনবৃন্তকে বার করে তাদের কচি মাথাগুলোকে ভেঙ্গে দিতে পারতাম।

ম্যাকবেথ। যদি একাজে আমরা ব্যর্থ হই ?

লেডী ম্যাকবেথ। ব্যর্থ হব! আমাদের সাহসকে এমনভাবে উন্নত করে কর্মতৎপরতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে যাতে আমরা ব্যর্থ না হই। ডানকান সারাদিনের পথশ্রমের পর গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে আর সে ঘুমিয়ে পড়লে তার দুজন দ্বাররক্ষীকে পানোন্মত্ত করে তুলব এমনভাবে যে তাদের স্মৃতি আর যুক্তিবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাদের মস্তিষ্ক হতে। যখন তারা এইভাবে নিদ্রাভিভূত হয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকবে তখন তুমি ও আমি ডানকানের উপর যা খুশি করতে পারি না কি ? আর তা করে আমাদের সেই দুষ্কর্মতার পাপাসক্ত লোকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না কি ?

ম্যাকবেথ। ধন্য তোমার সাহস। তোমার মত নারীরই শুধু পুত্রসন্তান প্রসব করা উচিত। কারণ তোমার মধ্যে পুরুষোচিত গুণই বেশী আছে। লোককে এইভাবে বোঝাতে হবে যে আমরা এই দুজন রক্ষীকে ঘুমন্ত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তাদেরই ছুরি নিয়ে তাদের হত্যা করেছি।

লেডী ম্যাকবেথ। আমরা যখন ডানকানের মৃত্যুতে চেঁচামেচি ও হাহুতাশ করে দুঃখ প্রকাশ করব তখন লোকে এছাড়া আর কিছু মনে করতে কি সাহস পাবে ?

ম্যাকবেথ। আমি এবার দৃঢ়সংকল্প। আমি আমার দেহের প্রতিটি জীবকোষকে এই ভয়ঙ্কর কাজের উপযোগী করে সুসংবদ্ধ করে তুলেছি। যাও, উপরে একটা আপাতপ্রত্যক্ষ ভালমানুষীর ভাব দেখাবে। আর সেই ভালমানুষীর অন্তরালে গোপনে লুকিয়ে রেখে দেবে তোমার অন্তরের দুরভিসন্ধিকে। (সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদ।

ব্যাঙ্কো ও মশালহাতে ফ্লিয়ান্সের প্রবেশ।

ব্যাঙ্কো। রাত ক'টা বাজে পুত্র ?

ফ্লিয়ান্স। চাঁদ ডুবে গেছে। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ পাইনি।

ব্যাঙ্কো। রাত বারোটার সময় চাঁদ ডোবে।

ফ্লিয়ান্স। এখন কিন্তু তার থেকে বেশী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাঙ্কো। এখন তরবারিটা তুমি নাও, আকাশের সব তারা ডুবে গেছে। হাতে একটা বাতি নাও। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। তবু আমি ঘুমোব না। কর্মহীন মুহূর্তের নিশ্চিন্ত নিবিড় অবকাশে যে সব অভিশপ্ত কুচিন্তা ভিড় করে আসে মনে, ঈশ্বরের দয়ায় সে সব চিন্তা যেন না আসে আমার মনে।

ম্যাকবেথ ও মশালসহ বালকভৃত্যের প্রবেশ

আমার তরবারিটা দাও ত। কে ওখানে ?

ম্যাকবেথ। বন্ধু।

ব্যাঙ্কো। কি, এখনো আপনি ঘুমোননি ? আমাদের রাজা এখন বিছানায় শায়িত নিদ্রাভিভূত। তিনি আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা। আপনার স্ত্রীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি এই হীরকখণ্ড দান করেছেন।

ম্যাকবেথ। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় সেই ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তার অশুভ প্রভাবে আমাদের কামনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তা না হলে তা হত না।

ব্যাঙ্কো। গতরাতে আমি সেই ডাকিনী তিনজনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। তারা তোমাকে সত্যি কথাই বলেছে।

ম্যাকবেথ। আমি আর তাদের কথা ভাবি না। তবু যদি ঘণ্টাখানেক সময় পাই আর তোমার অসুবিধা না হয় তাহলে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

ব্যাঙ্কো। তোমার ইচ্ছা ও সময় হলেই বলবে।

ম্যাকবেথ। আমার মত অনুসারে যদি কাজ করো তাহলে তুমি সম্মানিত হবে।

ব্যাঙ্কো। যদিও আমি সম্মান চাই এবং আমার সম্মান বৃদ্ধির কোন ক্রটিই রাখব না, তথাপি আমার অন্তরের কথা এখন প্রকাশ করব না এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করব পরিষ্কারভাবে। আমি তোমার কথামতই কাজ করব।

ম্যাকবেথ। এখন বিশ্রাম করগে কিছুক্ষণ।

ব্যাঙ্কো। ধন্যবাদ স্যার, আপনিও এখন বিশ্রাম করুনগে।

(ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়ান্সের প্রস্থান)

ম্যাকবেথ। যাও তোমার গিন্নীমাকে বলগে আমার পানীয় প্রস্তুত হলেই তিনি যেন ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে জানান। তুমি এখন শোওগে।

(বালক ভৃত্যের প্রস্থান) আচ্ছা আমি কি আমার সামনে একটা ছোরা দেখছি ? এস, তোমায় আমাকে ধরতে দাও। আমি তোমাকে ধরতে পারছি না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। আমার হাতের কাছেই তোমার বাঁটটা রয়েছে। হে ভয়ঙ্কর বস্তু, তুমি যেমন আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছ আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছে তেমন প্রত্যক্ষ হচ্ছ না কেন ? তবে কি তুমি আমার মনের সৃষ্টি, অলস উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অলীক সৃষ্টি ? আমি তোমাকে স্পষ্ট এখনো দেখছি, আমার নিষ্কাশিত এই অস্ত্রের মতই তুমি দৃশ্যগোচর। আমি যে পথে চলেছি সে পথ তুমি আমায় দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি তোমার মতই একটি অস্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। এখন আমার দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া আর সব ইন্দ্রিয়ই বিকল হয়ে গেছে যেন। আমি শুধু তোমাকে দেখছি। তোমার দেহে ও শানিত মুখে এত রক্ত দেখছি কেন ? তোমার এ রক্ত আমার অভিলষিত হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত তাৎপর্যকেই আভাসিত করে তুলছে। এখন পৃথিবীর একটি গোলার্ধ মৃত্যুর মত স্তব্ধ এবং দুষ্ট দুঃস্বপ্নের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত হচ্ছে মানুষের সুখনিদ্রা। ডাইনীরা এখন বিভিন্ন উৎসর্গের দ্বারা তৃপ্ত করছে প্রেতাত্মার অধিষ্ঠাত্রী অপ দেবতাকে। হত্যার শুষ্কদেহী দেবতা ধীর পায়ে ভূতের মত ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দ্রুতগামী তারকুইনের সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টা করছে। হে স্থিতপ্রতিষ্ঠ পৃথিবী, তোমার বুকের উপর দিয়ে চলে যাওয়া আমার সঙ্কুচিত পদশব্দে কান দিও না। তোমার এই প্রস্তরীভূত প্রাণহীন পথ পরে যেন একথা কাউকে বলে না দেয়, আমার এই ভয়ঙ্কর কাজের উত্তপ্ত তৎপরতা যেন এক নিঃশব্দ নীরব প্রচ্ছন্নতার মাঝে সবচেয়ে ভালভাবে লালিত হয়। এখন কোন কথা বলো না, কারণ কোন কথার শব্দ শীতল করে দেবে সে তৎপরতাকে। ডানকান বেঁচে আছে সে কথা ভেবে ভয় লাগছে আমার। (ঘণ্টাধ্বনি) যাই, সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকছে। ডানকান, তুমি এ ঘণ্টা-ধ্বনি শুনো না। এ ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে তোমার মৃত্যুকালীন ঘণ্টা যা তোমাকে স্বর্গ অথবা নরকে ডাকছে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদ

লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

লেডী ম্যাকবেথ। যে বস্তু ওদের উন্মত্ত করেছে তাই আমাকে করে তুলেছে দুঃসাহসী। আবার যা ওদের অচেতন ও নিস্তেজ করে

তুলেছে আমাকে তাই দিয়েছে প্রেরণার উত্তাপ। শোন। চুপ। একটা পেঁচা ডেকে উঠল। একজন নিষ্ঠুর ঘণ্টাবাদক ঘণ্টা বাজিয়ে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করল। ডানকানের ঘরের দরজা খোলা আছে। তার দেহরক্ষীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা বেঁচে আছে কি মরে আছে বোঝাই যাচ্ছে না।

ম্যাকবেথ। (ভিতর থেকে) কে ওখানে ? কে ও ?

লেডী ম্যাকবেথ। হায় হায়। আমার মনে হচ্ছে ওরা জেগে গেছে, অথচ কাজটা এখনো সম্পন্ন হলো না। আসল কাজ ত দূরের কথা, তার সামান্য চেষ্টাটাই হতবুদ্ধি করে তুলছে আমাদের। আমি রক্ষীদের কাছ থেকে একটা ছোরা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলাম। সে ছোরার আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না যদি শায়িত ডানকানকে দেখে আমার ঘুমন্ত পিতার কথা মনে পড়ে যেত। তা না হলে আমি করেই ফেলতাম কাজটা। [ম্যাকবেথের প্রবেশ]

হে আমার স্বামী!

ম্যাকবেথ। আমি করে ফেলেছি কাজটা। তুমি কোন শব্দ শুনতে পাওনি ?

লেডী ম্যাকবেথ। আমি একটা পেচাকে ডেকে উঠতে শুনেছি আর আমি ঝিল্লীর ডাক শুনেছি। তুমি একটু আগে কথা বলনি ?

ম্যাকবেথ। কখন ?

লেডী ম্যাকবেথ। এখনি।

ম্যাকবেথ। হ্যাঁ, নেমে আসার সময়।

লেডী ম্যাকবেথ। ও।

ম্যাকবেথ। শোন, পরের ঘরটাতে কে শুয়ে আছে ?

লেডী ম্যাক। ডোনালবেণ।

ম্যাকবেথ। এদৃশ্য সত্যিই খুব সকরুণ। (হাতের দিকে লক্ষ্য করে)

লেডী ম্যাক। একথাটা ভাবাও নির্বুদ্ধিতার কাজ।

ম্যাকবেথ। একজন ঘুমোতে ঘুমোতে হেসে উঠেছিল, আর একজন হত্যা, বলে চীৎকার করে উঠেছিল। এইভাবে দুজনেই কিছুটা জেগে উঠেছিল তারা। আমি দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

লেডী ম্যাক। দুজনে এক জায়গাতেই শুয়ে আছে।

ম্যাকবেথ। আমার হাতে রক্ত দেখে তাদের একজন বলল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। আর একজন বলল, তথাস্তু। তাদের ভয়ের কথা শুনে আমি কিন্তু তথাস্তু বলতে পারলাম না। তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলেও আমি 'তথাস্তু' বলতে পারলাম না।

লেডী ম্যাক। এ নিয়ে এত গভীর ভাবে ভেবো না।

ম্যাকবেথ। কিন্তু কেন তথাস্তু বলতে পারলাম না? আমারও ঈশ্বরের আশীবাদের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তথাস্তু কথাটা আটকে গেল আমার গলায়।

লেডী ম্যাক। এভাবে এসব কাজের কথা ভাবা উচিত না। তাহলে আমরা পাগল হয়ে যাব।

ম্যাকবেথ। আমার মনে হলো, আমি কাকে স্পষ্ট বলতে শুনলাম—আর ঘুমিও না; ম্যাকবেথ ঘুমকে হত্যা করেছে। যে নির্দোষ নিদ্রা প্রতিদিনের তপ্তক্লান্ত জীবনের অবসান ঘটিয়ে তাকে এক আরামঘন শীতলতা দান করে, আহত মনের ক্ষতের উপর দেয় প্রলেপ বুলিয়ে, যা সমস্ত শ্রমের শান্তি আর মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগের উপকরণ, সেই নিদ্রাকে হত্যা করেছে ম্যাকবেথ।

লেডী ম্যাক। কী বলতে চাইছ তুমি?

ম্যাকবেথ। এখনো সেই দুরন্ত কণ্ঠটা সমস্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে সকলকে চীৎকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আর ঘুমিও না। গ্লেমিস ঘুমকে হত্যা করেছে, সুতরাং কডরের অধিপতি আর ঘুমোবে না, ম্যাকবেথ আর ঘুমোবে না।

লেডী ম্যাক। কে, কে সে যে এই বলে চীৎকার করছিল? বল, হে কডরের সুযোগ্য অধিপতি, বল কেন তুমি এই সব কথা ভেবে নিজের শক্তিকে অহেতুক দুর্বল করে তুলছ? যাও জল দিয়ে তোমার হাত দুটো ধুয়ে ফেলগে। তুমি ওখান থেকে ছোরা দুটো নিয়ে এসেছ কেন? ওগুলো ওখানেই রেখে আসা উচিত ছিল। যাও, ওখানে রেখে এস আর ঘুমন্ত রক্ষীদের দেহগুলো রক্ত মাখিয়ে দিয়ে এস।

ম্যাকবেথ। আমি আর যাব না। আমি যা করেছি সে কথা ভাবলেই ভয় লাগছে। সেদিকে তাকাতে আর আমি পাচ্ছি না।

লেডী ম্যাক। দুর্বলচিত্ত ভীরু কোথাকার! দাও আমায় ছোরাগুলো। ঘুমন্ত আর মৃত লোক ছবিতে আঁকা মানুষের মত নির্জীব। ছবিতে আঁকা কোন

শয়তান দেখে একমাত্র শিশুরাই ভয় পায়। ডানকানের গা দিয়ে যদি রক্ত পড়ে তাহলে সেই রক্ত দিয়ে আমি তার দেহরক্ষীদের মুখ দুটো রক্তমাখা করে দেব, তাহলে ওদের দেখে অপরাধী বলে মনে হবে।

(লেডী ম্যাকবেথের প্রস্থান ও দরজায় করাঘাত)

ম্যাকবেথ। কোথা হতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আসছে? কেন এমন হচ্ছে, কেন প্রতিটি শব্দে এমন করে চমকে উঠছি আমি? আমার হাতটা এমন রক্তাক্ত কেন? সেদিকে তাকাতে গিয়ে চোখগুলো আমার যেন উপড়ে আসছে। মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি কি আমার হাতের রক্ত সব ধুয়ে দিয়ে আমার হাত পরিষ্কার করে দেবে? না, তা পারবে না, উল্টে আমার এই রক্তাক্ত হাত দুটোই পৃথিবীর সব সমুদ্রের সমস্ত নীল জলরাশিকে করে তুলবে রক্তলাল।

লেডী ম্যাকবেথের পুনঃ প্রবেশ

লেডী ম্যাক। আমার হাত দুটোও তোমার হাতের মতই রক্তাক্ত। তবু আমার অন্তরটা তোমার মত সাদা বা দুর্বল নয়। (দরজায় করাঘাত) দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারে আমি করাঘাত শুনছি। চল, আমাদের ঘরে যাই। সামান্য একটু জল হলেই আমাদের হাত দুটো ধোয়া হয়ে যাবে। তাহলে সব কিছু সহজেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে দৃঢ়তা বলে আর কোন পদার্থ নেই। (দরজায় করাঘাত) শোন, আরো, কড়ানাড়ার শব্দ আসছে। নাও, তাড়াতাড়ি তোমার নাইটগাউন পরে নাও, দরকার হলে আমাদের বেরিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে হতে পারে সকলের সঙ্গে। এভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ো না।

ম্যাকবেথ। আমি যা করেছি সে কাজের প্রকৃতি জানতে হলে আমার নিজের প্রকৃতিকেই জানতে হবে। (দরজায় করাঘাত) এইভাবে কড়া-নাড়ার শব্দে ডানকানকে পার ত জাগিয়ে দাও। আমি তাই চাই।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদ।

ভিতরে দরজায় করাঘাতের শব্দ। জনৈক দ্বাররক্ষীর প্রবেশ

দ্বাররক্ষী। কড়ানাড়ার শব্দ বটে বাবা! সাক্ষাৎ নরকের দ্বারপালও যদি এখানে আসে তাহলে তাকেও চাবি ঘুরোতে ঘুরোতে বুড়িয়ে যেতে হবে। (করাঘাতের শব্দ) আবার কড়ানাড়া, শয়তানের বন্ধু বীলজীবাবের

নামে বলত কে ? এক গেঁয়ো জীবনে অনেক কিছু সম্মান লাভের আশা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। সেই চাষাটা আসেনি ত ? আসবি ত সময় হলে আসিস। ঠিকমত গামছা নিয়ে আসবি। তা নাহ'লে এখানে তোমার ঘামে ভীষণ কষ্ট হবে। (দরজায় করাঘাত) আবার ঠক্ ঠক্। আর এক শয়তানের নামে শুধোচ্ছি, বল কে তুমি ? মনে হয় কোন এক মিথ্যাবাদী দাঁড়িচোর যে ওজনে মানুষকে ঠকিয়েও জোর করে মিথ্যা শপথ করে তা ঢাকা দিতে চাইত ঈশ্বরের নাম করে অনেক মিথ্যা শপথ করেও যে স্বর্গ লাভ করতে পারেনি। এস এস দাড়িচোর। আবার ঠক ঠক ঠক ? এবার মনে হয় একজন ইংরেজ দর্জি যে কোন এক ফরাসীর কাপড় চুরি করেছিল। এস, এস দর্জিসাহেব. এখানে নরকের জ্বলন্ত আগুনে তোমার মাংস সিদ্ধ করে নিতে পার। (করাঘাত) আবার ঠক ঠক ? একবারও বিরাম নেই ? কে তোমরা ? জায়গাটা ত নরকের থেকেও ঠাণ্ডা। আমি কিন্তু আর এখানে দারোয়ানী করব না। আমার মনে হয় আমি দরজা খুলে সমাজের সেই সব শ্রেণীর মানুষকেই ঢুকতে দিয়েছি যারা নিজেদের সুখের জন্য স্বার্থের জন্য অন্যায় কাজের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার করে। (করাঘাত) যাচ্ছি ! যাচ্ছি ! (দরজা খুলে) আপনাদের তাহলে আমার কথা মনে আছে ?

ম্যাকডাফ ও লেনক্সের প্রবেশ

ম্যাকডাফ। তুমি কি খুব রাত করে শুয়েছিলে যে উঠতে এত দেরি হয়ে গেল ?

দ্বারপাল। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমি ত ভোর পর্যন্ত জেগে ছিলাম। আর কি বলব স্যার, জানেন ত মদ সব সময় তিনটে জিনিস জাগিয়ে থাকে।

ম্যাকডাফ। কী সে তিনটে জিনিস ?

দ্বারপাল। স্বপ্ন, ঘুম আর মূত্র। তাছাড়া মদ মানুষের মধ্যে জাগায় আলস্য আর উন্মত্ততা। মদ একদিকে কামনা জাগায় আবার অপর দিকে সে কামনা পূরণের মত উপযুক্ত সব কর্মতৎপরতা কেড়ে নেয়। তাই মদকে উন্মত্ততারই সমতুল বলা চলে। এই মদ একই সঙ্গে মানুষকে উপরে উঠিয়ে দেয় আবার নীচে নামিয়ে দেয় ; একই সঙ্গে তা মানুষকে কোন কাজে প্ররোচিত করে আবার নিরুৎসাহিত করে। মোট কথা মদ মানুষকে ঘুমে আচ্ছন্ন করে যত সব মিথ্যা স্বপ্ন আর আশা এনে দেয় সে মনে।

ম্যাকডাফ। আমি বুঝতে পারছি গতরাতে মদ খেয়ে তুমিও স্বপ্ন দেখেছ।

দ্বারপাল। হ্যাঁ স্যার, আমার গলাতে যত সব মিথ্যা ঢেলে দিয়েছিল। তবু তার থেকে আমার জোর বেশী বলে আমি সেটাকে ঝেড়ে ফেলি গলা থেকে; তখন আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে এবং পরে পা থেকেও তা ঝেড়ে ফেলি আমি।

ম্যাকডাফ। তোমার মালিক কি ঘুম থেকে উঠেছেন?

ম্যাকবেথের প্রবেশ

আমাদের কড়ানাড়ার শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। উনি জেগে উঠেছেন। ঐ যে উনি আসছেন।

লেনক্স। নমস্কার স্যার।

ম্যাকবেথ। আপনাদের দুজনকেই নমস্কার।

ম্যাকডাফ। আমাদের রাজা কি এখন উঠেছেন স্যার?

ম্যাকবেথ। এখনো ওঠেননি।

ম্যাকডাফ। তিনি আমায় সকালে আসতে বলেছিলেন। আমার দেরি হয়ে গেছে।

ম্যাকবেথ। আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

ম্যাকডাফ। যদিও এটা আপনার পক্ষে আনন্দের কথা তাহলেও এতে আপনার পরিশ্রম হবে।

ম্যাকবেথ। কোন কোন শ্রম শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও আমাদের আনন্দ দেয়। এই যে দরজা, এই দিকে যাও।

ম্যাকডাফ। তাঁকে আমায় ডেকে তুলতেই হবে, কারণ এটা আমার কর্তব্য।

প্রস্থান

লেনক্স। রাজা কি চলে যাবেন স্যার?

ম্যাকবেথ। হ্যাঁ, সেই কথাই ত আছে।

লেনক্স। রাতটা দারুণ দুর্যোগে কেটেছে। আমরা রাত্রিতে যে ঘরে ছিলাম তার ছাদটা মনে হচ্ছিল যেন ঝড়ে উড়ে যাবে। লোকে বলাবলি করছিল ওরা নাকি ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে কাদের সকরুণ বিলাপধ্বনি শুনতে পেয়েছে। কারা যেন মৃত্যু আর দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এই সব দুর্যোগঘন রাত্রিতে এই ধরনের অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। সারারাত ধরে কালপেঁচার মত সব কুলক্ষণে পাখি ডেকেছিল। কেউ কেউ আবার বলছিল ভূমিকম্পে পৃথিবীটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার।

ম্যাকবেথ। রাত্রিটা সত্যিই ছিল দুর্যোগঘন।

লেনক্স। যতদূর আমার মনে পড়ে এমন রাত্রি আমি কখনো দেখিনি।

ম্যাকডাফের পুনঃ প্রবেশ

ম্যাকডাফ। হায় হায় কী বিভীষিকার কথা। আমাদের জিহ্বা তা প্রকাশ করতে পারে না। আমাদের অন্তর তা ভাবতে পারে না।

ম্যাকবেথ
লেনক্স } কী ব্যাপার!

ম্যাকডাফ। এমন ভয়ঙ্কর বিপযয় আর দেখা যায় না। ভয়াবহ এক হত্যাকাণ্ড রাজার দেহমন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর পবিত্র জীবন হরণ করে নিয়ে গেছে।

ম্যাকবেথ। কি বলছ তুমি—তাঁর জীবন?

লেনক্স। আমাদের রাজার জীবনের কথা বলছি।

ম্যাকডাফ। ঘরে গিয়ে দেখগে। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দ্বারা নিজের চোখ দুটো বিদ্ধ করগে। আমাকে কিছু বলতে বলো না। তোমরা নিজের চোখে দেখে যা বলার বল। (ম্যাকবেথ ও লেনক্সের প্রস্থান)
ওঠো, জাগো সকলে। পাগলা ঘণ্টা বাজাও। নরহত্যা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ব্যাঙ্কো, ডোনালবেণ, ম্যালকম, তোমরা জাগো। মৃত্যুর মত ঘুম ঝেড়ে ফেলে আসল মৃত্যুকে এসে দেখ। উঠে ব্যাপারটা দেখ। ব্যাঙ্কো, ম্যালকম, তোমরা কি মরে গেছ? তাহলে কবর থেকে প্রেতাত্মার মত উঠে এসে এই বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়াও। ঘণ্টাধ্বনি করো। (ঘণ্টাধ্বনি)

লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

লেডী ম্যাকবেথ। কি হয়েছে? এত ঘণ্টাধ্বনি কিসের যাতে বাড়ির সব লোক জেগে উঠেছে? বল বল।

ম্যাকডাফ। হে নারী, সেকথা আপনাকে বলা যায় না। সেকথা আপনার কানে মৃত্যুশোকের মত শোনাবে।

ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

ও ব্যাঙ্কো। আমাদের রাজা নিহত।

লেডী ম্যাকবেথ। হায় হায়! আমাদের বাড়িতে?

ব্যাঙ্কো। এ হত্যাকাণ্ড যেখানেই ঘটুক না কেন, এ এক নিষ্ঠুরতম কাজ প্রিয় ম্যাকডাফ, একবার বল, একথা সত্যি নয়।

রসসহ ম্যাকবেথ ও লেনক্সের পুনঃ প্রবেশ

ম্যাকবেথ। আমি যদি মাত্র আর এক ঘণ্টা আগে মরতে পারতাম তাহলে সে মৃত্যু কত সুখেরই না হত। কারণ এই মুহূর্ত হতে মৃত্যুর আর কোন গৌরব বা গুরুত্ব নেই। মানুষের জীবনটাই যেন খেলনা। জীবনের সমস্ত যশমান, সমস্ত সুষমা অর্থহীন মৃত। জীবনপাত্রে আনন্দোৎসবের সব মদ আজ নিঃশেষিত। গর্ব বা গৌরব করার মত অবশিষ্ট কোন কিছুই পড়ে নেই তার তলদেশে।

ম্যালকম ও ডোনালবেণের প্রবেশ

ডোনালবেণ। কি হয়েছে?

ম্যাকবেথ। একি, এখনো তুমি তা জান না? তোমাদের জীবনের উৎস তোমাদের রক্তের উৎস স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মত।

ম্যাকডাফ। তোমাদের পিতা নিহত।

ম্যালকম। কার দ্বারা?

লেনক্স। মনে হয় তাঁর দুজন দ্বাররক্ষীই তাকে হত্যা করেছে। তাদের সারা মুখ আর হাত রক্তে ভরা। তাদের ছোরাতেও রক্ত। তাদের রক্তাক্ত ছোরাদুটো তাদের বালিশের কাছে দেখেছি। তাদের চোখ মুখ বিকৃত; দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

ম্যাকবেথ। তবু আমি রাগের মাথায় তাদের হত্যা করার জন্য অনুশোচনা করছি।

ম্যাকডাফ। কিজন্য আপনি ওদের মারলেন?

ম্যাকবেথ। একই সঙ্গে এমন কে আছে যে রাজভক্ত অথচ রাজহত্যায় নিরপেক্ষ থাকতে পারে, যে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ অথচ সহনশীল থাকতে পারে? কোন মানুষই তা পারে না। আমার রাজভক্তির প্রচণ্ড বেগে আমার সমস্ত যুক্তিবোধ ভেসে যায়। এখানে রাজা ডানকান মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সোনালি পশমের মত তাঁর গাত্রচর্ম রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। আর সেই ক্ষতমুখগুলি প্রকৃতি জগতের এক একটি অস্বাভাবিক ঘটনার রক্তাক্ত প্রতীক হিসাবে সাক্ষ্য দান করছে যার মধ্য দিয়ে হত্যাকারীরা নির্মমভাবে আমূল চালিয়ে দেয় তাদের অস্ত্র। যার অন্তরে ভালবাসা আছে আর সেই ভালবাসাকে লোকসমক্ষে প্রকাশ করার মত সাহস আছে বুকে, সে কি কখনো এ হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারে?

লেডী ম্যাকবেথ। আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও তোমরা।

ম্যাকডাফ। এই নারীর প্রতি মনোযোগ দাও।

ম্যালকম। (ডোনালবেণের প্রতি চুপি চুপি) আমাদের উদ্দেশ্যেই যখন ও একথা বলছে তখন কেন আমরা চুপ করে থাকব ?

ডোনালবেণ। (ম্যালকমের প্রতি চুপি চুপি) যেখানে আমাদের ভাগ্য অনিশ্চিত, যেখানে এ বিপদ এ দুর্ভাগ্য আমাদের জীবনকেও আক্রমণ করতে পারে, সেখানে কোন কথা বলা উচিত না। তার চেয়ে চল পালিয়ে যাই। এখনো আমাদের চোখে অশ্রুর প্লাবন আসেনি।

ম্যালকম। (ডোনালবেণের প্রতি চুপি চুপি) তাছাড়া দুঃখের ভারে আমাদের চলার শক্তি এখনো ভারাক্রান্ত বা দুর্বল হয়ে পড়েনি।

ব্যাঙ্কো। ওঁর প্রতি নজর দাও। (লেডী ম্যাকবেথকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) যতক্ষণ পর্যন্ত না এই নগ্ন পাপ গোপনতার গর্ত হতে বেরিয়ে আসে—যে পাপ প্রকাশ্য আলোয় আসতে চিরদিনই ভয় পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আরো কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব এই হত্যাকাণ্ডের উপর। শঙ্কা আর কুণ্ঠায় যদিও বিকম্পিত হয়ে উঠছে আমাদের হৃদয় তথাপি চরম প্রতারণা রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে একাজ যে করেছে তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আপোষহীন দৃঢ়তার সঙ্গে।

ম্যাকডাফ। আমিও তাই করছি।

সকলে। আমরা সকলেই তাই করছি।

ম্যাকবেথ। চলুন মানবোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা এখন এই হলঘরে মিলিত হই।

সকলে। আমরা সকলেই এতে রাজী। (ম্যালকম ও ডোনালবেণ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ম্যাকডাফ। আপনারা কি করবেন ? ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কোন লাভ নেই। যে ভণ্ড সে অননুভূত দুঃখের ভান করে উপরে। আমি এখানে আর না থেকে ইংলণ্ডে চলে যাব।

ডোনালবেণ। আমি যাব আয়ারল্যাণ্ডে। পৃথকভাবে আমরা দূরে চলে গেলেও নিরাপদে থাকব আমরা। এখানে যেখানে এখন আছি আমরা সেখানে হাসির মধ্যে ছুরি আছে, যারা রক্তের সূত্রে আত্মীয়, রক্তাক্ত হত্যাকর্মে তাদের হাতই বেশী কলুষিত।

ম্যালকম। হত্যার যে বিষাক্ত তীর জ্যামুক্ত হয়ে ছুটে চলেছে তা এখনো লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারেনি। সুতরাং সে লক্ষ্য থেকে দূরে পালিয়ে চল। এখনি ঘোড়ায় চেপে রওনা হও, কারো কাছে বিদায় নেবার প্রয়োজন নেই। যেখানে দয়ামায়া বলে কোন জিনিস নেই সেখানে চুরির কথা স্বীকার করা মানেই বোকামি ; তার মানেই নিজের ক্ষতি করা।

চতুর্থ দৃশ্য। ইনভার্নেস। ম্যাকবেথের প্রাসাদের
বহির্ভাগ। জনৈক বৃদ্ধসহ রসের প্রবেশ

বৃদ্ধ। আমার বয়স সত্তর বছর। আমার স্মৃতিশক্তি এখনো তীক্ষ্ণ ; অতীতের সব কথা স্মরণ করতে পারি। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে অনেক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখেছি। কিন্তু গতরাত্রির দুর্যোগ আগেকার সত সব দুর্যোগ আর দুর্ঘটনার ভয়াবহতাকে তুচ্ছতায় ম্লান করে দিয়েছে।

রস। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। যেন দুর্যোগঘন আকাশ মানুষের কোন রক্তক্ষয়ী জঘন্য অপকর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে সারা পৃথিবীকে। কালের নিয়ম অনুসারে, ঘড়ির কাঁটা অনুসারে এখন দিনের বেলা, অথচ রাত্রির উদ্ধত অগ্রপ্রসারী অন্ধকার সূর্যের গতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। রাত্রির গর্বোদ্ধত প্রাধান্য অথবা দিনের সকরুণ লজ্জা প্রাণবন্ত দিবালোকের পরিবর্তে মৃত্যুশীতল এক বিপন্নের অন্ধকারে অনুলিপ্ত করে দিয়েছে পৃথিবীর মুখমণ্ডলকে।

বৃদ্ধ। এই হত্যাকাণ্ডের মতই আজকের দিনটাও অস্বাভাবিক। গত মঙ্গলবার দিন একটি শিকারী পাখিকে একটা সামান্য পেঁচা মেরে ফেলেছিল।

রস। আর ডানকানের সুন্দর দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো হঠাৎ যেন পাগলা হয়ে তাদের গলার দড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিল, যেন তারা সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করছিল।

বৃদ্ধ। লোকে বলছিল ঘোড়াগুলো একে অন্যকে খাচ্ছিল।

রস। হ্যাঁ, ওরা তাই করেছিল আর তা নিজের চোখে দেখেছিলাম।

ম্যাকডাফের প্রবেশ।

এই যে ম্যাকডাফ এসে গেছেন। এখন খবর কি স্যার ?

ম্যাকডাফ। কেন, খবর কি তুমি নিজে তা দেখছ না ?

রস। এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড কে করেছে তা জানা গেছে ?

ম্যাকডাফ। সেই দ্বাররক্ষীরা যাদের ম্যাকবেথ হত্যা করেছে।

রস। হায় অভিশপ্ত দিন! কিন্তু এতে ওদের কি লাভ?

ম্যাকডাফ। ওদের সন্দেহ করা হয়েছিল। রাজার দুই পুত্র ম্যালকম ও ডোনালবেণ পালিয়ে গেছে রাজ্য ছেড়ে; তাদের উপরেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

রস। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। অকুণ্ঠ নির্লজ্জ উচ্চাভিলাষ একদিন তোমার জীবনকেও বিপন্ন করে তুলবে। এখন তাহলে রাজ্যশাসনভার ম্যাকবেথের উপরেই বর্তাবে।

ম্যাকডাফ। রাজ উপাধি এর মধ্যেই ধারণ করেছে সে এবং অভিষেকের জন্য সে স্কনে গিয়ে হাজির হয়েছে।

রস। ডানকানের মৃতদেহ এখন কোথায়?

ম্যাকডাফ। তাঁকে এখন তাঁর পূর্বপুরুষদের পবিত্র সমাধিস্থলে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হবে।

রস। আপনিও কি স্কনে যাবেন?

ম্যাকডাফ। না, আমি ফিফি যাব।

রস। আমি কিন্তু যাব সেখানে।

ম্যাকডাফ। ঠিক আছে, সেখানে সব জিনিস সুসম্পন্ন হবে দেখুনগে। বিদায়, আমি যাচ্ছি, পাছে আমাদের পুরনো পোষাক নতুন পোষাকের থেকে আমাদের গায়ের সঙ্গে বেশী খাপ খায়।

রস। বিদায় পিতা।

বৃদ্ধ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক তোমার আর সেই সব সৎ এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদের উপর যারা মন্দকে ভাল করে তোলে আর শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফরেস। রাজপ্রাসাদ।

ব্যাঙ্কোর প্রবেশ

ব্যাঙ্কো। তাহলে এখন তোমার সব কামনা পূরণ হলো—রাজা, কডর ও গ্লেমিসের অধিপতি; তার মানে সেই ডাকিনী তিন জন যা যা বলেছিল তা সব। তবে তারা এটাও বলেছিল যে, রাজত্ব স্থায়ী হবে না, তোমার

বংশের কেউ পাবে না, বলেছিল আমার বংশের ছেলে রাজা হবে, আমি অনেক রাজার পিতা বা পিতামহ হব। যদি তাদের কথা তোমার ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয় ম্যাকবেথ এবং সে সত্যের দ্বারা তুমি লাভবান হও তাহলে আমার ক্ষেত্রেই বা তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে না কেন? কিন্তু চুপ, আর না।

রাজ দরবারের জন্য তূর্যধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজবেশধারী ম্যাকবেথ, রাণীরূপে লেডী ম্যাকবেথ, লেনক্স, লর্ডগণ, মহিলাবৃন্দ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। এই আমাদের প্রধান অতিথি এসে গেছেন।

লেডী ম্যাকবেথ। উনি যদি ভুলে যেতেন তাহলে আমাদের এই মহান উৎসবে একটা ফাঁক রয়ে যেত এবং সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যেত।

ম্যাকবেথ। আজ রাত্রিতে আমরা গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এক ভোজসভার আয়োজন করেছি। আর তাতে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করছি।

ব্যাঙ্কো। আমাকে হুকুম করুন রাজাধিরাজ; আপনার এই হুকুম তামিলের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরকালের মত জড়িয়ে থাকবে আমার জীবনের সমস্ত কর্তব্যবোধ।

ম্যাকবেথ। আজ বিকালে ঘোড়ায় চেপে কোথাও যাবেন?

ব্যাঙ্কো। হ্যাঁ মহারাজ।

ম্যাকবেথ। তা না হলে আজকের এই সভায় আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেতাম। ঠিক আছে আগামী কাল তা নিশ্চয়ই আমরা লাভ করব। আপনি কি অনেক দূর যাবেন?

ব্যাঙ্কো। এত দূর যে এখন থেকে নৈশভোজন শুরু পর্যন্ত গোটা সময়টাই কেটে যাবে। আবার আমার ঘোড়া যদি ভাল না চলে তাহলে রাত হওয়ার পরও দু এক ঘণ্টা কেটে যাবে।

ম্যাকবেথ। আমাদের উৎসবে কিন্তু যোগদান করতে অন্যথা করবেন না।

ব্যাঙ্কো। না, মহারাজ, আমি কখনই অন্যথা করব না।

ম্যাকবেথ। রক্তপিপাসু আমার দুই খুড়তুতো ভাই ইংলণ্ডে ও আয়ারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা এখনো তাদের নিষ্ঠুর পিতৃহত্যার কথা স্বীকার করেনি; উল্টে জনগণের কাছে যত সব মিথ্যা মনগড়া কথা প্রচার করছে। কিন্তু সেসব কথা কাল হবে। এখন রাজ্যের আরো অনেক কাজ

আমাদের দুজনকে একসঙ্গে করতে হবে। এখনি আপনি ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে পড়ুন, আপনার সঙ্গে ফ্লিয়ান্সও কি যাচ্ছে ?

ব্যাঙ্কো। হ্যাঁ মহারাজ, কর্তব্যের খাতিরে আমাদের দুজনকেই যেতে হবে।

ম্যাকবেথ। আশা করি তোমাদের অশ্ব দ্রুত তোমাদের নিয়ে যাবে আর ফিরিয়ে আনবে। বিদায়। (ব্যাঙ্কোর প্রস্থান)

রাত্রি সাতটা পর্যন্ত তোমরা স্বাধীন। আমরা ততক্ষণ এখানে আমাদের অতিথিদের সাহচর্য দান করে তাদের আনন্দ দান করব। তারপর ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।

(ম্যাকবেথ ও একজন ভৃত্য ছাড়া সকলের প্রস্থান)

শোন, একটা কথা আছে, সেই লোকদের আসতে বলেছ ?

ভৃত্য। তারা প্রাসাদের গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে মহারাজ।

ম্যাকবেথ। তাদের এখানে নিয়ে এস। (ভৃত্যের প্রস্থান) রাজত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আনুষঙ্গিক নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা লাভ করতে পারা না যায় তাহলে এ রাজত্ব পাওয়ার কোন অর্থই হয় না। ব্যাঙ্কোর প্রতি ভয় আমাদের গভীর, কারণ তার রাজকীয় মেজাজের মধ্যে এমন একটা ঔদ্ধত্য আছে যা আমাদের ভীত করে তুলেছে। সে বড় দুঃসাহসিক ; সাহসের সঙ্গে সে যে কোন কাজে এগিয়ে যায় আর তার অপরাজেয় মনোবলের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মিলিত হয়ে তাকে যে কোন কাজে এক নিরাপদ সাফল্য দান করে। একমাত্র তাকেই আমি ভয় করি। সীজারের দ্বারা মার্ক এ্যাণ্টনির প্রতিভা যেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, ব্যাঙ্কোর দ্বারা আমারও তাই হচ্ছে। যখন সেই ডাকিনীরা রাজা হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করে তখন তার সম্বন্ধে কিছু না বলার জন্য তাদের ভৎ'সনা করে সে এবং তার সম্বন্ধে কিছু বলতে বলে। তখন তারা ভবিষ্যদ্বাণী করে সঙ্গে সঙ্গে বলে, ব্যাঙ্কো এক রাজবংশের স্রষ্টা হবে। এইভাবে তারা শুধু আমার মাথার উপরে এক নিষ্ফল মুকুট পরিয়ে দিয়ে এক বন্ধ্যা রাজদণ্ড দান করে আমার হাতে। আমার কোন পুত্রই রাজা হবে না। তাই যদি হয় তাহলে কি ব্যাঙ্কোর সন্তানের জন্যই এত মাথা ঘামিয়েছি, ব্যাঙ্কোর সন্তানদের জন্যই কি আমি মহান ডানকানকে হত্যা করেছি, আমার শান্তির তরী কি তাহলে তাদের জন্যই বিঘ্নিত করেছি এবং তাদের রাজা করার জন্যই কি আমি

আমার জীবনের সমস্ত সম্পদ চিরদিনের মত ত্যাগ করেছি? তার চেয়ে হে ভাগ্যদেবী, এস, আমাকে প্রস্তুত করে তোল যে কোন প্রতিকূলতার জন্য! কে ওখানে?

দুজন ঘাতকসহ ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

এখন দরজার কাছে যাও। না ডাকা পর্যন্ত সেখানেই থাক। (ভৃত্যের প্রস্থান।) গতকাল তোমাদের দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছি না?

১ম ঘাতক। হ্যাঁ স্যার।

ম্যাকবেথ। আমার কথাটা ভেবে দেখেছ কি? জেনে রেখো, এ হচ্ছে সেই লোক যে অতীতে তোমাদের একবার বেকায়দায় ফেলে বিড়ম্বিত করেছিল। তোমরা হয়ত ভেবেছিলে লোকটা সৎ। কিন্তু আমি সেদিন তোমাদের ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আগের রাতে তোমরা আমার কথা জেনে গিয়েছিলে। আমি তোমাদের মনে পড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন করে তোমাদের ও হাতে করে সেবার তুলে নিয়ে গিয়েছিল এক জায়গায়। তোমাদের বেঁধে রেখে অস্ত্র প্রস্তুত করেছিল, একথা তোমাদের ভোলা উচিত না। যার কিছুমাত্র চেতনা আছে স্মৃতিশক্তি আছে সে বলবে. ব্যাঙ্কো এ কাজ করেছিল।

১ম ঘাতক। আপনি তা বলেছিলেন স্যার।

ম্যাকবেথ। হ্যাঁ, আমি তা বলেছিলাম এবং আরো কিছু এই দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকারের সময় বলতে চাই। তোমার স্বভাবের মধ্যে একাজের উপযুক্ত মনোবল আছে ত? অথবা কোন ধর্মের বাণী শুনে এই লোকটা আর তার ছেলের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে দেবে? অথচ সেই লোকটাই নিজের হাতে তোমাদের কবরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

১ম ঘাতক। আমরাও মানুষ স্যার।

ম্যাকবেথ। জীব হিসাবে অবশ্য তুমি মানুষ পদবাচ্য, যেমন শিকারী কুকুর ঘরের কুকুর, রাস্তার কুকুর—সব কুকুরই জীব হিসাবে কুকুর শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সাধারণভাবে এক শ্রেণীভুক্ত হলেও কোন বিশেষ গুণের জন্যই তারা কেউ হয়ে ওঠে পথের কুকুর, কেউ হয়ে ওঠে ঘরের কুকুর, কেউ বা শিকারী কুকুর। যদি তুমি মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চাও, যদি মানুষ হিসাবে হীনতার স্তরে চিরদিন থেকে যেতে না চাও তাহলে, আমি যা করতে বলছি করো। তাহলে তোমাদের শত্রুনিধন সহজ হবে এবং

সঙ্গে সঙ্গে একাজের দ্বারা তুমি আমাদের স্তরের আরো কাছে আসবে, আরো ভালবাসা লাভে ধন্য হবে। তোমাদের প্রতি আমাদের যে ভালবাসা বর্তমানে ক্ষীণ অবস্থায় রয়েছে ব্যাঙ্কোর মৃত্যুতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

২য় ঘাতক। আমি হচ্ছি এমনই একজন স্যার যে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। জগতের অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত যাকে মরিয়া ও বেপরোয়া করে তুলেছে। যে সারা জগৎকে ঘৃণার সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যে কোন কাজ করে ফেলতে পারে।

১ম ঘাতক। আমিও তাই স্যার। আমি এমনই দুর্দশাগ্রস্ত এবং ভাগ্য বিড়ম্বিত যে আমি জীবনে যে কোন সুযোগ গ্রহণ করতে রাজী আছি দুর্ভাগ্য হতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য।

ম্যাকবেথ। দুজনেই মনে রেখো ব্যাঙ্কো তোমাদের শত্রু ছিল।

উভয় ঘাতক। সত্যি স্যার।

ম্যাকবেথ। সে আমারও শত্রু। তার ও আমার মধ্যে এখন এক রক্তাক্ত ব্যবধান বিরাজ করছে যাতে আমার সব সময় মনে হচ্ছে তার অস্তিত্বের দ্বারা আমার জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে। যদিও আমার শক্তির নগ্ন ঔদ্ধত্যের দ্বারা আমার দুচোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম তাকে চিরদিনের জন্য এবং আমার মনস্কামনা পূরণ করতে পারতাম তথাপি আমি তা করব না। এমন কিছু লোক আছে যারা ব্যাঙ্কো আর আমার বন্ধু, যাদের ভালবাসা আমি তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারি না। ব্যাঙ্কোকে আমি নিজে খুন করালেও তার মৃত্যুর জন্য আমাদের সেই বন্ধুদের কাছে শোক প্রকাশ করতে হবে। তাই আমি এ ব্যাপারটা লোকচক্ষে গোপন রাখার জন্যই তোমাদের সাহায্য চাই।

২য় ঘাতক। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তা করব হুজুর।

১ম ঘাতক। যদিও আমাদের জীবন—

ম্যাকবেথ। তোমাদের মধ্যে যে তেজ আছে তা তোমাদের চোখে মুখেই ফুটে বেরোচ্ছে। এখন তোমাদের কোথায় থাকতে হবে তা আমি বলে দেব। এই মুহূর্ত হতে সজাগ হয়ে থাকবে যাতে একটু সময় নষ্ট না হয়। কাজটা কিন্তু আজ রাতেই করতে হবে এবং ঘটনাস্থলটা যেন রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে হয়। আমি চাই কাজটা খুব পরিষ্কার ভাবে করতে; আমি চাই ব্যাঙ্কোকে হত্যা করার পর যেন কোন চিহ্ন বা হদিশ না থাকে। ফ্লিয়ান্সও

থাকবে ব্যাঙ্কোর সঙ্গে। তার পিতার মত ফ্লিয়ান্সের মৃত্যুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফ্লিয়ান্সকেও সেই একই কৃষ্ণকুটিল দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিতে হবে। এখন এখান থেকে গিয়ে ভেবে দেখগে। আমি এখনি আসছি।

উভয় ঘাতক। আমরা ভেবে দেখেছি হুজুর।

ম্যাকবেথ। আমি তোমাদের সরাসরি ডেকে পাঠাব। ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করগে। (ঘাতকদের প্রস্থান) তাহলে এখন সব ঠিক। ব্যাঙ্কো, তোমার আত্মা যদি স্বর্গ কোথায় তা কখনো খুঁজে পায় তাহলে আজ রাতেই তাকে খুঁজে পেতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফরেস। রাজপ্রাসাদ।

লেডী ম্যাকবেথ ও জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

লেডী ম্যাকবেথ। ব্যাঙ্কো কি রাজদরবার থেকে চলে গেছেন?

ভৃত্য। হ্যাঁ গেছেন, কিন্তু আজ রাতে আবার ফিরে আসবেন।

লেডী ম্যাকবেথ। রাজাকে বলগে আমি কিছু কথা বলতে চাই তাঁর সঙ্গে।

ভৃত্য। হ্যাঁ ম্যাডাম, বলব।

লেডী ম্যাকবেথ। আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, সব কিছুই ফুরিয়ে গেল। কামনা যেখানে আমাদের তৃপ্ত হয় না, যেখানে অনেক কিছু ধ্বংস করার পরেও উদ্দেশ্য সফল হয় না সেখানে সংশয়পূর্ণ আনন্দের মাঝে থাকার থেকে নিজেদেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

এখন কেমন আছ স্বামী? কেন তুমি একা একা রয়েছ? একা একা দুঃখকে কেন সঙ্গী করে বেড়াচ্ছ? সে সব চিন্তার অনেক আগেই অবসান ঘটানো উচিত ছিল। যে দুঃখের কোন প্রতিকার নেই সে দুঃখ নিয়ে চিন্তা করা উচিত না। যা হয়ে গেছে, তা আর ফিরবে না।

ম্যাকবেথ। আমরা শুধু সাপটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছি, মারতে পারিনি। সাপটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসতে আসতে সে আমাদের অসহায় প্রতিহিংসাকে দংশন করবে। এ আর সহ্য করা যায় না। এর চেয়ে জগতের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক। ভয়ে ভয়ে খাওয়া আতঙ্কের মধ্যে সব সময় থাকা আর এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের আঘাতে সারা রাত ধরে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে ওঠার থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া ভাল। মনের এই দুঃসহ যন্ত্রণা আর এক তীব্র অশান্তির আবেগে সব সময় চঞ্চল হয়ে

থাকার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা অনেক ভাল। ডানকান এখন তাঁর কবরের মধ্যে সমাহিত ; জীবনের সমস্ত উত্তাপ আর উত্তেজনার পর এখন তিনি পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। এক চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতার যূপকাষ্ঠে প্রাণবলি দিতে হয়েছে তাঁকে। এখন কোন অস্ত্র, কোন বিষ. পারিবারিক বা বৈদেশিক কোন প্রতিহিংসা তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারবে না।

লেডী ম্যাকবেথ। এস স্বামী, অমন বিকৃত ভাবে তাকিয়ো না , ভাল করে চাও। আজ রাতে ভোজসভায় অতিথিদের মাঝখানে হাসিখুশিতে মুখটা উজ্জ্বল করে রাখ।

ম্যাকবেথ। তাই করব প্রিয়তমা ; তুমিও তাই করবে। তবে একবার ব্যাঙ্কোর কথাটা ভেবে দেখ দেখি। যখন সকলেই আমাদের তোষামোদ করবে আমাদের সম্মান করবে তখন ব্যাঙ্কো কি করে, সে তার দৃষ্টি দিয়ে কিভাবে আমাদের পানে চায় অথবা সে কি কথা বলে তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করবে। তবে আমাদের অন্তরের এই ভাব আমাদের মুখে যেন ফুটে না ওঠে। মুখের উপর জোর করে ফুটিয়ে তোলা এক ছদ্ম আনন্দের প্রলেপে আমাদের অন্তরের ভাব যেন প্রচ্ছন্ন থাকে।

লেডী ম্যাকবেথ। ওসব কথা আর ভেবো না।

ম্যাকবেথ। আমার মনের ভিতর অজস্র কাঁকড়া বিছে দংশন করছে প্রিয়তমা। জেনে রেখো ব্যাঙ্কো আর ফ্লিয়ান্স এখনো বেঁচে আছে।

লেডী ম্যাকবেথ। কিন্তু তারা.ত আর অমর নয়।

ম্যাকবেথ। হ্যাঁ, অবশ্য এটা একটা আশার কথা, তাদের সহজেই আক্রমণ করা যেতে পারে। তাহলে আনন্দ করো, নরকের রাণী হেকেটের আহ্বানে বাদুড় উড়ে গেছে। যতসব অশুভ লক্ষণপূর্ণ পাখিরা ঘুমভিজে কণ্ঠে এক ভয়ঙ্কর কাজের আভাস দান করছে।

লেডী ম্যাকবেথ। কোন কাজ স্বামী ? কোন ভয়ঙ্কর কাজের আভাস ?

ম্যাকবেথ। কাজটা সম্পন্ন হলে তুমি তাকে অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হবে, তা না হওয়া পর্যন্ত ওটা তুমি নাই বা জানলে। এস রাত্রি, সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করো ঘন অন্ধকারে, দিবালোকের সমস্ত উজ্জ্বল চোখগুলিকে মুদ্রিত করে যাও একে একে। মানবিক সম্পর্কের যে বন্ধন আমার মনোবলকে শিথিল করে দিচ্ছে, আমার মুখখানাকে মলিন করে দিচ্ছে, সে বন্ধনকে তুমি তোমার রক্তাক্ত ও অদৃশ্য হাত দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। দিনের আলো

খুচে যাচ্ছে, কাকেরা পাহাড় ঘেরা দূর বনে উড়ে যাচ্ছে। দিনের সমস্ত উজ্জ্বল আলোকরেণুগুলি একে একে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকাররাশি জাগতিক যত সব আলোকিত বস্তুর উপর তাদের শিকার ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের উপর। কিন্তু আমার কথায় তুমি বিচলিত হয়ে পড়ছ কেন? শক্ত হও, কোন কাজ শুরুতে খারাপ হলে কর্তার অন্তরের দুর্বলতার সুযোগে তা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সুতরাং এখন চল আমার সঙ্গে। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। ফরেস। রাজপ্রাসাদের দ্বারপথ।

তিনজন ঘাতকের প্রবেশ

১ম ঘাতক। কে তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলল?

৩য় ঘাতক। ম্যাকবেথ।

২য় ঘাতক। তিনি আমাকে কোনরকম অবিশ্বাস করেন না আর কি করতে হবে না হবে তা তিনি আমাদের এইমাত্র বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১ম ঘাতক। এসেছ যখন আমাদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাক। পশ্চিম আকাশে এখনো কিছু আলোর রেখা রয়েছে। বিলম্বিত পথিকরা নিকটবর্তী কোন গাছপালায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছে আর আমাদের লক্ষ্যবস্তুও এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ আমাদের দিকে।

৩য় ঘাতক। শোন। আমি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ব্যাঙ্কো। (ভিতর থেকে) আমাদের একটু আলো দেখাও, কে আছ।

২য় ঘাতক। নিশ্চয় সেই বটে, অন্যরা রাজদরবারে চলে গেছে। তাদের অবশ্য আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

১ম ঘাতক। তার ঘোড়া যাচ্ছে।

৩য় ঘাতক। হ্যাঁ, একমাইল ও রোজ হাটে। এখান থেকে রাজপ্রাসাদের গেট পর্যন্ত অনেকেই এক মাইলের এই পথটুকু হেঁটে যায়।

মশালহাতে ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়ান্সের প্রবেশ

২য় ঘাতক। আলো, আলো, আলো।

৩য় ঘাতক। হ্যাঁ, এ সে-ই।

১ম ঘাতক। কাজ শুরু করো।

ব্যাঙ্কো। আজ রাতে ঠিক বৃষ্টি হবে।

১ম ঘাতক। সে বৃষ্টি এখনি নেমে আসুক। (ব্যাঙ্কোকে ছুরিকাঘাত করল)

ব্যাঙ্কো। ও, বিশ্বাসঘাতকতা, ফ্লিয়ান্স তুমি পালাও, তুমি ভবিষ্যতে প্রতিশোধ নিতে পারবে। ও বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস কোথাকার!

(ব্যাঙ্কোর মৃত্যু ও ফ্লিয়ান্সের পলায়ন)

৩য় ঘাতক। কে আলোটা নিবিয়ে দিল?

১ম ঘাতক। আলোটা কি এমনি নিবিয়ে যায়নি?

৩য় ঘাতক। না, আর একজন ছিল ওর সঙ্গে; ওর ছেলে পালিয়ে গেছে।

২য় ঘাতক। আমাদের কাজের অনেকটাই পণ্ড হয়ে গেল।

১ম ঘাতক। যাই হোক, যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকুর কথাই বলবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ফরেস। রাজপ্রাসাদ।

ভোজসভা প্রস্তুত। ম্যাকবেথ, লেডী ম্যাকবেথ, রস, লেনক্স, সভাসদগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। আপনারা আপনাদের পদমর্যাদা অনুসারে আসন গ্রহণ করুন; পরে আমার অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন।

সভাসদগণ। ধন্যবাদ হে রাজন!

ম্যাকবেথ। আমরা সর্বান্তঃকরণে আপনাদের সাদর আতিথ্য দান করব। আমাদের গৃহকর্ত্রী এখনো আসেননি, তিনি এসে আপনাদের অভ্যর্থনা করবেন।

লেডী ম্যাকবেথ। আমার পক্ষ থেকে বলে দিও আমি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

দ্বারদেশে প্রথম ঘাতকের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। দেখ দেখ, ওরা তোমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। দুধারে অতিথিরা সমানভাবে বিভক্ত হয়ে বসেছে, আমি ওদের মাঝখানে বসব। বিশেষভাবে আনন্দ উৎসব করব। আমরা ওখানে ওদের সঙ্গে মদও পান করব। (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাতকের প্রতি) তোমার মুখের উপর রক্ত লেগে রয়েছে।

ঘাতক। তাহলে ও রক্ত ব্যাঙ্কোর।

ম্যাকবেথ। ব্যাঙ্কো যেন আর বেঁচে না থাকে। তাকে কি পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছ?

ঘাতক। হুজুর! আমি নিজের হাতে তার গলা কেটেছি।

ম্যাকবেথ। তুমি তাহলে ভালই গলাকাটার লোক। তবে ফ্লিয়ান্সের গলাটা কাটতে পারলে আরো ভাল করতে।

ঘাতক। হে মহারাজ, ফ্লিয়ান্স পালিয়ে গেছে।

ম্যাকবেথ। মানসিক অশান্তির সেই রোগটা আবার আসছে আমার মধ্যে। এরকম না ঘটলে আমি ভালই থাকতাম। অখণ্ড মর্মর প্রস্তরের এক বিশাল পাহাড়ের মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম নিজেকে। কিন্তু আজ আবার সেই উদ্ধত সংশয় আর আশঙ্কার দ্বারা খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছি আমি। কিন্তু ব্যাঙ্কো আবার নিরাপদে নেই ত?

ঘাতক। মাথার উপর বিশটা আঘাতের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সে একটা খালের মধ্যে পড়ে আছে।

ম্যাকবেথ। সেজন্য অবশ্য তোমায় ধন্যবাদ। বড় সাপটা অবশ্য মরে পরে আছে। কিন্তু তার যে বাচ্চাটা পালিয়ে গেছে তার এখন বিষ দাঁত না থাকলেও পরে সে ঠিক বিষ উদ্গার করবে। তুমি এখন যাও। কাল আবার কথা হবে। (ঘাতকের প্রস্থান)

লেডী ম্যাকবেথ। হে রাজন, হে আমার স্বামী, তুমি না থাকায় তোমার আনন্দোৎফুল্লতার অভাবে সমস্ত ভোজসভাটা নিরানন্দ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন হওয়া উচিত না। ভোজসভায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গৃহকর্তাকে কতকগুলো প্রথাগত নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ ও ম্যাকবেথের চেয়ারে উপবেশন

ম্যাকবেথ। হে বন্ধু, আমাদের দুজনেরই স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হোক। আমাদের পান ও ভোজন সুখকর হোক।

লেনক্স। আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন মহারাজ।

ম্যাকবেথ। এ ভোজসভা ব্যাঙ্কোর উপস্থিতিতে আরো সম্মানিত হয়ে উঠত। দুর্ঘটনার জন্য তার প্রতি কোন মমতা না দেখিয়ে আমি বরং তার নির্দয়তার জন্য তাকে আমি ভর্ৎসনা করব।

রস। তার অনুপস্থিতি তার প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করবে। এখন আপনি আপনার রাজকীয় আতিথ্য ও উপস্থিতির দ্বারা আমাদের প্রীত করুন মহারাজ।

ম্যাকবেথ। টেবিলসংলগ্ন সমস্ত আসনগুলিই পূর্ণ।

লেনক্স। আপনার জন্য একটি আসন ত সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে স্যার।

ম্যাকবেথ। কোথায় ?

লেনক্স। এই ত এখানে স্যার। আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন স্যার ?

ম্যাকবেথ। আপনাদের মধ্যে কে একাজ করেছে ?

সভাসদগণ। কী বলছেন স্যার ?

ম্যাকবেথ। আপনারা একথা বলতে পারেন না যে আমি একাজ করেছি। আমাকে অমন লালচোখ দেখাবেন না।

রস। ভদ্রমহোদয়গণ, উঠুন, আমরা চলে যাই, আমাদের রাজার শরীর সুস্থ নেই।

লেডী ম্যাকবেথ। বসুন বসুন বন্ধুগণ। যৌবন বয়স থেকে আমার স্বামীর মাঝে মাঝে এমনি হয়। আমার অনুরোধ, আপনারা বসুন। এ রোগটা সাময়িক। কিছুক্ষণ পর উনি আবার ভাল হয়ে উঠবেন। ওঁর দিকে বেশী তাকাবেন না। তাহলে ওঁর রাগ আরো বেড়ে যাবে। আপনারা ওঁর দিকে না তাকিয়েই খেয়ে যান। (ম্যাকবেথের প্রতি) তুমি কি মানুষ ?

ম্যাকবেথ। মানুষ মানে ? আমি এমনই একজন মানুষ যে আস্ত শয়তানের মত দেখতে ওই লোকটার পানে সাহস করে তাকাতে পারে।

লেডী ম্যাকবেথ। শক্ত হও, এটা হচ্ছে তোমার মনের ভয়ের দ্বারা আঁকা এক অলীক ছবি। এ হচ্ছে বাতাসে ভেসে আসা সেই আশ্চর্য ছোরার মত যা তুমি বলছিলে তোমাকে ডানকানের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে এগুলো কোন ভয়ের কারণ না ; আসল ভয়ের মিথ্যা প্রতীক এরা। শীতের রাতে ঠাকুরমার বলা গল্পের মতই অসার। কী লজ্জার কথা। কেন তুমি তোমার মুখটা অমন করছ ? এত লোক থাকতে তুমি একটা আসনের দিকে তাকিয়ে আছ !

ম্যাকবেথ। দয়া করে চেয়ে দেখ ওখানে। দেখ দেখ, তারপর বলো। তুমি যদি ঘাড় নাড়তে বা কথা বলতে না পার ত আমার কি ? যদি কোন লোক মরার পর তার মৃতদেহকে কবর দেওয়ার পরেও সে উঠে আসে কবর থেকে, তাহলে সমাধিস্তম্ভগুলো এবার থেকে চিলের মত পাখা মেলে উড়বে আকাশে। (প্রেতাত্মার প্রস্থান)

লেডী ম্যাকবেথ। কী, এখনো বোকামি করছ ?

ম্যাকবেথ। এখানে দাঁড়ালেই তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।

লেডী ম্যাকবেথ। ধিক ধিক তোমায়! লজ্জার কথা।

ম্যাকবেথ। এর আগেও অতীতে অনেক রক্তপাত ঘটেছে. আগে লোমহর্ষণকারী নরহত্যাও অনেক হয়েছে যা কানে শোনা যায় না, আগে মানুষের মাথাটা কাটা গেলেই লোকটা মরে যেত, সব কিছু ফুরিয়ে যেত। কিন্তু এখন মরা লোক উঠে আসে। মাথায় কুড়িটা মারাত্মক আঘাত খেয়ে কেউ মরে যাবার পরেও উঠে এসে আমাদের আসন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডের থেকেও এটা আরো অদ্ভুত।

লেডী ম্যাকবেথ। হে আমার স্বামী, তোমার সভাসদবর্গ তোমার সাহচর্য কামনা করছেন।

ম্যাকবেথ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বন্ধুগণ, আমার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমার একটা রোগ আছে। যারা এটা জানে তারা কিছু মনে করে না, এটাকে সহজভাবে নেয়। আসুন আগে আপনাদের প্রীতি ও স্বাস্থ্য কামনা করি, তারপর বসি। আমাকে কিছু মদ দাও, আমার পাত্রটা ভরে দাও। (প্রেতাত্মার প্রবেশ) এখানে উপস্থিত সকলের ও আমাদের প্রিয় বন্ধু ব্যাঙ্কোর আনন্দের নামে আমি মদ পান করছি। আমরা সকলেই তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখিত এবং তিনি এখানে থাকলে ভালই হত।

সভাসদবর্গ। আমরা আমাদের কর্তব্য ও আনুগত্যের শপথ করছি।

ম্যাকবেথ। দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। মাটির অন্ধকার গর্তের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে থাক। তোমার দেহে অস্থিমজ্জা বলে কোন জিনিস নেই। তোমার রক্তের মধ্যে কোন উত্তাপ নেই। তোমার চোখের দৃষ্টির মধ্যে কোন প্রাণ নেই।

লেডী ম্যাকবেথ। কিছু মনে করবেন না সভাসদগণ, এটাকে সহজভাবে মেনে নেবেন। তবে আজকের ভোজসভার আনন্দটাকে মাটি করে দিল এই যা।

ম্যাকবেথ। তোমার যদি সাহস থাকে তাহলে আমারও থাকবে। রুশদেশীয় ভালুক, অস্থকণ্টকিত গণ্ডার বা হাইক্র্যান বাঘ যে কোন বেশেই তুমি আমার সামনে এসে হাজির হও না কেন, আমি ভয় পাব না, দুর্বল হয়ে পড়বে না আমার স্নায়ু। আবার যদি বেঁচে উঠেও আমাকে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করো, যদি তাতে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি তাহলে তুমি

আমাকে বালিকাশিশু বলে উপহাস করবে। সুতরাং দূর হয়ে যাও হে ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা, দূর হয়ে যাও অবাস্তব অপার্থিব ছায়া।

(প্রেতাত্মার প্রস্থান)

কী চলে গেলে। আবার আমি মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠলাম। আমার অনুরোধ আপনারা বসুন।

লেডী ম্যাকবেথ। তুমি আমাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছ, আজকের ভোজসভাকে ভেঙ্গে দিয়েছ তোমার মনের বিশৃংখলার দ্বারা।

ম্যাকবেথ। এও কি সম্ভব! যে দৃশ্য গ্রীষ্মের বিরল ভয়াল মেঘের মত হঠাৎ আমাদের অভিভূত করে তোলে তা কোন বিশেষ বিস্ময় জাগাবে না আমাদের মনে? আমার এই মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যখন আমি ভাবি যে দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছি সে দৃশ্য দেখেও তোমার চোখ মুখের রং অবিকৃত রয়ে গেছে তখন আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

রস। কী দৃশ্য স্যার?

লেডী ম্যাকবেথ। দয়া করে কথা বলবেন না। তার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রশ্ন করলে বেশী বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আপনারা এখনি চলে যান। কেন একথা বলছি তা এখন জানতে চাইবেন না। শুধু চলে যান।

লেনক্স। বিদায়, রাজার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠুক।

লেডী ম্যাক। বিদায় সকলকে। (সভাসদগণ ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

ম্যাকবেথ। আরো রক্তপাত ঘটবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। লোকে বলছে এখন নাকি খুবই সময় খারাপ, অনেকে পাথরকে নড়াচড়া করতে দেখেছে আর গাছকে কথা বলতে শুনেছে। এখন রাত কত?

লেডী ম্যাকবেথ। প্রায় সকাল হয়ে এসেছে।

ম্যাকবেথ। কি করে বুঝলে ম্যাকডাফ আমাদের নিমন্ত্রণ নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে?

লেডী ম্যাক। তুমি কি তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলে?

ম্যাকবেথ। আমি লোকমুখে একথা শুনলাম। এবার আমি লোক পাঠাব। ওদের বাড়িতে একজন চাকরকে আমি টাকা দিয়ে হাত করে রেখেছি। আমি কাল তাকে ডাকাব। ইতিমধ্যে একবার সেই ডাকিনীদের কাছে যাব। আমি এখন জানতে চাই আমার ভাগ্যে সবচেয়ে খারাপ কি আছে।

আমার ভালর জন্য স্বার্থের জন্য দরকার হলে যে কোন কাজ করতে হবে। আমি রক্তের নদী পার হতে গিয়ে এতদূর চলে এসেছি যে না এগোলেও সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। আমার মাথায় অনেক অদ্ভূত পরিকল্পনা আছে যেগুলো বাছবিচার না করেই কাজে পরিণত করে ফেলতে হবে।

লেডী ম্যাক। তোমার এখন ঘুম দরকার।

ম্যাকবেথ। চল আমরা ঘুমোইগে। এখন দেখা যাচ্ছে আমরা এসব কাজে শিশু। আমার মনের এই অদ্ভূত অবস্থা আর আত্মঘাতী ভয়কে এখন কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য। জলাশয়।

বজ্র। হেকেটের সঙ্গে সাক্ষাৎরতা ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ

১ ডাকিনী। আপনাকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে কেন হেকেট?

হেকেট। আমার ক্রোধের কি কোন কারণ নেই? তোমাদের দুঃসাহস আর ঔদ্ধত্যই আমায় ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। জীবন মৃত্যু আর নানারকমের সমস্যার ব্যাপারে কেন তোমরা ম্যাকবেথের সঙ্গে এমন করে ছেলেখেলা খেললে? যে তোমাদের এই সব মন্ত্রের মন্ত্রণাদাতা সেই আমাকে পর্যন্ত একবার ডেকে পরামর্শ নিলে না। আমার কৃতিত্বের পরিচয় দেবার কোন সুযোগ দিলে না। সবচেয়ে দুঃখের কথা, তোমরা এতদিন যা কিছু করেছ তা একজন ঘৃণ্য রাগী ছোকরার জন্য। সে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত শুধু নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করে, তোমাদের কথা কিছু ভাবে না। এবার যা করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করো। এখন এখান থেকে চলে যাও এবং সকাল হলে এ্যাকেরণের গর্তে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সেখানে সে তার ভাগ্য জানার জন্য যাবে। তোমাদের মন্ত্র তন্ত্র ও সব কিছুর থেকে সে সাহায্য নেবার চেষ্টা করবে। আজ রাত্রিতে ভয়ঙ্কর কোন একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমি বাতাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। দুপুরের আগেই একটা বড় কাজ করে ফেলতে হবে। চাঁদের এক কোণে একটা ঘন বাষ্পচাপ ঝুলছে। সেটা মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলব। সেটার উপর কিছু মন্ত্র পড়ে এমন কতকগুলো কৃত্রিম অপদেবতার সৃষ্টি করব যারা মায়ার প্রভাবে বিশৃংখলা এনে দেবে ম্যাকবেথের মনে। সে ভাগ্যকে উড়িয়ে দেবে। মৃত্যুকে ঘৃণা করবে এবং জ্ঞান গরিমা ভয় সব কিছুর উর্ধ্বে সে তার অদম্য উচ্চাভিলাষকে তুলে ধরবে। তাছাড়া তুমি জান, আপন

ক্ষমতার মত্ততাজনিত এক ভ্রান্ত নিরাপত্তাবোধই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। (ভিতরে গান বাজনার শব্দ) চলে এস, চলে এস। শোন আমাকে কে ডাকছে। আমার ছোট্ট আত্মাটাকে দেখ কেমন এক কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের উপর বসে বসে সে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। (প্রস্থান)

১ম ডাকিনী। চল, তাড়াতাড়ি করো। সে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। ফরেস। রাজপ্রাসাদ।

জনৈক সভাসদের সঙ্গে লেনক্সের প্রবেশ

লেনক্স। আমার আগেকার কথাগুলো তোমার চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে শুধু। পরে আমার কথা বুঝিয়ে বলব আরো। এখন শুধু বলতে চাই কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। মহান ডানকানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিল ম্যাকবেথ। তিনি এখন মৃত। ন্যায়পরায়ণ বীর ব্যাঙ্কো বেড়াতে গিয়ে অনেক দেরি করে ফেলেছিল। যেহেতু ফ্রিয়ান্স পালিয়ে গেছে সেই হেতু তুমি অবশ্য বলতে পার সে তার বাবাকে খুন করেছে। কেউ যেন বেড়াতে গিয়ে দেরি না করে। ম্যালকম আর ডোনালবেণ তাদের মহান পিতাকে হত্যা করেছে একথা ভাবতেও খারাপ লাগে নাকি? কী জঘন্য কাজ। ম্যাকবেথ এর জন্য কত দুঃখ করেছে এবং সে রাগের বশবর্তী হয়ে মদ আর ঘুমের প্রভাবে আচ্ছন্ন সেই দুইজন অপরাধী দেহরক্ষীকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা না করে পারেনি। সে ঠিকই বলেছে। এ অন্যায় দেখে যার দেহে প্রাণ আছে সে না রেগে পারে কি? আমার ত মনে হয় এতদিন সব ঘটনাই ম্যাকবেথের অনুকূলে এসেছে এবং আমার আরো মনে হয় যদি ডানকানের পুত্র দুজনকে সে একবার তার নাগালের মধ্যে পায় —অবশ্য সে তা কোনদিনই পাবে না—তাহলে সে তাদের দেখিয়ে দেবে পিতৃহত্যার উপযুক্ত শাস্তি কাকে বলে। আর ফ্রিয়ান্সের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু থাম, আর একটা কথা, আমি শুনেছি ম্যাকডাফ অত্যাচারী ম্যাকবেথের ভোজসভায় আসতে পারেনি বলে সে বর্তমানে খুব হীনভাবে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, বলতে পার কি, ম্যাকডাফ এখন কোথায় আছে?

সভাসদ। ডানকানের যে পুত্রের সঙ্গে আমাদের এই অত্যাচারী রাজা রক্তের সূত্রে আত্মীয় সে পুত্র এখন ইংলণ্ডের রাজদরবারে আশ্রয় নিয়েছেন, রাজা সিওয়ার্ড তাঁকে এতখানি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যে এই ভাগ্য-

বিপর্যয় ও দেশান্তর সত্ত্বেও তার সম্মান বা মর্যাদার কিছুমাত্র হানি হয়নি। সেইখানে ম্যাকডাফও চলে গেছে। সে সেখানে গিয়ে ইংলণ্ডের রাজাকে অনুরোধ করছে তিনি যাতে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও যুদ্ধবিশারদ সিওয়ার্ডকেও প্রভাবিত করে সকলে মিলে আমাদের সামরিক সাহায্য দান করতে পারেন। যাতে আমরা এখানে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে পেতে পারি, ভালভাবে খেতে পারি। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি রাতে, আমাদের ভোজসভার আনন্দকে আশঙ্কা মুক্ত করতে পারি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহজভাবে আদান প্রদান করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছে ম্যাকডাফ। আর এই সংবাদ পেয়েই রাজা ম্যাকবেথ এতদূর রেগে গেছে যে সে সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে দিয়েছে।

লেনক্স। ম্যাকডাফের কাছে লোক পাঠিয়েছিল ম্যাকবেথ ?

সভাসদ। হ্যাঁ পাঠিয়েছিল ; কিন্তু দূত এসে উত্তর দিয়েছে ম্যাকডাফ বলেছে সে কিছু জানে না।

লেনক্স। এই অবসরে সে বহু দূরে চলে গেছে। এখন ইংলণ্ডের রাজদরবারে এখানকার কিছু ভাল লোকের চলে যাওয়া উচিত এবং ম্যাকডাফকে সব কথা জানানো উচিত। তাকে জানানো উচিত এক অত্যাচারীর দ্বারা শাসিত ও উৎপীড়িত অভিশপ্ত আমাদের এই দেশকে বাঁচাবার জন্য যথাশীঘ্র সে যেন পরম আশীর্বাদের মত উপযুক্ত সামরিক সাহায্য নিয়ে আসে।

সভাসদ। আমি ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অন্ধকার গুহা। মাঝখানে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। বজ্র। তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ

১ম ডাকিনী। তিনবার অন্ধ বিড়ালটা চীৎকার করেছে।

২য় ডাকিনী। বারবার বনশূয়োরটা ডেকেছে।

৩য় ডাকিনী। তারা সবাই তীক্ষ্ণ চীৎকার করে বলেছে, সময় হয়েছে, সময় হয়েছে।

১ম ডাকিনী। এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে যত সব বিষাক্ত নাড়িভুঁড়িগুলোকে তার মধ্যে ফেলে দাও। বিষাক্ত ব্যাঙ, বাচ্চা পাথরের আড়ালে বিষ উদ্গার করছে, সেটাকে আগে সিদ্ধ করো।

সকলে। খাটো খাটো দ্বিগুণ খাটো সকল কিছু ভুলে।
যজ্ঞ জ্বলে আহুতি দাও, এই বিরাট হোমানলে।

২ ডাকিনী। আমাদের মন্ত্রকে আরো জোরাল করার জন্য যজ্ঞানলে বিষধর সাপের দাঁত, ব্যাঙের ঠ্যাং, কুকুরের জিব, সাপের ছানা, টিকটিকির পা প্রভৃতি সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে।

সকলে। খাটে খাটো দ্বিগুণ খাটো সকল কিছু ভুলে।
যজ্ঞ জ্বলে আহুতি দাও, এই বিরাট হোমানলে।

৩য় ডাকিনী। আমাদের এই যজ্ঞের প্রধান প্রধান উপাদানের মধ্যে আছে ড্রাগনের মেরুদণ্ড, নেকড়ে বাঘের দাঁত, লবণ সমুদ্রের তিমি, কোন নাস্তিক ইহুদীর যকৃৎ, আছে ছাগল আর চমরী গাই, আর আছে, তুর্কী তাতরদের ঠোঁট আর সব পেটের ভিতর আটকে মরে যাওয়া শিশুর আঙুল।

সকলে। খাটো খাটো দ্বিগুণ খাটো সকল কিছু ভুলে।
যজ্ঞ জ্বলে আহুতি দাও. এই বিরাট হোমানলে।

২য় ডাকিনী। এই সব কিছু সিদ্ধ করার পর বেবুনের রক্ত নিয়ে এগুলোকে ঠাণ্ডা করবে, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করবে।

হেকেটের প্রবেশ

হেকেট। ঠিক, ঠিক করেছ। তোমাদের শ্রমের জন্য ধন্যবাদ এবং তোমরা সকলেই এর জন্য পুরস্কার পাবে। এবার তোমরা এই অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পরীদের মত গান করতে থাক আর তাহলেই এই হোমানলে যা কিছু আহুতি দিয়েছ তা সব মন্ত্রসিদ্ধ হবে। (গান ও কালো প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও হেকেটের প্রস্থান)

২য় ডাকিনী। আমার বুড়ো আঙুলটা কুটকুট করছে। নিশ্চয় কোন দুষ্ট শয়তান এই দিকে আসছে। তালা খুলে দাও, যে আসে আসুক।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। কেমন আছ হে কৃষ্ণবর্ণ নিশীথ রাতের ডাকিনীবৃন্দ! কী করছ তোমরা?

সকলে। করছি এক নামহীন কাজ।

ম্যাকবেথ। তোমরা আমাকে যা বলেছিলে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি, যা জান আমার কথার উত্তর দাও। যদিও তোমরা বাতাসকে সংহত করে ঝড়ে পরিণত করে গীর্জাগুলোকে দুলিয়ে দাও, যদিও নদী সমুদ্রের

ঢেউগুলোকে উত্তাল করে কত জাহাজ ডুবিয়ে দাও, যদিও কত গাছ এবং স্তূপাকার করা কত কাটা ফসল উড়িয়ে দাও, কত প্রাসাদ আর পিরামিডকে ধ্বংস করে দাও, যদিও প্রকৃতি জগতের সব কিছুকে ওলট পালট করে দাও, তথাপি আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।

১ম ডাকিনী। বল।

২য় ডাকিনী। বল কি জানতে চাও।

৩য় ডাকিনী। আমরা তার উত্তর দেব।

১ম ডাকিনী। বল, তুমি কি আমাদের মুখ থেকে তা শুনবে না আমাদের গুরুর কাছ থেকে শুনবে।

ম্যাকবেথ। ডাক তাকে, আমি তাকে দেখব।

১ম ডাকিনী। যে শুয়োর তার ন'টা ছানাকে খেয়ে ফেলেছে সেই শুয়োরের রক্ত ঢেলে দাও জলন্ত আগুনে আর ঢেলে দাও ঘর্মাক্ত কলেবর কোন ঘাতকের চর্বি।

সকলে। এস এস হে প্রেতাত্মা, তোমার কৃতিত্বের পূর্ণ নিদর্শন দেখাও।

বজ্রধ্বনি। শৃঙ্গযুক্ত এক দেহহীন মাথার আবির্ভাব।

ম্যাকবেথ। হে অজানা শক্তি, আমার কথার উত্তর দাও।

১ম ডাকিনী। ও তোমার মনের কথা জানে। তুমি শুধু শুনে যাও ওর কথা, কোন কথা বলো না।

প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! তুমি ম্যাকডাফ থেকে সাবধান হও। ফিফির অধিপতির কাছ থেকে সাবধানে থাকবে। এইটাই যথেষ্ট। আমি যাচ্ছি। (অন্তর্ধান)

ম্যাকবেথ। তুমি যেই হও, তোমার এই সতর্কবাণীর জন্য ধন্যবাদ। আমার মনের মাঝে যে ভয়ের কথা ছিল তুমি সেই কথাই প্রকাশ করলে। কিন্তু আর একটা কথা।

১ম ডাকিনী। ও আর কোন কথা শুনবে না। আর একজন আসছে। প্রথমবার থেকেও আরো শক্তিশালী।

বজ্র। এক রক্তাক্ত শিশুর বেশে দ্বিতীয় প্রেতের আবির্ভাব।

প্রেত। ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ!

ম্যাকবেথ। তোমার কথা শোনার জন্য আমার তিনটে কান থাকা উচিত ছিল।

প্রেত। তুমি সাহসের সঙ্গে সংকল্পসাধন করে যাবে। তাতে রক্তপাত করতে কুণ্ঠা করবে না। মানুষের কোন শক্তিকে ভয় করবে না। নারীগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ কোন মানুষ ম্যাকবেথের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (অন্তর্ধান)

ম্যাকবেথ। তাহলে ম্যাকডাফ, তুমি বেঁচে থাক, তোমাকে আমার আর ভয়ের কি আছে। তবু আমি এই আশ্বাসবাক্যকে আরো সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার জন্যই তোমাকে সরিয়ে দেব পৃথিবী থেকে। যাতে আমার সব আশঙ্কা ব্যর্থ হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে, যাতে আমি বজ্র বিদ্যুতের মাঝেও ঘুমোতে পারি নিশ্চিন্তে।

বজ্রধ্বনি। একটি গাছ হাতে মুকুট পরিহিত এক শিশুর বেশে তৃতীয় প্রেতের আবির্ভাব।

এটা কি? রাজপুত্রের মত মাথায় মুকুট পরে রয়েছে।

সকলে। কথা বলো না, শুধু শুনে যাও।

প্রেত। সিংহের মত সাহসী ও গর্বোদ্ধত হও, তোমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রকেই ভয় করবে না। যতক্ষণ না বিশাল বির্নাম বন ডানসিনান পাহাড়ের উপর অবস্থিত ম্যাকবেথের প্রাসাদের কাছে এগিয়ে যাবে ততক্ষণ ম্যাকবেথ কখনো কারো দ্বারাই পরাজিত হবে না। (অন্তর্ধান)

ম্যাকবেথ। তা কখনই হবে না। হতে পারে না। এমন কে আছে যে বনের উপর তার মানসিক প্রভাব বিস্তার করে গাছকে মাটির কঠিন বন্ধন ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য করতে পারে? ধন্য তোমাদের! তোমরা অতি উত্তম ভবিষ্যদ্বাণী করেছ। যতদিন পর্যন্ত বির্নামের বন তার আসন ছেড়ে না উঠছে ততদিন আমার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহই মাথা তুলে উঠতে পারবে না। রাজসম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ম্যাকবেথ মানব সমাজের সাধারণ রীতিকে উপহাস করে প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তুরাজির মত সুদীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করে যাবে। তবু আর একটা জিনিস জানার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে আমার অন্তর। এতই যখন বললে তখন আর একটা কথা বল। বল, ব্যাঙ্কোর ছেলে রাজা হবে কিনা।

সকলে। আর কিছু জানতে চেয়ো না।

ম্যাকবেথ। ঠিক আছে আর কিছু জানতে চাইব না। কিন্তু এটা যদি আমায় না বলো তাহলে তোমাদের উপর এক অনন্ত অভিশাপ নেমে আসবে। আচ্ছা, ওই অগ্নিকুণ্ডটা কেন নেমে যাচ্ছে, এত গোলমালই বা কিসের বল দেখি।

১ম ডাকিনী। দেখাও সেই দৃশ্যটা।

২য় ডাকিনী। সে দৃশ্যটা দেখাও।

৩য় ডাকিনী। হ্যাঁ সেই দৃশ্যটা।

সকলে। তাকে দেখাও, তার অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তোল। ছায়ার মতই চলে যাও।

পর পর আটটি রাজার ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। সবশেষে ব্যাঙ্কো, তার হাতে একটা গ্লাস

ম্যাকবেথ। তোমাকে দেখে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার মত মনে হচ্ছে; জাহান্নামে যাও তুমি। তোমার মাথায় মুকুট দেখে আমার চোখের তারায় যেন শূল বিঁধছে। আর একজন, তোমার ভ্রূটা সোনালি; তুমিও ত প্রথম মূর্তিটার মতই দেখতে। তারপর তৃতীয়টাও প্রথমকার মতই। আবার একটা, এটা হলো চতুর্থ। আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এর কি শেষ হবে না? অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে? আর একটা, আর একটা—এই নিয়ে সাতটা। আমি আর তাকাব না ওদিকে। এরপর আট, তার হাতে একটা গ্লাস। রাজদণ্ড রয়েছে ওদের হাতে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এখন দেখছি এ দৃশ্য সত্যি। কারণ রক্তমাখা ব্যাঙ্কো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে এবং অন্য মূর্তিগুলোর পানে হাত বাড়িয়ে কি দেখাচ্ছে। (মূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল) কি হলো, এরা কি সব সত্যি?

১ম ডাকিনী। হ্যাঁ স্যার। এরা সব সত্যি। কিন্তু ম্যাকবেথ, কেন তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এমন করে দাঁড়িয়ে রইলে? এস আমার বোনেরা, তার অন্তরকে আনন্দিত করে তোল। আমরাও হাসিখুশি করি। আমি বাতাসে চাপ দিয়ে শব্দ করব। আর তোমরা ঘুরে ঘুরে নাচবে। এই রাজা যেন বুঝতে পারে আমরা আমাদের কর্তব্য অনুসারে তাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা দান করেছি।

গান। ডাকিনীদের নৃত্য ও অন্তর্ধান।

ম্যাকবেথ। কোথায় তারা? চলে গেল? এই সময়টা যেন আমার জীবনের পঞ্জীতে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। চল, চুলোয় যাক ওরা।

লেনক্সের প্রবেশ

লেনক্স: এখন কেমন আছেন, এখানে কেন এসেছেন?

ম্যাকবেথ। তুমি ডাকিনীদের দেখেছ?

লেনক্স। কই না ত!

ম্যাকবেথ। তারা তোমার পাশ দিয়ে চলে যায়নি?

লেনক্স। না স্যার।

ম্যাকবেথ। ওরা যে বাতাসের উপর দিয়ে চলে যায় সে বাতাস কলুষিত হয়ে যায় ওদের স্পর্শে। যারা ওদের বিশ্বাস করে তারা সব জাহান্নামে যাক। আচ্ছা আমি এখনি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কে আসছে?

লেনক্স। দু তিনজন লোক আপনাকে এক সংবাদ দেবার জন্য আসছে। ম্যাকডাফ ইংলণ্ডে পালিয়ে গেছে।

ম্যাকবেথ। ইংলণ্ডে পালিয়ে গেছে!

লেনক্স। হ্যাঁ স্যার।

ম্যাকবেথ। (স্বগত) হে কাল তুমি কি আমার সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলে? মানুষের কোন উদ্দেশ্যই ত তা কাজে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ধরা পড়ে না? কিন্তু কেন এমন হলো? এবার হতে আমার অন্তরে পরিকল্পনা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তা কাজে পরিণত করে ফেলব। এবার হতে আমার প্রতিটি চিন্তাকেই আমি কর্মরূপ দান করে তাকে সফল করে তুলব। আমি অকস্মাৎ ম্যাকডাফের প্রাসাদ আক্রমণ ও ফিফি অবরোধ করব। তার স্ত্রী পুত্র ও বংশধরদের তরবারির আঘাতে হত্যা করব। আর নির্বোধের মত কাজ করার আগেই বড়াই করব না। আমার নবজাত উদ্দেশ্যের উত্তাপ শীতল হয়ে উঠতে না উঠতেই তা পূরণ করে ফেলব। কই আর কোন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না ত।—কই সেই দূতরা কোথায়? চল, আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফিফি। ম্যাকডাফের প্রাসাদ।

লেডী ম্যাকডাফ, তাঁর পুত্র ও রসের প্রবেশ।

লেডী ম্যাকডাফ। তিনি এমন কি কাজ করেছেন যে তাঁকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হবে?

রস। তুমি ধৈর্য ধরো।

লেডী ম্যাকডাফ। তিনি এমন কোন কাজ করেননি। তাঁর পালিয়ে যাওয়াটা পাগলের কাজ হয়েছে। এই ধরনের ভয়ের বশে তিনি বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করেছেন।

রস। কিন্তু ভয় না বিজ্ঞতা কিসের বশবর্তী হয়ে তিনি একাজ করেছেন তা ত জান না তুমি।

লেডী ম্যাকডাফ। বিজ্ঞতা, জ্ঞান! নিজের স্ত্রীপুত্রদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে যাওয়াটা বিজ্ঞের কাজ বলছেন? তিনি আমাদের মোটেই ভালবাসেন না। পশুপাখিদের কাছ থেকে তাঁর শেখা উচিত স্নেহ ভালবাসা কাকে বলে। ছোট ছোট পাখিরাও তাদের বাসা থেকে পেঁচার আক্রমণ থেকে তাদের শাবকদের উদ্ধার করে। ভয়টাই তাঁর কাছে সব হলো, আমাদের ভালবাসাটা কিছুই না? এইভাবে পালিয়ে যাওয়ার পিছনে কোন যুক্তি নেই; সুতরাং এটা কোনমতেই বিজ্ঞতার কাজ নয়।

রস। লক্ষ্মী বোন আমার, আমার অনুরোধ, ধৈর্য ধরো। তোমার স্বামীর কথা যদি বলো, তাহলে আমি বলব তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মহান এবং সময়ানুসারে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি ভালভাবেই সচেতন। এখন এর বেশী আর আমি বলতে পারছি না। এখন সময় খুবই খারাপ, আমরা সকলেই এখন বিশ্বাসঘাতক এবং কখন কার ভাগ্যে কি আছে তা জানি না। একটা গুজব সব সময় ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরা যেন এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমি এখন যাচ্ছি। আবার শীগ্‌গির এখানে আসব। ঘটনাস্রোত কোন দিকে যাচ্ছে বলা কঠিন, তা ভালর দিকে যেতে পারে আবার মন্দের দিকেও যেতে পারে। সুন্দরী বোন আমার! তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।

লেডী ম্যাকডাফ। ছেলেটার বাবা থাকতে না থাকা। সে আজ পিতৃহীনের মত।

রস। আর এখানে আমার থাকা চলে না। তাতে তোমার ও আমার দুজনেরই ক্ষতি। আমি চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

লেডী ম্যাকডাফ। শুনছ ও ছেলে, তোমার বাবা মারা গেছে। এবার কেমন করে তুমি বাঁচবে?

পুত্র। যেমন করে পাখিরা বাঁচে।

লেডী ম্যাকডাফ। মাছি আর কীটপতঙ্গ খেয়ে?

পুত্র। আমি যা খাই তাই দিয়েই জীবন ধারণ করব।

লেডী ম্যাকডাফ। কিন্তু জীবনে কত বিপদ আছে, কত ফাঁদ, কত জাল—তুমি তাদের ভয় করবে না?

পুত্র। ভয় কেন করব মা ? তবে তুমি যাই বলো, আমার বাবা মরেনি।

লেডী ম্যাকডাফ। হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন। এখন তুমি বাবার অভাব কি করে পূরণ করবে ?

পুত্র। তুমি তোমার স্বামীর অভাব কিভাবে পূরণ করবে ?

লেডী ম্যাকডাফ। আমি মনে করলে বাজারে কুড়িটা স্বামী কিনতে পারব।

পুত্র। কিনলে আবার তুমি তাদের বেচে দেবে।

লেডী ম্যাকডাফ। তুমি ত বেশ বুদ্ধির সঙ্গে কথা বলছ।

পুত্র। আমার বাবা কি বিশ্বাসঘাতক মা ?

লেডী ম্যাকডাফ। হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাসঘাতক।

পুত্র। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে ?

লেডী ম্যাকডাফ। যে শপথ করে রাখতে পারে না, যে মিথ্যা বলে সে বিশ্বাসঘাতক।

পুত্র। সব বিশ্বাসঘাতকরাই কি তাই করে ?

লেডী ম্যাকডাফ। প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকের ফাঁসি হওয়া উচিত।

পুত্র। কে তাদের ফাঁসি দেবে ?

লেডী ম্যাকডাফ। কেন, যারা সৎ লোক।

পুত্র। তাহলে মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতকরা খুবই বোকা, কারণ তারা এত সংখ্যায় বেশী যে, তারা সহজেই সৎ লোকদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে বা তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পারে।

লেডী ম্যাকডাফ। এখন চুপ কর বাঁদর। এখন বাবার জন্য কি করবি তাই বল।

পুত্র। যদি আমার বাবা মারা যায় তুমি কাঁদবে। আর যদি না কাঁদ তাহলে আমি খুব শীগগির আর এক বাবা পাব।

লেডী ম্যাকডাফ। খুব ত কথা শিখেছিস।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। আপনাদের মঙ্গল হোক মাদাম। আপনি আমাকে চেনেন না। তবে আপনাদের ভালর জন্যই বলছি। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের সামনে সমূহ বিপদ উপস্থিত। যদি আমার পরামর্শ নেন তাহলে এখানে আপনারা আর থাকবেন না। আপনি আপনার শিশু সন্তানদের নিয়ে চলে

যান। একথা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। আমি আর কিছু করতে পারব না। তবে এক নিষ্ঠুর শত্রু আপনাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। (প্রস্থান)

লেডী ম্যাকডাফ। এখন কোথায় আমি পালাব? আমি ত কোন অন্যায় করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি এমনই এক জগতে বাস করছি যেখানে ভাল করাটাই বোকামি আর ন্যায়সঙ্গত কাজ করাটা এক বিপজ্জনক নির্বুদ্ধিতার কাজ। সুতরাং আমি কোন অন্যায় করিনি একথা বলে মেয়েলি সাফাই গেয়ে লাভ কি?

ঘাতকদের প্রবেশ

এরা কারা?

১ম ঘাতক। তোমার স্বামী কই?

লেডী ম্যাকডাফ। আমার স্বামী এমনই এক পবিত্র জায়গায় আছেন যেখানে তোমার মত লোক গিয়ে খুঁজে পাবে না।

১ম ঘাতক। সে একজন বিশ্বাসঘাতক।

পুত্র। তুমি শয়তান, মিথ্যা কথা বলছ।

১ম ঘাতক। কী, সামান্য এক ডিম হয়ে? (ছুরিকাঘাত)

পুত্র। ও আমায় মেরে ফেলেছে, মা তুমি পালাও। (মৃত্যু)

(হত্যা! বলে চীৎকার করতে করতে লেডী ম্যাকডাফের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ইংলণ্ড। রাজা এডওয়ার্ডের প্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান।

ম্যালকম ও ম্যাকডাফের প্রবেশ।

ম্যালকম। চলুন আমরা কোন নির্জন স্থানে যাই, যেখানে গিয়ে মনের কথা খুলে বলা যাবে। যেখানে প্রাণ খুলে কাঁদা যাবে।

ম্যাকডাফ। তার চেয়ে আমাদের তরবারি আরো শক্ত করে ধরে প্রকৃত বীরের মত আমাদের অধঃপতিত নির্যাতিত জন্মভূমির দিকে দ্রুত এগিয়ে চল। প্রতিদিন বিধবার সংখ্যা বাড়ছে। বিধবা ও অনাথ শিশুর ক্রন্দন সারা স্কটল্যাণ্ডের আকাশ ভরে তুলেছে, বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এসব শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে।

ম্যালকম। আমি সব বিশ্বাস করি এবং সময়মত এর প্রতিকার করব বন্ধু। আপনি যা বললেন তাতে সেই অত্যাচারীর নাম করলেও জিব আমাদের পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোকটা একদিন ত সৎ ছিল। আপনিও

তাকে ভালবাসতেন, সে আপনাকে এখনো কোন আঘাত দেয়নি। আমি বয়সে ছোট হলেও আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার মত এক শান্ত মেষপালককে বলি দেবার জন্য এখানে এসেছেন আপনি।

ম্যাকডাফ। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

ম্যালকম। কিন্তু ম্যাকবেথ বিশ্বাসঘাতক। অনেক সৎ ধার্মিক লোকও রাজত্ব পেলে অসৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি যে সৎ তা আমি জানি। আপনি কত সৎ তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। দেবদূতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর পতন ঘটেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবদূত আজো দেবদূতই রয়ে গেছে। অক্ষুন্ন রয়ে গেছে তাদের পবিত্রতা। যদিও যে কোন পাপাত্মা মুখের উপর পুণ্যের কপট ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবু পুণ্যের জ্যোতি ঠিকই থাকবে।

ম্যাকডাফ। আমি ত হতাশ হয়ে পড়েছি।

ম্যালকম। আমার মনে এইজন্যই সন্দেহ হয়েছিল যে কেন আপনি আপনার স্ত্রীপুত্রকে সেই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে একা চলে এসেছেন সমস্ত ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে? নিশ্চয় কোন অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে। কিছু মনে করবেন না, আমি যতই সন্দেহ করি না কেন, আপনি যা তাই থাকবেন।

ম্যাকডাফ। হে অসহায় দেশমাতা, রক্ত ঝরুক তোমার অঙ্গে। অত্যাচার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হোক তোমার বুকে। এখন কারো ক্ষমতা নেই যে এই অত্যাচার ও রক্তপাত বন্ধ করতে পারে। এই ঘোর অন্যায়ের মাঝেই তুমি প্রতিকারহীন বেদনায় গুমরে মর। তাহলে আমি স্যার বিদায়। আপনি যা ভাবছেন আমি সে ধরনের কোন শয়তান নই। আমি সেই অত্যাচারীর করায়ত্ত সমস্ত রাজ্য ও ধনসম্পদশালিনী গোটা প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিনিময়েও শয়তানি করতে পারব না।

ম্যালকম। রেগে যাবেন না। আমি আপনার ভয়ে একথা বলছি না। আমি বলছি আমার দেশের জন্য। আমাদের সারা দেশ বর্তমানে এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের চাপে উৎপীড়িত হচ্ছে, কাঁদছে, তার গা থেকে রক্ত ঝরছে। প্রতিদিন অঙ্গে তার ক্ষত বেড়ে যাচ্ছে। আমার অধিকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাহায্য দরকার এবং ইংলণ্ডের মহান অধিপতি অসংখ্য সৈন্য আমার সাহায্যার্থে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমি ভাবছি অন্য কথা। আমি যখন একদিন অত্যাচারীকে নিধন করব, আমার তরবারির অগ্রভাগে তার মাথাটা যখন গেঁথে ফেলতে পারব তখন আমার অসহায় দেশ আমার হাত থেকে বেশী অত্যাচার ভোগ করবে না ত? ম্যাকবেথকে পরাজিত করে যে রাজা হবে সে তার থেকে আরো বেশী দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে।

ম্যাকডাফ। কে সে?

ম্যালকম। ধরে নাও আমি। আমি জানি আমার মধ্যে এমন সব কুৎসিত দোষ আছে যেগুলো বাইরে প্রকাশ পেলে কৃষ্ণকুটিল ম্যাকবেথ আমার তুলনায় শুভ্র তুষারের মতই পবিত্র মনে হবে। রাজ্যের লোকেরা তখন আমার অসংযত অন্যায় দেখে আমার তুলনায় ম্যাকবেথকে সিংহের পাশে মেষপালক ভাববে।

ম্যাকডাফ। নরকের মধ্যে এমন কোন শয়তান নেই যে ম্যাকবেথকে শয়তানিতে হারাতে পারে।

ম্যালকম। আমি স্বীকার করি সে রক্তপিপাসু, লোভী, অর্থপিশাচ, বিলাসী, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, হঠকারী, হিংসুক; সমস্ত রকম পাপের প্রতিমূর্তি। কিন্তু আমার উচ্ছৃংখলতা ও পাপেরও ত কোন শেষ নেই। আমার সেই উদগ্র লালসা থেকে তোমার স্ত্রী কন্যা বা দেশের কোন কুমারী মেয়েই পরিত্রাণ পাবে না। আমার কামনার পথে যারা বাধা দিতে আসবে তাদের আমি সমূলে নাশ করব। তার চেয়ে বরং ম্যাকবেথই রাজত্ব করুক।

ম্যাকডাফ। স্বভাবগত অসহিষ্ণুতাই হচ্ছে অত্যাচারের কারণ। এই অত্যাচারই বহু রাজা ও রাজ্যের অকালপতনের জন্য দায়ী। কিন্তু আপনার রাজ্য এত সহজে চলে যাবে এ ভয় আপনি করবেন না। আপনার আমোদ প্রমোদের জন্য ধনসম্পদের কোন অভাব হবে না। আমাদের দেশে এমন অনেক ইচ্ছুক সুন্দরী নারী আছে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করবে আপনার কাছে, সুতরাং যাকে তাকে ভোগ করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

ম্যালকম। নারীলোলুপতার সঙ্গে অর্থলালসা জাগছে আমার মনে। এই আপোষহীন উগ্র লালসার বশে আমি রাজা হলেই আমার সামন্তদের বিনাশ করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়ি দখল করে নেব। আমার অতৃপ্ত ক্ষুধা

ক্রমশই বেড়ে যাবে কমার পরিবর্তে। আমি তখন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেব। অর্থের জন্য যারা সৎ এবং রাজভক্ত তাদেরও হয়ত ধ্বংস করব।

ম্যাকডাফ। গ্রীষ্মের তপ্ত তৃষ্ণার থেকে এই অর্থলালসা আরো গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে মানুষের বুকে। এ লালসাও বহু রাজার মৃত্যুবাণ হিসাবে কাজ করেছে। তবু ভয়ের কিছু নেই। কারণ স্কটল্যাণ্ডে প্রচুর ধনসম্পদ আছে। তাছাড়া আপনার অন্যান্য গুণের তুলনায় এ দোষ অনেক সহনীয়।

ম্যালকম। কিন্তু আমার ত কোন গুণই নেই? রাজা হবার পক্ষে যে সব গুণের একান্ত দরকার। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা, উদারতা, অধ্যবসায়, দয়া, নম্রতা, সাহস ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি সেই সব গুণের কোনটাই আমার নেই। আমার মধ্যে আছে শুধু বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা যা বিভিন্নভাবে কাজ করে যায়। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি ঐক্যের সব দুধটুকু নরকের আগুনে নিক্ষেপ করে বিশ্বের সব শান্তিকে বিনষ্ট করে দিতাম নিঃশেষে।

ম্যাকডাফ। ও স্কটল্যাণ্ড, হায় হায়!

ম্যালকম। আমার মত এই ধরনের শাসক যদি চাও ত বল।

ম্যাকডাফ। শাসক হবার উপযুক্ত কি, এ ধরনের লোকের বাঁচাই উচিত না। হে দুঃখিনী দেশমাতা! এই সব অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে কবে তুমি তোমার সেই হারানো সুদিন ফিরে পাবে? তোমার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তার নিজের দোষের দ্বারা নিজেই অভিশপ্ত, তার নিজের বংশগৌরবকে সে নিজেই কলঙ্কিত করেছে। আপনার পিতা রাজা ডানকান সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। আপনার মাতা রাণীমাও সাধ্বী মহিলা ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বিদায়। যে সব দোষের কথা আমার সামনে আপনি বললেন সেই সব দোষের ভয়েই আমি স্কটল্যাণ্ড থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছি। হায়! আমার সব আশা এখানেই নির্মূল হলো।

ম্যালকম। ম্যাকডাফ, তোমার এই মহান আবেগ, দেশপ্রীতি ও দেশবাসীর প্রতি একাত্মবোধ আমার অন্তর থেকে সমস্ত কুটিল কুণ্ঠাকে অপসারিত করে তোমার সততা ও মর্যাদাবোধের উপযুক্ত করে তুলেছে আমায়। তোমাদের দলের কয়েকজনের মাধ্যমে শয়তান ম্যাকবেথ আমাকে এইভাবে

তার করায়ত্ত করার চেষ্টা করেছিল। ভগবান সাক্ষী, তোমার আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত। আমি তোমার উপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম। আমি আমার যে সব দোষের কথা তোমায় বলেছিলাম তা আমার চরিত্রে কোনদিনই ছিল না। সেকথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। আমি এখনো পর্যন্ত নারীদেহের আস্বাদ কাকে বলে তা জানি না। আমি এখনো কোন শপথভঙ্গ করিনি। আমি কখনো আমার নিজের ধনসম্পত্তিতে লোভ করিনি। আমি আমার জীবনের থেকে সত্যকে বড় বলে মনে করি। আমি এমন কি কোন শয়তানের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছিলাম আমার সম্বন্ধে। আসলে আমি হচ্ছি তুমি যা চাও তাই; আমাদের অসহায় দেশকে শাসন করার সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমি এখানে আসার আগেই বৃদ্ধ সিউয়ার্ড দশ হাজার সমরকুশলী সৈন্য নিয়ে রওনা হবার জন্য সজ্জিত হয়ে উঠেছেন রণসাজে। এবার মিলিত হব একসঙ্গে। এবার কথা বল, নীরব কেন?

ম্যাকডাফ। একই সঙ্গে ভাল আর এতবড় মন্দ দুটো ঘটনাকে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

জনৈক চিকিৎসকের প্রবেশ

ম্যালকম। আসুন আসুন। রাজা এবার সেরে উঠেছেন?

চিকিৎসক। হ্যাঁ স্যার। ভিতরে কতকগুলো শয়তান বাধা দিচ্ছিল তাঁর আরোগ্যলাভের পথে। চিকিৎসাবিদ্যার সব কৃতিত্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল তারা। কিন্তু এখন তাঁর স্পর্শে তারা চলে যাচ্ছে।

ম্যালকম। ধন্যবাদ আপনাকে। (চিকিৎসকের প্রস্থান)

ম্যাকডাফ। অসুখটা কি?

ম্যালকম। এক আশ্চর্য শয়তান ওরা বলছে। আমি এখানে আসার পর থেকে দেখছি এই সদাশয় রাজা ঐন্দ্রজালিকভাবে একটি কাজ করে যাচ্ছেন। এই রাজা ঐন্দ্রজালিকভাবে এমন সব রোগ সারাতে পারেন যা কোন চিকিৎসক পারে না। তিনি ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা করে সব দুরারোগ্য রোগ সারান। লোকে বলে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে এই কৌশল শিখিয়ে দিয়ে যাবেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তিনি ধন্য। তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

রসের প্রবেশ

ম্যাকডাফ। দেখুন, কে আসছে।

ম্যালকম। আমার দেশবাসী, তবে ওঁকে এখনো ঠিক চিনতে পারছি না।

ম্যাকডাফ। এস এস ভাই আমার।

ম্যালকম। এবার চিনতে পেরেছি ; এইভাবে ঈশ্বর ঘটনাক্রমে আমাদের মাঝখান থেকে অপরিচয়ের ব্যবধানটুকু অপসারিত করেন।

রস। আপনার মঙ্গল হোক স্যার।

ম্যাকডাফ। স্কটল্যাণ্ডের অবস্থা আগে যা ছিল তাই কি আছে ?

রস। হায় আমার হতভাগ্য দেশ! দেশের অবস্থা এত খারাপ যে দেশ-বাসীরা সে অবস্থার কথা জানতে নিজেরাই ভয় পায়। এখন আমাদের দেশকে আমাদের জননী জন্মভূমি বলা যায় না ; এখন সে দেশ আমাদের সমাধিক্ষেত্র, যেখানে একদিন সকলেই হাসত, আজ সেখানে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, আর ভীতিহ্বল চীৎকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রবল দুঃখকেও এক সহজ আবেগ বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে মৃত্যু এমন সচরাচর ব্যাপার যে কারো মৃত্যুকালে ঘণ্টাধ্বনি হলে কে তা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। ভাল লোকেরা তাদের মাথার টুপীর ফুল শুকিয়ে যেতে না যেতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ম্যাকডাফ। খুবই দুঃখের কথা ভাই, তবু একথা খুবই সত্যি।

ম্যালকম। এখন সর্বশেষ দুঃসংবাদ কি ?

রস। আমি একঘণ্টা আগে সেখান থেকে এসেছি, কিন্তু প্রতি মিনিটেই সেখানে নতুন নতুন দুঃসংবাদ শোনা যাচ্ছে।

ম্যাকডাফ। আমার স্ত্রী কেমন আছে ?

রস। ভাল।

ম্যাকডাফ। আর আমার ছেলেরা ?

রস। তারাও ভাল।

ম্যাকডাফ। অত্যাচারীটা তাদের শান্তিতে আঘাত দেয়নি ত ?

রস। না, আমি যখন তাদের কাছ থেকে আসি তখন তারা শান্তিতেই ছিল।

ম্যাকডাফ। বলতে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না। এখন কেমন আছে ওরা ?

রস। যখন আমি দেশের এই দুঃসংবাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে বহন করে আনার জন্য ওখান থেকে রওনা হই তখন ওখানে গুজব রটে যে বহু ভাল লোককে হত্যা করা হয়েছে। আর আমি নিজের চোখে দেখেওছি, অত্যাচারীর পাশবিক ক্ষমতা তখন তুঙ্গে। এখন সাহায্যের সময়।

তোমরা যদি এই মুহূর্তে সাহায্য নিয়ে যাও ওখানে, তাহলে তোমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে সকলেই উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করবে, এমন কি মেয়েরাও লড়াই করবে সেই অত্যাচারীর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য।

ম্যাকডাফ। তাদের পক্ষে এটা সুখের কথা যে আমরা যাচ্ছি সেখানে। ইংলণ্ড আমাদের মহানুভব সিউয়ার্ডের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যে ধার দিয়েছেন। সিউয়ার্ডের মত বীর যোদ্ধা সারা খৃষ্টান জগতের মধ্যে আর দ্বিতীয় একটি নেই।

রস। এ সংবাদে আমি খুবই খুশী হলাম। আমার কাছে এমনই এক দুঃখের সংবাদ আছে যা প্রকাশ করলে শূন্য মরুভূমির বাতাসও আর্তনাদ করে উঠবে।

ম্যাকডাফ। সে সংবাদ কার? সাধারণভাবে সমগ্র দেশের না কোন ব্যক্তি মানুষের?

রস। যদিও এ সংবাদ তোমার ব্যক্তিগত তথাপি এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সৎ লোকই দুঃখিত না হযে পারবে না।

ম্যাকডাফ। যদি আমার হয় তাহলে তাড়াতাড়ি বলে ফেল আর গোপন না রেখে।

রস। যে কথা কখনো শোননি সে কথা বলার জন্য তোমার কণ্ঠস্বর যেন চিরদিনের জন্য আমার জিবকে ঘৃণা না করে।

ম্যাকডাফ। হুঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।

রস। তোমার প্রাসাদ আক্রান্ত হয়েছে। তোমার স্ত্রী ও শিশুসন্তানরা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে। কিভাবে তারা তাদের হত্যা করে সেকথা যদি তোমার কাছে বিস্তারিত বলি তাহলে তা মৃত্যুসম হবে তোমার পক্ষে।

ম্যালকম। হে করুণাময় ঈশ্বর! একি করছ, শিরস্ত্রাণ দিয়ে চোখ ঢেকো না। বিলাপ করো। যে শোক যে দুঃখ বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় না অথবা অশ্রুর মাধ্যমে নির্গত হয় না তা হৃৎপিণ্ডের উপর চাপদিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে দেয়।

ম্যাকডাফ। আমার শিশুসন্তানরাও নিহত?

রস। স্ত্রী, শিশুসন্তান, ভৃত্য সব—যাদের দেখতে পেয়েছে প্রাসাদে তাদের সকলকেই হত্যা করেছে।

ম্যাকডাফ। আর আমি সেখানে নেই। আমার স্ত্রীও?

রস। আমি বলেছি সেকথা।

ম্যালকম। শান্ত হও। এখন উপযুক্ত প্রতিশোধের দ্বারা এই ভয়ঙ্কর দুঃখের প্রতিকারের কথা চিন্তা করো।

ম্যাকডাফ। তার কোন সন্তান নেই। হায় আমার সব শিশুসন্তান? হায় হায় সব? এক আঘাতে আমার সব শিশুসন্তান আর তাদের মা সব ধরাশায়ী হলো?

ম্যালকম। মানুষের মত এ আঘাত সহ্য করো।

ম্যাকডাফ। তাই আমি করব। কিন্তু মানুষের মতই এ দুঃখ অনুভব না করেও ত পারছি না। আমার জীবনের সবচেয়ে দামী অমূল্য রত্নরাজি সব চলে গেল। ঈশ্বর কি সব কিছু দেখেও চুপ করে ছিলেন? হায় পাপাত্মা ম্যাকডাফ, তোমার জন্যই তারা এমনভাবে নিহত হলো, তাদের কোন দোষ ছিল না। আমার জন্যই তাদের প্রাণ গেল। স্বর্গে তারা এখন চিরবিশ্রাম লাভ করুক।

ম্যালকম। এই দুর্ঘটনা শান-পাথরের মত তোমার তরবারিকে শানিত ও ক্ষুরধার করে তুলুক। তোমার সমস্ত শোকদুঃখ ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক। তোমার অন্তরকে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে দিও না. ক্রোধে উত্তেজিত করে তোল সে অন্তরকে।

ম্যাকডাফ। আমিও নারীর মত কাঁদতে পারতাম. অথবা দীর্ঘ বাগাড়ম্বরে ফেটে পড়তে পারতাম। কিন্তু আর সে অবকাশ নেই। হে কৃপাময় ঈশ্বর. ত্বরান্বিত করো আমাদের যুদ্ধের গতিকে। স্কটল্যাণ্ডের সেই শয়তানকে সম্মুখ সমরে নিয়ে এসে আমার তরবারির নাগালের মধ্যে সংস্থাপিত করো তাকে। যদি সে এ যাত্রা রক্ষা পায় তাহলে বুঝব ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন।

ম্যালকম। হ্যাঁ, এই হচ্ছে বীরোচিত কথা। চল, আমরা সকলে রাজার সকাশে যাই। আমাদের সামরিক শক্তি প্রস্তুত। এখন শুধু সেখানে আমাদের সদলবলে যাওয়ার অপেক্ষা। ম্যাকবেথের পতন এবার অনিবার্য। ঈশ্বরের কোপানলও জ্বলে উঠেছে তার প্রতি। এখন আনন্দ করো। দুঃখের রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হতে আর দেরি নেই।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ডানসিন্যান। ম্যাকবেথের প্রাসাদ।

জনৈক চিকিৎসক ও পরিচারিকার প্রবেশ।

কিৎসক। আমি তোমার সঙ্গে দুই রাত জেগে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু তুমি যা বলেছিলে তা ত দেখতে পেলাম না। এর আগে কখন তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটেছেন?

পরিচারিকা। রাজা যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকে আমি তাঁকে ঘুমের ঘোরে বিছানায় হঠাৎ উঠে বসতে দেখেছি। উঠে তিনি রাত্রির পোষাক পরে তাঁর বাক্স খুলে কাগজ বার করে চিঠি লিখে সীল করে আবার শেষে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন আর এই সব কিছুই করেছেন গভীর ঘুমের মধ্যে।

চিকিৎসক। এটা সত্যিই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সজাগ সহজ মানুষের মত কাজ করা প্রকৃতিস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। ঘুমের ঘোরে বেড়ানো এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে তাঁকে কোন কথা বলতে শুনেছ?

পরিচারিকা। তাঁর সেকথা ত আপনাকে বলতে পারব না।

চিকিৎসক। আমাকে তুমি তা বলতে পার, তাতে ভাল হবে। আমাকে একথা বলা উচিত।

পরিচারিকা। যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে নেই সেখানে আপনাকে বা অন্য কাউকেও একথা বলতে পারব না।

বাতি হাতে লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ

ঐ দেখুন আসছেন, এইভাবেই ওঁকে দেখা যায় এবং আমি বেশ জানি উনি এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। খুব কাছ থেকে ওঁকে লক্ষ্য করুন।

চিকিৎসক। আলোটা পেলেন কোথা হতে?

পরিচারিকা। কেন বাতিটা ওঁর কাছে সব সময় থাকে। এটা তাঁর আদেশ।

চিকিৎসক। দেখতে পাচ্ছ, ওঁর চোখ দুটো খোলা রয়েছে।

পরিচারিকা। কিন্তু সব চেতনা অবরুদ্ধ।

চিকিৎসক। এখন উনি কি করছেন? দেখ দেখ, হাতদুটো কেমন ঘষছেন।

পরিচারিকা। এইভাবে হাত ধোয়ার মত হাতগুলো ঘষা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি তাঁকে এইভাবে পনের মিনিট ধরে হাত ঘষতে দেখেছি।

লেডী ম্যাকবেথ। তবু এখানে একটা দাগ রয়ে গেছে।

চিকিৎসক। শোন, উনি কথা বলছেন। উনি যা যা বলেন আমি লিখে নেব যাতে পরে ভুলে না যাই।

লেডী ম্যাকবেথ। উঠে যা, উঠে যারে কলঙ্কিত দাগ। আমি বলছি উঠে যা। একটা দুটো, এবার কাজ সারার সময় হয়েছে। হায় স্বামী, তুমি একজন যোদ্ধা হয়ে ভয় পাচ্ছ? যেখানে আমাদের শক্তির সমকক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সেখানে আমাদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে তা জানি না। তবু কে ভাবতে পেরেছিল যে ঐ বুড়ো লোকটার গায়ে এত রক্ত আছে?

চিকিৎসক। দেখছ?

লেডী ম্যাকবেথ। ফিফির অধিপতির স্ত্রী ছিল। কোথায় সে এখন? কী ব্যাপার, এই হাতদুটো কি কখনই পরিষ্কার হবে না? অমন করো না; এমনি করে চমকে উঠেই তুমি সব পণ্ড করে দেবে।

চিকিৎসক। নাও নাও, তোমার যা জানার নয় তাই জেনে ফেললে।

পরিচারিকা। যা বলার নয় তিনিও তাই বলে ফেললেন। ঈশ্বর জানেন উনি আরো কত কি জানেন।

লেডী ম্যাকবেথ। এখনো এ হাতে রক্তের গন্ধ রয়েছে। আরবের সমস্ত আতর ঢেলে দিলেও হাতের এ দুর্গন্ধ দূর হবে না। ওঃ হো!

চিকিৎসক। কী গভীর দীর্ঘশ্বাস! ওঁর অন্তর দুঃখে ভারী হয়ে আসছে।

পরিচারিকা। দেহগত ঐশ্বর্য ও রাজকীয় মর্যাদার বিনিময়েও অন্তরে আমি এ দুঃখ বহন করতে কোনদিনই পারব না।

চিকিৎসক। বাঃ বেশ কথা ত।

পরিচারিকা। ঈশ্বর যেন তাই করেন স্যার।

চিকিৎসক। এ রোগ আমার চিকিৎসাক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আমি এমন অনেক রোগী দেখেছি যারা ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়ালেও পরে শান্তিতে মরে।

লেডী ম্যাকবেথ। তোমার হাত ধোও, নাইট গাউনটা পরো। মুখটাকে

এত মলিন করো না। আমি তোমাকে আবার বলছি ব্যাঙ্কোকে কবর দেওয়া হয়েছে। সে তার কবর থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না।

চিকিৎসক। এত কথা!

লেডী ম্যাকবেথ। যাও, বিছানায় যাও। বিছানায় যাও। দরজায় কে করাঘাত করছে? চলে এস, এস। তোমার হাতটা দাও। যা একবার হয়ে গেছে তা আর ফিরবে না। চল বিছানায় চল। (প্রস্থান)

চিকিৎসক। উনি কি এখন বিছানায় যাবেন?

পরিচারিকা। হ্যাঁ, সোজা চলে যাবেন।

চিকিৎসক। বাইরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। অন্যায় কাজের প্রতিফল এমনি দুঃখজনকই হয়। পাপগ্রস্ত মন এমনি করে তাদের নীরব বধির শয্যাকেই তাদের মনের কথা বলে ফেলে। কোন চিকিৎসক তার কোন কিছু করতে পারবে না, তার এখন দরকার ঈশ্বরের কৃপা। ঈশ্বর আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন, ওঁর দিকে লক্ষ্য রাখো। উনি যাতে বিরক্ত হন এমন কোন জিনিস ওঁর কাছে রাখবে না। ওঁর উপর সব সময় নজর রাখবে। বিদায়। আমার মনকে উনি বিচলিত করে তুলেছেন, দৃষ্টিকে করেছেন বিভ্রান্ত। আমি শুধু কত কি ভাবছি, কিন্তু কোন কথা বলতে পারছি না।

পরিচারিকা। বিদায়। বিদায় হে চিকিৎসক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডানসিন্যানের নিকটস্থ পল্লী অঞ্চল।

তূর্যধ্বনি। মেনটিথ, ক্যাথনেস, এ্যাঙ্গাস, লেনক্স ও সৈন্যদলের প্রবেশ।

মেনটিথ। ইংরাজবাহিনী আর দূরে নেই। ম্যালকম, তাঁর পিতৃব্য সিউয়ার্ড আর ম্যাকডাফের নেতৃত্বে তারা ক্রমশই এগিয়ে আসছে। তারা সবাই প্রতিশোধ বাসনার আগুনে জ্বলছে। তারা তাদের প্রিয় দেশ ও দেশবাসীর জন্যই এ যুদ্ধ করতে আসছে। তাদের মধ্যে যারা মুমূর্ষু ও ক্ষতবিক্ষতদেহ তারাও উত্তেজিত হয়ে উঠবে এ যুদ্ধের তূর্যনাদ শুনে।

এ্যাঙ্গাস। বির্নামের বনে তাদের সঙ্গে মিলিত হব আমরা। সেই দিকেই তারা আসছে।

ক্যাথনেস। ডোনালবেণ ওদের সঙ্গে আছে কিনা কে জানে।

লেনক্স। আমি নিশ্চিত জানি স্যার তিনি নেই। যারা আছে তাদের সকলের নামের তালিকা আছে। সিউয়ার্ডের পুত্র আছে আর আছে যত সব শ্মশ্রুলেশহীন যত সব সুকুমার কোমলপ্রাণ কিশোর।

মেনটিথ। এখন সেই অত্যাচারী পাপাত্মা কি করছে ?

ক্যাথনেস। এখন বিশাল ডানসিন্যান দুর্গকে সে সুরক্ষিত করছে। কেউ বলছে সে নাকি পাগল হয়ে গেছে। আর যারা কম ঘৃণা করে তাকে তারা বলছে সে নাকি এক প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এই ধর্মযুদ্ধে তার বিকৃত অসদুদ্দেশ্য কখনই পূরণ করতে পারবে না সে।

এ্যাঙ্গাস। এখন সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে তার দ্বারা অনুষ্ঠিত গুপ্তহত্যা তার বাহুবল সব কেড়ে নিচ্ছে। সারা দেশব্যাপী বিদ্রোহ। তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে তিরস্কার করছে সকলে। এখন তার অধীনে যারা আছে তারা ভয়েই তার কাছে আছে। তার প্রতি ভালবাসার খাতিরে নয়। এখন সে বুঝছে যে এই রাজসম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সে; এ উপাধি এ সম্মান আজ ক্ষুদ্রাকৃতি বামনের গায়ে ঝুলতে থাকা বিরাটকায় দৈত্যের পোষাকের মতই তার জীবনে শিথিল ও খাপছাড়া হয়ে ঝুলছে।

মেনটিথ। এখন এই বিপদের সময় যখন তার আত্মশক্তির সব চেয়ে বেশী দরকার, তখন যদি অন্তরে তার বিশৃংখলা দেখা দেয়, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনা, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ক্যাথনেস। চল, আমরা যুদ্ধে যাই। উপযুক্ত জায়গায় আমাদের আনুগত্য দান করে স্বদেশের এই দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের চেষ্টা করিগে। আমাদের প্রিয় নেতার সঙ্গে আমাদের শেষ রক্তবিন্দুও ঢেলে দিইগে।

লেনক্স। অথবা চল, যে অবাঞ্ছিত আগাছা রাজার রূপ ধরে দেশের বুক চেপে ধরছে তাকে দেশের বুক থেকে সমূলে উৎপাটিত করে আমাদের রক্তরূপ শিশিরামৃত সিঞ্চনে প্রকৃত রাজবৃক্ষটিকে পুষ্পিত করে তুলিগে। চল, বির্নামের বনের দিকে আমারা এগিয়ে চলি। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য। ডানসিন্যান, ম্যাকবেথের প্রাসাদ

ম্যাকবেথ, চিকিৎসক ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। আর আমাকে কোন সংবাদ এনে দিও না; চুলোয় যাক সব; বাতাসে উড়ে যাক সে সব সংবাদ। বির্নামের বন ডানসিন্যানের কাছে না আসা পর্যন্ত আমি কোন কিছুতেই ভয় করব না। ভয় করব কাকে ? সামান্য এক বালক ম্যালকমকে ? কেন, সেকি তার মার গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়নি ? যে সব প্রেতাত্মারা মানবজগতের সমস্ত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে তারা

আমায় বলেছে, কাউকে ভয় করো না ম্যাকবেথ। নারীর গর্ভজাত কোন মানুষ তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না। সুতরাং হে মিথ্যাচারী সামন্তবর্গ চলে যাও, ভোগবাদী ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দাওগে। কোন ভয় বা সংশয়ে কম্পিত হবে না আমার মন বা হৃদয়।

ভৃত্যের প্রবেশ

কৃষ্ণকায় শয়তান কোথাকার! মুখখানা যেন ননীর পুতুল। তোর দৃষ্টিটা এমন হাঁসের মত কেন?

ভৃত্য। দশ হাজার—

ম্যাকবেথ। কি দেখলি শয়তান রাজহাঁস?

ভৃত্য। সৈন্য হুজুর।

ম্যাকবেথ। যা উঁকি মেরে দেখে আয়, ভয়ে আরো বেশী লাল হয়ে উঠবে হে কোমলপ্রাণ বালক। কী রকম সৈন্য বেটা পাজী! তুই ত তাদের দেখেই মরতে বসেছিস, তোর সৌখীন গালটা ভয়ে মলিন হয়ে গেছে। কাদের সৈন্য?

ভৃত্য। ইংরেজ সৈন্য হুজুর।

ম্যাকবেথ। চলে যা এখান থেকে। (ভৃত্যের প্রস্থান) সিটন, আমার বুকটা কেমন করছে। যখন আমি দেখি—সিটন, এই যুদ্ধ হয় আমাকে এনে দেবে জয়ের গৌরব অথবা আমাকে করবে সিংহাসনচ্যুত। আমি দীর্ঘদিন বেঁচেছি। শুকনো বিবর্ণ পাতার মত আমার প্রবীণ পরিপক্ক জীবন ঝরে যেতে বসেছে। যা সাধারণতঃ মানুষের শেষ জীবনের সঙ্গী হয় সেই শ্রদ্ধা ভালবাসা, আনুগত্য, বন্ধু-বান্ধব আমি তা কিছুই পাইনি। তার পরিবর্তে পেয়েছি শুধু নিরুচ্চার অথচ সুগভীর অভিশাপ। মৌখিক আনুগত্য আর কৃত্রিম সম্মান—সব জেনেও যা বিপদের দিনে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না আমরা। সিটন!

সিটনের প্রবেশ

সিটন। কি বলছেন স্যার।

ম্যাকবেথ। আর কি খবর আছে?

সিটন। যা খবর পাওয়া গিয়েছিল তা সত্য স্যার।

ম্যাকবেথ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দেহের সব মাংস আমার অস্থিমজ্জা থেকে সব খসে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব। আমাকে আমার বর্ম দাও।

সিটন। এখন তার দরকার হবে না।

ম্যাকবেথ। তবু আমি পরব। আরো অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাও। সৈন্যদ্বারা সারা দেশকে ছেয়ে ফেল। যারা ভয়ের কথা বলবে তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাও। আমাকে আমার বর্ম দাও। তোমার রোগী কেমন ডাক্তার ?

চিকিৎসক। তাঁর কোন দেহগত অসুস্থতা নেই স্যার। তাঁর মনটা শুধু কতকগুলো দুশ্চিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত যার ফলে তিনি মানসিক শান্তি পাচ্ছেন না। মনের দিক থেকে বিশ্রাম পাচ্ছেন না।

ম্যাকবেথ। সে বিশ্রাম ওকে দাও। রুগ্ন মনের চিকিৎসা করতে পার না তুমি, স্মৃতির গভীরে সঞ্চারিত কোন দুঃখের শিকড়কে উৎপাটিত করতে পার না ? মস্তিষ্কের স্নায়ু হতে বেদনাময় চিন্তারাজিকে ছিঁড়ে ফেলতে পার না ? আর তারপর সর্ববিস্মরণী এক মধুর প্রলেপের শীতলতা দিয়ে অন্তরের উপর ভারী হয়ে বসে থাকা জ্বালাময়ী দুশ্চিন্তাগুলোকে শান্ত ও শীতল করে দিতে পার না ?

চিকিৎসক। সেক্ষেত্রে রোগীকেই নিজের চিকিৎসা করতে হবে।

ম্যাকবেথ। তাহলে এবার থেকে কুকুরের চিকিৎসা করগে। তোমার ও চিকিৎসায় আমার কোন দরকার নেই। কই, আমায় বর্ম পরিয়ে দাও। আমায় অস্ত্র দাও। শুনেছ সিটন, সামন্তরা সব পালিয়েছে ? আমাদের দেশের রস রক্ত সব পরীক্ষা করে তার প্রকৃত ব্যাধিটা ধরতে পার ডাক্তার ? তা যদি পার তাহলে আমি তোমার যশ ঘোষণা করব দিকে দিকে আর সে কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে দূরে দূরান্তরে। এমন কোন গাছ-গাছড়া বা ওষধি তুলে আনতে পার কি যার প্রভাবে ইংরেজশত্রুরা এদেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে। শুনছ আমার কথা ?

চিকিৎসক। হ্যাঁ শুনছি স্যার। আপনার রণপ্রস্তুতি থেকে কিছু কিছু বুঝছি।

ম্যাকবেথ। তাহলে দুর্গের বাইরে আমার পিছু পিছু কিছু ওষুধ নিয়ে যেও। বির্ণাম বন যতক্ষণ পর্যন্ত না ডানসিন্যান প্রাসাদের কাছে চলে আসছে ততক্ষণ আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হব না।

(চিকিৎসক ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

চিকিৎসক। এখানে থেকে আমার কোন লাভই হবে না। আমি এই ডানসিন্যান প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলে ভাল হত। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বির্ণামের বনের সম্মুখস্থ ভাগ।

বাদ্যধ্বনি। ম্যালকম, সিউয়ার্ড, ম্যাকডাফ, সিউয়ার্ডের পুত্র, মেনটিথ, ক্যাথনেস, এ্যাঙ্গাস, লেনক্স, রস ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

ম্যালকম। ভাইসব, আমি বেশ বুঝতে পারছি শুভদিন সমাগতপ্রায়, এবার বিপন্মুক্ত হবে আমাদের দেশবাসী।

মেনটিথ। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

সিউয়ার্ড। আমাদের সামনে এ বনটার নাম কি?

মেনটিথ। এটা বির্ণামের বন।

সিউয়ার্ড। প্রতিটি সৈনিক বন থেকে একটা করে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে মাথায় নিয়ে নাও, যাতে শত্রুরা আমাদের প্রকৃত সংখ্যা বুঝতে না পারে। আমাদের সংখ্যা কত জানতে পারার আগেই আমরা ওখানে গিয়ে হাজির হব।

সৈন্যগণ। তাই করব।

সিউয়ার্ড। আমরা জানতে পারলাম, অত্যাচারী দুর্বৃত্তটা এখনো ডানসিন্যান দুর্গের মধ্যেই আছে এবং আমরা সেটাকে গিয়ে অবরোধ করা পর্যন্ত থাকবে। তার আগে বাধা দেবে না।

ম্যালকম। এই দুর্গটাই তার একমাত্র সম্বল। কিন্তু দুর্গদ্বারে কেউ বাধা না দেওয়ায় আমাদেরই সুবিধা হচ্ছে। কে বাধা দেবে? অল্পবিস্তর তার সব সৈনিক ও লোকজনই বিক্ষুব্ধ। যারা কোন রকমে তার কাছে পড়ে আছে তারা ভয়ে বাধ্য হয়ে আছে, তাদের অন্তর সেখানে নেই।

ম্যাকডাফ। আমাদের এই সব ধারণা যেন সত্য হয় এবং আমরা যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করতে পারি।

সিউয়ার্ড। আর দেরি নেই, অবিলম্বে আমরা জানতে পারব কারা আমাদের দলে, কার কাছে কত ঋণী আমরা, জানতে পারব কোন ধারণা আমাদের কত সত্য, কোন আশা মিথ্যা। ঘটনার আঘাতেই জানতে পারা যাবে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ডানসিন্যান। ম্যাকবেথের দুর্গ।

ম্যাকবেথ, সিটন ও রণসাজে সজ্জিত সৈন্যদের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। বাইরের দিকের দুর্গপ্রাকারের উপর আমাদের পতাকা টাঙিয়ে দাও। এখন শুধু একটা কথাই শোনা যাচ্ছে 'ওরা আসছে,' কিন্তু ওদের

অবরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের দুর্গের সংহত শক্তির কাছে। যদি তারা অবরোধ করে আমাদের দুর্গ তাহলে তারা ওইখানে অনাহারে ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মরতে বাধ্য হবে। যদি আমাদের দলের লোকেরা বিদ্রোহ করে ওদের সঙ্গে যোগদান না করত তাহলে আমরা আজ সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আর দেশ থেকে তাড়িয়ে ওদের দিতাম। (নেপথ্যে নারীকণ্ঠের চীৎকার) কিসের গোলমাল ?

সিটন। মেয়েদের কান্নার শব্দ স্যার।

ম্যাকবেথ। আমার আর কিছুতেই ভয় হয় না। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন কোন নৈশ শব্দধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দেহ হিম হয়ে যেত, শিউরে উঠত আমার মাথার কেশদাম। অসংখ্য বিভীষিকার সঙ্গে আমি এত বেশী পরিচিত যে কোন হত্যা বা মৃত্যুর চিন্তা আমাকে আর টলাতে পারে না।

সিটনের পুনঃ প্রবেশ

কার কান্না ওটা ?

সিটন। রাণী আর নেই স্যার।

ম্যাকবেথ। উনি কিছুদিন পরে মরতে পারতেন, এ দুঃসংবাদ আমি দুদিন পরে শুনলে ভাল, হত। আজ হতে কাল, আজ হতে কাল, আজ হতে কাল—এইভাবে আমাদের জীবন নির্দিষ্ট সময়সীমার নিশ্চিত কবলের মধ্যে এগিয়ে চলে ধীর পদক্ষেপে। এক একটি দিন চলে যায় আর আমরা এগিয়ে চলি মৃত্যুর দিকে। আমাদের সমস্ত অতিক্রান্ত অন্ধকার অতীত মহাকালের আশ্চর্য দীপ হাতে নির্বোধ মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে ধূলিমলিন মৃত্যুর গহ্বরে। নিবে যা, নিবে যা রে ক্ষণজীবী দীপশিখা, এ জীবন কম্পমান ছায়া শুধু অথবা এক অসহায় মূঢ় অভিনেতা যে শুধু দুদিনের জন্য প্রাণরঙ্গ-ভূমিপরে দর্পিত কিছু পদচারনা ও কৃত্রিম আস্ফালনের পর নীরবে চলে যায় যবনিকার নিঃশব্দ অন্তরালে। এ জীবন মূঢ়জনকথিত এক গুরুত্বহীন কাহিনী, মিথ্যা বাগাড়ম্বরপূর্ণ এক অর্থহীন অসার প্রলাপ। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক দিক।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। তারা আমায় এমন বেকায়দায় ফেলেছে যে আর আমি কোথাও যেতে পারছি না। তা হোক, নির্ভীক ভালুকের মত আমি লড়াই

করে যাব। কেন আমি ভয় করব নারীর গর্ভজাত কোন মানুষকে? এ ধরনের কোন লোককেই আমি ভয় করি না।

দূতের প্রবেশ

আবার বাকচাতুরী দেখাতে এসেছ? যা বলার সংক্ষেপে বল।

দূত। আমি যা দেখেছি তা বলতে চাই হুজুর, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

ম্যাকবেথ। ঠিক আছে বল।

দূত। আমি যখন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বির্ণামের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল বনটা যেন এগিয়ে আসছে।

ম্যাকবেথ। মিথ্যাবাদী ক্রীতদাস কোথাকার।

দূত। আপনি যা খুশি বলুন, কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী না। আপনিও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তিন মাইলের মধ্যেই বনটা এগিয়ে আসছে।

ম্যাকবেথ। যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো তাহলে সামনের যে কোন গাছে তোমায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অনাহারে তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে হবে তোমায়। আর যদি সত্য হয় তোমার কথা তাহলে তুমিই আমাকে সেইভাবে ঝুলিয়ে রাখলেও কিছু মনে করব না। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি যারা সত্য নিয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করেছে সেই সব ছলনাকারী শয়তানীদের দ্ব্যর্থবোধক কথাগুলোকে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছি। তারা বলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না বির্ণাম বন এগিয়ে ডানসিন্যান প্রাসাদের কাছে আসছে ততক্ষণ ভয় করবে না এবং এখন সত্যিই একটা জীবন্ত বন এগিয়ে আসছে ডানসিন্যানের দিকে। অস্ত্র আনো, যুদ্ধে বেরিয়ে পড়। দূতবাক্য যদি সত্য হয় তাহলেও পালাব না বা নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। সূর্যের আলোতে অস্বস্তি অনুভব করছি এবং সমস্ত পৃথিবীর মাটি রসাতলে গেলে ভাল হত। জোর ঘণ্টাধ্বনি করো। হে বাতাস আরো জোরে বহ। মহাপ্রলয় চলে এস। তবে বীরের মতই মরব।

(সকলের প্রস্থান। তূর্যধ্বনি)

ষষ্ঠ দৃশ্য। ডানসিন্যান। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

তূর্যধ্বনি। পতাকাবাহিগণ, ম্যালকম, সিওয়ার্ড, ম্যাকডাফ, ও বৃক্ষশাখা হাতে সৈন্যদের প্রবেশ

ম্যালকম। এবার আমরা দুর্গের সন্নিকটে এসেছি। এবার তোমরা পত্রাচ্ছাদিত গাছের ডালগুলো মুখের কাছ থেকে সরিয়ে ফেল এবং

নিজেদের যথার্থ রূপ প্রকাশ করো। হে আমার সুযোগ্য পিতৃব্য, আপনার যোগ্য পুত্রের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। সুযোগ্য বীর ম্যাকডাফ আর আমরা বাকি যা করার করব।

সিউয়ার্ড। বিদায়। আজ রাত্রেই অত্যাচারী ম্যাকবেথকে খুঁজে বার করতেই হবে।

ম্যাকডাফ। উৎসাহব্যঞ্জক জয়ঢাক বাজাতে বল, যা শুনে মানুষ মৃত্যু ও রক্ত-পাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক অংশ।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। ওরা আমায় সব দিক দিয়ে আবদ্ধ করে ফেলেছে ; আর আমি পালাতে পারব না। কিন্তু নির্ভীক ভালুকের মত আমি লড়াই করে যাব। এমন কে আছে যে নারীর গর্ভজাত সন্তান না ? একমাত্র সেই মানুষকেই আমি ভয় করি, আর কাউকে না।

সিউয়ার্ডপুত্রের প্রবেশ

সিউয়ার্ডপুত্র। তোমার নাম কি ?

ম্যাকবেথ। শুনলে ভয় পাবে।

সিউয়ার্ডপুত্র। তোমার নাম নরকবাসী কোন শয়তানের নামের থেকে ভয়ঙ্কর হলেও তাতে আমি ভয় পাব না।

ম্যাকবেথ। আমার নাম ম্যাকবেথ।

সিউয়ার্ডপুত্র। স্বয়ং শয়তানের নামও এত ঘৃণ্য শোনাত না আমার কানে।

ম্যাকবেথ। শুধু ঘৃণ্য নয়, ভয়ঙ্করও বল।

সিউয়ার্ডপুত্র। মিথ্যা কথা বলছ ঘৃণ্য অত্যাচারী কোথাকার। আমি আমার তরবারির দ্বারা তোমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করব।

(যুদ্ধ ও সিউয়ার্ডপুত্রের মৃত্যু)

ম্যাকবেথ। তুমি নিশ্চয় নারীর গর্ভজাত সন্তান। তোমার মত যারা নারীর গর্ভজাত তাদের অস্ত্র দেখে হাসি আসে। (প্রস্থান)

তূর্যধ্বনি। ম্যাকডাফের প্রবেশ

ম্যাকডাফ। এইদিকে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। অত্যাচারী পাপাত্মা, কোথায় আছ বেরিয়ে এস। যদি তুমি আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত না হও

তাহলে আমার স্ত্রী পুত্রদের প্রেতাত্মা আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করবে চিরদিন। আমি সেই সব ভাড়াটে সৈন্যদের কিছু করব না যারা জীবিকার জন্য যুদ্ধ করতে আসে। যদি তোমাকে সম্মুখযুদ্ধে না পাই ম্যাকবেথ তাহলে আমার এই অসি কোষবদ্ধ করে রাখব। যাই, তোমাকে যেমন করে হোক খুঁজে বার আমি করবই।

ম্যালকম ও বৃদ্ধ সিউয়ার্ডের প্রবেশ

সিউয়ার্ড। এই দিকে আসুন স্যার। দুর্গস্বামী নম্রভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। ম্যাকবেথের সৈন্যরা যুদ্ধ করছে দুর্গের দুপাশে। মহান সামন্তরাও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছে আমাদের পক্ষে। আজকের যুদ্ধের জয় আপনার প্রায় করায়ত্ত। এ যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরি নেই।

ম্যালকম। দুপাশে শত্রুসৈন্য ভেদ করে আমি এসেছি এখানে।

সিউয়ার্ড। এবার দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করুন স্যার। (উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ।

ম্যাকবেথের প্রবেশ

ম্যাকবেথ। যখন আমি চোখের সামনে দেখছি আমার সেনাদল জীবন দান করে লড়াই করছে তখন কেন আমি সেই রোমের নির্বোধের মত নিজ অস্ত্রে হব আত্মঘাতী?

ম্যাকডাফের প্রবেশ

ম্যাকডাফ। ফিরে তাকা একবার নরকের কুকুর।

ম্যাকবেথ। জগতের সব লোকের থেকে তোমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি বেশী। এসেছ যখন তুমিও ঘুরে দাঁড়াও। তোমার রক্তের জন্য অনেক আগে হতেই তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে আমার অন্তর।

ম্যাকডাফ। আমার কিছু বলার নেই, আমার যা বলার আমি এই অস্ত্রের মাধ্যমে বলব। তোমার মত রক্তপিপাসু শয়তান আর দ্বিতীয় নেই।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ম্যাকবেথ। বৃথা বাক্যশ্রম তব। যত সহজে তুমি তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা বায়ুস্তর ভেদ করছ তত সহজে তুমি আমার দেহ ভেদ করে রক্ত পান করতে পারবে না। আমার যত সব দুর্বল স্থানে আঘাত করো। মায়াবলে সুরক্ষিত আমার দেহ। রমণীর গর্ভজাত কোন মানুষ আঘাতে বিপন্ন করতে পারবে না আমার দেহকে।

ম্যাকডাফ। ও, আমায় ছলনা হতে মুক্ত হও তুমি। যে দেবদূত মায়ামুগ্ধ করেছে তোমায় তাকে বলবে রমণীর গর্ভ হতে স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হয়নি ম্যাকডাফ, বলবে অকালে জন্মেছে মাতৃগর্ভ ভেদ করে।

ম্যাকবেথ। আমাকে একথা বলার জন্য অভিশপ্ত হোক তোমার জিব। তোমার একথা আমার পুরুষোচিত আত্মশক্তির অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। মায়াবিণী সেই ডাকিনীদের বাণীতে আর আমি বিশ্বাস করি না যারা দ্ব্যর্থবোধক কথার দ্বারা সত্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আমাদের সঙ্গে। যারা আমাদের কানে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা বলে। কিন্তু পরিশেষে সব আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আমি আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

ম্যাকডাফ। তাহলে আত্মসমর্পণ করো। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে 'দর্শনীয় বস্তু হিসাবে বেঁচে থাক। ছবিতে দেখা বিরল জন্তুর মত পুষে রাখব তোমায়। তোমার দেহের উপরে লেখা থাকবে, এই দেখ সেই অত্যাচারী পাপাত্মা।

ম্যাকবেথ। না, আমি আত্মসমর্পণ করব না। তরুণ ম্যালকমের সামনে ভূমিচুম্বন করে ও নীচ জনের অভিশপ্ত পরিহাসবাক্য সহ্য করে বেঁচে থাকব না আমি হীন অপমানের মধ্যে। যদিও ডানসিন্যানের দুর্গে এগিয়ে এসেছে বির্নামের বন, যদিও তুমি নারীগর্ভ হতে স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হওনি, তথাপি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করব। এই আমার দেহের সামনে ঢাল রাখলাম। যুদ্ধ করো ম্যাকডাফ, যে প্রথমে হবে ক্লান্ত ক্ষান্ত এ রণে ধিক শতধিক তারে। (যুদ্ধ করতে করতে প্রস্থান)

তূর্যধ্বনিসহ ম্যালকম, সিউয়ার্ড, রস, লেনক্স, মেনটিথ,
ক্যাথনেস, এ্যাঙ্গাস ও সৈন্যদের প্রবেশ

ম্যালকম। আমাদের যেসব বন্ধু ও পরিজনদের দেখতে পাচ্ছি না তারা যেন নিরাপদে ফিরে আসে।

সিউয়ার্ড। কিছু লোক অবশ্য মরবেই। তবে তাদের দেখে মনে হচ্ছে অল্প আয়াসেই আমরা এ যুদ্ধ জয় করেছি।

ম্যালকম। ম্যাকডাফ এবং আপনার পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি না।

রস। আপনার পুত্র তার বীর সৈনিকের মত প্রাণ দিয়েছে। বয়সে সে তরুণ হলেও উপযুক্ত পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে সে যুদ্ধে। অটল বিক্রমে সে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বীরপুরুষের মত মৃত্যু বরণ করেছে।

সিউয়ার্ড। তাহলে সে মৃত?

রস। হ্যাঁ, তার দেহ বহন করে আনা হয়েছে। তার যোগ্যতার কথা শুনলে আপনার শোকের আর শেষ থাকবে না।

সিউয়ার্ড। সে কি সামনের দিকে আঘাত পেয়েছে?

রস। হ্যাঁ, সামনের দিকে।

সিউয়ার্ড। তাহলে সে ঈশ্বরের প্রেরিত সৈনিক। আমার মাথায় যত চুল তত পুত্র যদি থাকত তাহলে তাদের জন্য এর থেকে ভাল মৃত্যু আমি চাইতাম না। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করো।

ম্যালকম। এ বীর রাজশোকযোগ্য। আমি শোকবেশ ধারণ করব তার জন্য।

সিউয়ার্ড। তার পক্ষে এই সম্মানই যথেষ্ট। ওরা বলছে সে সৈনিকের ঋণ শোধ করে শান্ত চিত্তে মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা।

ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড হাতে ম্যাকডাফের পুনঃ প্রবেশ

ম্যাকডাফ। অভিনন্দন গ্রহণ করুন মহারাজ। আজ হতে আপনি অভিহিত হবেন এই নামে। এই দেখুন অত্যাচারীর অভিশপ্ত মস্তক। আমাদের সকল দুর্দিনের আজ অবসান। আজ আপনি আপনার রাজ্যের রত্নরাজির মাঝে শোভা পাচ্ছেন। আপনারা সকলে আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা করুন, জয়, স্কটল্যাণ্ড অধিপতির জয়।

সকলে। জয় স্কটল্যাণ্ড অধিপতির জয়। (বাদ্য)

ম্যালকম। আপনাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা নিয়ে নষ্ট করার মত বেশী সময় আমাদের নেই। আমার সামন্ত এবং পরিজনবৃন্দ, আজ হতে তোমরা আর্ল উপাধি লাভ করলে যে উপাধি স্কটল্যাণ্ডে এই প্রথম। এর পর যারা অত্যাচারের ভয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে গিয়েছিল অন্য রাজ্যে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর অত্যাচারী নরঘাতক রাজার মন্ত্রীদের খুঁজে বার করতে হবে। শুনেছি রাণী আত্মহত্যা করেছে। আরো কত করার কাজ আছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে একে একে সব কর্তব্য পালন করব আমরা। স্কোনে আমার অভিষেককালে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। (তূর্যধ্বনি, সকলের প্রস্থান)

মেরি ওয়াইভস্ অফ উইণ্ডসর

নাটকের চরিত্র

স্যার জন ফলস্টাফ
পেণ্টন। জনৈক যুবক
শ্যালো। গ্রাম্য বিচারক
স্লেণ্ডার। শ্যালোর জ্ঞাতিভ্রাতা
ফোর্ড, পেজ } উইণ্ডসরের ভদ্রদ্বয়
উইলিয়ম পেজ। পেজের বালকপুত্র
স্যার হুগো ইভান্স। গ্রাম্য যুবক
ডক্টর কায়াস। জনৈক ফরাসী চিকিৎসক
গার্টার। পান্থশালার মালিক
বার্ডলফ, পিস্তল, নিম } ফলস্টাফের অনুচরবৃন্দ
রবিন। ফলস্টাফের ভৃত্য
সিম্পল। স্লেণ্ডারের ভৃত্য
রুগবি। ডক্টর কায়াসের ভৃত্য
মিস্ট্রেস ফোর্ড
মিস্ট্রেস পেজ
মিস্ট্রেস অ্যানী পেজ। মিস্ট্রেস পেজের কন্যা
পেজ ও ফোর্ড পরিবারের ভৃত্যগণ

ঘটনাস্থল : উইণ্ডসর ও তার পার্শ্বস্থ স্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উইণ্ডসর। পেজের বাসগৃহের সম্মুখস্থ স্থান।

জাস্টিস শ্যালো, স্লেণ্ডার ও স্যার হুগো ইভান্স এর প্রবেশ

শ্যালো। স্যার হুগো, আমাকে আর এভাবে প্ররোচিত করবে না। এ ব্যাপারটা নিয়ে স্টার চেম্বারের ঘটনার মত তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়ব। ও যদি কুড়ি, কুড়িটা স্যার জন ফলস্টাফ হয় তাহলেও আমি ওকে ভয় করি না; তাহলেও মাননীয় রবার্ট শ্যালোকে গালিগালাজ করার ওর কোন অধিকার নেই।

স্লেণ্ডার। যে সে ব্যক্তি নয়, গ্লসেস্টার অঞ্চলের জাস্টিস অফ পীস।

শ্যালো। হ্যাঁ বাবা স্লেণ্ডার, আবার শুল্কেরও অধিকর্তা।

স্লেণ্ডার। শুধু শুল্ক কেন, দুর্নীতিরও অধিকর্তা। উনি এমন একজন মহান ব্যক্তি যিনি সমস্ত কাগজপত্রে নিজের খুশিমত নিজেকে সামরিক অধিকর্তা হিসাবেও চালিয়ে দেন।

শ্যালো। আমরা তিন শো বছর ধরে তাই করে আসছি; শুধু আজ নয়।

স্লেণ্ডার। হ্যাঁ, ওঁর উত্তরপুরুষরা অতীতে করেছেন একাজ আবার ওঁর পূর্বপুরুষরাও ভবিষ্যতে একাজ করবেন। তাঁরা হয়ত ওঁর কোটের মধ্যে ডজনখানেক উকুন ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

শ্যালো। মনে রেখো আমার কোটটা বেশ পুরনো।

ইভান্স। এক ডজন উকুন না থাকলে আর পুরনো কোট কি! উকুন ত মানুষের অন্তরঙ্গ প্রাণী, তার সঙ্গে বেশ মিতালি করে একসঙ্গে থাকে।

শ্যালো। উকুন হচ্ছে টাট্‌কা মাছ আর পুরনো কোট হচ্ছে শুটকে লোনা মাছ।

স্লেণ্ডার। আমি কি তার অংশ পেতে পারি?

শ্যালো। হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে পার।

ইভান্স। কিন্তু সে অংশ গ্রহণ করলে কোটটা নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্যালো। একটুও না।

ইভান্স। কিন্তু কোটটা ত মাত্র একটা। এর পে[illegible] ও একটা অংশ গ্রহণ করলে তোমার জন্য থাকবে কোটটার তিনের চার ভাগ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বলে। আচ্ছা স্যার জন ফলস্টাফ তোমার প্রতি যদি অন্যায় করে থাকেন তাহলে বল। আমি চার্চের লোক। তোমাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দিয়ে তোমাদের কিছু উপকার করতে পারলে খুশি হব।

শ্যালো। এটা ত সামান্য ব্যাপার নয়, এটা বিরাট দাঙ্গা হাঙ্গামা, এর জন্য কাউন্সিল বসবে।

ইভান্স। কাউন্সিলে ব্যাপারটা না তোলাই ভাল। দাঙ্গা হাঙ্গামায় ঈশ্বরভয় নেই আর কাউন্সিল শুধু শুনতে চাইবে ঈশ্বরবিশ্বাসের ও ঈশ্বর ভীতির কথা, দাঙ্গার কথা শুনতে চাইবে না।

শ্যালো। সত্যি করে বলছি আমি যদি যৌবন আবার ফিরে পেতাম তাহলে তরবারির মাধ্যমে অবসান ঘটাতাম এ বিবাদের।

ইভান্স। তরবারির পরিবর্তে বন্ধুত্বের মাধ্যমেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা উচিত। আমার মাথায় আর একটা বুদ্ধি এসেছে। এ উপায়টা খুবই ভাল হবে মনে হচ্ছে। মাস্টার জর্জ পেজের এ্যানী পেজ নামে একটি মেয়ে আছে। সে খুব সুন্দরী।

স্লেণ্ডার। মিস্ট্রেস এ্যানী পেজ, যার মাথার চুল বাদামী, যে খুব কম কথা বলে?

ইভান্স। এমন মনোমত পাত্রী তুমি সারা পৃথিবীতে আর একটিও খুঁজে পাবে না। তার পিতামহ মৃত্যুকালে সাতশো পাউণ্ড মত অর্থ ও সোনা রূপো তার নামে উইল করে বলে গেছেন এ্যানীর বয়স সতের বছর হলেই সে এইসব সম্পত্তি পাবে। এখন আমরা এইসব আজে বাজে কথার কচকচি ছেড়ে চল মাস্টার এ্যাব্রাহাম আর মিস্ট্রেস এ্যানী পেজের সঙ্গে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি।

শ্যালো। ওর পিতামহ কি সত্যি সত্যিই সাতশো পাউণ্ড রেখে গেছেন?

ইভান্স। আর তার বাবাও কিছু পেনি রেখে গেছেন তার জন্যে।

শ্যালো। আমি মেয়েটিকে চিনি। সে সবদিক দিয়েই ভাগ্যবতী।

ইভান্স। সাতশো পাউণ্ড এবং আরো পাবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের কথা।

শ্যালো। ঠিক আছে, চল তাহলে আমরা মাস্টার পেজের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। আচ্ছা ফলস্টাফ কি সেখানে আছেন?

ইভান্স। আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলব? আমি যে কোন মিথ্যার মত মিথ্যাবাদীকেও ঘৃণা করি। স্যার জন ফলস্টাফ সেখানেই আছেন। আপনি আমাদের মত হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা শুনে চলুন। আমি মাস্টার পেজের দরজায় করাঘাত করব। (দরজায় করাঘাত করল) কই কে আছ, ঈশ্বর তোমাদের বাড়ির উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

পেজের প্রবেশ

ইভান্স। এখন এখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ আপনার বন্ধু বিচারপতি শ্যালো উপস্থিত হয়েছেন। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে মাস্টার স্লেণ্ডার হয়ত আপনাকে একটা কথা শোনাবেন।

পেজ। মাননীয় বিচারপতির দর্শন লাভ করে আমি খুশিই হয়েছি। মাস্টার শ্যালো, আমি আমার হরিণের মাংসের সদ্ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে।

শ্যালো। আমিও তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি মাস্টার পেজ। আশা করি এতে তোমার ভাল মন আরো ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার হরিণের মাংস ত ভাল না, আমার মনে হয় হরিণটাকে ঠিকমত মারা হয়নি। মিস্ট্রেস পেজ কেমন আছেন? আমার আন্তরিক ধন্যবাদ তোমরা গ্রহণ করো।

পেজ। মাস্টার স্লেণ্ডার, আপনাকে দেখেও আমি খুশি হয়েছি।

স্লেণ্ডার। আপনার গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা কেমন আছে? আমি শুনেছিলাম সে নাকি কটসোয়ালে গাড়িচাপা পড়েছে।

পেজ। কিন্তু তা ত দেখে মনে হয় না স্যার।

স্লেণ্ডার। আপনি তা স্বীকার করবেন না, আসলে আপনি তা স্বীকার করবেন না।

শ্যালো। ও স্বীকার করবে না। কিন্তু দোষটা ত তোমারি। না না. কুকুরটা সত্যিই ভাল।

পেজ। একটা নেড়ীকুত্তা স্যার।

শ্যালো। কুকুরটা সত্যিই ভাল আর সুন্দর। আর কি কিছু বলার আছে! একই সঙ্গে ভাল আর দেখতে সুন্দর। আচ্ছা স্যার জন ফলস্টাফ এখানে আছেন?

পেজ। হ্যাঁ. তিনি ভিতরে আছেন। আমি কি স্যার আপনাদের পুনর্মিলনের ব্যাপারে কোন কাজে লাগতে পারি?

ইভান্স। একজন প্রকৃত খৃস্টানের উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন।

শ্যালো। তিনি আমার উপর অন্যায় করেছেন মাস্টার পেজ।

পেজ। তিনি নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন এক দিক দিয়ে।

শ্যালো। স্বীকার যদি তিনি করেই থাকেন তাহলে সে অন্যায়ের ত কো· প্রতিকার হয়নি। তাই না কি মাস্টার পেজ? তিনি যে আমার উপ· অন্যায় করেছেন এইটুকু শুধু বিশ্বাস করো। মাননীয় রবার্ট শ্যালো বলছে তাঁর উপর অন্যায় করা হয়েছে।

পেজ। স্যার জন এখানেই আসছেন।

স্যার জন ফলস্টাফ, বার্ডলফ্, নিম ও পিস্তলের প্রবেশ

ফলস্টাফ। মাস্টার শ্যালো, আপনি কি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে রাজার কাছে?

শ্যালো। নাইট, তুমি আমার লোকজনদের মেরেছ। আমার হরিণ হত্যা করেছ, জোর করে আমার বাড়ি ঢুকেছ।

ফলস্টাফ। হ্যাঁ তা করেছি বটে তবে তোমার বাড়ির কর্তার মেয়েকে চুম্বন করিনি।

শ্যালো। থাম থাম, এর জবাব আমি দেব।

ফলস্টাফ। আমিও তার জবাব দেব। আমি যা সব করেছি তুমি ত তার মাঝেই আমার জবাব পেয়ে গেছ।

শ্যালো। কাউন্সিল এর বিচার করবে।

ফলস্টাফ। কাউন্সিলে জানালে ভালই করতে। তবে তারা তোমার কথা শুনে হাসবে।

ইভান্স। বেশ বলেছেন, খুব ভাল কথা।

ফলস্টাফ। ভাল কথা? ভাল। স্লেণ্ডার, আমি তোমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে তোমার আর কি বলার আছে?

স্লেণ্ডার। হ্যাঁ স্যার, আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আমার মাথায় গজগজ করছে। বার্ডলফ্, নিম, পিস্তল প্রভৃতি আপনার পাজী জুয়াচোরগুলোর বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ আছে। ওরা আমায় জোর করে কোন এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমায় মদ খাইয়ে দেয়। তারপর আমার পকেট মারে।

বার্ডলফ্। তুমি একটি ব্যানবেরি চীজ ছাড়া আর কিছুই না।

স্লেণ্ডার। যা বলবে বল।

পিস্তল। তুমি একটি শয়তান।

স্লেণ্ডার। তাতে কিছু যায় আসে না।

নিম। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

স্লেণ্ডার। আমার চাকর সিম্পল কোথায় জান?

ইভান্স। তোমরা সব থাম, আমার কথা শোন। ব্যাপারটাকে আমাদের ভাল করে বুঝতে দাও।

পেজ। আমরাই ব্যাপারটা সব শুনে মিটিয়ে দেব।

ইভান্স। খুব ভাল কথা, আমি এটা নোটবুকে লিখে নেব। তারপর ভেবে চিন্তে কাজ করে যাব।

ফলস্টাফ। পিস্তল!

পিস্তল। সে তার কান দিয়ে সব শুনছে।

ইভান্স। যত সব শয়তানের দল। এ আবার কি কথা, 'কান দিয়ে শুনছে'। এটা একটা মুদ্রা দোষ।

ফলস্টাফ। পিস্তল, তুমি স্লেণ্ডারের টাকা চুরি করেছিলে ?

স্লেণ্ডার। আমি আমার এই দস্তানা ছুঁয়ে বলছি, ও আমার ছ শিলিং ছ পেনির মত জিনিস চুরি করেছে।

ফলস্টাফ। এটা সত্যি পিস্তল ?

ইভান্স। যদি টাকা চুরির কথা হয় তাহলে এটা মিথ্যা, কারণ ও জিনিস চুরির কথা বলছে।

পিস্তল। ও মিথ্যা বলছে স্যার জন।

স্লেণ্ডার। আমি আমার দস্তানা ছুঁয়ে বলছি ও চুরি করেছে।

নিম। আমার কথা শোন, ব্যাপারটা সহজ ভাবে নাও, সবকিছু ভুলে যাও।

স্লেণ্ডার। আমি আমার এই টুপী ছুঁয়ে বলছি, ঐ লালমুখো লোকটা আমার চুরি করেছে। অবশ্য তখন নেশার ঘোরে থাকার জন্য সব কথা আমার মনে নেই। তবু আমি ত আস্ত একটি গাধা নই, জলজ্যান্ত একটা মানুষ।

ফলস্টাফ। তোমরা এ বিষয়ে কি বলতে চাও ?

বার্ডলফ্। আমি শুধু আমার তরফ থেকে এইটুকুই বলতে চাই যে এই ভদ্রলোক এত বেশী মদ খেয়েছিল যে ওর কোন জ্ঞান ছিল না।

ইভান্স। ওর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের চেতনাই লোপ পেয়েছিল বলতে চাও ?

স্লেণ্ডার। আমি যতদিন বাঁচব আর মদ খাব না। খাই ত ভাল লোকের সঙ্গে খাব। খাই ত এমন লোকের সঙ্গে খাব যাদের ঈশ্বর ভয় আছে, কতকগুলো মাতাল জুয়োচোরের সঙ্গে খাব না।

ইভান্স। তা যদি শুনতে চান ঈশ্বরের কৃপায় আমি হচ্ছি খুবই ধার্মিক লোক।

ফলস্টাফ। তাহলে দেখলে ত ওরা তোমাদের সব অভিযোগ অস্বীকার করল।

মদের পাত্র হাতে মিস্ট্রেস ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজ এর প্রবেশ

পেজ। না কন্যা, মদের পাত্র নিয়ে এখানে এস না। আমরা ঘরের ভিতরেই মদ পান করব। (এ্যানী পেজের প্রস্থান)

স্লেণ্ডার। হা ভগবান, এই হচ্ছে মিস্ট্রেস এ্যানী পেজ।

পেজ। কেমন আছেন মিস্ট্রেস ফোর্ড ?

ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ড, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হলো।
(চুম্বন করল)

পেজ। এই সব ভদ্রলোকদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করো পত্নী। আসুন সব, আমাদের নৈশভোজনের জন্য গরম হরিণের মাংস আছে। তার সঙ্গে আমরা আশ মিটিয়ে মদ খাব।

(শ্যালো, স্লেণ্ডার ও ইভান্স ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

স্লেণ্ডার। যদি এখানে এখন আমার কাছে চল্লিশ শিলিং আর আমার কবিতার বইটা থাকত। (সিম্পল-এর প্রবেশ)

কি খবর সিম্পল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? আমি কি আমার সব কাজ নিজেই করব ? তোমার কাছে সেই ধাঁধাঁর বইটা আছে ?

সিম্পল। ধাঁধাঁর বইটা ? ওটা ত আপনি এলিস শর্টকেককে দিয়েছেন পড়তে। তার আগে দিয়েছিলেন হ্যালোম্যানস্‌কে আর তার আগে দিয়েছিলেন মাইকেলমাসকে।

শ্যালো। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। কথাটা গোপনে বলতে চাই।

স্লেণ্ডার। ঠিক আছে, তা যদি হয় তাহলে আমি সেইমত কাজ করব। আমি অযৌক্তিক কিছু করব না।

শ্যালো। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো।

ইভান্স। ওঁর কথায় কান দাও। ব্যাপারটা আমি পরে তোমায় খুলে বলব। অবশ্য তোমার যদি ক্ষমতা থাকে ত কাজটা করবে।

স্লেণ্ডার। আমার ভাই জাস্টিস অফ পীস্ শ্যালো একথা বলছে বলেই আমি তা শুনব।

ইভান্স। প্রশ্নটা হলো তোমার বিয়ে নিয়ে।

শ্যালো। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই।

ইভান্স। মিস্ট্রেস এ্যানী পেজের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বলা হচ্ছে।

স্লেণ্ডার। যদি তাই হয় তাহলে অল্প কিছু যুক্তিসঙ্গত দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আমি তাকে বিয়ে করব।

ইভান্স। কিন্তু তুমি তাকে ভালবাসতে পারবে ? একথাটা আমরা তোমার মুখ বা ঠোঁট থেকে জানতে চাই। দার্শনিকরা বলে থাকেন ঠোঁট

হচ্ছে মুখেরই অংশ। সুতরাং তুমি কি নিজে গিয়ে মেয়েটির কাছে তোমার কথা নিজ মুখে জানাতে পার ?

শ্যালো। ভাই আব্রাহাম স্লেণ্ডার, তুমি কি তাকে ভালবাসতে পারবে ?

স্লেণ্ডার। আশা করি তা পারব স্যার। আর সেটা যুক্তিসঙ্গত কাজই হবে।

ইভান্স। না, না, আগে তোমাদের এই ইচ্ছার কথাটা সরাসরি তাকে জানানো উচিত।

শ্যালো। ভাল যৌতুক দিলে তুমি কি তাকে বিয়ে করবে ?

স্লেণ্ডার। তোমার কথায় এর থেকে অনেক বড় কাজ করতে পারব ভাই।

শ্যালো। না আমার কথাটা শোন ভাল করে। আমি তোমাকে সুখী করতে চাই। তুমি কি মেয়েটিকে ভালবাসতে পারবে ?

স্লেণ্ডার। আমি তাকে তোমার অনুরোধেই বিয়ে করব। প্রথম প্রথম যদি তেমন ভালবাসা না জমে তাহলে ক্ষতি নেই। ক্রমে আলাপ পরিচয় গাঢ় হলে অর্থাৎ আমরা যখন দুজনে দুজনকে ভাল করে জানব তখন আমাদের ভালবাসা বেড়ে যাবে আপনা থেকে। তবে অবশ্য আমার বিশ্বাস বেশী ঘনিষ্টতা থেকে ঘৃণা জন্মায়। কিন্তু তুমি যদি বল বিয়ে কর, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবই। এ বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প।

ইভান্স। উত্তরটা ঠিকই হয়েছে, তবে কথার উচ্চারণটা ঠিক হয়নি। 'রিজেলিউশান' এর বদলে ও বলেছে 'ডিজোলিউশান'। তবে কথাটার মানে ঠিক।

শ্যালো। হ্যাঁ, আমার ভাই ভাল কথাই বলে।

স্লেণ্ডার। ভাল কথা যদি না বলতে পারলাম তাহলে আমার মরণ ভাল, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা ভাল।

এ্যানী পেজের পুনঃপ্রবেশ

শ্যালো। ওই সুন্দরী মিস্ট্রেস এ্যানী এখানেই আবার আসছেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মিস্ট্রেস এ্যানী, আমি যদি আমার যৌবন আবার ফিরে পেতাম।

এ্যানী। টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। আমার বাবা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

শ্যালো। আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে।

ইভান্স। আমিও যাব।

এ্যানী। আপনিও ভিতরে চলুন স্যার।

স্লেণ্ডার। না, আপনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।

এ্যানী। ভোজসভায় আপনাকেও যোগদান করতে হবে স্যার।

স্লেণ্ডার। আমার ক্ষিদে পায়নি। (সিম্পল-এর প্রতি) তুমি যাও। তুমি আমার লোক হিসাবে জাষ্টিস শ্যালোর পরিচর্যা করগে। (সিম্পল-এর প্রস্থান) একজন জাষ্টিস অফ পীস বলে কথা, কখন কি দরকার হয়। তার জন্য আমি চার জন লোক সব সময় মোতায়েন করে রাখি। তবু আমি কিন্তু গরীব মানুষের মতই রয়ে গেলাম।

এ্যানী। আপনাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যেতে পারছি না। আপনি না গেলে ওঁরা খেতে বসবেন না।

স্লেণ্ডার। আমি কিছুই খাব না। কিছু না খেলেও আপনার অনুরোধের জন্য ধন্যবাদ।

এ্যানী। আমার অনুরোধ, স্যার, ভিতরে চলুন।

স্লেণ্ডার। না, আমি বরং এখানেই পায়চারি করি। একদিন ফেন্স খেলতে গিয়ে আমার পায়ে হাঁটুর নিচে চোট লাগে। ছুরি তরোয়াল নিয়ে খেলতে গিয়ে মাথাটা বাঁচাতে গিয়ে আমার পায়ে আঘাত লাগে। সেইদিন থেকে আমি মাংসের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আপনার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে কেন? শহরে কি ভালুক এসেছে?

এ্যানী। হয়ত তাই। লোকে একথা বলাবলি করছিল বটে।

স্লেণ্ডার। আমি খেলাটা ভালবাসি বটে, কিন্তু অল্প একটুতেই ঝগড়া বাধিয়ে ফেলি। এটা আমাদের দেশের লোকের স্বভাব। আচ্ছা, কোন ভালুক ছাড়া দেখতে পেলে আপনি নিশ্চয় ভয় পাবেন ত?

এ্যানী। তা পাব বই কি স্যার।

স্লেণ্ডার। কিন্তু ওটা আমার কাছে খাদ্য পানীয়র মত সহজ জিনিস। আমি ত বিশবার ছাড়া ভালুকের গলার শিকল ধরেছি। কিন্তু পথে কোন ভালুককে যেতে দেখে মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করে। মেয়েরা একেবারেই ওদের সহ্য করতে পারে না।

পেজের পুনঃপ্রবেশ

পেজ। এস, এস মাস্টার স্লেণ্ডার, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি সবাই।

শ্লেণ্ডার। আমি কিছু খাব না। ধন্যবাদ আপনাকে :

পেজ। এস, এস, তোমাকে যেতেই হবে।

শ্লেণ্ডার। আচ্ছা, আপনি আগে আগে চলুন।

পেজ। ঠিক আছে।

শ্লেণ্ডার। মিস্ট্রেস এ্যানী, আপনি আমার আগে চলুন।

এ্যানী। আমি না, আগে আপনি চলুন।

শ্লেণ্ডার। সত্যি বলছি, আপনি আগে আগে যান না। এটা অন্যায়। এ অন্যায় আমি সহ্য করব না। তাতে আমায় কেউ অভদ্র বলে ত বলুক।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। পেজের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান

হুগো ইভান্স ও সিম্পল এর প্রবেশ

ইভান্স। যাও যাও, তুমি সেখানে ডক্টর কায়াসের বাড়ি কোথায় খোঁজ করবে। সেখানে মিস্ট্রেস কুইক্লি বলে কোন এক মেয়ের খোঁজ করবে। মেয়েটি হয় ঐ ডাক্তার ভদ্রলোকের নার্স অথবা রাঁধুনি হবে।

সিম্পল। ঠিক আছে স্যার।

ইভান্স। এই চিঠিটা সেই মেয়েটিকে দেবে। এই মেয়েটির সঙ্গে মিস্ট্রেস এ্যানী পেজের আলাপ আছে। এই চিঠিটা তোমার মনিবের। উনি এই চিঠিটার মাধ্যমে এ্যানী পেজের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন এ্যানী পেজের মনের কথা কি। আমি বলছি তুমি চলে যাও। আমি গিয়ে আমার খাওযাটা সেরে নেব।

তৃতীয় দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

ফলস্টাফ, হোটেল মালিক, বার্ডলফ, নিম, পিস্তল ও রবিনের প্রবেশ

ফলস্টাফ। কই আমার হোটেল মালিক কোথায় ?

হোটেল মালিক। যা কিছু বলার ভদ্রভাবে বলুন।

ফলস্টাফ। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমি আমার কিছু অভদ্র অনুচরকে সত্যিই তাড়িয়ে দেব।

হোটেল মালিক। হ্যাঁ তাড়িয়ে দিন ওদের।

ফলস্টাফ। আমি প্রতি সপ্তায় দশ পাউণ্ডের খরিদ্দার।

হোটেল মালিক। আপনি একজন রাজাউজির লোক—যাকে বলে মানে

সীজার, কাইজার, ফেজার এই ধরনের। আমি বার্ডলফ্‌কে আমার কাজে নিযুক্ত করব। সে মদ বার করে পরিবেশন করবে।

ফলস্টাফ। তাই ওকে নিযুক্ত করুন এই কাজে।

হোটেল মালিক। কই বার্ডলফ্‌ এস, আমি এক কথার মানুষ।

(হোটেল মালিকের প্রস্থান)

ফলস্টাফ। যাও বার্ডলফ্‌, এটা খুব ভাল কাজ।

বার্ডলফ্‌। হ্যাঁ, আমি এই কাজই চেয়েছিলাম। এই মদের কাজেই উন্নতি করব আমি।

পিস্তল। বাজে।

নিম। ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ভুল করল।

ফলস্টাফ। লোকটা ছিল ভীষণ চোর। ওর চুরির কোন সময় জ্ঞান ছিল না। লোকটার ভয় থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমি বাঁচলাম।

নিম। হ্যাঁ চুরি করবি ত অত ঘন ঘন কেন।

ফলস্টাফ। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে এই শহরে ফোর্ডদের বাড়ি কে চেন?

পিস্তল। আমি জানি, তিনি খুব ভাল লোক।

ফলস্টাফ। আমি পরে তোমাদের খুলে বলব ব্যাপারটা।

পিস্তল। তাহলে আমিও কিছু পরে যাব।

ফলস্টাফ। না পিস্তল, তুমি এখনই যাও। আর সময় নষ্ট করা চলে না। সংক্ষেপে শুধু শুনে রাখ, আমি ফোর্ডের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে চাই। আমি তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে চাই। সে আমার সঙ্গে আলোচনা করে, আমি তার কথাবার্তা ও আচার আচরণ দেখে তার ভালবাসার কথা বেশ বুঝতে পারি। আমি হচ্ছি যে সে লোক নয়, স্যার জন ফলস্টাফ।

পিস্তল। উনি তাঁকে ভালই বুঝেছেন এবং তাঁর মনোভাবকে নিজের মনোমত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

নিম। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। ওঁর এই ধরনের ভালবাসা ধোপে টিকবে ত শেষ পর্যন্ত?

ফলস্টাফ। শোনা যাচ্ছে মিস্ট্রেস ফোর্ড তাঁর স্বামীর সমস্ত টাকাকড়ি নিজের হাতে নাড়াচাড়া করেন আর তাঁর স্বামীও বেশ মালদার লোক।

পিস্তল। একাজে আরো কিছু লোক নিযুক্ত করুন। তবে আমি যাব ওঁর চাকরের কাছে।

নিম। আমাকেও কাজে লাগাতে পারেন।

ফলস্টাফ। আমি একটা চিঠি লিখে তাঁকে এখানে আসতে বলেছি। আর একটা চিঠি লিখেছি পেজের স্ত্রীর কাছে যিনি আমার পানে বেশ মদির কটাক্ষপাত করেছেন, যিনি আমাকে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে বেশ খুঁটিয়ে দেখেছেন। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টিটা একবার আমার পায়ের উপর আর একবার আমার মোটা পেটটার উপর পড়েছে।

পিস্তল। তাহলে দেখছি গোবরের উপর সূর্যের আলো পড়েছে।

নিম। বাঃ ঠিক কথা বলেছ, এজন্য তোমায় ধন্যবাদ।

ফলস্টাফ। ও, কী বলব, উনি ওঁর লালসাসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার সারা অঙ্গটাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেন যে ওঁর সে দৃষ্টির ক্ষুধার আগুনে জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে আমার সর্বাঙ্গ। এই তাকে আর একটা চিঠি দিলাম। তাঁর হাতেও আছে সব টাকাকড়ির ভাণ্ডার। গিয়ানা অঞ্চলের মত তার সবটাই সোনার খনিতে ভরা। আমি ওদের দুজনকেই ঠকাব, ওদের দুজনের কাছ থেকেই টাকা আদায় করব। ওদের একজন হবে আমার সম্পদশালী পূব ভারতীয় আর একজন হবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আর আমি দুজনের সঙ্গেই সমানে ব্যবসা চালিয়ে যাব। যাও, তুমি এই চিঠিট মিস্ট্রেস পেজকে দেবে আর তুমি এই চিঠিটা দেবে মিস্ট্রেস ফোর্ডকে। দেখবে ছোকরারা, আমাদের এতে উন্নতি হবে।

পিস্তল। আমি কি ট্রয়ের প্যাণ্ডারাসের মত কাজ করব?

নিম। তুমি এই চিঠিটা নাও।

ফলস্টাফ। (রবিনকে) তুমিও এই চিঠিগুলো নিয়ে এখনি চলে যাও এখান থেকে। দ্রুতগামী জাহাজের মত এই দুই সুষমণ্ডিত উপকূলভাগে চলে যাও। কখনো ধীরে কখনো জোরে চলে যাও সেখানে। পরিণত বয়সের প্রেমের মহিমা জানতে চায় ফলস্টাফ।

(ফলস্টাফ ও রবিনের প্রস্থান)

পিস্তল। যাও তুমি, শকুনি যেন তোমার অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো ছিঁড়ে খায়।

নিম। আমার মাথায় কিন্তু প্রতিশোধের বাসনা গজগজ করছে।

পিস্তল। কি রকম শুনি।

নিম। আমি এই প্রেমের কথা পেজের সঙ্গে আলোচনা করব।

পিস্তল। আর আমি ফোর্ডকে বলব ফলস্টাফ কিভাবে তার প্রেমের

কপোত আর তাঁর ধনসম্পদ হস্তগত করতে চায়। কিভাবে তাঁর শয্যাকে কলুষিত করতে চায়।

নিম। আমার মন কিন্তু সহজে ঠাণ্ডা হবে না। আমি পেজের মন বিষাক্ত করে তুলব। আমার মন একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

পিস্তল। তুমি হচ্ছ যেন এক জ্বলন্ত অসন্তোষ। আমি তোমাকে সমর্থন করি। ঠিক আছে, এগিয়ে চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ডক্টর কায়াসের বাড়ি

মিস্ট্রেস কুইকলি, সিম্পল ও রুগবির প্রবেশ

কুইকলি। কী জন রুগবি, আমার কথা শুনছ না কেন? আমি বলছি তুমি বাগানের ধারে গিয়ে দেখ, আমার মনিব ডক্টর কায়াস আসছেন কি না। যদি তিনি হঠাৎ এসে এখানে আর কাউকে দেখতে পান তাহলে অধৈর্য হয়ে যা তা বলে গালিগালাজ করতে শুরু করে দেবেন বলে দিচ্ছি।

রুগবি। যাচ্ছি আমি লক্ষ্য করতে।

কুইক। এখন যাও, রাত্রিতে আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গায় দেখা হবে। (রুগবির প্রস্থান) সত্যিই লোকটা চাকর হিসাবে খুবই সৎ। (সিম্পলএর প্রতি) আমি তোমাকে কথার কথা বলছি না। তবে তার একমাত্র দোষ হচ্ছে অনুরোধে উপরোধে সে গলে যায়। সে কিছুটা রাগীও বটে। কিন্তু প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু দোষ আছে। তোমার নাম পীটার সিম্পল না?

সিম্পল। আর কোন ভাল নাম না পাওয়ার জন্যই আমার এ নাম রাখা হয়েছে।

কুইক। তোমার মনিবের নাম মাস্টার স্লেণ্ডার?

সিম্পল? আজ্ঞে হ্যাঁ।

কুইক। তাঁর মুখে কি গোলমত বড় দাড়ি আছে?

সিম্পল। না ত। তাঁর সাদা মুখে ছোট্ট একটু হলুদ রঙের দাড়ি আছে।

কুইক। আচ্ছা তাঁর মনটা বেশ নরম আর তিনি বেশ হাসিখুশির মানুষ না?

সিম্পল। তবে তিনি খুব লম্বা।

কুইক। কি বলছ তুমি? তার কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি এইভাবে মাথা উঁচু করে খুশিতে উচ্ছল হয়ে চলেন না?

সিম্পল। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কুইক। ঠিক আছে, এ্যানী পেজের পক্ষে এর থেকে ভাল পাত্র জুটবে না। মাস্টার ইভান্সকে বলবে তোমার মনিবের জন্য আমি যথাসম্ভব যা করার করব। এ্যানীও মেয়ে হিসাবে এবং আমি আশা করি—

রুগবির পুনঃপ্রবেশ

রুগবি। তাড়াতাড়ি চলে যাও, আমার মনিব আসছেন।

কুইক। ও ছোকরা তুমি তাড়াতাড়ি এখানে এই চোরকুটরিটাতে এসে ঢুকে পড়। (কুটরিটার মধ্যে সিম্পলকে বন্ধ করে রাখল)। উনি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবেন না। দেখ রুগবি, দেখ আমাদের মনিব কি চান না চান। শরীর টরির খারাপ না হলে ত উনি সাধারণতঃ বাড়ি আসেন না। (গান করতে লাগল)

ডক্টর কায়াসের প্রবেশ

কায়াস। কি গান গাইছ? এসব ছেলেখেলা আমি ভালবাসি না। যাও আমার চোরকুটরিটাতে গিয়ে আমার সবুজ রঙের বাক্সটা নিয়ে এস। সেই সবুজ বাক্সটা। যাও যাও।

কুইক। যাচ্ছি স্যার। আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি। (স্বগতঃ) আমার ভাগ্য ভাল উনি নিজে যাননি। উনি গিয়ে লোকটাকে দেখতে পেলেই রাগে উন্মাদ হয়ে যেতেন।

কায়াস। আজ আমার মনটা বেশ খুশি আছে।

কুইক। তাই নাকি স্যার?

কায়াস। পাজী রুগবিটা গেল কোথায়?

কুইক। কই, জন রুগবি?

রুগবি। এই যে স্যার, আমি এখানে।

কায়াস। তুমিই কি জন জ্যাক রুগবি? এস, তোমার অস্ত্র নিয়ে আমার পিছু পিছু আদালতে চল।

রুগবি। আমি প্রস্তুত স্যার।

কায়াস। আমার খুব দেরি হয়ে গেছে। আমার চোরকুটরিটাতে সিম্পল নামে একটা লোক আছে। আমি কোনক্রমেই লোকটাকে আমার সে ঘরে থাকতে দেব না।

কুইক। এই যা, উনি ছোকরাকে সে ঘরে দেখতে পেয়ে রাগে পাগল হয়ে যাবেন।

কায়াস। ও শয়তান আমার ঘরে! কী শয়তানি! (সিম্পলকে টেনে বার করে) রুগবি, আমার তরোয়াল!

কুইক। হে আমার মনিব, শান্ত হোন।

কায়াস। কি কারণে আমি শান্ত হব?

কুইক। ছোকরা খুবই সৎ।

কায়াস। কী ধরনের সৎ লোক যে আমার ঘরে ঢোকে। কোন সৎ লোক এভাবে আমার ঘরে আসতে পারে না।

কুইক। আমি অনুনয় বিনয় করছি, এভাবে মাথা গরম করবেন না। প্রকৃত ঘটনাটা জানুন। হুগোর কাছ থেকে একটা কাজ নিয়ে এসেছে।

কায়াস। আচ্ছা?

সিম্পল। হ্যাঁ স্যার, আমি এঁর কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে

কুইক। আপনি শান্ত হোন।

কায়াস। ঠিক আছে, ব্যাপারটা বল।

সিম্পল। আমি মিস্ট্রেস এ্যানীকে কথা বলার জন্য এই ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ জানাতে এসেছি বিয়ের ব্যাপারে।

কুইক। ব্যাপারটা হচ্ছে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নাক গলাব না।

কায়াস। স্যার হুগো তোমায় পাঠিয়েছে? রুগবি আমাকে একটা কাগজ দাও। তুমি একটু থাম।

কুইক। (স্বগত) যাক বাবা আজ উনি অনেক শান্ত। উনি যদি সত্যি সত্যিই পুরো মাত্রায় রেগে যেতেন তাহলে যা চেঁচামিচি শুরু করতেন। যাই হোক, এই সব সত্ত্বেও আমি যতটা পারি চেষ্টা করব। এই ফরাসী ডাক্তার আমার মনিব, আমি এঁর বাড়িতে কাজ করি। ধোয়া মোছা রান্নাবাড়া দেখা শোনা—এ সংসারের যাবতীয় কাজ আমি একা হাতে করি।

সিম্পল। (কুইকলির প্রতি) এতগুলো কাজ এক হাতে করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার।

কুইকলি। (সিম্পলএর প্রতি) তুমি তাই বলছ? এতগুলো কাজ আমার একা করতে হয় এবং খুব সকালে উঠে অনেক রাত করে শুতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার কানে কানে একটা কথা বলব—আমার মনিব নিজেই

মিস্ট্রেস এ্যানী পেজকে ভালবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এ্যানীর মন জানি। সে মন এখানেও নেই, ওখানেও নেই।

কায়াস। শুনছ অপদার্থ কোথাকার, এই চিঠিট: স্যার হুগোকে দেবে। এটা হচ্ছে একটা চরমপত্র। আমি পার্কে তার গলা কাটব। তাকে এমন মজা দেখাব যে তার যাযকগিরি করা বার করে দেব।

(সিম্পলএর প্রস্থান)

কুইক। হায়, কিন্তু উনি ত নিজের জন্য না, বন্ধুর জন্যই এ কথা বলেছেন।

কায়াস। তাতে কিছু যায় আসে না। একথা কাউকে বলবে না যে আমি নিজেই এ্যানী পেজকে পেতে চাই। আমি ঐ পুরোহিতটাকে খুন করবই। আমি এ্যানী পেজকে চাই ই।

কুইক। স্যার, মেয়েটাও আপনাকে ভালবাসে। সব ঠিক হয়ে যাবে। লোকে যে যা বলে বলুক না। এ বছরটা সত্যিই আমাদের পক্ষে শুভ!

কায়াস। রুগবি, আমার সঙ্গে আদালতে চল। সত্যি করে বলছি, যদি আমি এ্যানী পেজকে না পাই তাহলে আমি তোমাকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দেব। আমার পিছু পিছু এস। (কায়াস ও রুগবির প্রস্থান)

কুইক। তুমি নিছক বোকা বনে যাবে। আমি এ্যানীর মন জানি। সারা উইণ্ডসর শহরের মধ্যে আমার মত এ্যানীর মন অত ভাল করে আর কোন মেয়ে জানে না। তার সঙ্গে অত কেউ মেশেও না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

পেণ্টন। (ভিতর থেকে) কে আছ ভিতরে? কই কে আছ?

কুইক। কে ওখানে? ভিতরে এস।

পেণ্টনের প্রবেশ

পেণ্টন। কেমন আছ মেয়ে? খবর কি?

কুইক। খবর ভালই স্যার।

পেণ্টন। সুন্দরী এ্যানী কেমন আছে?

কুইক। সত্যিই মেয়েটা খুব সুন্দরী, শান্ত এবং সৎ। সে যে আপনার বন্ধু এ কথায় আমি বিশ্বাস করি ঠিক যেমন বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে।

পেণ্টন। আমি কি তোমার কোন ভাল করতে পারি? আমার আশা বা আবেদন ব্যর্থ হবে না ত?

কুইক। সবই ঈশ্বরের হাতে স্যার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাস্টার পেণ্টন, আমি

ধর্মশাস্ত্র ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি মেয়েটা আপনাকে ভালবাসে। আচ্ছা আপনার চোখের উপরে কি একটা আঁচিল আছে?

পেণ্টন। হ্যাঁ আছে। তাতে কি হয়েছে?

কুইক। হ্যাঁ আপনার এই আঁচিলটা নিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা হয়েছে। ও যা হাসায় না!

পেণ্টন। আজ আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। এই নাও কিছু টাকা আছে তোমার জন্যে। তুমি যেন আমার সপক্ষে কাজ করো। আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার আগে তাকে দেখতে পেলে তাকে আমার কথা বলবে।

কুইক। বলব। আমি কথা দিচ্ছি স্যার বলব। আবার দেখা হলে আপনার আঁচিলটার কথা বলব, আর বলব ওঁর অন্যান্য প্রেমিকদের কথা।

পেণ্টন। বিদায় তাহলে। এখন আমি খুব ব্যস্ত আছি।

কুইক। বিদায়। (পেণ্টনের প্রস্থান) সত্যিই ভদ্রলোক খুব সৎ। কিন্তু এ্যানী ওকে ভালবাসে না। আমি এ্যানীর মন ভালভাবেই জানি। চুলোয় যাক সব। আমি কি আমার কাজের কথা সব ভুলে গেছি নাকি?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পেজের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

পত্র হাতে মিস্ট্রেস পেজের প্রবেশ

মিঃ পেজ। কী, আমি আমার যৌবনে কোন প্রেমপত্র পাইনি, আর পাচ্ছি কি না এখন। দেখি কি আছে এতে। (পড়তে লাগল) 'জানতে চেয়ো না কে। তোমায় আমি ভালবাসি। যদিও প্রেম তার যাথার্থ্য সম্প্রমাণিত করার জন্য যুক্তির প্রয়োগ করে তথাপি প্রেম কখনো যুক্তিকে তার পরামর্শদাতা হিসাবে স্বীকার করে না। তুমি আর যুবতী নেই আর আমিও যুবক নেই। তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। তুমি আমোদপ্রবণ, আমিও তাই; সুতরাং আমাদের মধ্যে আরো বেশী সহানুভূতি থাকা উচিত। তুমি দক্ষিণ ইউরোপের তৈরি সেই সাদা মদ ভালবাস আমিও তাই ভালবাসি; তোমার আমার মধ্যে এর থেকে বেশী কি সহানুভূতি আশা করো! শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমার মত একজন সৈনিক তোমায় ভালবাসে। 'আমাকে তুমি দয়া করো' একথা আমি তোমায় কোনদিন বলব না, কারণ সেটা

সৈনিকের উপযুক্ত কথা হবে না। আমি শুধু বলব, আমায় তুমি ভালবাস। আমার কাছে এস।

তোমার প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ
আমি একজন বীর 'নাইট',
তোমায় যে কোন অন্ধকারের মাঝে
আলো দেখাবার জন্য
সকল সময়ের জন্য সংগ্রাম করে যাব আমি।
জন ফলস্টাফ।'

এসব কি? এ জগৎ বড় দুষ্ট, বড় নিষ্ঠুর। যে কিনা বার্দ্ধক্যের ভারে জর্জরিত, সে আবার বীর সেজে আস্ফালন করছে। শয়তান কি কাণ্ডটাই না করে বসল। সে আমার উপর শেষে কি না লোভ করল! সে আমার সঙ্গে খুব একটা মেশেওনি। আমি তাকে কীই বা বলব? আমি তখন একটু বেশী হাসিখুশি করে ফেলেছিলাম। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। পুরুষগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য পার্লামেণ্টে আমি একটা বিল আনব। আমি কিভাবে প্রতিশোধ নেব তার উপর? তার উপর আমি প্রতিশোধ নেবই। তার নাড়ীভুঁড়িগুলো পুডিং দিয়ে তৈরি, একথা যেমন সত্য, তেমনি আমি যে তার উপর প্রতিশোধ নেব সেকথাও তেমনি সত্য।

মিস্ট্রেস ফোর্ডের প্রবেশ

মিঃ ফোর্ড। মিস্ট্রেস পেজ, বিশ্বাস করো, আমি তোমার বাড়িই যাচ্ছিলাম।
মিঃ পেজ। তুমিও বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। তোমাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।
মিঃ ফোর্ড। না না মোটেই না, আমি এর উল্টো প্রমাণ দিতে পারি।
মিঃ পেজ। যাই বলো, তোমাকে দেখে খুবই চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে!
মিঃ ফোর্ড। ধরে নিলাম তাই। তবে তোমাকেও তাই দেখাচ্ছে। ও মিস্ট্রেস পেজ, আমাকে কিছু সৎ পরামর্শ দাও দেখি।
মিঃ পেজ। কী ব্যাপার!
মিঃ ফোর্ড। সামান্য একটা তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করতে পারলে একটা বড় রকমের সম্মান আমি লাভ করতাম।
মিঃ পেজ। সে তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করো।

মিঃ ফোর্ড। আমি যদি মুহূর্তের জন্য একবার নরকে যেতে পারতাম তাহলে আমি নাইট উপাধিতে ভূষিত হতে পারতাম।

মিঃ পেজ। তোমার স্বামী স্যার এ্যালিস ফোর্ড। তোমরা ত এমনিতেই নাইট উপাধি পেয়েছ।

মিঃ ফোর্ড। এই চিঠিটা পড়ে দেখ কিভাবে আমায় নাইট করা হবে। আমি একে মোটা লোক মোটেই দেখতে পারি না। তবু লোকটা আমায় কিভাবে প্রশংসা করেছে দেখ। আচ্ছা বলতে পার কোন ঝড়ে পেটভর্তি চর্বি নিয়ে লোকটা উইণ্ডসরের উপকূলে এসে পড়েছে? এখন কি করে ওর উপর প্রতিশোধ নিতে পারি? আমার মনে হয় এর সবচেয়ে ভাল উপায় হলো, ভ্রান্ত আশা দিয়ে মুগ্ধ করে তুলতে হবে ওকে যাতে ওর নিজের কামনার দুষ্ট আগুনে ওর দেহের চর্বি সব গলে যায়। এ ধরনের কথা কখনো শুনেছ?

মিঃ পেজ। তোমার চিঠি, আমার চিঠি। তুমি হয়ত দেখে সান্ত্বনা পাবে আমারও একটা এমনি চিঠি আছে। দুটো চিঠি যেন দুটো যমজ ভাই। মনে হয় তুমিই আগে পেয়েছ এ চিঠি। আমার মনে হয় এই ধরনের এক কথা লেখা চিঠি ওর অনেক লেখা আছে, শুধু যার নামে পাঠায় সেই নামের জায়গাটা ফাঁকা থাকে। যাকে যখন পাঠায় তার নামটা লিখে দেয়। আমাদের এ চিঠি দুটো তার দ্বিতীয় সংস্করণ। আমি বলে দিচ্ছি তুমি বিশটা ভাল ঘুঘু দেখতে পাবে, তবু একটাও সচ্চরিত্র পুরুষ দেখতে পাবে না।

মিঃ ফোর্ড। হ্যাঁ, এ চিঠিটাও ত আমার চিঠিরই মত। এক কথা, একই হাতের লেখা। ও আমাদের কি ভেবেছে?

মিঃ পেজ। না আমি তা জানি না। তবে তার চিঠি পেয়ে আমার সততার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করেছি আমি। আমি এমন একটা ভবি দেখাব যাতে মনে হবে আমি তাকে চিনিই না। সে ধরে নিয়েছে নিশ্চয় আমার মধ্যে কোন দুর্বলতা আছে, তা না হলে সে আমাকে এভাবে বিরক্ত ও রাগিয়ে তুলত না।

মিঃ ফোর্ড। আমি তাকে মজা দেখিয়ে দেব।

মিঃ পেজ। আমিও। আমি যদি একবার তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাই। আমাদের এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এক কাজ করো, একটা সময় ঠিক করে দেখা যাক ওর সঙ্গে। ওর আবেদনে কিছুটা সায় দেওয়া

যাক। তারপর ওকে ঝুলিয়ে রেখে ব্যাপারটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে ও ওর ঘোড়াটা পর্যন্ত আমাদের হোটেল মালিকের কাছে বাঁধা রাখতে বাধ্য হয়।

মিঃ ফোর্ড। আমি ওকে মজা দেখাবার জন্য যে কোন শয়তানির কাজ করতে রাজী আছি, তাতে যদি আমার সততায় কিছু জলাঞ্জলি দিতে হয় দেব। মনে করো যদি আমার স্বামী দেখে ফেলে চিঠিটা? তাহলে এটা চিরদিন ধরে ওর ঈর্ষার খোরাক জোগাবে।

মিঃ পেজ। ঐ দেখ, কে আসছে এবং আমার স্বামীও। আমার স্বামী কিন্তু মোটেই ঈর্ষাকাতর নন। অবশ্য তার কোন কারণও উনি পাননি আমার মধ্যে।

মিঃ ফোর্ড। তুমি উচ্চ সুখী নারী।

মিঃ পেজ। চলি ভাল। সেই মোটা নাইটটাকে নিয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে চল দুজনে পরামর্শ করা যাক। (উভয়ে অন্যত্র সরে গেল)

পিস্তলসহ ফোর্ড ও নিমসহ পেজের প্রবেশ

ফোর্ড। ঠিক আছে, আশা করি এটা যেন না হয়।

পিস্তল। কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝলেন স্যার, আশা অনেক ক্ষেত্রে লেজকাটা কুকুরের মত কাজ করে। স্যার জন আপনার স্ত্রীর শালীনতা হানি করেছে।

ফোর্ড। কিন্তু কেন, আমার স্ত্রী ত আর তরুণী যুবতী নয়।

পিস্তল। ওর কাছে কোন বাছবিচার নেই, ও উচ্চ নীচ, ধনী গরীব, বুড়ী ছুকরি সব মেয়েকেই ভালবাসে। সুতরাং ফোর্ড, আপনি ভেবে দেখুন।

ফোর্ড। আমার স্ত্রীকে ভালবাসে!

পিস্তল। ভালবাসে মানে? বুকে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ভালবাসে। এখনো বাধা দিন, তা না হলে বুঝে করুন।

ফোর্ড। কি বলছেন স্যার!

পিস্তল। ভাল করে নজর দিন, চোখ খুলে রেখে ভাল করে পাহারা দিন, চোরেরা চুপি চুপি রাত্রিকালে আসে। বসন্ত আসার আগে কোকিলের গান শুরু হওয়ার আগেই সাবধান হোন। চলে গেল স্যার কর্পোরাল নিম। ও যা বলছে তা বিশ্বাস করুন পেজ। ও ঠিকই বলছে।

ফোর্ড। (স্বগত) আমি ধৈর্য ধরে ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করব।

নিম। এটা সত্যি। আমি যা বলছি তা সত্যি, কারণ আমি মিথ্যা কথা

বলা ভালবাসি না। কোন কোন বিষয়ে সে আমার মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। আমিই তাঁর চিঠিটা আপনার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। আসল কথা হলো সে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে। আমার নাম হচ্ছে কর্পোরাল নিম, আমি যা বলি তা সত্য বলি। ফলস্টাফ সত্যিই আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে। বিদায় বিদায়।

পেজ। লোকটা শুধু সব কথাতেই 'হিউমার' বলে চেঁচাচ্ছে। ওর কথা শুনে স্বয়ং ইংরাজি ভাষা ভয় পাবে।

ফোর্ড। আমি ফলস্টাফকে খুঁজে বার করবই।

পেজ। আমি এমন প্রেম করে বেড়ানো মেয়েন্যাওটা মানুষ কখনো দেখিনি

ফোর্ড। যদি তাঁকে কখনো খুঁজে পাই—আচ্ছা।

পেজ। আমি এ ধরনের শয়তানকে কখনো বিশ্বাস করব না। যদিও পুরোহিত ঠাকুর তাঁকে একজন সত্যিকারের মানুষ বলে অভিহিত করেছেন।

(মিস্ট্রেস ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজ এগিয়ে এলেন)

পেজ। কি, কেমন আছ ?

মিঃ পেজ। কোথায় যাচ্ছ জর্জ ? শোন তুমি।

মিঃ ফোর্ড। কেমন আছ প্রিয়তম ? তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ?

ফোর্ড। আমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ! মোটেই না। যাও যাও, বাড়ি যাও।

মিঃ ফোর্ড। বুঝেছি, তোমার মাথায় এখন কোন কুবুদ্ধি ঢুকেছে। চল মিস্ট্রেস পেজ, বাড়ি যাবে ত ?

মিস্ট্রেস কুইকলির প্রবেশ

মিঃ পেজ। চল খাবার সময় হয়ে গেছে জর্জ, বাড়ি চল। (মিঃ ফোর্ডের প্রতি) দেখ কে আসছে ! ওকে আমরা সেই নাইটের কাছে দূত হিসাবে পাঠাব।

মিঃ ফোর্ড। (মিঃ পেজকে আড়ালে) বিশ্বাস করো, আমি ওর কথাই ভাবছিলাম। এ বিষয়ে ও হচ্ছে যোগ্য লোক।

মিঃ পেজ। তুমি কি আমার মেয়ে এ্যানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ?

কুইক। আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা উনি কেমন আছেন ?

মিঃ পেজ। আমাদের বাড়ির ভিতরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে চল। তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা আছে।

(মিস্ট্রেস ফোর্ড, মিস্ট্রেস পেজ ও কুইকলির প্রস্থান)

পেজ। এখন কি ভাবছ ফোর্ড?

ফোর্ড। পাজী বদমাসটা আমায় কি বলে গেল তা তুমি শুনলে ত?

পেজ। হ্যাঁ, আর তুমিও ত শুনলে অন্য লোকটা কি বলে গেল।

ফোর্ড। তাদের কথার মধ্যে কোন সত্য আছে তা তুমি বিশ্বাস করো?

পেজ। গুলি মেরে দাও পাজী ক্রীতদাসগুলোর কথায়। আমার ত মনে হয় না নাইট ওসব কথা বলেছে। নাইট ওদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে বলেই আমাদের স্ত্রীকে এই সব কথা বলেছে বলে ওরা বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে নাইটের নামে। আস্ত বদমাস এক একটি। ওরা চাকরি থেকে ছাটাই।

ফোর্ড। ওরা কি না টের লোক ছিল?

পেজ। হ্যাঁ ছিল।

ফোর্ড। আমি তা কখনো ওদের দেখতে পারতাম না। নাইট কি এখন হোটেল গার্টারে থাকে?

পেজ। হ্যাঁ থাকে। যদি সে এইভাবে আমার স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ায় আমি আমার স্ত্রীকে তার দিকে ছেড়ে দেব। আমার মুখ থেকে শুধু কিছু কড়া কথা ছাড়া আর কিছু ও পায় ত কি বলছি।

ফোর্ড। আমি আমার স্ত্রীকে কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। তবে আমি ওদের দুজনকে তাড়িয়ে দেব না। একজন পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশী আস্থা স্থাপন করতে পারে। আমি শুধু এতেই ক্ষান্ত হব না।

হোটেল মালিকের প্রবেশ

পেজ। দেখ গার্টার হোটেলের মালিক এ দিকেই আসছে। ওকে যখন এত আনন্দোচ্ছল দেখাচ্ছে তখন ধরে নিতে হবে হয় ওর পাত্রভর্তি মদ আছে না হয় থলে ভর্তি টাকা আছে। কি খবর বাড়িওয়ালা?

হোটেল মালিক। কি খবর! আপনি একজন ভদ্রলোক না? (শ্যালোকে পিছনে আসতে দেখে) ও বীর বিচারপতি মহাশয়। বলি শুনছেন?

শ্যালোর প্রবেশ

শ্যালো। এই আমি বাড়িওয়ালার পিছু পিছুই যাচ্ছি। নমস্কার মাস্টার পেজ, তোমাকে বিশটা নমস্কার জানাই। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? খেলা আছে।

হোটেল মালিক। ওঁকে বল বীর বিচারপতি, যেন সুখের পায়রা।

শ্যালো। স্যার হুগো আর ফরাসী ডাক্তার কায়াসের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধতে চলেছে।

ফোর্ড। শুনছেন বাড়িওয়ালা, একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

হোটেল মালিক। কি কথা সুখের পায়রা? (দুজনে আড়ালে গেল)

শ্যালো। (পেজের প্রতি) তুমি যাবে আমার সঙ্গে দেখতে? আমাদের বাড়িওয়ালার উপর ভার পড়েছে দুজনের অস্ত্র মাপার। শুনছি আমাদের পুরোহিত হুগো খুব রেগে গেছে। খেলাটা কেন জমে পরে বলব।

(আড়ালে আলোচনা করতে লাগল)

হোটেল মালিক। তুমি কি বলতে চাও আমাদের বীর নাইটের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তোমার?

ফোর্ড। না কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি এক বোতল মদ তাকে দেবার জন্য আপনাকে দেব। আপনি বলবেন ব্রুক দিয়েছে। ঠাট্টার খাতিরে তাকে আমার নাম ব্রুক বলবেন।

হোটেল মালিক। ঠিক আছে তোমার নাম হবে ব্রুক। দেখবে নাইট খুব খুশি হবে। তোমরা যাবে কি ওখানে?

শ্যালো। হ্যাঁ যাব তোমার সঙ্গে।

পেজ। শুনেছি নাকি ফরাসা ভদ্রলোক খুব তরোয়াল চালাতে পারে।

শ্যালো। থাম থাম। তরোয়াল খেলার কথা যদি বললে তা হলে শোন আমার কাছে। এখন না হয় বুড়ো হয়েছি কিন্তু কি জানি না আমি। আমি আমার লম্বা তরোয়ালটা দিয়ে একদিন তোমাদের মত চারজন লম্বা চেহারার লোককে ইঁদুরের মত পালাতে বাধ্য করতে পারতাম।

পেজ। তবে ওরা সত্যি সত্যিই লড়াই না করে কিছু বকাবকি করে ছেড়ে দিতে পারত। (ফোর্ড ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গার্টার হোটেলের অভ্যন্তরে একটি কক্ষ।

ফলস্টাফ ও পিস্তলের প্রবেশ

ফলস্টাফ। আমি তোমাকে একটি পয়সাও ধার দেব না।

পিস্তল। আমি আপনাকে জিনিস দিয়ে শোধ করে দেব টাকাটা।

ফলস্টাফ। না, একটা পয়সাও না। তোমাদের জন্য আমি কি আমার মুখটাও বাঁধা দেব? তুমি আর তোমার বন্ধু নিম সম্বন্ধে আমার বন্ধুদের বীর সৈনিক বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। কিন্তু মিস্ট্রেস ব্রিজেট যখন তার

হাতপাখার হাতলটা ভেঙ্গে ফেলল তখন আমিই তার প্রতিকার করলাম, তোমরা কিছু করনি।

পিস্তল। কিন্তু তার জন্য আমাদের থেকে আপনাকে পনের পয়সা ভাগ দিয়েছি।

ফলস্টাফ। যুক্তির সঙ্গে কথা বলবে। তুমি কি মনে করো আমি বিনা পয়সায় নিজের জীবন বিপন্ন করব? আমার কাছে আর একটি পয়সাও চাইবে না। তার চেয়ে একটা ছোট্ট ছুরি নিয়ে পকেট কাটতে চলে যাও। আমার ঈশ্বরভয় ও মানসম্মান বলে একটা জিনিস আছে। তুমি তোমার মান সম্মান নিয়ে যা খুশি করতে পার।

পিস্তল। ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম আপনার কথা।

রবিনের প্রবেশ

রবিন। স্যার, একজন ভদ্রমহিলা কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

ফলস্টাফ। তাকে নিয়ে এস।

মিস্ট্রেস কুইকলির প্রবেশ

কুইক। শুভ নমস্কার স্যার।

ফলস্টাফ। শুভ নমস্কার গিন্নী।

কুইক। ও কথা বলবেন না স্যার, আমি ত গিন্নী নই।

ফলস্টাফ। তাহলে পরিচারিকা।

কুইক। হ্যাঁ, আমি যে আমার মার মতই জন্মপরিচারিকা। সে কথা শপথ করে বলতে পারি।

ফলস্টাফ। আমি তা বিশ্বাস করি। তা আমার সঙ্গে কি দরকার?

কুইক। আমি কি মহাশয়ের সঙ্গে দু একটা কথা বলতে পারব?

ফলস্টাফ। দু একটা কেন আমি তোমার দু হাজার কথা শুনতে পারব।

কুইক। মিস্ট্রেস ফোর্ড নামে একজন ভদ্রমহিলা এখানে কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবশ্য ডাক্তার কায়াসের কাছে কাজ করি।

ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ডের কথা বললে?

কুইক। ঠিক বলেছেন স্যার। আপনিও যদি একটু বাইরে গিয়ে এগিয়ে যান।

ফলস্টাফ। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি—কেউ যেন একথা না শোনে। আমার লোকজনও যেন না শোনে।

কুইক। আপনার লোকজন এখানে আছে নাকি ?

ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ড কেমন মেয়ে ? কী ব্যাপার ?

কুইক। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আপনি তাকে এমন ভাবে মোহমুগ্ধ করেছেন যে সত্যিই তা আশ্চর্যের কথা। উইণ্ডসরের কত সভাসদ, কত লর্ড, কত ভদ্রলোক, কত জমিদার কত আবেদন নিবেদন করেছে, কত উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু সবাইকে উনি একভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারো পানে একবার তাকাননি। আমি নিজেই বিশটা লোকের প্রেমপত্র এনে দিয়েছি। কিন্তু কোন দিকে মন টলেনি তাঁর।

ফলস্টাফ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি বলেন উনি ?

কুইক। হ্যাঁ, উনি আপনার চিঠি পেয়েছেন। সে চিঠি পেয়ে উনি হাজার বার ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাকে এবং তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তাঁর স্বামী রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বাড়ি থাকবেন না।

ফলস্টাফ। দশটা থেকে এগারোটা।

কুইক। হ্যাঁ, ঐ সময় তাঁর বাড়ি গিয়ে আপনি দেখা করতে পারেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর স্বামী তখন বাড়ি থাকবেন না। মেয়েটা কতই না ভাল, এতদিন ঘর করছে, তবু লোকটা বড় সন্দেহবাতিক। কত জ্বালাতনই না করে।

ফলস্টাফ। ঠিক আছে, বলবে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমি অবশ্যই যাব। অন্যথা হবে না।

কুইক। আর একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে। মিস্ট্রেস পেজও তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন আপনাকে। উনিও একজন ধার্মিক মহিলা এবং সকালে বিকালে আপনার কথা একবার মনে না করে জলস্পর্শ করেন না। উনি আপনাকে জানাতে বলেছেন ওঁর স্বামী একবারও বাড়ি ছাড়া হন না। তবে সময় একদিন আসবেই। আপনাকে উনি যা ভালবাসেন কোন নারী কোন পুরুষকে তা বাসতে পারে না। সত্যিই আপনি যেন যাদু জানেন।

ফলস্টাফ। না না, বিশ্বাস করো, শুধু কিছু ভাল গুণ, এছাড়া আমার অন্য কোন যাদু নেই।

কুইক। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন আপনার সেই সব সদ্‌গুণের জন্য।

ফলস্টাফ। আচ্ছা ফোর্ডের স্ত্রী আর পেজের স্ত্রী—কে কত আমাকে ভালবাসে তা নিয়ে কি ওরা বলাবলি করেছে দুজনের মধ্যে ?

কুইক। না না, এতখানি বোকা ওঁরা নন। মিস্ট্রেস পেজ বলে দিয়েছেন আপনি আপনার সেই ছোকরা চাকরটাকে যেন পাঠান আপনার ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ. কারণ ওঁর স্বামী আপনার এই চাকরটাকে বড় স্নেহ করেন। মিস্ট্রেস পেজের মত ভাল গুণবতী স্ত্রী উইণ্ডসর শহরে আর একটিও নেই। আপনি আপনার চাকরকে পাঠাবেন যেন, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

ফল। অবশ্যই পাঠাব।

কুইক। দেখবেন, সে যেন আপনার ও তাঁর মধ্যে খবরাখবরের আদান প্রদান করে। আপনারা যেন এইভাবে পরস্পরের মনের কথা জানতে পারেন অথচ ছেলেটা যেন কোন কথা বুঝ.ত না পারে।

ফল। ঠিক আছে, বিদায় তাহলে। ওদের দুজনকেই আমার কথা বলো। এই নাও কিছু টাকা, অবশ্য তুমি আরো পাবে। রবিন, এই মহিলার সঙ্গে যাও। (কুইকলি ও রবিনের প্রস্থান) এই খবরটা আমায় ভাবিয়ে তুলল।

পিস্তল। (স্বগত) এখন দেখছি মেয়েটা আবার প্রেমপত্র আদান প্রদান করছে। মেয়েটাকে আমি একদিন লাভ করবই।

ফল। অনেক টাকা ত খরচ করিয়েছ, এখন আবার কি চাও? যাও নিজের কাজ করগে। তা না হলে তোমাকে আবার শাস্তি দেব।

বার্ডলফের প্রবেশ

বার্ডলফ্। স্যার জন, মাস্টার ব্রুক নামে একজন ভদ্রলোক আপনাকে একপাত্র মদ উপহার দিয়ে পাঠিয়েছেন। উনি আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চান।

ফল। তাঁর নাম ব্রুক?

বার্ডলফ্। হ্যাঁ স্যার।

ফল। তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস। (বার্ডলফের প্রস্থান) যে মানুষ এমন মদ দান করে সে লোক আমার কাছে সব সময়ই স্বাগত। মিস্ট্রেস ফোর্ড, মিস্ট্রেস পেজ, আমি কি তোমাদের দুজনকেই আয়ত্ত করে ফেলেছি? ঠিক আছে।

ছদ্মবেশী ফোর্ডসহ বার্ডলফের পুনঃপ্রবেশ

ফোর্ড। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার।

ফল। আপনারও মঙ্গল হোক স্যার। আপনি আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান?

ফোর্ড। কোন সময় না দিয়ে হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম আপনাকে।

ফল। এসে ভালই করেছেন, কি বলতে চান আপনি? তুমি এখন যাও।

(বার্ডলফের প্রস্থান)

ফোর্ড। আমি এমনঃ একজন ভদ্রলোক যে অনেক টাকা অনেককে ধার দিয়েছে, আমার নাম ব্রুক।

ফল। আমি আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে চাই।

ফোর্ড। স্যার জন, আমি একজন মহাজন। আর এই জন্তেই খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছি আপনার কাছে। লোকে বলে টাকা যে দিকে যায় সব পথ খুলে যায় তার সামনে।

ফল। হ্যাঁ, টাকাই শ্রেষ্ঠ সৈনিক স্যার।

ফোর্ড। এখন একবস্তা টাকা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি। যদি এ ব্যাপারে আমায় আপনি কিছু সাহায্য করতে চান তাহলে হয় এ টাকার সব না হয় অন্ততঃ অর্ধেক নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করুন।

ফল। স্যার, আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনার মালবাহকের যোগ্যতা অর্জন করব।

ফোর্ড। আপনি শুনুন সব বলছি।

ফল। বলুন মাস্টার ব্রুক, আপনার সেবা করে ধন্য মনে করব নিজেকে।

ফোর্ড। আপনি একজন পণ্ডিত লোক। আপনি আমাকে ঠিক জানেন, তবে মৌখিক আলাপ পরিচয় নেই। আমি আমার এক গোপন দুর্বলতার কথা প্রকাশ করব আপনার কাছে। আপনি নিজের কথা ভেবে আমার সে দুর্বলতাকে ক্ষমার চোখে সহজভাবে দেখবেন।

ফল। ঠিক আছে স্যার, বলে যান।

ফোর্ড। এই শহরে একজন ভদ্রমহিলা আছে যার স্বামীর নাম ফোর্ড।

ফল। হ্যাঁ আছে।

ফোর্ড। আমি তাকে বহুদিন ধরে ভালবাসি। আমি তার পিছনে অনেক খরচ করেছি। শুধু তার দেখা পাওয়ার জন্য আমি অনেক অনুসরণ করেছি তাকে, অনেককে অনেক টাকা পয়সা দিয়েছি। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও শুধু অভিজ্ঞতার রত্ন ছাড়া কোন লাভই হয়নি আমার। মনে হচ্ছে যেন আমি সীমাহীন কোন মূল্য দিয়ে কোন জিনিস কিনছি। আমি শুধু এ ব্যাপারে একটা জিনিসই শিখেছি, প্রেম অনেক সময় আসল বস্তু ছেড়ে

ছায়াকেই অনুসরণ করে আর যখন সে আসল বস্তুকে চায় তখন সে বস্তুও ছায়া হয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

ফল। আপনি কি তার কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি পাননি ?

ফোর্ড। কখনো না।

ফল। আপনি আপনার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন তাঁকে ?

ফোর্ড। কখনো না।

ফল। তাহলে কী ধরনের আপনার এ ভালবাসা ?

ফোর্ড। আমার ভালবাসা যেন অপরের জমির উপর গড়ে তোলা সুন্দর একটি সৌধ। পরের জায়গাকে ভুল করে নিজের ভাবার জন্য আমার সব শ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

ফল। কিজন্য আপনি আমাকে একথা খুলে বললেন ?

ফোর্ড। কেউ কেউ বলছে মেয়েটা আমার কাছে খুব সতীপনা দেখালেও সে অন্য দু এক জায়গায় তার মন দিয়েছে। এখন স্যার জন, আপনিই আমার ভরসা। আপনি সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোক, বীরত্ব আর পাণ্ডিত্য দুইই আছে আপনার। আপনার কাছে সব রকমের লোক আসে আর সকলের বাড়িতেও আপনার অবাধ প্রবেশাধিকার।

ফল। ও স্যার!

ফোর্ড। টাকার জন্য আপনি ভাববেন না। যত পারেন খরচ করুন। প্রচুর খরচ করুন। তার বিনিময়ে শুধু আপনি একটু সময় দিন যাতে আমি তার সতীত্বের দুর্গটা অবরোধ করতে পারি। আপনি আপনার সব রকমের ছলনা ও চাতুর্য অবলম্বন করে তার প্রেম লাভ করুন। যদি কেউ এ কাজ পারে ত আপনিই পারবেন।

ফল। আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন মারাত্মক বস্তু নিয়ে খেলা খেলছেন। আপনি কি বলতে চান আমি যা কষ্ট করে লাভ করব আপনি তা সানন্দে ভোগ করবেন ?

ফোর্ড। আত্মমর্যাদাবোধের এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে মেয়েটা বাস করে যে আমি সেখানে কোনক্রমে ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। মেয়েটা একেবারে নিষ্কলঙ্ক। আমি যদি একবার তার কাছে গিয়ে আমার কামনার কথাটা জানাতে পারতাম তাহলে ওর সমস্ত সতীত্ব আর বিয়ের শপথ জাহান্নামে

দিতে পারতাম আমি। আর এইগুলোই হচ্ছে আমার আশাপূরণের পথে একমাত্র বাধা। এখন কি বলছেন স্যার জন ?

ফল। মাস্টার ব্রুক, আমি প্রথমে আপনার টাকা চাই, তারপর আপনার হাত। যেহেতু আমি একজন সম্মানিত ভদ্রলোক, আপনার চিন্তা নেই, আপনি ফোর্ডের বউকে পাবেনই।

ফোর্ড। আপনি স্যার সত্যিই খুব ভাল।

ফল। আমি বলছি আপনি পাবেন।

ফোর্ড। কিন্তু এখন ত আপনি কোন টাকা চান না ?

ফল। তাহলে আপনিও মিস্ট্রেস ফোর্ডকে চান না। আমি তার কাছে যাব তারই কথামত। আমি তার কাছে যাব রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। ঐ সময় তার সন্দেহবাতিক পাজী স্বামীটা বাড়ি থাকবে না। আপনিও আসতে পারেন, দেখবেন কিভাবে আমি প্রেম করি।

ফোর্ড। আপনার সঙ্গে আলাপ করে পরম লাভ হলো আমার। আপনি ফোর্ডকে চেনেন স্যার ?

ফল। চুলোয় যাক হতভাগা পাজী লোকটা। আমি তাকে চিনি না। তবে লোকটাকে হতভাগা বলে ভুল করেছি। লোকে বলে ঐ সন্দেহবাতিক পাজী লোকটার প্রচুর টাকা আছে। আর সেইজন্যেই ওর বউটাকে আমি চাই। আমি লোকটার ভাঁড়ার ঘরের চাবিকাঠি হিসাবে মেয়েটাকে ব্যবহার করতে চাই।

ফোর্ড। আমার মনে হয় ফোর্ডকে চিনলে আপনি ভাল করতেন স্যার। আপনি তাকে চোখে একবার দেখলে তাকে এড়িয়ে চলতেন।

ফল। পাজী বদমাস লোকটার কথায় গুলি মেরে দাও। আমি যদি তার দিকে একবার তাকাই, জ্বলন্ত উল্কার মত আমার চোখের জ্যোতি যদি একবার তার মুখের উপর পড়ে তাহলে সে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। ও বোকা বনে যাবে। মাস্টার ব্রুক, তুমি জেনে রেখো, আমি ওর স্বামীকে বশীভূত করব আর তুমি তার স্ত্রীকে তোমার অঙ্কশায়িনী করতে পারবেই। তুমি রাত্রিতে আমার কাছে এস। জেনে রেখো, ফোর্ড লোকটা পাজী আর বোকা। (প্রস্থান)

ফোর্ড। আচ্ছা বদমাস ফুর্তিবাজ লোক ত! অধৈর্যে আমার অন্তর ফেটে পড়ছে। কে বলে আমার ঈর্ষা অর্থহীন ভিত্তিহীন। আমার স্ত্রী ওর কাছে

লোক পাঠিয়ে সময় ধার্য করেছে। কেউ কি এটা ভাবতে পেরেছে? অসৎ নারী কাকে বলে দেখ। আমার শয্যা হবে কলুষিত, আমার অর্থ হবে লুণ্ঠিত আর আমাকে সব কিছু সহ্য করতে হবে। শয়তানি, প্রতারণা। মাস্টার পেজ তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি না। ধন্যবাদ দিই আমার সন্দেহকে। রাত্রি এগারোটা, আমি আমার স্ত্রীকে হাতে নাতে ধরে ফেলব। ফলস্টাফের উপর প্রতিশোধ নেব। ঘটনাটাকে আর বেশীদূর গড়াতে দেব না। আমি বরং নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা তিনেক আগেই ঠিক হয়ে থাকব, কিন্তু এক মিনিট দেরী করব না।

তৃতীয় দৃশ্য। উইণ্ডসরের সন্নিকটস্থ স্থান।

কায়াস ও রুগবির প্রবেশ

কায়াস। জ্যাক রুগবি!

রুগবি। কি বলছেন স্যার?

কায়াস। এখন কটা বাজে জ্যাক?

রুগবি। স্যার, হুগো যে সময়ে আসবে বলেছিল সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে স্যার।

কায়াস। সে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই আসেনি। সে এখানে এলে ভয়েই মরে যেত রুগবি।

রুগবি। উনি বুদ্ধিমান স্যার। উনি জানেন, উনি এখানে এলে আপনি তাঁকে হত্যা করবেন।

কায়াস। আমি তাকে হেরিং মাছের মত মারব। নাও তোমার তরোয়াল তুলে নাও জ্যাক, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কিভাবে তাকে মারব।

রুগবি। না স্যার, আমি তরোয়াল চালাতে পারব না।

কায়াস। শয়তান, তোমার তরোয়াল নাও।

রুগবি। থামুন, লোক এসে গেছে।

হোটেল মালিক, শ্যালো, স্লেণ্ডার ও পেজের প্রবেশ

হোটেল মালিক। তোমার মঙ্গল হোক সুখী ডাক্তার।

শ্যালো। মাস্টার ডাক্তার কায়াস, আপনার মঙ্গল হোক।

পেজ। ভাল আছেন ত ডাক্তার?

স্লেণ্ডার। শুভ নমস্কার স্যার।

কায়াস। কী ব্যাপার, এক, দুই, তিন, চার এত লোক একসঙ্গে ?

হোটেল। তোমাদের লড়াই দেখতে এলাম। তোমার প্রতিপক্ষ কি এর মধ্যেই মরে গেছে? সে কি সত্যিই মরে গেছে ?

কায়াস। ভগবানের নাম করে বলছি, লোকটা কাপুরুষ, সে আর তার মুখ দেখাবে না।

হোটেল মালিক। তুমি সত্যিই বীর ডাক্তার। তুমি হচ্ছ গ্রীসের হেক্টর।

কায়াস। আমার অনুরোধ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তার জন্য ছ সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম, তবু সে এল না।

শ্যালো। সে বেশী বুদ্ধিমান ডাক্তার। তুমি মানুষের দেহের রোগ সারাও আর সে মানুষের মনের রোগ সারায়। যদি তুমি লড়াই করো তাহলে তুমি তোমার নিজের পেশার বিরোধিতা করবে। তাই নয় কি ?

পেজ। মাস্টার শ্যালো, আপনি নিজেও ত একদিন ভাল যোদ্ধা ছিলেন। আজ অবশ্য শান্তিকামী ও শান্তিরক্ষক হয়েছেন।

শ্যালো। মাস্টার পেজ, যদিও আমি বয়সের দিক থেকে বুড়ো এবং শান্তিকামী হয়েছি, তথাপি এখনো হাতের কাছে অস্ত্র দেখলে যেন যৌবন ফিরে পাই।

পেজ। সত্যিই তাই মাস্টার শ্যালো।

শ্যালো। ডক্টর কায়াস, আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আর স্যার হুগোও একজন বিজ্ঞ যাযক। আমি হচ্ছি শান্তিরক্ষক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

হোটেল মালিক। একটা কথা বিচারপতি। শোন মঁসিয়ে 'মকওয়াটার'।

কায়াস। মকওয়াটার আবার কি কথা ?

হোটেল মালিক। আমাদের ইংরেজি ভাষায় মকওয়াটার মানে সাহসী।

কায়াস। সেই পুরোহিত কুকুরটাকে পেলে আমি তার কান কেটে নেব।

হোটেল মালিক। সেও তোমাকে সোজা করে দেবে। (অন্যান্যদের প্রতি) শ্যালো, পেজ আর স্লেণ্ডার তোমরা শহরের ভিতর দিয়ে ফ্রগমোরে যাও।

পেজ। (আড়ালে) হুগো সেখানেই আছে ত ?

হোটেল মালিক। (আড়ালে) হ্যাঁ সেখানেই আছে। দেখগে সে সেখানে কি অবস্থায় আছে। আমি ডাক্তারকে সেই মাঠে নিয়ে যাব।

পেজ। বিদায় ডাক্তার। (শ্যালো, স্লেণ্ডার আর পেজের প্রস্থান)

কায়াস। আমি যাযকটাকে মেরে ফেলব। কারণ সে এ্যানীর কথা বলেছিল।

হোটেল মালিক। হ্যাঁ হ্যাঁ সে মরবে, তবে এখন তুমি তোমার রাগটাকে ঠাণ্ডা করো দেখি। আমার সঙ্গে ফ্রগমোরে চল। সেখানে এ্যানী বনভোজন করছে। আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। কেমন, ঠিক কথা বলেছি ত ?

কায়াস। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। আমার বড় বড় রোগীদের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব।

হোটেল মালিক। চল তাহলে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফ্রগমোরের সন্নিকটস্থ স্থান।

হুগো, ইভান্স ও সিম্পলএর প্রবেশ

ইভান্স। শুনছ ওহে মাস্টার স্লেণ্ডারের ভৃত্য, তুমি কোন দিকে মাস্টার কায়াসের খোঁজ করেছ ?

সিম্পল। আমি একমাত্র শহরের রাস্তা ছাড়া মাঠ ঘাট পর্যন্ত সব দিকই খুঁজেছি।

ইভান্স। তুমি সেই দিকটাও একবার খুঁজে দেখ।

সিম্পল। যাই স্যার। (প্রস্থান)

ইভান্স। ঈশ্বর আমার মঙ্গল করুন। আমি রাগে কাঁপছি। সে যদি না আসে তাহলে আমি খুশি হব। মনটা আমার সত্যিই কত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুযোগ পেলে লোকটার তলপেট আমি ফাঁসিয়ে দিতাম। (গান করতে লাগল)

সেই অগভীর জলওয়ালা নদীর ঢালটায়
সেখানে কত পাখি গাইছে গান
আমিও তার তীরে আরামে শুয়ে শুয়ে
কত সুগন্ধি গানের ফুল ফোটাব।

সিম্পলএর প্রবেশ

সিম্পল। ঐ দেখুন স্যার হুগো আসছে।

ইভান্স। আসুক সে। (গান করতে লাগল) তার হাতে কি অস্ত্র আছে ?

সিম্পল। কোন অস্ত্রই নেই স্যার। তার সঙ্গে আমার মনিব, মাস্টার শ্যালো আর একজন ফ্রগমোরের ভদ্রলোক আসছেন।

ইভান্স। আমার গাউনটা হাত অথবা তোমার বগলের ভিতর লুকিয়ে রাখ। (একটা বই বার করল)

পেজ, শ্যালো ও স্লেণ্ডারের প্রবেশ

শ্যালো। কেমন আছ, কি করছ স্যার হুগো? ভাল খেলোয়াড়কে পাশার কাছ থেকে সরিয়ে আনলে যেমন হয়, ভাল ছাত্রের কাছ থেকে বইটা সরিয়ে নিলে যেমন হয় তোমাকে দেখেও তেমনি মনে হচ্ছে।

স্লেণ্ডার। (স্বগত) হায়, প্রিয়তমা এ্যানী পেজ।

পেজ। তোমার মঙ্গল হোক স্যার হুগো।

ইভান্স। তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক।

শ্যালো। একই সঙ্গে তরোয়াল আর ধর্মশাস্ত্র—তুমি কি দুটো বিদ্যাই এক সঙ্গে অর্জন করছ!

পেজ। এই ঠাণ্ডার দিনে তুমি শুধু অন্তর্বাস পরিধান করে রয়েছ! যৌবন আবার ফিরে পেলে নাকি?

ইভান্স। এসব কিছুর পিছনে কারণ আছে।

পেজ। আমরা তোমার একটা উপকার করতে এসেছি যাযকমশাই।

ইভান্স। ভাল কথা। উপকারটা কি?

পেজ। অদূরে একজন মাননীয় ভদ্রলোক রয়েছেন; কারো কাছ থেকে কোন অন্যায় ব্যবহার পেয়ে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

শ্যালো। আমার বয়স প্রায় আশী হলো। আমি জীবনে কখনো তাঁর মত বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এমন উত্তেজিত অবস্থায় দেখিনি।

ইভান্স। কে তিনি?

পেজ। আমার মনে হয় তুমি তাঁকে চেন। উনি হচ্ছেন মাস্টার ডাক্তার কায়াস, প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক।

ইভান্স। আপনারা অন্য কারো কথা বললে ভাল করতেন।

পেজ। কেন?

ইভান্স। ওষুধ সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানগম্যি নেই, তার উপর লোকটা পাজী। এমন পাজী আর কাপুরুষ লোক একটিও দেখেননি।

পেজ। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি তার সঙ্গে তোমার লড়াই করতে হবে এবং সে বেশ ভাল যোদ্ধা।

শ্যালো। তার অস্ত্রশস্ত্র মাপজোপ করে অন্ততঃ আমরা তাই বুঝলাম। তোমার অস্ত্র সরিয়ে রাখ। ডাক্তার কায়াস এসে গেছেন।

হোটেল মালিক, ডাক্তার কায়াস ও রুগবির প্রবেশ

পেজ। হে ধর্মপ্রাণ যাযকমশাই, অস্ত্র সংবরণ করো।

শ্যালো। মহাপ্রাণ ডাক্তার কায়াস, আপনিও তাই করুন।

হোটেল মালিক। ওদের সকলেরই অস্ত্র কেড়ে নাও হাত থেকে। তারপর ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করো।

কায়াস। শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

ইভান্স। (কায়াসকে আড়ালে ডেকে) আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধৈর্য্য ধরো।

কায়াস। তুমি হচ্ছ একটি কাপুরুষ—কুকুর; বাঁদর।

ইভান্স। (কায়াসকে চুপি চুপি) দেখ, এভাবে চেঁচামিচি করে আমাদের অপরের হাসির পাত্র করে তুলো না। আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই। যদি কোন দোষ করে থাকি ত পরে তার জন্য তোমায় পুষিয়ে দেব। (উচ্চৈঃস্বরে) আমি তোমার মূত্রথলি ফাটিয়ে দেব ঠিক সময়ে না আসার জন্য।

কায়াস। মিথ্যা কথা। জ্যাক রুগবি, বাড়িওয়ালা, তোমরা সাক্ষী আছ, আমি নির্দিষ্ট স্থানে ওকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম না?

ইভান্স। আমি একজন খৃস্টান, আমি বলছি এইটাই হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থান আর আমাদের বাড়িওয়ালাই হবে বিচারকর্তা।

হোটেল মালিক। আমি বলছি তোমরা দুজনেই থাম। তোমাদের একজন হচ্ছ দেহের চিকিৎসক আর একজন মনের চিকিৎসক।

কায়াস। কথাটা অবশ্য আপনি উত্তম বলেছেন।

হোটেল মালিক। দেখ আমার কথা শোন, শান্ত হও। আমি তোমাদের দুজনের কাউকেই হারাতে পারব না। আমি কি আমার ডাক্তারকে হারাব? না, কখনই না, সে আমাকে কত ওষুধ দেয়। আমি কি আমার যাযককে হারাব? না, কখনই না, সে আমাকে কত ধর্মের কথা শোনায়। হে ভৌতবিদ্যা বিশারদ, দাও তোমার হাত দাও, হে স্বর্গবিদ্যা বিশারদ, দাও তোমার হাত দাও। হে কলাকুশলীদ্বয় ছোকরা, আমি তোমাদের দুজনকে

দু জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে বিভ্রান্ত করেছি। এখন শান্ত হয়ে অস্ত্র রেখে মদ পান করো ছোকরারা।

শ্যালো। এখন সব চল আমরা যাই।

স্লেণ্ডার। (স্বাগত) ও আমার প্রিয়তমা এ্যানী! (কায়াস ও ইভান্স ছাড়া সকলের প্রস্থান)

কায়াস। দেখলে হলো!

ইভান্স। ভালই হলো। এস আমরা দুজনে বন্ধুত্ব করি। তারপর দুজনে একযোগে বাড়িওয়ালার উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করি। ও আমাদের ঠকিয়েছে।

কায়াস। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি সর্বান্তকরণে আমি তা করব। ও আমাকে আবার ঠকিয়েছে। ও বলেছিল আমাকে এ্যানী পেজের কাছে নিয়ে যাবে।

ইভান্স। এস আমার সঙ্গে। আমি ওর নাক ভেঙ্গে দেব।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উইণ্ডসরের রাজপথ।

মিস্ট্রেস পেজ ও রবিনের প্রবেশ

মিঃ পেজ। থাম থাম ও ক্ষুদে বীর, অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। তুমি আমার পিছু পিছু যাবে কোথা না আগে আগে যাচ্ছ।

রবিন। আমি মানুষের মত আপনার আগে আগে যেতে চাই।

ফোর্ডের প্রবেশ

ফোর্ড। দেখা হলো ভালই হলো। কোথায় যাচ্ছেন মিস্ট্রেস পেজ?

মিঃ পেজ। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। উনি বাড়ি আছেন ত?

ফোর্ড। হ্যাঁ, সঙ্গী অভাবে কুঁড়ের মত বসে আছে। আমার মনে হয় আপনাদের স্বামী মারা গেলে আবার আপনারা বিয়ে করবেন।

মিঃ পেজ। আমরা যে আবার দুটো স্বামী গ্রহণ করব এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

ফোর্ড। এই সুন্দর ছোকরাটিকে কোথায় জোটালেন?

মিঃ পেজ। আমি বলতে পারব না ওর নাম কি আর কোথায় আমার স্বামী ওকে পেয়েছে। (রবিনকে) তোমার মালিকের নাম কি?

রবিন। স্যার জন ফলস্টাফ।

ফোর্ড। স্যার জন ফলস্টাফ।

মিঃ পেজ। আমার স্বামী আর নাইটের মধ্যে খুব মিল। আপনার স্ত্রী বাড়ি আছেন ত ?

ফোর্ড। হ্যাঁ আছে।

মিঃ পেজ। তাহলে আমি আসি স্যার। আমি তাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না (মিঃ পেজ ও রবিনের প্রস্থান)।

ফোর্ড। পেজের কি কোন মাথা আছে ? তার চোখ আছে না চিন্তাশক্তি আছে ? হয় এগুলো তার একেবারেই নেই অথবা পেজ তা কাজে লাগাচ্ছে না। আর এই ছোকরাটা যা চটপটে, কুড়ি মাইল দূর হলেও কোন জায়গায় যে কোন চিঠি কামানের গোলার মত দ্রুত বেগে বয়ে নিয়ে যাবে। সেই সব চিঠির দ্বারা তার স্ত্রীর মনটাকে টলিয়ে দেবে। ফলস্টাফের এই ছেলেটা এমন দ্রুতগতিতে পেজের স্ত্রীকে আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ফলস্টাফের চাকর কিনা তার সঙ্গে; বেশ ষড়যন্ত্র! যে কেউ দেখলেই আঁচ করতে পারবে ব্যাপার কি। তাদের হয়ে গেছে। তারা দুজনেই বিদ্রোহী স্ত্রী, একসঙ্গে দুজনে জাহান্নামে যেতে চায়। যাই হোক, লোকটাকে আমি ধরব, আমার স্ত্রীকে পীড়ন করব, মিস্ট্রেস পেজের উপর থেকে সতীত্বের কৃত্রিম অবগুণ্ঠনটা সরিয়ে ফেলব আর পেজের কাছেও সব কিছু প্রকাশ করে দেব। এইসব করার সময় পাড়া প্রতিবেশীরাও সবকিছু জেনে যাবে। (ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি) ঘড়ি আমাকে আমার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ফলস্টাফ সেখানে আছে। পৃথিবীর সুকঠিন মৃত্তিকার মতই একথাটা সত্য। আর এই কাজের জন্য সবাই আমার প্রশংসাই করবে। আমি সেখানে যাবই।

পেজ, শ্যালো, স্লেণ্ডার, হোটেল মালিক, স্যার হুগো, ইভান্স, কায়াস ও রুগবির প্রবেশ।

শ্যালো। এই যে মাস্টার ফোর্ড, ঠিক সময়েই দেখা হয়ে গেল।

ফোর্ড। বিশ্বাস করো, বাড়িতে আমার কাজ আছে। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে চল, আমার একান্ত অনুরোধ।

শ্যালো। মাপ করবে মাস্টার ফোর্ড, আমি যেতে পারব না।

স্লেণ্ডার। আমিও যেতে পারব না। এ্যানীর কাছে আমার যাবার কথা আছে। আমি তাকে যে কথা দিয়েছি তা কোন টাকার বিনিময়েও ভাঙতে পারব না আমি।

শ্যালো। আমি বহুদিন ধরে এ্যানী পেজের সঙ্গে আমার ভাইপো স্লেণ্ডারের বিয়ে দেবার বাসনা করে আসছি। আজ তার একটা ফয়সলা করে ছাড়ব।

স্লেণ্ডার। আশা করি আমি আপনার সম্মতি লাভ করব ফাদার পেজ।

পেজ। এ বিষয়ে আমার সম্মতি আছে মাস্টার স্লেণ্ডার। আমি তোমার পক্ষে। কিন্তু আমার স্ত্রী আবার ডাক্তার কায়াসের পক্ষে।

কায়াস। হ্যাঁ, মেয়েটাও আমাকে ভালবাসে। আমার নার্স কুইকলি একথা বলেছে আমায়।

হোটেল মালিক। কিন্তু মাস্টার পেণ্টনকে তুমি কি বলবে? তার চোখমুখ ভাল, বয়স কম, সে ভাল নাচতে পারে।

পেজ। তাকে আমার জামাই করতে মোটেই মন নেই, তা আমি বলে দিচ্ছি। সে যত সব বাজে বড় বড় লোকের ছেলের সঙ্গে মেশে আর বড় বড় কথা বলে। তাকে আমার কোন দরকার নেই। সে জীবনে কোন উন্নতি করতে পারবে না। সে যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করে ত করুক, শুধু আমার মেয়েকেই পাবে, কিন্তু এ ছাড়া একটা পয়সাও পাবে না। আমার যা বিষয় সম্পত্তি আছে তা আমার সম্মতি ছাড়া কেউ কিছু পাবে না।

ফোর্ড। আমি আবার অনুরোধ করছি তোমাদের। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সঙ্গে আমার বাড়ি গিয়ে ডিনার খাবে চল। সেখানে আমি তোমাদের এক মজার খেলা দেখাব। তার সঙ্গে এক দৈত্য দেখাব। মাস্টার কায়াস, পেজ, স্যার হুগো, চল না আমার সঙ্গে।

শ্যালো। বিদায়, আমি যাচ্ছি পেজের বাড়ি। (শ্যালো ও স্লেণ্ডারের প্রস্থান)

কায়াস। রুগবি, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি। (রুগবির প্রস্থান)

হোটেল মালিক। আমি আমার সৎ নাইট ফলস্টাফের সঙ্গে ডিনার খাব আর তার সঙ্গে মদ। (প্রস্থান)

ফোর্ড। (স্বগত) আমি কিন্তু তার আগেই তার সঙ্গে মদ খাব আর তাকে নাচাব। কই ভদ্রমহোদয়গণ, আমার সঙ্গে যাবেন কি?

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দৈত্য দেখতে যাব।

তৃতীয় দৃশ্য। ফোর্ডের বাসগৃহ।

মিস্ট্রেস ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজের প্রবেশ

মিঃ ফোর্ড। কই জন, রবার্ট কই?

মিঃ পেজ। কুইকলি, কুইকলি কোথায় ?
মিঃ ফোর্ড। রবিন কোথায় ?

ঝুরিহাতে ভৃত্যদের প্রবেশ

মিঃ পেজ। এখানে, এখানে এস। মিস্ট্রেস ফোর্ড, তোমাদের লোকদের সব কাজের কথা বুঝিয়ে দাও।
মিঃ ফোর্ড। জন আর রবার্ট, আমি তোমাদের আগেই বলে রেখেছি। তোমরা এখানে কাছেই থাকবে। আমি হঠাৎ ডাকলেই তোমরা কিছুমাত্র দেরি বা কোন ওজর আপত্তি না করেই চলে আসবে। এই ঝুরিটা তোমরা মাথায় করে নিয়ে যাও। টেমস্ নদীর ধারে এক কর্দমাক্ত খালে ঝুরিতে যা আছে সব ফেলে দেবে। যা বলছি করবে। (ভৃত্যদের প্রস্থান)
পেজ। কই রবিন এবারে এস।

রবিনের প্রবেশ

মিঃ ফোর্ড। কি খবর ছোকরা ?
রবিন। আমার মনিব পিছনের দরজায় এসে গেছেন। মিস্ট্রেস ফোর্ডকে ডাকছেন।
মিঃ পেজ। তুমি সত্যি কথা বলছ ত ?
রবিন। আমি শপথ করে বলতে পারি। আমার মনিব জানেন না যে আপনারা এখানে আছেন। আমাকে উনি ভয় দেখিয়েছেন এই বলে যে যদি আমি আপনাদের একথা বলি তাহলে উনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন।
মিঃ পেজ। তুমি সত্যিই খুব ভাল ছেলে। যাই আমি লুকিয়ে পরিগে।
মিঃ ফোর্ড। তুমি গিয়ে তোমার মনিবকে বলগে আমি একা আছি। (রবিনের প্রস্থান) মিস্ট্রেস পেজ, কি কি করতে হবে তা মনে আছে ত তোমার ? (মিঃ পেজের প্রস্থান) আমরা তাকে এমন শিক্ষা দেব।

ফলস্টাফের প্রবেশ

ফলস্টাফ। আমি কি আমার স্বর্গের রাণীকে কাছে পেয়ে গেছি ? সোনা মানিক আমার, আমি যেন তোমার জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলাম। এবার আমি সুখে মরতে পারব। এই মুহূর্তে আমার সকল উচ্চাশা পূর্ণ হলো।
মিঃ ফোর্ড। ও আমার প্রিয়তম স্যার জন।
ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ড, আমি আর বেশী কথা বলব না। আমি শুধু

আমার এক অবৈধ কামনার কথাকে প্রকাশ করব। আমার বড় বাসনা হচ্ছে আপনার স্বামী যেন মারা যান আর তাহলেই আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারব।

মিঃ ফোর্ড। আমি আপনার স্ত্রী হব! হায় আমার কী দুর্ভাগ্য।

ফলস্টাফ। সারা ফ্রান্সের অভিজাত সমাজে আমার মত যোগ্য লোক আর কে আছে বলতে পারেন? আমি শুধু দেখছি আপনার চোখগুলো কেমন হীরকের মত উজ্জ্বল। আপনার ভ্রূযুগল কত মনোরম।

মিঃ ফোর্ড। না না স্যার জন, আমার চোখ বা ভ্রূযুগল কিছুই ভাল না।

ফলস্টাফ। হা ভগবান, একথা বলে আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন? আপনি কখনো আপনার রূপকে লুকোতে পারবেন না।

মিঃ ফোর্ড। বিশ্বাস করুন, আমার রূপের মধ্যে এমন কিছু মনোরম নেই।

ফলস্টাফ। তবে কেন আমি আপনাকে ভালবাসলাম? নিশ্চয় আপনার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়েছি। যাই হোক শুনুন, আজকালকার ছোকরাদের মত আমি বেশী কথার ফুলঝুরি ছোটাতে পারব না। ওরা আসলে পুরুষবেশধারী মেয়ে। আমি ওদের মত কথা বলতে পারব না, আমি শুধু এইটুকুই বলব যে আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আপনি সে ভালবাসার যোগ্য।

মিঃ ফোর্ড। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না স্যার, আমার মনে হয় আপনি মিস্ট্রেস পেজকে ভালবাসেন।

ফলস্টাফ। আপনি বৃথাই অবিশ্বাস করছেন আমাকে। আমি মিস্ট্রেস পেজকে ভালবাসি একথা বলা যা আমি পিছনের দরজা দিয়ে যাওয়া আসা করতে ভালবাসি একথা বলাও তাই। একথা শুনে ঘৃণাবোধ হচ্ছে আমার।

মিঃ ফোর্ড। কিন্তু ভগবান জানেন, আমি আপনাকে কত ভালবাসি, আপনি তা একদিন জানতে পারবেন।

ফলস্টাফ। একথা যেন মনে থাকে আর এ ভালবাসার আমি যোগ্য।

মিঃ ফোর্ড। যোগ্য বলেই ত এত ভালবাসি।

রবিন। (ভিতর থেকে) মিস্ট্রেস ফোর্ড, মিস্ট্রেস পেজ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি ভয়ঙ্কর রাগে ঘামছেন আর ফুলছেন। উনি এক্ষুনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ফলস্টাফ। সে আর আমায় দেখতে পাবে না। আমি এখনি লুকিয়ে পড়ব আড়ালে।

মিঃ ফোর্ড। হ্যাঁ আপনি লুকিয়ে পড়ুন, মিস্ট্রেস পেজ ভারী ঝগড়াটে মেয়ে। (ফলস্টাফ লুকিয়ে পড়ল)

মিস্ট্রেস পেজ ও রবিনের প্রবেশ

কী ব্যাপার! কেমন আছ?

মিঃ পেজ। ও মিস্ট্রেস ফোর্ড, তুমি কি করেছ, লজ্জার কথা! সর্বনাশ করলে, চিরদিনের মত জাহান্নামে গেলে তুমি।

মিঃ ফোর্ড। কী ব্যাপার বলবে ত!

মিঃ পেজ। তোমার স্বামীর মত এমন একজন সৎ লোকের মনে এতখানি সন্দেহের কারণ সঞ্চার করলে।

মিঃ ফোর্ড। সন্দেহের কি কারণ?

মিঃ পেজ। সন্দেহের কারণ? তোমার স্বামী উইণ্ডসরের অনেক লোকজন নিয়ে এখানে একজন লোকের খোঁজ করতে আসছেন যে লোকটাকে তুমি তোমার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আশ্রয় দিয়েছ তোমার ঘরে। তোমার দফা রফা হয়ে গেল।

মিঃ ফোর্ড। ভগবান করুন যেন তা না হয়।

মিঃ পেজ। কিন্তু সত্যি সত্যিই ত এই ধরনের একজন লোক এখানে আছে। আর তোমার স্বামী সত্যি সত্যিই উইণ্ডসর শহরের প্রায় অর্ধেক লোককে জড়ো করে এখানে খোঁজ করতে আসছেন সেই লোকটার। আমি তোমাকে আগে খবর দিতে এলাম। যদি বাঁচতে চাও, নিজের মানসম্মান বজায় রাখতে চাও তাহলে লোকটাকে বার করে দাও। তা না হলে তোমার ভদ্র জীবনযাপনের এইখানেই ইতি হবে।

মিঃ ফোর্ড। এখন তাহলে আমি কি করব? সত্যি সত্যিই এখানে আমার একজন প্রিয় বন্ধু আছেন। আমি এখন আমার নিজের লজ্জার থেকে তাঁর বিপদের কথাটাই বেশী করে ভাবছি। উনি যদি হাজার পাউণ্ড ওজন ভারী না হতেন তাহলে বাড়ি থেকে কোনরকমে বার করে দেওয়া হত।

মিঃ পেজ। ভাববার সময় নেই, তোমার স্বামী এসে গেছেন। ওঁকে কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা করো। বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখতে পারবে

না। হায় হায়, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। দেখ এখানে একটা ঝুরি রয়েছে। ওঁর বুদ্ধি থাকলে এর ভিতরে ঢুকে পড়তে পারতেন। তুমি বরং এই ঝুরিটার উপর একটা লিনেনের কাপড় চাপা দিয়ে দাও। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তোমার দুজন লোক ঝুরিটাকে ডাচেট মিড নামে জায়গাটায় বয়ে নিয়ে যাক।

মিঃ ফোর্ড। কিন্তু উনি এত মোটা যে ঝুরির মধ্যে ঢুকবে না।

ফলস্টাফ। (বেরিয়ে এসে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঢুকতে পারব। দেখি দেখি। আপনার বন্ধুর পরামর্শই ঠিক।

মিঃ পেজ। কী খবর স্যার জন ফলস্টাফ? (চুপি চুপি আড়ালে) এই চিঠিগুলো কি আপনার লেখা নাইট?

ফলস্টাফ। (মিঃ পেজকে আড়ালে) আমি শুধু আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না, এখান থেকে চলে যেতে সাহায্য করুন আমায়। আমি এর ভিতর ঢুকে পড়ি। (ঝুরির ভিতর ঢুকে পড়ল ও ময়লা কাপড় ঢাকা দেওয়া হলো।)

মিঃ পেজ। ছোকরা তোমার মনিবকে ভাল করে ঢেকে দাও। মিস্ট্রেস ফোর্ড, এবার তোমার লোকদের ডাক।

মিঃ ফোর্ড। কই জন রবার্ট! (রবিনের প্রস্থান)

ভৃত্যদের পুনঃপ্রবেশ

যাও এই কাপড়গুলো ডাচেট মিডে গিয়ে ধোপানীকে কাচতে দিয়ে এস। যাও তাড়াতাড়ি যাও।

ফোর্ড, পেজ, কায়াস ও স্যার হুগো ইভান্সএর প্রবেশ

ফোর্ড। আমার অনুরোধ আপনারা নিকটে আসুন। যদি বিনা কারণে সন্দেহ করি তাহলে আমাকে নিয়ে উপহাস করবেন আপনারা। কী ব্যাপার, কোথায় চলেছ তোমরা?

ভৃত্যগণ। ধোপার কাছে।

মিঃ ফোর্ড। ওরা কোথায় কি ধুতে যাচ্ছে সে খবরে তোমার কি দরকার? তোমার ত দরকার শুধু মাংসের।

ফোর্ড। খবরদার মাংসের তুলনা দেবে না। (ঝুরিসহ ভৃত্যদের প্রস্থান) ভদ্রমহোদয়গণ, গতরাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, সেই স্বপ্নের কথা আপনাদের এবার বলব। এই চাবি নিন, আমার সব ঘর খুলে ঢুকে

দেখুন। আমি বলে দিচ্ছি, খেঁকশেয়ালটাকে গর্ত থেকে খুঁজে বার করবই। দাঁড়ান, এই দরজাটা আগে বন্ধ করে দিই, (দরজায় তালা দিয়ে) এবার পালাও দেখি !

পেজ। মাস্টার ফোর্ড, শান্ত হও। তুমি নিজের উপর অন্যায় করছ।

ফোর্ড। সত্যিই তাই করছি মাস্টার পেজ। কই ভদ্রমহোদয়গণ, যান, এখনি মজা দেখতে পাবেন। আমার সঙ্গে আসুন।

ইভান্স। এ বড় অদ্ভুত সন্দেহ ত !

কায়াস। ফ্রান্সে এ ধরনের কোন রীতি নেই। এটা কোন ঈর্ষার কারণই না সেখানে।

পেজ। যাই হোক, তোমরা ওর সঙ্গে যাও। খুঁজে দেখ কি পাওয়া যায়। (ইভান্স, পেজ ও কায়াসের প্রস্থান)।

মিঃ পেজ। দুটো পাখিই এক ঢিলে মরল না কি ?

মিঃ ফোর্ড। আমি বুঝতে পারছি না কিসে আমি বেশী খুশি হচ্ছি, আমার স্বামী না স্যার জনকে ঠকাতে পারাতে।

মিঃ পেজ। যখন তোমার স্বামী জিজ্ঞাসা করল ঝুরিতে কি আছে তখন কী অবস্থাই না হয়েছিল বলত আমাদের ?

মিঃ ফোর্ড। আমার মনে হয় ওর গাটাকে ধুতে হবে, তাই ওকে জলে ফেলে দিলেই ভাল হবে।

মিঃ পেজ। চুলোয় যাক অসৎ পাজী কোথাকার। এই ধরনের অসচ্চরিত্র লোকের এই শাস্তিই বিধেয়।

মিঃ ফোর্ড। আমার মনে হয় ফলস্টাফের এখানে আসার ব্যাপারে আমার স্বামী বিশেষভাবে সন্দেহ করেছিল। কারণ তাঁকে এতখানি রাগতে এর আগে কখনো দেখিনি।

মিঃ পেজ। আমি তা পরীক্ষা করার জন্য একটা ফন্দী আঁটব। আমরা ফলস্টাফকে নিয়ে আরো কিছু চাতুরী খেলব। ওকে যে রোগে ধরেছে সে রোগ এ ওষুধে সারবে না।

মিঃ ফোর্ড। মিস্ট্রেস কুইকলিকে পাঠিয়ে ওকে জলে ফেলতে নিষেধ করলে হয় না। বরং ওকে অন্য আর এক শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

মিঃ পেজ। হ্যাঁ তাই হবে। কাল সকাল আটটায় ওকে আবার আসতে বল আজকের ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

ফোর্ড, পেজ, কায়াস ও ইভান্স-এর পুন প্রবেশ

ফোর্ড। কই তাকে ত খুঁজে পেলাম না।

মিঃ পেজ। (মিঃ ফোর্ডকে আড়ালে) শুনলে ?

মিঃ ফোর্ড। আমাকে নিয়ে খুব খেলাটাই খেললে মাস্টার ফোর্ড। তাই নয় কি ?

ফোর্ড। তাই ত দেখছি।

মিঃ ফোর্ড। ঈশ্বর যেন তোমায় সুমতি দেন।

ফোর্ড। তাই যেন দেন।

মিঃ পেজ। আপনি সত্যিই খুব অন্যায় করেছেন মাস্টার ফোর্ড।

ফোর্ড। হ্যাঁ, যা বলবেন বলুন ; আমাকে তা সহ্য করতেই হবে।

ইভান্স। এই বাড়ির কোথাও কোন ঘরে যদি কেউ থাকে ত কি বলছি, তাহলে আমাকে পাপী বলে ডাকবে।

কায়াস। আমিও বলছি, কেউ নেই ঘরে।

পেজ। ছিঃ ছিঃ, মাস্টার ফোর্ড, তুমি লজ্জিত হওনি ? তুমি কি করে এই কুৎসিত কল্পনা করতে পারলে ? উইণ্ডসর প্রাসাদের সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও আমি তোমার মত এ কাজ করতে পারব না।

ফোর্ড। এটা আমারই দোষ মাস্টার পেজ, আমি এর জন্য মনোকষ্ট পাচ্ছি।

ইভান্স। আপনি আপনার অন্যায় বিবেকের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার স্ত্রী সত্যিই সৎ। পাচ হাজার পাঁচশো মেয়ের মধ্যে অমন সৎ মেয়ে একটাও পাওয়া যায় না।

কায়াস। ঈশ্বরের নামে বলছি, উনি সত্যিই সৎ নারী।

ফোর্ড। যাই হোক, আমি আপনাদের ডিনার খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আসুন, পার্কে একটু ঘুরে বেড়ান। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি পরে আপনাদের খুলে বলব কেন আমি একাজ করেছি। কই এস গিন্নী, আসুন মিস্ট্রেস পেজ, আমায় ক্ষমা করুন অন্তরের সঙ্গে।

পেজ। চল সব। তবে আমরা ওকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা তামাশা করব। আগামী কাল সকালে আমি আমার বাড়িতে তোমাদের প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করছি। সেখান থেকে আমরা সকলে মিলে পাখি শিকার করতে যাব। কী সকলে রাজী ত ?

সকলে। নিশ্চয়, খুব ভাল হবে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। পেজের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান

পেণ্টন ও এ্যানী পেজের প্রবেশ

পেণ্টন। আমি দেখছি আমি তোমার বাবার ভালবাসা পাব না। সুতরাং তাঁর কাছে আমায় আর পাঠিও না প্রিয়তমা।

এ্যানী। হায়, তাহলে কি হবে?

পেণ্টন। কেন তুমি নিজে যাবে তাঁর কাছে। আমি খুব বড় বংশের ছেলে বলে তাঁর আপত্তি। তাঁর ধারণা আমি ফূর্তি করে আমার সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছি বলেই আমি নাকি তাঁর সম্পত্তি লাভ করে আমার অভাব পূরণ করতে চাইছি। এ ছাড়া আরো অনেক বাধা তিনি খাড়া করেছেন। আমি নাকি আগে অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছি, আমি কু-সঙ্গে মেলামেশা করি। তিনি আরো বলেছেন, আমি নাকি তোমায় টাকার জন্যেই ভালবাসি।

এ্যানী। এমনও ত হতে পারে তিনি সত্য কথা বলছেন।

পেণ্টন। না, কালক্রমে একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবেই। যদিও আমি স্বীকার করি তোমার বাবার ধনসম্পত্তি তোমাকে ভালবাসার প্রথম প্রেরণা যোগায়, তবু তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে তোমার মধ্যে খুঁজে পেলাম তার থেকে আরো অনেক বেশী মূল্যবান ধনসম্পত্তি এ্যানী। এখন তাল তাল সোনা বা থলে ভর্তি টাকা না, এখন আমি শুধু চাই তোমার নিজস্ব ঐশ্বর্য।

এ্যানী। মাস্টার পেণ্টন, তবু আমার বাবার স্নেহ অর্জন করার চেষ্টা করো। যদি সব আবেদন নিবেদন করেও তা অর্জন করতে না পার তাহলে আমার কথা শোন। (ওরা আড়ালে আলোচনা করতে লাগল)

শ্যালো, স্লেণ্ডার ও কুইকলির প্রবেশ

শ্যালো। ওরা কথা বলছে ত কি হবে। ওদের কথা বন্ধ করে দাও। আমার আত্মীয় কথা বলবে ওর সঙ্গে।

স্লেণ্ডার। হ্যাঁ, আমি কথা বলব। সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে।

শ্যালো। তুমি ভয় পেও না।

স্লেণ্ডার। না, সে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। আমি তাকে গ্রাহ্যই করি না। তবু আমার একটু ভয় লাগছে।

কুইকলি। শুনছেন ও দিদিমণি, মাস্টার স্লেণ্ডার আপনার সঙ্গে একটা কথা বলবেন।

এ্যানী। আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। (স্বগত) এই হচ্ছে আমার বাবার

পছন্দ করা ছেলে। হায়, বাৎসরিক তিনশো পাউণ্ড টাকার কাছে সব দোষই গুণে পরিণত হয়।

কুইকলি। কেমন আছেন মাস্টার পেণ্টন? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

শ্যালো। উনি আসছেন। যাও ওর কাছে। আজ তোমার বাবা থাকলে ভাল হত। মিস্ট্রেস এ্যানী, আমার ভাইপো তোমাকে ভালবাসে।

স্লেণ্ডার। হ্যাঁ, গ্লসেস্টশায়ারের যে কোন মেয়েকে যেমন ভালবাসি।

শ্যালো। সে তোমাকে যে কোন ভদ্রমহিলার মতই পালন করবে সম্মানের সঙ্গে। সে তোমাকে দেড়শো পাউণ্ড করে মাসোহারা দেবে।

এ্যানী। মাস্টার শ্যালো, আপনি বরং ওঁকে নিজেকেই ভালবাসতে বলুন।

শ্যালো। একথা বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ভাইপো, ও তোমাকে ডাকছে। আমি যাচ্ছি।

এ্যানী। কই মাস্টার স্লেণ্ডার—

স্লেণ্ডার। কি বলছ এ্যানী?

এ্যানী। তোমার মতামত কি?

স্লেণ্ডার। বাঃ প্রিয়তমা, একথা বলে কেন ঠাট্টা করছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি এখনো অবশ্য মনস্থির করিনি, আমার মনটা এত ছোট নয়।

এ্যানী। আমি বলতে চাই মাস্টার স্লেণ্ডার, এখন তুমি আমায় কি বলবে?

স্লেণ্ডার। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের তরফ থেকে তোমাকে কিছু বলার নেই। তোমার বাবা আর আমার কাকাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে। যদি আমার ভাগ্যে থাকে ত হবে। আমার থেকে তাঁরাই তোমাকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। ঐ তিনি আসছেন।

পেজ ও মিস্ট্রেস পেজের প্রবেশ

পেজ। এই মাস্টার স্লেণ্ডার। কন্যা এ্যানী, ওকে তুমি ভালবেসে সুখী হও। একি, এখানে আবার এখন মাস্টার পেণ্টন কোথা হতে এল? তুমি আমার বাড়ি বারবার এসে অন্যায় করছ আমার উপর। আমি তোমাকে বলে দিয়েছি যে আমার মেয়ে—

পেণ্টন। অধৈর্য হয়ে রাগারাগি করবেন না মাস্টার পেজ।

মিঃ পেজ। মাস্টার পেণ্টন, তুমি আমার মেয়ের কাছে আর আসবে না।

পেজ। তোমার সঙ্গে তার সাজন্ত হবে না।

পেণ্টন। আমার একটা কথা শুনবেন স্যার ?

পেজ। না না মাস্টার পেণ্টন, এস শ্যালো, এস স্লেণ্ডার, ভিতরে এস। আমার মনের কথা সব জেনে শুনে কেন তুমি অন্যায় করছ আমার উপর পেণ্টন ? (পেজ, শ্যালো ও স্লেণ্ডারের প্রস্থান)

কুইকলি। মিস্ট্রেস পেজের সঙ্গে কথা বল।

পেণ্টন। হে মাননীয়া মিঃ পেজ, সমস্ত রকমের প্রতিরোধ এবং প্রতিকূলতা সত্বেও আমি আপনার কন্যাকে ভালবাসি এবং পবিত্রভাবে চিরদিন ভালবেসে যেতে চাই। এ ভালবাসা হতে কোনদিন প্রতিনিবৃত্ত হব না আমি। সুতরাং আমার এই ভালবাসার প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন আপনি।

এ্যানী। দোহাই মা, তুমি আমায় ঐ বোকা লোকটার সঙ্গে বিয়ে দিও না।

মিঃ পেজ। হ্যাঁ আমিও তা চাই না। আমি তোমার জন্য আরো ভাল পাত্রই খুঁজছি।

কুইক। আর সেই ভাল পাত্র হচ্ছে আমার মনিব ডাক্তার কায়াস।

এ্যানী। হায়, এমন ভাল স্বামী পাওয়ার থেকে আমার মরণ ভাল।

মিঃ পেজ। থাক, মন খারাপ করো না মাস্টার পেণ্টন, আমি তোমার শত্রু মিত্র কিছুই হব না। আমি আমার মেয়েকে প্রশ্ন করে জানব সে তোমাকে কতখানি ভালবাসে। তার থেকে যেমন যেমন বুঝব সেই রকম ব্যবস্থা করব। এখন বিদায়। তার এখন ভিতরে যাওয়া উচিত, তা না হলে তার বাবা রাগ করবেন।

পেণ্টন। বিদায় মিস্ট্রেস পেজ, বিদায় এ্যানী। (মিঃ পেজ ও এ্যানীর প্রস্থান)

কুইক। এটা আমারই বাহাদুরি জানবে। কারণ আমিই বলেছিলাম, ডাক্তার কায়াসের হাতে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে জলে ফেলে দেবে ? তার থেকে মাস্টার পেণ্টনের দিকে নজর দাও। এইভাবে ওর মায়ের মনটা তোমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, এটা আমারই বাহাদুরি।

পেণ্টন। এ জন্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমার আর একটা অনুরোধ, আমার এই আংটিটা আমার প্রিয়তমা এ্যানীকে দেবে। আর তোমার পরিশ্রমের বকশিস্‌স্বরূপ এই সামান্য কিছু রইল।

কুইক। ভগবান আপনার ভাল করুন। (পেণ্টনের প্রস্থান) ছোকরাটার

মনটা সত্যিই বড় দয়ালু। এমন ছেলের জন্য যে কোন মেয়ে জলে ডুববে আগুনে পুড়বে। তবু আমি চাইব আমার মনিব মিস্ট্রেস এ্যানীকে লাভ করুক অথবা চাইব মাস্টার স্লেণ্ডার তাকে পাক, অথবা আমি চাইব মাস্টার পেণ্টন তাকে পাক। আবার আমি তাদের তিনজনের জন্যই যা পারব করব, কারণ আমি তাদের তিনজনকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আর আমি আমার কথামত কাজ করতে ভালবাসি। ওমা, আমাকে আবার স্যার জন ফলস্টাফের কাছে যেতে হবে, দুজনের দুটো চিঠি আছে। এতে গাফিলতি দেখিয়ে আমি পশুর মত কাজ করেছি।

পঞ্চম দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

ফলস্টাফ ও বার্ডলফের প্রবেশ

ফলস্টাফ। বার্ডলফ্‌ শোন।

বার্ডলফ্‌। এই যে এখানে স্যার :

ফলস্টাফ। যাও আমার জন্য মদ নিয়ে এস। আর টোষ্টও এনো তার সঙ্গে। (বার্ডলফের প্রস্থান) আমাকে ঝুরিতে করে কশাইখানার মাংসের মত বয়ে নিয়ে গিয়ে টেমস্‌ নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। আর যদি আমি এই ধরনের ওদের চাতুরীতে ধরা দিই ত আমার মাথার ঘি সব বার করে দিয়ে কুকুরকে খাইয়ে দেব। পাজীগুলো আমাকে ঠিক কুকুরছানার মত অম্লানবদনে জলে ফেলে দিচ্ছিল। যদি সেখানে জল বেশী থাকত তাহলে আমি ডুবে যেতাম। কিন্তু সে জায়গার জলটা অগভীর ছিল বলেই আমি বেঁচে গেলাম। জলে ভিজে মানুষ কতখানি ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে তা দেখ।

মদের পাত্র হাতে বার্ডলফের পুনঃ প্রবেশ

বার্ডলফ্‌। মিস্ট্রেস কুইকলি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান স্যার।

ফলস্টাফ। এখন এস, আমার যে পেটটা টেমস্‌ নদীর ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফুলে উঠেছে সেই পেটটায় প্রথমে কিছু মদ ঢেলে দাও। জলটা এত ঠাণ্ডা যে মনে হচ্ছে বরফের ঠাণ্ডা পিল খেয়েছি। তাকে ডেকে নিয়ে এস।

বার্ডলফ্‌। কই মেয়ে, ভিতরে এস।

মিস্ট্রেস কুইকলির প্রবেশ

কুইকলি। দয়া করে ক্ষমা করবেন স্যার। নমস্কার।

ফলস্টাফ। এই সব বাজে মদগুলো নিয়ে যাও, এক বোতল ভাল মদ নিয়ে এস।

বার্ডলফ্। তার সঙ্গে ডিম আনব স্যার?

ফলস্টাফ। না, মদের সঙ্গে আর কিছু খাব না। (বার্ডলফের প্রস্থান) এখন কি বলতে চাও?

কুইক। আমি মিস্ট্রেস ফোর্ডের কাছ থেকে আসছি।

ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ড? ফোর্ড আমায় যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। ফোর্ড আমায় জলে ফেলে দিয়েছে, তার জন্য আমার পেট ফুলে উঠেছে জল খেয়ে।

কুইক। কী দুঃখের কথা, কিন্তু এতে ওঁর কোন দোষ নেই। উনি ওঁর লোকজনকে শুধু বয়ে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। লোকগুলো ভুল করে এই কাজ করেছে।

ফলস্টাফ। ভুল আমিও করেছি, একটা নির্বোধ মেয়ের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি।

কুইক। কিন্তু উনি এর জন্যে যেভাবে দুঃখ করছেন তা শুনলে আপনারও তা দেখতে ইচ্ছে হবে। তাঁর স্বামী আজ সকালে পাখি শিকার করতে গেছেন। উনি চান আজ আবার সকাল আটটা হতে নটার মধ্যে আপনি ওঁর কাছে যান। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি বলে আসব। উনি এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান।

ফলস্টাফ। ঠিক আছে, আমি যাব। তাঁকে বলবে একথা। তাঁকে আরো বলবে উনি যেন মানুষের উপযুক্ত মর্যাদা দেন। আমার দোষ গুণ ঠিকভাবে বিচার করেন।

কুইক। আমি তাঁকে বলব।

ফলস্টাফ। ঠিক আছে, নটা থেকে দশটার মধ্যে?

কুইক। না, আটটা থেকে নটার মধ্যে স্যার।

ফলস্টাফ। ঠিক আছে যাও, আমি যেতে অন্যথা করব না।

কুইক। আপনার মঙ্গল হোক। (প্রস্থান)

ফলস্টাফ। কী ব্যাপার, মাস্টার ব্রুকের কোন খবর পেলাম না। ও আমায় বাড়িতে এই সময় থাকতে বলেছিলেন। তার টাকাটা পেলে আমার খুব ভাল হয়। এই যে আসছে ও।

ছদ্মবেশী ফোর্ডের প্রবেশ

ফোর্ড। মঙ্গল হোক স্যার আপনার।

ফলস্টাফ। মাস্টার ব্রুক, আপনি কি এখন জানতে এসেছেন ফোর্ডের স্ত্রী আর আমার মধ্যে কি ঘটেছে ?

ফোর্ড। হ্যাঁ, সেইটাই জানতে চাই স্যার।

ফলস্টাফ। মাস্টার ব্রুক, আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলব না। আমি যথাসময়ে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

ফোর্ড। কিন্তু উনি কি আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন ?

ফলস্টাফ। বিশেষ অসম্মা.নর সঙ্গে স্যার।

ফোর্ড। কেন, উনি কি ওঁর মতের পরিবর্তন করেছেন ?

ফলস্টাফ। না মাস্টার ব্রুক, উনি নন, ওঁর স্বামীর জন্যেই এমন হলো। ওঁর স্বামী যিনি সব সময় সন্দেহকাতর, আমাদের দুজনের দেখা হওয়ার সময় হঠাৎ তিনি এসে পড়লেন। আমরা তখন সবেমাত্র আমাদের মিলনের ভূমিকা-স্বরূপ আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি সেরেছি, এমন সময় উনি অনেক লোক নিয়ে তাঁর স্ত্রীর প্রেমিককে খুঁজতে এলেন। তাঁর কথায় লোকগুলো সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

ফোর্ড। সেকি, আপনি তখন সেই বাড়িতেই ছিলেন ?

ফলস্টাফ। হ্যাঁ, আমি সেই বাড়িতেই ছিলাম।

ফোর্ড। কিন্তু আপনাকে খুঁজে তারা পায়নি ?

ফলস্টাফ। বলছি। সৌভাগ্যবশতঃ মিস্ট্রেস পেজ নামে এক ভদ্রমহিলা এসে ফোর্ডের আসার কথা বলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বুদ্ধি করে আমায় একটা ঝুরিতে করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন।

ফোর্ড। একটা ঝুরিতে করে ?

ফলস্টাফ। হ্যাঁ, সেই ঝুরিতে যত সব ময়লা জামা কাপড়, মোজা গামছা প্রভৃতি জিনিস দিয়ে আমাকে ঢেকে দিয়েছিল। সেইসব ময়লা কাপড জামার দুঃসহ দুর্গন্ধে আমার প্রাণ বার হয়ে আসছিল।

ফোর্ড। আপনি সেইভাবে কতক্ষণ ছিলেন ?

ফলস্টাফ। বলছি মাস্টার ব্রুক। আমি শুধু আপনার ভালর জন্য, আপনি যাতে মেয়েটাকে করায়ত্ত করতে পারেন তার জন্য আমি কত কষ্ট করেছি তা একে একে সব শুনবেন। এইভাবে ঝুরির মধ্যে কিছুক্ষণ থাকার পর ফোর্ডের জনকতক চাকরকে ডাকা হলো। তারা আমায় কাপড় ধুতে যাবার নাম করে ডাচেট মিডে বয়ে নিয়ে গেল। বাড়ি থেকে বার হবার সময় তাদের

মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ত ভয়ে কাঁপছিলাম, যদি ঝুরিটা খুঁজে দেখে। কিন্তু ভাগ্যে তার প্রতারণা আছে বলেই সে আর খুঁজল না। সে চলে গেল আমায় খুঁজতে আর আমি চলে গেলাম সেই ময়লা কাপড়গুলোর সঙ্গে। দেখুন মাস্টার ব্রুক, আমি তিন তিনবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার পর কোনরকমে রেহাই পাই। প্রথমতঃ সেই সন্দেহবাতিক লোকটার হাতে ধরা পড়ে যাবার ভয়, তারপর ঝুরিতে করে লোকের মাথায় চেপে যাওয়া আর সেই সব ময়লা কাপড়জামার ভিতরে গরমে সিদ্ধ ও শ্বাসরুদ্ধ হওয়া, তারপর সেই গরম থেকে হঠাৎ টেমস্ নদীর ঠাণ্ডা জলে পড়ে যাওয়া।

ফোর্ড। সত্যি বলছি স্যার, আপনি আমার জন্য এত কষ্টভোগ করেছেন বলে সত্যিই আমি দুঃখিত। যদিও আমার প্রেম একেবারে মরিয়া তবু আর আপনি তার কাছে যাবেন না।

ফলস্টাফ। মাস্টার ব্রুক, আমাকে যেমন টেমস্ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তেমনি একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও আমি তাঁকে এভাবে ত্যাগ করতে পারব না। আজ সকালে তাঁর স্বামী পাখি শিকার করতে যাবে। তাঁর কাছ থেকে লোক এসেছিল। আমাকে সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে যেতে বলেছেন।

ফোর্ড। এখনি ত আটটা বেজে গেছে।

ফলস্টাফ। আমি তাহলে ওখানে যাব এবার। সময়মত আপনি এসে জেনে যাবেন আমি কিভাবে প্রেম করি তাঁর সঙ্গে। মূল কথা আপনি একদিন তাঁকে ভোগ করবেনই। বিদায় মাস্টার ব্রুক, আপনি মাস্টার ফোর্ডকে প্রতারিত করে তার স্ত্রীকে একদিন অবশ্যই লাভ করবেন। (প্রস্থান)

ফোর্ড। তোমার সবচেয়ে ভাল কোটটার মধ্যে ফুটো হয়ে গেছে। এবার আমি নিজমূর্তি ধরে আপন স্বরূপ প্রকাশ করব। ও নিশ্চয় এখন আমার বাড়িতে চলে গেছে। এবার দেখব ও কেমন করে পালিয়ে যায়। আমি সর্বত্র খুঁজব। যদিও আমার ভাগ্যে যা আছে আমি তা এড়াতে পারব না তথাপি সে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না। আমি পশুর মত উন্মাদ হয়ে যাব। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উইণ্ডসর। রাজপথ।

মিস্ট্রেস পেজ, মিস্ট্রেস কুইকলি ও উইলিয়মের প্রবেশ

মিঃ পেজ। উনি কি মাস্টার ফোর্ডের বাড়িতে এর মধ্যেই চলে গেছেন ?

কুইক। এতক্ষণ নিশ্চয় তিনি চলে গেছেন অথবা এখনি চলে যাবেন। কিন্তু ওঁকে জলে ফেলে দেওয়ার জন্য সত্যি সত্যিই উনি রাগে পাগলের মত হয়ে গেছেন। মিস্ট্রেস ফোর্ড আপনাকে এখনি যেতে বলেছেন।

মিঃ পেজ। আমি একটু পরে যাব। আমি আমার ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাব। আজ ওদের খেলা আছে।

স্যার হুগো ইভান্সএর প্রবেশ

কি খবর স্যার হুগো, আজ আপনার স্কুল নেই ?

কুইক। ওঁর অগুরের আশীর্বাদ চান।

মিঃ পেজ। স্যার হুগো, আমার স্বামী বলছিলেন আমার ছেলের কোন পড়াশুনো হচ্ছে না। আমার অনুরোধ আপনি তাকে কিছু প্রশ্ন করুন।

ইভান্স। এদিকে এস উইলিয়ম। মাথা তুলে দাঁড়াও।

মিঃ পেজ। এস এস, তোমার শিক্ষককে উত্তর দাও, ভয় করো না।

ইভান্স। বল ত উইলিয়ম, বিশেষ্যের মধ্যে ক'টা বচন আছে ?

উইলিয়ম। দুটো।

কুইক। তা বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আর একটা আছে।

ইভান্স। তোমার কচকচি থামাও দেখি। সবচেয়ে সুন্দর কি জিনিস বলত ?

উইলিয়ম। মেরুপ্রদেশের বিড়াল।

কুইক। আমার মনে হয় ওর থেকেও সুন্দর জিনিস আছে।

ইভান্স। তুমি বড় বোকা মেয়ে, যা তা বলো। আচ্ছা উইলিয়ম 'ল্যাপিস' কি জিনিস বল দেখি ?

উইলিয়ম। পাথর স্যার।

ইভান্স। পাথর মানে কি ?

উইলিয়ম। পাথর মানে ঢেলা।

ইভান্স। না 'ল্যাপিস'। এটা মনে রাখবে। আচ্ছা 'জেনিটিভ কেসে' বহুবচন কখন হয় ?

কুইক। জেনির কেসের প্রতিশোধ? মেয়ে বড় নচ্ছার, ওর কথা মুখে আনবে না।

ইভান্স। আচ্ছা তুমি কি পাগল হয়েছ? কারক, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতির কোন জ্ঞানই নেই তোমার? তোমার মত নির্বোধ খৃস্টান কখনো দেখিনি আমি।

মিঃ পেজ। দয়া করে চুপ করো।

ইভান্স। সর্বনামের শব্দরূপ জান উইলিয়ম?

উইলিয়ম। আমি ভুলে গেছি স্যার।

ইভান্স। ওর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। বিদায় মিস্ট্রেস পেজ।

মিঃ পেজ। বিদায় স্যার হুগো। (স্যার হুগোর প্রস্থান) বাড়ি যাও বাছা, অনেকক্ষণ বাড়ি ছাড়া হয়েছি আমরা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফোর্ডের বাসগৃহ।

ফলস্টাফ ও মিস্ট্রেস ফোর্ডের প্রবেশ

ফলস্টাফ। মিস্ট্রেস ফোর্ড, আপনার দুঃখ বা অনুশোচনা দেখে আমার কষ্টভোগের কথা সব ভুলে গিয়েছি। আমি এক চুলের জন্য বেঁচে গেছি। আর আমি দেখছি আপনি আপনার প্রেমের দিক থেকে বড় একগুঁয়ে। আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সত্যিই এখানে নেই?

মিঃ ফোর্ড। সে সত্যিই শিকারে গেছে প্রিয়তম স্যার জন।

মিঃ পেজ। (ভিতর থেকে) কি করছ মিস্ট্রেস ফোর্ড, আলোচনা করছ?

মিঃ ফোর্ড। স্যার জন, ঘরের ভিতর চলে যান। (ফলস্টাফের প্রস্থান)

মিঃ পেজ। সেকি, তুমি ছাড়া বাড়িতে আর কে আছে?

মিঃ ফোর্ড। কেন, আমার লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই।

মিঃ পেজ। তাই নাকি?

মিঃ ফোর্ড। না নিশ্চয়ই না। (আড়ালে) জোরে বল।

মিঃ পেজ। সত্যিই এখানে কেউ নেই জেনে আমি খুশি।

মিঃ ফোর্ড। কেন?

মিঃ পেজ। কারণ তোমার স্বামীর আবার সন্দেহবাতিকটা তেমনি জেগেছে। এ বিষয়ে তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি সব বিবাহিত নারীদের গালাগালি করছেন। যে কোন মেয়েকেই অভিশাপ দিচ্ছেন। তিনি কপালে করাঘাত করতে করতে, গেলাম গেলাম বলে

চীৎকার করছেন। তাঁর অবস্থা দেখে যা মনে হচ্ছে তার থেকে উন্মত্ততাও ঢের ভাল। মোটা নাইটটা যে এখানে নেই এতে আমি খুশি।

মিঃ ফোর্ড। উনি নাইটের কথাও বলছেন নাকি ?

মিঃ পেজ। নাইটের কথা ছাড়া মুখে আর কোন কথা নেই। উনি বলছেন এর আগে সেদিন উনি যখন এবাড়িতে নাইটের খোঁজ করছিলেন তখন নাইটকে ঝুরিতে করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি আমার স্বামীকে বলছেন এখন উনি এখানেই আছেন এবং ওঁর সন্দেহের সত্যতা আর একবার প্রমাণ করার জন্য উনি দলবল নিয়ে এখানেই আসছেন। নাইট এখানে নেই জেনে খুশি হলাম আমি। এখানে এলে উনি আবার বোকা বনে যাবেন।

মিঃ ফোর্ড। মিস্ট্রেস পেজ, উনি কত দূরে আছেন এখন ?

মিঃ পেজ। এখন রাস্তার শেষ প্রান্তে খুব কাছেই এসে পড়েছেন। এখনি এসে পড়বেন।

মিঃ ফোর্ড। আমি গেলাম, নাইট এখানেই আছে।

মিঃ পেজ। কী সর্বনাশ, তুমি দারুণ লজ্জায় পড়বে এবং নাইট মারা যাবে। কী ধরনের মেয়ে তুমি, ওর সঙ্গে পালাও, পালিয়ে যাও। নরহত্যার থেকে লোকলজ্জা ভাল।

মিঃ ফোর্ড। উনি এখন কোন দিকে যাবেন ? আমি কি করে ওঁকে কোন দিকে পাঠাব ? আমি কি আবার ঝুরিতে করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব ওঁকে ?

ফলস্টাফের পুনঃপ্রবেশ

ফলস্টাফ। না, আমি আর ঝুরিতে করে যাব না। উনি আসার আগে আমি কি চলে যেতে পারি না ?

মিঃ পেজ। মাস্টার ফোর্ডের তিন ভাই পিস্তল হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তা না হলে আপনি পালিয়ে যেতে পারতেন উনি আসার আগেই। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেন ?

ফলস্টাফ। এখন আমি কি করব ? আমি কি চিমনিতে উঠে পড়ব ?

মিঃ ফোর্ড। ওখানে পাখির ছানাগুলো থাকে। তাছাড়া ওরা এ বাড়ির সব জায়গায় খুঁজে দেখবে। এ বাড়িতে কোথাও আপনার লুকিয়ে থাকা চলবে না।

ফলস্টাফ। ঠিক আছে, আমি তাহলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।

মিঃ পেজ। আপনি যদি ছদ্মবেশে না গিয়ে স্বরূপে যান তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য স্যার জন।

মিঃ ফোর্ড। কিন্তু কোন ছদ্মবেশে ওঁকে আমরা পাঠাব ?

মিঃ পেজ। হায়, হায়, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। ওঁর মাপের যদি কোন মেয়ের গাউন থাকত তাহলে তাই পরে মাথায় একটা টুপী দিয়ে আর গলায় মাফলার বা রুমাল বেঁধে পালিয়ে যেতেন।

ফলস্টাফ। আপনারা যাই হোক একটা উপায় ঠিক করুন। এই দুর্ঘটনা হতে আমায় বাঁচাবার যে কোন একটা ব্যবস্থা করুন।

মিঃ ফোর্ড। আমাদের ঝির এক পিসি আছে, সে খুব মোটা। তার একটা গাউন আছে উপরতলায়।

মিঃ পেজ। আমি বলছি ওটা ওঁর গায়ে ঠিক হবে। মেয়েটা ওঁর মতই মোটাসোটা। মেয়েটার টুপী আর মাফলারও আছে। উপরে ছুটে চলে যান স্যার জন।

মিঃ ফোর্ড। যান যান স্যার জন। মিস্ট্রেস পেজ আর আমি দেখব আপনার মাথাটা কিভাবে ঢাকা যায়।

মিঃ পেজ। তাড়াতাড়ি যান, প্রথমে গাউনটা পড়ে ফেলুন, পরে আমরা আপনাকে সাজিয়ে দেব। (ফলস্টাফের প্রস্থান)

মিঃ ফোর্ড। আমার ইচ্ছা আমার স্বামী ওকে এইভাবে দেখে ফেলুন। উনি আবার ব্রেনফোর্ডের মেয়েটাকে দেখতে পারেন না। উনি তাকে এ বাড়ি আসতে নিষেধ করেছেন, এলে মারবে করে ভয় দেখিয়েছেন।

মিঃ পেজ। ভগবান করুন ও যেন তোমার স্বামীর কাছ থেকে লাঠির ঘা খায়।

মিঃ ফোর্ড। কিন্তু আমার স্বামী কি সত্যিই আসছেন ?

মিঃ পেজ। হ্যাঁ, খুব বিমর্ষচিত্তে আসছেন আর ঝুরির কথা বলছেন, জানি না, কোথা হতে এ কথাটা জানতে পারলেন।

মিঃ ফোর্ড। কোথা হতে এ খবর পেলেন সেটা আমরা পরে দেখব। আমি আমার লোকজনকে আবার ঝুরিটা বয়ে নিয়ে যেতে বলব আর যাবার পথে তাদের সঙ্গে দরজার কাছে আমার স্বামীর যেন দেখা হয় আগের মত।

মিঃ পেজ। না না, তা করতে যেও না, কারণ উনি এখনি এসে পড়বেন। এরচেয়ে আমরা ওকে ব্রেনফোর্ডের ডাইনিটার মত সাজিয়ে দিই।

মিঃ ফোর্ড। যাই হোক, ঝুরির ব্যাপারে কি বলা যায় আমি আমার লোকদের ভেবে দেখতে বলব। যাও উপরে যাও, আমি তার জন্য কিছু কাপড় যোগাড় করে আনছি। (প্রস্থান)

মিঃ পেজ। চুলোয় যাক, অসৎ পাজী লোকটা। তাকে নিয়ে আর আমাদের রগড় করা চলবে না। আমরা যা কিছু করব তার একটা সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা উচিত। আমরা যারা ঘরণী গৃহিণী তারা নানারকমের ঠাট্টা তামাশার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করতে পারি বটে কিন্তু আমাদের সব কাজই সৎ ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। (প্রস্থান)

দুইজন ভৃত্যসহ মিস্ট্রেস ফোর্ডের প্রবেশ

মিঃ ফোর্ড। যাও তোমরা, এই ঝুরিটা আবার তোমরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও। তোমাদের মনিব দরজার কাছে এসে গেছেন। যদি উনি দেখতে চেয়ে নামাতে বলেন তাহলে তাঁর কথা শুনবে। (প্রস্থান)

১ম ভৃত্য। চল চল, কাঁধে তুলে নাও।

২য় ভৃত্য। ভগবান করুন এর মধ্যে যেন সেই মোটা নাইটটা না থাকে।

১ম ভৃত্য। আমার মনে হয় তা নেই। তার বদলে সেই ওজনের সীসে বয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল।

ফোর্ড, পেজ, শ্যালো, কায়াস ও স্যার হুগো ইভান্স-এর প্রবেশ

ফোর্ড। মাস্টার পেজ, যদি আজকের ঘটনাটা সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে আপনারা আজ আমাকে আর বোকা বানাতে পারবেন না। ঝুরিতে কি আছে নামাও শয়তান, আর তোমাদের মধ্যে একজন আমার স্ত্রীকে ডাক। ঝুরির মধ্যে নিশ্চয় কোন যুবক আছে। যা সব খচ্চরের দল। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তোমরা যা করছ তাতে শয়তানও লজ্জা পাবে। কইগো আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, এস এস, দেখ কী ধরনের কাপড়জামা তুমি ধুতে পাঠাচ্ছ।

পেজ। এইসব কোথায় যাচ্ছে মাস্টার ফোর্ড? আর আপনি আলগা দেবেন না এ বিষয়ে। আপনাকে নিশ্চয় ঠকানো হচ্ছে।

ইভান্স। এসব হচ্ছে পাগলামি।

শ্যালো। এসব কিছু ভাল বুঝছি না মাস্টার ফোর্ড।

ফোর্ড। আমিও তাই বলি।

মিস্ট্রেস ফোর্ডের পুনঃ প্রবেশ

কই এদিকে এস মিস্ট্রেস ফোর্ড, এস সতী লক্ষ্মী স্ত্রী মিস্ট্রেস ফোর্ড, ধর্মপ্রাণা নারী যার স্বামী সন্দেহকাতর। আমি শুধু শুধু বিনা কারণে সন্দেহ করি। তাই নাকি?

মিঃ ফোর্ড। ঈশ্বর আমার সাক্ষী হও, তুমি আমায় শুধু শুধুই ত সন্দেহ করো। তুমি সব সময়েই আমায় অসতী ভাব।

ফোর্ড বাঃ বেশ বলেছ। কই ঝুরি নামাও। (ঝুরির কাপড় টেনে) পেজ। এতে কি আছে?

মিঃ ফোর্ড। আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। এতে শুধু কাপড় আছে।

ফোর্ড। আমি তোমার মধ্যে খোঁজ করব।

ইভান্স। এটা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আপনি কি আপনার স্ত্রীর কাপড় ধরে টানাটানি করবেন? চলে আসুন।

ফোর্ড। ঝুরি খালি করে দাও, আমি বলছি।

মিঃ ফোর্ড। কেন, কেন শুনি?

ফোর্ড। মাস্টার পেজ, যতই হোক আমি ত রক্ত মাংসের মানুষ. গতকাল ঝুরিতে করে একজনকে আমার বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল। আজও আবার ঝুরিতে করে আর একজনকে পাঠানো হবে না তার মানে কি? আমি জানি আমার বাড়িতেই সে লোক আছে। আমি ঠিক সংবাদই পেয়েছি, আমার সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত। ঝুরির সব কাপড় বার করে দেখাও।

মিঃ ফোর্ড। তুমি যদি কোন লোক ওর মধ্যে পাও তাহলে তাকে খুন করে ফেলতে পার।

পেজ। এখানে কোন লোক নেই।

শ্যালো। এটা কিন্তু ঠিক নয় মাস্টার ফোর্ড। এতে আপনারই অপমান হবে।

ইভান্স। মাস্টার ফোর্ড, এর জন্য আপনার প্রার্থনা করা উচিত ভগবানের কাছে। আপনার নিজের মনের কল্পনাকে এতখানি বিশ্বাস করা উচিত না। এসব হচ্ছে নিছক সন্দেহের বাতিক।

ফোর্ড। আমি যাকে খুঁজছি তাকে অবশ্য পাচ্ছি না।

পেজ। তাকে তুমি তোমার মাথা ছাড়া আর কোথাও পাবে না।

ফোর্ড। আমাকে এইবারটা অন্ততঃ তোমরা বাড়িটা খুঁজে দেখতে সাহায্য

করো। আমি যাকে খুঁজছি তাকে যদি না পাই তাহলে আমাকে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত বলে ডাকবে।

মিঃ ফোর্ড। কই মিস্ট্রেস পেজ, তুমি সেই বুড়ী মেয়েটাকে নিয়ে নেমে এস। আমার স্বামী ও ঘরে যাবেন।

ফোর্ড। বুড়ী? কোন বুড়ী আছে ও ঘরে?

মিঃ ফোর্ড। কেন, আমার ঝির পিসি সেই ব্রেনফোর্ডের বুড়ী।

ফোর্ড। সে একটা ডাইনী। আমি তাকে আমার বাড়ি আসতে নিষেধ করিনি? তাকে নিশ্চয় ডাকা হয়েছে। আমরা সাদাসিদে মানুষ। ভাগ্যগণনার নাম করে যে কি চলছে তা বলতে পারব না। ও মন্ত্র জানে, যাদু জানে। আমরা ও সব ছল চাতুরীর কিছুই বুঝি না। কই চলে আয় ডাইনী বুড়ী।

মিঃ ফোর্ড। ও আমার প্রিয়তম স্বামী, বুড়ো মানুষ, ওর গায়ে কোনরকম আঘাত করো না।

নারীর ছদ্মবেশে ফলস্টাফ ও মিস্ট্রেস পেজের প্রবেশ

মিঃ পেজ। এস, এস মা, তোমার হাতটা দাও।

ফোর্ড। আমি তাকে মেরে খুন করব (ছদ্মবেশী ফলস্টাফকে প্রহার) আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা ডাইনী, আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, তোমার ভাগ্যগণনা বার করে দিচ্ছি। (ফলস্টাফের প্রস্থান)

মিঃ পেজ। আপনার একটুও লজ্জা নেই? আমার মনে হয় আপনি বুড়ীটাকে মেরে ফেলবেন।

মিঃ ফোর্ড। না, ও মেরেই ফেলবে ওকে। এটা ওর পক্ষে একটা বড় কাজ।

ফোর্ড। মরুক ডাইনীটা।

ইভান্স। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনীই বটে। আবার মনে হয় আসলে ও একটা ছদ্মবেশী গুপ্তচর।

ফোর্ড। আমার অনুরোধ, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে একবার চল। ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখিগে। আমার সন্দেহের কারণটা একবার নিজের চোখে দেখবে চল।

পেজ। চল, ওর কথামত আমরা দেখিগে। চল সবাই। (মিঃ ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

মিঃ পেজ। আমার কথা বিশ্বাস করো, ও খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে ?
মিঃ ফোর্ড। না না, বেশী মারেনি আমার মনে হয়।
মিঃ পেজ। খুব ভাল করেছে। যে লাঠি দিয়ে ওকে মারা হয়েছে সেই পবিত্র লাঠিটাকে আমি চার্চে বেদীর উপর তুলে রাখব।
মিঃ ফোর্ড। তুমি কি বল, আমরা কি ওর উপর আরো প্রতিশোধ নেব ?
মিঃ পেজ। ওর মধ্যে থেকে দুষ্টুমির সমস্ত মনোভাব উপড়ে নেওয়া হবে। শয়তান যদি ওকে এত শাস্তি সত্ত্বেও না ছাড়ে তবেই ও আবার আমাদের দিকে নজর দেবে।
মিঃ ফোর্ড। আমরা কি আমাদের স্বামীকে খুলে বলব ওকে কী শাস্তি আমরা দিয়েছি।
মিঃ পেজ। হ্যাঁ, আমরা তা বলবই। আর ওরা যদি ওকে খুঁজে পায় তাহলে সেই অধার্মিক অসৎ পাজী নাইটটা আরো মার খাবে। তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।
মিঃ ফোর্ড। আমি বলছি ওকে সাধারণের সামনে প্রকাশ্যে অপমান করবে।
মিঃ পেজ। চল, তাহলে যা হোক করো। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

হোটেল মালিক ও বার্ডলফের প্রবেশ

বার্ডলফ্। স্যার, জার্মানরা আপনার তিনটে ঘোড়া নিতে চা[illegible]। আগামী কাল ওরা আদালতে গিয়ে ডিউকের সঙ্গে দেখা করবে।
হোটেল মালিক। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমায় কথা বলতে দাও। ওরা ইংরিজি জানে ?
বার্ডলফ্। হ্যাঁ স্যার, আমি ওদের ডেকে দেব আপনার কাছে ?
হোটেল মালিক। তারা আমার ঘোড়া নেবে নিক, তবে আমিও তার শোধ নেব। তারা এক সপ্তা ধরে আমার ঘর নিয়ে রেখেছে। আমি আমার অন্যান্য লোকদের বার করে দিয়েছি ঘর থেকে। ওদের অবশ্যই আমার ঘর থেকে চলে যেতে হবে। আমি ওদের জব্দ করে দেব।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ফোর্ডের বাসভবন।

পেজ, ফোর্ড, মিস্ট্রেস পেজ, মিস্ট্রেস ফোর্ড ও স্যার হুগো ইভান্সএর প্রবেশ

ইভান্স। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর যা করা উচিত তাই করেছেন উনি।

পেজ। উনি কি এই দুটো চিঠিই একই সঙ্গে পাঠিয়েছেন ?

মিঃ পেজ। পনের মিনিটের মধ্যে।

ফোর্ড। আমাকে ক্ষমা করো গিন্নী, এবার থেকে তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। আমি বরং সূর্যের মধ্যে শীতলতার সন্দেহ করব তবু তোমার মধ্যে কোন অবিশ্বস্ততার সন্দেহ করব না। তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রইল।

পেজ। ঠিক আছে ঠিক আছে, অনেক হয়েছে আর না। দোষ করার মত আত্মসমর্পণের সময় বাড়াবাড়ি করো না। আমাদের চক্রান্ত যেমন চলছে তেমনি চলবে। আর একবার আমাদের স্ত্রীরা আমাদের নিয়ে মজা করুক। এখন স্যার জনের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করো। আমরা সেই মোটা লোকটাকে অপমান করব।

ফোর্ড। ওরা যে উপায়ের কথা বলেছে তার থেকে ভাল উপায় থাকতে পারে না।

পেজ। কেমন করে? ওকে বলে পাঠানো হবে পার্কে রাত দুপরে ওরা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে ? ও কিছুতেই আসবে না।

ইভান্স। আপনারা বলছেন, ওকে একবার নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আর একবার ওকে প্রহার করা হয়েছিল। ও তখন বুড়ীর বেশে ছিল। আমার মনে হয় ওর মনে ভয় ঢুকেছে, তাই ও আসবে না। ওর দেহ শাস্তি পেয়েছে, আর ওর কোন কামনা বাসনা থাকবে না।

পেজ। আমিও তাই মনে করি।

মিঃ ফোর্ড। এখন তোমরা ভেবে ঠিক করো ও এলে কিভাবে তোমরা শাস্তি দেবে। আর ওকে কিভাবে আনানো যায় ওখানে তা আমরা দুজনে ঠিক করব।

মিঃ পেজ। একটা প্রচলিত গল্প আছে যে হার্নে নামে অতীতের এক শিকারী যে একদিন উইণ্ডসর বনের রক্ষী ছিল আজও তার প্রেতাত্মাটা দুপুর রাতে বনে একটা ওক গাছের চারদিকে মাথায় পশুর শিং পরে একটা শিকল ঘোরাতে ঘোরাতে ঘুরে বেড়ায়। আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুড়ো বুড়ীদের কাছ থেকে এই গল্পটা শুনেছি।

পেজ। অনেকেই সেই ওক গাছটার কাছে দুপুর রাতে যেতে ভয় পায়। কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে ?

মিঃ ফোর্ড। এবার শোন আমাদের পরিকল্পনার কথা। ফলস্টাফ সেই

ওক গাছের তলায় হার্নের ছদ্মবেশে মাথায় বিরাট শিং পরে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

পেজ। ঠিক আছে, সে যে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ছদ্মবেশেই আসবে। সে এলে পর তোমরা কি করবে তাকে নিয়ে? কী তোমাদের মতলব?

মিঃ পেজ। আমরা ভেবে ঠিক করেছি, আমার মেয়ে অ্যান, আমার ছেলে আর ওদের বয়সের তিন চার জন ছেলেকে সাদা ও সবুজ রঙের পোষাক পরিয়ে ঠিক করে রাখবো। ওদের মাথায় জ্বলন্ত বাতি থাকবে। ফলস্টাফের সঙ্গে আমি ও মিস্ট্রেস ফোর্ড দেখা করতেই পরীরা হঠাৎ এসে আবির্ভূত হবে। ওদের দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পালিয়ে যাব। তখন ঐ সব পরীরা ওকে ঘিরে চিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করবে, পরীদের ফূর্তি করার সময়ে সেই পথে এমন অপবিত্র পোষাক পরে কেন সে সেখানে এসেছে।

মিঃ ফোর্ড। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সত্য কথা বলছে ততক্ষণ ওইসব পরীরা তাকে চিমটি কাটবে এবং তাদের বাতি দিয়ে ওকে পোড়াতে থাকবে।

মিঃ পেজ। সত্য কথাটা বলে ফেলতে আমরা তখন হাজির হবো। ওর মাথার শিং খুলে ফেলব। তারপর ওর উইণ্ডসরের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে করতে।

ফোর্ড। ছেলেগুলোকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে রাখতে হবে।

ইভান্স। আমি ওদের শেখাব। আমিও আমার বাতি দিয়ে নাইটটাকে

ফোর্ড। খুব ভাল হবে।

মিঃ পেজ। আমার মেয়ে অ্যান হবে পরীদের রাণী। ওকে সুন্দর সাদা পোষাক পরিয়ে দেব।

পেজ। সে রেশমী পোশাক আমি কিনে এনে দেব। (স্বগত) আর সেই সময়ে মাস্টার স্লেণ্ডার আমার মেয়ে অ্যানকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ইটনে বিয়ে করবে তাকে। যাও ফলস্টাফকে কথাটা বলগে।

ফোর্ড। না, আমি ব্রুকের ছদ্মবেশে নিজে যাব আর একবার। সে তার মতলবের কথা আমায় নিশ্চয় জানাবে। সে নিশ্চয় আসবে।

মিঃ পেজ। তাতে কোন ভয়ের কারণ নেই। দাও আমাদের খরচের টাকা দাও।

ইভান্স। এটা বেশ একটা পবিত্র আনন্দের ব্যাপার হবে। (পেজ, ফোর্ড ও ইভান্সএর প্রস্থান।

মিঃ পেজ। যাও মিস্ট্রেস ফোর্ড, কুইকলিকে স্যার জনের কাছে তার মন জানার জন্য পাঠিয়ে দাও। (মিঃ ফোর্ডের প্রস্থান) আমি ডাক্তার কায়াসের কাছে যাব। সে আমার শুভেচ্ছা লাভ করবে। একমাত্র সেই আমার অ্যানকে বিয়ে করবে, স্লেণ্ডারের সম্পত্তি থাকলেও ছেলেটা বোকা। আমার স্বামী তাকে চাইলেও তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। ডাক্তার কায়াসের টাকা আছে, সমাজে তার অনেক বন্ধু আছে। যত পাত্রই আসুক, একমাত্র তারই সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

হোটেল মালিক ও সিম্পলএর প্রবেশ

হোটেল মালিক। তোমার আবার এখানে কি দরকার বোকা বর্বর কোথাকার।

সিম্পল। আমি আমার মনিব মাস্টার স্লেণ্ডারের কাছ থেকে আসছি, স্যার জন ফলস্টাফের সঙ্গে কিছু কথা বলব।

হোটেল মালিক। ঐ তাঁর ঘর। যাও দরজায় কড়া নাড়ো। উনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

সিম্পল। একটা মোটা বুড়ী মেয়েছেলে ওঁর ঘরে আছে। উনি বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আসলে আমি তার সঙ্গেই দেখা করব।

হোটেল মালিক। মোটা মেয়ে? ও নাইট, দেখ তোমার লোক এসেছে।

ফলস্টাফ। (উপর থেকে) কে ডাকে আমায়?

হোটেল মালিক। একজন যাযাবর তার্তার তোমার মোটা মেয়েলোকটাকে নিয়ে যেতে এসেছে। তাকে বার করে দাও। আমার পবিত্র বাড়িতে তাকে লুকিয়ে রেখে অন্যায় করছ। ছিঃ!

ফলস্টাফের প্রবেশ

ফলস্টাফ। কিছু আগে একটা মোটা বুড়ী মেয়ে ছিল, এখন সে চলে গেছে।

সিম্পল। মেয়েটা কি ব্রেমফোর্ডের সেই গণৎকার নয়?

ফলস্টাফ। তার সঙ্গে তোমার কি দরকার?

সিম্পল। আমার মনিব স্লেণ্ডার জানতে চেয়েছে, নিম তাঁর শেকলটা নিয়েছে কি না।

ফলস্টাফ। আমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে দেখেছি সে বলেছে নিম সত্যিই তোমার মনিবকে ঠকিয়ে সেটা নিয়েছে।

সিম্পল। আমি তার সঙ্গে নিজে দেখা করব। তার কাছে আমার আরো কিছু জানার আছে।

ফলস্টাফ। আর কি কি জানবে আমাকে বল।

সিম্পল। জানতে চাই আমার মনিব এ্যানী পেজকে বিয়ে করতে পারবে কি না।

ফলস্টাফ। তার ভাগ্যে থাকে ত এ বিয়ে হবে, না থাকে হবে না। বলবে মেয়েটা আমায় এই কথাই বলেছে।

সিম্পল। ধন্যবাদ স্যার। আমি এ কথা আমার মনিবকে জানাব। আমার মনে হয় আমার মনিব খুশি হবে একথা শুনে। (সিম্পল-এর প্রস্থান)

হোটেল মালিক। তুমি বেশ মানুষ ত স্যার জন। এমন একজন মেয়ে তোমার কাছে ছিল?

ফলস্টাফ। হ্যাঁ ছিল যে আমার আগের থেকে আমায় অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে। অথচ তার জন্য আমি তাকে কিছু দিইনি বরং সেই আমায় দিয়ে গেছে।

বার্ডলফের প্রবেশ

হোটেল মালিক। আমার ঘোড়া কোথায়?

বার্ডলফ্। সেই তিনজন শয়তান ফাউস্টের মত জার্মানদের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

হোটেল মালিক। তারা ত চলে গেছে। কিন্তু ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে হবে ত!

স্যার হুগো ইভান্স-এর প্রবেশ

ইভান্স। ভাল করে যত্ন করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করো। আমার একজন বন্ধু এইমাত্র বলে গেল তিনজন জার্মান আসছে শহরে যারা লোকের ঘোড়া টাকা প্রভৃতি নিয়ে পালায়। দেখে সাবধান থেকো।

ডাক্তার কায়াসের প্রবেশ

কায়াস। কই আমার বাড়িওয়ালা কই?

হোটেল মালিক। এই যে বড় বিপদে পড়েছি ডাক্তার।

কায়াস। আমি ঠিক তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। শুনছি নাকি

তুমি জার্মানির ডিউকের জন্য প্রচুর আয়োজন করছ। অথচ আমাদের রাজদরবার এবিষয়ে কিছু জানে না কেন? বিদায়।

(কায়াসের প্রস্থান)

হোটেল মালিক। কী সর্বনাশ! সবাইকে ডাক। আমি কি করব। কি করে যোগাড় যন্তর করব। (হোটেল মালিক ও বার্ডলফের প্রস্থান)

ফলস্টাফ। মরুক। আমি চাই আমার মত পৃথিবীতে সবাই প্রতারিত হোক। আমি প্রতারণা আর প্রহার দুইই পেয়েছি। রাজদরবারের সব সন্তানরা যদি একথা শোনে তাহলে তারা তীক্ষ্ণ কথার দংশনে আমায় মেরে ফেলবে। এবার আমি দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনার মাধ্যমে অনুশোচনা করব এর জন্য।

মিস্ট্রেস কুইকলির প্রবেশ

কী, কোথা হতে আসছ তুমি?

কুইক। আসছি দুজনের কাছ থেকে।

ফলস্টাফ। ওরা দুজনেই জাহান্নামে যাক। আমি ওদের দুজনের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করেছি। কোন অসচ্চরিত্র লোক যত না শাস্তি পায় তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি পেয়েছি আমি।

কুইক। আর তারা? আপনি কি একা শাস্তি পেয়েছেন? বিশেষ তাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ মিস্ট্রেস ফোর্ডকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হয়েছে। তাঁর গায়ে কোন জায়গায় ফাঁক নেই, কত দাগ পড়ে গেছে মারের।

ফলস্টাফ। কী বলছ তুমি নির্মম প্রহারের কথা। আমাকে এমনভাবে মারা হয়েছিল যে রামধনুর সাতটা রং আমার গায়ে ফুটে উঠেছিল। তারপর আমাকে সেই ব্রেনফোর্ডের ডাইনীর বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব করে ভালভাবে তার মত অভিনয় করেছিলাম, বলেই আমাকে ধরতে পারেনি।

কুইক। চলুন আপনার ঘরে গিয়ে সব কথা আমায় বলতে দিন। আপনি যা যা হয়েছে সব শুনবেন। আমি আপনাকে তুষ্ট করব। একটা চিঠি আছে, এতে কিছুটা জানতে পারবেন। আপনাকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে কারো নিষ্ঠার অভাব আছে, তাই আপনারা এত কষ্ট পাচ্ছেন।

ফলস্টাফ। আমার ঘরে এস। (দুজনের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

হোটেল মালিক ও পেণ্টনের প্রবেশ

হোটেল মালিক। মাস্টার পেণ্টন, আমাকে কোন কথা বলো না, আমার মনে সুখ নেই। আমি সব ভুলে যাব।

পেণ্টন। তবু আমার কথা শুনুন। আমার উদ্দেশ্য স্মরণে দয়া করে সাহায্য করুন। যেহেতু আমি একজন ভদ্রসন্তান, আমি আপনার কাজের জন্য আপনার ক্ষতিপূরণ বাবদ একশো পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে দান করব।

হোটেল মালিক। আমি তোমার কথা শুনব মাস্টার পেণ্টন এবং তোমাকে পরামর্শ দেব।

পেণ্টন। আমি এর আগে বারবার আপনাকে জানিয়েছি আমি এ্যানী পেজকে কত ভালবাসি আর এ্যানীও আমার ভালবাসার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাকে যদি নিজের পাত্র নিজেকে নির্বাচন করতে দেওয়া হয় তাহলে সে আমাকেই নির্বাচন করবে। আমি তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি এ বিষয়ে যা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি। এ বিষয়ে আমাদের দুজনেরই একমত। একজন ছাড়া অন্য জন সুখী হতে পারে না। মোটা নাইট ফলস্টাফ একটা বড় পাপকাজ করেছে, আমি আপনাকে সব খুলে বলব। উনি আজ রাত্রি বারোটা হতে একটার মধ্যে বনে হর্নের ওক গাছের তলায় যাবেন। আমার প্রিয়তমা স্বপ্ন পরীদের রাণীর অভিনয় করবে। ওর বাবা চায় এই অবসরে ও মাস্টার স্লেণ্ডারের সঙ্গে ইটনে পালিয়ে যাবে আর সেখানেই ওদের বিয়ে হবে। আর তাতে ঞান রাজীও হয়েছে। তার মা যদিও এ বিয়ে চান না তথাপি তিনি চান ডাক্তার কায়াস তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাক। তার মায়ের এই ইচ্ছার কাছে সে আবার মত দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এখন ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছে। তার বাবা চায় সে সাদা পোষাক পরবে এবং সেই অবস্থাতেই স্লেণ্ডার তাকে নিয়ে যাবে তার হাত ধরে। একজন পুরোহিত আবার ওদের এই সব অভিনয় শেখাচ্ছে। সে ডাক্তার আর স্লেণ্ডার দুজনের সঙ্গেই যেতে মত দিয়েছে।

হোটেল মালিক। কিন্তু মেয়েটা আসলে তাহলে কাকে ঠকাবে—তার বাবাকে না মাকে?

পেণ্টন। দুজনকেই ও ঠকাবে। কারণ ও যাবে আমার সঙ্গে। আপনাকে

একটি কাজ করতে হবে। আপনি বারোটা থেকে একটার মধ্যে চার্চে আমার যাযককে থাকতে বলবেন। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় বিনিময় হবে তখন।

হোটেল মালিক। ঠিক আছে, তুমি তোমার প্রেমিকাকে স্ত্রী হিসাবে ঠিকই পাবে, কোন যাযকের অভাব হবে না।

পেন্টন। আর এজন্য আমি আপনার কাছে বাধিত থাকব চিরদিনের জন্য। তাছাড়াও আমি আপনাকে পুষিয়ে দেব। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। গার্টার হোটেল।

ফলস্টাফ ও মিস্ট্রেস কুইকলির প্রবেশ

ফলস্টাফ। যাও যাও, আর বেশী বকতে হবে না। যাও আমি যাব। এই হচ্ছে তৃতীয়বার। আমার মনে হয় এই বিজোড় সংখ্যার বেলাতেই আমি সৌভাগ্য লাভ করব। লোকে বলে বিজোড় সংখ্যার লক্ষণ ভাল।

কুইক। আমি আপনাকে একটা শিকল আর দুটো শিংএর ব্যবস্থা করে দেব।

ফলস্টাফ। যাও বলছি, সময় হয়ে যাচ্ছে। (মিস্ট্রেস কুইকলির প্রস্থান)

ছদ্মবেশী ফোর্ডের প্রবেশ

কেমন আছ মাস্টার ব্রুক। আজ রাতেই শেষ কথাটা জানতে পারবে মাস্টার ব্রুক। যা হবার আজই হয়ে যাবে। আজ না হলে আর কখনো হবে না। তুমিও আজ দুপুর রাতে পার্কে হার্নের ওক গাছের তলায় থাকবে। অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাবে।

ফোর্ড। কাল আপনি যাননি তার কাছে? আপনি যে যাবেন বলেছিলেন?

ফলস্টাফ। আমি গতকাল তার কাছে একজন গরীব ভদ্রলোকের বেশে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেছি একজন বৃদ্ধা মহিলার বেশে। তার স্বামী সেই পাজী ফোর্ডটার মনে সেই উন্মত্ত সন্দেহবাতিকটা আবার মাথা তুলে ওঠে তার মধ্যে। আমার সেই নারীর বেশপরা অবস্থায় সে আমাকে নিদারুণভাবে উন্মাদের মত প্রহার করল। আমি যদিও কাউকে ভয় করি না এবং শোধ নিতে জানি, তবু নারীর বেশে তা ত আর করতে পারি না। যাই হোক, আমার এখন তাড়াতাড়ি, তুমি এস আমার পিছু পিছু। আজ

রাত্রে আমি পাজী ফোর্ডের উপর কিভাবে প্রতিশোধ নেব দেখবে। আর সেই সঙ্গে তার স্ত্রীকেও তোমার হাতে তুলে দেব। (দুজনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উইণ্ডসর পার্ক।

পেজ, শ্যালো ও স্লেণ্ডারের প্রবেশ

পেজ। এস, এস, আমরা প্রাসাদের পরিখার মাঝে পরীদের আলো দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকব। আমার মেয়ের কথা মনে রেখো স্লেণ্ডার।

স্লেণ্ডার। হ্যাঁ মনে আছে। আমিও সাদা পোষাক পরে এসেছি, দেখা করেছি তার সঙ্গে। তার মনের কথাও জেনেছি তার সঙ্গে কথা বলে।

শ্যালো। ঠিক আছে, ভালই করেছ। এখন ত দশটা বাজে।

পেজ। রাত্রি বড় অন্ধকার। আমার মজার পরিকল্পনা ভালভাবেই কার্যে রূপায়িত হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র শয়তান হচ্ছে সেই শিংওয়ালা দুর্বৃত্তটা।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। পার্কসংলগ্ন রাস্তা

মিস্ট্রেস পেজ, মিস্ট্রেস ফোর্ড ও ডাক্তার কায়াসের প্রবেশ

মিঃ পেজ। ডাক্তার, আমার মেয়ে সবুজ পোষাক পরে আছে। সময় বুঝে তুমি তার হাত ধরে তাকে চার্চে নিয়ে পালিয়ে যাবে। আমরা দুজনে পরে যাব।

কায়াস। ঠিক আছে, যা যা করতে হবে আমি তা জানি। বিদায়।

মিঃ পেজ। বিদায় স্যার। (কায়াসের প্রস্থান) আমার স্বামী ডাক্তারের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হলে যতটা দুঃখিত হবে ফলস্টাফের শাস্তিতে ততটা খুশি কিন্তু হবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বড় জোর একটু তিরস্কার করবে। কিন্তু বড় রকমের দুঃখ পাওয়ার থেকে এক আধটু ভর্ৎসনা ভাল।

মিঃ ফোর্ড। স্যার আর তার দলবল কোথায়? হুগোই বা কই?

মিঃ পেজ। ওরা হার্নের ওক গাছের কাছে একটা পরিখায় লুকিয়ে আছে। আমরা ফলস্টাফের সঙ্গে মিলিত হলেই ওরা আলো দেখাবে আর তখন সবাই এসে পড়বে।

মিঃ ফোর্ড। এতে ও বিস্মিত হবেই।

মিঃ পেজ। শুধু বিস্ময় নয়, তার সঙ্গে পাবে নিদারুণ বিদ্রূপ। এই ধরনের মানুষদের এই ভাবেই ঠকাতে হয়।

মিঃ ফোর্ড। চল চল ওক গাছের তলায়। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। উইণ্ডসর পার্ক।

স্যার হুগো ইভান্স ও পরীর বেশে অন্যান্যদের প্রবেশ

ইভান্স। চল চল পরীরা, আমার সঙ্গে তোমরা পরিখায় চল। তোমরা তোমাদের যার যা কাজ সব মনে রেখো। আমি তোমাদের যা যা সংকেত দেব তোমরা তাই করবে। চল চল। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। পার্কের অন্য এক দিক।

হার্নের ছদ্মবেশে ফলস্টাফের প্রবেশ

ফলস্টাফ। উইণ্ডসর প্রাসাদে এখন বারোটার ঘণ্টা বাজছে। এখন সময় হয়ে গেছে। হে স্বর্গের কামনাতপ্ত দেবগণ, তোমরা আমায় সাহায্য করো। জোভ, ভেবে দেখো, একদিন তুমিও তোমার ইউরোপাকে পাবার জন্য বলদের মূর্তি ধারণ করেছিলে; তোমার কৃত্রিম শৃঙ্গদ্বয়ের উপরে তুমি সংস্থাপিত করেছিলে তোমার অন্তরের প্রেমকে। হে সর্বশক্তিমান প্রেম, তুমি কখনো পশুকে মানুষে পরিণত করো আবার কখনো মানুষকে পশু করে তোল। হে দেবরাজ জুপিটার, তুমিও ত তোমার লেডার জন্য হংসরূপ ধারণ করেছিলে। হে প্রেম, তোমার শক্তি কত অপরিসীম, তুমি স্বর্গের দেবতাকেও প্রধাবিত করেছিলে মর্ত্যহংস সকাশে। কিন্তু ভেবে দেখো জোভ, পশুপাখির ছদ্মবেশে এ ধরনের কাজ করা সত্যিই অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। আর আমার অবস্থা দেখ, আজ আমি উইণ্ডসরের নৈশ অরণ্যভূমিতে হরিণের ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। সর্বাপেক্ষা পৃথুলদেহী হরিণ। কিন্তু কে আমাকে এতে দোষ দেবে? কে আসে এখানে? আমার প্রিয়তমা হরিণী কি?

মিস্ট্রেস ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজের প্রবেশ

মিঃ ফোর্ড। স্যার জন, তুমিই কি আমার সেই প্রিয়তম হরিণ?

ফলস্টাফ। আমার প্রিয়তমা হরিণী, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়-বৃষ্টি যা কিছু আসার আসুক, কোন কিছুতেই আমি টলব না, এই আশ্রয় ছেড়ে এক পাও নড়ব না। (মিঃ ফোর্ডকে আলিঙ্গন)

মিঃ ফোর্ড। মিস্ট্রেস পেজও যে আমার সঙ্গে এসেছে প্রিয়তম।

ফলস্টাফ। হরিণের মাংস কাটার মতই আমাকে দুভাগে ভাগ করো। আমার শিংদুটো থাকবে তোমাদের স্বামীদের জন্য। আমার কথাগুলো ঠিক শিকারী হার্নের মতই হচ্ছে ত? এইবার প্রেমের দেবতা অনুতপ্ত হৃদয়ে

আমাদের আগের সব কষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমার প্রেম আজও খাঁটি আছে। স্বাগত মিস্ট্রেস পেজ।

মিঃ পেজ। গোলমাল কিসের?

মিঃ ফোর্ড। ঈশ্বর আমাদের পাপ কাজ ক্ষমা করুন।

ফলস্টাফ। ব্যাপারটা কী?

মিঃ পেজ ও মিঃ ফোর্ড। পালাও পালাও। (ছুটে পালিয়ে গেল)

ফলস্টাফ। আশা করি আমার দেহের চর্বি দিয়ে নরকের আগুন না জ্বালানো পর্যন্ত শয়তান আমার কোন ক্ষতি করবে না।

স্যার হুগো ইভান্স ও পরীদের বেশে অন্যান্যদের প্রবেশ

হে পরীদের রাণী ও কৃষ্ণ ধূসর ও হরিদ্বর্ণের পরীগণ, হে চন্দ্রিকাচঞ্চল নৈশ প্রমোদাভিসারিণীগণ. তোমরা তোমাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করো।

পাক। এলভস্, তোমাদের নামের একটা তালিকা দাও। ক্রিকেট তুমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখবে যে সব বাড়িতে চুল্লীতে এখনো আগুন জ্বলছে সেই সব বাড়ির মেয়েদের গালে চিমটি কাটবে।

ফলস্টাফ। এরা সবাই পরী। এদের সঙ্গে কোন মানুষ কথা বললেই মারা যায়। সুতরাং আমি শুয়ে থাকবো চোখ মুদে। পরীদের কাজ নাকি মানুষকে দেখতে নেই। (উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল)

ইভান্স। পেভী কোথায়? যাও দেখগে যে সব মেয়ের. ঘুমোবার আগে তিনবার প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করেছে তারা যেন শিশুর মত শান্তিতে গভীরভাবে ঘুমোয়। কিন্তু যারা শোবার সময় তাদের পাপের কথা একবারও স্মরণ করে না তাদের হাতে পায়ে গায়ের সর্বত্র চিমটি কাটবে।

পরীদের রাণী। যাও যাও তোমরা। পবিত্র উইণ্ডসর প্রাসাদের প্রতিটি ঘরে ফুল ছড়িয়ে দেবে নানা রঙের। গার্টার হোটেলটাও একবার পাক দিয়ে ঘুরে আসবে। তবে রাত একটা পর্যন্ত এই ওক গাছটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচবে। শিকারী হার্ণের কথা ভুলো না যেন।

ইভান্স। কুড়িটা জোনাকি আমাদের আলোর কাজ করবে। কিন্তু থাম. কোন এক মর্ত্য মানুষের গন্ধ পাচ্ছি আমি।

ফলস্টাফ। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন. এরা যেন আমায় আবার জড়বস্তুতে পরিণত না করে।

পরীদের রাণী। আমাদের সেই পরখ করার আগুন দিয়ে ওর আঙুলের ডগাটা আমায় ছুঁইয়ে দাও, যদি ও সৎ হয় তাহলে এ আগুনে ওর কিছুই হবে না, কিন্তু এ আগুনে ব্যথা পেয়ে ও যদি চমকে ওঠে তাহলে বুঝবে ও দুর্নীতিগ্রস্ত, পাপে ভরা ওর অন্তর।

পাক। পরীক্ষা করো।

ইভান্স। এই কাঠটাতে আগুন ধরাও। (পরীরা তাদের বাতির শিখার উপর ফলস্টাফের আঙ্গুলগুলো তুলে ধরল আর ফলস্টাফ সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল)

ফলস্টাফ। ওঃ, ওঃ।

পরীদের রাণী। পাপী পাপী। ওর কামনা কলুষিত। ঘৃণার সঙ্গে ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান করো আর মাঝে মাঝে চিমটি কাটো ওর পায়ে।

গান

ধিক ধিক পাপাত্মা, ধিক তোরে ধিক,
বিলাস ব্যসনে তোর, ধিক শতধিক।
কামনার আগুন তোর লেলিহান শিখা
পাপের কলুষ আর রক্ত দিয়ে মাখা।
কুচিন্তার হাওয়া পেয়ে সে শিখা বেড়ে যায়
আশার আকাশপথে শুধু উঠে যায়।
চিমটি কাটো আগুন লাগাও সারা রাত ধরে
শয়তানকে শাস্তি দাও এপাশ ওপাশ করে।

(গান করতে করতে পরীরা ফলস্টাফের গায়ে চিমটি কাটতে লাগল) একদিক থেকে ডাক্তার কায়াস এসে একটি হরিদ্বসনা পরীকে ও অন্য দিক থেকে স্লেণ্ডার এসে একটি শ্বেতবসনা পরীকে ধরে নিয়ে পালিয়ে যেতে পরীরা সশব্দে যে যে দিকে পায় ছুটে চলে যায়। শায়িত ফলস্টাফ হরিণের মুখোশ খুলে উঠে পড়ে।

পেজ, ফোর্ড, মিস্ট্রেস পেজ, মিস্ট্রেস ফোর্ড ও হুগো ইভান্স-এর প্রবেশ

পেজ। না না, পালিও না, আমরা তোমায় ধরে ফেলেছি। শিকারী হার্নেই তোমায় এবার শায়েস্তা করবে।

মিঃ ফোর্ড। যাক খুব হয়েছে, এসব ঠাট্টা তামাশা আর যেন বেশীদূর না

গড়ায়। কী স্যার জন, উইণ্ডসরের ললনাদের আপনি পছন্দ করেন ত। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে খুশি ত?

মিঃ ফোর্ড। স্বামী, দেখছ ত সব? এই সব কৌতুক শহরের থেকে বনেতে বেশী খাপ খায় নাকি?

ফোর্ড। এখন কে ঠকল?

মিঃ ফোর্ড। স্যার জন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সঙ্গে আপনার মিলন আর হলো না। আপনাকে আর প্রেমিক হিসাবে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারব না। আপনি শুধু আমাদের কাছে হরিণ বলেই গণ্য হবেন।

ফলস্টাফ। আমি এখন বুঝতে পারছি আমাকে গাধা বানানো হয়েছে।

ফোর্ড। শুধু গাধা না, বলদও।

ফলস্টাফ। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল এরা পরী নয়, কিন্তু আমার পাপবোধ আর নবলব্ধ শক্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আমি এক সহজ বিশ্বাসে ধরা দিয়েছিলাম। সমস্ত যুক্তিবোধে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম আমি। পাপ কাজের সময় মানুষের এই ভাবেই বুদ্ধিনাশ হয়ে থাকে।

ইভান্স। স্যার জন ফলস্টাফ, এবার থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করো। তোমার যত সব পাপ বাসনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। পরীরা আর তোমায় চিমটি কাটবে না।

ফোর্ড। ঠিক বলেছ হুগো।

ইভান্স। আর আপনিও সমস্ত সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে।

ফোর্ড। আমি আমার স্ত্রীকে আর কখনো অবিশ্বাস করব না।

ফলস্টাফ। আচ্ছা, প্রখর রোদের তাপে আমার মাথার ঘি কি সব শুকিয়ে গিয়েছিল যাতে আমি আমার এই বোকামি আর অন্যায় বুঝতে পারিনি বা তার থেকে নিবৃত্ত হতে পারিনি?

মিঃ পেজ। কেন স্যার জন, আপনি কি মনে করেন না আমরা যে ধর্মনীতি ও নরকের ভয় সব ত্যাগ করে আপনার কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলাম তা শুধু আপনাকে নিয়ে মজা করার জন্য।

ফলস্টাফ। তোমাদের যার যা খুশি বলতে পার।

ফোর্ড। আপনাকে উইণ্ডসর শহরে মাস্টার ব্রুক নামে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনি টাকার ব্যাপারে তাঁকে ঠকিয়েছেন।

আপনি যা কষ্টভোগ করেছেন করেছেন কিন্তু এই টাকা শোধ করা আরো অনেক বেশী কষ্টকর হবে আপনার পক্ষে।

পেজ। তবু আনন্দ করুন নাইট। আজ রাত্রিতে আপনি আমার বাড়িতে যাবেন আর আমার স্ত্রী যিনি এখন আপনাকে উপহাস করছেন তাঁকে আপনি তখন উপহাস করবেন। আপনি ওঁকে বলে দিন, মাস্টার স্লেণ্ডার আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে।

মিঃ পেজ। (স্বগত) এ্যানী পেজ যদি সত্যি সত্যিই আমার মেয়ে হয় তাহলে সে এখন ডাক্তার কায়াসের স্ত্রী হয়েছে।

স্লেণ্ডারের প্রবেশ

স্লেণ্ডার। কই, ফাদার পেজ আছেন?

পেজ। কী খবর বাছা! তাকে নিয়ে গেছ ত?

স্লেণ্ডার। আর নিয়ে গেছ! সব জানাজানি হয়ে গেছে। হাসাহাসি করছে সবাই।

পেজ। কি নিয়ে হাসাহাসি করছে বাছা?

স্লেণ্ডার। আমি মিস্ট্রেস এ্যানী পেজকে বিয়ে করতে গিয়ে দেখি সে একটা বেটাছেলে। জায়গাটা চার্চ না হলে তাতে আমাতে মারামারি হয়ে যেত। ও কোন এক পোস্ট মাস্টারের ছেলে।

পেজ। তুমি তাহলে ধরতে ভুল করেছ।

স্লেণ্ডার। তা আর আপনাকে বলতে হবে কেন, আমিই ত বুঝতে পারছি। কোন বেটাছেলে মেয়েছেলের পোষাক পরে থাকলেই ত মেয়ে হয়ে যায় না।

পেজ। এটা তোমার বোকামি। আমি কি তোমায় বলে দিইনি আমার মেয়ে কোন পোষাক পরে থাকবে?

স্লেণ্ডার। আমি আপনার কথামত শ্বেতবসনা এক পরীকেই ধরেছিলাম। এ্যানীর কথামত তাকে 'মাম' বলেই ডেকেছিলাম। তবু পরে দেখলাম সে এ্যানী নয়, কোন এক পোস্ট মাস্টারের ছেলে।

মিঃ পেজ। কিছু মনে করো না জর্জ, আমি তোমার উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে আমার মেয়েকে সবুজ পোষাক পরিয়ে দিয়েছিলাম। যে এখন ডাক্তার কায়াসের সঙ্গে বিবাহিত।

কায়াসের প্রবেশ

কায়াস। কই মিস্ট্রেস পেজ কই? হা ভগবান! আমি ঠকে গেছি।

আমি যাকে বিয়ে করেছি সে এ্যানী পেজ নয়, সে হচ্ছে একটা বেটাছেলে।
মিঃ পেজ। কেন? তুমি সবুজ পরীকেই ধরেছিলে ত?
কায়াস। হ্যাঁ তবু দেখলাম সে বেটাছেলে। আমি উইণ্ডসরের সব লোককে জাগিয়ে এ কথা বলব। (প্রস্থান)
ফোর্ড। সত্যিই এটা আশ্চর্যের কথা ত। আসল এ্যানীকে তাহলে কে পেল?
পেজ। আমি মনে সত্যিই ব্যথা পেয়েছি। মাস্টার পেণ্টন আসছে।

মাস্টার পেণ্টন ও এ্যানী পেজের প্রবেশ

কী খবর মাস্টার পেণ্টন?
এ্যানী। ক্ষমা করো বাবা, ক্ষমা করো মা।
পেজ। কেন তুমি স্লেণ্ডারের সঙ্গে যাওনি?
মিঃ পেজ। কেন তুমি কায়াসের সঙ্গে যাওনি?
পেণ্টন। আসল কথাটা শুনুন। যেখানে কিছুমাত্র ভালবাসাবাসি ছিল না সেখানে আপনারা যদি ওর বিয়ে দিতেন তাহলে ওর প্রতি অন্যায় অবিচার করা হত। ওর অবাঞ্ছিত বিবাহ জীবনের অভিশাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ও যদি আপনাদের কথার অবাধ্য হয়ে থাকে বা আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করে থাকে তাহলে সে অপরাধ সে প্রতারণা এমন কিছু দোষের না। আমরা দুজনে আগেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের প্রেম ও প্রতিজ্ঞার এই বন্ধন কেউ ছিন্ন করতে পারবে না।
ফোর্ড। হা করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? এর আর কোন উপায় নেই। প্রেমের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই; স্বর্গের দেবতারাই এবিষয়ে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। টাকা দিয়ে ইচ্ছামত জমি কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু টাকা দিয়ে পছন্দমত স্ত্রী পাওয়া যায় না।
ফলস্টাফ। তোমাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি।
পেজ। উপায় আর কি? পেণ্টন, ভগবান তোমায় সুখী করুন। যে ঘটনার কোন প্রতিকার নেই তাকে বরণ করে নিতেই হবে।
মিঃ পেজ। আমিও আর ভাবব না। এ্যানী, মাস্টার পেণ্টন তোমায় সুখী করুক। চল স্বামী, উপস্থিত সকলকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই। স্যার জন, আপনিও চলুন।
ফোর্ড। তাই হোক। চল স্যার জন। মাস্টার ব্রুককে যে কথা তুমি দিয়েছ তা রাখবে চল। আর সে তোমার কথামত মিস্ট্রেস ফোর্ডকে লাভ করবেই।
(সকলের প্রস্থান)

কিং রিচার্ড দি থার্ড

নাটকের চরিত্র

চতুর্থ এডওয়ার্ড

এডওয়ার্ড। প্রিন্স অফ ওয়েলস্, পরে পঞ্চম এডওয়ার্ড — রাজার পুত্রদ্বয়
রিচার্ড। ডিউক অফ ইয়র্ক

জর্জ। ডিউক অফ ক্ল্যারেন্স — রাজভ্রাতা
রিচার্ড। ডিউক অফ গ্লসেস্টার পরবর্তীকালে তৃতীয় রিচার্ড

ক্ল্যারেন্সের তরুণ পুত্র (এডওয়ার্ড, আর্ল অফ ওয়ারউইক)

হেনরি। আর্ল অফ রিচমণ্ড (পরবর্তী-কালে সপ্তম হেনরি)

কার্ডিনাল বোরঘের। ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ

টমাস রাদারহাম। ইয়র্কের আর্কবিশপ

জন মর্টন। এলির বিশপ,

বাকিংহামের ডিউক,

নর্ফোকের ডিউক

আর্ল অফ সারে। ঐ পুত্র

আর্ল রিভার্স। রাজা এডওয়ার্ডের রাণীর ভাই

মার্কুই অফ ডর্সে ও লর্ড গ্রে। রাণীর পুত্রদ্বয়

আর্ল অফ অক্সফোর্ড

লর্ড হেস্টিংস

লর্ড স্ট্যানলি, অন্য নাম আর্ল অফ ডার্বি

লর্ড লাভেল

স্যার টমাস ভগহাম

স্যার রিচার্ড র‍্যাটক্লিফ

স্যার উইলিয়ম কোটস্‌বি

স্যার জেমস টাইরেল

স্যার জেমস ব্লাউন্ট

স্যার ওয়ালটার হার্বার্ট

স্যার রবার্ট ব্রেকেনবেরি। লণ্ডন টাওয়ারের লেফটন্যান্ট

স্যার উইলিয়ম ব্র্যাণ্ডন

ক্রিস্টফার আর্সউইক। জনৈক পুরোহিত

লণ্ডনের লড মেয়র

উইল্টশায়ারের শেরিফ হেস্টিংস্

ট্রেসেল ও বার্কেলে। রাণীর ভৃত্যদ্বয়

এলিজাবেথ। চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাণী

মার্গারেট। ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী

ইয়র্কের ডিউকপত্নী। রাজা এডওয়ার্ডের মাতা

লেডী এ্যানী। ষষ্ঠ হেনরীর পুত্র যুবরাজ এডওয়ার্ড ব্ল্যাক প্রিন্সের বিধবা পত্নী

ক্ল্যারেন্সের তরুণী কন্যা

রিচার্ডের হাতে মৃত লোকদের প্রেতাত্মা, লর্ডগণ, ভদ্রমহোদয়গণ পরিচারক ও অনুচরবৃন্দ, নাগরিকগণ দূত ও ঘাতকগণ

ঘটনাস্থল : ইংলণ্ড

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপথ

ডিউক অফ গ্লসেস্টার রিচার্ডের একাকী প্রবেশ

গ্লসেস্টার। এখন দেখছি আমাদের অসন্তোষের এটা হলো শীতকাল। কিন্তু ইয়র্কের সূর্য সেই শীতকে উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনে পরিণত করেছে। যে সব জলভরা মেঘগুলো আমাদের দেশের মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সমুদ্রের গভীর বুকের মধ্যে সব জল হয়ে ঝরে পড়েছে। এখন আমাদের চোখের ভ্রূগুলি বিজয়গর্বে প্রসারিত আর আমাদের পথগুলি বীর সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর রণবাদ্য এখন আমাদের প্রমোদ মিলনের ঘণ্টাধ্বনি ও নাচগানের বাজনায় পরিণত হয়েছে। এখন যুদ্ধের দেবতার সেই বিভীষিকাময় মুখখানা শান্ত ও কমনীয় হয়ে উঠেছে এবং তিনি এখন বর্ম পরে যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁর নারিকার সঙ্গীতমুখর প্রকোষ্ঠে অভিসারে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি আমোদপ্রমোদ ও খেলাধূলা ভালবাসি না। আমি আয়না নিয়ে সাজসজ্জা করার জন্যও বসে থাকি না, আমি চাই কোন নিষ্ঠুরা সুন্দরীকে ভালবাসার দ্বারা বশীভূত করতে। ভাগ্যের বিধানে আমার চেহারাটা বিকৃত ; তা সুগঠিত হবার আগেই অকালে জন্ম হয় আমার। আমার বিকৃত দেহটা দেখে পথের কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করে। কিন্তু কেন আমি শান্তির কালে নিরানন্দভাবে জীবন কাটাব ? সূর্যের আলোয় আমি দেখছি শুধু আমার কুৎসিত ছায়া আর আমার বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহাবয়ব। আমি সাহস করে কাউকে আমার প্রেম নিবেদন করতে পারি না। আজকের এই আনন্দের দিনে আমি যখন কাউকে ভালবাসতে পারছি না তখন আমি শয়তানরূপে আজকের এই সব অলস আনন্দকে ধিক্কার দিতে চাই। আমি তাই রাজা আর আমার ভাই ক্ল্যারেন্সের মধ্যে এক তীব্র ঘৃণার ভাব সঞ্চার করে দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র খাড়া করেছি। এই ষড়যন্ত্রের ভিত্তি হবে কতকগুলো বাজে ভবিষ্যদ্বাণী আর দুঃস্বপ্নের কথা, রাজা এডওয়ার্ড যেমন সত্যবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ আমি তেমনি মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক। আজ ক্ল্যারেন্সের মনে এক ভবিষ্যদ্বাণীর বলে ভীতির সঞ্চার করা হবে যে যার নামের অগ্যাক্ষর 'জি' সে এডওয়ার্ডের উত্তরাধিকারীদের হত্যাকারী হবে। কিন্তু এসব কথা আমার অন্তরের গভীরে গোপন রাখতে হবে। এই যে ক্ল্যারেন্স এখানেই আসছে।

ব্রেকেনবেরি ও সুরক্ষিত অবস্থায় ক্ল্যারেন্সের প্রবেশ

এস ভাই এস, কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে এইসব সশস্ত্র প্রহরী দেখছি কেন?

ক্ল্যারেন্স। রাজা আমার নিরাপত্তার জন্য এই সব রক্ষীর ব্যবস্থা করে আমায় টাওয়ারে পাঠাচ্ছেন।

গ্লসেস্টার। কি কারণে?

ক্ল্যারেন্স। কারণ আমার নাম জর্জ।

গ্লসেস্টার। হায়, কিন্তু সে দোষ ত আর তোমার না, সে দোষ তোমার নাম যাঁরা রেখেছেন তাঁদের। তবে কি উনি তোমাকে টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে সেখানে তোমার নতুন কোন নাম রাখবেন? আসল ব্যাপারটা কি ক্ল্যারেন্স আমি তা জানতে পারি কি?

ক্ল্যারেন্স। আমি জানতে পারলে তুমিও নিশ্চয়ই জানতে পারবে কিন্তু আমি এখনো তা জানতে পারিনি। তবে আমি যতদূর জেনেছি যে তিনি নাকি দুঃস্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী হতে জানতে পেরেছেন যার নামের আদি অক্ষর 'জি' তার দ্বারা তার উত্তরাধিকারীর প্রাণনাশ হবে। আর তাই যেহেতু আমার নামের প্রথম অক্ষর 'জি' সেইহেতু তাঁর সন্দেহ আমিই হচ্ছি সেই হত্যাকারী। তাই আমাকে সামান্য এক নির্জীব পুতুলের মত টাওয়ারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রাজা বন্দী হিসাবে।

গ্লসেস্টার। কেন, নারীর হাতে রাজ্যশাসনের ভার থাকলে এমনিই হয়। মনে রাখবে তোমাকে এই যে টাওয়ারে পাঠানো হচ্ছে, সেটা রাজার হুকুমে নয়, পাঠানো হচ্ছে আমাদের রাণী, তাঁর স্ত্রী লেডী গ্রের হুকুমে। তিনিই রাজাকে এই সব বাড়াবাড়ি করতে বাধ্য করছেন। এই লেডী গ্রে আর তাঁর ভাই এ্যান্টনি উডভিলই হেস্টিংস্‌কেও টাওয়ারে পাঠিয়েছিল চক্রান্ত করে। আজো পর্যন্ত তিনি মুক্ত হয়েছেন কি? আমরা কেউই এ রাজ্যে নিরাপদ নই ক্ল্যারেন্স, কেউ না।

ক্ল্যারেন্স। আমিও দেখছি এ রাজ্যে একমাত্র রাণীর আত্মীয় স্বজন আর তাঁদের বিশ্বস্ত রক্ষীদল ছাড়া কারো জীবন নিরাপদ না। হেস্টিংস ছিল এমনই একজন দূত যে রাণীর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করত।

গ্লসেস্টার। একমাত্র রাণীর কাছে আবেদন নিবেদন করেই আমাদের লর্ড চেম্বারলেন মুক্তিলাভ করেছিল। আসল কথাটা তোমায় বলছি শোন। যদি আমাদের রাজার সুনজরে থাকতে হয় তাহলে আমাদের প্রথমে রাণীর

বিশ্বাসভাজন হতে হবে। রাণী আর সেই ঈর্ষাকাতর বিধবা মহিলা। কারণ আমাদের রাজপ্রাসাদের মধ্যে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে আমাদের ভাই রাজা নাকি এই দুজন মহিলাকেই বিশেষভাবে বশীভূত করে রেখেছেন।

ব্রেকেনবেরি। আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি। রাজা আমাকে পরিষ্কারভাবে হুকুম দিয়েছেন আপনি ও আপনার ভাই ক্ল্যারেন্সের সঙ্গে কোন লোক যেন ব্যক্তিগত কিছু আলোচনা না করে।

গ্লসেস্টার। তাই যদি হয়, ব্রেকেনবেরি, তুমি ইচ্ছা করলে আমরা যা যা আলোচনা করব তুমি তা সব শুনতে পার। আমরা কোন রাজদ্রোহিতার কথা বলছি না বুঝলে? আমরা শুধু বলছি যে আমাদের রাজা বিজ্ঞ এবং ধার্মিক এবং তাঁর রাণীও বুদ্ধিমতী ধার্মিক এবং পরিণতবয়স্কা এবং তিনি সুন্দরী, মোটেই ঈর্ষাকাতর নন। আমরা বলছি শোরের স্ত্রীর পা দুটি বড় সুন্দর। তাঁর ঠোঁট, চোখ এবং কথাবার্তাও ভাল। আমরা আরো বলছিলাম যে রাণীর আত্মীয়স্বজনরা বড ভদ্র। এখন কি বলবে বল; এসব কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

ব্রেকেনবেরি। আজ্ঞে না, এসব কথায় আমার বলার কিছু নেই।

গ্লসেস্টার। মিস্ট্রেস শোরের ব্যাপারেও তোমার করার কিছু নেই। তোমায় বলে রাখছি, তার সঙ্গে মাত্র একজনই গোপনে এক বিশেষ সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন।

ব্রেকেনবেরি। কে সে?

গ্লসেস্টার। কেন তার স্বামী, একথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

ব্রেকেনবেরি। আমার অনুরোধ স্যার, আপনি আর আপনার ভাই এই ডিউকের সঙ্গে কোন কথা বলবেন না।

ক্ল্যারেন্স। আমি জানি তোমার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। আমরা তা অবশ্যই মেনে চলব ব্রেকেনবেরি।

গ্লসেস্টার। আমরা সবাই রাণীর প্রজা এবং নিশ্চয় তাঁর কথা মেনে চলতে হবে। আচ্ছা বিদায় ভাই। আমি এখন রাজার কাছে যাব। তোমার মুক্তির জন্য তুমি আমায় যা যা করতে বলবে আমি তা করব। দরকার হলে আমি রাজা এডওয়ার্ডের বিধবা বোনকেও ডেকে আনব। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে তোমার এই অপমানে আমার এ মন অতিশয় কাতর হয়ে উঠেছে, যত হোক ভাইএর মন ত।

ক্ল্যারেন্স। আমি তা জানি। এতে আমাদের কারোর মনেই শান্তি নেই।

গ্লসেস্টার। যাক, তোমার বন্দীত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। হয় তোমাকে আমি মুক্ত করব তা না হলে তোমার জন্য প্রাণ দেব। তবে কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক।

ক্ল্যারেন্স। আমাকে অবশ্যই জোর করে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। বিদায়।

(ব্রেকেনবেরি ও রক্ষীসহ ক্ল্যারেন্সের প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। যাও, যে পথে তুমি যাচ্ছ সে পথে আর তুমি কোনদিন ফিরবে না। সরলমনা ক্ল্যারেন্সকে আমি এত ভালবাসি যে আমি খুব শীঘ্রই তার আত্মাকে স্বর্গে পাঠাব। অবশ্য আমাদের বর্তমান এই দান যদি স্বর্গ গ্রহণ করে। কিন্তু কে আসছে, সদ্যমুক্ত হেস্টিংস না ?

লর্ড হেস্টিংস-এর প্রবেশ

হেস্টিংস্। সুপ্রভাত স্যার।

গ্লসেস্টার। তোমাকেও সুপ্রভাত জানাই লর্ড চেম্বারলেন। এই মুক্ত আলো হাওয়ায় স্বাগত জানাই তোমায়। তোমার বন্দী অবস্থায় রাজা কিরূপ ব্যবহার করলেন তোমার সঙ্গে ?

হেস্টিংস্। যারা আমার বন্দীত্বের জন্য দায়ী তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

গ্লসেস্টার। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাহলে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া ক্ল্যারেন্সেরও উচিত। কারণ যারা তোমার শত্রু তারা তারও শত্রু এবং তাদের কাছেও সে অনুরূপ ব্যবহারই পেয়েছে।

হেস্টিংস্। এর থেকে দুঃখের বিষয় এই যে ঈগল পাখিদের বন্দী করে রাখা হচ্ছে আর চিল শকুনিরা তাদের বন্দীত্ব নিয়ে উপহাস করে বেড়াচ্ছে।

গ্লসেস্টার। বাইরের খবর কি ?

হেস্টিংস্। এখন ঘরের খবর যত খারাপ তত খারাপ খবর কোথাও নেই। এখন আমাদের রাজা রুগ্ন দুর্বল এবং বিষাদগ্রস্ত। তাঁর চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা দেখে ভয় পাচ্ছেন।

গ্লসেস্টার। সেণ্ট জনের নামে বলছি খবরটা সত্যিই খারাপ। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি কুপথ্য খেয়ে তাঁর শরীরটা অযথা খারাপ করে আনছিলেন। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। এখন তিনি কোথায়, বিছানায় ?

হেস্টিংস্। হ্যাঁ তাই।

গ্লসেস্টার। তুমি আগে যাও তাঁর কাছে। পরে আমি যাচ্ছি। (হেস্টিংসের

প্রস্থান) ওঁকে আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। তবে জর্জের স্বর্গারোহণের আগে তাঁর মরা চলবে না। মিথ্যা আর জোরাল যুক্তি দিয়ে আমি ক্ল্যারেন্সের প্রতি ঘৃণা সঞ্চার করব তাঁর মনে। যদি আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয় তাহলে ক্ল্যারেন্স আর একদিনও বাঁচবে না। এ কাজ সফল হলে ঈশ্বর এডওয়ার্ডকে গ্রহণ করবেন। আর তখন রাজ্যশাসনভার পড়বে আমার উপর। তখন আমি ওয়ারউইকের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করব। যদিও আমিই তার স্বামী আর পিতাকে হত্যা করেছি তবু আমি তার স্বামী হয়ে তার সে ক্ষতিপূরণ করতে চাই। অবশ্য আমি যে তাকে ভালবেসে বিয়ে করব তা নয়; তাকে বিয়ে করার পিছনে আছে আমার আর এক উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে খুব বেশী তাড়াতাড়ি আর বাড়াবাড়ি করছি আমার আশা নিয়ে। আমি যেন ঘোড়ার আগে আগে চলেছি বাজারে। আমার মনে রাখা উচিত এখনো ক্ল্যারেন্স বেঁচে আছে আর রাজা এডওয়ার্ডও বেঁচে আছেন এবং রাজত্ব করছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর আমি আমার লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ করব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। অন্য এক রাজপথ।

শববাহকদের দ্বারা বাহিত ষষ্ঠ হেনরীর শবদেহ সহ লেডী এ্যানী, ট্রেসেল ও বার্কেলের প্রবেশ

লেডী এ্যানী। এইখানে, এইখানে নামাও এই সম্মানিত শবাধার। আমি ধর্মপ্রাণ ল্যাঙ্কাস্টারের অকাল মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ না করে পারছি না। তোমার দেহে একদিন যে রাজরক্ত প্রবাহিত ছিল এখন শুষ্ক হয়ে গেছে সে রক্তের স্রোত। আমি এখন শুধু তোমার প্রাণহীন প্রেতাত্মাকে আহ্বান জানাচ্ছি আমার বিলাপধ্বনি শোনার জন্য। আমি হচ্ছি তোমার নিহত পুত্রের স্ত্রী। আজ তোমার দেহে যে নরহন্তা ক্ষত করেছে সেই একই নরহন্তার দ্বারাই তারও মৃত্যু হয়। তোমার দেহের এই সব ক্ষতচিহ্নের গবাক্ষপথে তোমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে; আমি তাতে আজ আমার অশ্রুর শীতল ওষধি বর্ষণ করে অভিশাপ দিচ্ছি যে নিষ্ঠুর এ কাজ করেছে তার অন্তরাত্মা অভিশপ্ত হোক, যে তোমার এই পবিত্র রক্তপাত করেছে তার জীবন অভিশপ্ত হোক, যে তোমার প্রাণনাশ করে আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হোক। যদি সে ব্যক্তির কোন সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে সন্তান যেন অকালে প্রসব হয় এবং

সে সন্তানের বিকলাঙ্গ কুৎসিত দেহ দেখে তার নিজের মা যেন ভীত হয়ে পড়ে এবং সেই হতভাগ্য সন্তান যেন তার সকল দুঃখের উত্তরাধিকারী হয়। যদি সে হত্যাকারীর স্ত্রী থাকে তাহলে আমি আমার শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুতে যেমন শোক দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছি তেমনি সেও যেন ভেঙ্গে পড়ে। আমার চেয়ে সে যেন আরো বেশী দুঃখ পায়। এখন চল তোমরা চার্টসির পথে। এই শবদেহ সেখানেই সমাহিত হবে। তবে যদি তোমরা ক্লান্তিবোধ করো তাহলে এখানে তোমরা বিশ্রাম লাভ করতে পার।

(শববাহকেরা কফিন তুলে নিল)

গ্লসেস্টারের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। হে শববাহকগণ, তোমরা একটু থাম।

এ্যানী। কোন কৃষ্ণকায় যাদুকর শয়তানি করে এ কাজে বাধা দিচ্ছে?

গ্লসেস্টার। শয়তানরা, শব নামাও, তা না হলে যারা আমার কথা অমান্য করবে তাদের দেহগুলোকেই শবে পরিণত করব।

১ম ভদ্রলোক। সরে দাঁড়ান স্যার, শবাধারটা নিয়ে যেতে দিন।

গ্লসেস্টার। অবাধ্য কুকুর কোথাকার, আমার আদেশ শোন, তা না হলে আমি তোমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। তোমাদের সাহস বার করে দেব।

(শববাহকেরা শবাধার নামাল)

এ্যানী। কী, তোমরা সবাই ভয়ে কাঁপছ? তোমরা কি সবাই ভয় পেয়ে গেছ? তোমাদের আমি দোষ দিই না, কারণ তোমরা সাধারণ মানুষ আর মানুষ কখনো কোন শয়তানকে সহ্য করতে পাবে না। দূর হয়ে যাও নরকের ঘৃণ্য ভয়াবহ জীব, তুমি শুধু তার এই মরদেহটাকেই আটকে রেখে প্রভুত্ব করতে পার তার উপর। কিন্তু তার আত্মার নাগাল পাবে না। সুতরাং দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

গ্লসেস্টার। হে প্রিয়তমা, দয়া করে এতখানি ক্রুদ্ধ হয়ো না।

এ্যানী। ঘৃণ্য শয়তান, ঈশ্বরের নামে বলছি, এখান থেকে সরে যাও, আমাদের আর অকারণে কষ্ট দিও না। তুমি নিজের কর্মদোষে এই সুখের পৃথিবীটাকে নরকে পরিণত করেছ; তোমার প্রতি তীক্ষ্ণ অভিশাপবাক্যে পরিপূরিত সে নরকের বাতাস। যদি তোমার এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড দেখে এক পৈশাচিক আনন্দ পেতে চাও তাহলে দেখ তুমি কি করেছ। হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারাও দেখুন মৃত হেনরির দেহের ক্ষতগুলি মুখ বার করেছে এবং তা দিয়ে কেমন রক্ত ঝরছে। ও বিকৃতদেহ নরঘাতক,

তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত কারণ হিমশীতল মৃতদেহে এক বিন্দুও রক্ত ছিল না। কিন্তু তোমার ঘৃণ্য উপস্থিতির জন্য সে মৃতদেহ থেকে নতুন করে রক্ত ঝরছে। তোমার অমানুষিক ও অস্বাভাবিক পাপকর্মের ফলে এই অতি-প্রাকৃত ঘটনা ঘটছে। যে ঈশ্বর এই দেহে একদিন প্রাণ ও রক্তের সঞ্চার করেছিলেন সেই ঈশ্বরই আজ এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। যে পৃথিবী এই রাজার সব রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে সেই পৃথিবী এ মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করুক। হয় আকাশ থেকে এক বজ্রপাত হোক হত্যাকারীর মাথায় অথবা পৃথিবী মুখ ব্যাদান করে গ্রাস করে নিক হত্যাকারীকে।

গ্লসেস্টার। প্রিয়তমা, তুমি মানুষের দানের গুরুত্ব ঠিকমত বিচার করতে জান না। অনেক মন্দ কাজ আছে যা আপাতত অশুভ মনে হলেও পরিণামে শুভ হয়ে ওঠে।

এ্যানী। শয়তান, তুমি ঈশ্বর বা মানুষের রাজ্যের কোন নিয়মই জান না। এমন কোন ভয়ঙ্কর পশু নেই যার মনে একবিন্দু করুণা বা দয়া মায়া নেই।

গ্লসেস্টার। কিন্তু আমি ত কাউকে চিনি না, আমার কেউ নেই; সুতরাং আমি পশু নই।

এ্যানী। কী আশ্চর্যের কথা, শয়তান সত্য কথা বলছে।

গ্লসেস্টার। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, দেবদূতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিপূর্ণতার জাহির করে এমন কতকগুলো কল্পিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেন আমায় যে দোষ থেকে আমি কেবল ঘটনাক্রমে অনুকূল অবস্থার দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে পারি।

এ্যানী। তোমার অভিশপ্ত আত্মাকে আমি আবার অভিশাপ দিচ্ছি। কারণ আমি তোমার পাপের সব কথা জানি।

গ্লসেস্টার। হে অনিন্দ্যসুন্দরী, আমি যে নির্দোষ সে কথা আমায় বুঝিয়ে বলতে দাও, সেজন্য তুমি ধৈর্য ধরে শোন।

এ্যানী। তুমি এত পাপী যে মানুষ তা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। তুমি কোনমতেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পার না। তোমার ফাঁসিকাঠে ঝোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গ্লসেস্টার। আমাকে তাহলে এই হতাশা নিয়েই থাকতে হবে?

এ্যানী। হ্যাঁ, সেই হতাশার সঙ্গেই নিজের উপর নিজেকে প্রতিশোধ নিতে হবে তোমায় এই সব জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য।

গ্লসেস্টার। তাহলে বল তারা আমার দ্বারা নিহত হয়নি ?

এ্যানী। কিন্তু তারা মৃত এবং তুমি তাদের সে মৃত্যুর জন্য দায়ী।

গ্লসেস্টার। আমি তোমার স্বামীকে হত্যা করিনি।

এ্যানী। তাহলে কি ধরে নেব আমার স্বামী জীবিত ?

গ্লসেস্টার। না, তিনি মৃত, তবে এডওয়ার্ডের দ্বারাই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আমার দ্বারা নয়।

এ্যানী। তুমি তোমার অপবিত্র কণ্ঠের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বলছ। রাণী মার্গারেট দেখেছেন তার উত্তপ্ত রক্তে তোমার নিঃশ্বাস ধোঁয়ারূপে ফুটে উঠছে। একদিন তুমি তাকেও আক্রমণ করেছিলে, কিন্তু তোমার ভাইরা তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়।

গ্লসেস্টার। আমি তার শানিত নিন্দাবাক্যের দ্বারা বাধ্য হয়েছিলাম একাজ করতে। কারণ উনি আমার ঘাড়ে সেই সব দোষ অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে সব দোষে আমি দোষী নই।

এ্যানী। তোমাকে অন্য কেউ প্ররোচিত করেনি ; তোমার লোভী অপরাধী মনই প্ররোচিত করেছিল এ কাজে। যে মন একমাত্র নরহত্যা ছাড়া কিছুই জানে না। তুমি কি এই রাজা হেনরিকে হত্যা করনি ?

গ্লসেস্টার। আমি তা স্বীকার করছি।

এ্যানী। একথা স্বীকার করছ বনশূয়োর কোথাকার! তাহলে ঈশ্বরের নামে বলছি এ পাপের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে। উনি ছিলেন ভদ্র নম্র আর ধার্মিক।

গ্লসেস্টার। ভালই ত, উনি আজ স্বর্গের রাজার সমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

এ্যানী। তিনি সেই স্বর্গলোকে গেছেন যেখানে তুমি কোনদিন যেতে পারবে না।

গ্লসেস্টার। তাহলে তার পক্ষ থেকে আমাকে ধন্যবাদ দিতে বল, কারণ তাঁর মত ধার্মিক লোকের পক্ষে মর্তের থেকে স্বর্গই হলো উপযুক্ত স্থান।

এ্যানী। আর তোমার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে নরক।

গ্লসেস্টার। আর একটি স্থান আছে, যদি শুনতে চাও ত বলি।

এ্যানী। কোন অন্ধকার কারাগার।

গ্লসেস্টার। তোমার শয়ন প্রকোষ্ঠ।

এ্যানী। যেখানে তুমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হবে আমি সেই ঘরে বিশ্রাম করব নিশ্চিন্তে।

গ্লসেস্টার। তাই হবে। তবে তার আগে আমি তোমার শয্যাসঙ্গী হতে চাই।

এ্যানী। আমারও তাই মনে হয়।

গ্লসেস্টার। শোন লক্ষী এ্যানী, এই সব তীক্ষ্ণ বাদ প্রতিবাদ ছেড়ে দিয়ে এই সব প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশীয় রাজাদের অর্থাৎ হেনরি আর এডওয়ার্ডের মৃত্যুর জন্য অন্য কোন একটা ভয়ঙ্কর কারণের অনুসন্ধান করো।

এ্যানী। তুমিই হচ্ছ সে মৃত্যুর কারণ। আর তার অভিশপ্ত পরিণাম।

গ্লসেস্টার। তোমার সৌন্দর্য হচ্ছে এ কার্যের একমাত্র কারণ। তোমার যে সৌন্দর্য আমার নিদ্রায় স্বপ্নরূপে বারবার আনাগোনা করত। তোমার বুকে একবার শয়নসুখ লাভ করার জন্য জগতের সমস্ত লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারি আমি।

এ্যানী। তা যদি হয় তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। আমি আমার নখ দিয়ে আমার সুন্দর গালগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলব।

গ্লসেস্টার। আমি তোমার সৌন্দর্যের উপর কোন ক্ষত এ চোখে দেখতে পারব না। আমি দাঁড়িয়ে তা দেখতে পারব না। তোমার সৌন্দর্যই আমার কাছে সূর্য, আমার সকল আনন্দের উৎস।

এ্যানী। এক কালো রাত্রি তোমার দিনের সব আলোকে আচ্ছন্ন করে দিক। এক ভয়াল মৃত্যু আচ্ছন্ন করে দিক তোমার জীবনকে।

গ্লসেস্টার। নিজেকে নিজে অভিশাপ দিও না সুন্দরী। তুমিই আমার জীবন এবং মৃত্যু, দিন এবং রাত্রি।

এ্যানী। তোমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তা হতে পারি।

গ্লসেস্টার। এ কথা সত্যিই খুব অস্বাভাবিক। যে তোমাকে ভালবাসে তুমি নেবে তারই উপর প্রতিশোধ।

এ্যানী। একথা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। যে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে আমি নেব তারই উপর প্রতিশোধ।

গ্লসেস্টার। যে তোমাকে স্বামীহীনা করেছে সে তোমাকে আরো ভাল স্বামী লাভ করতে সাহায্য করবে।

এ্যানী। তার থেকে ভাল স্বামী এ পৃথিবীতে নেই।

গ্লসেস্টার। যে তোমাকে তোমার স্বামীর থেকে বেশী ভালবাসে সেই তোমার আরো ভাল স্বামী।

এ্যানী। তার নাম বল।

গ্লসেস্টার। প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশীয়।

এ্যানী। কেন, আমার স্বামী ত তাই ছিলেন।

গ্লসেস্টার। বংশটা একই কিন্তু স্বভাবটা আরও ভাল।

এ্যানী। কোথায় সে ব্যক্তি?

গ্লসেস্টার। এখানে। (এ্যানী থুথু দিল তার গায়ে) কেন তুমি আমার গায়ে থুথু দিচ্ছ?

এ্যানী। এই থুথু যদি মারাত্মক বিষ হত তোমার পক্ষে!

গ্লসেস্টার। এমন সুন্দর দেহ থেকে কখনো কোন বিষ উৎসারিত হতে পারে না।

এ্যানী। বিষাক্ত ব্যাঙের থেকে ভয়ঙ্কর, দূর হয়ে যাও আমার দৃষ্টির সীমা থেকে। তোমাকে দেখে দৃষ্টি আমার কলুষিত হয়ে যাচ্ছে।

গ্লসেস্টার। কিন্তু তোমার চোখ দেখে আমি যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

এ্যানী। এ দৃষ্টি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাতে পারত।

গ্লসেস্টার। সে দৃষ্টি যদি আমায় মারতে পারে তাহলে আমি এই মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করতে চাই। আমার চোখ দেখে তোমার চোখে জল ঝরছে, এই লবণাক্ত অশ্রু হচ্ছে শিশুসুলভ। অথচ দেখ আমার এ চোখে কখনো দুঃখের অশ্রু আসেনি। এমন কি যখন ক্লিফোর্ডের তরবারির দ্বারা নিগৃহীত রুটল্যাণ্ডকে আর্তনাদ করতে শুনে আমার পিতা ও এডওয়ার্ড অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন অথবা যখন তোমার বীর যোদ্ধা পিতা আমার পিতার মৃত্যুতে শিশুর মত কেঁদেছিলেন তখনও আমি কাঁদিনি। যে কথা শুনে বৃষ্টিস্নাত তরুশাখার মত উপস্থিত প্রতিটি মানুষের গণ্ডদ্বয় সিক্ত হয়ে উঠেছিল সে কথায় আমার চোখে কিন্তু জল আসেনি। কিন্তু এত সব দুঃখ সত্বেও আমার যে চোখে জল আসেনি আজ তোমার সৌন্দর্য আমার সে চোখকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করে দিচ্ছে অশ্রুতে। আমি কোনদিন কোন শত্রু বা মিত্রের কাছে মাথা নত করিনি, আমি কাউকে কোন মিষ্ট কথা বলিনি। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য হচ্ছে আমার সবচেয়ে অনমনীয় শত্রু। আমার অহঙ্কারী অন্তর নতি স্বীকার করছে তার কাছে আর আমি মিষ্ট কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। (এ্যানী

ঘৃণাভরে তার পানে তাকাল) তোমার অমন সুন্দর অধরোষ্ঠে যেন কোন ঘৃণার কথা স্ফুরিত না হয়, কারণ ও অধরোষ্ঠ শুধু চুম্বনের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, ঘৃণা প্রকাশের জন্য নয়। তোমার প্রতিশোধ বাসনা যদি প্রশমিত না হয় এবং তুমি যদি আমায় ক্ষমা করতে না পার তাহলে আমি আমার এই তীক্ষ্ণ তরবারি তোমায় দান করছি। এ তরবারি, আমার বুকে আমূল বসিয়ে আমার যে আত্মা তোমায় আরাধনা করে সে আত্মাকে কেড়ে নাও। আমি তোমার আঘাতের সামনে আমার বক্ষস্থল উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। আমি নতজানু হয়ে মৃত্যু ভিক্ষা করছি তোমার কাছে।

(বক্ষ উন্মুক্ত করল, তার দেওয়া তরবারি নিয়ে এ্যানী এগিয়ে এল)

না, থেমো না, কারণ আমি রাজা হেনরিকে হত্যা করেছি—কিন্তু জেনে রেখো, তোমার সৌন্দর্য আমাকে সে হত্যায় প্ররোচিত করেছে। নাও, কার্যসিদ্ধি করে ফেল। আমিই তরুণ এডওয়ার্ডকে ছুরিকাহত করেছিলাম, কিন্তু তোমার স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত মুখমণ্ডলই আমায় সে কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। (এ্যানীর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল) তুলে নাও তোমার তরবারি, অথবা আমাকেই তুলে নাও; আলিঙ্গন করো আমাকে।

এ্যানী। ওঠ। যদিও আমি তোমার মৃত্যু চাই তথাপি আমিই তোমার ঘাতক হতে চাই না।

গ্লসেস্টার। তাহলে আমাকে নিজেকে নিজে হত্যা করতে দাও। আমি নিজেকেই নিজে হত্যা করব।

এ্যানী। আমি তোমায় যথেষ্ট বাক্যবাণে জর্জরিত করেছি।

গ্লসেস্টার। কিন্তু সেসব কথা বলেছ তুমি রেগে। কিন্তু আর একবার শান্তভাবে সে সব কথা বল। সে কথা শুনে আমি স্বেচ্ছায় যে হাতে তোমার প্রেমিক স্বামীকে হত্যা করেছিলাম সেই হাতে আমি আমার বলিষ্ঠতর প্রেমকেও হত্যা করব।

এ্যানী। তোমার মনের আসল কথাটা কি জানতে পারি কি?

গ্লসেস্টার। আমার মনের কথা আমার জিব দিয়ে আগেই ত প্রকাশ করেছি।

এ্যানী। আমার মনে হয় তোমার মন আর মুখ দুটোই মিথ্যা।

গ্লসেস্টার। তা যদি হয় তাহলে কোন মানুষ কোনদিন সত্য কথা বলেনি।

এ্যানী। ঠিক আছে, তোমার তরবারি রেখে দাও।

গ্লসেস্টার। তাহলে বল আমার দাবি তুমি মেনে নিয়েছ?

এ্যানী। সে কথা পরে জানতে পারবে।

গ্লসেস্টার। তাহলে আমি কি আশায় থাকতে পারব?

এ্যানী। সকল মানুষই আশা নিয়ে বেঁচে থাকে।

গ্লসেস্টার। তাহলে আমার এই আংটিটা গ্রহণ করো।

এ্যানী। কিন্তু কোন জিনিস নেওয়া মানেই কোন জিনিস দেওয়া না। (আংটি পরল)

গ্লসেস্টার। দেখ দেখ আংটিটা তোমার আঙ্গুলে কেমন মানিয়েছে। আমার অন্তর তেমনি তোমার বক্ষস্থলকে ঘিরে আছে। তুমি আমার আংটি আর অন্তর দুটোই একসঙ্গে গ্রহণ করো। এই দুটোই তোমার। তোমার এই দরিদ্র ভক্তের একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমায় পরম সুখ দান করো।

এ্যানী। কি সে ভিক্ষা? কী তোমার প্রার্থনা?

গ্লসেস্টার। আমার প্রার্থনা হচ্ছে তুমি তোমার সমস্ত শোকদুঃখ ঝেড়ে ফেলে ক্রসবি হাউসে চল। আমি চার্টসীতে এই মহান রাজাকে সমাহিত করার পর প্রথমে তাঁর সমাধির উপর আমার অনুতপ্ত অশ্রু পাত করব। তারপর আমার সেই অশ্রুবিধৌত চোখ দিয়ে তোমায় নতুন করে দেখব। আমাকে এই একটা বর দান করো।

এ্যানী। সানন্দে আমি তোমাকে এই বর দান করলাম। এতে আমি সত্যিই আনন্দিত যে তুমি তোমার কাজের জন্য অনুতপ্ত। ট্রেসেল ও বার্কলে, চল আমার সঙ্গে।

গ্লসেস্টার। আমাকে বিদায় দাও তাহলে।

এ্যানী। তোমাকে যা দেওয়ার তার থেকে বেশী দিয়েছি। কিন্তু যেহেতু তুমি আমায় প্রচুর তোষামোদ করেছ, আমি তোমাকে আগেই বিদায় জানিয়েছি। (ট্রেসেল ও বার্কলেসহ লেডী এ্যানীর প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার এই শবদেহ বহন করে নিয়ে যাও।

শববাহকগণ। চার্টসীর দিকে কি স্যার?

গ্লসেস্টার। না, হোয়াইট ফ্রায়ারে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

(গ্লসেস্টার ছাড়া সকলের প্রস্থান)

আমি কি এর আগে কোন মেয়ের কাছে এমনভাবে প্রেম নিবেদন করেছিলাম? আমি কি এর আগে অন্য কোন মেয়েকে এমনভাবে আয়ত্ত

করেছিলাম? আমি অবশ্যই তাকে করায়ত্ত করব, তবে বেশীদিন ধরে রাখতে পারব না। কী! যে আমি তার পিতা আর স্বামীকে হত্যা করেছিলাম, সেই আমি তাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করব? তার অন্তরে এখনো চরম ঘৃণা, মুখে অভিশাপ, চোখে জল। আমাদের মিলনের পথে তার বিবেক এবং ঈশ্বরভীতি বাধা দেবে। তাছাড়া আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার মত কোন বন্ধু নেই। তবু তাকে যদি আমি লাভ করতে না পারি তাহলে আমার গোটা জগৎটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে কি তার স্বামী এডওয়ার্ডকে ভুলে গেছে যাকে আমি ঈর্ষাসিক্ত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে টেকস্‌বেরিতে ছুরিকাহত করেছিলাম? বড় মধুর এবং সুন্দর ভদ্রলোক। সবদিক দিয়েই ভাগ্যবান। এমন বিজ্ঞ এবং সাহসী লোক আর কি আসবে পৃথিবীতে? এ্যানী কী আমার পানে তেমনি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে? যে আমি যুবরাজের প্রাণনাশ করে তাকে বিধবা করে তাকে দুঃখে ধরাশায়ী করে তুলেছি সেই আমাকে কি সে ক্ষমার চোখে দেখবে? যে আমি কোন দিক দিয়েই তার স্বামীর সমকক্ষ নই, যে আমি এমন কুৎসিত সেই আমিকে কি সে মেনে নিতে পারবে? আমার মনে হয় আমার এই দেহগত অপরিপূর্ণতা সত্ত্বেও ও আমার মধ্যে এক মানবোচিত গুণ খুঁজে পেয়েছে। আমার এখন একটা আয়না আর একটা দর্জির দরকার। যে দর্জি আমার দেহটা সাজাবার জন্য কিছু ভাল জামা-কাপড় তৈরি করে দেবে। কিন্তু তার আগে প্রথমে তোমাকে সমাহিত করব, তারপর শোকগ্রস্ত হৃদয়ে আমার প্রিয়তমার কাছে ফিরে যাব। হে সূর্য, তুমি আর কিরণদান করো না, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমি এখন এমনই এক আয়না কিনেছি যাতে সব সময়ই আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

রাণী এলিজাবেথ, লর্ড রিভার্স ও লর্ড গ্রের প্রবেশ

রিভার্স। ধৈর্য ধরুন ম্যাডাম, রাজা যে তাঁর হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রে। এ বিষয়ে আপনি যত খারাপ ভাববেন তাঁর তত খারাপ হবে। সুতরাং ঈশ্বরের নামে বলছি, মনে শান্তি আনুন এবং আপনার মুখে চোখে হাসিখুশির ভাব দেখিয়ে রাজাকে প্রীত করার চেষ্টা করুন।

রাণী এলি। তাঁর যদি মৃত্যু হয় তাহলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে?

গ্রে। ওঁর মত একজন স্বামীকে আপনি হারাবেন এই যা। এর বেশী আর কি ?

এলিজাবেথ। তাঁর মত লোককে হারানোই ত সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

গ্রে। ভগবান আপনাকে এক সুসন্তান দান করে ধন্য করেছেন। রাজা স্বর্গে গেলে এই পুত্রই হবে আপনার সান্ত্বনার একমাত্র উৎস।

এলিজাবেথ। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু সে একেবারে বয়সে তরুণ এবং তার এই অপরিণত জীবন রিচার্ড গ্লসেস্টারের হাতে। আর গ্লসেস্টার লোকটা আমাকে বা তোমাদের কাউকেই ভালবাসে না।

রিভার্স। এটা স্থির হয়ে গেছে যে তিনিই হবেন যুবরাজের লর্ড প্রোটেক্টর।

এলিজাবেথ। এটা স্থির হয়নি, উনি নিজেই সংকল্প করেছেন এ বিষয়ে। যদি উনি রাজা হতে না পারেন তাহলে উনি তা হবেনই।

বাকিংহাম ও ডার্বির প্রবেশ

গ্রে। বাকিংহাম আর ডার্বির লর্ডরা আসছেন।

বাকিংহাম। রাণীমার জয় হোক।

ডার্বি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

এলিজাবেথ। আপনার স্ত্রী কাউণ্টেস রিচমণ্ড আপনাকে সমর্থন করতে পারবেন না লর্ড ডার্বি। তা সত্ত্বেও উনি আপনার স্ত্রী। তিনি আমাকে মোটেই দেখতে পারেন না। তবু জেনে রাখবেন তাঁর এই অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের জন্য কিছুমাত্র ঘৃণা করি না আমি আপনাকে।

ডার্বি। যারা ওঁর নামে এই সব মিথ্যা নিন্দার কথা বলে ওঁকে দোষী সাজায় তারা হিংসার বশেই এসব কথা বলে এবং আপনি তা বিশ্বাস করবেন না। আবার যদি এসব কথা সত্যিও হয় তাহলেও মনে রাখবেন, সাময়িক অসুস্থতার জন্যই আমার স্ত্রী এসব কথা বলে থাকবেন, এর পিছনে গভীর কোন হিংসা নেই।

এলিজাবেথ। আজ রাজাকে দেখতে গিয়েছিলেন ?

ডার্বি। রাজাকে এইমাত্র আমি আর বাকিংহাম দেখে আসছি।

এলিজাবেথ। আচ্ছা রাজার আরোগ্যলাভের কোন চিহ্ন দেখলেন আপনারা ?

বাকিংহাম। হ্যাঁ, আশা আছে ম্যাডাম। রাজা আজ হাসিখুশির সঙ্গে কথা বলেছেন।

এলিজাবেথ। ঈশ্বর তাঁর ভাল করুন। আপনারা কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে ?

বাকিংহাম। হ্যাঁ ম্যাডাম, উনি আপনার ভাইদের সঙ্গে ডিউক অফ গ্লসেস্টারের যে বিবাদ চলছে তা মিটমাট করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে লর্ড চেম্বারলেনের বিবাদটাও মিটিয়ে দিতে চান। উনি সকলকে ওঁর কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এলিজাবেথ। তা হলে ত খুব ভাল হত ; কিন্তু তা কখনই হবে না। আমার ভয় হচ্ছে আমাদের জীবনের সুখের এই শেষ।

গ্লসেস্টার, হেস্টিংস ও ডরসেটের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। তারা আমার উপর অন্যায় করেছে এবং আমি তা সহ্য করব না। কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে রাজার কাছে যে আমি তাদের ভালবাসি না। আমি পবিত্র পলের নামে বলছি যারা একথা বলেছে তারা রাজাকে মোটেই ভালবাসে না এবং তাই যত সব বাজে মিথ্যা গুজব রটিয়ে তাঁর কানভারি করে। যেহেতু আমি তার তোষামোদ করতে পারি না, এবং আমি দেখতে খারাপ, যেহেতু আমি ছলনার হাসি হাসতে পারি না মানুষের মুখের উপর এবং কপট সৌজন্যে গলে যেতে বা হৈ চৈ করতে পারি না, সেই হেতু আমি হলাম তাঁর শত্রু। আচ্ছা কোন সরল প্রকৃতির লোক কি কারো কোন ক্ষতি না করে বাঁচতে পারবে না, তার সরল সততা কি এমনি করে বারবার ধিকৃত হবে যত সব ধূর্ত বাজে লোকদের ইঙ্গিতে ?

গ্রে। উপস্থিত কার কথা আপনি বলতে চাইছেন ? কাকে আপনি সন্দেহ করছেন ?

গ্লসেস্টার। তোমাকে, কারণ তোমার চরিত্রের মধ্যে সততা বা কোন গুণই নেই। আমি তোমাকে কখন আঘাত করেছিলাম ? কখন আমি তোমার বা তোমার দলের কারো উপর অন্যায় করেছি ? জাহান্নামে যাও তোমরা। তোমরা না চাইলেও ঈশ্বর রাজার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমরা যদি এইভাবে তাঁর কানে যত সব আজে বাজে অভিযোগের কথা তোল তাহলে তিনি এক মুহূর্তও স্বস্তি পাবেন না।

এলিজাবেথ। ভাই গ্লসেস্টার। তুমি ভুল করছ। কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নয়, রাজা নিজের ইচ্ছাতেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে

চান, তোমার বাইরের আচরণের মধ্যে আমার ছেলেদের ও আত্মীয়দের প্রতি তোমার অন্তরের যে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ কি।

গ্লসেস্টার। আমি তা বলতে পারব না। এখন দুনিয়ার অবস্থা এতই খারাপ যে যত সব দাঁড়কাক শিকার করছে আর বাজপাখিরা বসে আছে। যত সব আজে বাজে লোকেরা ভদ্রলোকের মর্যাদা পাচ্ছে আর আসল ভদ্রলোকেরা বাজে হয়ে গেছে।

এলিজাবেথ। তুমি কি বলতে চাইছ তা আমি বুঝি ভাই। তুমি আমার আর আমার হিতাকাঙ্খীদের শক্তিবৃদ্ধিতে হিংসা করছ। যাই হোক, তোমাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

গ্লসেস্টার। কিন্তু আপনাদের আমার প্রয়োজন আছে এবং ঈশ্বর করুন সে প্রয়োজন যেন আমার মেটে। আপনার চক্রান্তের দ্বারা আমার ভাই কারারুদ্ধ, আমি অপমানিত, সামন্তরা ঘৃণিত ও ধিকৃত। অথচ যাদের কোন যোগ্যতা নেই তাদের নতুন নতুন সম্মান ও পদমর্যাদা দান করা হচ্ছে।

এলিজাবেথ। যে ঈশ্বর আমাকে সামান্য অবস্থা থেকে এই সম্মানের শিখরে উন্নীত করেছেন সেই ঈশ্বরের নামে বলছি আমি ডিউক অফ ক্ল্যারেন্সের বিরুদ্ধে রাজাকে কোন কিছুই বলিনি, বরং তাঁর সপক্ষে অনেক অনুনয় বিনয় করেছি। আমাকে এসব ব্যাপারে সন্দেহ করে জড়িয়ে তুমি আমার প্রতি এক নির্লজ্জ আঘাত হানলে।

গ্লসেস্টার। আপনি অস্বীকার করতে পারেন লর্ড হেস্টিংসএর কারাদণ্ডের পিছনে আপনার কোন চক্রান্ত নেই ?

রিভার্স। হ্যাঁ, তিনি অস্বীকার করতে পারেন। কারণ—

গ্লসেস্টার। তা তিনি পারেন লর্ড রিভার্স ? তা যে তিনি পারেন তা কে জানে না ? তিনি আরো অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন তিনি তোমার অনেক বড় বড় সম্মান ও পদমর্যাদা দান করতে পারেন এবং পরে সে দানের কথা অস্বীকার করতে পারেন। আবার তিনি বিয়েও করতে পারেন।

রিভার্স। বিয়ে করতে পারেন ?

গ্লসেস্টার। হ্যাঁ, একজন অবিবাহিত সুদর্শন রাজাকে বিয়ে করতে পারেন।

এলিজাবেথ। লর্ড গ্লসেস্টার, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অনেক ভৎর্সনা আর তিক্তকটুকথা সহ্য করেছি। আমি ঈশ্বরের নামে বলছি তোমার এই

কুৎসিত ঠাট্টার কথা আমি রাজাকে জানাব। রাণী হয়ে এমন ঘৃণা ও বিদ্রূপ সহ্য করার থেকে আমার গ্রাম্য চাষীঘরের মেয়ে হওয়া উচিত ছিল।

ভূতপূর্ব বৃদ্ধা রাণী মার্গারেটের প্রবেশ

ইংলণ্ডের রাণী হওয়ায় কোন আনন্দ নেই।

মার্গারেট। সে আনন্দ আরো কমে যাবে। মনে রেখো তোমার এই রাজসম্মান আমার জন্যই।

গ্লসেস্টার। (এলিজাবেথের প্রতি) কী, আপনি রাজাকে বলে দেবেন আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? ঠিক আছে বলবেন, যা করার করবেন। আমি যা যা বলেছি রাজার কাছেও তাই বলব। তাতে আমাকে টাওয়ারে পাঠানো হয় তাও সহ্য করব। তবু সব যন্ত্রণা ও শাস্তির কথা ভুলে আজ আমার সব কথা খুলে বলার দিন এসেছে।

মার্গারেট। দূর হয়ে যাও শয়তান। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে তাদের কথা। তুমি আমার স্বামী হেনরিকে মেরেছিলে টাওয়ারে আর আমার পুত্র এড-ওয়ার্ডকে মেরেছিলে টেকস্‌বেরিতে।

গ্লসেস্টার। আপনি যখন রাণী হননি আপনার স্বামী যখন রাজা হননি তখন আমি ছিলাম তাঁর সব বড় বড় ব্যাপারে বিশ্বস্ত দূত। আমি তখন শত্রুদের উৎসাদন করতাম আর তাঁর মিত্রদের পুরস্কৃত করতাম। তাঁকে রাজা করতে গিয়ে আমাকে রক্ত দান করতে হয়েছিল।

মার্গারেট। কার রক্তের দামটা বেশী – তাঁর না তোমার?

গ্লসেস্টার। তখন কিন্তু আপনি আপনার স্বামী গ্রে আর রিভার্স লাঙ্কাস্টার ভবনের জন্য বিবাদ করছিলেন নিজেদের মধ্যে। আচ্ছা আপনার আগেকার স্বামী কি মার্গারেটের যুদ্ধে সেণ্ট এসেক্স নামক জায়গায় নিহত হননি? আপনি যদি সে কথা ভুলে যান ত আমি মনে করিয়ে দিতে পারি। একদিন আপনি কি ছিলেন আর আজ কি হয়েছেন আমি সব জানি। আর আমি কি ছিলাম আর কি এখন হয়েছি তাও জানি।

মার্গারেট। তুমি একটি নরঘাতক শয়তান। তুমি তাই ছিলে এবং তাই আছ।

গ্লসেস্টার। হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স তার পিতা ওয়ারউইককে ত্যাগ করে শপথ করেছিল—

মার্গারেট। ঈশ্বর তার শোধ নিন।

গ্লসেস্টার। সে শপথ করেছিল এডওয়ার্ডের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সে লড়াই করবে এবং সেই জন্যই তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। অবশ্য আমার মনটা যদি এডওয়ার্ডের মত গরম আর কড়া হত আর এডওয়ার্ডের মনটা আমার মনের মত নরম হত তাহলে ব্যাপারটা হত অন্য রকম। আমি দেখছি আমি হচ্ছি এ জগতে শিশুর মত বোকা।

মার্গারেট। তুমি নরকে যাও শয়তান। হীন দানব কোথাকার। নরকেই তোমার রাজ্য।

রিভার্স। লর্ড গ্লসেস্টার, আপনি আমাদের শত্রুতার উল্লেখ করে যখনকার কথা বললেন তখন আমরা রাজাকেই অপ্রতিবাদে অনুসরণ করেছিলাম। রাজার আদেশই তখন পালন করেছিলাম। আপনি যদি রাজা হতেন তাহলে আপনাকেও তেমনি করে অনুসরণ করতাম।

গ্লসেস্টার। রাজা হওয়ার থেকে ফেরিওয়ালা হওয়া ভাল। এ চিন্তা যেন আমার মনের ধারে কাছেও না আসে।

এলিজাবেথ। আমি যেমন রাণী হয়েও কোন আনন্দ পাচ্ছি না তেমনি তুমি এ দেশের রাজা হয়েও কোন আনন্দ পেতে না।

মার্গারেট। আমিও রাণী হয়ে কোন আনন্দ পাইনি। আর আমি স্থির থাকতে পাচ্ছি না। (অগ্রসর হয়ে) শোন বিবাদরত দস্যুরা, আমার কাছ থেকে যা একদিন কেড়ে নিয়েছ তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করতে গিয়ে ঝগড়া করছ। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার বুক কেঁপে উঠছে না? তোমাদের চক্রান্তেই আজ আমি সিংহাসনচ্যুত আর তোমরা আমার প্রজাবৃন্দ আমার কাছে নত না হয়ে বিদ্রোহীর আস্ফালন করছ। কী শয়তান, তুমি আবার চলে যাচ্ছ কেন?

গ্লসেস্টার। লোমচর্মা কুৎসিত ডাইনি, তুমি আবার আমার কাছে কি কারণে এসেছ?

মার্গারেট। তুমি যে কথা বলতে ভুলে গেছ সে কথা যাবার আগে বলে যাও।

গ্লসেস্টার। তোমাকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়নি? এ আদেশ অমান্য করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

মার্গারেট। হ্যাঁ, আমি নির্বাসিত। এখানে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার থেকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করা অনেক ভাল ছিল। আমার স্বামী ও সন্তান তুমি কেড়ে নিয়েছ, আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছ। আজ

আমি যে দুঃখভোগ করছি সে দুঃখ তোমার প্রাপ্য আর যে আনন্দ তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভোগ করছ তা আমার প্রাপ্য।

গ্লসেস্টার। তোমার উপর আমার পিতার অভিশাপ বর্ণে বর্ণে ফলেছে। যখন তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক ভ্রূযুগলের উপর কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলে, যখন তাঁর চোখে অশ্রুর নদী বইয়ে দিয়েছিলে, সুদর্শন রুটল্যাণ্ডের নির্দোষ রক্তের মধ্য দিয়ে যখন হেঁটে গিয়েছিলে তখনই অভিশাপ দিয়েছিলেন আমার পিতা। তাঁর নিপীড়িত অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই অভিশাপ। সুতরাং আমরা নই, ঈশ্বরই তোমার সেই রক্তক্ষয়ী পাপকর্মের উপযুক্ত প্রতিশোধ দান করছেন।

এলিজাবেথ। ঈশ্বর তাহলে নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপরেও ন্যায়বিচার করবেন!

হেস্টিংস। সত্যিই সেই শিশুকে হত্যা করা একটা জঘন্য পাপ।

রিভার্স। সে কথা শুনে সবচেয়ে ঘৃণ্য অত্যাচারীর চোখেও জল আসে।

ডার্বি। এ পাপকর্মের প্রতিফল যে একদিন পেতেই হবে সেকথা সবাই তাকে বলেছিল।

বাকিংহাম। তখন নর্দাম্বারল্যাণ্ড সেখানে উপস্থিত ছিল এবং সে তা দেখে কেঁদে ফেলেছিল।

মার্গারেট। আমি আসার আগে তোমরা কি একসঙ্গে সকলে আমার উপর সমস্ত ঘৃণার গরল ঢেলে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলে? তাই তোমরা একজনের কথা শেষ হতে না হতে আর একজন শুরু করছ। ইয়র্কের অভিশাপ কি এতই ভয়ঙ্কর যে তার জন্য আমার স্বামী হেনরি ও পুত্র এডওয়ার্ডের মৃত্যু, রাজ্যহানি, আমার শোচনীয় নির্বাসন প্রভৃতি এতগুলি ক্ষতি আমায় সহ্য করতে হবে? মর্ত্য মানুষের কোন তীক্ষ্ণ অভিশাপ কি সেসব ভেদ করে স্বর্গে গিয়ে পৌছতে পারে? তা যদি হয় তা হলে হে দেবতারা, আমার অভিশাপের জন্য পথ করে দাও। আমি অভিশাপ দিচ্ছি যুদ্ধে নয়, অতিরিক্ত প্রাচুর্য আর পানদোষের ফলে মৃত্যু হোক তোমাদের রাজার। আমাদের রাজাকে হত্যা করে যেমন তাকে রাজা করেছিলে তেমনি তাঁরও মৃত্যু ঘটুক, এ রাজ্যসুখ তিনি যেন ভোগ করতে না পারেন। আমার পুত্র যুবরাজ এডওয়ার্ডের মত তোমাদের যুবরাজ এডওয়ার্ডও অকালে এক ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার বলি হয়ে যৌবনে প্রাণ হারাক। অপরকে সিংহাসনে

বসতে দেওয়া হোক, আমি যেমন একদিন রাণী ছিলাম তেমনি তুমিও রাণী হয়েছ, আমার মত তুমিও রাজসম্মান ও সমস্ত গৌরব হারিয়ে আমার মত দীনহীন হয়ে বেঁচে থাক। দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে তোমার মৃত পুত্রদের জন্য যেন শোক করে যাও। তোমার মৃত্যুর অনেক আগেই যেন তোমার সুখের দিন সব শেষ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন দুঃখ ভোগ করার পর যেন অবশেষে পুত্রহীনা, স্বামীহীনা ও রাজ্যহীনা হয়ে মারা যাও। রিভার্স, ডর্সেট ও লর্ড হেস্টিংস, আমার পুত্রকে যখন ছুরিকাঘাত করা হয়, তখন তোমরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমাদের কারো যেন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু না হয়; দুর্ঘটনার দ্বারা তোমাদের সকলের জীবন যেন অকালে বিনষ্ট হয়।

গ্লসেস্টার। ঘৃণ্য ডাইনি বুড়ী কোথাকার! তোমার মন্ত্রপড়া শেষ হলো?

মার্গারেট। তোমাকে যেতে দেব? না, ঘৃণ্য কুকুর, তোমাকে আমার আরও কথা শুনতে হবে। তোমার পাপবৃত্তি যতদিন পরিপূর্ণ না হয়, ততদিন যেন তোমার জন্য চরম শাস্তি ও ধ্বংস প্রস্তুত করে রেখে দেন। তোমার উপর যেন ঈশ্বরের ঘৃণা ও কোপদৃষ্টির ভয়াবহতা আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যায়। তুমি হচ্ছ জগতের শান্তির বিঘ্নসৃষ্টিকারী, তোমার মধ্যে এখনো পর্যন্ত কিছু বিবেক আছে যা দংশন করছে আমার আত্মাকে। তোমার জীবদ্দশাতেই তোমার বন্ধুরা তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ করবে এবং তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তোমার ভয়ঙ্কর চোখে কোনদিন ঘুম আসবে না। আবার ঘুম এলেও নারকীয় দুঃস্বপ্নের ভীতিপ্রদ যন্ত্রণায় ব্যাহত হবে তোমার ঘুম। তুমি হচ্ছ প্রকৃতির রাজ্যের সবচেয়ে কুৎসিত জীব, নরকের সন্তান, মাতৃগর্ভের কলঙ্ক, তোমার পিতার কলুষিত কৌপীন বা ঔরসজাত ঘৃণ্য সৃষ্টি—

গ্লসেস্টার। মার্গারেট।

মার্গারেট। রিচার্ড।

গ্লসেস্টার। হাঁ!

মার্গারেট। আমি তোমাকে আর কিছু বলব না।

গ্লসেস্টার। আমি ভাবছিলাম তুমি আবার আমায় এই সব বলে গালাগালি করবে। তাই তোমার কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করছি।

মার্গারেট। হ্যাঁ, তোমায় গালাগালি করেছিলাম, কিন্তু কোন জবাব চাইনি;

এখনও আমি শুধু আমার অভিশাপবাক্য সফল না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে যাব।

গ্লসেস্টার। সে অভিশাপ আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম আর তা মার্গারেট শেষ করেছে।

এলিজাবেথ। তাহলে সে অভিশাপটা আপনি নিজের বিরুদ্ধেই উচ্চারণ করবেন।

মার্গারেট। কাগজে আঁকা অসহায় চিত্রিত রাণী, তুমি আমার সুখে ভাগ বসিয়েছ। যে সব মাকড়শারা তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য জাল বুনছে তুমি তাদের জন্য চিনি ছড়াচ্ছ? নির্বোধ কোথাকার, বুঝতে পারছ না তুমি তোমার হত্যার জন্যই ছুরি শানাচ্ছ। এমন একদিন আসবে যখন এইসব জীবগুলোকে অভিশাপ দেবার জন্য তুমি আমার সাহায্য চাইবে।

হেষ্টিংস। শেষ করো তোমার উন্মত্ত অভিশাপের কথা। আমাদের সকলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তোমার ক্ষতিই হবে।

মার্গারেট। তোমাদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত. কারণ তোমরাই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছ।

রিভার্স। তোমাকে কর্তব্য কাকে বলে শিখিয়ে দেওয়া উচিত।

মার্গারেট। কর্তব্য কাকে বলে তা নিজেরা আগে শেখ। আমাকে রাণী করে আমার অনুগত প্রজারূপে আমায় সেবা করাই তোমাদের প্রকৃত কর্তব্য।

ডর্সেট। ওঁর কথার প্রতিবাদ করো না, উনি উন্মাদ।

মার্গারেট। থাম মাস্টার মার্কুই, তোমার সবেমাত্র পাওয়া সম্মান এখনো চালু হয়নি। তোমার এই নবলব্ধ সমস্ত উপাধি যেদিন হারাবে সেদিন বুঝবে দুঃখ কাকে বলে, বুঝতে পারবে যারা যত বেশী উঁচুতে দাঁড়ায় তাদের তত বেশী ঝড়ের আঘাত সহ্য করতে হয় আর তারা যদি একবার সেই উঁচু থেকে পড়ে যায় তাহলে তারা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

গ্লসেস্টার। খুব ভাল পরামর্শ। ওঁর কাছ থেকে অনেক নীতিজ্ঞান শিখে নাও মার্কুই।

ডর্সেট। উনি আমাকে আপনাকে সকলকেই আঘাত করছেন।

গ্লসেস্টার। আমাকে আরও বেশী। তা হোক। কিন্তু ওর জানা উচিত আমি এত উঁচু হয়ে জন্মেছি যে উঁচু দেবদারুর মাথার উপরে বাতাসের

রাজ্যে শূন্যতার রাজ্যে আমার বাস এবং আমি বাতাসের সঙ্গে খেলা করি ও সূর্যের সঙ্গে হাসি তামাশা করি।

মার্গারেট। এবং সূর্যকে অনেক সময় আড়াল করে তার আলোকে ছায়ায় পরিণত করে তোল। হায়, হায়। দেখতে পাচ্ছ না মৃত্যুর ছায়া যে মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ মেঘসদৃশ কোপদৃষ্টি ম্লান করে দিয়েছে তোমার সূর্যের আলো ; এক অন্তহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তোমার জগৎকে। সুউচ্চ বাতাসের রাজ্যে যে শূন্যের প্রাসাদ তুমি গড়ে তুলেছ তা আমাদের বাসার মতই অলীক। হে ঈশ্বর, তুমি যখন সব কিছুই দেখছ নিজের চোখে তখন সহ্য করো না নীরবে। যা তুমি অপরের রক্তপাতের মাধ্যমে লাভ করেছ তা যেন নিজের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যায়।

বাকিংহাম। যাই হোক, এবার দয়া করে থামুন। লজ্জার কথা।

মার্গারেট। আমার কাছে আর লজ্জা বা দয়ার দোহাই দিতে এস না। কারণ নির্লজ্জভাবে আমার উপর অন্যায় করেছ তোমরা। আমার সব আশা আকাঙ্খাকে হত্যা করেছ নির্মমভাবে। এখন রাগই আমার দয়া বা দানশীলতা। আমার যে জীবন রাগে দুঃখে বেঁচে আছে সে জীবনে আবার লজ্জা কি ?

বাকিংহাম। অনেক হয়েছে। অনেক বলা হয়েছে।

মার্গারেট। ও বাকিংহাম, আমি তোমার হস্ত চুম্বন করব তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ। তোমার মঙ্গল হোক, কারণ আমাদের রক্তে কলঙ্কিত হয়নি তোমার পোষাক। আমার অভিশাপের আওতার মধ্যে তুমি পড়বে না।

বাকিংহাম। এখানে উপস্থিত কেউই পড়বে না। কারণ যে অভিশাপ মানুষের মুখ দিয়ে বার হয়ে বাতাসের মাঝে মিশে যায় তা কাউকে বিদ্ধ করতে পারে না, কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না।

মার্গারেট। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে অভিশাপ আকাশ ভেদ করে স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের ঘুম ভাঙ্গাবে। ও বাকিংহাম, অদূরবর্তী ঐ কুকুরটার পানে একবার চেয়ে দেখ। সে রেগে গেলে দংশন করে আর তার দংশনজনিত বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে। সুতরাং তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তার মধ্যে আছে মৃত্যু, নরক আর পাপ আর আছে এই সব বিকৃত আনুষঙ্গিক অন্যায়।

গ্লসেস্টার। ও কি বলছে লর্ড বাকিংহাম ?

বাকিংহাম। শোনার মত গ্রাহ্য করার মত কোন কথাই উনি বলছেন না স্যার।

মার্গারেট। আমি তোমাকে সুপরামর্শ দিলাম আর তার বিনিময়ে তুমি আমায় ঘৃণা করছ আর যার থেকে তোমায় সাবধান করে দিলাম সেই শয়তানটার খোশামোদ করছ? কিন্তু মনে রাখবে একদিন ও তোমার গোটা অন্তরটাকে দুঃখে ডুবিয়ে দেবে; তখন বুঝতে পারবে মার্গারেটের ভবিষ্যৎবাণী কত সত্য। তোমরা সকলেই ওর ঘৃণার পাত্ররূপে বেঁচে থাক আর ও তোমাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাক। আর তোমরা সকলেই ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাক। (প্রস্থান)

বাকিংহাম। ওঁর অভিশাপের কথা শুনে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে।

রিভার্স। আমারও তাই। বুঝতে পারছি না ওঁকে কেন ছেড়ে রাখা হয়েছে।

গ্লসেস্টার। আমি ঠিক ওঁকে দোষ দিতে পারি না। ওঁর উপর সত্যিই অনেক অন্যায় করা হয়েছে। আর সেই অন্যায়ের মধ্যে আমার যে ভূমিকা আছে তার জন্য আমি অনুতপ্ত হয়েছি।

এলিজাবেথ। আমি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করিনি ওঁর উপর।

গ্লসেস্টার। তবু আপনি সে অন্যায়ের সমস্ত সুফল লাভ করেছেন। আমি এমনই একজনের উপকার করেছি যে সে অকৃতজ্ঞতা বশতঃ সেকথা একবার মনেও করে না। ক্ল্যারেন্সের কথা যদি ধরা যায় তাহলে সে তার কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করেছে। যারা এ অন্যায় করেছে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন।

রিভার্স। খুবই ধর্মসঙ্গত কথা, একজন প্রকৃত খৃস্টানের উপযুক্ত কথা, যারা আমাদের উপর অন্যায় অবিচার করেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

গ্লসেস্টার। আমি তাই বরাবরই করি। (স্বগত) এখন আমি ঠিকই করছি। কারণ এখন কাউকে অভিশাপ দিলে নিজেকেই প্রকারান্তরে অভিশাপ দেওয়া হবে।

কেটস্‌বির প্রবেশ

কেটস্‌বি। রাণীমা, মহারাজ আপনাকে ডাকছেন। মহামান্য লর্ডগণ, আপনাদেরও মহারাজ ডাকছেন।

এলিজাবেথ। আমি যাচ্ছি কেটস্‌বি। মাননীয় লর্ডগণ, আপনারা আমার সঙ্গে যাবেন কি ?

রিভার্স। আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

(গ্লসেস্টার ছাড়া সকলের প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। প্রথমে আমিই ঝগড়া বাধিয়ে বসেছি। যে অন্যায় পরামর্শ আমি গোপনে করেছি সে কর্মের দায়িত্ব আমি অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। ক্ল্যারেন্সকে আমিই অন্ধকার কারাগারে পাঠিয়েছি, কিন্তু আমি ডার্বি, হেস্টিংস, বাকিংগাম প্রভৃতি লর্ডদের কাছে খেদ করে বলেছি রাণী আর তাঁর আত্মীয়েরাই রাজাকে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে কারাগারে পাঠিয়েছে আর আমার কথা সহজে বিশ্বাসও করেছে এবং তারা আমায় রিভার্স, ডর্সেট ও গ্রের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিতও করেছে। তাদের আমি ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলি, ঈশ্বর আমাদের অন্যায় বা মন্দ কাজ নয়, ভাল কাজের জন্যই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এইভাবে আমি আমার নগ্ন শয়তানিকে এক ছদ্ম ভালমানুষির পোসাক পরিয়ে সাধু সেজে শয়তানি করে যাই।

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

যাক এখন থাম আমার ঘাতকরা এসে গেছে। কি খবর বন্ধুরা। আমার সেই হুকুম তামিল করার জন্য তোমরা কি এখন যাচ্ছ ?

১ম ঘাতক। আমরা যাচ্ছি হুজুর। আমরা পরোয়াণা নেবার জন্য এসেছি। যাতে যেখানে উনি আছেন সেখানে ঢোকার অনুমতি পাই।

গ্লসেস্টার। ঠিক করেছ। আমার কাছেই আছে পরোয়াণাটা (পরোয়াণা দিল) তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ক্রসবিতে চলে যাবে। তবে কাজটা তাড়াতাড়ি সারবে। অটল থাকবে তোমাদের প্রতিজ্ঞায়। তাকে অনুনয় বিনয় করবার কোন সুযোগ দেবে না। ক্ল্যারেন্স খুব ভাল কথা বলতে পারে এবং যদি তোমরা তার কথা শোন আর তার পানে তাকাও তাহলে তোমাদের অন্তর বিচলিত হতে পারে।

১ম ঘাতক। রেখে দিন স্যার ওসব কথা, আমরা কথার কচকচি শোনার জন্য সেখানে দাঁড়াব না। যারা বেশী কথা বলে তারা বেশী কাজ করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমরা হাতে কাজ করার জন্য যাচ্ছি সেখানে, জিব দিয়ে কথা বলার জন্য নয়।

গ্লসেস্টার। নির্বোধদের চোখ দিয়ে জল বার হয় যখন তোমাদের চোখ দিয়ে ধুলো বার হচ্ছে। আমি তোমাদের পছন্দ করি ছোকরা। যাও সরাসরি তোমরা তোমাদের কাজে চলে যাও। যাও কাজ সারো।

১ম ঘাতক। আমরা যাচ্ছি হুজুর। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন টাওয়ার

ক্ল্যারেন্স ও রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। আজ কেন এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে আপনাকে ?

ক্ল্যারেন্স। গত রাত্রিটা আমার বড় খারাপ গেছে। গত রাত্রিতে আমি অনেক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছি আর স্বপ্নে অনেক কুৎসিত জিনিস দেখেছি। আমি অনেক সুখের দিনের বিনিময়েও এই ধরনের আর একটি রাত্রি কাটাতে চাই না।

রক্ষী। আপনি কিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্যার, দয়া করে আমায় তা বলুন।

ক্ল্যারেন্স। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন টাওয়ার থেকে পালিয়ে জাহাজে চেপে বার্গাণ্ডি যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাই গ্লসেস্টার যে আমাকে আমার ঘর থেকে পালিয়ে যাবার লোভ দেখাচ্ছিল। সে আমাকে জেটির উপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে গিয়ে চাপতে বলল। সেখানে পা দিয়েই আমি ইংলণ্ডের পানে তাকালাম। ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাস্টার বংশের মধ্যে সংঘটিত সেই যুদ্ধের কথা মনে পড়ল। জেটির উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আমার মনে হলো গ্লসেস্টার হঠাৎ পড়ে গেল আর সে পড়ার সময় আমাকে এমনভাবে টেনে ধরল যে আমিও পড়ে গেলাম সমুদ্রের জলে। হে ভগবান! সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়া সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সমুদ্রের সে কি ভীষণ জলকল্লোল নিজের কানে শুনলাম, মৃত্যুর সে কি কুৎসিত রূপ আমি নিজের চোখে দেখলাম। আমার মনে হলো আমি যেন সেখানে সেই সমুদ্রের তলদেশে হাজার হাজার জাহাজডুবি মানুষকে দেখলাম যাদের মৃতদেহগুলোকে বড় বড় মাছেরা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য মণি-মাণিক্য ও অমূল্য রত্নরাজি দেখলাম। দেখলাম কত মরা মানুষের মাথার খুলি যার মধ্যে চোখের পরিবর্তে রয়েছে কত উজ্জ্বল রত্ন। সমুদ্রের সেই নিস্তব্ধ তলদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালগুলো যেন উপহাস করছিল।

রক্ষী। আচ্ছা আপনার সেই কল্পিত মৃত্যুর সময় আপনি সমুদ্রের তলায় কি আছে না আছে তা দেখার অবকাশ পেয়েছিলেন ?

ক্ল্যারেন্স। আমার মনে হয় আমি পেয়েছিলাম। আমি সেখান থেকে সেই প্রেতাত্মার রাজ্য থেকে আলো হাওয়ার মাঝে বেরিয়ে আসার জন্য আঁকপাঁক করছিলাম, কিন্তু চারদিক থেকে জলস্রোত এসে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

রক্ষী। এই রকম কষ্টের সময় আপনার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়নি?

ক্ল্যারেন্স। না না, এ স্বপ্ন যেন প্রসারিত হয়েছিল আমার জাগ্রত জীবনে। আমার মনে হলো আমি যেন আমার জীবনসমুদ্রে অজস্র ঢেউ ভেঙ্গে কাব্যবর্ণিত ব্যক্তির মত অন্তহীন অন্ধকারের দেশে যাচ্ছি। সহসা আমার শ্বশুরমশায় প্রখ্যাত ওয়ারউইক আমাকে প্রথম সম্বোধন করে বললেন, এ অন্ধকার রাজ্যে মিথ্যাবাদী ক্ল্যারেন্সকে তারা শপথ ভঙ্গের জন্য কী এমন শাস্তি দেওয়া হবে? তারা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দেবদূতের মত এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো, তার মাথার সাদা চুলগুলো রক্তে রাঙানো। সে চীৎকার করে বলল, পলাতক, মিথ্যাবাদী ক্ল্যারেন্স এসেছে, এই ক্ল্যারেন্সই টেকস্‌বেরির পাশে মাঠের মাঝে হত্যা করেছে। হে ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী অপদেবতারা ওকে ধরো, শাস্তি দাও, পীড়ন করো। সেকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো একজন শয়তান আমাকে খেয়ে ফেলল এবং আমার কানের কাছে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে চীৎকার করতে লাগল যে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমার শুধু মনে হতে লাগল যে আমি যেন সাক্ষাৎ নরকে ছিলাম এতক্ষণ।

রক্ষী। এতে ভয় পাওয়া আশ্চর্যের কিছু না স্যার, আমার একথা শুনেই ভয় লাগছে।

ক্ল্যারেন্স। হে রক্ষী, আমি একাজ এডওয়ার্ডের জন্য আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছিলাম। এখন আমার আত্মাই সে কাজের সাক্ষ্য দান করছে। কিন্তু সেই এডওয়ার্ড আমাকে এখন ত্যাগ করেছে। হে ঈশ্বর, আমার একনিষ্ঠ অনুতাপ ও প্রার্থনাতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও তাহলে তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পার। কিন্তু তুমি শুধু আমাকেই শাস্তি দাও। তোমার সব রোষ একা আমি সহ্য করব। আমার নির্দোষ স্ত্রী ও সন্তানদের রেহাই দাও। রক্ষী, তুমি আমার পাশে একবার দাঁড়াও। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে, আমি বড় ক্লান্ত। একটু ঘুমিয়ে নিই।

রক্ষী। আমি আপনার পাশেই রইলাম। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি বিশ্রাম লাভ করুন স্যার। (ক্ল্যারেন্স ঘুমিয়ে পড়ল)

লেফট্যান্ট ব্রেকেনবেরির প্রবেশ

ব্রেকেন। দুঃখ অনেক সময় কালের বিধানকে উল্টে দেয়। দুঃখ রাত্রিকে সকাল করে দেয় আবার দুপুরকে রাত্রিতে পরিণত করে। রাজা রাজরারা সামান্য এক সম্মানের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করে। তাদের নাম আর উপাধির মধ্যে পার্থক্য বলতে যেটা আছে সেটা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এক ক্ষণস্থায়ী অসার বস্তু ছাড়া কিছুই না।

ঘাতকদের প্রবেশ

১ম ঘাতক। কে ওখানে ?

ব্রেকেনবেরি। তোমরা এখানে কি করছ ? আর কি করেই বা তোমরা এখানে এলে ?

১ম ঘাতক। আমি ক্ল্যারেন্সের সঙ্গে কথা বলব এবং পায়ে হেঁটেই এখানে এসেছি।

ব্রেকেন। আমার কথার উত্তর এটা হলো না।

২য় ঘাতক। কথা কাটাকাটিতে লাভ নেই. আমাদের পরোয়াণাটা ওকে দেখিয়ে দাও। কথায় দরকার নেই। (ব্রেকেনবেরি পরোয়াণা পড়ল)

ব্রেকেন এই পরোয়াণা মারফৎ আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন ডিউক অফ ক্যারেন্সকে তোমাদের হাতে দান করি। এ আদেশের কারণ কি তা আমি জানতে চাইব না। এর অর্থ যাইহোক না আমি তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব না। ঐ দেখ ডিউক ঘুমোচ্ছে আর এই নাও চাবি। আমি রাজার কাছে গিয়ে বলব আমি আমার সব দায়িত্ব তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

১ম ঘাতক। তা আপনি বলতে পারেন স্যার। এটা ত সাধারণ জ্ঞানের কথা। বিদায়। (ব্রেকেনবেরি ও রক্ষীর প্রবেশ)

২য় ঘাতক। আমি কি ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে ছুরিকাঘাত করব ?

১ম ঘাতক। না। তাহলে ও জেগে উঠে বলবে এটা কাপুরুষের মত কাজ হয়েছে।

২য় ঘাতক। কেন, সে ত আর জানতেই পারবে না। পৃথিবীর শেষ ধ্বংসের দিন না আসা পর্যন্ত।

১ম ঘাতক। কেন, তাহলে ও বলবে আমরা ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছি।

২য় ঘাতক। ন্যায়বিচারের কথা শুনে আমার মনে অনুশোচনা জাগছে।

১ম ঘাতক। তুমি কি ভয় পেয়ে গেছ?

২য় ঘাতক। পরোয়াণা পেয়েও তাকে না মারাটা যেমন বে-আইনী কাজ হবে, তেমনি তাকে হত্যা করলেও ঈশ্বরের অভিশাপ পেতে হবে। আর সে অভিশাপ থেকে কোন পরোয়াণাই আমায় রক্ষা করতে পারবে না।

১ম ঘাতক। আমি ভেবেছিলাম এ বিষয়ে তুমি দৃঢ়সংকল্প।

২য় ঘাতক। এখন আমি তেমনি ওকে বাঁচানোর জন্য দৃঢ়সংকল্প।

১ম ঘাতক। আমি ডিউক গ্লসেস্টারের কাছে গিয়ে একথা বলব।

২য় ঘাতক। একটু থাম। আমার এই আবেগ হয়ত বেশীক্ষণ থাকবে না, বদলে যাবে। এক থেকে কুড়ি গণতে এ আবেগ ফুরিয়ে যাবে।

১ম ঘাতক। এখন কেমন বোধ করছ?

২য় ঘাতক। এখনো কিছু বিবেক অবশিষ্ট রয়েছে আমার অন্তরের তলদেশে।

১ম ঘাতক। কাজ হয়ে গেলে আমরা কী পুরস্কার পাব সেকথা স্মরণ করো।

২য় ঘাতক। ও তাহলে মরবেই, আমি পুরস্কারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

১ম ঘাতক। এখন তোমার বিবেক কোথায় গেল?

২য় ঘাতক। গ্লসেস্টারের টাকার-থলের ভিতরে।

১ম ঘাতক। উনি যখন তাঁর টাকার থলে খুলে আমাদের পুরস্কার দেবেন তখন তোমার বিবেক সেই ফাঁকে পালিয়ে যাবে।

২য় ঘাতক। যেতে দাও তাকে। পলাতক সে বিবেককে কেউ বরণ করে নেবে না।

১ম ঘাতক। কিন্তু সে বিবেক যদি তোমার কাছে আবার ফিরে আসে?

২য় ঘাতক। আমি আর প্রশ্রয় দেব না সে বিবেককে। এ বিবেক কাপুরুষ করে তোলে মানুষকে। এই বিবেকের তাড়নায় কোন মানুষ কিছু করতে পারে না; চুরি করতে গেলে বিবেক তাকে অভিযুক্ত করে চুরির অপরাধে; কোন মানুষ শপথ করতে গেলে তাকে বাধা দেয়; কোন মানুষ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর কাছে শুতে বিবেক তাকে ধরিয়ে দেয়। বিবেক হচ্ছে লজ্জাবতী কণ্ঠাকীর্ণ এক চেতনা যা মানুষের অন্তরের মধ্যে সব সময় বিদ্রোহ করে; মানুষকে সব সময় বাধা দেয় সব কাজে। এই বিবেকের

বশেই আমি একবার এক থলে সোনার টাকা হঠাৎ পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। যার বিবেক আছে তাকে নিঃস্ব হয়ে থাকতে হয়। যে মানুষ বেঁচে থাকতে চায় সে বিবেক ছাড়াই নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়।

১ম ঘাতক। কী সর্বনাশ, এখন সেই বিবেকটা যে আমার বগলের মধ্যে চলে এসেছে এবং আমি যাতে এই ডিউককে হত্যা না করি তার জন্য অনুরোধ করছে।

২য় ঘাতক। তুমি ওই শয়তানের কথায় বিশ্বাস করো না। সে তোমাকে এমন কাজ করতে বলবে পরে যার জন্য তোমায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে, দুঃখ করতে হবে।

১ম ঘাতক। আমার মন শক্ত, সে সুবিধে করতে পারবে না আমার কাছে।

২য় ঘাতক। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের মতই কথা বলো। চল, এবার আমরা কাজ শুরু করব ত ?

১ম ঘাতক। প্রথমে ওকে ধরে নিয়ে যাও পাশের ঘরটায়। পরে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেল।

২য় ঘাতক। কী চমৎকার পরিকল্পনা।

১ম ঘাতক। চুপ করো, ও জেগে উঠেছে।

২য় ঘাতক। আঘাত করো।

১ম ঘাতক। না, আমরা তর্ক করে ওকে বোঝাব।

ক্ল্যারেন্স। কোথায় তুমি প্রহরী, আমাকে একপাত্র মদ দাও।

২য় ঘাতক। আপনাকে প্রচুর মদ দেওয়া হবে স্যার।

ক্ল্যারেন্স। ঈশ্বরের নামে বল তুমি কে ?

১ম ঘাতক। আপনার মতই একজন মানুষ।

ক্ল্যারেন্স। কিন্তু আমার মত রাজবংশের লোক নয়।

২য় ঘাতক। আপনি আমাদের মতও নন, আমরা যেমন আপনার মত নই।

ক্ল্যারেন্স। তোমার কণ্ঠটা বজ্রের মত, কিন্তু তোমার দৃষ্টিটা শান্ত নম্র।

১ম ঘাতক। আমার দৃষ্টিটা আমার, কিন্তু কণ্ঠটা এখন রাজার।

ক্ল্যারেন্স। তোমার কথাগুলি কী ভয়ঙ্কর এবং কৃষ্ণকুটিল। তোমার চোখ দেখে আমার ভয় করছে। তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন ? কে তোমায় পাঠিয়েছে ? কোথা থেকেই বা আসছ ?

২য় ঘাতক। এসেছি—

ক্ল্যারেন্স। আমাকে হত্যা করতে ?

উভয় ঘাতক। হ্যাঁ, হ্যাঁ ?

ক্ল্যারেন্স। তোমরা অন্তরের সঙ্গে ভাল করে একথা বলতেই পারছ না; সুতরাং একাজ তোমরা অন্তরের সঙ্গে করতেও পারবে না। আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি ?

১ম ঘাতক। আমাদের কোন অন্যায় করেননি; করেছেন রাজার কাছে।

ক্ল্যারেন্স। তাঁর সঙ্গে আবার আমার পুনর্মিলন ঘটবে।

২য় ঘাতক। তা আর কখনই হবে না স্যার, সুতরাং মরবার জন্য প্রস্তুত হোন।

ক্ল্যারেন্স। তোমরা কি নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার জন্য জন্ম নিয়েছ এই মানুষের পৃথিবীতে ? আমার অপরাধ কি ? আমার অভিযোগের প্রমাণ কি ? কার কোন বৈধ অভিযোগের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে এবং কোন বিচারক আমার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন ? যে খৃস্ট মানুষের পাপের প্রতিকারের জন্য আপন রক্ত দান করেছিলেন সেই খৃস্টের নামে আমি তোমাদের অভিযুক্ত করছি, যদি স্বর্গীয় ক্ষমা পেতে চাও তাহলে একাজ করো না। আমার উপর হাত না দিয়ে চলে যাও। যে কাজ তোমরা করতে এসেছ তা অভিশপ্ত।

১ম ঘাতক। আমরা যা করব তা পরোয়ানার বলেই করব।

২য় ঘাতক। রাজা স্বয়ং আমাদের আদেশ দিয়েছেন।

ক্ল্যারেন্স। নির্বোধ অন্যায়কারী কোথাকার, ঈশ্বরের আইনে বলে যে তোমরা কোন অন্যায় কাজ করবে না। তোমরা কি ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে মানুষের বিধান মেনে চলবে ? মনে রেখো, যারা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করেন ঈশ্বর তাদের উপর প্রতিশোধ নেন, ঐশ্বরিক প্রতিশোধের অভিশাপ নেমে আসে তাদের মাথায়।

২য় ঘাতক। যারা মিথ্যা শপথ করে হত্যা করে তাদের মাথার উপরেও সেই একই অভিশাপ নেমে আসে। ল্যাঙ্কাস্টার বংশের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আপনি যুদ্ধ করবেন বলে শপথ করেছিলেন।

১ম ঘাতক। এবং বিশ্বাসঘাতকের মত সে শপথ ভঙ্গ করে তোমার কলুষিত তরবারির দ্বারা রাজপুত্রের পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছিলে।

২য় ঘাতক। সে রাজপুত্রকে প্রতিপালন এবং রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি।

১ম ঘাতক। আপনি নিজে এমন গুরুতরভাবে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে কেমন করে আমাদের সেই বিধানের ভয় দেখাতে আসছেন?

ক্ল্যারেন্স। হায়! কিন্তু জান কার জন্য এই পাপকাজ আমি করেছিলাম? এডওয়ার্ডের জন্য, আমার ভাইএর জন্য। কখনই আমার ভাই তোমাদের আমাকে হত্যা করার জন্য পাঠাতে পারে না, কারণ এ অপরাধে সেও সমানভাবে অপরাধী আমার মত। জেনে রেখো, ঈশ্বর যদি কারো উপর কোন পাপের জন্য প্রতিশোধ নেন তাহলে তিনি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি নেন, পরোক্ষ বা অবৈধভাবে অন্যায়কারীর গলা কাটেন না। সুতরাং ঈশ্বরের হাত থেকে তাঁর বিধান কেড়ে নিও না।

১ম ঘাতক। কে আপনাকে বলেছিল প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের বীর রাজপুত্রের রক্তে আপনার হাত কলঙ্কিত করতে?

ক্ল্যারেন্স। আমার ভাইএর ভালবাসা, শয়তান আর আমার ক্রোধ।

১ম ঘাতক। তাহলে আপনার ভাইএর ভালবাসা, আমাদের কর্তব্যবোধ আর আপনার ত্রুটি বিচ্যুতিই আমাদের প্ররোচিত করেছে একাজে।

ক্ল্যারেন্স। যদি আমার ভাইকে ভালবাস আমাকে তাহলে ঘৃণা করো না। কারণ আমি তারই ভাই এবং তাকে আমি ভালবাসি। একাজের জন্য তোমাদের যদি ভাড়া করা হয় তোমরা তাহলে ফিরে যাও। আমি তোমাদের আমার ভাই গ্লসেস্টারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে হত্যা করলে এডওয়ার্ড তোমাদের যত না পুরস্কার দেবে, আমার জীবন রক্ষার জন্য আমার ভাই তোমাদের তার থেকে বেশী পুরস্কার দেবে।

২য় ঘাতক। তুমি ভুল করছ। তোমার ভাই গ্লসেস্টার তোমাকে ঘৃণা করে।

ক্ল্যারেন্স। না না, সে আমাকে খুব ভালবাসে। আমার কথা তাকে বলগে তুমি।

১ম ঘাতক। হ্যাঁ, তাই বলব।

ক্ল্যারেন্স। তাকে বলবে যখন আমাদের পিতা ইয়র্ক তার হাত দিয়ে তার তিন পুত্রকে আশীর্বাদ করে পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার জন্য অন্তরের সঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি এ ধরনের বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই

পারেননি। একথা গ্লসেস্টারকে ভাবতে বলবে এবং একথা ভেবে সে কেঁদে ফেলবে।

১ম ঘাতক। তিনি কাঁদবেন না, তিনি আমাদের তোমাকে কাঁদাবার নির্দেশই দিয়েছেন।

ক্ল্যারেন্স। তোমরা তার নিন্দা করো না; সে দয়ালু।

১ম ঘাতক। হ্যাঁ দয়ালু; পরিণত ফসলের পক্ষে তুষার যেমন দয়ালু তেমনি তিনিও দয়ালু আপনার প্রতি। নিজের সঙ্গে নিজে বৃথা প্রতারণা করবেন না, তিনিই আপনাকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের।

ক্ল্যারেন্স। কখনই তা হতে পারে না; কারণ সে আমায় বন্দী অবস্থায় দেখে আমায় জড়িয়ে ধরে আমার দুরবস্থার জন্য কাঁদতে থাকে এবং আমায় মুক্ত করার চেষ্টা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে।

১ম ঘাতক। কেন, তিনি ত ঠিকই আপনাকে মুক্ত করছেন। এই পৃথিবীর বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্তি দান করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন পরম স্বর্গীয় আনন্দের রাজ্যে।

২য় ঘাতক। ভগবানকে ডাকুন, আপনাকে মরতেই হবে স্যার।

ক্ল্যারেন্স। আমি ভগবানের নাম করব মৃত্যুকালে এ বোধ তোমার আছে? তা যদি হয় তাহলে এই অন্যায় কাজ করে কেন তোমরা ভগবানের অভিশাপকে ডেকে আনছ? যারা তোমাদের এ কাজ করতে পাঠিয়েছে এ কাজ করলে তারাই তোমাদের ঘৃণা করবে দেখবে।

২য় ঘাতক। আমরা তাহলে কি করব?

ক্ল্যারেন্স। অনুশোচনা করো এবং নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করো।

১ম ঘাতক। অনুশোচনা করব! না তা করব না, কারণ সেটা হবে মেয়েলি দুর্বলতা।

ক্ল্যারেন্স। অনুশোচনা না করাটা পাশবিক এবং বর্বরোচিত কাজ। তোমাদের কেউ যদি আমার মত রাজপুত্র হত এবং বন্দী অবস্থায় এমনি দুজন ঘাতকের সম্মুখীন হত তাহলে সেও কি প্রাণভিক্ষা করত না? শোন বন্ধু, তোমার চোখের মধ্যে আমি করুণা দেখতে পাচ্ছি। তোমার চোখ যদি কারো তোষামোদকারী দাস না হয় তাহলে আমার কাছে এসে বস। আমার জন্য প্রার্থনা করো। আমার মত দুরবস্থায় পড়লে তোমরাও এমনি করে প্রাণভিক্ষা চাইতে এবং যদি কোন রাজপুত্র

কিছু ভিক্ষা চায় কারো কাছে তাহলে সে ভিক্ষা কি কেউ কখনো না দেয় ?

২য় ঘাতক। পিছনে চেয়ে দেখুন স্যার।

১ম ঘাতক। (ছুরিকাঘাত) এই নাও, এই নাও। তোমার মৃতদেহটা আমি মামসের জলে ফেলে দেব। (মৃতদেহসহ প্রস্থান)

২য় ঘাতক। কী রক্তাক্ত কাজ! কেমন করে আমি এ পাপকর্মের কলুষ থেকে মুক্ত করব নিজেকে ?

প্রথম ঘাতকের পুনঃপ্রবেশ

১ম ঘাতক। কি ব্যাপার, তুমি আমাকে সাহায্য করলে না? ডিউক নিশ্চয় তোমার এ কর্তব্যে অবহেলার কথা জানতে পারবেন।

২য় ঘাতক। ডিউক যদি জানতে পারতেন আমি তাঁর ভাইকে বাঁচাতে পেরেছি তাহলে আমি খুশি হতাম। তুমি এ কাজের সব পুরস্কার নিও আর আমার একথাটা তাঁকে জানিও। ডিউক নিহত হওয়ার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। (প্রস্থান)

১ম ঘাতক। আমি কিন্তু মোটেই দুঃখিত নই। যাও কাপুরুষ। আমি মৃতদেহটা উপস্থিত কোন গর্তে লুকিয়ে রাখব। ডিউক এটাকে সমাহিত করার হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে। আমি আমার পুরস্কার পেলে চলে যাব এখান থেকে, কারণ একাজ একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই; সুতরাং আমার থাকা ঠিক হবে না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

বাদ্য। অসুস্থ রাজা এডওয়ার্ড, রাণী এলিজাবেথ, ডর্সেট, রিভার্স হেস্টিংস, বাকিংহাম, গ্রে ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা এডওয়ার্ড। সারা জীবনের খেলা এবার প্রায় সাঙ্গ হয়ে এসেছে। হে আমার প্রিয় সভাসদগণ, এবার তোমরা মিলে মিশে রাজকার্য সম্পাদন করো। স্বর্গের দূত এসে আমার জীবনের বন্ধন হতে মুক্তি দান করবে আমায়। এখন আমি তারই আশায় প্রতিটি দিন যাপন করছি। আমি আমার আত্মীয় বন্ধুদের মাঝে শান্তি স্থাপন করতে পেরেছি একথা ভেবে আমি শান্তিতে স্বর্গ যাত্রা করতে পারব। হেস্টিংস ও রিভার্স, পরস্পরের

হাত ধরো, ঘৃণাকে আর প্রশ্রয় দিও না ; পরস্পরকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দাও।

রিভার্স। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমার সমগ্র অন্তরাত্মা এখন সমস্ত রকমের ঘৃণা ও বিদ্বেষ হতে মুক্ত এবং আমি আমার আন্তরিক ভালবাসার শপথ দান করছি।

হেস্টিংস। আমিও তাই করছি।

রাজা এড। দেখো যেন, রাজার কাছে মিথ্যাচরণ করো না। তাহলে যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অন্তর্নিহিত মিথ্যাচার ও কুটিলতার জন্য শাস্তি দেবেন এবং তার ফলে একে অন্যের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।

হেস্টিংস। আমি তাই আমার অন্তরের পরিপূর্ণ ভালবাসার শপথ দান করছি।

রিভার্স। আমিও হেস্টিংসের প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি।

রাজা এড। রাণী, তুমিও চুপ করে থেকো না, আর আমার পুত্র ডর্সেট, বাকিংহাম, তোমরাও চুপ করে বসে থেকো না। তোমরা একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছ। রাণী, লর্ড হেস্টিংসকে ভালবাস, তাকে তোমার হস্ত চুম্বন করতে দাও এবং এখন যা করবে তার মধ্যে যেন কোন কপটতা বা প্রতারণার ভাব না থাকে।

রাণী এলিজা। শোন হেস্টিংস, আমি আমাদের পুরনো ঘৃণার কথা আর কখনো মনে করব না।

রাজা এড। ডর্সেট, ওকে আলিঙ্গন করো। হেস্টিংস, লর্ড মার্কুইকে ভালবাস।

ডর্সেট। পারস্পরিক ভালবাসার আদান প্রদানের এই প্রতিশ্রুতি আমার তরফ হতে কোনদিন লঙ্ঘিত হবে না।

হেস্টিংস। আমিও শপথ করে বলছি। (তারা আলিঙ্গন করল পরস্পরকে)

রাজা এড। এবার যুবরাজ বাকিংহাম, আমার স্ত্রীর মিত্রদের আলিঙ্গন করে পুনর্মিলনের পরিচয় দাও। তোমাদের এই ঐক্য ও মিলন দেখে আমি সুখী হব।

বাকিংহাম। (রাণীর প্রতি) আপনাদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভালবাসা না দেখিয়ে বাকিংহাম যদি কোনদিন ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনাদের উপর তাহলে যেন গভীর বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আমি অপরাধী হই এবং

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যদি কোনদিন আমি আমার এই প্রতিশ্রুত ভালবাসা বা শ্রদ্ধায় পরাঙ্মুখ হই তাহলে ঈশ্বর যেন শাস্তি দেন আমায় তার জন্য। (পরস্পরকে আলিঙ্গন করল)

রাজা এড। মনে রেখো বাকিংহাম, তুমি তাহলে এই রুগ্ন রাজার কাছে তোমার আন্তরিক ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিলে। এবার আমার ভাই গ্লসেস্টার এলেই আমাদের এই শাস্তির পর্ব শেষ হয়।

বাকিংহাম। আর ঠিক সময়েই রিচার্ড, র‍্যাটক্লিফ ও ডিউক এখানে আসছেন।

গ্লসেস্টার ও র‍্যাটক্লিফের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। নমস্কার রাজা রাণী এবং সুপ্রভাত মাননীয় লর্ডগণ।

রাজা এড। আজকের দিনটা ভালই গেছে গ্লসেস্টার। আজ আমরা অনেক ভাল কাজ করেছি গ্লসেস্টার। আজ আমরা এই সব সভাসদ ও অমাত্যদের পারস্পরিক বিবাদের অবসান ঘটিয়ে শত্রুতার মাঝে এনেছি শান্তি, ঘৃণার মাঝে এনেছি ভালবাসা।

গ্লসেস্টার। আপনার শ্রম সার্থক হয়েছে হে রাজন। উপস্থিত এই রাজন্যবর্গের কেউ যদি মিথ্যা গোপন করে কোন খবরের ভিত্তিতে অথবা অন্যায় অনুমানের বশবর্তী হয়ে আমাকে শত্রু মনে করেন, অথবা যদি আমি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অথবা রাগের মাথায় কারো কাছে কোনদিন কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে আমি তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করি; আমি চাই শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন। কারো সঙ্গে শত্রুতার থেকে মৃত্যু ভাল। আমি শত্রুতা ঘৃণা করি এবং আমি চাই সকল সৎ লোকের ভালবাসা। প্রথমে ম্যাডাম, আমি আমার সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার বিনিময়ে আপনার শুভেচ্ছা কামনা করি; ভাই বাকিংহাম, আমি তোমার ভালবাসাও চাই। লর্ড রিভার্স ও ডর্সেট, যদি তোমাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ঘৃণাক্ষরে কখনো প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করো, তাহলে ডডকিল, স্কেন প্রভৃতি সমস্ত লর্ডদের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি তার জন্য। আমি এমন কোন জীবিত ইংরেজকে জানি না যার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ আছে এবং যার প্রতি অন্তরে আমি কোন শত্রুভাব পোষণ করি। আজকের কোন সদ্যজাত শিশুর প্রতি যেমন আমার কোন বিদ্বেষ নেই তেমনি কোন লোকের প্রতি আমি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাবাপন্ন নই।

রাণী এলিজা। আজকের এই শুভ দিনটি ছুটির দিন হিসাবে গণ্য হবে। আমার প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন আজ সমস্ত বিবাদের অবসান ঘটান। হে রাজন, আমার অনুরোধ আমাদের ভাই ক্ল্যারেন্সকে ক্ষমা করো।

গ্লসেস্টার। কেন ম্যাডাম, আমার নিবেদিত ভালবাসা কি এইভাবে অবহেলিত হবে? কে জানে না যে ডিউক ক্ল্যারেন্স মৃত? (সকলে চমকে উঠল) আপনারা যেন বিদ্রূপবাণের দ্বারা তার মৃতদেহটাকে বিদ্ধ করছেন।

রাজা এড। কেউ জানে না যে সে মৃত; কে জানে সে মৃত?

এলিজা। হে সর্বব্যাপী ঈশ্বর, এ পৃথিবী কি নিষ্ঠুর!

বাকিংহাম। অন্য সকলের মত আমার মুখখানাও কি মলিন হয়ে গেছে ডর্সেট।

ডর্সেট। হ্যাঁ স্যার। এখানে উপস্থিত এমন কেউ নেই যার গালের লাল আভা অদৃশ্য হয়ে যায়নি।

রাজা এড। ক্ল্যারেন্স কি মারা গেছে? তার মৃত্যুদণ্ড ত পরে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

গ্লসেস্টার। কিন্তু আপনারই আদেশে সেই হতভাগ্যের প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। আর যেন কোন দেবদূত উড়ে গিয়ে আপনার সে আদেশ কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে মুহূর্ত মধ্যে। কিন্তু আপনার বিপরীত আদেশ নিয়ে যায় যেন কোন মন্দগতি খোঁড়া লোক যে যাবার আগেই ক্ল্যারেন্সকে সমাহিত করা হয় কবরে। ক্ল্যারেন্সের থেকে যে কম মহৎ কম রাজভক্ত ও রক্তক্ষয়ি কর্মে কম লিপ্ত এমন কোন লোকের উপর ঈশ্বর এ শাস্তির বিধান করলে ভাল হত।

ডার্বির প্রবেশ

ডার্বি। আমার কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ একটা বর চাই মহারাজ।

রাজা এড। আমার অনুরোধ, একটু থাম। আমার হৃদয় এখন দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত।

ডার্বি। মহারাজ, আমার কথা না শুনলে আমি কিন্তু উঠব না এখান থেকে।

রাজা এড। তাহলে তোমার যা বলার আছে এইমাত্র বলে ফেল।

ডার্বি। আমার ভৃত্যের প্রাণভিক্ষা চাই যে আজ এক ভদ্রলোককে হত্যা করেছে।

রাজা এড। আমার ভাইএর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ না করে আমায় কি একজন সামান্য ক্রীতদাসকে ক্ষমা দান করতে হবে? আমার ভাই ত কাউকে হত্যা করেনি, তাকে শুধু সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু তবু তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হলো। কে তার জন্য আবেদন নিবেদন করেছিল আমার কাছে? কে আমার ক্রোধকে শান্ত করার জন্য নীতি উপদেশ দান করতে এসেছিল নতজানু হয়ে? কে আমায় শুনিয়েছিল ভ্রাতৃত্ব আর ভালবাসার কথা? কে আমায় মনে পড়িয়ে দিয়েছিল যে বেচারী শক্তিধর ওয়ার-উইকের পক্ষ ত্যাগ করে আমার সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল একদিন? কে আমায় বলেছিল যে, সে একদিন টেকস্‌বেরির যুদ্ধক্ষেত্রে আমায় উদ্ধার করে বলেছিল, হে আমার ভাই, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করো, রাজা হও! কে আমায় বলেছিল যে কোন এক শীতের রাত্রিতে যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি শুয়ে হিমে জমে যাচ্ছিলাম সে তখন তার নিজের পোষাক আমায় খুলে দিয়ে নিজে নিদারুণ শীত ভোগ করে? এক অসঙ্গত অন্যায় ক্রোধ এই সমস্ত কথা আমার স্মৃতি থেকে অন্যায় ভাবে উৎপাটিত ও বিনষ্ট করে দিয়েছিল, অথচ তোমাদের মধ্যে একজনও সে কথা আমায় মনে করিয়ে দেবার মত উদারতার পরিচয় দিতে পারোনি। অথচ যখন তোমাদের কোন পানোন্মত্ত ভৃত্য কোন হত্যাকাণ্ড করে আমাদের ত্রানকর্তা প্রিয় যিশুর ভাবমূর্ত নষ্ট করে বসেছে তখন এসেছ আমার কাছে ক্ষমা চাইতে তার জন্যে। আর আমাকে হয়ত অন্যায়ভাবে সে ক্ষমা দান করতেও হবে। (ডাবি উঠে পড়ল) কিন্তু আমার ভাই-এর জন্য একজনও ত কেউ একটা কথাও বলেনি। এমন কি আমি নিজে অর্থাৎ আমার অকৃতজ্ঞ আত্মাও কিছু বলেনি এবিষয়ে। তোমরা সবাই তাকে দেখে আসছ, তার জীবনের গতিবিধি লক্ষ্য করে আসছ, কিন্তু কেউ আমার কাছে তার জন্য প্রাণভিক্ষা করলে না। হে ঈশ্বর! তুমি নিশ্চয়ই এ অন্যায়ের বিচার করবে। এস হেষ্টিংস আমার ঘরে। হায়, হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স!

(রাজা রাণী ও কিছু অনুচরের প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। হঠকারিতার এই ফল। দেখলে না রাণীর এক আত্মীয়ের মুখ মলিন হয়ে গেল ক্ল্যারেন্সের মৃত্যুর কথা শুনে? তারাই রাজাকে প্ররোচিত করে এসেছে, ঈশ্বর অবশ্যই প্রতিশোধ নেবেন এই হত্যার। চল সব সভাসদবর্গ, আমাদের সাহচর্যের দ্বারা সান্ত্বনা দিই গে রাজাকে।

বাকিংহাম। আমরা আপনার অপেক্ষাতেই আছি। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

ক্ল্যারেন্সের পুত্রকন্যাসহ ইয়র্কের বৃদ্ধা ডিউকপত্নীর প্রবেশ

ক্ল্যারেন্সের পুত্র। আচ্ছা বলনা ঠাকুরমা, আমাদের বাবা কি মারা গেছে ?

ডিউকপত্নী। না বাছা।

ক্ল্যারেন্সের কন্যা। কেন তুমি বারবার কাঁদছ আর বুক চাপড়ে বলছ, হা ক্ল্যারেন্স, হতভাগ্য পুত্র আমার !

পুত্র। কেন তাহলে তুমি আমাদের দিকে তাকিয়ে অনাথ হতভাগা প্রভৃতি বলছ ?

ডিউকপত্নী। তোমরা দুজনেই ভুল করছ। রাজার অসুস্থতার জন্য আমি দুঃখ করছি। যে ব্যক্তি চলে গেছে তার জন্য যে শোক করা হয় তা মৃত শোক।

পুত্র। তাহলে বলতে চাও আমার বাবা মারা গেছে আর এই মৃত্যুর জন্য আমার জ্যাঠামশাই দায়ী। ঈশ্বর এর প্রতিশোধ নেবেন। আমি কাতর প্রার্থনা করে জানাব তাঁর কাছে।

কন্যা। আমিও তাই করব।

ডিউকপত্নী। থাম, চুপ করো বাছারা। রাজা তোমাদের ভালবাসেন। তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, কে তোমাদের বাবাকে হত্যা করেছে তা তোমরা বুঝবে না।

পুত্র। হ্যাঁ, আমি তা পারি ঠাকুরমা। আমার কাকা গ্লসেস্টার বলেছিল রাণীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাজা তাঁকে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ করেন এবং একথা আমায় বলতে গিয়ে আমার কাকা কেঁদে ফেলেন। আমার গালে চুম্বন করে আদর করে তিনি আমায় তার উপর নির্ভর করতে বলেন এবং আমাকে তিনি নিজের ছেলের মত ভালবাসবেন বলে আশ্বাস দেন।

ডিউকপত্নী। হ্যাঁ, প্রতারণার মূর্ত প্রতীক মাঝে মাঝে এমনি ভদ্রবেশ ধারণ করে এবং পুণ্যের ছদ্ম আবরণের মাঝে গভীর প্রতিহিংসাকে লুকিয়ে রাখে। সে আমার পুত্র একথা ভাবতেও আমার লজ্জা লাগে। কিন্তু সে আমার কাছ থেকে এ প্রতারণা নিশ্চয় পায়নি।

পুত্র। আচ্ছা ঠাকুরমা, তুমি কি তাহলে মনে করো, আমার কাকা প্রতারণা করেছে ?

ডিউকপত্নী। হ্যাঁ, তাই বাছা।

পুত্র। আমি ত ভাবতেই পারি না। কিসের গোলমাল শুনছি না?

আলুলায়িতকেশা রাণী ও তাঁর পিছনে পিছনে রিভার্স ও ডর্সেটের প্রবেশ

রাণী এলিজা। আমার কান্নায় কেউ বাধা দিতে এস না। আমি আমার ভাগ্যকে অভিশাপ দেব, আমার আত্মার বিরুদ্ধে শত্রুতা করব এবং এক কঠিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ব।

ডিউকপত্নী। এই অধৈর্যের কারণ কি?

এলিজা। আপনার পুত্র এডওয়ার্ড, আমাদের রাজা আর নেই। গাছের মূল কাণ্ডই যখন নেই তখন তার শাখাপ্রশাখা বা পাতার প্রয়োজন কি আর কেনই বা তারা এখনো বেঁচে আছে? যদি দীর্ঘদিন বাঁচেন শোক করুন আর যদি মরতে চান ত তাড়াতাড়ি মরুন। মৃত রাজার অনুগত প্রজারূপে আমাদের দ্রুতগতি আত্মা যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গ নেয় এবং তাঁর সঙ্গে সেই অনন্ত আলোয় ভরা নূতন রাজ্যে গমন করে।

ডিউকপত্নী। আমি আমার সুযোগ্য স্বামীর জন্য অনেক শোক করেছি। তবে তাঁর প্রতিচ্ছবিস্বরূপ তাঁর সন্তানদের পানে তাকিয়েই এতদিন সব শোক সংবরণ করে এসেছি। কিন্তু যে সব সন্তানরূপ মুকুরের মাধ্যমে তাঁর সে প্রতিচ্ছবি এতদিন দেখে আসছি তার মধ্যে দুটি মুকুর ফেটে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল নির্মম মৃত্যুর আঘাতে। এখন আমার স্বামীশোক ভোলার একমাত্র অবলম্বন হলো একটি কলুষিত মিথ্যা মুকুর যার মধ্যে আমি আমার স্বামীর গৌরবোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে পাই শুধু আমার গর্ভের লজ্জা। তুমি স্বামীহীনা হলেও তোমার সন্তান আছে এবং সেইখানেই তোমার সান্ত্বনা। কিন্তু ঈশ্বর আমার একমাত্র অবলম্বন স্বামীকে কেড়ে নেওয়ার পর আমার অশক্ত অসহায় হাত থেকে আমার দুটি সুযোগ্য পুত্র ক্ল্যারেন্স আর এডওয়ার্ডকেও কেড়ে নিলেন। আমি তাহলে কেমন করে সান্ত্বনা পাব। আমার এই সকরুণ বিলাপের মধ্যে তোমার দুঃখ সব আর্তনাদ ডুবিয়ে দাও।

পুত্র। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি আমাদের বাবার মৃত্যুতে কাঁদনি। আজ কি করে আমরা চোখের জল ফেলে তোমার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে পারি?

কন্যা। আমরা পিতৃহীন হলে কেউ কাঁদেনি আমাদের জন্য, তুমি আজ স্বামীহীনা হলেও কেউ কাঁদবে না।

এলিজা। আমার এই শোকে কারো কোন সহানুভূতি চাই না। আজ

আমার চোখে এত জল আসছে যে সে জলের প্লাবনে আমি সারা জগৎকে ভাসিয়ে দিতে পারি। হা আমার স্বামী এডওয়ার্ড!

পুত্রকন্যা। হা পিতা, হা আমাদের প্রিয় পিতা লর্ড ক্ল্যারেন্স!

ডিউকপত্নী। হায় আমার কিন্তু দুঃখ দুজনের জন্যেই। এডওয়ার্ড আর ক্ল্যারেন্স দুজনেই আমার সন্তান।

এলিজা। এডওয়ার্ড ছাড়া আর আমার কে আছে? সে চলে গেল।

পুত্রকন্যা। আমাদের পিতা ক্ল্যারেন্স ছাড়া আর কে আছে আমাদের? সে চলে গেল।

ডিউকপত্নী। তাদের ছাড়া আর আমার কে আছে? তারা দুজনেই চলে গেল।

এলিজা। এতবড় ক্ষতি কোন বিধবাকে সহ্য করতে হয়নি এর আগে।

পুত্রকন্যা। কোন পিতৃহীন শিশুকে এতবড় ক্ষতি সহ্য করতে হয়নি এর আগে।

ডিউকপত্নী। কোন পুত্রহীন মাতাকেও এতবড় ক্ষতি সহ্য করতে হয়নি এর আগে। আমিই হচ্ছি সকল শোকদুঃখের মা। ওদের প্রত্যেকেরই দুঃখ খণ্ড খণ্ড; কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে সাধারণ ও অখণ্ড। ও এডওয়ার্ডের জন্য কাঁদছে, আমিও তার জন্য কাঁদছি, এইসব শিশুরা ক্ল্যারেন্সের জন্য কাঁদছে, আমিও তার জন্য কাঁদছি। তোমরা তিনজনেই তোমাদের চোখের জল আমার মধ্যে ফেলে দাও। সে অশ্রুকে আমি লালন করব, উপযুক্ত বিলাপের মধ্য দিয়ে তার উপশম ঘটাব।

ডর্সেট। শান্ত হোন মা। ঈশ্বরের বিধান স্থির চিত্তে মেনে না নিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন। একদিন তিনি জীবনের যে ঋণ দান করেছিলেন আজ তা ফিরিয়ে দিতে না চাইলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

রিভার্স। ম্যাডাম, আপনার পুত্র যুবরাজকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে রাজসিংহাসনে বসান। মৃত এডওয়ার্ডের প্রতি সকল দুঃখ তাঁর কবরে সমাহিত করে জীবিত এডওয়ার্ডের সিংহাসনের মধ্যে নতুন করে বাঁচার আনন্দকে খুঁজে পান।

গ্লসেস্টার, বাকিংহাম, ডার্বি, হেস্টিংস ও র‍্যাটক্লিফের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। বৌদি শান্ত হন, একটি উজ্জ্বল তারকার অস্তগমনে আমরা সকলেই শোকগ্রস্ত, কিন্তু শত শোকবিলাপেও তার ক্ষতিকে ত রোধ করা যাবে না।

মা আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমায় দেখতে পাইনি। আমি নতজানু হয়ে তোমার আশীর্বাদ চাইছি।

ডিউকপত্নী। ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন এবং অন্তরে তোমার নম্রতা, ভালবাসা, কর্তব্যপরায়ণতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি দান করুন।

গ্লসেস্টার। তাই হোক। (স্বগত) এবং আমায় যেন দীর্ঘজীবি করেন। সাধারণতঃ মারা তাদের সন্তানদের এই আশীর্বাদই করে থাকে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমার মা সে আশীর্বাদ করেননি।

বাকিংহাম। হে বিষাদগ্রস্ত দুঃখভারাক্রান্ত সভাসদবর্গ, এতক্ষণ তোমর সাধারণ দুঃখের এই বোঝা সমানভাবে সকলে মিলে বহন করেছ। এবার তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও পুনর্মিলনের জন্য আনন্দ করো। এতদিন আমরা রাজার সুশাসনরূপ ফসল ভোগ করে এসেছি, এবার তাঁর পুত্রের সুশাসনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের এ দেশ। তোমাদের অন্তরের দ্বন্দ্ববিদ্বেষের যে জগদ্দল পাথরটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছ তা যেন সাবধানে রাখবে। আমার মতে লাডলো থেকে তরুণ যুবরাজকে অল্প কিছু সহচরের সমভিব্যাহারে এখানে নিয়ে আসা হোক ও তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হোক।

রিভার্স। অল্প সহচর সঙ্গে থাকবে কেন লর্ড বাকিংহাম?

বাকিংহাম। পাছে অনেক লোক সঙ্গে থাকলে অনেকের মনে সদ্য অবদমিত হিংসা আবার জেগে ওঠে। তিনি বয়সে তরুণ বলে সকলকে সংযত করতে পারবেন না ঠিকমত, সকলেই আপন আপন ইচ্ছামত চলবে। তাছাড়া যাতে তাঁর কোন ক্ষতি না হয় সেটাও দেখতে হবে।

গ্লসেস্টার। আমার বিশ্বাস রাজা আমাদের মধ্যে যে শান্তি স্থাপন করে গেছেন তার ভিত্তি অটুট ও দৃঢ় থাকবে আমার মধ্যে।

রিভার্স। আমার মধ্যেও তাই থাকবে এবং আশা করি সকলেরই মনে তা থাকবে। তবে সঙ্গে বেশী লোকজন না থাকাই ভাল। আমার মতে মহানুভব বাকিংহাম কম লোক সঙ্গে নিয়ে যুবরাজকে নিয়ে আসুন।

হেস্টিংস। আমিও তাই মনে করি।

গ্লসেস্টার। তবে তাই হোক। তাহলে চল আমরা গিয়ে ঠিক করি কে কে লাডলো যাবে। বৌদি, তুমিও কি এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করার জন্য যাবে আমাদের সঙ্গে? (বাকিংহাম ও গ্লসেস্টার ছাড়া সকলের প্রস্থান)

বাকিংহাম। স্যার যুবরাজের কাছে যেই যাক না কেন, আমরা দুজন যেন এখানে বসে না থাকি। আমরা আবার রাণীর সেই অহঙ্কারী আত্মীয়ের কবল থেকে যুবরাজকে মুক্ত রাখার কথাটা আলোচনা করব।

গ্লসেস্টার। হে আমার ভাই, আমার আত্মার আত্মীয়, আমার প্রিয় পরামর্শদাতা, আমি শিশুর মত তোমার মতে চলব। আমি এখানে না থেকে লাডলো যাব। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। বাজার।

দুজন নাগরিকের দুটি গৃহদ্বার পথে প্রবেশ

১ম নাগরিক। এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ হে প্রতিবেশী?

২য় নাগরিক। আমি কি করছি কোথা যাচ্ছি বুঝতেই পারছি না। খবর শুনেছ?

১ম নাগ। হ্যাঁ, রাজা মারা গেছেন।

২য় নাগ। রাণীর কাছে খুবই খারাপ; কিন্তু আসলে এখন তার খবর কি হতে পারে?

তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ

৩য় নাগ। তোমরা কি রাজা এডওয়ার্ডের মৃত্যুর কথা শুনেছ?

২য় নাগ। হ্যাঁ স্যার, একথা সত্য। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

৩য় নাগ। এবার দেখবে দেশে অশান্তি আসবে।

১ম নাগ। না না অশান্তি আসবে কেন, তাঁর পুত্র রাজা হবে।

৩য় নাগ। কিন্তু যে দেশ এক শিশুর দ্বারা শাসিত হয় তার ভাগ্যে কষ্টই থাকে।

২য় নাগ। এখন ছোট আছে। মন্ত্রীদের পরামর্শে দেশ শাসন করবে, কিন্তু বড় হয়ে সে ভালভাবেই দেশ শাসন করবে।

১ম নাগ। এই রকম হয়েছিল ষষ্ঠ হেনরির আমলে। প্যারিসে যখন তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয় মাস।

৩য় নাগ। কিন্তু তখন কি রাজ্যের অবস্থা এই রকম ছিল? না বন্ধুগণ। তখন কাকার ধার্মিক রাজারা রাজ্যশাসনে সাহায্য করতেন। রাজাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করে চলতেন।

১ম নাগ। কেন, এক্ষেত্রে রাজার কাকারা আর মামারা তাকে সাহায্য করবে।

৩য় নাগ। তার চেয়ে সকলেই যদি তার কাকা হত অথবা তার কোন কাকা থাকতই না তাহলে ভাল হত। ভয়টা সবচেয়ে নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকেই বেশী থাকে। ডিউক অফ গ্লসেস্টার খুব বিপজ্জনক ব্যক্তি, তার উপর রাণীর ভাইরা সব অহঙ্কারী ও উদ্ধত। তারা কেউ না থাকলে এ রাজ্যের পক্ষে ভাল হত।

১ম নাগ। থাম থাম, আমরা অহেতুক ভয় করছি। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

৩য় নাগ। আকাশে মেঘ দেখলে বিজ্ঞ লোকেরা গায়ে জামা দেয়, গাছ থেকে পাতা ঝরতে শুরু করলে শীত আসে, সূর্য অস্ত গেলে কে রাত্রির আশা না করে? অসময়ে ঝড় উঠলে সকলেই ক্ষয় ক্ষতির ভয় করে। একমাত্র ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তাহলেই সব কিছু ভাল হতে পারে। এর থেকে আমরা কিই বা আশা করতে পারি?

২য় নাগ। সত্যিই প্রতিটি লোকের মন ভয়ে কাতর। তুমি এমন একজনকেও দেখবে না যে ভীত হয়ে ওঠেনি।

৩য় নাগ। দেশে বড় রকমের কোন পরিবর্তন ঘটার আগে অথবা বিপর্যয়ের আগে যেন ঈশ্বরের বিধানেই মানুষের মন বিশ্বাস করতে চায় না আসন্ন বিপদের আভাসকে। অথচ দেখবে বড় রকমের ঝড় ওঠার আগেই জল ফুলে ওঠে। যাই হোক, ঈশ্বরের উপর সব কিছু ছেড়ে দাও। কোথায় যাচ্ছ?

২য় নাগ। আমরা যাচ্ছিলাম বিচারপতির কাছে।

৩য় নাগ। আমিও সেখানেই যাচ্ছি। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

ইয়র্কের আর্কবিশপ, ইয়র্কের তরুণ ডিউক, রাণী এলিজাবেথ ও
ইয়র্কের ডিউকপত্নীর প্রবেশ

আর্কবিশপ। আমি শুনেছি গত রাত্রে তারা ছিল স্ট্রাটফোর্ডে এবং আজকের রাতে তারা থাকবে নর্দামটনে। আগামীকাল অথবা তার পরদিন তারা এসে পড়বে এখানে।

ডিউকপত্নী। যুবরাজকে দেখার জন্য মন আমার ছটফট করছে। আমার মনে হচ্ছে আমি যখন তাকে এর আগে দেখি তার থেকে সে এখন আরো বড় হয়ে উঠেছে।

এলিজাবেথ। কিন্তু আমি ত শুনছি আমার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ ইয়র্ক তাকে ছাড়িয়ে গেছে লম্বায়।

ইয়র্ক। কিন্তু আমি তা চাই না মা।

ডিউকপত্নী। কেন তা চাও না ভাই, তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠাই ভাল।

ইয়র্ক। একদিন নৈশ ভোজনের সময় আমার কাকা বলছিল আমি আমার ভাইয়ের থেকে কেমন বড় হয়ে উঠেছি, তখন আমার কাকা গ্লসেস্টার বলল যে সব গাছ যত ছোট তাদের গুণ তত বেশী আর আগাছারাই তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। সেই থেকে আমার মনে হয় আমি তাড়াতাড়ি বাড়ব না, সুগন্ধি ফুলের গাছ ছোট হয় আর আগাছাগুলো বেড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি।

ডিউকপত্নী। থাম থাম, একথাটা তার ক্ষেত্রেই খাটে না। সে আবার তোমায় উপদেশ দিতে এসেছে। সে নিজে ছোটবেলায় এত বেঁটেখাটো ছিল এবং এত ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে যে তার কথা যদি সত্যি হত তাহলে সে হত গুণবান পুরুষ।

আর্কবিশপ। তিনি ত গুণবানই বটেন ম্যাডাম।

ডিউকপত্নী। আমি আশা করি সে তাই হোক। তবে মায়ের মন সন্দেহ করবেই।

ইয়র্ক। আমার কাকার গুণগুলোকে আমি যদি ছাড়িয়ে যেতে পারতাম। আমি শুনেছি আমার কাকা মাত্র দুঘণ্টা বয়সেই একটা রুটির টুকরো কামড়ে কেটে দিতে পারত। আমার ত একটা দাঁত বার হতেই দুবছর সময় লেগেছে।

ডিউকপত্নী। এ কথা কে তোমায় বলে বাছা?

ইয়র্ক। কেন, তাঁর ধাত্রী।

ডিউকপত্নী। তোমার জন্মের আগেই ত সে মারা যায়।

ইয়র্ক। সে যদি না হয় তাহলে কে তা আমি বলতে পারব না।

এলিজাবেথ। বাচাল ছেলে কোথাকার। থাম। তুমি খুব চালাক।

আর্কবিশপ। ম্যাডাম, ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ধরবেন না।

এলিজাবেথ। কলসীরও কান আছে।

দূতের প্রবেশ

আর্কবিশপ। এই দূত এসে গেছে। কি খবর?

দূত। এমনই দুঃসংবাদ যে আমি তা বলতে কষ্ট পাচ্ছি।

ডিউকপত্নী। খবরটা কি ?

দূত। লর্ড রিভার্স, লর্ড গ্রে ও টমাস গেহানকে বন্দী অবস্থায় পমফ্রেটে পাঠানো হয়েছে।

ডিউকপত্নী। কে তাদের উপর এই দণ্ডাদেশ দান করেছে ?

দূত। ডিউক গ্লসেস্টার আর বাকিংহাম।

আর্কবিশপ। কোন অপরাধে ?

দূত। যা জানি তাই বললাম, কিন্তু কোন অপরাধে তাদের বন্দী করা হয়েছে তা বলতে পারব না স্যার।

এলিজাবেথ। হায় হায়, আমার পারিবারিক সুখশান্তি নষ্ট হলো দেখছি। বাঘ এবার শান্ত হরিণকে ধরতে পেরেছে। নির্দোষ নিরীহ সিংহাসনে নেমে আসবে অপমান আর অত্যাচার। মানচিত্রে সাজান ছবির মত ধ্বংস, রক্তপাত, নরহত্যা একের পর এক আমি দেখতে পাচ্ছি।

ডিউকপত্নী। কী অভিশপ্ত অশান্তির দিনই না শুরু হলো। আমার মত অত কে তোমরা দেখেছ ? আমার স্বামী রাজমুকুট লাভ করার জন্য প্রাণ দেয়। তারপর আমার পুত্ররা ক্রমাগত লাভক্ষতি আর আনন্দ বেদনার দোলায় দুলতে থাকে। কেউ সিংহাসনে বসতে না বসতেই ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে, আপন রক্তের বিরুদ্ধে আপন আত্মার বিরুদ্ধে বারবার লড়াই করেছে তারা। হে উন্মুক্ত ধ্বংসাশ্রয়ী ক্রোধ, তোমার উদ্ধত প্লীহা সংযত করো। আর আমি মৃত্যু দেখতে পারছি না। আর কোন মৃত্যু দেখার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

এলিজা। এস বাছা, আমরা মঠে যাই।

ডিউকপত্নী। থাম, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

এলিজা। তার দরকার হবে না।

আর্কবিশপ। (রাণীর প্রতি) আপনিও যান। সেখানে আপনার ধনরত্ন মালপত্র নিয়ে যান। আমি সে ঘরের চাবি আপনাকে দিয়ে দেব। আমি আপনাদের মঠের মধ্যে নিয়ে যাব। (সকলের প্রস্থান)

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপথ।

বাদ্যধ্বনি, যুবরাজ প্রিন্স অফ অয়েলস, গ্লসেস্টার, বাকিংহাম, কেটস্‌বি, কার্ডিনাল কোলিয়ার ও অন্যান্যদের প্রবেশ।

বাকিংহাম। স্বাগত হে যুবরাজ, তোমার নিজস্ব নগরীতে প্রবেশ করো।

গ্লসেস্টার। স্বাগত হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার মনে হচ্ছে নিবিড় পথ-ক্লান্তি বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে তোমায়।

যুবরাজ। না পিতৃব্য, পথের নানারকম বাধা বিপত্তিই আমাদের ক্লান্ত করে তোলে। কই আমার মা ও মামারা আমায় অভ্যর্থনা জানাতে এলেন না ত!

গ্লসেস্টার। হে প্রিয়তম যুবরাজ, তোমার তারুণ্যদীপ্ত সরল অন্তঃকরণ এ জগতের ছলনার গভীরে ঢুকতে পারবে না। উপরের চেহারা দেখেই তোমরা মানুষকে বিচার করে থাক। অন্তরটাকে বিচার করে দেখনা। তোমার সেই সব মামারা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। তুমি তাদের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়েছিলে, কিন্তু তাদের বিষময় অন্তরের পরিচয় পাওনি। এই ধরনের কপট বন্ধুদের হাত থেকে ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

যুবরাজ। ঈশ্বর অবশ্যই কপট বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা করতেন কিন্তু তাঁরা ত তা ছিলেন না।

গ্লসেস্টার। হে যুবরাজ, লণ্ডনের লর্ড মেয়র অভিবাদন জানাতে আসছেন তোমায়।

মেয়র। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন যুবরাজ। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুখ দান করুন।

যুবরাজ। ধন্যবাদ লর্ড মেয়র। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি ভেবেছিলাম আমার মা আর আমার ভাই ইয়র্ক অনেক আগেই আমার সঙ্গে দেখা করবে আর হেস্টিংসই বা এত কুঁড়ে কেন? সেও এসে বলল ওরা কেন আসছে না।

লর্ড হেস্টিংস-এর প্রবেশ

বাকিংহাম। যথাসময়ে লর্ড হেস্টিংস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়েছেন।

যুবরাজ। এস এস লর্ড হেস্টিংস, আমার মা কি আসবেন না?

হেস্টিংস। কেন জানি আপনার মা আর ভাই মঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আপনার ছোট ভাই আমার সঙ্গেই আপনাকে দেখতে আসছিল। কিন্তু তাঁর মা জোর করে তাকে আটকে রাখল।

বাকিং। তিনি রেগে কেন এসব করছেন জানি না। লর্ড কার্ডিনাল, আপনি গিয়ে রাণীকে বুঝিয়ে রাজকুমারকে সঙ্গে করে এখানে আনতে পারবেন কি? যদি তা না পারেন তাহলে হেস্টিংস সঙ্গে যান, তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ কোল থেকে রাজকুমারকে জোর করে ছিনিয়ে আনবেন।

কার্ডিনাল। লর্ড বাকিংহাম, যদি আমি আমার বাগ্মিতার দ্বারা তাকে বুঝিয়ে ডিউক অফ ইয়র্ককে এখানে আনতে পারি ত তিনি এখানে আসবেন; কিন্তু যদি আমার অনুনয়ে তিনি নত না হন এবং তাঁর জেদকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, ঈশ্বর অবশ্য তা না করুন, তাহলে কি আমরা সেই মঠের পবিত্র বিধানকে লঙ্ঘন করব? সারা রাজ্যের বিনিময়েও আমি এমন গভীর পাপের মধ্যে নিজেকে জড়াতে পারব না।

বাকিং। আপনি দেখছি খুবই রক্ষণশীল, প্রথাগত এবং জেদী। ব্যাপারটাকে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখুন। আপনি রাজকুমারের হাত ধরলে মঠের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে না। মঠের পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণের ভার সব সময় যাযকদের হাতেই থাকে। যাযকরাই মঠের অধিকারী। রাজকুমার সে মঠের অধিকারী নন। সুতরাং কুমারকে সেখান থেকে নিয়ে এলে কোন অন্যায় হবে না।

কার্ডিনাল। ঠিক আছে, আপনার কথা এবারের মত শুনলাম। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি হেস্টিংস?

হেস্টিংস। আমি যাচ্ছি লর্ড।

যুবরাজ। যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা যান। (হেস্টিংস ও কার্ডিনালের প্রস্থান) আচ্ছা এবার বলুন পিতৃব্য গ্লসেস্টার, আমার ভাই এলে অভিষেকের আগে পর্যন্ত কোথায় আমরা থাকব?

গ্লসেস্টার। যেখানে তোমার খুশি থাকতে পার। তবে আমার মনে হয় দু একদিনের জন্য টাওয়ারে বিশ্রাম করতে পার। তোমার স্বাস্থ্য আর আমোদ প্রমোদের উপযুক্ত হবে সে জায়গাটা।

যুবরাজ। না, আমি টাওয়ার জায়গাটা মোটেই পছন্দ করি না। আচ্ছা ওটা কি জুলিয়াস সীজার নির্মাণ করেন?

গ্লসেস্টার। হ্যাঁ, তিনিই নির্মাণ করেন। তবে পরে যুগে যুগে নতুন করে তার সংস্কার করা হয়।

যুবরাজ। উনি যে টাওয়ারটা নির্মাণ করেন এ বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ আছে না কি যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে একথা শোনা যাচ্ছে ?

গ্লসেস্টার। হ্যাঁ লিখিত প্রমাণ আছে যুবরাজ।

যুবরাজ। না, লেখা নেই। লেখা থাকলে যুগ যুগ ধরে তা সত্যের মত অক্ষয় হয়ে থাকত।

গ্লসেস্টার। (স্বগত) লোকে বলে অল্পবয়সে যারা অতি বুদ্ধিমান হয় তারা বেশীদিন বাঁচে না।

যুবরাজ। কি বলছেন পিতৃব্য ?

গ্লসেস্টার। মানুষ মরে গেলেও তার যশ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। (স্বগত) এই একটা কথার দুটো মানেই হবে।

যুবরাজ। জুলিয়াস সীজার ছিলেন একজন যশস্বী ব্যক্তি। তিনি তাঁর বীরত্ব দ্বারা যেমন তাঁর বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন তেমনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিও অক্ষয় স্থায়িত্ব দান করে তাঁর বীরত্বকে। মৃত্যু এই বিজয়ী বীরের বিজয় গর্বকে কেড়ে নিতে পারেনি আজও। আজ তিনি জীবিত না থাকলেও তাঁর যশের মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন। আমি বাকিংহামকে একটা কথা বলব।

বাকিং। কি কথা যুবরাজ ?

যুবরাজ। আমি যদি পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে ফ্রান্সের উপর আমাদের পুরনো অধিকারকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করব। তা যদি না পারি ত সে যুদ্ধে বীর সৈনিকের মত প্রাণ দেব।

গ্লসেস্টার। (স্বগত) বসন্ত খুব তাড়াতাড়ি এলে তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

তরুণ ইয়র্ক, হেস্টিংস ও কার্ডিনালের প্রবেশ

বাকিং। এবার ঠিক সময়েই ডিউক অফ ইয়র্ক এসে গেছেন।

যুবরাজ। ইয়র্কের রিচার্ড, কেমন আছ ভাই ?

ইয়র্ক। ভালই আছি হে ভয়ঙ্কর রাজা। এখন থেকে এই নামেই তোমায় ডাকব।

যুবরাজ। যারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে তাদের ওকথা বলতে পার।

গ্লসেস্টার। কেমন আছ ভ্রাতুষ্পুত্র লর্ড অফ ইয়র্ক ?

ইয়র্ক। ধন্যবাদ কাকা, একদিন তুমি আমায় বলেছিলে গুণহীন আগাছার দল তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে; আমার ভাই যুবরাজ আমাকে ছাড়িয়ে অনেকটা বেড়ে উঠেছে।

গ্লসেস্টার। হ্যাঁ সত্যিই তাই।

ইয়র্ক। তাহলে কি সে অলস গুণহীন?

গ্লসেস্টার: আমি তা ত বলিনি ভাইপো।

ইয়র্ক। তাহলে সে আমার থেকে বেশী প্রিয় তোমার কাছে।

গ্লসেস্টার। উনি আমায় আমার রাজারূপে আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কিন্তু তুমি শুধু আমার আত্মীয়।

ইয়র্ক। আমার অনুরোধ কাকা, তুমি আমায় এই ছুরিটা দাও।

গ্লসেস্টার। আমার ছুরিটা? স্বচ্ছন্দে ওটা নিতে পার তুমি। সানন্দে দিলাম।

যুবরাজ। ভিক্ষুকের মত কি চাইছ ভাই?

ইয়র্ক। আমি শুধু আমার দয়ালু কাকার কাছে এই ভিক্ষাই চাই যে উনি যেন কোন দুঃখ আমাদের না দেন।

গ্লসেস্টার। আরো বড় দান আমি তোমায় দেব ভ্রাতুষ্পুত্র।

ইয়র্ক। আরো বড় দান? তাহলে সেটা হবে তোমার তরবারি।

গ্লসেস্টার। কিন্তু সেটা যদি আরো হালকা হত।

ইয়র্ক। ও তাহলে তুমি হালকা দান গ্রহণ করতে চাও। কোন ভারী জি নস তুমি পেলেও নেবে না।

গ্লসেস্টার। এটা এত ভারী যে তুমি তা ধারণ করতে পারবে না।

ইয়র্ক। সেটা ভারী হলেও আমার কাছে তা হালকাই লাগবে।

গ্লসেস্টার। ও আমার ক্ষুদে লর্ড, তুমি কি আমার অস্ত্র নেবে?

ইয়র্ক। আমি চাই আপনি যে কথা বলে আমায় এখন সম্বোধন করলেন সেই নামেই আমায় ডাকবেন।

গ্লসেস্টার। কি নামে?

ইয়র্ক। 'ক্ষুদে'।

যুবরাজ। লর্ড অফ ইয়র্ক কথা বলতে বলতে এখনি রেখে যাবে। কাকা, আপনি জানেন ওর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

ইয়র্ক। তুমি বলতে চাইছ আমাকে বহন করার কথা, আমার সঙ্গে ব্যবহার করার কথা না। কাকা, আমার ভাই আপনাকে আমাকে উপহাস করছে।

আমি দেখতে বাঁদরের মত ছোট বলে সে ভাবছে আপনি আমায় আপনার কাঁধে করে নিয়ে বেড়াবেন।

বাকিং। কী তীক্ষ্ণ যুক্তির সঙ্গে সে তর্ক করে। তার প্রতি তার কাকার ঘৃণাভাবটা কমাবার জন্য ও নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করছে। এত অল্প বয়সে এমন বুদ্ধি দেখাই যায় না।

গ্লসেস্টার। আচ্ছা যুবরাজ, তুমি ততক্ষণ টাওয়ারে থাকবে কি? আমি আর লর্ড বাকিংহাম তোমার মার কাছে গিয়ে টাওয়ারে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুনয় বিনয় করব তাঁর কাছে।

ইয়র্ক। সেকি! তুমি টাওয়ারে যাবে?

যুবরাজ। আমার কাকা লর্ড প্রটেক্টর অথবা রাজ প্রতিনিধি হিসাবে তাই চান।

ইয়র্ক। টাওয়ারে কিন্তু আমার ঘুম আসবে না।

গ্লসেস্টার। কেন, তোমার ভয় কিসের?

ইয়র্ক। আমার কাকা ক্ল্যারেন্সের ভূত আছে ওখানে। আমার ঠাকুরমা বলেছে উনি নাকি ওখানে নিহত হন।

যুবরাজ। আমি মৃত কাকাকে ভয় করি না।

গ্লসেস্টার। আশা করি কোন জীবিত কাকাকেও ভয় করবে না।

যুবরাজ। হ্যাঁ, ওঁরা বেঁচে থাকলেও আমার ভয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যাচ্ছি। তাঁদের কথা ভেবে মনে দুঃখ হচ্ছে আমার এবং ব্যথাহত চিত্তে আমি যাচ্ছি টাওয়ারে।

(গ্লসেস্টার, বাকিংহাম ও কেটস্‌বি ছাড়া সকলের প্রস্থান)

বাকিং। আচ্ছা স্যার, এই ছোট ছেলে ইয়র্কটা আপনার সঙ্গে এইভাবে ঘৃণা ও বিদ্রূপের সঙ্গে কথা বলতে ওর বুদ্ধিমতী মার কাছ থেকে শেখেনি কি?

গ্লসেস্টার। তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটা দারুণ বিপজ্জনক। ছেলেটা যেমন সাহসী তেমনি চটপটে আর বুদ্ধিমান। ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত হয়েছে ঠিক ওর মার মত।

বাকিং। ঠিক আছে, ওরা বিশ্রাম করুক। এদিকে এস কেটস্‌বি। তুমি শপথ করেছ আমাদের পরিকল্পনা তুমি কাজে পরিণত করবে আর কারো কাছে প্রকাশ করবে না আমাদের সে পরিকল্পনার কথা। তুমি কি মনে

করো, এই মহান ডিউককে এ রাজ্যের রাজা করার ব্যাপারে উইলিয়ম লর্ড হেস্টিংসকে আমাদের মতে আনার কাজটা সহজ হবে না কি ?

কেটস্‌বি। উনি ওঁর বাবার খাতিরে ছেলেটাকে এমনই ভালবাসেন যে উনি ছেলেটার বিরোধিতা করবেন না বা আমাদের মতে মত দেবেন না।

বাকিং। তাহলে স্টানলি সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?

কেটস্‌বি। হেস্টিংস যা করবেন তিনিও তাই করবেন।

বাকিং। ঠিক আছে, শুধু এই কথাটা মনে রাখো। তুমি এখন যাও কেটস্‌বি। এখন তুমি হেস্টিংস্‌এর কাছে গিয়ে দেখ আমাদের পরিকল্পনার কথাটা শুনে ওর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারপর আগামীকাল অভিষেকের সময় ওকে টাওয়ারে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করবে। যদি ও আমাদের মতে মত দেয় তাহলে ওকে উৎসাহ দেবে, আমাদের যুক্তিগুলো সব বুঝিয়ে বলবে। আর যদি আমাদের এ ব্যাপারে ওর মধ্যে কোন নিরুত্তাপ একটা শীতল ঔদাসিন্য আর অসম্মতির ভাব লক্ষ্য করো তাহলে সেকথা আমাদের কাছে এসে বলবে। আগামীকাল তাহলে আমাদের পরিষদের ভগ্ন সভা হবে অর্থাৎ সব সদস্য যোগদান করবে না। তারপর তোমাকে একটা বড় কাজের ভার দেওয়া হবে।

গ্লসেস্টার। লর্ড উইলিয়মকে আমার কথা বলবে কেটস্‌বি। বলবে আগামীকাল পমফ্রেট দুর্গে তাঁর পুরনো বিপজ্জনক শত্রুদের রক্তপাত করা হবে। এই সুখবরটা জানিয়ে মিস্ট্রেস শোরকে একটা মৃদু চুম্বন দান করবে।

বাকিং। যাও কেটস্‌বি, এই কাজটা তোমায় ঠিকমত করে ফেলতে হবে।

কেটস্‌বি। যাচ্ছি স্যার, বিশেষ মনোযোগ আর নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ করব আমি।

গ্লসেস্টার। আমরা শুতে যাবার আগেই কি তোমার কাছ থেকে খবরটা শুনতে পাব ?

কেটস্‌বি। হ্যাঁ তা পাবেন স্যার।

গ্লসেস্টার। ক্রসবি হাউসে তুমি আমাদের দুজনকেই পাবে।

(কেটস্‌বির প্রস্থান)

বাকিং। আচ্ছা স্যার, হেস্টিংস্‌ যদি আমাদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ না দেয় তাহলে আমরা কি করব ?

গ্লসেস্টার। তাহলে ওর মাথাটা কেটে ফেলবে। এই ধরনের যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব আমরা। আমি রাজা হলে তুমি হিয়ারফোর্ডের আর্ল হবে আর তার সঙ্গে পাবে সমস্ত সম্পত্তি।

বাকিং। সে দাবির কথা আপনার কাছে তখন জানাব।

গ্লসেস্টার। এখন এস খাওয়া যাক। তারপর খাওয়ার পর আমার ষড়যন্ত্রের কাজটাকেও কোন একটা রূপ দেওয়া যাবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লর্ড হেস্টিংস্এর বাসভবনের সম্মুখভাগ।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। স্যার, স্যার। (দরজায় করাঘাত)

হেস্টিংস। (ভিতর থেকে) কে ডাকছে?

দূত। লর্ড স্ট্যানলির কাছ থেকে আসছি আমি।

হেস্টিংস। এখন ক'টা বাজে?

দূত। এই রাত চারটে বাজছে।

লর্ড হেস্টিংসএর প্রবেশ

হেস্টিংস। রাত্রিতে কি লর্ড স্ট্যানলির ঘুম হয়নি একেবারে?

দূত। আমি যা আপনাকে বলছি তাতে তাই মনে হয়। প্রথমে তিনি আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

হেস্টিংস। তারপর?

দূত। তারপর তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন একটা শূয়োর তাঁর জাহাজবাঁধার মোটা দড়ি কেটে দিয়েছে। তাছাড়া তিনি আরো জানিয়েছেন পরিষদ দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি ও আপনি দুপক্ষে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনি আপনার মত জানতে চেয়েছেন এবং সেজন্য এখনি ঘোড়ায় চেপে তাঁর কাছে যাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন। যে বিপদের দুঃস্বপ্ন তিনি দেখেছেন তার থেকে আগে হতে সাবধান হতে চান উনি।

হেস্টিংস। যাও যাও, তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তাঁকে বলগে, পরিষদের সদস্যরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। একদিকে আমাদের দুজনের সম্মান একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, অন্যদিকে আছে আমার বন্ধু কেটস্বি। এমন কিছু আমাদের সম্পর্কে ঘটবে না যা আমি আগে থাকতে জানতে পারব না। সুতরাং বলবে তাঁর ভয়ের কোন ভিত্তি

নেই। আর তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে বলবে তাঁর মনটা শিশুর মত সরল বলেই তিনি যে স্বপ্ন নিদ্রায় দেখেছেন অর্থহীন পরিহাস ছাড়া আর কিছুই না, সেই স্বপ্নকে সত্য বলে পরিহাস করেছেন। যে শূয়োরটাকে তাঁরই তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত সেই শূয়োরটাকে তাঁর দিকে তেড়ে আসতে দেখেছেন তিনি। তাঁকে বলগে তিনি যেন উঠে আমার কাছে আসেন। এখান থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে টাওয়ারে যাব। সেখানে গিয়ে তিনি দেখবেন শূয়োরটা আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করছে।

দূত। আমি তাকে আপনার সব কথা জানাব স্যার। (প্রস্থান)

কেটস্‌বির প্রবেশ

কেটস্‌বি। নমস্কার স্যার।

হেস্টিংস। নমস্কার কেটস্‌বি। তুমি খুব সকালে উঠে এসেছ দেখছি। কি খবর? তোমাকে কেমন অস্থির দেখাচ্ছে।

কেটস্‌বি। এখন দেশের অবস্থাটা খুবই কম্পমান স্যার এবং আমার মনে হচ্ছে রিচার্ড দেশের রাজা হিসাবে জয়ের মালা গলায় না পরলে দেশের অবস্থাটা স্থির হবে না।

হেস্টিংস্। জয়ের মালা বলতে তুমি রাজমুকুট বোঝাতে চাইছ?

কেটস্‌বি। হ্যাঁ, ঠিক তাই স্যার।

হেস্টিংস্। এইরকম অন্যায়ভাবে রাজমুকুট যদি তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা দেখার আগে আমি আমার মাথাটাকে ঘাড় থেকে কেটে নামিয়ে দেব। তুমি কি তার এই ধরনের অভিসন্ধির পরিচয় পেয়েছ?

কেটস্‌বি। হ্যাঁ, দেখেছি। আর উনি চান আপনি তাঁর দলে যোগদান করে এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করুন। আর তাঁর অভিষেকের দিন আপনার সব শত্রুরা অর্থাৎ রাণীর আত্মীয়রা নিহত হবেন পমফ্রেট দুর্গে।

হেস্টিংস্। অবশ্য তার জন্য আমি কোন শোক করব না, কারণ তারা আমার এখনো শত্রুই আছে। তবে তার মানে এই নয় যে আমি আমার প্রিয় রাজার বৈধ উত্তরাধিকারীদের পথে বাধা সৃষ্টি করে রিচার্ডের রাজ্যপ্রাপ্তিতে সাহায্য করব। ঈশ্বর জানেন সে কাজ আমি কখনই করব না। তাতে আমায় মৃত্যুবরণ করতে হলেও না।

কেটস্‌বি। ভগবান যেন আপনার এই মহান সংকল্প অটুট রাখেন।

হেস্টিংস্। আজ হতে বছরখানেক পরে আমি এদের প্রতি উপহাস করার

সুযোগ পাব দেখবে। আজ যারা রাজার প্রতি আমার মন বিষিয়ে দিতে চায়, সেদিন তাদের যথাযথভাবে শাস্তি পেতে দেখব এর জন্য। কেটস্‌বি, আর যদি পনেরটা দিন আমি বাঁচতে পেতাম।

কেটস্‌বি। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় অকস্মাৎ অসহায়ভাবে মরাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যার।

হেস্টিংস্‌। সত্যিই ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর এইজন্যই রিভার্স, ভগ্‌হান ও গ্রের সঙ্গে বিবাদ বাঁধছে এবং তোমার আমার মত রিচার্ড ও বাকিংহামের যাদের প্রিয়পাত্র বলে মনে করে না তাদের সঙ্গেও বিবাদ বাধবে।

কেটস্‌বি। আপনার সম্বন্ধে রাজকুমারদের খুব উচ্চ ধারণা আছে। (স্বগত) কারণ তারা জানে ওঁর মাথাটা শূন্যে ভাসছে।

হেস্টিংস্‌। আমি তা জানি এবং নিজেকে সে ধারণার যোগ্য বলেই মনে করি।

লর্ড স্ট্যানলির প্রবেশ

এস এস, শূয়োর মারার বর্শা কই তোমার হাতে? তুমি শূয়োরের ভয় করছ অথচ অস্ত্র আননি তার জন্য?

স্ট্যানলি। নমস্কার স্যার, নমস্কার কেটস্‌বি। তোমরা ঠাট্টা করতে পার, পরিষদের এই ভগ্ন সভার ব্যাপারে আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না।

হেস্টিংস্‌। আমি আমার নিজের জীবনের মতই আজও তোমার জীবনটাকে মূল্যবান মনে করি। আমি বলছি আমাদের জীবন নিরাপদ। আমি আগের মতই অপরাজেয় রয়ে যাব আজও।

স্ট্যানলি। লণ্ডন থেকে যখন কয়েকজন লর্ড পমফ্রেট যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে তখন তাঁরাও এমনি নির্ভীক ও নিশ্চিত ছিলেন নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। ভয়ের তখন কোন কারণও ছিল না। অবশ্য আমিও আমাদের কেউ গভীরভাবে ঘৃণা করে, একথা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর যেন এ বিষয়ে আমার সকল ভয় ও অবিশ্বাস ব্যর্থ প্রমাণ করে দেন। এখন কি আমরা টাওয়ারে যাব? সময় ত হয়ে এল।

হেস্টিংস। এস এস, কথা আছে তোমার সঙ্গে। যে লর্ডদের কথা বলছিলে তাদের আজ শিরশ্ছেদ করা হয়েছে।

স্ট্যানলি। কিন্তু যারা তাদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল তাদের থেকে তাঁরা আরো বেশীদিন বাঁচতে পারতেন। তাহলে আমরা যাই।

হেস্টিংস নামে জনৈক দূতের প্রবেশ

হেস্টিংস। তোমরা আগে যাও। আমি এর সঙ্গে কিছু কথা বলব। (স্ট্যানলি ও কেটস্‌বির প্রস্থান) কি খবর হেস্টিংস? তোমার এখন কেমন যাচ্ছে?

দূত। এত ভাল যে আপনার প্রত্যাশার অতীত।

হেস্টিংস। তোমার সঙ্গে এর আগে যখন আমার দেখা হয় তখন আমাকে বন্দী অবস্থায় টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রাণীর আত্মীয়দের পরামর্শে। তার থেকে আমি এখন ভাল আছি। আমার সেদিনকার সেই শত্রুরা আজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। আমি সত্যিই ভাল আছি আগের থেকে।

দূত। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

হেস্টিংস। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো হেস্টিংস। এই নাও কিছু, আনন্দ করো আমার জন্য। (টাকার থলে দিল)

দূত। ধন্যবাদ স্যার। (প্রস্থান)

জনৈক পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি আনন্দিত স্যার।

হেস্টিংস। ধন্যবাদ স্যার। এর আগে আপনি যে উপকার আমার করেছেন তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। এর পরের উৎসবের দিন আসুন। আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করব। (চুপি চুপি কি বলল)

পুরোহিত। আমি আপনার আদেশের আশায় থাকব।

বাকিংহামের প্রবেশ

বাকিং। কী লর্ড চেম্বারলেন, পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছেন? এখন আপনার বন্ধুদের পমক্রেটে একজন পুরোহিতের দরকার।

হেস্টিংস। সত্যি বলছি, এই পুরোহিতের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ামাত্র তাদের কথা আমার মনে হয়েছিল। কী, আপনি এখন টাওয়ারে যাচ্ছেন?

বাকিং। হ্যাঁ, যাচ্ছি বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না সেখানে। আমি সেখান থেকে আপনার কাছে শীঘ্রই ফিরে আসব।

হেস্টিংস। না, আমিও সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করব।

বাকিং। (স্বগত) শুধু মধ্যাহ্ন ভোজন নয়, নৈশভোজনও। যদিও তুমি এবিষয়ে কিছু জান না—চলুন, যাবেন?

হেস্টিংস। হ্যাঁ, আমি আপনার অপেক্ষাতেই আছি। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। পমফ্রেট দুর্গ

রিচার্ড র‍্যাটক্লিফ ও বধ্যভূমিতে যাবার পথে রিভার্স, গ্রে ও ভগহ্যানের প্রবেশ

রিভার্স। রিচার্ড র‍্যাটক্লিফ, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি আজ তুমি এমনই একজন প্রজাকে মরতে দেখবে যে তার সততা, কর্তব্যপরায়ণতা ও রাজভক্তির জন্য প্রাণবলি দিচ্ছে।

গ্রে। এই সব রক্তশোষণকারীদের হাত থেকে ঈশ্বর যুবরাজকে রক্ষা করুন।

ভগহ্যান। এর জন্য পরে দুঃখ পেতে হবে।

র‍্যাটক্লিফ। নাও নাও, কাজ সেরে ফেল।

রিভার্স। হে রক্তপিপাসু কারাগার পমফ্রেট, সামন্তদের পক্ষে তুমি কি এতই ভয়ঙ্কর? তোমার এই ভয়ঙ্কর প্রাচীরের অন্তরালে দ্বিতীয় রিচার্ডকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল এবং তোমার ভয়াবহতাকে আরো বাড়াবার জন্য আমরা আমাদের নির্দোষ রক্ত তোমায় পান করার জন্য দান করছি।

গ্রে। এবার মার্গারেটের অভিশাপ আমাদের উপর ফলছে। সে বলেছিল রিচার্ড তার পুত্রকে ছুরিকাঘাত করতে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে চুপ করে।

রিভার্স। তারপর সে একে একে রিচার্ড, বাকিংহাম, হেস্টিংস সকলকেই অভিশাপ দিয়েছিল। হে ভগবান, সে অভিশাপ যেন তাদের উপরেও ফলে এমনি করে। আর হে ঈশ্বর, তুমি যেন অন্যায়ভাবে পান করা আমাদের এই রক্ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, আমার সন্তানদের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

র‍্যাটক্লিফ। নাও, নাও তাড়াতাড়ি করো। তোমাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

রিভার্স। এস গ্রে, এস ভগহ্যান, আলিঙ্গন করি। এখন বিদায়, স্বর্গে আমাদের আবার দেখা হবে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। টাওয়ার।

বাকিংহাম, ডার্বি, হেস্টিংস, এলির বিশপ, র‍্যাটক্লিফ, লাভেল ও অন্যান্যদের প্রবেশ ও ভোজের টেবিলে উপবেশন।

হেস্টিংস। এখানে আমাদের সমবেত হওয়ার কারণ হলো রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করা। ঈশ্বরের নামে তোমরা বল, কোন দিনে রাজ্যাভিষেক হবে?

বাকিং। তার জন্য কি আনুষঙ্গিক সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে?

ডার্বি। হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে, শুধু মনোনয়নের কাজটা বাকি।

বিশপ। তাহলে কালকের দিনটাই আমি শুভ বলে মনে করছি।

বাকিং। এখন লর্ড প্রোটেক্টর বা রাজপ্রতিনিধির মনোভাব কি? এখানে উপস্থিত কেউ কি তা জানে?

বিশপ। আমার মনে হয় তাঁর মনের কথা শীঘ্রই আমরা জানতে পারব।

বাকিং। আমি শুধু তাঁর মুখটাকেই চিনি। তাঁর অন্তরের পরিচয় আপনাদের থেকে বেশী আমি পাইনি। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস, তাঁর সঙ্গে আপনার ত খুব অন্তরঙ্গতা আছে।

হেষ্টিংস। আমি জানি তিনি আমাকে ভালবাসেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ, তবে রাজ্যাভিষেকের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি এবং তিনিও এবিষয়ে কিছু বলেননি। তবে আপনারা সময় বা দিনক্ষণ ঠিক করুন; ডিউকের পক্ষ থেকে যা বলার আমি বলব।

গ্লসেস্টারের প্রবেশ

বিশপ। যথাসময়ে ডিউক নিজেই এসে পড়েছেন।

গ্লসেস্টার। হে সামন্ত ও আমার ভাইগণ, নমস্কার তোমাদের সকলকে। আমি দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ভাবলাম আমি অনুপস্থিত থাকলে আমার এক মহান পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে, এজন্যই আমি উপস্থিত হলাম এখানে। ভাবলাম এতে ভালই হবে।

বাকিং। আপনি স্বয়ং না এলেও উইলিয়ম লর্ড হেষ্টিংস আপনার পক্ষ থেকে রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে দিতেন সভায়।

গ্লসেস্টার। লর্ড হেষ্টিংসএর থেকে আর কেই বা এখন সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। উনি আমায় ভালভাবেই জানেন এবং আমায় ভালবাসেন। এলির লর্ড, যখন আমি এর আগে হনবর্নে ছিলাম তখন আপনার বাগানে কিছু জাম দেখেছিলাম। আপনি আমায় সেই জাম যদি কিছু পাঠিয়ে দেন।

এলির বিশপ। আমি অবশ্যই সানন্দে তা পাঠিয়ে দেব স্যার। (প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। ভাই লর্ড বাকিংহাম, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। (আড়ালে ডেকে) কেটস্‌বি হেষ্টিংসকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলতেই ও এতখানি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে ও বলেছিল ও নিজের মাথা কেটে ফেলবে নিজের হাতে তবু রাজপুত্রদের সরিয়ে রাজসিংহাসনে অন্য কাউকে বসানোর ব্যাপারে অনুমতি দেবে না।

বাকিং। এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য চলুন যাই। আমি আপনার সঙ্গে যাব। (গ্লসেস্টার ও বাকিংহামের প্রস্থান)

ডার্বি। অভিষেকের দিন এখনো কিন্তু ঠিক হলনা। আমার মতে আগামীকাল খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক প্রস্তুত নই এর জন্য। আমার মনে হয় দিনটা একটু পিছিয়ে দেওয়া উচিত।

এলির বিশপের পুনঃপ্রবেশ

বিশপ। কোথায় গেলেন গ্লসেস্টার ডিউক? আমি তাঁর জন্য জাম পাঠিয়ে দিয়েছি।

হেস্টিংস। আজ সকালে ওঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। যখন উনি আমাদের নমস্কার জানাচ্ছিলেন। তাঁর মুখ দেখে তাঁর অন্তরের কথা পরিস্কার বুঝতে পারবে।

ডার্বি। আজ তুমি তাঁর মুখ দেখে মনের কথা কি জানতে পারলে?

হেস্টিংস। দেখলাম, এখানে উপস্থিত কোন লোকের উপরেই তিনি রাগান্বিত নন। তাহলে তাঁর চোখ মুখ দেখে তা জানা যেত।

গ্লসেস্টার ও বাকিংহামের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। আপনাদের কাছে প্রার্থনা, আপনারা আমায় বলুন যারা যাদু-বিদ্যার সাহায্য নিয়ে আমার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করে এবং নারকীয় মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে আমাকে বশীভূত করার চেষ্টা করে তাদের কি শাস্তি পাওয়া উচিত?

হেস্টিংস। আপনার প্রতি ভালবাসাবশতঃ আমি এখানে একথা বলার জন্য ছুটে এসেছি, যারা একাজ করে তাদের শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড।

গ্লসেস্টার। তাহলে আপনি নিজের চোখে দেখুন কিভাবে আমার ক্ষতি করা হয়েছে। দেখুন আমার হাতটি কেমন গাছের ভগ্ন শাখার মত শুকিয়ে গেছে। এডওয়ার্ডের স্ত্রী সেই ডাইনী ছাড়া একাজ আর অন্য কারো নয়। বেশ্যা মাগী লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেই ভয়ঙ্কর ডাইনীটাই একাজ করেছে।

হেস্টিংস। একাজ যদি তারা করে থাকে—

গ্লসেস্টার। যদি?—তুমি এ কাজের সমর্থন করে আবার যদির কথা বলছ? তুমি হচ্ছ বিশ্বাসঘাতক। ওর শিরশ্ছেদ করো। সেণ্ট পলের নামে আমি শপথ করছি ওর মাথা কাটা না হলে আমি কিছু খাব না। লাভেল ও

র‍্যাটক্লিফ, একাজটা তোমরা করে ফেল। বাকি যারা আমাকে ভালবাসেন, আমার সঙ্গে আসুন।

(হেস্টিংস, লাভেল ও র‍্যাটক্লিফ ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

হেস্টিংস। এতে আমার কিছু হলো না, হলো ইংলণ্ডেরই ক্ষতি। আমি এটা বাধা দিতে পারতাম, কিন্তু আগে হতে সাবধান হইনি। স্ট্যানলি যখন বলেছিল সে স্বপ্ন দেখেছে শূয়োরে তার দড়ি কেটে দিয়েছে আমি তখন ঠাট্টা করেছিলাম। আজ তিনবার আমার ঘোড়া থেকে জিনটা পড়ে যায়। এখানে আসার জন্য রওনা হওয়ার সময় আমার ঘোড়াটা টাওয়ারের পানে তাকিয়ে চমকে ওঠে যেন এই বধ্যভূমিতে আমাকে নিয়ে আসতে চাইছিল না। আমি দূতকে আস্ফালন করে বলেছিলাম আমার শত্রুরা সব পমক্রেটে নিধন হচ্ছে, আমার আর ভয় নেই, আমাকে সবাই ভালবাসে আর সম্মান করে—একথা মনে করে আমার অনুশোচনা জাগছে। ও মার্গারেট, তোমার সেই ভয়ঙ্কর অভিশাপটাই আমার মাথার উপর আজ ফলল।

র‍্যাটক্লিফ। নাও, নাও, ডিউক মধ্যাহ্নভোজনে বসার আগেই তোমার কাটা মাথাটা দেখতে চান।

হেস্টিংস। হে মরণশীল মানুষের ক্ষণস্থায়ী সম্মান, আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদের থেকে কেন তোমাকে বেশী করে পেতে চাই? তোমার মিথ্যা মায়াবী সুনজরের উপর ভিত্তি করে আশার সৌধ নির্মাণ করাও যা কোন পানোন্মত্ত নাবিকের মত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জমান এক জাহাজের মাস্তুলের উপর বসে থাকাও তাই।

লাভেল। এস, এস, কাজটা সেরে ফেল। আর হা হুতাশ করে কোন লাভ নেই।

হেস্টিংস। ও রক্তলোলুপ রিচার্ড, হে দুঃখিনী ইংলণ্ডমাতা! আমি আজ ভবিষ্যদ্বাণী করছি এমন ভয়ঙ্কর ও অভিশপ্ত দিন আসবে তোমার বুকে যা কখনো কোন যুগে আসেনি। এস, আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চল, আমার মাথাটা তাকে উপহার দিও। যারা আমার সে মাথাটা দেখে হাসবে তাদেরও শীঘ্রই মৃত্যু হবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। লণ্ডন। টাওয়ারের প্রাকারদেশ।

পুরনো মরচেধরা বর্মপরিহিত অবস্থায় গ্লসেস্টার ও বাকিংহামের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। এস ভাই, হত্যা এই কথাটা অর্ধেক উচ্চারণ করতেই কি তুমি

কেঁপে ওঠ আর ভয়ে তোমার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায় ? তারপর আবার উচ্চারণ করতে গিয়ে আবার থেমে যাও, ভয়ে পাগলের মত হয়ে যাও ।

বাকিং। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাকারীর অভিনেতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারি। আমি কথা বলতে বলতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকি, একটা সামান্য খড়কুটো নড়লেও গভীর সন্দেহে চমকে উঠি। ভয়ঙ্কর দৃষ্টি আর কৃত্রিম হাসি দুটোই আমি আমার কার্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু কেটস্‌বি কি গেছে ?

গ্লসেস্টার। হ্যাঁ, সে মেয়রকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

লর্ড মেয়র ও কেটস্‌বির প্রবেশ

বাকিং। লর্ড মেয়র—

গ্লসেস্টার। ওদিকে তাকাও।

বাকিং। ওই শোন, জয়ঢাকের শব্দ।

গ্লসেস্টার। কেটস্‌বি, চারিদিকের দেওয়ালে তাকাও।

বাকিং। লর্ড মেয়র যেজন্য আমরা আপনাকে ডেকে—

গ্লসেস্টার। পেছনে তাকাও, নিজেকে বাঁচাও, শত্রু আসছে।

বাকিং। ঈশ্বর আর আমাদের নির্দোষিতাই আমাদের রক্ষা করে চলবে।

হেস্টিংস্‌এর ছিন্নমুণ্ড হাতে লাভেল ও র‍্যাটক্লিফের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। ধৈর্য ধরো, ওরা-আমাদের বন্ধু—র‍্যাটক্লিফ আর লাভেল।

লাভেল। এই হচ্ছে সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক বিপজ্জনক হেস্টিংস্‌এর ছিন্ন মুণ্ড।

গ্লসেস্টার। লোকটাকে আমি এত ভালবাসতাম যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি তাকে সারা খৃস্টান জগতের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির মানুষ বলে বিশ্বাস করতাম। আমি তাকে এতখানি বিশ্বাস করতাম যে আমার প্রতিটি চিন্তার কথা তাকে বলতাম। তার মনের গ্রন্থে যেন আমার সব কথা লেখা থাকত। কিন্তু ভাবতে পারিনি উপরে ভাল-মানুষির ভাব দেখিয়ে সে তার অন্তরের পাপ প্রবৃত্তিকে গোপন করে রেখেছিল। সে তাই শোরের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে অপরের সন্দেহ আকর্ষণ করেছিল।

বাকিং। সে ছিল সবচেয়ে শঠতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতক। আপনি কি কল্পনা করতে অথবা বিশ্বাস করতে পারবেন যে আজই ও কাউন্সিল হাউসে আমার আপনার হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল ?

মেয়র। ও তাই করেছিল নাকি ?

গ্লসেস্টার। কী, তোমরা কি ভেবেছ ? আমরা কি অবিশ্বাসী নাস্তিক তুর্কী তাতারদের দেশে বাস করি যে আইনের বিধান না মেনেই আমরা শয়তানদের মৃত্যু ঘটাব ? আমাদের এটা প্রমাণ করতে হবে ত যে ইংলণ্ড ও আমাদের নিরাপত্তার খাতিরেই ওই সব শয়তানদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে ?

মেয়র। মৃত্যুদণ্ডই তার উপযুক্ত শাস্তি। আপনারা এ বিষয়ে ঠিক কাজই করেছেন, কারণ এতে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকরা এ ধরনের কাজের কু-অভিসন্ধি হতে প্রতিনিবৃত্ত হবে। সে মিস্ট্রেস শোরের প্রেমে পড়ার পর আমি বুঝে নিয়েছিলাম ওর থেকে ভাল কাজ আর কিছু হবে না।

বাকিং। তবু আমরা চেয়েছিলাম আপনি আসার পর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে। কিন্তু আমাদের বন্ধুরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজটা করে ফেলেছে। আমি চেয়েছিলাম বিশ্বাসঘাতকটা নিজে আপনার কাছে ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করবে নিজের মুখে। আর আপনি তা শুনে নাগরিকদের কাছে বুঝিয়ে বলবেন। তা না হলে নাগরিকরা বিশেষ করে যারা তাকে ভালবাসে তারা আমাদের ভুল বুঝতে পারে।

মেয়র। কিন্তু স্যার, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমি মনে করব আমি নিজের কানে তার কথা শুনেছি। আমি মহান রাজকুমারদেরও সন্দেহ করি না। এ ব্যাপারে আপনারা যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিতে চলেছেন সে বিষয়ে আমাদের দেশের কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকদের আমি তা জানাব।

গ্লসেস্টার। আর এই জন্যই আপনাকে আমরা এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। যাতে ছিদ্রান্বেষী জনগণের কোন নিন্দা বা সমালোচনা আমাদের পরে শুনতে না হয়।

বাকিং। আপনি কিছু বিলম্বে এলেও আমাদের সব কথা আপনাকে জানালাম। এবার বিদায় লর্ড মেয়র। (লর্ড মেয়রের প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। ওর পিছু পিছু যাও বাকিংহাম। মেয়রের পিছু পিছু গিল্ডহল পর্যন্ত যাও। সেখানে গিয়ে তুমি সুযোগ পাওয়া মাত্র এডওয়ার্ড যে অবৈধ সন্তান এবং তার পুত্রদের সিংহাসনলাভের কোন অধিকার নেই একথা

প্রমাণ করবে। বলবে অবৈধভাবে সঞ্জাত এডওয়ার্ড ছিল অতিশয় উচ্ছৃংখল আর দুশ্চরিত্র। তার লোলুপ দৃষ্টি আর জারজ লালসার গ্রাস হতে তার ভৃত্যদের স্ত্রী কন্যা কেউ পরিত্রাণ পেত না। কিন্তু এই এডওয়ার্ড আমার রাজকীয় পিতা ইয়র্কের ঔরসজাত সন্তান নয়, কারণ আমার মা যখন এই উচ্ছৃংখল এডওয়ার্ডকে গর্ভে ধারণ করেন তখন আমার পিতা যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু এটা খুব কায়দা করে বলবে, কারণ আমার মা এখনো জীবিত।

বাকিং। কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। আমি এমন সুদক্ষ বাগ্মীর মত কথা বলব যে মনে হবে ব্যাপারটা যেন আমার নিজের ব্যাপার। বিদায় স্যার।

গ্লসেস্টার। যদি তুমি সাফল্য লাভ করো তাহলে তাদের সকলকে বেনার্ড দুর্গে নিয়ে যেও। সেখানে আমি মহামান্য যাযকদের সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করব।

বাকিং। যাচ্ছি আমি। বেলা তিনটে চারটের সময় গিল্ডহলের খবর কি তা জেনে নেবেন। (প্রস্থান)

গ্লসেস্টার। যাও লাভেল, তাড়াতাড়ি ডক্টর শ'র কাছে যাও। (কেটস্‌বির প্রতি) যাও কেটস্‌বি, তুমি ফ্রায়ার পেঙ্কারের কাছে। তাঁদের দুজনকেই বেনার্ড দুর্গে আমার কাছে নিয়ে আসবে। (গ্লসেস্টার ছাড়া আর সকলের প্রস্থান) এখন আমি কিছু গোপন আদেশ দেব যার বলে ক্ল্যারেন্সের সন্তানদের সরিয়ে দেওয়া হবে চোখের সামনে থেকে। আর হুকুম দেব যুবরাজদের সঙ্গে কোন লোকের দেখা করা চলবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপথ

জনৈক নকলনবীশের প্রবেশ

নকলনবীশ। এই হচ্ছে লর্ড হেষ্টিংস-এর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা। এটা লিখতে আমার এগার ঘণ্টা সময় লেগেছে। গত রাতে কেটস্‌বি আমায় এটা নকল করার জন্য দিয়ে যায়। কিছু আগেও হেষ্টিংস নিষ্কলঙ্ক ও স্বাধীন অবস্থায় ছিল। তাকে কেউ কখনো সন্দেহ করত না। চমৎকার মজার দুনিয়া। এ দুনিয়ায় এমন কে আছে যে এর পিছনে সেই স্থূল অভিসন্ধির কথাটা জানতে না পারে? কিন্তু কে এমন সাহসী আছে যে বলবে আমি দেখেছি একাজ করতে? যে দুনিয়ায় এ ধরনের পাপ কাজের কথা চিন্তাও করা হয় সে দুনিয়ার কপালে সত্যিই কষ্ট আছে। (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য। লণ্ডন। বেনার্ড দুর্গ।

ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে গ্লসেস্টার ও বাকিংহামের প্রবেশ

গ্লসেস্টার। কি খবর, কি খবর? নাগরিকরা কি বলছে?

বাকিং। মেরীর নামে শপথ করে বলছি নাগরিকরা এখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। কোন কথা বলতে পারছে না তারা।

গ্লসেস্টার। এডওয়ার্ডের পুত্রদের অবৈধ জন্মের কথাটা বলেছিলে?

বাকিং। হ্যাঁ বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম তাঁর লেডী লুসির সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ ছিল। ফ্রান্সে থাকাকালে একজন ডেপুটির সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি হয়েছিল। তাঁর লোভ আর লালসা ছিল অতিশয় উগ্র, নাগরিকদের স্ত্রী কন্যাদের তিনি রেহাই দিতেন না। তিনি অল্পের জন্য নিতান্ত তুচ্ছ কারণে অত্যাচার করতেন সাধারণ মানুষের উপরে। সবশেষে তিনি ছিলেন অবৈধ সন্তান। বললাম ওর যখন জন্ম হয় তখন আপনাদের পিতা ছিলেন ফ্রান্সে। এডওয়ার্ড দেখতে তাঁর পিতার মত ছিলেন না, অথচ আপনি হয়েছেন ঠিক আপনার পিতার মত, দেহ ও মনের দিক থেকে আপনি আপনার পিতার যথার্থ ও মূর্ত প্রতিচ্ছবি। তারপর বললাম স্কটল্যাণ্ড যুদ্ধে আপনার বিজয়গৌরবের কথা, যুদ্ধে শৃংখলাবোধ আর শান্তিকালে আপনার বিজ্ঞতা, দানশীলতা, ধর্মপরায়ণতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণের কথা বললাম। আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যা যা প্রয়োজন মনে করেছি তা সব উল্লেখ করেছি একে একে। আমার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে আমি বললাম যারা দেশের মঙ্গল চাও তারা আমার সঙ্গে বলে ওঠ, 'ঈশ্বর রাজা রিচার্ডকে রক্ষা করুন। ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা রিচার্ড।'

গ্লসেস্টার। তারা কি তা বলল?

বাকিং। না, তারা একটা কথাও বলল না। তারা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বোকার মত ম্লান মুখে একে অন্যের মুখপানে তাকাতে লাগল। আমি তা দেখে তাদের ভর্ৎসনা করলাম। পরে মেয়রকে এই ইচ্ছাকৃত নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়র বললেন, জনগণ এ ধরনের কথা এভাবে শুনতে অভ্যস্ত নয়। নকলনবীশ এসব তাদের বলবে। তখন তাকে ডেকে পাঠানো হলো এবং আমার কথাগুলো সে বলল, 'ডিউক একথা বলছেন, ডিউকের বক্তব্য এই যে' কিন্তু সে নিজে কিছু বলল না। তার কথা বলা শেষ হয়ে গেলে পিছনে বসা আমার দলের জন দশেক লোক

টুপী উড়িয়ে 'ঈশ্বর রক্ষা করুন রাজা রিচার্ডকে' এই কথা বলে চীৎকার করে উঠল। আমি তখন এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে বললাম, ধন্যবাদ বন্ধুগণ, ধন্যবাদ নাগরিকগণ, আপনাদের এই হর্ষধ্বনিতে প্রমাণ হয় যে আপনারা রাজা রিচার্ডকে ভালবাসেন। এই কথা বলেই আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

গ্লসেস্টার। কী, তারা সবাই বোবার মত চুপ করে রইল, একটা কথাও বলল না? মেয়র কি তাঁর লোকজন নিয়ে আসবে না?

বাকিং। মেয়র প্রায় এসে গেছেন, উনি এলে ধর্মগ্রন্থ হাতে করে কাতরভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার ভাণ করবেন। উনি সহজে আপনার আবেদন মানবেন না।

গ্লসেস্টার। ঠিক আছে।

বাকিং। যান যান, মেয়র করাঘাত করছেন দরজায়।

(গ্লসেস্টারের প্রস্থান)

লর্ড মেয়র, অলডারম্যান ও নাগরিকদের প্রবেশ।

আসুন আসুন, স্বাগত হে লর্ড। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। ডিউক ত আর কথা বলবেন না এ বিষয়ে।

কেটস্‌বির প্রবেশ

আচ্ছা কেটস্‌বি, আমার অনুরোধের কি উত্তর দিয়েছেন তোমার মাননীয় প্রভু?

কেটস্‌বি। উনি আপনাকে কাল অথবা পরশু ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তিনি এখন ঘরের ভিতর দুইজন যাযকের সামনে প্রার্থনা করছেন ভগবানের কাছে। এখন পার্থিব কোন বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর প্রার্থনায় ব্যাঘাত করা উচিত হবে না।

বাকিং। যাও কেটস্‌বি, ডিউককে গিয়ে বল, লর্ড মেয়র ও অলডারম্যান দেশের কল্যাণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য এখানে এসেছেন।

কেটস্‌বি। ঠিক আছে, আমি গিয়ে তাঁকে জানাব সরাসরি। (প্রস্থান)

বাকিং। আ হাঃ লর্ড মেয়র, এ রাজকুমার এডওয়ার্ডের মত প্রেমের সুখশয্যায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন না, উনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে। চাটুকারদের সঙ্গে বৃথা কালক্ষেপ করছেন না, উনি দুইজন ধর্ম-

যাযকের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন; দেহগত শান্তি বা আরামের জন্য উনি ঘুমোচ্ছেন না, উনি ওঁর আত্মার উন্নতির জন্য ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। যদি এই ধরনের রাজকুমার রাজ্যভার গ্রহণ করেন তাহলে সেটা হবে ইংলণ্ডের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তবে আমার ত ভয় হয়, উনি এ ব্যাপারে রাজী হবেন না আমাদের কথায়।

মেয়র। ঈশ্বর করুন যেন তিনি আমাদের কথায় 'না' না বলেন।

বাকিং। আমার মনে হয় উনি রাজী হবেন না। ঐ কেটস্‌বি আসছে।

কেটস্‌বির পুনঃপ্রবেশ

উনি কি বললেন কেটস্‌বি?

কেটস্‌বি। হুজুর, এত লোক নিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন জেনে উনি ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। এ বিষয়ে আগে ওঁকে জানানো উচিত ছিল। ওঁর আশঙ্কা হচ্ছে আপনারা কোন ভাল কাজ করতে আসেননি।

বাকিং। আমার মহান ভাই আমার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জেনে আমি দুঃখিত হলাম। তাঁকে আবার গিয়ে বল তাঁর প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ ভালবাসার খাতিরেই আমরা এখানে এসেছি। (কেটস্‌বির প্রস্থান) ধর্মীয় যাযকরা মালাজপ করতে থাকলে সেখান থেকে তাদের সরানো যায় না। ঈশ্বর চিন্তা এমনই মধুর।

দুইজন যাযক ও কেটস্‌বিসহ গ্লসেস্টারের প্রবেশ

মেয়র। ঐ দেখুন, দুজন যাযকের মাঝখানে রাজকুমার আসছেন।

বাকিং। একজন খৃস্টধর্মাবলম্বী রাজকুমারের অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে যাতে পতন না হয় তার জন্য দুজন যাযক তাঁকে রক্ষা করছেন। ওঁর হাতে তাই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এর থেকেই ওঁর অন্তরের পবিত্রতার কথা জানা যায়। হে প্ল্যান্টাজেনেট বংশীয় মহান রাজকুমার, আমাদের আবেদনে সাড়া দিন, আপনার প্রার্থনার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

গ্লসেস্টার। হে আমার প্রিয় লর্ড, ক্ষমা ভিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আমাকেই বরং আপনি ক্ষমা করবেন। কারণ আমি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্য আমার হিতকাঙ্খী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।

বাকিং। তা যদি হয় তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই অভিভাবকহীন এই দ্বীপের অধিবাসীদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। তাদের উপর সুবিচার করবেন।

গ্লসেস্টার। আমার মনে হচ্ছে আমি হয়ত না জেনে নাগরিকদের কাছে

কোন অন্যায় কাজ করে ফেলেছি আর আপনারা আমার সেই অন্যায়ের জন্য আমায় তিরস্কার করতে এসেছেন।

বাকিং। হ্যাঁ আপনি অন্যায়ই করেছেন এবং আমাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে সে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।

গ্লসেস্টার। আমি কোথা হতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি, এটা কি খৃস্টীয় জগৎ ?

বাকিং। তবে জেনে রাখুন, আপনার পূর্বপুরুষদের এই সিংহাসন ত্যাগ করা আপনার পক্ষে সত্যিই অন্যায় হয়েছে। আপনার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আপনার বংশগৌরব ও বংশমর্যাদাকে এক পাপিষ্ঠ রাজপুরুষের কলুষিত বংশধরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আমাদের এই দ্বীপপুঞ্জ তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে চায়। অপমান ও লাঞ্ছনার ক্ষত দ্বারা বিকৃত হয়ে উঠেছে এদেশের মুখমণ্ডল। দেশের রাজবংশের উন্নতশীর্ষ মহীরুহটি কতকগুলো হীন আগাছার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে তার সে রাজবংশের অতীতের সকল গৌরব আর গরিমা। এই লুপ্ত রাজকীয় গৌরব আর গরিমাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আমরা আপনাকে এদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনার কাছে। কিন্তু প্রোটেক্টর বা রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন-ভার গ্রহণ করলে চলবে না, আপনাকে পূর্ণ রাজারূপেই এরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ ও পরিচালনা করতে হবে আর যেহেতু আপনার দেহের প্রতিটি শিরায় পবিত্র রাজরক্ত প্রবাহিত সেই হেতু আপনার সে অধিকার আছে। আপনাদের রাজবংশের সমস্ত গৌরব আজ শত্রুদের কবলে চলে যেতে বসেছে বলেই আজ আমরা আপনার পরম ভক্ত ও অনুরক্ত বন্ধুরূপে আপনার কাছে এক কাতর আবেদন নিয়ে এসেছি। এই মহান ন্যায়সঙ্গত কারণেই আমরা এখানে এসেছি।

গ্লসেস্টার। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করব। আমি কি নীরবে চলে যাব এখান থেকে অথবা আপনার মৃদু তিরস্কারের সব উত্তর দেব, যে উত্তর আপনাদের পদমর্যাদায় ঠিকমত শোভা পায়। যদি আমি কোন উত্তর না দিই তাহলে আপনাদের মনে হবে আমি মুখে কথা না বললেও আমি উচ্চাভিলাষী এবং আপনাদের কথার উত্তর না দিলেও রাজ্যের স্বর্ণ শাসনভার আমি ঠিকই গ্রহণ করতে চাই। আবার আমি যদি আপনাদের আবেদন নিবেদনে রুষ্ট হয়ে আপনাদের ভৎর্সনা করি, আপনাদের যে

আবেদন নিবেদনের সঙ্গে মিশে আছে আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বস্ত ভালবাসা তাহলে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে, আমি তাহলে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদেরই নিরুৎসাহিত করব। সুতরাং আমি নীরবে চলে না গিয়ে কথা বলব, তবে আবার কথা বলতে গিয়ে যেন লোভের কবলে না পড়ি। সুতরাং আবার আমি কি বলতে চাই তা শুনুন। আপনাদের ভালবাসার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমি আমার শাস্তির কথা ভেবে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারছি না। প্রথমতঃ যদি আমার সিংহাসনের পথে সব বাধা অপসারিতও হয়ে যায় তাহলেও আমার অন্তরের দৈন্য এত বড় এবং আমার আত্মার ত্রুটি বিচ্যুতির সংখ্যা এত বেশী যে এত বড় বিরাট গৌরবের পদে আমি বসতে পারব না, তার থেকে অর্থাৎ সেই গৌরবের শিখরে নিজেকে উন্নীত না করে আমি আমার স্বকীয় গৌরবের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখব নিজেকে। লোকচক্ষু হতে লুকিয়ে রাখব নিজেকে। আমাদের মৃত রাজা ফলন্ত বৃক্ষের মত আমাদের সুফল দান করে গেছেন। যে রাজকার্যের ভার আপনারা আমার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন সে ভার আমি তাঁর সন্তানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বর তাঁর সৌভাগ্যকে রক্ষা করুন আর আমরা যেন তার সুফল ভোগ করে চলি।

বাকিং। হুজুর, আপনার এই যুক্তির মধ্যে আপনার বিবেকবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল যথেষ্ট, কিন্তু একথার সত্যকে মাপা যায় না। আপনি বর্তমান বাস্তব অবস্থা ঠিকই বিশ্লেষণ করলেন। আপনি বললেন এডওয়ার্ড আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমরাও তাই বলি; কিন্তু তাদের আপনার অগ্রজের বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে জন্ম হয়নি জন্ম হয়েছে অন্য নারীর গর্ভে। প্রথমতঃ মৃত রাজার সঙ্গে বিয়ের কথা হয় লেডী লুসির সঙ্গে, আপনার মা তার সাক্ষী আছেন। পরে তাঁর সঙ্গে বিয়ের কথা হয় ফ্রান্সের রাজার বোন বোনার সঙ্গে। কিন্তু কোন কারণে এই দুটি সম্বন্ধই ভেঙ্গে যায়। পরে এক বিগতযৌবনা বিধবা ও বহু সন্তানবতী নারীর ছলনায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে এক অবৈধ দেহসংসর্গে লিপ্ত হয়ে এক পুত্র উৎপাদন করেন তার গর্ভে আর সেই পুত্রই হলো এডওয়ার্ড যাকে আজ আমরা যুবরাজ বলে অভিহিত করছি। আরও রূঢ় ভাষায় আমি একথা প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু এখনো এমন অনেকে জীবিত আছেন যারা জড়িয়ে আছেন এ ব্যাপারে এবং তাঁরা তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন। তাই আমি আমার জিবকে সংযত করলাম। সুতরাং

হে মহান লর্ড, আপনাদের এই রাজবংশের গৌরবময় ধারাকে এক কলুষিত উত্তরাধিকারের কবল থেকে বাঁচিয়ে তা নিজের হাতে গ্রহণ করুন।

মেয়র। তাই করুন হে লর্ড, নাগরিকরা অনুনয় বিনয় করছে।

বাকিং। তাদের এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপহার প্রত্যাখ্যান করবেন না স্যার।

কেটস্‌বি। ওদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত আবেদন মঞ্জুর করে ওদের আনন্দ দান করুন।

গ্নসেস্টার। হায়, কেন তোমরা এ বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ? আমি রাজকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমার অনুরোধ, আমার এই অযোগ্যতার কথাটা ভেবে দেখুন। আমি আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারব না।

বাকিং। যদি আপনি আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন, যদি মমতা ও স্নেহবশতঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসন হতে বঞ্চিত করতে না চান তাহলে জেনে রাখবেন আমরা কখনই তাকে রাজত্ব করতে দেব না। আমরা আপনাদের রাজবংশের ধারা থেকে সরে গিয়ে অন্য যে কোন একজনকে রাজসিংহাসনে বসাব। শুধু এইটুকু বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। এস নাগরিকগণ, আর আমি অনুরোধ করব না।

গ্নসেস্টার। ও লর্ড বাকিংহাম, তুমি রেগে কোন শপথবাক্য উচ্চারণ করো না। (বাকিংহাম, মেয়র ও নাগরিকদের প্রস্থান)

কেটস্‌বি। তাঁকে আবার ডাকো, আমাদের রাজকুমার তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। যদি তোমরা তাঁর কথা না শোন তাহলে সারা দেশকে আক্ষেপ করতে হবে তার জন্যে।

গ্নসেস্টার। তোমরা কি সত্যি সত্যিই আমার ঘাড়ের উপর এই অপরিসীম বোঝাভার চাপিয়ে দেবে? ডাক তাহলে ওদের। আমি ত পাথর দিয়ে গড়া নই যে তোমাদের কোন কাতর আবেদন নিবেদন প্রবেশ করতে পারবে না আমার মধ্যে। আমার আত্মা এবং বিবেক না চাইলেও আমি অবশেষে নতি স্বীকার করছি তোমাদের আবেদনের কাছে।

বাকিংহাম, মেয়র ও নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

ভাই বাকিংহাম ও বয়োপ্রবীণ ভদ্রমহোদয়গণ, যদিও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই সৌভাগ্যের বোঝা আমার পিঠের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন তথাপি আমি

ধৈর্য সহকারে সে বোঝা বহন করে যাব। তবে যদি কোন কুটিল নিন্দা বা তীক্ষ্ণ তিরস্কার এই রাজ্যলাভের আনুষঙ্গিক ঘটনা স্বরূপ আমায় ভোগ করতে হয় তাহলে আমি এ রাজপদ ত্যাগ করে আমার সুনামকে কলঙ্কমুক্ত করব।

মেয়র। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। আমরা আপনার কথা মেনে নিচ্ছি।

গ্লসেস্টার। মনে রাখবেন, আপনারা একথা মেনে নিয়ে সত্যের জন্য শপথ করছেন।

বাকিং। তাহলে আমি আপনার রাজ-উপাধি দ্বারা সম্বোধন করছি আপনাকে—ইংলণ্ডের সুযোগ্য রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন।

সকলে। ইংলণ্ডের সুযোগ্য রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন।

বাকিং। আগামীকাল অভিষেক হবে, আপনারা রাজী আছেন ত তাতে ?

গ্লসেস্টার। আপনারা চাইলেই তা হবে।

বাকিং। আগামী কালই তাহলে আমরা আসব আপনার কাছে। এখন যাই।

গ্লসেস্টার। (যাযকদের প্রতি) এবার আপনারা থামুন, আমরা আবার ধর্মকার্যে মন দিই। বিদায় ভাই, বিদায় বন্ধুগণ। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। টাওয়ারের সম্মুখভাগ।

একটি দরজা দিয়ে রাণী এলিজাবেথ, ইয়র্কের ডিউকপত্নী ও ডর্সেটের মার্কুইস এবং অন্য এক দরজা দিয়ে গ্লসেস্টারের ডিউকপত্নী রূপে এ্যানী, লেডী মার্গারেট, প্ল্যাণ্টাজেনেট ও ক্ল্যারেন্সের কন্যার প্রবেশ।

ডিউকপত্নী। কে আসছে ভাইঝি প্ল্যাণ্টাজেনেট ? তার কাকিমার হাত ধরে কে আসছে। ও কি টাওয়ারে যুবরাজদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ?

এ্যানী। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রাণী এলিজাবেথ। তোমারও মঙ্গল হোক। কোথায় যাচ্ছ ?

এ্যানী। আমিও টাওয়ারে যাচ্ছি। যুবরাজদের অভিনন্দন জানাব সেখানে গিয়ে।

রাণী এলিজাবেথ। ধন্যবাদ, আমরা সকলে তাহলে একসঙ্গেই যাব।

ব্রেকেনবেরির প্রবেশ

ঠিক সময়েই টাওয়ারের লেফটন্যাণ্ট এসে গেছে। মাস্টার লেফটন্যাণ্ট, যুবরাজ আর আমার কনিষ্ঠ পুত্র কেমন আছে ?

ব্রেকেনবেরি। ভালই আছেন। তবে আপনার সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। রাজা এই মর্মে আদেশ দিয়েছেন।

রাণী এলিজাবেথ। রাজা! কে রাজা ?

ব্রেকেনবেরি। লর্ড প্রোটেক্টর।

রাণী এলিজাবেথ। ঈশ্বর যেন এই রাজ-উপাধি থেকে তাঁকে মুক্ত রাখেন। উনি মাতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধান স্থষ্টি করতে চান ? আমি হচ্ছি তাদের মা, কে আমাকে তাদের কাছে যেতে নিষেধ করতে পারে ?

ডিউকপত্নী। আমি তাদের পিতার মা, আমি তাদের দেখব।

এ্যানী। আমি তাদের কাকিমা এবং এক ধরনের মা। আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চল। আমি তোমার সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেব। আমি সব ঝুঁকি নিচ্ছি।

ব্রেকেনবেরি। না ম্যাডাম, আমি তা পারব না। আমি শপথ করেছি। আমাকে মার্জনা করবেন। (প্রস্থান)

স্ট্যানলির প্রবেশ

স্ট্যানলি। হে ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমি এক ঘণ্টা পরে এসে আপনাদের নিয়ে যাব এখান থেকে। হে ইয়র্কের ডিউকপত্নী, আপনাকে আমি কিছু পরে মাননীয়া রাজমাতারূপে সম্বোধন করব। (এ্যানীর প্রতি) আসুন ম্যাডাম, আপনি সোজা ওয়েস্টমিনিস্টারে চলে আসুন, সেখানে রাজা রিচার্ডের রাণী হিসাবে আপনার অভিষেক হবে।

রাণী এলিজা। আমার বুকের ফিতেটা খুলে দাও, আমার হৃৎপিণ্ড যাতে ভালভাবে লাফাতে পারে। তা না হলে এই মৃত্যুশেলসম দুঃসংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ব আমি।

এ্যানী। সত্যিই কী ঘৃণ্য দুঃসংবাদ।

ডর্সেট। হে রাজমাতা, কেমন আছেন ?

রাণী এলিজা। আর কথা বলো না ডর্সেট। যাও এখান থেকে। রিচমণ্ডকে নিয়ে নরকে বাস করগে। বধ্যভূমিতে গিয়ে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি

করগে। আমি এখন কারো স্ত্রী নই, মা নই, ইংলণ্ডের রাণী নই। মার্গারেটের অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়েই আমায় মরতে হবে।

স্ট্যানলি। দেরি করবেন না ম্যাডাম, অবস্থা অনুসারে কাজ করুন।

ডিউকপত্নী। হে দুঃখের বিষাক্ত বায়ু, কেন তুমি এত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছ? হে আমার অভিশপ্ত মাতৃজঠর, মাতৃজঠর নয়, যেন মৃত্যুর জঠর যা এমন এক নরঘাতককে প্রসব করেছে।

স্ট্যানলি। আসুন ম্যাডাম।

এ্যানী। হ্যাঁ, অনিচ্ছা সত্বেও আমি যাব। কিন্তু ভগবান করুন যে স্বর্ণমুকুট আমার মাথাটাকে পরিবৃত করে রাখবে সে মুকুট যেন তপ্ত লাল লোহার দ্বারা নির্মিত হয় আর তার জ্বালাময়ী আগুন যেন আমার মাথার খুলি ভেদ করে মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে যায়। যে পবিত্র তেল দিয়ে আমার অভিষেক হবে সে তেল যেন বিষ হয়ে রাণী নাম কানে শোনার আগেই আমার মৃত্যু ঘটায়।

রাণী এলিজা। যাও ভাই, আমি ঈর্ষা করছি না তোমার সৌভাগ্যে। তোমার কোন ক্ষতি বা অমঙ্গল চিন্তা করছি না।

এ্যানী। কেন তা করবে না? আমি হেনরির শবযাত্রাকালে যখন আমার শ্বশুর ও স্বামীর রক্তে রঞ্জিত দেখেছিলাম আমার বর্তমান স্বামীর হাত-দুটোকে, তখন আমি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম রূঢ় ভাষায়, বলেছিলাম কোন উন্মাদ ছাড়া কেউ যেন তোমার শয্যাসঙ্গী না হয়। কিন্তু আমার সেই অভিশাপ বাক্য দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করার আগে তার মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে আমার নারীসুলভ দুর্বল অন্তর তাঁর কাছে ধরা দিল। আজ আমি আমার আপন আত্মার কাছে অভিশপ্ত। এখনো পর্যন্ত তার শয্যাসঙ্গিনী-রূপে এক ঘণ্টা নিদ্রাসুখ উপভোগ করিনি অথচ তার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের দ্বারা জেগে উঠলাম। তাছাড়া ও আমার পিতা ওয়ারউইকের জন্য ঘৃণা করে এবং বেশী দিন আমাকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না।

রাণী এলিজা। বিদায় বোন, তোমার সকরুণ অনুযোগ শুনে সত্যিই করুণা জাগছে মনে।

এ্যানী। বিদায় বোন।

ডিউকপত্নী। (ডর্সেট) তুমি রিচমণ্ডের কাছে যাও, সুখসম্পদ লাভ করো। (এ্যানীর প্রতি) তুমি রিচার্ডের কাছে যাও। দেবতারা তোমার মঙ্গল

করুন (রাণী এলিজাবেথের প্রতি) তুমি মঠে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হও। আর সবশেষে আমি যাই আমার সমাধিগহ্বরে যেখানে চিরশান্তি আর চিরবিশ্রাম বিরাজ করছে। আমি আমার এই আশী বছরের জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করেছি। একটি আনন্দের দিন যেতে না যেতেই এসেছে দুঃখের একটি সপ্তা।

রাণী এলিজা। থামুন, আমার সঙ্গে একবার টাওয়ারের দিকে তাকান। হে সুপ্রাচীন প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ, আমার যে শিশুপুত্রগুলি এক ভয়াবহ প্রতিহিংসার দ্বারা আমার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার কোলে উপস্থাপিত হয়েছে, তুমি তাদের উপর করুণা করো। তাদের প্রতি যত্ন নিও। এই কথা বলে আমার অবুঝ নির্বোধ দুঃখকাতর প্রাণ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

বাদ্য। রাজসভা। রাজা হিসাবে রিচার্ড, বাকিংহাম, কেটস্‌বি, র‍্যাটক্লিফ, লাভেল, জনৈক বালকভৃত্য ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। তোমরা সকলে চলে যাও। ভাই বাকিংহাম।

বাকিং। মহামান্য মহারাজ!

রাজা রিচার্ড। তোমার হাত দাও। (সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যধ্বনি হলো) তোমারই পরামর্শ আর সাহায্যের দ্বারাই রাজা রিচার্ড আজ সিংহাসনে সমাসীন। বল ভাই, আমাদের এই রাজ্যলাভ কি মাত্র একদিনের খেলা না কি দীর্ঘস্থায়ী হবে এই রাজ্যলাভ? দীর্ঘকাল ভোগ করব এই রাজ্যসুখ?

বাকিং। তারা এখনো বেঁচে আছে এবং চিরদিন তা থাক।

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ বাকিংহাম, এখনই তোমায় আমি ঠিকমত যাচাই করে দেখব তুমি খাঁটি সোনা কিনা। এখনো তরুণ এডওয়ার্ড বেঁচে আছে— এবার বলত কি আমি বলব।

বাকিং। আপনি বলে যান হুজুর।

রাজা রিচার্ড। কেন বাকিংহাম, আমি বলতে চাই আমি রাজা হব।

বাকিং। কেন, আপনিই ত আমাদের রাজা।

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ, আমি রাজা। তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু এডওয়ার্ড এখনো বেঁচে আছে।

বাকিং। একথা সত্য।

রাজা রিচার্ড। রাজপুত্র এডওয়ার্ড এখনও বেঁচে আছে—এর তিক্ত পরিণামের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি। ভাই, তোমার মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। আমি কি খেলাখুলি বলব কথাটা? আমি চাই এই অবৈধ সন্তান দুটো নিহত হোক এবং কাজটা এখনই সেরে ফেলতে চাই। তুমি কি বল? অল্প কথায় তাড়াতাড়ি উত্তর দাও।

বাকিং। আপনার তা ইচ্ছা হলে করতে পারেন।

রাজা রিচার্ড। যাও যাও, খুব হয়েছে। তুমি ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছ। আমার প্রতি তোমার সব দয়ামায়া জমে গেছে। বল তাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার সম্মতি পাব কি?

বাকিং। এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করে বলার আগে আমাকে কিছুটা ভাববার সুযোগ দিন হুজুর। আমি আমার কথাটা এখনি জানাব। (প্রস্থান)

কেটস্‌বি। (অন্য একজনকে চুপিচুপি) রাজা রেগে গেছেন, ঐ দেখ উনি ওঁর ঠোঁট কামড়াচ্ছেন।

রাজা রিচার্ড। যত সব নির্বোধ আর অর্বাচীনদের নিয়ে আমায় কাজ করতে হয়। (সিংহাসন হতে অবতরণ করে) আজ আমার পাশে এমন একজনও নেই যে আমাকে সহানুভূতির চোখে দেখতে পারে। এখন বাকিংহামের নাগাল পাওয়া শক্ত, সে এখন সাবধান হয়ে গেছে। শোন বালক।

বালকভৃত্য। হুজুর।

রাজা রিচার্ড। এমন কোন লোককে তুমি জান যাকে টাকা দিয়ে কোন হত্যার ব্যাপারে নিযুক্ত করা যাবে?

বালক। আমি একজন অভাবী লোককে জানি, যে তার সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং টাকার লোভ দেখালে সে যে কোন কাজ করতে পারে।

রাজা রিচার্ড। তার নাম কি?

বালক। তার নাম টাইরেল।

রাজা রিচার্ড। আমি তাকে কিছুটা চিনি, ডেকে আন লোকটাকে। (বালকভৃত্যের প্রস্থান) বুদ্ধিমান স্বাধীনচেতা বাকিংহাম আর আমার পাশে থেকে আমায় পরামর্শ দেবে না। সে এতদিন আমার কাছে থেকে অক্লান্ত-ভাবে এত কাজ করার পর হঠাৎ ক্লান্তিতে নিঃশ্বাস নেবার জন্য থেমে গেল। ঠিক আছে, তাই হোক।

স্ট্যানলির প্রবেশ

কি খবর লর্ড স্ট্যানলি ? কি ব্যাপার ?

স্ট্যানলি। শুনুন মহারাজ, মার্ক্'ই ডর্সেট তাঁর বাসভূমি রিচমণ্ডে পালিয়ে গেছেন।

রাজা রিচার্ড। শোন কেটস্‌বি, বাইরে ঘোষণা করে দাও আমার স্ত্রী এ্যানী গুরুতরভাবে অসুস্থ, আমি এখন তার কাছে কাছে থাকব। কোন এক গরীব ছেলের সন্ধান করো যার সঙ্গে আমি ক্ল্যারেন্সের মেয়ের বিয়ে দেব। এমন একটা বোকা-বোকা ছেলে যাকে আমার ভয় করার কিছু থাকবে না। তুমি কি মনে করো ? আমি আবার বলছি, বাইরে ঘোষণা করো, আমার স্ত্রী এ্যানী অসুস্থ এবং মুমূর্ষু। যাও। এখন আমায় সেই সব উদ্ধত আশাকে সংযত করতে হবে যা আমার ক্ষতি করতে পারে একদিন। (কেটস্‌বির প্রস্থান) আমাকে এখন আমার ভাইএর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, তা না হলে আমার এ রাজ্যসুখ কাচের স্বর্গের মত ভেঙ্গে যাবে। তার ভাইদের খুন করে তাকে বিয়ে করতে হবে। অবশ্য এ পথটা খুব নিশ্চিত নয়। কিন্তু কোন উপায় নেই। এখন আমি রক্তের মধ্যে ডুবে গেছি, একটি পাপ থেকে আমি চলেছি আর একটি পাপের স্তরে। অশ্রুবিসর্জনকারী করুণা আমার চোখে নেই।

টাইরেলসহ বালকভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

তোমার নাম কি টাইরেল ?

টাইরেল। আমার নাম জেমস টাইরেল, আপনার অনুগত প্রজা।

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ ঠিক তাই।

টাইরেল। আমার আনুগত্যের পরীক্ষা করুন মহারাজ।

রাজা রিচার্ড। আমার কোন এক বন্ধুকে হত্যা করতে পারবে ?

টাইরেল। আপনাকে খুশি করার জন্য তা পারব। কিন্তু দুজন শত্রু না ?

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ ঠিক বলেছ; দুজন শত্রু আমার সব নিশ্চিন্ত বিশ্রাম হরণ করেছে। আমার চোখের সব ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাদের ব্যবস্থার জন্যই তোমায় আমি ডেকেছি।

টাইরেল। শুধু তাদের যাবার উপায়টা বলে দিন। তারপর আমি আপনাকে তাদের দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দেব চিরতরে।

রাজা রিচার্ড। তোমার কথা মধুর সঙ্গীতের মত শোনাচ্ছে আমার কানে।

এই পরিচয়চিহ্নটা নাও। ওঠ, কাছে এস (কানে কানে বলল) এছাড়া আর কোন কথা নেই। কাজটা করে ফেল। এটা করতে পারলে তুমি আমার ভালবাসা পাবে।

টাইরেল। আমি এটা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলব। (প্রস্থান)

বাকিংহামের পুনঃপ্রবেশ

বাকিং। হুজুর, আপনি এর আগে আমায় যে অনুরোধ করেছিলেন সেটা আমি ভেবে দেখেছি।

রাজা রিচার্ড। সে কথা থাক। ডর্সেট রিচমণ্ডে পালিয়ে গেছে।

বাকিং। সে খবর শুনেছি আমি।

রাজা রিচার্ড। স্ট্যানলি, সে তোমার স্ত্রীর পুত্র; তুমি তার দিকে নজর রাখ।

বাকিং। আমি আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করতে চাই। হিয়ারফোর্ডের আর্লপদ আর তার অস্থাবর সকল সম্পত্তি আমায় দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি তা দখল করব।

রাজা রিচার্ড। স্ট্যানলি, দেখবে তোমার স্ত্রী যেন কোন চিঠি তার ছেলেকে দেয় না। তোমাকে তাহলে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বাকিং। আমার এই ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রাজা রিচার্ড। আমার মনে পড়ছে রাজা ষষ্ঠ হেনরি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রিচমণ্ড রাজা হবে। রিচমণ্ড তখন ছিল একটা রাগী ছেলে। হ্যাঁ রাজা—বোধ হয়—

বাকিং। হুজুর।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু সেই ভবিষ্যদ্বক্তা তখন বলতে পারেননি আমিই রাজা হব আর রাজা হয়ে তাকে হত্যা করব।

বাকিং। হুজুর, আমাকে আর্লপদ দেবার প্রতিশ্রুতি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা রিচার্ড। রিচমণ্ড! যখন আমি একজিটারে ছিলাম, তখন সেখানকার মেয়র আমায় সৌভাগ্যবশতঃ রিচমণ্ডের প্রাসাদটা দেখায়। সে বলে রুগমাউন্ট। কথাটা শুনে চমকে যাই আমি। পরে আয়ারল্যাণ্ডের এক চারণকবি আমায় বলে রিচমণ্ড দেখার পর কেউ নাকি বেশী দিন বাঁচে না।

বাকিং। মহারাজ—

রাজা রিচার্ড। এখন সময় কত ?

বাকিং। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু এখন ক'টা বাজে ?

বাকিং। এখন দশটা বাজে।

রাজা রিচার্ড। বাজুক ; তা বাজতে দাও।

বাকিং। কেন বাজবে ?

রাজা রিচার্ড। কারণ তুমিও ঘড়ির কাঁটার মত আমার চিন্তামগ্ন মনে তোমার একই ভিক্ষার কথা বারবার বাজিয়ে চলেছ। কিন্তু আজ আমার কাউকে কিছু দেবার মত মন নেই।

বাকিং। আপনি কি চান আমার আবেদনের কথা আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দি ?

রাজা রিচার্ড। তুমি আমাকে জ্বালাতন করছ। আমার ভাল লাগছে না।

(বাকিংহাম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

বাকিং। এই কি তার পরিণতি ? আমার সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এই ঘৃণাই কি একমাত্র প্রতিদান ? আমি এইজন্যই তাকে রাজা করেছিলাম ? আজ আমার হেস্টিংসএর কথা মনে পড়ছে। আমি এখন ব্রেকনকে চলে যাব। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

টাইরেলের প্রবেশ

টাইরেল। সবচেয়ে নির্মম আর রক্তাক্ত সেই কাজটা হয়ে গেল। এত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এ রাজ্যে এর আগে কখনো হয়নি। হত্যার কথা শুনে সেই দুটো শয়তানের মূর্তপ্রতীক যাদের আমি এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলাম সেই ডিগটন আর ফরেস্ট, শিশুর মত করুণাবিগলিত চিত্তে কেঁদেছিল আকুলভাবে। তারা বলেছিল প্রকৃতির এক সুন্দর সৃষ্টিকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। বিবেকের দংশন আর অনুশোচনায় তারা এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে তারা কোন কথা বলতে পারেনি। আমি তাদের সেইভাবে দেখে এখানে রাজাকে খবর দেবার জন্য চলে এসেছি।

রাজা রিচার্ডের প্রবেশ

এই যে রাজা এসে গেছেন। মহারাজের জয় হোক।

রাজা রিচার্ড। আমি কি তোমার খবরে সুখী হতে পারি ?

টাইরেল। যে কাজের ভার আমায় দিয়েছিলেন সে কাজ সম্পন্ন হলে আপনি যদি খুশি হন তাহলে তা হতে পারেন।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু তুমি কি তাদের মৃত অবস্থায় দেখেছ?

টাইরেল। হ্যাঁ, আমি দেখেছি হুজুর।

রাজা রিচার্ড। তাকে কবর দিয়েছ ত টাইরেল?

টাইরেল। টাওয়ারের দারোয়ান তাকে কবর দিয়েছে, তবে কোথায় তা জানি না।

রাজা রিচার্ড। নৈশভোজনের পর আমার কাছে আসবে। তখন কি করে তাদের মারা হলো তার সব বিবরণ আমায় বলবে। আপাততঃ আমি তোমার জন্য কি করতে পারি আর তোমার ইচ্ছাই বা কি ভেবে বল। এখন বিদায়।

টাইরেল। আমিও আপনার অনুমতি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। (প্রস্থান)

রাজা রিচার্ড। ক্ল্যারেন্সের পুত্রকে বন্দী করে রেখে দিয়েছি। তার মেয়ের একটা বাজে লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। এডওয়ার্ডের পুত্ররা এখন স্বর্গে গিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার স্ত্রী এ্যানীও বিদায় নিয়েছে পৃথিবীর কাছ থেকে। এখন রিচমণ্ডে ব্রিটানি আমার ভাইঝি অর্থাৎ তরুণী এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চায় এবং সেই সূত্রে সিংহাসনের প্রতিও তার লোভ আছে। আমি এখন সেই তরুণী এলিজাবেথের প্রণয়প্রার্থী হিসাবে তার কাছে যাব।

র‍্যাটক্লিফের প্রবেশ

র‍্যাটক্লিফ। হুজুর?

রাজা রিচার্ড। ভাল না খারাপ খবর? কি জন্য তুমি খবর না দিয়েই হঠাৎ চলে এলে?

র‍্যাটক্লিফ। খারাপ খবর হুজুর, মর্টন রিচমণ্ডে পালিয়ে গেছে। আর বাকিংহাম দুঃসাহসী ওয়েলসবাসীদের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে এবং দিন দিন তার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে।

রাজা রিচার্ড। এখন এলি রিচমণ্ডের সঙ্গে যোগদান করেছে সেইটাই হলো চিন্তার কথা, বাকিংহাম তাড়াহুড়ো করে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করেছে সেটা বড় কথা না। এস এখন, কথা না বলে কাজ করি। যাও সৈন্য সমবেত করো। কোন কাজে বিলম্ব করলে সব খারাপ হয়ে যাবে। আমার হাতই হচ্ছে

আমার পরামর্শদাতা। অল্প সময়ের মধ্যেই রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ভয়ে পালাবে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ।

বৃদ্ধা রাণী মার্গারেটের প্রবেশ

রাণী মার্গারেট। তাদের সব সুখসম্পদ এখন কমতে শুরু করেছে এবং মৃত্যুর পচনশীল মুখগহ্বরের মধ্যে ঢুকতে বসেছে। এইখানে এই কারাগার থেকে আমার শত্রুদের শক্তিহানি দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ওদের এক গুরুতর দুরবস্থা আমি দেখব নিজের চোখে। আশা করি এখন যা শুরু হয়েছে তার পরিণাম হবে তিক্ত কালো আর সকরুণ। আমি ফ্রান্সে চলে যাব। হতভাগ্য মার্গারেট চলে যাও এখান থেকে। কিন্তু কে যেন আসছে। (সরে পড়ল)

রাণী এলিজাবেথ ও ইয়র্কের ডিউকপত্নীর প্রবেশ

রাণী এলিজা। হা আমার হতভাগ্য রাজকুমারদ্বয়, ও আমার শিশু সন্তান। সদ্যপ্রাপ্ত অস্ফুট কুসুম। যদি তোমাদের বিদেহী আত্মা এখনো বাতাস মণ্ডলে উড্ডীন অবস্থায় থাকে, যদি শেষ ধ্বংসের দ্বারা এখনো অভিগ্রস্ত না হয় তাহলে তোমাদের অদৃশ্য ডানার উপর ভর দিয়ে আমার কাছে নেমে এস। তোমাদের মায়ের বিলাপধ্বনি শোন।

রাণী মার্গা। হ্যাঁ তাই এস, এসে বল রাজ্যের উপর অধিকারগত এক দ্বন্দ্ব কিভাবে তোমাদের নবীন জীবনপ্রভাতের সব আলোকে ম্লান করে দিয়ে অনন্ত রাত্রিতে পরিণত করে তুলেছে।

ডিউকপত্নী। পর পর এত বেশী দুঃখ আমি পেয়েছি যে আমার মুখ থেকে কোন কথা বার হচ্ছে না। হায় এডওয়ার্ড প্ল্যাণ্টাজেনেট, কেন তুমি মৃত্যুবরণ করলে?

মার্গারেট। পিতা এডওয়ার্ডের ঋণ জীবন দিয়ে শোধ করল পুত্র এডওয়ার্ড।

রাণী এলিজা। হে ভগবান, তুমি কি এইসব শান্ত দুর্বল মেষশাবকদের ত্যাগ করে চলে গিয়ে তাদের দিয়ে নেকড়ে বাঘের উদর পুরণে সাহায্য করবে? এ ধরনের ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর কাজ যখন হয় তখন কেমন করে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার?

রাণী মার্গা। যখন হ্যারি আমার প্রিয়তম পুত্র মারা যায়—

ডিউকপত্নী। যে দেশে এখন মৃত জীবন, অন্ধ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মূঢ় মানুষ,

জীবন্ত প্রেত ঘুরে ঘুরে শোক প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে, যে দেশের বৈধ পবিত্র মাটিতে অবৈধ রক্তপাত হচ্ছে, সে দেশের ভাগ্যে এর থেকে অনেক দুঃখ কষ্ট আছে এখনো। (বসে পড়ল)

রাণী এলিজা। আমাকে কি শীগগির একটা কবর দেবে যার মধ্যে আমি বিশ্রাম করব এবং আমার অভিশপ্ত দেহাস্থিগুলোকে ঢেকে রাখব। আর আমি এখানে থাকব না। আমাদের মত এত দুঃখ আর কে কখন পেয়েছে ? (মার্গারেটের পাশে বসল)

রাণী মার্গারেট। (এগিয়ে এসে) পুরনো দুঃখের যদি কিছু খাতির বা সম্মান থাকে মানব সমাজে তাহলে আমার দুঃখই একমাত্র পাবে সে মান সম্মান। (তাদের কাছে বসল) আমার দুঃখ দেখে তোমার দুঃখকে বল, আমারও এক এডওয়ার্ড ছিল, কিন্তু রিচার্ড তাকে হত্যা করেছে ; আমারও এক স্বামী ছিল, কিন্তু রিচার্ড তাকে হত্যা করেছে ; তোমারও একজন এডওয়ার্ড ছিল, রিচার্ড তাকে হত্যা করেছে, তোমারও একজন রিচার্ড ছিল, কিন্তু রিচার্ড তাকে হত্যা করেছে।

ডিউকপত্নী। আমারও একজন রিচার্ড ছিল, আমারও একজন এডওয়ার্ড ছিল কিন্তু তুমিই তাকে হত্যা করেছ।

রাণী মার্গা। তোমার একজন ক্ল্যারেন্সও ছিল, রিচার্ড তাকেও হত্যা করেছে। তোমারই পেট থেকে ভয়ঙ্কর একটা রক্তলোলুপ শিকারী কুকুর বার হয়ে আমাদের সকলকে মৃত্যুর গহ্বরে ফেলে দিয়েছে। সে এমনই কুকুর যে তার বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে শান্ত নিরীহ মেষশাবকগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাদের রক্ত শোষণ করার জন্য চেষ্টা করছে। তুমি ঈশ্বরের এক সুন্দর সৃষ্টিকে মুছে দিয়েছ, তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর অত্যাচারী, কত আর্ত মানবাত্মার দুচোখের দৃষ্টিকে বিষাক্ত করে দিয়েছ ঘৃণার গরল দিয়ে। হে ঈশ্বর, আমি কেমন করে একথা ভাবতে পারি যে এই নরকের কুকুরটা তার আপন মার পেটের ভাইএর রক্তপান করতে পারে।

ডিউকপত্নী। ও হ্যারির স্ত্রী, তুমি দুঃখে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার জন্যও কেঁদেছি।

রাণী মার্গা। এখন প্রতিশোধের ক্ষুধায় অন্ধ হয়ে উঠেছি আমি। সে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে ক্ষুধা শান্ত হবে না আমার। তোমার যে এডওয়ার্ড আমার এডওয়ার্ডকে হত্যা করেছে সে এখন মৃত। তরুণ ইয়র্ক

অবশ্য এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু তারা দুজনে একসঙ্গে হলেও আমার বিরাট ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। তোমার ক্ল্যারেন্সই আমার এডওয়ার্ডকে ছুরি মেরেছিল। আর দুর্নীতিপরায়ণ হেস্টিংস, রিভার্স, গ্রে প্রভৃতি এরা পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাক দর্শকের মত তা দেখেছিল; তারা সবাই অকালে প্রাণ দেবে। রিচার্ড এখনো ঘৃণিত নরকের জীবরূপে বেঁচে আছে আর এই পৃথিবীর নির্দোষ আত্মাগুলোকে এখান থেকে ধরে নিয়ে সেখানে চালান করেছে। তবে তোমার দিন ঘনিয়ে আসছে। তোমার জীবনের সকরুণ পরিণতির আর দেরি নেই। তোমাকে গ্রাস করার জন্য পৃথিবীর মাটি বিদীর্ণ হচ্ছে, তোমাকে দগ্ধ করার জন্য নরকের আগুন জ্বলছে; ক্ষুব্ধ শয়তানরা তোমাকে পাবার জন্য গর্জন করছে; তোমার মৃত্যুর জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে। এরা সবাই তোমাকে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় পৃথিবীর উপর থেকে। হে ঈশ্বর, ওর জীবনের মেয়াদ শেষ করে দাও, যাতে আমি একদিন বলতে পারি, সেই কুকুরটা মরেছে।

রাণী এলিজা। ওঃ, তুমি একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে এমন একদিন আসবে যেদিন আমিও ঐ বিষাক্ত মাকড়সা আর কুঁজো ব্যাঙটাকে অভিশাপ দেবার জন্য তোমার কাছ থেকে সাহায্য চাইব।

রাণী মার্গা। আমি তখন তোমাকে বলেছিলাম, আমারই সৌভাগ্যে গরবিনী; বলেছিলাম চিত্রিত রাণী, ছায়ামাত্র, আসল রাণী নয়, আমি যা ছিলাম তারই এক ভিন্ন রূপ। বলেছিলাম, তুমি হঠাৎ উপরে ওঠা এমনই এক বস্তু যাকে এখনি নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। এখন কোথায় তোমার স্বামী? কোথায় তোমার ভাইরা? কোথায় তোমার দুটি শিশুপুত্র? কোথায় তোমার আনন্দ? কে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে? এখন কোথায় তোমার তোষামোদকারী লর্ডরা আর কোথায় তোমার সৈন্য সামন্ত লোকজন? এখন তুমি আসলে কি তা ভেবে দেখ। একদিন যে তুমি আমাকে ঘৃণা করেছিলে আজ আমিই তোমাকে ঘৃণা করছি। এইভাবে ন্যায় বিচার ঘূর্ণিঝড়ের মত আমাদের মাথার উপর নেমে এসে তোমাকে কালের অসহায় বলিতে পরিণত করল। অতীতে একদিন কি ছিলে সেকথা যদি এখন ভাব তাহলে তোমার মনোকষ্ট আরও বেড়ে যাবে। আমি ফ্রান্সে যাচ্ছি। এখানকার দুঃখ ওখানে আনন্দ হয়ে উঠবে। এখানকার চোখের জল ওখানে হাসির ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

রাণী এলিজা। তুমি দেখছি অভিশাপ দিতে ভালই পার। এখন এখান থেকে সরে যাও। এখন আমি আমার শত্রুদের কিভাবে অভিশাপ দেব সেকথা আমায় বলে দাও।

রাণী মার্গা। তাহলে রাত্রে ঘুমিও না, দিনের বেলায় খেও না, অতীতের মৃত সুখের সঙ্গে বর্তমানের জীবন্ত দুঃখের তুলনা করবে, মনে ভাববে তোমার মৃত সন্তানরা আরও ভাল ছিল আরও প্রিয় ছিল তোমার আর তাদের যারা হত্যা করেছে তারা যত না খারাপ তার থেকে বেশী খারাপ। এইভাবে ক্ষতির গুরুত্বটাকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষতিকারককে আরও খারাপ ভাববে, এইভাবে তোমার ইচ্ছার চক্রটাকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে অভিশাপ দেবে।

রাণী এলিজা। আমি মুখে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার ভাষা দাও আমার মুখে।

রাণী মার্গা। তোমার দুঃখের দ্বারা তোমার কথাকে শানিত ও তীক্ষ্ণ করে তোল।

ডিউকপত্নী। এই বিপদের দিনে তোমাদের কথাই হবে একমাত্র প্রতিকার।

রাণী এলিজা। কথারা যেন দুঃখের মক্কেলের কাছে বাতাসের উকিল; শুধু বকে যায়। তাতে হয়ত কাজের কাজ কিছু হয় না, কিন্তু তাতে অন্তরটা অনেক হালকা হয়।

ডিউকপত্নী। তা যদি হয় তাহলে চুপ করে থেকো না, আমার সঙ্গে চল। আমার যে অভিশপ্ত পুত্র তোমার দুটি পুত্রের প্রাণনাশ করেছে তার কাছে গিয়ে তাকে তিক্তকটু কথার আঘাতে জর্জরিত করবে চল। ওই বাজনা বাজছে, ও বোধহয় আসছে। কথা শোনাবার জন্য প্রস্তুত হও।

রণবাদ্যসহযোগে রাজা রিচার্ড ও তাঁর অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। আমার এই সামরিক অভিযানের সময় কে আমার সামনে এসে বাধা সৃষ্টি করছে?

ডিউকপত্নী। এমন একজন যার অভিশপ্ত জঠর হতে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তোমার গলা টিপে তোমাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। তাহলে এত নির্বিচারে মানুষ খুন করতে পারতে না।

রাণী এলিজা। তুমি তোমার মাথায় সেই মুকুট পড়েছ যা একদিন আমার

পুত্রের মাথায় শোভা পেত। শয়তান ক্রীতদাস কোথাকার! আমার পুত্ররা কোথায়? আমার ভাইরা কোথায়?

ডিউকপত্নী। বিষাক্ত ব্যাঙ কোথাকার, বল কোথায় তোমার ভাই ক্ল্যারেন্স?

রাণী এলিজা। রিভার্স, ভগহান, গ্রে, কোথায় তারা?

ডিউকপত্নী। দয়ালু হেস্টিংস্‌ই বা কোথায়?

রাজা রিচার্ড। যুদ্ধের বাজনা বাজাও, জয়ঢাক বাজাও। সিংহাসনে অভিষিক্ত কোন রাজাকে যেন নারীরা এসে তীক্ষ্ণ নিন্দাবাক্যে বিদ্ধ করতে না পারে। বাজনা বাজাও। (রণবাদ্য বাজতে লাগল) হয় ধৈর্য ধরে ভালভাবে কথা বল আমার সঙ্গে আর তা না হলে যুদ্ধের বাজনার উত্তাল শব্দের মধ্যে তোমাদের সব কথা ডুবিয়ে দেব।

ডিউকপত্নী। তুমি কি আমার পুত্র?

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ, এজন্য আমি আমার বাবা আর তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

ডিউকপত্নী। তাহলে ধৈর্য ধরে আমার অধৈর্যের কথা শোন।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু মা আমি ত তোমার স্বভাব পেয়েছি অর্থাৎ কারো কোন তিরস্কার বা ভর্ৎসনার কথা শুনতে বা সহ্য করতে পারি না।

ডিউকপত্নী। আমাকে কথা বলতে দাও।

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ বল তোমার কথা। কিন্তু আমি শুনব না।

ডিউকপত্নী। আচ্ছা আমি শান্তভাবে কথাগুলোকে নরম করে বলব।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু সংক্ষেপে বল মা, কারণ আমি এখন খুবই ব্যস্ত আছি।

ডিউকপত্নী। তুমি কি এতই ব্যস্ত? কিন্তু আমি যে বুকে কত দুঃখ আর বেদনা নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু অবশেষে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি কি আসিনি?

ডিউকপত্নী। দেবতাদের নামে বলছি তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসনি, তুমি এসেছ পৃথিবীকে নরকে পরিণত করতে। আমার কাছে তোমার জন্ম ছিল আমার গর্ভের এক অবাঞ্ছিত বোঝা। তুমি অল্প বয়সে অত্যন্ত উদ্ধত ছিলে আর বড় হয়ে তুমি হয়ে ওঠ দুঃসাহসী, অহঙ্কারী, চতুর আর রক্তপিপাসু। মাঝে মাঝে হয়ত বিনয়ের ভাব দেখাও, কিন্তু এক ভয়ঙ্কর

ঘৃণাকে সে বিনয়ের মধ্যে ঢেকে রেখে লোকের ক্ষতি করার চেষ্টা করো। বল এবার, তোমার সাহচর্যে কী সান্ত্বনা আমি পেতে পারি ?

রাজা রিচার্ড। আমি যদি এতই খারাপ হই, আমার সাহচর্য যদি এতই অবাঞ্ছিত হয় তাহলে আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি যুদ্ধে চলে যেতে চাই। নাও, বাজনা বাজাও।

ডিউকপত্নী। আমার অনুরোধ, একটা কথা শোন। আমি আর তোমার সঙ্গে কখনো কোন কথা বলব না।

রাজা রিচার্ড। আচ্ছা বল, কিন্তু বড় তিক্ত তোমার কথা।

ডিউকপত্নী। হয় ঈশ্বরের বিধানে এ যুদ্ধে জয়ী হবার আগেই তুমি মরবে অথবা আমিই দুঃখে বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করব যাতে তোমার এই মুখ আর আমায় দেখতে না হয়। আজ এই যুদ্ধের দিনে আমার এই গভীর অভিশাপের বোঝা আমি তোমায় দান করলাম। এ বোঝা তোমার সমস্ত অস্ত্র ও বর্মের থেকে ভারী বোধ হবে। আমি তোমার শত্রুপক্ষের জয়ের জন্য প্রার্থনা করব এবং এডওয়ার্ডের মৃত পুত্রদের আত্মারা এখন শত্রুদের কানে কানে কথা বলে জয়ের মূলমন্ত্র যেন তাদের বলে দিচ্ছে। তুমি যেমন মানুষের রক্তপাত করে এসেছ সারাজীবন, তেমনি রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে তোমারও মৃত্যু হবে।

রাণী এলিজা। যদিও তোমাকে অভিশাপ দেবার মত আরো বড় কারণ আছে তথাপি সে মন আমার এখন নেই। আমি ওঁর অভিশাপের কথাকেই সমর্থন করছি।

রাজা রিচার্ড। একটু থামুন, একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

রাণী এলিজা। আমার আর কোন পুত্র নেই যার রক্ত তুমি পান করতে পার। আর আমার কন্যা যদি থাকে তাহলে সে সন্ন্যাসিনী হয়ে উপাসনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাবে, তবু রাণী হয়ে চোখের জলে ভাসবে না।

রাজা রিচার্ড। আপনার এলিজাবেথ নামে এক কন্যা আছে। সে রূপে গুণে অতুলনীয়া।

এলিজাবেথ। এর জন্য কি তাকে প্রাণবলি দিতে হবে ভেবেছ ? তা যদি হয় তাহলে তার আচার ব্যবহারকে খারাপ করে তুলে তার সৌন্দর্যকে কলুষিত করে দেব। তাকে বাঁচানোর জন্য আমি বলব তার জন্মের ঠিক নেই, সে এডওয়ার্ডের মেয়ে নয়।

রাজা রিচার্ড। তার জন্মের নামে যা তাই বলবেন না ; তার রাজবংশে জন্ম।

রাণী এলিজাবেথ। তার জীবন রক্ষার জন্য আমি বলব তা নয়।

রাজা রিচার্ড। এই বংশমর্যাদার মধ্যেই আছে তার প্রকৃত নিরাপত্তা।

রাণী এলিজা। কিন্তু এই বংশমর্যাদাগত নিরাপত্তা সত্ত্বেও তার ভাইদের প্রাণ দিতে হয়েছে।

রাজা রিচার্ড। তার ভাইদের জন্মলগ্নে গ্রহরা ছিল বক্রী।

রাণী এলিজা। না, তাদের জীবনে কয়েকজন বন্ধু ছিল বিরূপ।

রাজা রিচার্ড। ভাগ্যের বিধান কেউ পরিহার করতে পারে না।

রাণী এলিজা। তা বটে, ভাগ্যকে পরিহার করে তুমি রাজা হয়েছ আর আমাদের পুত্রদের মৃত্যুবরণ করতে হলো।

রাজা রিচার্ড। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন মনে হচ্ছে আমিই আমার ভাইপোদের হত্যা করেছি।

রাণী এলিজা। হ্যাঁ ভাইপোই বটে, তাই তাদের রাজ্য ও প্রিয়জন হতে তাদের অকালে বঞ্চিত করে তাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করলে এক কুলিশ বর্শার দ্বারা। তোমারই নির্দেশে ঘাতকের ছুরি তাদের বুকে বসে। তোমারই প্রস্তরকঠিন অন্তরের উপর শান দেওয়া হয়েছিল যে ছুরিকে। তাদের মৃত্যুতে তোমারই অন্তর উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর কোন কথা নয়। আমি এক ভগ্নপোতের মত জীবনের মায়া ত্যাগ করে মরিয়া হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে আর কোন কথা না বলে কোন অভিশাপ না দিয়ে আমার এই তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তোমার চোখ মুখ আর বুকটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিই।

রাজা রিচার্ড। ম্যাডাম, আমার সাফল্যেই আপনাদের সুখশান্তি। এই রক্তক্ষয়ী বিপজ্জনক যুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে পারি তাহলে আমার দ্বারা যে ক্ষতি আপনার হয়েছে তার অনেক গুণ ভাল আমি করব।

রাণী এলিজা। আমার ভাগ্যে কি আর এমন কোন সুখ আছে যা আমি জানি না?

রাজা রিচার্ড। আপনার সন্তানদের উন্নতি।

রাণী এলিজা। তাদের উন্নতি মানে কোন বধ্যভূমিতে তাদের মাথা কাটা হবে।

রাজা রিচার্ড। সে উন্নতি মানে রাজকীয় গৌরব আর সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা।

রাণী এলিজা। আমার দুঃখকে তোষামোদ করে নরম করে দিতে এস না। বল, কী ধরনের গৌরব বা মর্যাদা আমার কোন সন্তানকে দান করতে চাও তুমি ?

রাজা রিচার্ড। আমার যা কিছু আছে অর্থাৎ আমার যথাসর্বস্ব ও নিজেকে দান করব আপনার কোন এক সন্তানকে। সুতরাং অতীতের সব দুঃখের কথা ভুলে যান।

রাণী এলিজা। তাড়াতাড়ি বল, কাজের থেকে কথার বহরটা বেড়ে যাচ্ছে।

রাজা রিচার্ড। তাহলে জেনে রাখুন, আমি আমার আপন আত্মার থেকে আপনার কন্যাকে ভালবাসি।

রাণী এলিজা। আমার কন্যার মাও তাই মনে করে অন্তর দিয়ে।

রাজা বিচার্ড। আপনিও কি মনে করেন ?

রাণী এলিজা। মনে করি তুমি অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাস আর তার ভাইদেরও একদিন ভালবাসতে। আর তার জন্য আমিও অন্তর দিয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

রাজা রিচার্ড। এভাবে আমার কথার কদর্থ করবেন না। আমি বলতে চাই যে আমি আপনার কন্যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি এবং তাকে ইংলণ্ডের রাণী করতে চাই।

রাণী এলিজা। তাহলে কে তার রাজা হবে ?

রাজা রিচার্ড। আবার কে ? যে তাকে রাণী করবে সেই হবে তার রাজা।

রাণী এলিজা। কী তুমি ?

রাজা রিচার্ড। কেন, এবিষয়ে আপনি কি মনে করেন ?

রাণী এলিজা। কেমন করে তুমি তার কাছে প্রেম নিবেদন করবে ?

রাজা রিচার্ড। সেটা আমি আপনার কাছে শিখে নেব কারণ আপনি তার মন মেজাজের কথা ভালই জানেন।

রাণী এলিজা। তুমি তা আমার কাছ থেকে শিখবে ?

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ ম্যাডাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তা শিখব।

রাণী এলিজা। তা হলে যে লোকটা তার ভাইদের হত্যা করেছিল সেই ঘাতকটাকে পাঠিয়ে দেবে তার কাছে। তার ভাইদের হৃদপিণ্ড দুটো 'এডওয়ার্ড' আর 'ইয়র্ক' নাম লিখে পাঠিয়ে দেবে তার সঙ্গে। তাহলে সে কাঁদবে আর তখন তুমি তার কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করবে যেমন

মার্গারেট একদিন রুটল্যাণ্ডের রক্তে রঞ্জিত তোমার বাবার কাছে করেছিল। আর একটা রুমাল পাঠিয়ে দেবে তার কাছে যে রুমালটা তাদের ভাইদের বুকের রক্তে ভেজা। তাতেও যদি সে বিচলিত না হয় তাহলে একটা চিঠিতে তোমার সব গুণের কথা জানাবে। জানাবে তুমি তার কাকা ক্ল্যারেন্সকে হত্যা করেছ, তাঁর মামা রিভার্স'কে হত্যা করেছ, তাঁর কাকিমা এ্যানীকেও সরিয়ে দিয়েছ পৃথিবী থেকে শুধু তার জন্য।

রাজা রিচার্ড। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ম্যাডাম। এভাবে কখনো আপনার কন্যার মন জয় করা যাবে না।

রাণী এলিজা। কিন্তু অন্য কোন পথ ত নেই। এর একমাত্র উপায় হলো তোমাকে অন্য রূপ ধারণ করতে হবে। এই নরঘাতক রিচার্ডের বেশে নয়।

রাজা রিচার্ড। তাকে বলবেন আমি এত কিছু করেছি তার জন্য।

রাণী এলিজা। না, সে তাহলে তোমাকে ঘৃণাই করবে। এত রক্তের মূল্যে এ ভালবাসা কিনতে সে রাজী হবে না।

রাজা রিচার্ড। দেখুন, যে কাজ একবার হয়ে যায় তা আর ফেরে না। মানুষ অনেক সময় কুপরামর্শের প্রভাবে অনেক কাজ করে ফেলে, কিন্তু পরে সে ভেবে দেখে অবসর সময়ে। যদি আমি আপনার পুত্রদের কাছ থেকে এ রাজ্য কেড়ে নিই তাহলে সে রাজ্য ত আমি আপনার কন্যাকেই দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করছি। যদি আমি আপনার পেটের সন্তানকে হত্যা করে থাকি তাহলে আপনারই কন্যার গর্ভে আমি নতুন সন্তান উৎপাদন করে তার অভাব পূরণ করব। তারাও হবে এক দিক দিয়ে আপনারই সন্তান, শুধু এক ধাপ নিচে। আপনার সন্তানরা ছিল আপনার উত্তপ্ত যৌবনের সৃষ্টি আর আমার দ্বারা সৃষ্ট আপনার কন্যার সন্তানরা হবে আপনার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল। আপনার পুত্র রাজা না হলেও আপনার কন্যা ত রাণী হবে। সুতরাং আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করুন। আপনার পুত্র ডর্সেট এখন বাইরে বিদেশে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আর বিক্ষোভের বীজ ছড়াচ্ছে। আপনাদের সঙ্গে আমার এই নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাকে এখানে ডেকে নূতন পদমর্যাদা দান করব। ডর্সেট তখন হবে আমার ভাই। আবার আপনি হবেন রাজমাতা। আপনার আতপ্ত দীর্ঘ দুঃখের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠবে সন্তোষের

সীমাহীন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এক বিরাট সৌধ। আপনার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু তখন অমূল্য উজ্জ্বল মুক্তায় পরিণত হয়ে দশগুণ সুখের দ্বারা সমস্ত অতীত দুঃখকে সুদে আসলে পুষিয়ে দেবে। তাহলে হে আমার মাতাঠাকুরাণী, যান আপনি আপনার কন্যাকে বুঝিয়ে বলুন। তার মনে আমার প্রেমের ভূমিকা প্রস্তুত করুন, স্বর্ণোজ্জ্বল রাজসম্মানের প্রতি এক জ্বলন্ত উচ্চাভিলাষ জাগিয়ে তুলুন তার মধ্যে। আপনার অভিজ্ঞতার দ্বারা দাম্পত্য জীবনের আনন্দের কথা সব বলুন। তাকে বলুন আমি বিদ্রোহী বুদ্ধিহীন বাকিংহামকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ফিরে এসে বিজয়ী বীরের মত তাকে রাণী করব। সে পাবে দিগ্বিজয়ী বীর সীজারের রাণীর মর্যাদা।

রাণী এলিজা। আমি তাহলে কি তাকে বলব? তার বাবার ভাই না তার কাকা তার স্বামী হবে? অথবা বলব যে তোমার ভাইদের ও কাকা ক্ল্যারেন্সকে হত্যা করেছে সেই। কি নামে তোমায় ডাকব তার কাছে?

রাজা রিচার্ড। বলবেন এই বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা ইংলণ্ডে শান্তি স্থাপিত হবে।

রাণী এলিজা। কিন্তু শান্তি তাকে কিনতে হবে যুদ্ধের বিনিময়ে। এখনো যুদ্ধ চলছে।

রাজা রিচার্ড। বলবেন যে রাজা সাধারণতঃ আদেশ করে কিন্তু সে তার কাছে অনুনয় বিনয় করছে।

রাণী এলিজা। কিন্তু যিনি রাজার রাজা তিনি এ বিবাহ চাইছেন না, নিষেধ করছেন।

রাজা রিচার্ড। বলবেন সে হবে এক বিশাল দেশের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না রাণী।

রাণী এলিজা। কিন্তু তাকেও তার মায়ের মতই কাঁদতে হবে।

রাজা রিচার্ড। বলবেন তাকে আমি চিরদিন ভালবেসে যাব।

রাণী এলিজা। কিন্তু কতদিন এ রাজসম্মান থাকবে?

রাজা রিচার্ড। তার সারাজীবন ভোর থাকবে।

রাণী এলিজা। তার জীবন কতদিন টিকবে সেইটাই হলো কথা।

রাজা রিচার্ড। যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর আর নিয়তি চাইবে।

রাণী এলিজা। না, যতদিন পর্যন্ত নরক আর রিচার্ড তা চাইবে।

রাজা রিচার্ড। বলবেন আমি রাজা, তার প্রজারূপে প্রার্থনা করছি তার কাছে।

রাণী এলিজা। কিন্তু তোমার প্রজা হয়ে সে এ রাজসম্মান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে।

রাজা রিচার্ড। আপনি ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বলুন।

রাণী এলিজা। কথা যদি সত্য আর সৎ হয় তাহলে সোজাসুজি সরলভাবে বললেও তাতে তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

রাজা রিচার্ড। তাহলে আমার ভালবাসার কথাটা তাকে সরলভাবে জানান।

রাণী এলিজা। সরলভাবে বলব অথচ কথাটা সৎ নয়। সেটা আরো খারাপ হবে।

রাজা রিচার্ড। আপনার যুক্তিগুলো খুবই অগভীর।

রাণী এলিজা। আমার যুক্তিগুলো খুবই গভীর। আমার পুত্রদের কবরের মতই গভীর।

রাজা রিচার্ড। ও কথা পুরনো। পুরনো কথার তার ধরে আর টান দেবেন না।

রাণী এলিজা। আমার অন্তরের বীণাটা যতদিন ভেঙ্গে না যায় ততদিন তার তারে একথার সকরুণ সুর আমি বাজাবই।

রাজা রিচার্ড। এখন আমি জর্জ গার্টার আর রাজমুকুটের নামে শপথ করছি।

রাণী এলিজা। তোমার জর্জ অধার্মিক, তোমার গার্টার পাপী আর তোমার রাজমুকুট অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া। সুতরাং তোমার ও শপথের কোন মূল্য নেই। ও শপথ কেউ বিশ্বাস করবে না। যার উপর কোন অন্যায় করনি তার নামে শপথ কর।

রাজা রিচার্ড। তাহলে আমি আমার আত্মার নামে শপথ করছি—

রাণী এলিজা। তোমার আত্মার তুমি অপব্যবহার করেছ।

রাজা রিচার্ড। তাহলে আমি এই পৃথিবীর নামে—

রাণী এলিজা। সে পৃথিবী তোমারই পাপকর্মে ভরা।

রাজা রিচার্ড। আমার পিতার মৃত্যু—

রাণী এলিজা। তোমার ঘৃণিত জীবন কলঙ্কিত করে তুলেছে তোমার পিতার নাম।

রাজা রিচার্ড। তাহলে ঈশ্বরের নামে—

রাণী এলিজা। সে শপথ করা ত আরো অন্যায়। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভয়

করতে তাহলে তার নামে আমার স্বামীর কাছে পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্যের যে শপথ তুমি একদিন করেছিলে তা ভেঙ্গে দিতে না। তাহলে যে মুকুট আজ তোমার মাথায় রয়েছে ও মুকুট আমার পুত্রের মাথায় শোভা পেত। দুজন রাজকুমারও আজ বেঁচে থাকত। তাহলে বল কার নামে শপথ করবে তুমি ?

রাজা রিচার্ড। ভবিষ্যতের নামে।

রাণী এলিজা। তুমি সে ভবিষ্যৎকেও কলঙ্কিত করেছ। কারণ তুমি যাদের হত্যা করেছ তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তোমার কলঙ্কের সব কালিমা ঘুচে যায়নি। আমি যেমন আমার পুত্রদের জন্য চোখের জল ফেলে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও যাব তেমনি তুমি এমন অনেক পিতাকে হত্যা করেছ যাদের পুত্ররা এখনো জীবিত, আবার অনেক পুত্রকে হত্যা করেছ যাদের পিতামাতা এখনো জীবিত আছে। সুতরাং তোমার ভবিষ্যৎ তুমিই কলুষিত করেছ। তার আর কোন আশা নেই।

রাজা রিচার্ড। আমি অতীতের জন্য অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে উন্নতি করতে চাই বলেই এই বিপজ্জনক যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছি। মাঝে মাঝে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। ঈশ্বর এবং নিয়তি বাধা সৃষ্টি করে আমার উন্নতির পথে। হে দিবসাধিপতি সূর্য, তুমি আর আমার পথে কিরণ দান করো না। আমার বিশ্রামের জন্য রাত্রির অন্ধকারও এনো না। আমার সৌভাগ্যের পথে যত সব দুষ্ট গ্রহকে সংস্থাপিত করো। যদি আমার এই নিষ্কলুষ ও পবিত্র অনুরাগ ও ভালবাসা, সৎ চিন্তা প্রভৃতি দিয়ে তার মন জয় করতে না পারি তাহলে বলবেন তার মধ্যেই আছে আমার ও আপনার জীবনের সব সুখশান্তি, তাছাড়া তারই উপর নির্ভর করছে এ দেশের শান্তি আর বহু খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর জীবন। এছাড়া কোন উপায় নেই। আমি কি ছিলাম তা বলবেন না, আমি কি হতে পারি তাই বলবেন। ক্রোধ বা প্রতিশোধ বাসনায় অন্ধ হয়ে কোন কথা বলবেন না। বর্তমান বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব কথা বুঝিয়ে তাকে শান্ত করবেন।

রাণী এলিজা। আমি কি শয়তানের দ্বারা এইভাবে প্রলুব্ধ হব ?

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ হবেন, শয়তান যদি আপনাকে ভাল কাজ করতে বলে তা করবেন।

রাণী এলিজা। আমি কি নিজেকে নিজে ভুলে যাব ?

রাজা রিচার্ড। যদি আপনার নিজের স্মৃতি অন্যায় করে আপনার প্রতি।

রাণী এলিজা। কিন্তু তুমি আমার পুত্রদের হত্যা করেছ।

রাজা রিচার্ড। কিন্তু তাদের আমি আপনার কন্যার গর্ভে সমাহিত করছি যেখানে তারা নতুন করে বেঁচে উঠবে।

রাণী এলিজা। তাহলে আমি কি আমার কন্যার মন জয়ের জন্য যাব ?

রাজা রিচার্ড। একাজ করে মা হিসাবে সুখী হোন।

রাণী এলিজা। আমি যাচ্ছি। আমাকে চিঠি দেবে। তুমি তার মনের কথা জানতে পারবে।

রাজা রিচার্ড। আমার ভালবাসার চুম্বন তাকে দান করবেন (এলিজাবেথের হস্ত চুম্বন করল। এলিজাবেথের প্রস্থান) নিবোধ অস্থিরচিত্ত নারী !

র‍্যাটক্লিফ ও কেটস্‌বির প্রবেশ

কেমন আছ ? কি খবর ?

র‍্যাটক্লিফ। মহারাজ, পশ্চিম উপকূলে বিরাট নৌশক্তি সম্বলিত যুদ্ধজাহাজ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রিচমণ্ড তার নায়ক। এদিকে তাদের প্রতিহত করার জন্য আমাদের পক্ষে যে নিরস্ত্র সৈন্যদল সমবেত হয়েছে তাদের আনুগত্যে সন্দেহ আছে। রিচমণ্ড এখন সম্ভবতঃ আশা করছে কূল থেকে বাকিংহাম গিয়ে তাদের স্বাগত জানাবে।

রাজা রিচার্ড। খুব দ্রুত একবার নর্কোকের ডিউকের কাছে চলে যাও র‍্যাটক্লিফ। তুমি অথবা কেটস্‌বি। কোথায় সে ?

কেটস্‌বি। এই যে আমি হুজুর।

রাজা রিচার্ড। কেটস্‌বি, তুমি চলে যাও ডিউকের কাছে।

কেটস্‌বি। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমি যাব হুজুর।

রাজা রিচার্ড। এখানে এস র‍্যাটক্লিফ, তুমি যাও স্যালিসবেরির কাছে। যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে —(কেটস্‌বির প্রতি) নিবোধ শয়তান কোথাকার, ডিউকের কাছে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

কেটস্‌বি। প্রথমে বলুন, কি কথা তাঁকে আমি আপনার পক্ষ থেকে বলব ?

রাজা রিচার্ড। বলবে তিনি যতদূর পারেন সৈন্য সংগ্রহ করে যেন স্যালিসবেরিতে দেখা করেন আমার সঙ্গে।

কেটস্‌বি। যাচ্ছি স্যার।

র‍্যাটক্লিফ। আমি স্যালিসবেরিতে গিয়ে কি করব ?

রাজা রিচার্ড। আমার আগে সেখানে গিয়ে কি করবে ?

র‍্যাটক্লিফ। আপনি আমায় আগেই যেতে বলেছিলেন সেখানে।

রাজা রিচার্ড। আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে।

লর্ড স্ট্যানলির প্রবেশ

কি খবর স্ট্যানলি ?

স্ট্যানলি। ভালও নয়, আবার ঠিক মন্দও নয়।

রাজা রিচার্ড। কোন খবর যদি না থাকে তাহলে কেন তুমি এত মাইল দূর থেকে এলে আমার কাছে ? আবার বলছি বল কি খবর ?

স্ট্যানলি। আমি ঠিক জানি না মহারাজ, তবে অনুমান করছি।

রাজা রিচার্ড। কি অনুমান করছ ?

স্ট্যানলি। মনে হয় ডর্সেটের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাকিংহাম আর মর্টন ইংলণ্ডের সিংহাসনের উপর দাবি জানাতে আসছে।

রাজা রিচার্ড। সে সিংহাসন কি শূন্য ? দেশে কি অস্ত্র নেই ? রাজা কি মৃত ? মহান ইয়র্কের তরফ থেকে আমি ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকারী আছে ?

স্ট্যানলি। এ ছাড়া আমি তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পারছি না।

রাজা রিচার্ড। যদি তা না বুঝতে পার তাহলে ওয়েলসবাসীদের মত তোমরাও বিদ্রোহ করে ওদের দলে চলে যাবে।

স্ট্যানলি। না, আমাদের এভাবে অবিশ্বাস করবেন না।

রাজা রিচার্ড। তাহলে কোথায় তোমার সৈন্যদল ? তোমার প্রজাদল ও অনুসরণকারীরা কোথায় ? তারা কি শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য উপকূল-ভাগে গেছে ?

স্ট্যানলি। না মহারাজ, আমার লোকজন আছে উত্তর দিকে।

রাজা রিচার্ড। উত্তরে গিয়ে কি করবে যখন তাদের থাকা উচিত পশ্চিমে ? তারা কখনই আমার ভাল বন্ধু নয়।

স্ট্যানলি। তাদের ঠিকমত চালনা করা হয়নি। মহারাজ আমাকে যেতে দিন। আমি সেখানে গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করার পর যখন যেখানে বলবেন আমি দেখা করব আপনার সঙ্গে।

রাজা রিচার্ড। না, তুমি গিয়ে রিচমণ্ডের দলে যোগদান করবে। আমি তোমায় বিশ্বাস করব না।

স্ট্যানলি। আমি কখনও কোন অবিশ্বাসের কাজ করিনি আর করবও না।

রাজা রিচার্ড। ঠিক আছে, তাহলে যাও, কিন্তু তোমার পুত্রকে রেখে যাও। তোমার সততার প্রমাণস্বরূপ তার মাথা বন্ধক থাকবে আমার কাছে।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ ডিভনশায়ারে স্যার এডওয়ার্ড কোর্টনি ও বিশপ একজিটার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

অপর এক দূতের প্রবেশ

২য় দূত। মহারাজ, কেন্টে গিল্ডফোর্ডরা বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহীদের দলে বহু লোক চলে গিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছে।

আর এক দূতের প্রবেশ

৩য় দূত। মহারাজ—বাকিংহামের সেনাদল—

রাজা রিচার্ড। দূর হয়ে যাও (আঘাত করল) ভাল খবর না বলা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে।

৩য় দূত। হুজুর, আমি বলছিলাম আকস্মিক অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনের ফলে বাকিংহামের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে আর বাকিংহাম নিজে একা কোথায় চলে গেছে।

রাজা রিচার্ড। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। এই নাও পুরস্কার। আর যে তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করে দাওগে।

আর এক দূতের প্রবেশ

৪র্থ দূত। স্যার স্যার, টমাস লাভেল আর লর্ড মার্কুই ডর্সেট বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তবে একটা সুখবর, ব্রিটানির নৌসৈন্য ঝড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। আর রিচমণ্ড নৌকো করে ব্রিটানি চলে গেছে।

রাজা রিচার্ড। যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চল। বৈদেশিক সৈন্যদের না হোক অন্ততঃ দেশের বিদ্রোহীদের দমন করে পরাস্ত করো।

কেটস্‌বির প্রবেশ

কেটস্‌বি। মহারাজ, বাকিংহাম বন্দী হয়েছে। অবশ্য আর্ল অফ রিচমণ্ড মিল্লফোর্ডে এক বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করছে।

রাজা রিচার্ড। স্যালিসবেরি চলে যাও। তোমাদের একদল এখান থেকে গিয়ে বাকিংহামকে স্যালিসবেরিতে নিয়ে যাবে আর একদল আমার সঙ্গে যাবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। লর্ড ডার্বির বাসভবন।

স্ট্যানলি ও স্যার ক্রিস্টফার আর্‌উইকের প্রবেশ

স্ট্যানলি। স্যার ক্রিস্টফার, রিচমণ্ডকে বলবেন, সেই ভয়ঙ্কর শূয়োরটার খোঁয়াড়ে আমার পুত্র বন্দী হয়ে আছে। যদি আমি বিদ্রোহ করি তাহলে আমার পুত্রের প্রাণ যাবে। সুতরাং কোন সাহায্য তাঁকে আমি করতে পারব না। তবে বলবেন, রাণী মত দিয়েছেন, তিনি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন। আচ্ছা রিচমণ্ড এখন কোথায় বলতে পারেন ?

ক্রিস্টফার। পেমব্রোক অথবা হিয়ারফোর্ডে।

স্ট্যানলি। এখন কারা আছেন তাঁর কাছে ?

ক্রিস্টফার। স্যার ওয়ালটার হার্বার্ট. স্যার গিলবার্ট ট্যালবট, স্যার উইলিয়ম স্ট্যানলি, অক্সফোর্ড, পেমব্রোক এবং আরো অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁরা সদলবলে এই দিকেই এগিয়ে আসছেন।

স্ট্যানলি। ঠিক আছে, আপনি তাঁর কাছে চলে যান। আমার চিঠিতে আমার মনের সব কথা লেখা আছে। বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। স্যালিসবেরি। উন্মুক্ত প্রান্তর।

শেরিফ ও রক্ষীসহ বাকিংহামের প্রবেশ ও বধ্যভূমির দিকে গমন

বাকিং। রাজা রিচার্ড কি আমাকে তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতেও দেবেন না ?

শেরিফ। না। সুতরাং শান্ত হোন।

বাকিং। হেস্টিংস, এডওয়ার্ডের পুত্রগণ, রিভার্স, রাজা হেনরি, ভগহান এবং সকলেই এই এক অন্যায় অভিযানের অসহায় বলিতে পরিণত হয়েছেন। হায়, আজ তোমাদের মৃত আত্মারা কি স্বর্গের অন্তহীন ব্যবধান ভেদ করে আমাকে দেখতে পাচ্ছে ? আমার প্রতিশোধবাসনা আমার সঙ্গে উপহাস করে আমার ধ্বংস নিয়ে এল। আজকের দিনটা সর্বাত্মক ধ্বংসের দিন। এই দিনটিতেই আমি এডওয়ার্ডের পুত্র ও রাণীর ভাইদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে আমি অত্যাচারী রিচার্ডের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলাম। অনেক পাপকর্ম সত্বেও আজ আমার আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করল। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, তার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের তরবারিই যেন একদিন

তাদের মালিকদের বক্ষ ভেদ করে। এইভাবে মার্গারেটের অভিশাপ আমার উপর ফলবতী হলো। সে বলেছিল 'যখন রিচার্ড চরম দুঃখের আঘাতে তোমার অন্তর বিদীর্ণ করে দেবে তখন আমার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করবে।' এবার চল অফিসারগণ, অন্যায়ের শাস্তি এইভাবে অন্যায়ের মধ্য দিয়েই নেমে আসে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ট্যামওয়ার্থের নিকটস্থ শিবির।

রিচমণ্ড, অক্সফোর্ড, স্যার জেমস ব্লাণ্ট, স্যার ওয়ালটার হার্বার্ট ও অন্যান্যদের প্রবেশ। রণবাদ্য।

রিচমণ্ড। অত্যাচারের রথচক্রে নিষ্পেষিত আমার বন্ধুগণ, সশস্ত্র অবস্থায় এগিয়ে চল। আমরা এবার অপ্রতিহত গতিতে দেশের মধ্যভাগে এসে পড়েছি। এখানে এখন স্ট্যানলির কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য পাব। সেই অত্যাচারী শূকরটা তোমাদের অনেক রক্তপাত করে এখন লাইসেস্টারে অবস্থান করছে। সুতরাং এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হও।

অক্সফোর্ড। এই নরঘাতকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিবেকবুদ্ধিতে বলিয়ান হয়ে একজন সহস্র লোকের শক্তি ধারণ করে।

হার্বার্ট। ওর বন্ধুরাও আমাদের দিকে চলে আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্লাণ্ট। ওর আসল বন্ধু কেউ নেই, যারা ওর কাছে আছে তারা ভয়ে আছে। সুযোগ পেলেই পালাবে।

রিচমণ্ড। তাহলে ঈশ্বরের নামে এগিয়ে চল বীর বিক্রমে। প্রকৃত আশার শক্তি অসীম, তা চাতক পাখির মত দ্রুত উড়ে চলে। সে আশার মায়াবিনী শক্তি রাজাকে দেবতাতে পরিণত করে আবার হীন সামান্য লোককেও রাজা করে তোলে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বসওয়ার্থের রণভূমি।

সশস্ত্র অবস্থায় রাজা রিচার্ড, নর্ফোক, র‍্যাটক্লিফ, আর্ল অফ সারে ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। এইখানে বসওয়ার্থের এই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করো। আর্ল সারে, কেন তোমায় এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ?

[শেষাংশ ৫৬১ পৃষ্ঠায়]

কিং জন

নাটকের চরিত্র

রাজা জন
যুবরাজ হেনরি। রাজা জনের পুত্র
আর্থার। বৃটেনের ডিউক ও রাজা জনের ভ্রাতুষ্পুত্র
পেমব্রোকের আর্ল বা জমিদার
এসেক্সের আর্ল
স্যালিসবেরির আর্ল
লর্ড বিগট
বার্ঘের হুবার্ট
রবার্ট ফেলকনব্রিজ। স্যার রবার্ট ফেলকনব্রিজের পুত্র
ফিলিপ। স্যার রবার্ট ফেলকনব্রিজের অবৈধ সন্তান
জেমস গার্ণে। লেডী ফেলকনব্রিজের ভৃত্য
পমফ্রেটের পিটার, জ্যোতিষ
ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ
লিউস। রাজা ফিলিপের পুত্র
লাইসোজেম। অষ্ট্রিয়ার ডিউক
কার্ডিনাল প্যাণ্ডালফ্। পোপের প্রতিনিধি
মেলুন। জনৈক ফরাসী লর্ড
চ্যাটিলিয়ন। রাজা জনের জনসভায় ফরাসী রাষ্ট্রদূত
রাণী এলিনর। রাজা দ্বিতীয় হেনরির বিধবা স্ত্রী ও রাজা জনের মা
কন্সট্যান্স। আর্থারের মা
স্পেনের ব্লাঞ্চ। রাজা জনের ভ্রাতুষ্পুত্রী
লেডী ফেলকনব্রিজ। স্যার রবার্ট ফেলকনব্রিজের বিধবা স্ত্রী
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, নাগরিকবৃন্দ, রক্ষীগণ, অফিসারগণ, সৈনিকগণ, ঘাতক, দূত ও অনুচরবর্গ
ঘটনাস্থল : ইংলণ্ড ও ফ্রান্স

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রাজা জনের রাজপ্রাসাদ।

রাজা জন, রাণী এলিনর, পেমব্রোক, এসেক্স ও স্যালিসবেরির আর্ল বা জমিদারগণ, চ্যাটিলিয়ন ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা জন। এখন বলুন ত চ্যাটিলিয়ন, ফ্রান্স আমাদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে চায় ?

চ্যাটিলিয়ন। উপযুক্ত অভিবাদনের পর ফ্রান্সের রাজা ইংলণ্ডের ঋণী রাজার কাছে আমার মাধ্যমে'এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে—

এলিনর। আশ্চর্যভাবে কথাটা শুরু করলেন ত—ঋণী রাজা!

জন। আঃ চুপ করো মা, রাষ্ট্রদূত কি বলতে চান শোন।

চ্যাটিলিয়ন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ আপনার মৃত অগ্রজ জেফ্রের পুত্র প্ল্যাণ্টাজেনেটের আর্থারের পক্ষ থেকে যথার্থ সততার সঙ্গে এই দাবি জানিয়েছেন যে আপনি অস্ত্র সংবরণ করুন এবং এই সুন্দর দ্বীপসহ পয়েকটিয়ার, আঞ্জু, টুরেন, মেন প্রভৃতি যে সব রাজ্যগুলি আপনি জোর করে দখল করে রেখেছেন, সেইসব রাজ্যগুলি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী আর্থারের হাতে প্রত্যর্পণ করুন।

জন। আমরা যদি এ প্রস্তাব না মানি তাহলে কি হবে?

চ্যাটিলিয়ন। জোর করে কেড়ে নেওয়া অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শুরু হবে এক ভয়ঙ্কর আর রক্তাক্ত যুদ্ধ।

জন। যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ চাই, রক্তের বদলে চাই রক্ত এবং দমনমূলক নীতির বদলে দমনমূলক নীতির দ্বারা ফ্রান্সের দম্ভোক্তির সমুচিত জবাব দেব আমরা।

চ্যাটিলিয়ন। আমাদের রাজা যা বলেছেন আমি তাই জানালাম। আমার দৌত্যের কাজ এইখানেই শেষ।

জন। আমার কথাটাও তাঁকে গিয়ে জানাবেন। এই বার্তা নিয়েই আপনি শান্তিপূর্ণভাবে চলে যান। বিদ্যুৎগতিতে আপনি চলে যান ফ্রান্সে, কারণ আপনি সেখানে গিয়ে সব কথা বিবৃত করতে না করতেই আমি পৌছব সেখানে সদলবলে, আমার কামানের গর্জন শোনা যাবে সেখানে, আমাদের রোষবহ্নি ও আপনাদের আসন্ন ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আপনি এখনি চলে যান। সম্মানের সঙ্গে ওঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। পেমব্রোক, এ বিষয়ে তুমি লক্ষ্য রাখো। আচ্ছা বিদায় চ্যাটিলিয়ন।

(চ্যাটিলিয়ন ও পেমব্রোকের প্রস্থান)

এলিনর। এবার কি হবে পুত্র? আমি আগে বলিনি, উচ্চাভিলাষিণী কন্সট্যান্স তার পুত্রের পক্ষে ফ্রান্স ও বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধে অবতীর্ণ না করে ছাড়বে না? একমাত্র সহজ ভালবাসার আদান প্রদানের মাধ্যমেই এ যুদ্ধ পরিহার করা যেত। এখন এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত যুদ্ধের দ্বারাই দুটি রাজ্যকে তাদের পারস্পরিক শত্রুতার মোকাবিলা করতে হবে।

জন। আমাদের রাজ্য আমাদের দখলে আছে এবং আমাদের অধিকার আছে তার উপর।

এলিনর। তোমার অধিকারের থেকে দখলটাই এখানে বড় কথা। তবে আমার বিবেক তোমার কানে কানে একটা কথা বলতে চায় যে কথা ঈশ্বর তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না।

শেরিফের প্রবেশ

এসেক্স। মহাশয়, একটা অদ্ভুত ধরনের মামলা আপনার বিচারের জন্য এখানে এসেছে। আমি কি বাদী ও বিবাদীদের এখানে নিয়ে আসব ?

জন। তাদের নিয়ে এস। (শেরিফের প্রস্থান) আমার মঠের যাযকদের কাছে এই অভিযানের খবর বহন করবে।

রবার্ট ফেলকনব্রিজ ও তার অবৈধ ভ্রাতা ফিলিপের প্রবেশ

কে তোমরা ?

ফিলিপ। আপনার বিশ্বস্ত প্রজা এবং একজন ভদ্রসন্তান। আমার জন্ম নরদাম্পটনশায়ারে এবং আমি রবার্ট ফেলকনব্রিজের পুত্র। তিনি ছিলেন একজন অসমসাহসী, 'কোয়ার ছ লায়ন' প্রদত্ত সম্মানে ভূষিত একজন নাইট ও বীর যোদ্ধা।

জন। কী ব্যাপার তোমাদের ?

রবার্ট। আমরা ঐ একই ফেলকনব্রিজের পুত্র এবং তার উত্তরাধিকারী।

জন। ও কি বড় ভাই আর তুমিই কি উত্তরাধিকারী ? তাহলে মনে হচ্ছে এক মায়ের গর্ভে তোমাদের জন্ম হয়নি।

ফিলিপ। না রাজন, একই মায়ের গর্ভে আমাদের জন্ম হয়েছে—সেটা সবাই জানে এবং আমাদের পিতাও এক। তবে এ বিষয়ে কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকার জন্য ব্যাপারটা আমি ঈশ্বর আর আমার মায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছি। এসব ক্ষেত্রে অন্যান্য সন্তানদের মনে যেমন সন্দেহ আসে আমার মনেও তাই এসেছে।

এলিনর। দূর হয়ে যাও অভদ্র কোথাকার। ছেলে হয়ে মায়ের সম্মানে আঘাত দিয়ে তাঁর নামকে কলঙ্কিত করে তুলছ ?

ফিলিপ। আমি ম্যাডাম ? না, একথা আমার না।—এটা আমার ভাইএর অজুহাত। এতে আমার কোন হাত নেই। যদি এই সন্দেহের কারণ প্রমাণ করতে পারে তাহলে বাৎসরিক পাচ শত পাউণ্ড আয় থেকে আমাকে ও বঞ্চিত

করবে। ভগবান করুন, আমার মার সম্মান আর আমার সম্পত্তির অধিকার যেন অক্ষুন্ন থাকে।

জন। বাঃ তুমি ত বেশ ছোকরা দেখছি। তুমি কনিষ্ঠ হয়ে জন্মেছ কেন? ও কি তোমার পৈত্রিক উত্তরাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে?

ফিলিপ। জানি না কেন সে ও দাবি করছে। আমার মনে হয় একমাত্র সম্পত্তির উপর ওর লোভ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। তবে একবার সে আমায় অবৈধ সন্তান বলে গাল দিয়েছিল। কিন্তু আমার জন্ম বৈধ না অবৈধ তার সত্যতাটা আমি ছেড়ে দিয়েছি আমার মার উপর। আমার জন্ম যে বৈধ এবং আমি বৈধ সন্তান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই স্যার—তবে আমাদের দুজনের মুখ দুটোকে দেখে আপনি নিজে বিচার করুন। যদি স্যার রবার্ট আমাদের জন্ম দিয়ে থাকেন এবং আমাদের উভয়েরই পিতা হন এবং এই সন্তানটি যদি তাঁর মত হয় তাহলে বলব, হে পিতা স্যার বৃদ্ধ রবার্ট, আমি তোমাব মত দেখতে না হওয়ায় ভালই হয়েছে এবং আমি এর জন্য নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

জন। কি মুস্কিল, আচ্ছা পাগলার পাল্লায় পড়া গেছে।

এলিনর। ওর মুখটা 'কোয়ার দ্য লায়ন' নাইটের মুখের মত। ওর কথার উচ্চারণও তাঁর মত। ওর চেহারার মধ্যে আমার পুত্রের কিছু কিছু মিল দেখতে পাওনি?

জন। আমি চোখ দিয়ে ভাল করে তাকে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং দেখে মনে হয়েছে ও যেন রিচার্ডের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। আচ্ছা বলত, কেন তুমি তোমার ভাইএর সম্পত্তিতে দাবি করছ?

ফিলিপ। কারণ তার মুখখানার অর্ধেক সাদৃশ্য আছে আমার বাবার মুখের সঙ্গে। কিন্তু সেই অর্ধেক মিলের জোরে সে সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবি করতে পারে না। ও পাবে মাত্র বছরে পাঁচশত পাউণ্ড।

রবার্ট। মহামহিম রাজন, আমার পিতা জীবিত কালে আপনার অগ্রজের কাছে কাজ করতেন—

ফিলিপ। কিন্তু স্যার, এই যুক্তির দ্বারা তুমি ত আমার সম্পত্তি নিতে পার না। তোমার বলা উচিত, বাবা নয়, আমার মাকে ওঁর অগ্রজ কি কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন।

রবার্ট। আপনার অগ্রজ একবার আমার পিতাকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে জার্মানিতে

পাঠান সেখানকার সম্রাটের সঙ্গে কিছু উচ্চ পর্যায়ের রাজকার্য সারার জন্য। আমার পিতার এই অনুপস্থিতির সুযোগে রাজা তখন আমাদের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বাস করতে আসেন। তখন কিভাবে তিনি আমার মার উপর প্রভাব বিস্তার করেন সেকথা লজ্জায় আমি বলতে পারব না—কিন্তু আমি বলতে না পারলেও সত্য সত্য। বহু যোযন সমুদ্রের ব্যবধান বিরাজ করছিল তখন আমার পিতা-মাতার মাঝখানে। যে আমার সম্পত্তির ভাগ চাইছে এই ভদ্রলোকের কখন জন্ম হয় তা আমার পিতাকে নিজ মুখে বলতে শুনেছি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করে যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির আমি দখল নিয়েছি; আমার মার অবৈধ সন্তানের কোন অংশ নেই এ সম্পত্তিতে। তাছাড়া ওর পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার প্রকৃত সময়ের তিন মাস আগেই ওর জন্ম হয়। তাহলে হে রাজন, আপনি আমার পিতার উইল অনুসারে আমার পৈত্রিক সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ আমায় দিয়ে দিন।

জন। শোন ফিলিপ, তোমার ভাই-ই বৈধ সন্তান; তোমার পিতার স্ত্রী বিবাহের পর বৈধভাবেই ওকে প্রসব করেছেন। তারপর যদি তিনি তোমার পিতার সঙ্গে কারচুপি করেন তাহলে সে দোষ তাঁর এবং এই ধরনের স্ত্রীকে যারা বিয়ে করে সেই সব স্বামীদের উপরেও কিছুটা দোষ বর্তায়। কিন্তু রবার্ট, তুমি আমার ভাই এর উপর দোষ দিলে কেন. তোমার পিতা কি একথা বলেছিলেন যে আমার ভাই-ই তাঁর এই অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা? কোন অজানা ঔরস হতে জাত এই গোবৎসের মত এ সন্তানকে সহজভাবে মেনে নিলে ভাল করতেন তোমার পিতা। অবশ্য হতেও পারে। কিন্তু তা হলেও আমার ভাই তাকে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে স্বীকার করতে নাও পারত এবং তোমার পিতা তখন কেউ পুত্র ব'লে স্বীকার না করলে হয়ত তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতেন না। এর থেকে এইটাই বোঝা যায়। আমার ভাই তাকে জন্ম দিলেও সে সামাজিকতার দিক থেকে আইনতঃ তোমার পিতার সন্তান এবং উত্তরাধিকারী; সুতরাং তাঁর সম্পত্তিতে তার অধিকার আছে।

রবার্ট। তাহলে আমার পিতার উইলের কি কোন দাম নেই? আমার পিতার অবৈধ সন্তানকে তাঁর সম্পত্তি হতে দখলচ্যুত করার কি কোন উপায় নেই?

ফিলিপ। আমার মনে হয় সে উইলে আমার নাম নেই বলে সে উইলের কোন মূল্য নেই।

এলিনর। আচ্ছা, তুমি রবার্ট ফেলকনব্রিজের সন্তানরূপে পরিচিত হয়ে তোমার

ভাই-এর মত সম্পত্তির ভাগ নিয়ে তা ভোগ করতে চাও, না কি সে সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে সিংহহৃদয় সেই বীর নাইটের সন্তানরূপে পরিচিত হতে চাও? তুমি কোনটা চাও?

ফিলিপ। ম্যাডাম, যদি আমার ভাই আমার মুখ পেত আর আমি পেতাম তার মত স্যার রবার্টের মুখ, যদি তাঁর মত আমার পাগুলো আর মুখখানা সরু হত, তাহলে আমি লোকলজ্জার খাতিরে কানে কখনো গোলাপ ফুল গুঁজতে পারতাম। সেই চেহারার খাতিরে সব সম্পত্তির দখল নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারতাম না আমি। আমি আমার এই মুখের আকৃতিতেই খুশি, কোনমতেই আমি স্যার রবার্টের চেহারার আকৃতি পেতে চাই না।

এলিনর। তোমার কথা শুনে তোমাকে আমার ভাল লাগছে। তুমি কি তোমার সম্পত্তির ভাগ তোমার ভাইকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে পারবে? আমি এখন ফ্রান্সে চলেছি যুদ্ধ করতে।

ফিলিপ। ভাই, তুমি আমার সব সম্পত্তি নিয়ে নাও। তোমার মুখের জোরে বছরে পাঁচশো পাউণ্ড আয় ভোগ করো। সে মুখের মান রাখতে হয় রেখো, বিক্রি করতে হয় করে দিও। ম্যাডাম, আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করব।

এলিনর। আমি ফ্রান্সে যাবার আগেই তোমাকে সেখানে পাঠাব।

ফিলিপ। তার আগে আমাকে সে দেশের প্রচলিত রীতি-নীতিগুলো জেনে নেওয়া উচিত।

জন। তোমার নাম কি?

ফিলিপ। আমার নাম রাখা হয়েছিল ফিলিপ। স্যার রবার্টের স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জন। এখন তুমি যার মত দেখতে তারই নাম ধারণ করো। নতজানু হও ফিলিপ, একবার নতজানু হয়ে আবার ওঠ নতুন ও এক মহান জন্ম লাভ করে। এবার হতে তোমার নাম হবে স্যার রিচার্ড ও প্ল্যাণ্টাজেনেট।

ফিলিপ। আমার মায়ের দিক হতে হে আমার সহোদর ভাই, তোমার হাত দাও। আমার পিতা আমাকে দিয়েছেন সম্মান, তোমাকে দিয়েছেন সম্পত্তি। আমার পিতার অবর্তমানে দিনে অথবা রাত্রিতে যখন যে মুহূর্তে আমার জন্ম হয় আমি সেই মুহূর্তকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে জীবনে বরণ করে নিলাম এখন।

এলিনর। প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের উপযুক্ত কথা। রিচার্ড, আমি তোমার ঠাকুরমা। আমাকে তাই বলে ডাকবে এবার হতে।

ফিলিপ। ম্যাডাম, ব্যাপারটা ঘটে গেছে ঘটনাক্রমে। লোকলজ্জার ভয়ে দিনের আলোতে নয়, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উনি গিয়েছিলেন আমার মার ঘরে আর এইভাবেই হয়েছিল আমার জন্ম।

জন। যাও ফেলকনব্রিজ, তোমার ইচ্ছা পূরণ হলো। একজন ভূমিহীন নাইট এইভাবে তোমায় এক ভূস্বামী বানিয়ে দিল। এস মা, এস রিচার্ড, আমাদের এখন ফ্রান্সে যেতে হবে, কারণ সেখানে যাওয়া এখন আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার।

ফিলিপ। বিদায় ভাই! তুমি সৌভাগ্য লাভ করো। তোমার সৌভাগ্য লাভ করাই উচিত কারণ তোমার জন্ম হয়েছে সৎভাবে। (রিচার্ড ছাড়া আর সকলের প্রস্থান) আগের সেই সম্মানজনক অবস্থা হতে এই সম্মানজনক ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলাম আমি। পার্থিব জমির থেকে এ সম্মানের ভিত্তিভূমি অনেক ভাল। এই সম্মানের দ্বারা এখন আমি যে কোন বীরাঙ্গনাকে আমার প্রিয়তমায় পরিণত করতে পারি। তাহলে রিচার্ড, ঈশ্বর এখন তোমায় দয়া করলেন। কিন্তু নতুন সম্মানে ভূষিত হয়ে অনেক সময় মানুষ আর পাঁচজনের নাম ভুলে যায়। আমারও তাই হতে পারে। কারো নাম যদি জর্জ হয় আমি তাকে পিটার বলে ডাকতে পারি। এই রূপান্তরের ফলে আমি এক সম্মানিত এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। এখন রাজা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা আমায় বিদেশে যেতে বলছে। ঠিক আছে, বিদেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি আমি আমার শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে পারি তাহলে বাড়িতে বসে থেকে কি হবে? এখন আমি যদি খাবার সময় ওঁদের সঙ্গে দেশবিদেশের গল্প করতে চাই, যদি বলি, 'দয়া করে স্যার,'—ওঁরা তখন ব্যস্ত হয়ে বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমরা সব সময় তোমার যে কোন ইচ্ছাকে তৃপ্ত করব। আল্পস্, আপেনাইন, পীরেনীজ, পো প্রভৃতি কত পাহাড় পর্বত ও নদীর গল্প-সল্প করতে করতে নৈশভোজন সমাপ্ত হবে আমাদের। অভিজাত সমাজের এই সব আচরণ আমার উচ্চাভিলাষী মনের উপযুক্তই হবে। অবশ্য আমি নাকি অবৈধ সন্তান, কিন্তু যারা জানে আমার জন্ম বৃত্তান্ত আমি শুধু তাদের কাছেই অবৈধ। তাছাড়া আমার বাইরের অঙ্গ দেখে কি কেউ তা বুঝতে পারবে? আমি শুধু মনে মনেই এ কথা জানি আর এই সত্যটা কালের দাঁতে মিষ্টি বিষ ছড়িয়ে চলেছে। তবে আমি কিন্তু আমার উন্নতির জন্য এই ধরনের কোন প্রতারণার আশ্রয় নেব না। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে এইদিকে কে আসছে! কোন নারী বলে মনে হচ্ছে। তার কি স্বামী নেই তার আগে আগে আসার জন্য?

[লেডী ফেলকনব্রিজ ও জেমস গার্ণের প্রবেশ]

ও, আমার মা? কেমন আছ মা? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি রাজদরবারে কি মনে করে?

লেডী ফেলকনব্রিজ। তোমার ভাই সেই ক্রীতদাসটা কোথায়? যে আমার মানসম্মান নিয়ে টানাটানি করে বেড়াচ্ছে সে কোথায় এখন?

ফিলিপ। আমার ভাই রবার্ট। স্যার রবার্টের পুত্র? দৈত্য কনব্র্যাণ্ডের মত সেই শক্তিধর পুরুষ? তুমি কি স্যার রবার্টের পুত্রকে খুঁজছ?

লেডী ফেলকন। স্যার রবার্টের পুত্র! হায় দুর্বিনীত বালক, শ্রদ্ধা কাকে বলে জান না? স্যার রবার্টের পুত্র! স্যার রবার্টের প্রতি এত ঘৃণা কেন তোমার? সে যেমন স্যার রবার্টের পুত্র তেমনি তুমিও তাই।

ফিলিপ। জেমস্‌ গার্ণে, তুমি একবার আমাদের কাছ থেকে যাবে?

গার্ণে। ঠিক আছে যাচ্ছি, বিদায় ফিলিপ।

ফিলিপ। কথা আছে, পরে তোমায় সব বলব। (গার্ণের প্রস্থান) ম্যাডাম, আমি কিছুতেই স্যার রবার্টের পুত্র নই। আমার জন্য তিনি গুড ফ্রাইডেতে অবশ্যই তাঁর করণীয় ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করেছিলেন, উপবাসও করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি স্বীকারোক্তি করে বলতে পারতেন যে তিনি আমায় জন্ম দিয়েছিলেন? তিনি কিছুতেই তা পারতেন না। আমি তাঁর হাতের লেখা দেখেছি। সুতরাং মা, কে আমার জন্ম দিয়েছেন, আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য আমার এই দেহের জন্য আমি কার কাছে ঋণী? স্যার রবার্ট কখনই আমায় এমন অঙ্গ দান করতে পারতেন না।

লেডী ফেলকন। তুমিও কি তোমার ভাইএর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ আমার বিরুদ্ধে? তুমিও কি তার মত নিজের স্বার্থলাভের জন্য আমার মান সম্মান ক্ষুন্ন করতে চাও? পাজী বদমাশ ছোকরা কোথাকার, তোমার এ ঘৃণার অর্থ কি?

ফিলিপ। নাইট, নাইট উপাধি মা, ব্যাসিলিসকোর মত নাইট উপাধি। আমি নাইটে রূপান্তরিত হয়েছি। কিন্তু মা, আমি ত স্যার রবার্টের পুত্র নই। আমি স্যার রবার্টকে আমার পিতা হিসাবে অস্বীকার করেছি এবং তাঁর সম্পত্তির উপর আমার উত্তরাধিকারের দাবিও ত্যাগ করেছি। আমার জন্মের অবৈধতা এখন সুবিদিত সকলের কাছে। এবার বল মা, আমার পিতা কে?—নিশ্চয়ই তিনি কোন যোগ্য লোক আশা করি। কিন্তু তিনি কে মা?

লেডী ফেলকন। তুমি কি ফেলকনব্রিজ উপাধি ত্যাগ করেছ?

ফিলিপ। লোকে যেমন শয়তানকে ত্যাগ করে তেমনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ উপাধি ত্যাগ করেছি।

লেডী ফেলকন। রাজা রিচার্ড 'কোয়ার দ্য লায়ন' হচ্ছেন তোমার জন্মদাতা। তাঁর সুদীর্ঘ এবং প্রবল আবেদনে পরিশেষে বাধ্য হয়েছিলাম আমি আমার দাম্পত্যশয্যায় তাঁকে গ্রহণ করতে। ঈশ্বর নিশ্চয় আমায় নীতিভঙ্গের দোষে দুষ্ট ভাববেন না। তুমি হচ্ছ আমার সেই অপরাধের ফল যে অপরাধের প্রতিরোধ করা সাধ্যাতীত ছিল আমার পক্ষে।

ফিলিপ। তোমার এই স্বীকারোক্তির আলোকে তাহলে আমি মা নূতন পিতৃত্ব গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমি যা পেয়েছি তার থেকে ভাল পিতা আর কেউ পেতে পারে না। এমন অনেক পাপ আছে যার পরিণাম পৃথিবীতে ভালই হয়, তোমার পাপকর্মও সেই রকমের মা। তোমার এই অপরাধের মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা ছিল না। তাঁর সেই উদ্ধত অগ্রপ্রসারী প্রেমের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে পারেনি তোমার অন্তর। যাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ আর অতুলনীয় শক্তির সামনে যে কোন নির্ভীক সিংহ নিস্তেজ হয়ে পড়ত। যাঁর কবল থেকে কোন সিংহ পরিত্রাণ পেত না কখনো। যাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ পশুরাজ সিংহকে অনায়াসেই পদানত করে ফেলতে পারত, সিংহহৃদয় সেই রাজা রিচার্ড যে অতি সহজেই এক নারীর অন্তর জয় করে ফেলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই মা। আমি আমার এই পিতার জন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদি এমন কেউ থাকে পৃথিবীতে যে তোমার এই কর্মকে ভাল বলে সমর্থন করে না আমি তাহলে নরকে নিক্ষেপ করব তার আত্মাকে। এস মা, আমি তোমাকে আমার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তাঁরা আমার এই জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে আরো কিছু বলতে পারবেন। যদি কেউ বলে এটা পাপ, তাহলে সে মিথ্যা বলবে। আমি বলি এটা কখনই পাপ নয়।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফ্রান্স। এ্যাঞ্জিয়ার্সের সম্মুখস্থ স্থান।

একদিকে সেনাবাহিনীসহ অস্ট্রিয়া ও অন্যদিকে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ, যুবরাজ ডফিন লিউস, কন্সট্যান্স, আর্থার ও সেনাবাহিনীর প্রবেশ

রাজা ফিলিপ। এ্যাঞ্জিয়ার্সের সামনে বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছেন অস্ট্রিয়ার ডিউক। আর্থার, তোমার বংশের মহান বীর যে রিচার্ড সিংহহৃদয়কে বশীভূত

করতে পারতেন। প্যালেস্টাইনের ধর্মযুদ্ধে প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন যিনি সেই বীর রিচার্ড এই ডিউক অফ অষ্ট্রিয়ার দ্বারাই অকালে নিহত হন। তিনি যেন তাঁর সেই পাপস্খালন করার জন্যই আজ তোমার জন্য আমাদের দলে এসে যোগদান করেছেন এবং তিনি যেন তোমার রাজ্য অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়ার জন্য তোমার পিতৃব্যকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করছেন। তুমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা করো।

আর্থার। কোয়ার দ্য লায়নের মৃত্যুর জন্য ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন ডিউক। কারণ আপনি আপনার যুদ্ধের পক্ষজাল বিস্তার করে তাঁরই বংশধরের অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আমি অসহায় হলেও আমার অন্তরের অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার দ্বারা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এই নগর দ্বারে।

রাজা ফিলিপ। সত্যিই এক মহান বালক। কে তোমার উপর ন্যায় বিচার না করবে?

অষ্ট্রিয়া। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ভালবাসার অভিজ্ঞানস্বরূপ তোমার সুন্দর গণ্ডদ্বয়ের উপর আমি আমার উদ্ধত চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দিলাম। যতদিন পর্যন্ত না ফ্রান্সের অন্তর্গত এ্যাঞ্জিয়ার্স ও অন্যান্য অঞ্চলে তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যতদিন না ফ্রান্সের উপকূলভাগ ও সমুদ্রবেষ্টিত অজেয় ইংলণ্ড তোমাকে তার অধীশ্বর বলে অভিবাদন করছে ততদিন আমি বাড়ী ফিরব না। ততদিন আমি বাড়ির কথা চিন্তা পর্যন্ত করব না, শুধু অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে যাব।

কন্সট্যান্স। তার মায়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার বাহুবল আমার পুত্রের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করুক, তার প্রতি আপনার উদার অকৃত্রিম স্নেহ সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠুক।

রাজা ফিলিপ। ঠিক আছে, এবার তাহলে কাজ শুরু হয়ে যাক। প্রতিরোধকারী এই নগরীর বিরুদ্ধে আমাদের লোকেরা রণসাজে সজ্জিত হবে। আমাদের সবচেয়ে সুশিক্ষিত সেনাদল সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই নগরের উপর। দরকার হলে আমরা রাজ রক্তপাত করব, ফরাসীদের রক্তে সমস্ত নগর ভাসিয়ে দেব; তবু এ নগরীকে এই বালকের অধিকারে আনা চাই।

কন্সট্যান্স। একটু থাম, তোমার রাষ্ট্রদূত কি বলে তা শোন। অকারণে যেন তোমাদের তরবারি রক্তাক্ত না হয়। আর্থারের যে অধিকারের জন্য আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, চ্যাটিলিয়ন হয়ত সেই অধিকারের শান্তিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে

আসছেন। তা যদি হয় তাহলে হঠকারিতার সঙ্গে পান করা প্রতিটি রক্তবিন্দুর জন্য আমরা তখন অনুশোচনা করব।

চ্যাটিলিয়নের প্রবেশ

রাজা ফিলিপ। আশ্চর্য! তোমার ইচ্ছামতই যেন আমাদের রাষ্ট্রদূত চ্যাটিলিয়ন এসে গেছেন। সংক্ষেপে বলুন লর্ড চ্যাটিলিয়ন, ইংলণ্ড কি উত্তর দিয়েছে। আমরা আপনারই জন্য অপেক্ষা করছি।

চ্যাটিলিয়ন। তাহলে এই তুচ্ছ অবরোধ তুলে নিয়ে আপনার সেনাবাহিনীকে আর এক বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করুন। আপনাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে ইংলণ্ড রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। প্রতিকূল বাতাসের পাল্লায় পড়ে আমার এখানে আসতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডও সদলবলে এসে পড়েছে। রাজা জনের শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়সমন্বিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে আছেন রাজমাতা, আছেন লেডী ব্ল্যাঙ্ক অফ স্পেন আর তাঁদের সঙ্গে আছে মৃত রাজার এক অবৈধ সন্তান। আর আছে সে দেশের যত সব অপরিণামদর্শী, হঠকারী পাগলের দল যাদের মুখগুলো মেয়ের মত আর অন্তরগুলো ড্রাগনের মত, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি জোতজমি সব বেচে দিয়ে শুধু তাদের জন্মগত অধিকার নিয়ে এখানে বসবাস করতে আসছে। সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে ইংলণ্ডের বাছাইকরা দুঃসাহসী এত লোক এর আগে কখনো রণতরী করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়নি। (তূর্যধ্বনি) ঐ তারা আগেই এসে গেছে। সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে শান্তির আলোচনা করবেন না যুদ্ধ করবেন তা ঠিক করুন।

রাজা ফিলিপ। কী অপ্রত্যাশিতই না এই আক্রমণ।

অষ্ট্রিয়া। যত অপ্রত্যাশিতই হোক না, উপযুক্ত প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করতেই হবে। বিপদে পড়লে সাহস আপনা থেকেই বেড়ে যায়। সুতরাং ওরা আসুক। আমরা প্রস্তুত।

রাজা জন, এলিনর, ব্ল্যাঙ্ক, অবৈধ ফিলিপ, পেমব্রোক ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা জন। ফ্রান্স যদি আমাদের জায়গায় আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারে বাধা না দেয় তাহলে অবশ্যই অক্ষুন্ন থাকবে ফ্রান্সের শান্তি। আজ যদি আমাদের প্রবেশের সম্মতি না দেয়, যদি ঘৃণা ও অহঙ্কারের সঙ্গে আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার শান্তি সব স্বর্গে আরোহণ করবে। তখন ঈশ্বরের রোষ নেমে আসবে আমাদের মধ্য দিয়ে আর আমরা তখন তার সেই গর্ব ও ঘৃণার উপযুক্ত জবাব দেব।

রাজা ফিলিপ। যদি ফ্রান্স থেকে এ যুদ্ধ ইংলণ্ডে ফিরে যায় তাহলেই ইংলণ্ড বুঝবে শান্তির মর্ম ও মর্যাদা। ইংলণ্ডকে আমরা ভালবাসি আর সেই ভালবাসার খাতিরেই আমাদের এই সমরসজ্জা। আমাদের এই শ্রমসাপেক্ষ সামরিক প্রস্তুতি আপনার কর্মেরই ফল। কিন্তু আপনি ইংলণ্ডকে ভালবাসেন না বলেই তার বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে বংশপরম্পরাগত, উত্তরাধিকারের সূত্রকে ছিন্ন করে রাজমুকুটের সম্মানকে কলঙ্কিত ও শিশুরাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। আপনারই ভ্রাতা জেফ্রের মুখমণ্ডলের পানে একবার তাকান ; এই চোখ, এই ভ্রূ তাঁর ছাঁচেই গড়া। এ বালক হচ্ছে মৃত জেফ্রেরই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এবং কালক্রমে এই প্রতিকৃতিই পূর্ণাবয়ব জেফ্রেতেই হবে পরিণত। জেফ্রে আপনার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা এবং এ তারই পুত্র। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে জেফ্রেরই ছিল অধিকার। তা যদি হয় তাহলে আপনি কি করে রাজউপাধিতে ভূষিত হন ? যদি রাজরক্ত এই বালকের দেহে প্রবাহিত হয়, যদি রাজমুকুট এর প্রাপ্য হয় তাহলে আপনি সে মুকুট লাভ করেন কোন অধিকারে ?

রাজা জন। আমার কাছ থেকে এ কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার কার কাছ থেকে পেয়েছেন ফরাসীরাজ ?

রাজা ফিলিপ। এ অধিকার পেয়েছি সেই পরম বিচারকের কাছ থেকে যিনি শক্তিমানদের মনে ন্যায়অন্যায়বোধ ও শুভ চিন্তার উদ্রেক করেন ও অন্যায়ের দ্বারা পদদলিত অধিকারকে উদ্ধার করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সেই বিচারকই আমায় এই বালকেরও অভিভাবকত্ব দান করেছেন। তাঁরই সাহসে আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি এবং তাঁরই দয়ায় আমি আপনাকে ভৎর্সনা করছি।

রাজা জন। হায়, আপনি আমার কর্তৃত্বের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছেন।

রাজা ফিলিপ। মাপ করবেন, অপরের কর্তৃত্বের উপর হস্তক্ষেপকারী আপনার হস্তকে নিবারিত করছি শুধু।

এলিনর। কাকে আপনি অন্যায় হস্তক্ষেপকারী বলছেন ফরাসী অধিপতি ?

কন্সট্যান্স। আমি এর উত্তর দেব। আপনার পুত্রকে।

এলিনর। দূর হয়ে যা দুর্বিনীত মেয়ে কোথাকার ! তোর অবৈধ সন্তান হবে রাজা আর তুই রাণী হয়ে শাসন করবি ?

কন্সট্যান্স। তোমার শয্যা যেমন তোমার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল আমার শয্যাও তেমনি আমার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। তোমার দেহের সঙ্গে তোমার

পুত্র জনের দেহের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি আমার পুত্রের সঙ্গে জেফ্রের চেহারারও মিল আছে। তুমি যেমন জেফ্রের মা—এতে কোন ভুল নেই তেমনি আমার পুত্রও যে জেফ্রের ঔরসজাত সন্তান তাতে কোন ভুল নেই।

এলিনর। বাঃ তোমার মা বেশ বালক, যে তোমার পিতার উপর কলঙ্ক আরোপ করছে।

কন্সট্যান্স। তোমার ঠাকুরমাও বেশ, যিনি তোমার জন্মের উপর কলঙ্ক আরোপ করছেন।

অস্ট্রিয়া। আপনারা শান্ত হোন।

অবৈধ ফিলিপ। আপনারা শান্ত হয়ে অস্ট্রিয়ার কথা শুনুন।

অস্ট্রিয়া। কী ধরনের শয়তান তুমি?

অবৈধ। আমি সেই ধরনের শয়তান যে তোমার সঙ্গে খেলবে শয়তানির খেলা এবং তোমার যত ভণ্ডামি ভেদ করে তোমার আসল স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করবে। তোমার বীরত্ব দেখে রূপকথার সেই ভণ্ড বীরের কথা মনে পড়ছে যে মরা সিংহের দাড়ি ধরে টান দিয়েছিল। তোমার গায়ের চামড়া আমি খুলে ফেলব। তোমার আসল রূপ সবাইকে দেখাব বলে দিচ্ছি।

ব্ল্যাঞ্চ। উনি শুধু সিংহের চামড়া পরে নেই, উনি নিজেই সিংহের গা থেকে চামড়া টেনে বার করেছেন।

অবৈধ ফিলিপ। কিন্তু আসলে তুমি একটি গাধা এবং তোমার গা থেকে সিংহের চামড়া আমি খুলে ফেলবই। রাজা ফিলিপ, আপনি বলুন, আমরা কি করব না করব।

রাজা ফিলিপ। হে নারী এবং নির্বোধবৃন্দ, তোমরা চুপ করো। শুনুন রাজা জন, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা; ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, আঞ্জু, টুরেন, মেইন প্রভৃতি দেশের উপর আমি আর্থারের অধিকারের দাবি জানাচ্ছি। আপনি এ দাবি মেনে নিয়ে অস্ত্র সংবরণ করবেন কি?

রাজা জন। তার চেয়ে আমি আমার জীবন ত্যাগ করব। ফ্রান্সের অধিপতি আমি তোমার কোন কথা শুনব না। ব্রিটেনের বালক আর্থার, তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো, আমি তোমার প্রতি আমার স্নেহবশতঃ তোমাকে এমন অনেক কিছু দেব যা ফ্রান্সের অধিপতির কাছে কখনই পাবে না। আমার কাছে এস বালক।

এলিনর। তোমার ঠাকুরমার কাছে এস বাছা।

কন্সট্যান্স। তাই যাও বাছা, তোমার ঠাকুরমার কাছে যাও। তুমি তোমার ঠাকুরমাকে রাজ্য দেবে এবং তোমার ঠাকুরমা তোমাকে তার পরিবর্তে দেবে চেরী আর ডুমুর ফল। সত্যিই তোমার ঠাকুরমা খুব ভাল।

আর্থার। চুপ করো মা। এর থেকে মৃত্যু ভাল। আমার এই ঝগড়াঝাঁটি আর ভাল লাগে না।

এলিনর। ওর মার জন্যই বেচারী ছেলেটা লজ্জায় অপমানে কাঁদছে।

কন্সট্যান্স। ছেলেটা লজ্জা পাক আর না পাক, এতে তোমারি লজ্জা পাওয়া উচিত। তার মার দেওয়া লজ্জা না, তার ঠাকুরমার অন্যায়ই তার চোখে মুক্তোর মত অশ্রুবিন্দু টেনে এনেছে। তার চোখে জপের মালার মত এই অশ্রুবিন্দু দেখে ঈশ্বরের দয়া হবে এবং তার উপর ন্যায়বিচারের খাতিরে তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে আমাদের সমর্থ করবেন।

এলিনর। তুমি হচ্ছ ঘোর নিন্দুক। স্বর্গ মর্ত্য সব কিছুকেই তোমার নিন্দার দ্বারা কলুষিত করছ।

কন্সট্যান্স। আমাকে নিন্দুক বলছ! এই অসহায় বালকের কাছ থেকে সব অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত ন্যায়বিচারকে পদদলিত করেছ তুমি এবং তোমার পুত্র। অথচ এই বালকও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র। তার একমাত্র দোষ সে তোমার করুণা লাভ করতে পারেনি। জ্যেষ্ঠপুত্রের ছেলে হিসাবে আইন অনুসারে রাজ্য এরই প্রাপ্য। তোমার দ্বিতীয় পুত্র কখনই এ রাজ্য পেতে পারে না।

রাজা জন। খুব হয়েছে আর কথা বাড়াতে হবে না।

কন্সট্যান্স। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আজ ওই বুড়ীটাই জনের মন বিষিয়ে দিয়েছে। ওর পাপের ফলেই এই নিরীহ ছেলেটা শাস্তি পাচ্ছে। ও নিজে জাহান্নামে যাক এই পাপের জন্য।

এলিনর। অসংযত মুখরা নারী, জেনে রেখো, আমি এখন এক উইল সম্পাদন করে তোমার পুত্রকে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারি।

কন্সট্যান্স। হ্যাঁ অবশ্যই তা পার। সে উইল হবে কোন এক নারীর দুষ্ট উইল, কোন এক পক্ষপাতদুষ্ট পিতামহীর উইল।

রাজা ফিলিপ। আপনারা চুপ করুন, না হয়ত সংযতভাবে শান্তভাবে কথা বলুন। পারস্পরিক দাবির স্বপক্ষে বার বার এভাবে এক কথা বলে চীৎকার খুবই খারাপ দেখায়। তাছাড়া দুর্গপ্রাকারের উপরে বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ্যাঙ্গিয়ার্সের

নাগরিকবৃন্দ কি বলতে চায় শোনা যাক। আর্থার না জনের, কার দাবি তারা সমর্থন করে তা দেখা যাক।

বাদ্যধ্বনি। দুর্গপ্রাকারের উপর এ্যাঙ্গিয়ার্সের অধিবাসীদের আগমন।

নাগরিকবৃন্দ। কে আমাদের এই দুর্গের বাইরে ডেকে এনেছে?

রাজা ফিলিপ। ইংলণ্ডের জন্য ডেকেছে ফ্রান্স।

রাজা জন। এ্যাঙ্গিয়ার্সের অধিবাসী ও আমার প্রজাবৃন্দ, ইংলণ্ডই তার নিজের প্রয়োজনে আহ্বান করেছে তোমাদের।

রাজা ফিলিপ। হে এ্যাঙ্গিয়ার্সের শান্তিকামী জনগণ ও আর্থারের প্রজাবৃন্দ, আমরাই তোমাদের বাদ্যধ্বনির দ্বারা আলোচনার জন্য তোমাদের আহ্বান করেছি।

রাজা জন। আমাদের জন্যই ডাকা হয়েছে, সুতরাং আমাদের কথাই আগে শোন। ফ্রান্সের প্রভুত্বপ্রসারী পতাকা তোমাদের নগরদ্বার পর্যন্ত তোমাদের চোখের সামনে এগিয়ে এসে তোমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। গোলাভরা কামানগুলো তোমাদের নগরপ্রাচীরের উপর ক্রোধাগ্নি উদ্‌গার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এক রক্তক্ষয়ী অবরোধের জন্য এগিয়ে আসছে ফরাসীরা। আমরা যদি এগিয়ে না আসতাম, তোমাদের সন্ত্রাসকবলিত এই শহরের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তোমাদের বৈধ রাজা না আসত তাহলে এ শহরের সব অধিবাসী ওদের কামানের গোলার আঘাতে উড়ে যেত। এখন দেখ ফরাসীরা বিস্ময়াবিভূত হয়ে আলোচনা করতে চাইছে। এখন অগ্নিগর্ভ বুলেটের পরিবর্তে তারা ধূমায়িত শান্ত কথা বলে তোমাদের কর্ণকুহরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সুতরাং হে ভদ্র সহৃদয় নাগরিকবৃন্দ, তোমাদের যে রাজা দীর্ঘ পথক্লান্তি সহ্য করে নগরদ্বারে এসে আশ্রয় চাইছেন তাকে ঢুকতে দাও।

রাজা ফিলিপ। আমার কথা শেষ হয়ে গেলে আমাদের দুজনের আবেদনের উত্তর দেবে। আমার ডান দিকে প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের রাজকুমার দাঁড়িয়ে রয়েছে যে তার অধিকার রক্ষার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এই তরুণ রাজকুমার হচ্ছে ইংলণ্ডের বর্তমান রাজার অগ্রজের পুত্র এবং বর্তমানে যে রাজত্ব উনি ভোগ করছেন আসলে তা এই বালকেরই প্রাপ্য। তার এই পদদলিত অধিকার রক্ষার জন্য তোমাদের বহু শস্যক্ষেত্র পদদলিত করে তোমাদের নগরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা। আমাদের আশ্রিত বঞ্চিত এই কুমারের প্রতি আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যবোধের খাতিরে একাজ করেছি আমরাই। এছাড়া তোমাদের প্রতি

আমার কোন শত্রুতা নেই। এই কুমারের প্রতি তোমাদেরও যে কর্তব্য আছে সে কর্তব্য তোমরা পালন করো। তাহলে আমাদের আর কোন যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন হবে না। আমাদের কামান থেকে কোন প্রতিহিংসার আগুন গর্জন করে উঠবে না, আমাদের ঢাল তরবারি শিরস্ত্রাণ ও যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র অব্যবহৃত রয়ে যাবে এবং আমরা শান্তিতে বাড়ি ফিরে যাব আর তোমাদের স্ত্রী পুত্ররাও শান্তিতে রয়ে যাব। কিন্তু তোমরা যদি আমাদের এই প্রস্তাব তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দাও তাহলে এই সুরক্ষিত নগরপ্রাচীরের অন্তরালে তোমরা লুকিয়ে থাকলেও রক্ষা পাবে না আমাদের সামরিক আক্রমণের হাত থেকে। ইংরেজরা তোমাদের নগরীর সীমানার মধ্যে থাকলেও তোমরা পরিত্রাণ পাবে না। এবার বল, তোমরা এই কুমারকে রাজা বলে স্বীকার করবে না আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করার সঙ্কেত দান করব এবং আমাদের অধিকারের জন্য ব্যাপক রক্তপাত ঘটাব ?

নাগরিকবৃন্দ। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা হচ্ছি ইংলণ্ডের রাজার প্রজা। এ শহরের উপর তাঁর অধিকারকেই স্বীকার করে নিচ্ছি আমরা।

রাজা জন। তাহলে আমাকে তোমাদের রাজা হিসাবে তোমাদের নগরীতে প্রবেশাধিকার দাও।

নাগরিকবৃন্দ। তা আমরা পারব না। দুজনের মধ্যে যে নিজেকে প্রকৃত রাজা বলে প্রমাণিত করতে পারবে আমরা তারই প্রজা হিসাবে বশ্যতা স্বীকার করব। তার আগে আমাদের এই রুদ্ধ নগরদ্বার কোনমতেই খুলব না।

রাজা জন। ইংলণ্ডের রাজমুকুট কি তার প্রমাণ নয় ? যদি তাতেও না হয় তাহলে ইংলণ্ডের তিরিশ হাজার লোক এসে এর প্রমাণ দেবে।

অবৈধ ফিলিপ। তার মধ্যে অনেক অবৈধ সন্তানও আছে।

রাজা জন। তাদের সাক্ষ্যদ্বারা আমার রাজউপাধি প্রমাণ করব।

রাজা ফিলিপ। তবে যথাসম্ভব সদ্বংশজাত লোকদেরই আরা উচিত।

অবৈধ ফিলিপ। তার মধ্যে কিছু অবৈধ সন্তানও অবশ্য থাকবে।

রাজা ফিলিপ। নাগরিকবৃন্দ, তোমরা ওর মুখের সামনে তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করো।

নাগরিকবৃন্দ। আপনাদের মধ্যে কে বেশী যোগ্য যতদিন পর্যন্ত না তা প্রমাণিত হচ্ছে ততদিন আমরা কারো দাবি মানব না।

রাজা জন। তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার ব্যাপারে যদি

বহু লোক আজ সন্ধ্যার আগেই পরলোকগমন করে তাহলে ঈশ্বর যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

রাজা ফিলিপ। তবে তাই হোক। হে অশ্বারোহীগণ, তোমরা প্রস্তুত হও সকলে।

অবৈধ ফিলিপ। যে সেণ্ট জর্জ ড্রাগনের মাথা ধরে ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেই সেণ্ট জর্জ ঘোড়ার পিঠে চেপে আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করুন। (অষ্ট্রিয়ার প্রতি) আমি যদি তোমার গুহায় গিয়ে তোমার সিংহীর কাছে একবার যেতে পারি তাহলে তোমার মাথায় একটা ষাঁড়ের মাথা বসিয়ে দিয়ে একটা অদ্ভুত জন্তু বানিয়ে তুলব তোমায়।

অষ্ট্রিয়া। থাম, আর না।

ফিলিপ। এবার আসল সিংহ গর্জন করছে। তুমি ভয়ে কাঁপতে থাক।

রাজা জন। এখান থেকে একটা উঁচু জায়গায় চল। সেখানে কোন সুবিধাজনক জায়গায় আমরা সৈন্য সংস্থাপন করব।

ফিলিপ। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে ভাল জায়গাটায় ওদের দাঁড়াতে বলুন।

রাজা ফিলিপ। তাই হবে। আর একটা পাহাড়ে বাকী সৈন্যরা যাবে। ঈশ্বর আর আমাদের অধিকারের নামে আমরা যুদ্ধ করব।

[সকলের প্রস্থান]

(কিছু বিরতির পর ফ্রান্সের রক্ষীর জয়ঢাকসহ নগরদ্বারে প্রবেশ)

রক্ষী। হে এ্যাঙ্গিয়ার্সের অধিবাসীগণ, নগরদ্বার খোল তোমরা। ব্রিটেনের ডিউক রাজকুমার আর্থারকে প্রবেশ করতে দাও। ইনি আজ ফ্রান্সের সহায়তায় বহু ইংরাজসৈন্যকে হত্যা করে ইংলণ্ডের বহু মায়ের চোখে জল এনেছেন যাঁদের পুত্ররা এখনো রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। কত নারীর মৃত স্বামী এখনো শায়িত অবস্থায় ভূমিকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। ফ্রান্সের উড্ডীন পতাকা আমাদের বিজয়গৌরব সূচীত করছে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি খুব অল্পই হয়েছে। আমরা জয়ঢাকসহ তাই নগরদ্বারে বিজেতা হিসাবে প্রবেশ করে আর্থারকে ব্রিটেনের ডিউক আর্থারকে ইংলণ্ডের রাজা হিসাবে ঘোষণা করতে এসেছি।

(জয়ঢাকসহ ইংরেজ রক্ষীর প্রবেশ)

ইংরেজ রক্ষী। আনন্দ করো। হে এ্যাঙ্গিয়ার্সের অধিবাসীবৃন্দ, আনন্দ করো। ঘণ্টা বাজাও। তোমাদের ও ইংলণ্ডের রাজা জন আজকের প্রবল যুদ্ধে জয়লাভ

করে বিজয়গর্বে এইদিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁদের রজতশুভ্র অস্ত্ররাজি ফরাসীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। আমাদের ইংরেজসৈন্যরা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে ফরাসীদের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করে বীর-বিক্রমে বিজয়পতাকা উড্ডীন করে এগিয়ে আসছে।

নাগরিকবৃন্দ। রক্ষীগণ, আমরা আমাদের নগরীর সুউচ্চ গম্বুজ হতে যুদ্ধের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দেখেছি। দেখেছি যুদ্ধে উভয় পক্ষই সমান বিক্রম দেখিয়েছে। উভয় পক্ষই সমপরিমাণ বলে বলীয়ান। পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত আর রক্তপাতে উভয় পক্ষই সমান। সমকক্ষ এই দুই পক্ষের এক পক্ষকে নিঃসংশয়ে জয়ী হতে হবে। তবে আমরা ঢুকতে দেব। এখন এ নগরীর অধিকার দুজনেরই আছে আবার কারোরই নেই।

(বিভিন্ন দিক দিয়ে সৈন্যসামন্তসহ দুই রাজার প্রবেশ)

রাজা জন। ফ্রান্সের অধিপতি, তোমরা কি আরো রক্তপাত করতে চাও? না কি আমাদের অধিকার মেনে নিতে চাও? সমুদ্রগামী নদীর বেগ যেমন মাঝপথে প্রতিহত হলে আরো বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল হয়ে ওঠে, তেমনি তোমাদের নগরদ্বারে আমাদের গতিপথ যদি ব্যাহত হয়, তাহলে আমরাও আরো প্রবলতর ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠব।

রাজা ফিলিপ। ইংলণ্ডের অধিপতি, এই প্রবল যুদ্ধে আমাদের যত রক্ত ক্ষয় হয়েছে তোমাদেরও তাই হয়েছে। বরং আরো বেশী হয়েছে। আমি শপথ করছি, আমাদের অস্ত্র সংবরণ করার আগে আমি তোমাকে পরাজিত করবই। পৃথিবীর মৃত রাজার আর একটি সংখ্যা বাড়াবই।

ফিলিপ। হা রাজা, রাজাদের রক্তপাত ঘটিয়ে সত্যিই তোমার কত গৌরবই না বাড়বে। আজ মৃত্যুর মহোৎসব হতে চলেছে তোমাদের জন্য। তোমাদের তরবারির দন্ত শাণিত করে করাল মৃত্যু নরমাংস ভক্ষণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তোমরা রাজারা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে, মৃত্যু আর বিভীষিকা বলে চীৎকার করে ওঠ; তোমরা দুজনেই সমান শক্তিমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিপর্যস্ত না হয় এবং এক পক্ষ নিঃসংশয়ে জয়লাভ না করে ততক্ষণ চলবে এই যুদ্ধ আর রক্তপাত।

রাজা জন। কোন পক্ষকে এই নগরের অধিবাসীগণ সমর্থন করে?

রাজা ফিলিপ। বল নাগরিকবৃন্দ, ইংলণ্ডের অধিপতি জানতে চাইছেন কে তোমাদের রাজা।

নাগরিকবৃন্দ। ইংলণ্ডের রাজাই আমাদের রাজা। অবশ্য তিনি যদি প্রকৃত রাজা হন।

রাজা ফিলিপ। আমাদের এখানে যে রাজকুমার দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই রাজা বলে স্বীকার করে নাও।

রাজা জন। আমাদের ইংলণ্ড ও এ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিপতিরূপে যে আমি সশরীরে উপস্থিত রয়েছি সেই আমার মধ্যে সে রাজাকে স্বীকার করে নাও।

নাগরিকবৃন্দ। আমরা দু-এর মধ্যে অবশ্য এক বৃহত্তর শক্তিকেই স্বীকার করে নিতে চাই। অন্যথায় আমাদের আগেকার কুণ্ঠাই বলবৎ থাকবে এবং আমাদের নগরদ্বার চূড়ান্তভাবে রাজা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত হবে না।

ফিলিপ। ঈশ্বরের নামে বলছি, সত্যিই এক তাজ্জব ব্যাপার। নগরপ্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে এই সব লোকগুলো দুজন রাজাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের আদেশ লঙ্ঘন করছে। ওদের জন্য তোমরা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করছ আর ওরা রঙ্গশালায় অভিনয় দেখার মত তা দেখছে। তোমরা আমার কথা শোন। জেরুজালেমের বিদ্রোহ দমনের সময় যা করা হয়েছিল তাই করো। কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বন্ধু হয়ে ওঠ, পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ হিংসার কথা ভুলে যাও। এখন ইংলণ্ড আর ফ্রান্স এই নগরের যথাক্রমে পূর্ব আর পশ্চিম দিকে কামান সাজিয়ে এই ঘৃণ্য নগরের পাঁজরাগুলোকে উড়িয়ে দাও। ওদের সমস্ত প্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দাও শহরটাকে। তারপরে তোমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পরস্পরের কাছ থেকে। তোমাদের সম্মিলিত শক্তিকে দুভাগে ভাগ করে আবার যুদ্ধ শুরু করবে এবং এক পক্ষের চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আমার এই উপদেশ তোমাদের কেমন লাগল বল। এটা কি নীতি হিসাবে ভাল না?

রাজা জন। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমার ত এ পরামর্শ খুবই ভাল লাগল। হে ফ্রান্সের অধিপতি, আমরা এ্যাঞ্জিয়ার্সকে ভূমিসাৎ করে দেব। কিন্তু এ যুদ্ধের পরে কে রাজা হবে?

ফিলিপ। যদি তোমাদের মধ্যে রাজশক্তি ও কিছুমাত্র মর্যাদাবোধ থাকে তাহলে যে অপমান তোমরা এই ক্রুদ্ধ নগরবাসীর কাছ থেকে পেয়েছ তার প্রতিশোধস্বরূপ এই নগরের গর্বোদ্ধত প্রাচীরগুলোর উপর আমাদের মত কামান দেগে দাও। তারপর নিজেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা করে এধার না হয় ওধার যা হোক একটা করে ফেল।

রাজা ফিলিপ। তাই হোক। বল, তোমরা কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে।

রাজা জন। আমরা শহরের পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করব।

অষ্ট্রিয়া। আমি উত্তর দিক থেকে।

রাজা ফিলিপ। আমরা দক্ষিণ থেকে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করব এই শহরের উপর।

ফিলিপ। (স্বগত) শৃংখলাদায়িনী জ্ঞান, তুমি আমার সহায় হও, এই জ্ঞানের দ্বারা আমি ওদের এ যুদ্ধে প্ররোচিত করব। ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়া উত্তর থেকে দক্ষিণে পরস্পরের উপর গোলাবর্ষণ করবে।

নাগরিক। হে রাজনদ্বয়, আমাদের কথা শুনুন, কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ থামান। আমরা শান্তির সন্ধান দিচ্ছি যার দ্বারা আপনারা এ শহর বিনা যুদ্ধেই জয় করতে পারবেন। যে সব জীবন্ত মানুষকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে বলি দেবার জন্য আনা হয়েছে তাদের প্রাণ বাঁচান। বৃথা উদ্যম ও শক্তিক্ষয় করবেন না, আমাদের কথা শুনুন।

রাজা জন। আমাদের অনুকূলে কথা বল, আমরা শুনতে রাজী আছি।

নাগরিক। এখানে স্পেনের রাজকুমারী লেডী ব্লাঞ্চ রয়েছেন। বয়সের দিক থেকে যুবরাজ লিউসের সঙ্গে ওঁর সত্যিই খুব মিল হবে। ভালবাসার পাত্রীর মধ্যে মানুষ যদি সৌন্দর্যের খোঁজ করে তাহলে বলব লেডী ব্লাঞ্চের থেকে সুন্দরী মেয়ে যুবরাজ লিউস পাবে না কোথাও। ভালবাসার পাত্রের মধ্যে যদি কেউ গুণের খোঁজ করে তাহলে বলব লিউসের মত গুণবান পুরুষ আর কোথায় পাবে ব্লাঞ্চ? স্পেনের রাজকন্যা যেমন সৌন্দর্য, গুণ ও বংশমর্যাদার দিক থেকে পূর্ণ, তেমনি যুবরাজ লিউসও তাই। ওদের যেটুকু অপূর্ণতা তা ওদের মিলনের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে। এককভাবে ওরা দুজনেই অপূর্ণ, একে অন্যের মিলনে পূর্ণ হয়ে উঠবে। ওদের এই মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে ওদের চরম পরিপূর্ণতা। দুটি নদীর রূপালি ধারার মত ওদের এই মিলন দুপারের কূলবর্তী সমস্ত ভূখণ্ড ও জনপদকে করবে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। ওদের বিয়ের পর দুই তীরের ভূখণ্ডের মত আপনারা দুই রাজা ওদের দুজনের সম্মিলিত ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলবেন। কামানের গোলার দ্বারা যা সম্ভব হবে না ওদের এই মিলনের মধ্য দিয়ে তাই হবে। আমরা এই নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে আপনাদের অবাধ প্রবেশাধিকার দান করব। কিন্তু এই মিলন যদি সম্ভব না হয় তাহলে যে নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা এ শহর রক্ষা করে যাব তা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উদ্ধত সিংহ বা অটল পাহাড় পর্বতের নিষ্ঠার থেকে কোন অংশে কম হবে না।

ফিলিপ। খুব যে বড় বড় কথা বলছে। তের বছরের বাচ্চা মেয়ে যেমন কুকুরছানার কথা বলে তেমনি ও বলছে গর্জনশীল সিংহের কথা। আমার জন্মের পর থেকে এত বড় বড় কথা কখনো শুনিনি।

এলিনর। পুত্র, এই মিলনে মত দাও। তোমার ভাইঝিকে এই বিয়েতে প্রচুর যৌতুক দাও। ফলে ঐ সিংহাসনপ্রার্থী ঐ বালকটির সিংহাসনলাভের আশা কোনদিন সফল হবে না। ফ্রান্সের এখন মত রয়েছে; ওরা চুপি চুপি এ নিয়ে আলোচনা করছে। ওদের ডেকে তোমার সম্মতি জানিয়ে দাও। তা না হলে আবার যদি আর্থারের দল ওদের কাছে কাতর অনুনয় বিনয় করে তাহলে ফ্রান্সের তপ্ত উদ্যম আবার শীতল হয়ে যাবে আগেকার মতই।

নাগরিক। এই বন্ধুত্বজনক সন্ধিতে আপনারা কেন এখনো মত দিচ্ছেন না?

রাজা ফিলিপ। ইংলণ্ডের রাজা, আগে আপনার মতামত জানান, কারণ আপনি এই শহরবাসীদের কাছে আপনার আবেদন জানাবেন।

রাজা জন। আপনার পুত্র যুবরাজ ডফিন যদি আমার ভাইঝির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবাসতে পারে তাহলে তার বিয়েতে উপযুক্ত যৌতুক দান করা হবে। এ বিয়ের যৌতুকস্বরূপ আঞ্জু, টুরেন, মেইন, পয়েকটিয়ার্স আর এদিকের এই অবরুদ্ধ নগরী ছাড়া সমুদ্রের সমস্ত অংশ ওদের দেওয়া হবে। আমার ভাইঝি স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে, শিক্ষায় দীক্ষায় যেমন জগতের যে কোন রাজকন্যার সমতুল্য, তেমনি এইসব দেশ লাভ করে আমার ভাইঝি সম্মান ও সম্পদে সমধিক সমৃদ্ধিশালিনী হয়ে উঠবে।

রাজা ফিলিপ। তোমার কি মত পুত্র? মেয়েটিকে দেখ ভাল করে।

লিউস। আমি তাকে দেখেছি। তার চোখে আমি এমনই এক আশ্চর্য মায়া দেখেছি, যাতে আমি নিজেকে নতুনরূপে খুঁজে পেয়েছি, নিজেকে নতুন করে ভাল লাগছে। (ব্লাঞ্চের সঙ্গে কথা।)

ফিলিপ। (স্বগত) এটা দুঃখের বিষয় যে যুবরাজ মেয়েটার রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে তার হৃদয়ের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে তার কটাক্ষের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে শুরু করেছে। আসলে ও প্রেমের সঙ্গেই ছলনা করছে।

ব্লাঞ্চ। এ বিষয়ে আমার কাকার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তিনি যদি তোমার মধ্যে ভালবাসার মত কোন কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে আমারও তাই ভাল লাগবে। আর সেই ভাললাগাকে আমি ভালবাসায় পরিণত করব। আমি তোমায় তোষামোদ করছি না, তোমার মধ্যে যা কিছু দেখছি তাই আমার ভাল

লাগছে, আমাদের ভালবাসার উপাদান বলে মনে হচ্ছে। তোমার কোন কিছুই খারাপ লাগছে না।

রাজা জন। এরা কি বলছে? ভাইঝি, তুমি কি বলছ?

ব্লাঞ্চ। আমি বলছি, আপনি জ্ঞানতঃ আমার সম্বন্ধে যা বলবেন বা যে প্রতিশ্রুতি দেবেন আমি তা রক্ষা করে চলব।

রাজা জন। যুবরাজ ডফিন, বল তাহলে, তুমি এ মেয়েকে ভালবাস?

লিউস। না, একথা না বলে আপনি বরং জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারি কি না।

রাজা জন। আমি তাহলে আমার ভাইঝির বিয়েতে ভেলকেসীল, টুরেন, মেইন, পয়েকটিয়ার্স ও আঞ্জু এই পাঁচটি প্রদেশ যৌতুক হিসাবে দান করব। এ ছাড়া দেব তিরিশ হাজার ইংরেজ মুদ্রা। ফ্রান্সের অধিপতি, আপনার যদি এতে কোন অমত না থাকে তাহলে এ বিয়েতে মত দিন। তাহলে আপনার পুত্রকে আমার ভাইঝির পাণিগ্রহণ করতে বলুন।

রাজা ফিলিপ। হ্যাঁ, আমাদের মত আছে। ছেলে মেয়েরা, তোমরা পরস্পবের হাতে হাত দাও।

অস্ট্রিয়া। হাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঠোঁটও দাও। আমার মনে পড়ছে আমাদের বিয়ের সময় অতীতে আমরাও তাই করেছিলাম।

রাজা ফিলিপ। এ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিবাসীবৃন্দ, এবার তোমাদের নগরদ্বার খোল। কারণ এখনই সেণ্ট মেরির গীর্জায় এ বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। লেডী কন্সট্যান্সকে দেখছি না? তিনি এখানে নেই। তিনি থাকলে এ কাজে নিশ্চয় বাধা দিতেন। তিনি আর তাঁর পুত্র এখন কোথায়?

লিউস। তিনি আপনার শিবিরে দুঃখিত ও বিষণ্ণ মনে বসে আছেন।

রাজা ফিলিপ। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই মিলনের ফলে উনি এমন দুঃখ পাবেন যে দুঃখ হতে কোনদিন মুক্ত হবেন না উনি। হে ইংলণ্ডের রাজভ্রাতা, বলুন, কিভাবে এই বিধবা নারীকে আজ আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি? তাঁরই অধিকার রক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম আমরা। এখন আমাদের নিজেদের স্বার্থে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি।

রাজা জন। আমরা সব সমস্যারই সমাধান করব। আমরা তরুণ আর্থারকে ব্রিটেনের ডিউক ও রিচমণ্ডের আর্ল করব। তাছাড়া এই সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ওকে দান করব। কই, লেডী কন্সট্যান্সকে ডাক। কোন দূত খুব দ্রুত

চলে গিয়ে তাঁকে খবর দাও। আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণ না হলেও তাঁকে আমরা বেশ কিছুটা খুশি করতে পারব। তাড়াতাড়ি যাও, তা না হলে আমাদের উৎসব আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যাবে।

[ফিলিপ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

ফিলিপ। এই পাগলা ছুনিয়ার সব রাজারাও পাগলা। রাজা জন আর্থারের অধিকার মেনে না নিয়ে সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্যই স্বেচ্ছায় কিছু দান করল। আজ যে ফ্রান্স একদিন অস্ত্র শানিয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, আজ সে তার সম্মানজনক যুদ্ধের সংকল্প থেকে পিছিয়ে গিয়ে হীন সন্ধির সর্তে রাজী হলো। কিন্তু আজ আমি কেন তাদের এ ব্যবস্থার নিন্দে করছি? আমাকে তারা এ বিষয়ে তোষামোদ করেনি বলে? যেমন কোন দরিদ্র ভিক্ষুক ধনীদের নিন্দে করে বলে ধনীরাই সবচেয়ে পাপী এবং ধনী হয়ে বলে দারিদ্র্যই অপরাধ। রাজারা যখন সামান্য পার্থিব বস্তু নিয়ে শপথ ভঙ্গ করে আমিও তখন সেই বস্তুরই ঘৃণা করব। [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফ্রান্স। ফরাসী রাজার শিবির।

কন্সট্যান্স, আর্থার ও স্যালিসবেরির প্রবেশ

কন্সট্যান্স। ওরা বিয়ে করতে গেছে! শান্তির সন্ধি করতে গেছে! যাদের রক্তের ঠিক নেই তারা আবার পরস্পরের বন্ধু হতে গেছে! লিউস ব্লাঙ্ককে বিয়ে করবে আর ব্লাঙ্ক এইসব প্রদেশ পাবে। তা কখনই হতে পারে না। হয় তুমি ভুল শুনেছ না হয় তুমি ভুল বলছ। আমার কথা শোন। যা বলার আবার বল। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। রাজা নিজে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এ কখনো হতে পারে না। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ আর এই ভয় দেখানোর জন্য তুমি শাস্তি পাবে। নারীরা সাধারণতঃ ভীরু প্রকৃতির হয়; তার উপর আমি স্বামীহীনা বিধবা, অন্যায় অবিচারে আমি উৎপীড়িতা। বল, তুমি যা বললে ঠাট্টা করে বলেছ। আমি কখনই এ সন্ধি মানব না। একি, মাথা নাড়ছ কেন? আমার পুত্রের দিকে কেন এমন করে তাকিয়ে রয়েছ বিষণ্নভাবে? তোমার হাতছুটো বুকের উপর অমনভাবে রাখা কেন? কূলের দিকে তাকিয়ে থাকা কানায় কানায় ভরা গর্বিত নদীর মত তোমার চোখছুটো ছলছল করছে কেন? তোমার এই বিষাদজনক লক্ষ্য এই প্রমাণই দেয় যে তোমার কথা সত্য। তাহলে ভাল করে বল তোমার কথা সত্যি কি না।

স্যালিসবেরি। আপনি যতই মিথ্যা মনে করুন আমার কথা একেবারে খাঁটি সত্যি।

কন্সটান্স। তোমার একথা যদি সত্য হয়, যদি এ দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হয় তাহলে আমাকে মৃত্যুর পথ বলে দাও। তোমার এই ভয়ঙ্কর কথার আঘাতে আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাক। লিউস ব্লাঞ্চকে বিয়ে করবে! তাহলে হায়, আমার পুত্র কোথা তুমি? ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব হচ্ছে কিন্তু আমার কি হবে? যাও, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও। এই দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য তোমাকে আমার খুবই খারাপ লাগছে।

স্যালিসবেরি। আমি শুধু পরের কথা আপনাকে বলেছি, এ ছাড়া আর কি ক্ষতি আপনার করেছি?

কন্সটান্স। এর থেকে ক্ষতিকর আর কি থাকতে পারে?

আর্থার। আমার অনুরোধ, মা তুমি চুপ করো।

কন্সটান্স। তুমি যদি তোমার মায়ের পেট থেকে খোঁড়া কানা বা বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হতে, তাহলে তোমার জন্য রাজসিংহাসনের দাবি জানাতাম না বা কোন দুঃখ করতাম না। কিন্তু হে বালক, তুমি সুন্দর এবং সব দিক দিয়ে সুযোগ্য হয়ে জন্মেছ। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণা ভাগ্যদেবী অন্যায়ভাবে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তোমার পিতৃব্যের উপর সুপ্রসন্ন হয়েছেন। এইভাবে তিনি রাজত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এইভাবে কলঙ্কিনী ভাগ্যদেবী পররাজ্যলোভী জনের দলে যোগদান করেছে। বল, ফ্রান্স কি শপথ ভঙ্গ করেনি? যাও তাকে তিরস্কারের বিষে জর্জরিত করগে। আমাকে একা থাকতে দাও। চলে যাও। একা একা আমাকে সব দুঃখ ভোগ করতে দাও।

স্যালিসবেরি। ক্ষমা করবেন মা, আমি আপনাকে না নিয়ে রাজাদের কাছে ফিরে যেতে পারি না।

কন্সটান্স। তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না। আমি এই দুঃখের অহঙ্কার নিয়েই থাকব। রাজারা মিলিত হয় হোক। আমার দুঃখ এত বড় যে একমাত্র সর্বংসহা ধরিত্রী ছাড়া কেউ তা ধারণ করতে পারবে না। (মাটির উপর বসে) এই আমি আমার দুঃখের সঙ্গে বসলাম। এই আমার সিংহাসন। রাজাদের মাথা নত করে এখানে আসতে বল।

(রাজা জন, রাজা ফিলিপ, লিউস, ব্লাঞ্চ, এলিনর, ফিলিপ, অস্ট্রিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

রাজা ফিলিপ। সত্যই হে সুন্দরী কন্যা, তোমাদের শুভ বিবাহের জন্য এই শুভদিন সারা ফ্রান্সে উৎসবের দিন হিসাবে গণ্য হবে। আজকের এ দিনের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য সূর্য উজ্জ্বলভাবে তার স্বর্ণকিরণ দান করছে। এ দিন ছুটির দিন হিসাবে গণ্য হবে।

কন্সট্যান্স। (উঠে দাঁড়িয়ে) এ দিন কোনক্রমেই পবিত্র দিন নয়, এ দিন সবচেয়ে অশুভ দিন। এ দিন কী এমন করেছে, কি ভাল করেছে যে সোনার অক্ষরে তা বর্ষপঞ্জীতে লেখা থাকবে? এ দিন বরং অত্যাচার এবং অবিচারের দিন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে সপ্তাহের মধ্যে। আজ যেন পূর্ণগর্ভা কোন নারী সন্তান প্রসব না করে, কারণ আজকের মত অশুভ দিনে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার জীবনে কোন আশা বা সম্ভাবনাই থাকবে না। আজ যেন কোন নাবিক সমুদ্রযাত্রা না করে, আজ যেন কেউ কোন চুক্তি না করে, কারণ আজ কোন কাজ শুরু করলেই তার ফল খারাপ হবেই। সব বিশ্বাস সব আশা পরিণত হবে মিথ্যায়।

রাজা ফিলিপ। আজকের এই দিনটিকে এইভাবে অভিশাপ দেবার কোন কারণ নেই হে নারী! আমি ত কথা দিয়েছি তোমাকে।

কন্সট্যান্স। তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়েছ। কার্যকালে তোমার সব শপথই মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তুমি শপথ করে সে শপথ নিজেই ভঙ্গ করলে। তুমি অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধে শত্রুর রক্তপাত করতে এসে শত্রুকেই শক্তিশালী করে তুললে। যুদ্ধের উত্তপ্ত ভ্রূকুটি আর শক্তির উচ্ছ্বাস এক কৃত্রিম শান্তি ও ঐক্যের শীতলতায় ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের উপর এত অত্যাচার সত্ত্বেও ওদের মধ্যে শান্তির সন্ধি হলো। হে ঈশ্বর, এই সব শপথভঙ্গকারী রাজাদের বিরুদ্ধে তুমি অস্ত্র ধারণ করো। আজকের দিন যেন শান্তিতে না কাটে। সূর্যাস্তের আগেই যেন ওদের মধ্যে সব ঐক্য ও শান্তি ভেঙ্গে নির্মূল হয়ে যায়।

অষ্ট্রিয়া। লেডী কন্সট্যান্স, আপনি শান্ত হোন।

কন্সট্যান্স। যুদ্ধ! যুদ্ধ! কোন শান্তি নয়। শান্তিই আমার কাছে যুদ্ধ। ও লাইসোজেম, ও অষ্ট্রিয়া, কাপুরুষ ক্রীতদাস কোথাকার! তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। তোমরা বীর নও, তোমরা শয়তান এক একটি। তোমরা শুধু বলবানের পক্ষেই যোগদান করো, নিশ্চিত জয় জেনেই যুদ্ধ করতে যাও। তোমরা একদিন বজ্রগর্জনে আমাকে আশ্বাস দাও নাই? আর আজ আবার তোমরা শত্রুর দিকে ঢলে পড়েছ। তুমি আবার সিংহের মুখোশ পরেছ? তার বদলে বাছুরের চামড়া পরো। লজ্জায় ওটা ছুড়ে ফেলে দাও।

অষ্ট্রিয়া। হা ভগবান, এই ধরনের অপমানের কথা আমাকে শুনতে হলো !

ফিলিপ। তোমার গায়ে একটা বাছুরের চামড়া চড়িয়ে নাও।

অষ্ট্রিয়া। প্রাণের মায়া থাকে, একথা তুমি আর বলবে না শয়তান।

ফিলিপ। একটা বাছুরের চামড়া গায়ের উপর ঝুলিয়ে নাও।

রাজা জন। এসব আমরা পছন্দ করি না ; তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছ।

(প্যাণ্ডালফের প্রবেশ)

রাজা ফিলিপ। এখানে পোপের পবিত্র প্রতিনিধি আসছেন।

প্যাণ্ডালফ। হে ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণ, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শুনুন রাজা জন, আপনার প্রতি আমার আদেশ আছে। আমি পোপের প্রতিনিধি এবং মিলানের কার্ডিনালরূপে তাঁর নামে আপনার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইছি, আপনি কেন চার্চের প্রথা লঙ্ঘন করে স্টীফেন ল্যাংটনকে ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপ পদে নিয়োগ করেছেন ? পোপের নামে আমি এ প্রশ্নের উত্তর চাই।

রাজা জন। মর্ত্যের কোন মানুষ কোন পবিত্র রাজার কাছ থেকে কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারে না। তুমি পোপের পক্ষ থেকে সামান্য কার্ডিনাল হয়ে এ কৈফিয়ৎ চাইতে পার না। তুমি তোমার পোপকে বলবে আমরা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করি এবং কোন মর্ত্যমানুষের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকি। আমাদের ক্ষমতা সার্বভৌম এবং অবিসংবাদী।

রাজা ফিলিপ। হে ইংলণ্ডের রাজভ্রাতা, আপনি ভুল করছেন এ বিষয়ে।

রাজা জন। যদিও আপনি এবং খৃস্টান জগতের অন্যান্য রাজারা এই পোপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন এবং তার অভিশাপকে ভয় করে চলেন এবং অর্থ দিয়ে সে অভিশাপের কোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করেন, তথাপি আমি একা বিরোধিতা করে যাব এই পোপের বিরুদ্ধে এবং তার বন্ধুদের শত্রু হিসাবে গণ্য করে যাব।

প্যাণ্ডালফ। তাহলে যে ক্ষমতা আমার আছে সেই ক্ষমতাবলে আমি আপনাকে অভিশাপ এবং বহিস্কারের আদেশ দিচ্ছি। যে ব্যক্তি এই অভিশপ্ত নাস্তিক রাজার বশ্যতা প্রত্যাহার করে নিয়ে বিদ্রোহ করবে আমি তাকে আশীর্বাদ করব এবং যে ব্যক্তি কোন গোপন উপায়ে এই রাজার ঘৃণ্য জীবন নাশ করতে পারবে সে সাধু উপাধি লাভ করবে।

কন্সট্যান্স। আমিও পোপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি। হে মহান কার্ডিনাল, তুমি আমার অভিশাপকে সমর্থন করো। তাকে অভিশাপ দেবার মত এমন অধিকার আর কারো নেই।

প্যাণ্ডালফ। আমার অভিশাপের পিছনে আইনসিদ্ধ কারণ আছে লেডী।

কন্সট্যান্স। তাহলে আমার অভিশাপও আইনসিদ্ধ হবে। আইন যদি মানুষের অধিকার রক্ষা করতে না পারে তাহলে সেই অধিকার রক্ষার জন্য যে কোন অন্যায়ও আইনসিদ্ধ হবে। আইন আমার ছেলেকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে পারেনি ; কারণ যার হাতে রাজ্য আইন তারই হাতে। সুতরাং আইন নিজেই যেখানে অন্যায়ে পরিণত, সেখানে আইন আমাকে অভিশাপদানে বিরত করতে পারে না।

প্যাণ্ডালফ। হে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ, পোপের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আপনি যদি এই নাস্তিক রাজার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত না করেন তাহলে আপনাকেও অভিশাপ ভোগ করতে হবে।

এলিনর। তোমার মুখটা এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন ফ্রান্সের অধিপতি ? তুমি তোমার বন্ধুত্বের হাত সরিয়ে নিও না।

কন্সট্যান্স। মনে রাখবে শয়তান, ফ্রান্স প্যাণ্ডালফের কথা না শুনলে তাকে অনুশোচনা করতে হবে।

অষ্ট্রিয়া। রাজা ফিলিপ, কার্ডিনালের কথা শুনুন।

ফিলিপ। তুমি তোমার গায়ে একটা বাছুরের চামড়া ঝুলিয়ে নাও।

অষ্ট্রিয়া। শোন দুর্বৃত্ত, আমি তোমার এত অপমান সহ্য করছি কারণ—

ফিলিপ। কারণ তোমার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে।

রাজা জন। রাজা ফিলিপ, আপনি কার্ডিনালের কথার উত্তর দিন।

লিউস। ভেবে দেখুন পিতা, দুটোর পার্থক্য কতখানি। একদিকে রোমের পোপের অভিশাপ আর এক দিকে ইংলণ্ডের বন্ধুত্বহানির সামান্য ক্ষতি। যেটাতে কম ক্ষতি, সেটাকে যেতে দিন।

ব্লাঞ্চ। রোমের অভিশাপেই ক্ষতি কম।

কন্সট্যান্স। ও লিউস সাবধান। শয়তান নিজে বিয়ের কনে রূপে তোমাকে প্রলোভিত করছে।

ব্লাঞ্চ। লেডী কন্সট্যান্স নিজের স্বার্থের খাতিরে একথা বলছে, কোন বিশ্বাসের বশে নয়।

কন্সট্যান্স। আমার স্বার্থ মিটলে আমার প্রয়োজন মিটলে ধর্মবিশ্বাসও বাঁচবে।

রাজা জন। রাজা ফিলিপ বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তিনি এখন উত্তর দিতে পারছেন না।

অষ্ট্রিয়া। উত্তর দিন রাজা, আর সংশয়ের দোলায় দুলবেন না।

ফিলিপ। তুমি তোমার গায়ে শুধু একটা বাছুরের চামড়া ঝুলিয়ে নাও।

রাজা ফিলিপ। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, কি বলব তা বুঝতে পারছি না।

প্যাণ্ডালফ। যদি আপনি আমার দ্বারা অভিশপ্ত ও বহিস্কৃত হন তাহলে আরো হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন।

রাজা ফিলিপ। হে শ্রদ্ধেয় ফাদার, আপনি আমাকে নিজের মত জ্ঞান করে বলুন আমার কি করা উচিত। এইমাত্র আমাদের দুই রাজার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হলো, তার উপর বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা আমাদের আত্মার মিলন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও প্রকৃত প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সন্ধির আগে আমাদের হাত রক্তে কলঙ্কিত হয়েছিল আর প্রতিশোধবাসনায় উভয় পক্ষের শক্রতা সোচ্চার হয়ে উঠত ক্ষণে ক্ষণে। সেই রক্তকলঙ্কমুক্ত হাত বন্ধুত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে না হতে কি সে বন্ধন ছিঁড়ে দেবে? এই নবলব্ধ মৈত্রী নস্যাৎ হয়ে যাবে? আমরা চপল শিশুর মত আমাদের সমস্ত শপথ ভঙ্গ আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে বাসরশয্যাকে কলুষিত করে তুলব? হে পবিত্র ফাদার, এটা করতে বলবেন না। তার থেকে অন্য কোন উপায় বলে দিন। তাহলে আপনার কথামত আমরা দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতে পারব।

প্যাণ্ডালফ। একমাত্র ইংলণ্ডের শক্রতা ছাড়া আর আমি কোন কিছুতেই মত দিতে পারি না। অতএব আমাদের চার্চের মর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করো। আর তা না হলে চার্চ নিজেই তার বিদ্রোহী সন্তানকে অভিশাপ দেবে। হে ফ্রান্সের অধিপতি, তুমি সাপের জিব, সিংহের থাবা অথবা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রকে ধরে রাখতে পারবে, কিন্তু ইংলণ্ডের বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে পারবে না।

রাজা ফিলিপ। আমি আমার বন্ধুত্বের হাত সরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি না।

প্যাণ্ডালফ। তাহলে তোমার বিশ্বাস তোমার ধর্মের শক্র হয়ে দাঁড়াবে। আগে তুমি ঈশ্বরের কাছে শপথ করো। আমাদের চার্চের মর্যাদা রক্ষায় ব্রতী হও। এইটাই তোমার বড় কাজ বড় উদ্দেশ্য। ভ্রান্ত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও পূরণ করতে যাওয়া একটা ভুল। ‘ধর্মই মানুষের শপথকে পবিত্রতা দান করে; কিন্তু তুমি ধর্মের বিরুদ্ধেই শপথ করেছ। সুতরাং তুমি পরে ঈশ্বরের কাছে ধর্মরক্ষার জন্য যে শপথ করবে তাতেই তোমার প্রথম শপথভঙ্গের সব অপরাধ স্খালন হয়ে

যাবে। আর তা যদি না করো তাহলে আমাদের অভিশাপের কঠিন চাপ এমন ভারী হয়ে তোমার জীবনের উপর চেপে বসবে যে সে অভিশাপ তুমি কোনদিন ঝেড়ে ফেলতে পারবে না।

অস্ট্রিয়া। বিদ্রোহ, পরিস্কার বিদ্রোহ।

ফিলিপ। একটা বাদুরের চামড়াও কি তোমাকে চুপ করাতে পারবে না?

লিউস। অস্ত্র ধারণ করুন পিতা।

ব্লাঞ্চ। তোমার বিয়ের দিনে যাদের সঙ্গে উনি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করবেন উনি? নরহত্যার রক্তে কি আমাদের বিবাহের উৎসব সম্পন্ন হবে? যুদ্ধের রণদামামা কি আমাদের উৎসবের গীতবাদ্যের কাজ করবে? হে স্বামী, আমার কথা শোন। এই স্বামী নাম প্রথম উচ্চারণ করলাম। তুমি আমার কথা শোন, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার পিতৃব্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করো না।

কন্সট্যান্স। আমিও নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, হে ধর্মপ্রাণ ডফিন, ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই ঘটনাকে পরিবর্তন করতে তুমি যেও না।

ব্লাঞ্চ। এখন তোমার প্রেমের পরীক্ষা দেখব। তোমার স্ত্রীর থেকে কে বেশী বড় হয়, কার সম্পর্ক বড় হয় তা দেখব।

কন্সট্যান্স। সম্মান। যে সম্মান তার জীবনকে উন্নত করতে পারে, সেই সম্মানকেই তুমি সবচেয়ে বড় করে দেখবে ডফিন।

লিউস। যেখানে এতবড় গভীর সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে রাজা কেন এখনো চুপ করে রয়েছেন তা বুঝতে পারছি না।

প্যাণ্ডালফ। আমি তাঁকে অভিশাপ দেব।

রাজা ফিলিপ। তার আর দরকার হবে না। ইংলণ্ডের অধিপতি, আমি আপনাকে ত্যাগ করলাম।

কন্সট্যান্স। হারিয়ে যাওয়া রাজা আবার ফিরে এল।

এলিনর। ফরাসীদের অবিশ্বস্ততার এ এক জঘণ্য পরিচয়।

রাজা জন। হে ফ্রান্সের অধিপতি, এর জন্য আপনাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই আক্ষেপ করতে হবে।

ফিলিপ। সেদিন কবে আসবে যেদিন ফ্রান্সকে আক্ষেপ করতে হবে।

ব্লাঞ্চ। হে দিন, বিদায়, সূর্য আজ রক্তের দ্বারা আচ্ছন্ন। এখন আমি কোন দিকে যাব? আমি আছি উভয় দিকেই আছি। দুই দলের সৈন্যদের দেখে

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। স্বামী, আমি তোমার জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারি না। হে পিতৃব্য, আমাকে অবশ্যই তোমার পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। হে পিতা, আমি তোমার জয়ের কামনা করতে পারি না। হে পিতামহী, তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক, এ ইচ্ছা আমি করতে পারব না। এ যুদ্ধে যে পক্ষই জয়লাভ করবে তাতে আমার ক্ষতি হবে।

লিউস। প্রিয়তমা, আমার উপরেই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে।

ব্লাঞ্চ। যেখানে আমার ভাগ্য সেখানেই আমার মৃত্যুবাণ আছে নিহিত।

রাজা জন। ভাই ফিলিপ, তুমি আমাদের সৈন্য সমবেত করো। (ফিলিপের প্রস্থান) ফ্রান্সের অধিপতি, আমি রাগের আগুনে জ্বলছি। সে আগুনের উত্তাপের প্রবণতা এত বেশী যে একমাত্র রক্ত ছাড়া, ফ্রান্সের অমূল্য রক্ত ছাড়া সে উত্তাপ শীতল হবে না।

রাজা ফিলিপ। তোমার রাগের আগুনে জ্বলে পুড়ে তুমি নিজেই ছাই হয়ে যাবে। আমাদের রক্তে সে আগুন নির্বাপিত হবার আগেই তুমি শেষ হয়ে যাবে। তুমি নিজে কত বড় বিপন্ন তা একবার ভেবে দেখ।

রাজা জন। তোমার থেকে বেশী বিপন্ন আমি নই। চল, আমাদের অস্ত্রসজ্জা শুরু করো। [পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফ্রান্স। এ্যাঞ্জিয়ার্সের সন্নিকটস্থ সমভূমি। বাদ্যধ্বনি।

উল্লাস। অষ্ট্রিয়ার ছিন্নমস্তক হাতে অবৈধ ফিলিপের প্রবেশ

ফিলিপ। আজ আশ্চর্য গরম। দূর আকাশ হতে যেন কোন অদৃশ্য শয়তান অগ্নিবৃষ্টি করছে। অষ্ট্রিয়ার ছিন্নমস্তক পড়ে রয়েছে। ফিলিপ হাঁপাচ্ছে।

রাজা জন, আর্থার ও হুবার্টের প্রবেশ

রাজা জন। হুবার্ট, এই ছেলেটাকে তোমার হেফাজতে রেখে দাও। ফিলিপ, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। আমার মা আমাদের শিবিরে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বন্দী হয়েছেন।

ফিলিপ। আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি হুজুর। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, তিনি এখন নিরাপদে আছেন। আমি জোর করে বলতে পারি আর একটু কষ্ট করলে এ যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ফ্রান্স। এঞ্জিয়ার্সের সন্নিকটস্থ সমভূমি। বাদ্যধ্বনি। উল্লাস।

রাজা জন, এলিনর, আর্থার, ফিলিপ, হুবার্ট ও লর্ডদের প্রবেশ

রাজা জন। (এলিনরের প্রতি) তাই হবে। আপনি এখানে থেকে যাবেন,

কড়া পাহাড়া থাকবে। (আর্থারের প্রতি) ভ্রাতুষ্পুত্র, বিষণ্ণ হয়ো না। তোমার ঠাকুরমা তোমাকে ভালবাসেন আর তোমার কাকাও তোমার বাবার মতই ভালবাসবে।

আর্থার। এ কথা শুনে আমার মা দুঃখে মারা যাবে।

রাজা জন। ভাই ফিলিপ, এখনি তুমি ইংলণ্ডে চলে যাও। তাড়াতাড়ি করো। আমাদের ওখানে পৌছানোর আগে তুমি গিয়ে গীর্জার পাদরীদের সব জমানো টাকাগুলো কেড়ে নেবে। কারারুদ্ধ যাযকদের মুক্তি দেবে। যথাশক্তি আমার আদেশ পালন করবে।

ফিলিপ। টাকার কাছে কোন কিছুই না। টাকা পেলে আমি কোন ধর্মীয় ঘণ্টা, ধর্মশাস্ত্র বা বাতির খাতির করব না। আমি তাহলে যাচ্ছি। ঠাকুরমা, আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করব। এসো, তোমার হাতটা চুম্বন করি।

এলিনর। বিদায় ভাই।

রাজা জন। বিদায় ভাই। [ফিলিপের প্রস্থান]

এলিনর। এদিকে এস ভাই আমার, ছোট্ট মানিক আমার। একটা কথা শোন।

রাজা জন। এদিকে এস হুবার্ট, হে ভদ্র সুজন হুবার্ট, তোমার কাছে আমরা অনেক ঋণী। আমার দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে সে আত্মা তোমার ভালবাসার ঋন শোধ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। তোমার শপথের কথা আমার অন্তরে গাঁথা আছে। তোমার হাত দাও ভাই। তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। তবে সেটা সময় হলে পরে বলব। তোমাকে কতখানি আমি শ্রদ্ধা করি তা বলে বোঝাতে পারছি না।

হুবার্ট। আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

রাজা জন। বন্ধু, তোমার ওকথা বলার দিন আজও আসেনি। পরে আসবে। এমন দিন দেরিতে হলেও আসবেই যেদিন আমি তোমার কিছু ভাল করতে পারব। তোমাকে একটা কথা বলার ছিল—থাক এখন। আকাশে সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছে, চারদিক আনন্দে উৎসবে ভরা। তবু আমি সূর্যের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। যদি হঠাৎ এখন মধ্যরাত্রির অন্ধকার নেমে আসে, যদি আমাদের পায়ের তলার মাটি কবরের অন্ধকার গহ্বরে পরিণত হয়, যদি তুমি হাজার দোষে দোষী হয়ে ওঠ, যদি তোমার দেহের শিরায় শিরায় বিষাদের ভারে রক্তচাপ ভারী হয়ে ওঠে, তুমি যদি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তোমার চোখ কান বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর তাহলেও আমি তোমায় ভালবেসে যাব, তাহলেও আমি

বিশ্বাস করে আমার মনের গোপন কথা তোমায় বলব। আমার মনে হয় আমাকেও তুমি এমনি ভালবাস।

হুবার্ট। এমন ভালবাসি যে আপনার আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুকেও বরণ করতে হয় তাহলেও আমি তা করব।

রাজা জন। আমি তা জানি না? হে হুবার্ট, তুমি ছেলেটার পানে একবার চেয়ে দেখ। আমি তোমাকে বলে দেব কি করতে হবে। ও আমার পথের কাঁটা। আমি যেখানেই যাই সেখানেই ওর চিন্তা আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। ও তোমার কাছেই থাকবে। আমার কথা বুঝলে?

হুবার্ট। আমি তাকে এমনভাবে রাখব যাতে ও আপনার আর কোনভাবে কোন ক্ষতি করতে না পারে।

রাজা জন। মৃত্যু।

হুবার্ট। কি বলছেন হুজুর?

রাজা জন। কবর।

হুবার্ট। ও আর বাঁচবে না।

রাজা জন। তাহলেই যথেষ্ট হবে। আমি তাহলে স্বস্তিতে থাকতে পারি। হুবার্ট, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। আমি তোমার কি ভাল করব তা এখন বলব না। মনে রেখো আমার কথা। মা, বিদায়। আমি আপনার প্রতিরক্ষার জন্য লোকজন পাঠাব।

এলিনর। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।

রাজা জন। (আর্থারের প্রতি) এখন তুমি ইংলণ্ডে যাও ভ্রাতুষ্পুত্র। হুবার্ট তোমার দেখাশোনা করবে নিষ্ঠার সঙ্গে। ক্যানে বন্দরের দিকে যাও।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য। ফ্রান্স। ফরাসী রাজার শিবির।

রাজা ফিলিপ, লিউস, প্যাণ্ডালফ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা ফিলিপ। তাহলে এক প্রবল ঝড় আর প্লাবনে একদল যুদ্ধজাহাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পরস্পরের কাছ থেকে।

প্যাণ্ডালফ। সাহস অবলম্বন করো মহারাজ! সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাজা ফিলিপ। আর কি ভাল হবে, আমাদের যা খারাপ হবার তা ত হয়ে গেছে। আমরা কি পরাজিত হইনি? এ্যাঞ্জিয়ার্স কি আমরা হারাইনি? আর্থার কি বন্দী হয়নি? বল বন্ধু আমাদের লোক নিহত হয়নি? রক্তপিপাসু ঘৃণ্য

ইংলণ্ড ইংলণ্ডেই পালিয়ে গেছে আমাদের বাধা দান সত্ত্বেও।
লিউস। কী এমন সে লাভ করেছে। এ ধরনের কাজ কেউ কখনো পড়েছে না শুনেছে?
রাজা ফিলিপ। ইংলণ্ড যদি এ গৌরব লাভ করে তাহলে আমাদের লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

কন্সট্যান্সের প্রবেশ

কে আসছে দেখ, দেখে মনে হচ্ছে ওর দেহের মধ্যে প্রাণ নেই। ওর দেহের দুঃখপূর্ণ খাঁচায় প্রাণটাকে কোনরকমে ধারণ করে রেখেছে। দয়া করে আমার সঙ্গে চল।
কন্সট্যান্স। না, আমি কোন পরামর্শ বা প্রতিকার চাই না। আমি চাই সেই মৃত্যু যা সকল দুঃখের চরম প্রতিকার। হে সুন্দর মৃত্যু, হে বলিষ্ঠ পরিসমাপ্তি, রাত্রির অন্ধকার কোণ থেকে উঠে এস, মানুষের সকল সুখসমৃদ্ধির পথে ঘৃণ্য বিভীষিকায় আমি তোমার চোখে চোখ রেখে তোমার ঘৃণ্য অস্থিগুলোকে চুম্বন করব। তোমার পচনশীল দেহের পোকাগুলোকে হাতে মেখে আমিও তোমার মত এক আশ্চর্য দানবে পরিণত। আমার সকল দুঃখের মাঝে হে একমাত্র প্রেমিক, আমি তোমাকে আমার স্বামীরূপে বরণ করে নেব। তুমি আমার কাছে এস।
রাজা ফিলিপ। হে দুঃখের সুন্দর প্রতিমূর্তি, চুপ করো, শান্ত হও।
কন্সট্যান্স। না, না, আমি শান্ত হব না। আমি শুধু কাঁদব। আমার কণ্ঠে যদি বজ্র থাকত তাহলে আমি বজ্রগর্জনে জগতের সব লোককে ঘুম থেকে জাগাতাম। জগতের যারা নারীর ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পায় না সমস্ত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তাদের আমার কথা শুনিয়ে দেব।
প্যাণ্ডালফ। হে নারী, তুমি পাগলের মত প্রলাপ বকছ, দুঃখের কথা বলছ না।
কন্সট্যান্স। একথা বলা আপনার মত একজন যাযকের পক্ষে বলা উচিত নয়। আমি পাগল নই; যে চুল আমি ছিঁড়ছি, সে চুল আমার, আমি জেফ্রের স্ত্রী। বালক আর্থার আমার পুত্র এবং সে এখন বন্দী। আমি পাগল নই। পাগল হলেই ভাল হত, তাহলে আমি সবকিছু ভুলে থাকতাম। এমন কিছু কথা বলতে পার যাতে আমি পাগল হয়ে যেতে পারি। তাহলে হে কার্ডিনাল তুমি সেণ্ট উপাধি পাবে। পাগল না হলে আমার মধ্যে যে যুক্তিবোধ থাকবে তাতে আমার দুঃখ বেড়ে যাবে এবং তার ফলে আমাকে আত্মহত্যার পথে টেনে নিয়ে যাবে।

পাগল হলে আমি আমার ছেলের কথা ভুলে যেতাম। অথবা আমার ছেলেকে খুব অযোগ্য ভাবতাম। আমি পাগল নই বলেই প্রতিটি বিপদ ও বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতাকে ভালভাবেই অনুভব করতে পারি উপলব্ধি করতে পারি।

রাজা ফিলিপ। তোমার ঐ কেশরাশিকে বিন্যস্ত ও আবদ্ধ করো। তোমার ওই ঝাড় কেশরাশিকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন তোমার দুঃখে সকলে মিলে জড়াজড়ি করে শোকপ্রকাশ করছে।

কন্সট্যান্স। ইচ্ছা করলে তুমি ইংলণ্ড চলে যেতে পার।

রাজা ফিলিপ। তোমার চুল বাঁধ।

কন্সট্যান্স। হ্যাঁ, আমি বাঁধব। কিন্তু কেন? আমি নিজের হাতে একদিন আমার কেশপাশ মুক্ত করেছিলাম আর বলেছিলাম যে হাতে এই কেশপাশ মুক্ত করলাম সেই হাতে আমি যদি আমার পুত্রকে মুক্ত করতে পারতাম। এই কেশগুচ্ছের শক্তি দেখে ঈর্ষা হচ্ছে আমার। কিন্তু আমার অসহায় পুত্র এখনো বন্দী আছে বলে আমি এই কেশপাশ আবার বাঁধি। ফাদার কার্ডিনাল, তুমি নাকি বলো আমরা স্বর্গে মৃত বন্ধু পরিজনদের দেখা পাই। যদি তা সত্যি হয় তাহলে আমিও স্বর্গে গিয়ে আমার পুত্রকে দেখতে পাব। আমার প্রথম পুত্রসন্তান কেইনের পর এমন সুন্দর সন্তান কোথাও দেখিনি। কিন্তু এবার দুষ্ট দুঃখ তার সমস্ত দেহসৌন্দর্য নষ্ট করে দেবে, তার মুখ চোখ শুষ্ক ও ম্লান করে দেবে। তার মৃত্যু ঘটবে এবং একমাত্র স্বর্গে ছাড়া আমার প্রিয় আর্থারকে অন্য কোথাও দেখতে পাব না।

প্যাণ্ডালফ। তুমি দুঃখকে বড় ভয়ঙ্কর সম্মান দান করছ।

কন্সট্যান্স। তোমরা কখনো পুত্রের মর্ম জান না বলেই একথা বলছ।

রাজা ফিলিপ। তুমি তোমার পুত্রের মতই দুঃখকেও ভালবাস।

কন্সট্যান্স। এখন দুঃখই আমার পুত্রের অভাব পূরণ করছে। তার শূন্য স্থানে অবস্থান করছে। তার বিছানায় শুচ্ছে ঘোরাফেরা করছে। দুঃখের চেহারাটা আমি আমার পুত্রের মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এইজন্যেই আমি দুঃখকে এত ভালবাসি। যাই হোক বিদায় ফাদার! আমার মত তোমার ক্ষতি হলে তবে তুমি আমায় প্রকৃত সান্ত্বনা দান করতে পারবে। আমার মাথায় এত দুশ্চিন্তা থাকতে আমি কখনো মাথায় এ সুন্দর চুল রাখতে পারব না। (চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে) হে ভগবান, আমার আর্থার, আমার সুন্দর সন্তান, আমার জীবনের আনন্দ, বিধবার শেষ সম্বল, আমার দুঃখের সকল প্রতিকার। [প্রস্থান]

রাজা ফিলিপ। আমার মনে হয়, কোন একটা অঘটন ঘটাবে। আমি যাই ওর পিছু পিছু। [প্রস্থান]

লিউস। জগতের কোন কিছুতেই আমি আনন্দ পাচ্ছি না। জীবনটাকে মনে হয় বাসি গল্পের মতই নীরস, এক তিক্ত লজ্জা এই জগৎ ও জীবনের সমস্ত আস্বাদকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে।

প্যাণ্ডালফ। কোন এক দুরারোগ্য রোগ সারার আগে তার দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশী করে দেখিয়ে যায়। যে কোন অশুভ অন্যায় যাবার আগে সবচেয়ে ভীষণ হয়ে ওঠে। আজকের যুদ্ধে কি তুমি হারিয়েছ ?

লিউস। সমস্ত গৌরব সুখ আর আনন্দ।

প্যাণ্ডালফ। তুমি যদি এ গৌরব কখনো লাভ করতে তাহলে হারাতে। না না তুমি বুঝতে পারছ না, মানুষ যখন সৌভাগ্য লাভ করে তখন ভাগ্যদেবী এমনি ভ্রূকুটি করে ভয় দেখায়। এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে রাজা জন যেটা লাভ বলে মনে ভাবছে আসলে সেটা কত বড় ক্ষতি। আর্থার তার বন্দী হয়েছে বলে নিশ্চয় দুঃখ করছ ?

লিউস। সে যেমন সুখী হয়েছে আমিও তেমনি দুঃখিত হয়েছি।

প্যাণ্ডালফ। তোমার যৌবনের মতই মনটাও চপল আর উদ্দাম। এখন আমার কথা শোন। আমি যে কথা বলব সেকথা তোমার ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভের সব বাধা অপসারিত করবে, সুতরাং শোন। রাজা জন আর্থারকে বন্দী করেছে এবং যতদিন আর্থারের মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণ থাকবে ততদিন জন এক মুহূর্তও শান্তি বা স্বস্তি পাবে না। যে রাজদণ্ড জন অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছে আর্থারের কাছ থেকে সে রাজদণ্ড বিশেষ যত্ন ও উদ্বেগের সঙ্গেই রক্ষা করতে হবে তাকে। যে লোক কোন পিচ্ছিল জায়গার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সে যে কোনভাবে তার দাঁড়াবার জায়গাটাকে নিরাপদ করার চেষ্টা করবেই। আর জন যদি দাঁড়াতে পারে তাহলে আর্থারের পতন ঘটতে বাধ্য। কোন উপায় নেই।

লিউস। কিন্তু তরুণ বালক আর্থারের পতন ঘটলে আমার কি লাভ হবে ?

প্যাণ্ডালফ। তুমি তাহলে আর্থারের পরিবর্তে তোমার স্ত্রী লেডী ব্লাঙ্কের পক্ষ থেকে দাবি জানাবে ইংলণ্ডের সিংহাসনে।

লিউস। আবার আর্থারের মতই যদি জীবন হারাতে হয় ?

প্যাণ্ডালফ। জাগতিক ব্যাপারে তুমি কত কাঁচা। রাজা জন ষড়যন্ত্র করছে।

এখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার পক্ষে। যে লোক রক্তের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করার চেষ্টা করে তার নিরাপত্তাও রক্তাক্তই হয়। আমি যে কাজের কথা বলছি সে কাজ জনের পক্ষের সব লোকজনদের হতোদ্যম করে দেবে এবং ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষও জনকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করবে। এমনকি আকাশ বাতাস ও সমস্ত প্রকৃতি জগৎও সহানুভূতি দেখাবে তোমার প্রতি জনের উপর প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে।

লিউস। এমনও হতে পারে রাজা জন আর্থারের জীবন নাশ না করে তাকে কারাগারে নিরাপদে আবদ্ধ করে রাখবে।

প্যাণ্ডালফ। তুমি যখন ইংলণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবে তখন তোমার অভিযানের কথা শুনে আর্থার বেঁচে থাকলেও সে ভয়ে মরে যাবে। তখন ইংলণ্ডের সব লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে; এবং তারা রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বরণ করে নেবে। জনের রক্তাক্ত হাত থেকে সব শক্তি কেড়ে নেবে। আমি সব বুঝতে পারছি। এর থেকে ভাল ব্যবস্থা তোমার পক্ষে আর হতে পারে না। অবৈধ ফিলিপ ফেলকনব্রিজ ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার সব গীর্জাগুলোকে ধ্বংস করছে। যদি এক ডজন সশস্ত্র ফরাসী সৈন্যও সেখানে যায় তাহলে প্রায় দশ হাজার ইংরেজ তাদের দলে যোগদান করবে। যেমন অনেক সময় এক টুকরো বরফও পাহাড়ের রূপ ধারণ করে। হে মহান ডফিল, আমার সঙ্গে রাজার কাছে চল। ইংলণ্ডের প্রজাদের এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। চল ইংলণ্ডের দিকে এগিয়ে চল। আমি রাজাকে অনুপ্রাণিত করব এ বিষয়ে।

লিউস। আপনি রাজাকে বললে তিনি অমত করবেন না। অনেক সময় অনেক জোরাল যুক্তি মানুষকে বড় কাজে প্রবৃত্ত করে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ইংলণ্ড। দুর্গ।

হুবার্ট ও ঘাতকদের প্রবেশ

হুবার্ট। এই লোহাগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দাও। তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি মেঝের উপর পা দিয়ে শব্দ করলে তোমরা ছেলেটাকে বেঁধে ফেলবে চেয়ারের সঙ্গে। সতর্ক থাকবে। এখন যাও এখান থেকে।

১ম ঘাতক। আশা করি আপনার কথামত কাজ করব।

হুবার্ট। কোনরূপ বাজে কুণ্ঠা করবে না। ভয় করবে না। খেয়াল রাখবে। [ঘাতকদের প্রস্থান] এস বালক, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আর্থারের প্রবেশ

আর্থার। নমস্কার হুবার্ট।

হুবার্ট। নমস্কার যুবরাজ।

আর্থার। আমি বয়সে তরুণ হলেও আমার উপাধিটা খুবই বড়। তোমাকে বিষণ্ণ দেখছি।

হুবার্ট। আরো খুশি থাকতে পারলে ভাল হত।

আর্থার। আমাকে দয়া করো। আমার মনে হয় আমার মত দুঃখী আর কেউ নেই। যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, ছোটবেলায় আমি দেখেছি অনেক নিষ্ঠুর লোক অকারণে বিষণ্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু তখন আমি কারাগারের বাইরে মুক্ত ছিলাম। এখন সময়টা দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এখন আমার কাকা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। একমাত্র আমি জেফ্রের পুত্র—এটা কি আমার অপরাধ? কখনই তা নয়। আজ যদি আমি তোমার পুত্র হতাম হুবার্ট তাহলে খুব ভাল হত, তাহলে তুমি আমায় ভালবাসতে।

হুবার্ট। (স্বগত) যদি আমি ওর মত সরল নির্দোষ শিশুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি তাহলে আমার মধ্যে দয়া জাগবে। এই দয়ামায়া এখন আমার মধ্যে সব মরে গেছে। সুতরাং আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে :

আর্থার। তুমি কি অসুস্থ হুবার্ট? তোমাকে এত আজ ম্লান দেখাচ্ছে কেন? সত্যি বলছি হুবার্ট, আজ তোমার শরীর খারাপ হলে আমি সারারাত জেগে থেকে তোমার সেবা করব। সত্যি বলছি তুমি আমাকে যত ভালবাস তার থেকে আমি তোমাকে অনেক বেশী ভালবাসি।

হুবার্ট। (স্বগত) তার কথায় অন্তর আমার গলে যাচ্ছে। এটা পড়ত আর্থার, (এক টুকরো কাগজ দেখিয়ে) (স্বগত) সে কি, আমি বোকার মত নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতাকে বিদায় দেব। আমাকে অল্প কথায় তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে; তা না হলে আমার কঠোর সংকল্প জল হয়ে চোখ ফেটে বেরিয়ে আসবে। নারীদের মত আমি কেঁদে ফেলব। তুমি এটা পড়তে পারছ না? লেখাটা কি ভাল না?

আর্থার। হ্যাঁ, ভাল। এতে ভয়ঙ্কর কাজের কথা লেখা আছে। তুমি কি তপ্ত লোহা দিয়ে আমার দু'চোখ পুড়িয়ে দেবে?

হুবার্ট। হ্যাঁ বাছা।

আর্থার। তুমি কি সত্যিই তা করবে ?

হুবার্ট। হ্যাঁ, আমি তা করব।

আর্থার। তোমার মধ্যে অন্তর বলে কোন জিনিস আছে ? তোমার যখন মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল তখন আমি আমার রুমাল বার করে তোমার কপালটা বেঁধে দিয়েছিলাম। সে রুমালটা একজন রাজকন্যা আমায় দিয়েছিল। সে রুমাল আর আমি চাইনি তোমার কাছ থেকে। দুপুর রাতে তোমার মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম আমি। হাসিমুখে সমস্ত সময়টা কাটিয়েছিলাম আমি। প্রায়ই শুধিয়েছিলাম, কষ্ট হচ্ছে ? কিসে আরাম পাবে ? অথবা আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ? অনেক গরীব লোক সেখানে শুয়ে ছিল, কেউ তোমাকে একটা মিষ্টি কথাও বলেনি। কিন্তু তোমার বিছানার পাশে একজন রাজকুমার তোমার সেবায় প্রস্তুত ছিল। তুমি হয়ত বলতে পার আমার ভালবাসা ছলনাময়, তোমার যা ইচ্ছা বলতে পার। ঈশ্বর যদি চান তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করতে পার। আমার যে চোখ দুটো জীবনে কোনদিন তোমার প্রতি ভ্রূকুটি করেনি বা করবে না সেই চোখদুটোকে উপড়ে ফেলবে ?

হুবার্ট। আমি এর জন্য শপথ করেছি। তপ্ত লোহা দিয়ে চোখ দুটো পুড়িয়ে দিতেই হবে।

আর্থার। একমাত্র লৌহযুগের লৌহকঠিন মানুষরাই একাজ করবে। এমন তপ্ত লোহার শলাকা আমার অশ্রুপূর্ণ চোখের কাছে এসে আমার অশ্রুর স্পর্শ পেলে তার সমস্ত ক্রোধাগ্নি শীতল হয়ে যাবে। আমার নির্দোষিতা ও সরলতা দেখে আমার চোখের ক্ষতি করতে আসার জন্য লজ্জায় মরচে ধরে যাবে। কঠিন পেটা লোহার থেকেও তুমি কি কঠিন ? কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। স্বয়ং দেবদূতও যদি স্বর্গ থেকে এসে বলে হুবার্ট তোমার চোখ উপড়ে নিতে চায়, তা হলেও আমি তা বিশ্বাস করব না। একমাত্র হুবার্টের নিজের কথা ছাড়া আমি কারো কথা বিশ্বাস করব না।

হুবার্ট। (পায়ে তালি দিল) চলে এস।

দড়ি ও লোহা হাতে ঘাতকদের পুনঃপ্রবেশ

আমি যা বলছি তাই করো।

আর্থার। ও হুবার্ট, আমায় রক্ষা করো। আমাকে বাঁচাও। এই সব রক্ত-লোলুপ লোকগুলোর চোখের চাউনি দেখে আমার চোখগুলো আপনি উপড়ে যাচ্ছে।

হুবার্ট। আমাকে লোহাটা দাও। আমি বলছি ওকে বেঁধে ফেল।

আর্থার। হায়, এত কঠোর হচ্ছ কেন আমার প্রতি? আমি ত বাধা দেব না। আমি পাথরের মত স্তব্ধ নীরব হয়ে থাকব। তুমি আমাকে বেঁধো না। আমার কথা শোন হুবার্ট, ওদের যেতে বলো। আমি শান্ত মেষের মত চুপ করে থাকব। আমি নড়ব না, একটা কথাও বলব না। তোমার তপ্ত লোহাটার দিকে তাকিয়ে একটু রাগব না। শুধু এই লোকগুলোকে বার করে দাও। তারপর তুমি আমার উপর যত অত্যাচারই কর না কেন আমি তোমাকেক্ষমা করব।

হুবার্ট। তোমরা ভিতরে যাও। আমাকে ওর কাছে একা থাকতে দাও।

১ম ঘাতক। এসব কাজ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

[ঘাতকদের প্রস্থান]

আর্থার। আমি তাহলে আমার বন্ধুকে বৃথাই ভর্ৎসনা করলাম। ওর চোখের দৃষ্টিটা কড়া হলেও ওর অন্তরটা নরম। ওকে আসতে বল। ওর করুণা দেখে তোমার চৈতন্য হোক।

হুবার্ট। এবার প্রস্তুত হও বালক।

আর্থার। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

হুবার্ট। না, তোমাকে তোমার চোখ দুটো হারাতেই হবে।

আর্থার। হে ঈশ্বর, তোমার চোখে যদি কোন ধুলো বালি বা মশা মাছি পড়ত তাহলে বুঝতে পারতে কত ছোট আঘাতও বড় হয়ে ওঠে চোখের সূক্ষ্ম স্নায়ুর পক্ষে। হুবার্ট, তোমার এই উদ্দেশ্য কত ভয়ঙ্কর।

হুবার্ট। এই কি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা। চুপ করো।

আর্থার। হুবার্ট, আমায় চুপ করতে বলো না, একজোড়া চোখের জন্য অনেক কথা বলা উচিত। আমার এই চোখের পরিবর্তে তুমি আমার জিবটা কেটে ফেলতে পার হুবার্ট। আমার চোখের কোন ক্ষতি করো না হুবার্ট। আজ আমার এ চোখ রক্ষা পেলে আমি তা দিয়ে চিরদিন তোমার উপর লক্ষ্য রাখব। আচ্ছা তোমার লোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে না? আমার মনে হয় ওতে আমার কোন ক্ষতি হবে না।

হুবার্ট। আমি ওটা আবার গরম করে নিতে পারি।

আর্থার। না, সত্যি বলছি, এ লোহার আগুন আমার দুঃখে অভিভূত হয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। মানুষকে আরাম দান করার জন্য যে আগুনের সৃষ্টি সে

আগুনকে এমন অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার জন্য আগুন নিজেই ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে নিদারুণ লজ্জায়। তুমি নিজে দেখ হুবার্ট, এই জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে কোন হিংসা নেই। বাতাসের স্পর্শ পেয়ে এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং অনুশোচনার ভস্ম জমে উঠেছে এর মাথার উপর।

হুবার্ট। কিন্তু আমি আমার নিঃশ্বাসের বাতাসে এ আগুনকে আবার প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারি বালক।

আর্থার। যদি তা তুমি করো, তাহলে তোমার সে কাজে আগুন নিজেই লজ্জা পাবে। সে আগুন শুধু তোমার চোখে জ্বলবে। আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমার ক্ষতির জন্য তুমি যা কিছু ব্যবহার করবে তারা কেউ কাজ করবে না; তাদের সমস্ত গুণ লোপ পাবে। ভয়ঙ্কর আগুন ও লোহার মধ্যেও যে দয়া আছে সে দয়া তোমার মত একজন মানুষের মধ্যে নেই।

হুবার্ট। ঠিক আছে, আমি তোমার চোখ স্পর্শ করব না। তোমার কাকার যত ধন সম্পত্তি আছে সেই সব ধনসম্পত্তির বিনিময়েও তা করব না। তবু আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই লোহা দিয়ে তোমার চোখ পুড়িয়ে ফেলব বলে শপথ করেছি।

আর্থার। এতক্ষণে তোমাকে সত্যিকারের হুবার্ট বলে বোঝা যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে যেন তোমার ছদ্মরূপ দেখে আসছিলাম।

হুবার্ট। চুপ, আর কথা বলো না; বিদায়। তোমার কাকা জানবে তুমি মরে গেছ। আমি এই সব গুপ্তচরগুলোকে দিয়ে মিথ্যা খবর প্রচার করব। হে সুন্দর বালক, তুমি নিঃসংশয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার। জেনে রেখো হুবার্ট জগতের সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

আর্থার। হে ভগবান! আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই হুবার্ট।

হুবার্ট। আর না, চুপ করো। তোমার জন্য আমায় অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। চল এখন আমার সঙ্গে। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। ইংলণ্ড। রাজা জনের প্রাসাদ।

রাজা জন, পেমব্রোক, স্যালিসবেরি ও অন্যান্য লর্ডদের প্রবেশ।

রাজা জন। এখানে আবার আমরা এসে বসেছি। রাজসম্মানে ভূষিত হয়ে আবার আমরা সানন্দে মিলিত হয়েছি রাজসভায়।

পেমব্রোক। মহারাজের নতুন করে আনন্দিত হবার ত কোন কারণ নেই। আপনি ত এর আগেই রাজসম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন মহারাজ। আপনার

সে রাজসম্মান ত কেউ কেড়ে নেয়নি, প্রজাগণের বিশ্বাস ত কোন বিদ্রোহের দ্বারা কলঙ্কিত হয়নি, কোন বহুআকাঙ্খিত রাজনৈতিক পরিবর্তন অথবা উন্নততর শাসনব্যবস্থার প্রত্যাশায় ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি এ রাজ্যের অধিবাসীগণ।

স্যালিসবেরি। মাজাঘষা সোনাকে বেশী চকচকে করতে যাওয়া, রামধনুর উপর রং চড়াতে যাওয়া বা বাতির আলো দিয়ে দুর্গকে উজ্জ্বল করতে যাওয়ার মতই আপনার দ্বিতীয়বার অভিষেক উৎসব করতে যাওয়া এক হাস্যাস্পদ আতিশয্য ছাড়া আর কিছুই না।

পেমব্রোক। বিশেষ করে এসময় এসব করতে যাওয়া উচিত না।

স্যালিসবেরি। এতে পুরনো প্রথা লজ্ঘিত হবে।

পেমব্রোক। অনেক সময় অনেক কর্মী ভাল কাজকে আরো ভাল করে করতে গিয়ে খারাপ করে ফেলে। অনেক সময় কোন ফুটোতে তালি দিলে তা দেখতে আরো খারাপ লাগে।

স্যালিসবেরি। আমরা আপনাকে এর আগে এই পরামর্শই দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যদি তা না মানেন তাহলেও আমাদের বলার কিছু নেই। বরং তা সানন্দে মেনে নেব।

রাজা জন। আমার এই দ্বিতীয়বার অভিষেক সম্পর্কে তোমরা যে যুক্তির কথা বললে আমিও তা মানি এবং তার সারবত্তা স্বীকার করি। দেখবে তোমাদের কথা শুনি কি না।

পেমব্রোক। তাহলে আমি অন্যান্য লর্ডদের পক্ষ থেকে তাদের মনের কথা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। একথা শুধু আমাদের স্বার্থে বলছি না, আপনার নিরাপত্তাও একথা বলার অন্যতম কারণ, কারণ আমি আর্থারের মুক্তির জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। কারণ তাকে কারারুদ্ধ করে রাখলে রাজ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং সেই অসন্তোষ একদিন বিপজ্জনক বিদ্রোহ বা বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। যদি আপনি আপনার অধিকার এমনিতেই ভোগ করতে থাকেন তাহলে কিসের এই ভয়? এই ভয়ের বশেই আপনি আপনার আত্মীয় এই তরুণ বালককে আবদ্ধ করে তার বাঁচা ও বাড়ার সব পথকে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছেন। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে আপনার শত্রুরা যেন আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার কোন সুযোগ না পায়। তাই আমরা আর্থারের মুক্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছি আপনার কাছে। আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থ বা সুখের জন্য এ আবেদন জানাচ্ছি না। আমাদের এ আবেদন আপনার সুখের

জন্য আপনার ভালর জন্য আর আপনার সুখের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের সুখশান্তি।

রাজা জন। তবে তাই হোক। আমি তার ভবিষ্যৎ আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

হুবার্টের প্রবেশ

(হুবার্টের প্রতি চুপি চুপি) কি খবর হুবার্ট ?

পেমব্রোক। এই লোকটার উপরেই সেই রক্তক্ষয়ী কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর কাছেও আদেশপত্রটা দেখিয়েছিল। ওর চোখ দুটো এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় ভরা। ওকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় ওর বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন চলছে। আমাদের ভয় হচ্ছে যে কাজের ভার ওকে দেওয়া হয়েছে সে কাজ ও করে ফেলেছে।

স্যালিসবেরি। রাজার মুখের ভাবও পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে তাঁর কুঅভিসন্ধি আর বিবেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। মনে হচ্ছে উনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছেন এবং এখনি ফেটে পড়বেন আবেগে।

পেমব্রোক। ওঁর অন্তর আবেগে ফেটে পড়লেই সেই সকল নিষ্পাপ শিশুহত্যার পাপের কথা বেরিয়ে যাবে।

রাজা জন। আমরা মৃত্যুর. কঠোর হাতকে নিবারিত করতে পারি না। হে সামন্তবর্গ, যদিও আমি আপনাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আর্থারকে বাঁচাতে চাই তথাপি ব্যর্থ হয়ে গেল আপনাদের আবেদন। লোকটি জানাচ্ছে কাল রাত্রিতে আর্থার মারা গেছে।

স্যালিস। অবশ্য আমরা এই ভয়ই করেছিলাম যে আর্থারের রোগ কোনদিন সারবে না।

রাজা জন। তোমরা আমার দিকে অমন ভ্রূকুটি করছ কেন ? তোমরা কি মনে কর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমার আছে ? জীবনের স্পন্দনের উপর আমি খবরদারি করতে পারি ?

স্যালিসবেরি। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে এটা ষড়যন্ত্র এবং এটা লজ্জার কথা যে আপনার মত একজন মহান ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, এ খেলায় কতখানি লাভবান হোন তা দেখা যাক। সুতরাং বিদায়।

পেমব্রোক। থাম স্যালিসবেরি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব এবং যে হতভাগ্য শিশুকে জোর করে কবরে পাঠানো হয়েছে তার কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না

তা খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে আমাদের সারা রাজ্য ঋণী। এটা কখনই সহ্য করা উচিত না। আমাদের এ দুঃখ এক বিরাট বিক্ষোভে ফেটে পড়বে খুব শীঘ্রই। [লর্ডদের প্রস্থান]

রাজা জন। ওরা ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনে জ্বলছে। আমি অনুতাপ ভোগ করছি। রক্তের কলুষিত ভিত্তির উপর কোন কিছু দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা যায় না। একজনের মৃত্যুর বিনিময়ে আর একজন কখনই নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে না।

জনৈক দূতের প্রবেশ

তোমার চোখ অমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কেন? তোমার গালগুলো ফ্যাকাশে ও রক্তহীন দেখাচ্ছে কেন? তোমার মুখে যে মেঘ নেমে এসেছে তা কোন প্রচণ্ড ঝড় না হলে উড়ে যাবে না। সুতরাং যা কিছু বলার আছে বল। ফ্রান্সের খবর কি?

দূত। ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে এসে পড়েছে শত্রুরা। কোন বিদেশী শক্তি এত দ্রুত পররাজ্য আক্রমণ করতে আসেনি কখনো। তারা রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে—এ খবরটা আপনাকে দিতে না দিতেই তারা এখানে এসে পড়ল সদলবলে।

রাজা জন। সে কি আমাদের গুপ্তচরেরা কি ঘুমিয়ে ছিল এতদিন! ফরাসী তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য সেকথা আমার মাও কি শুনতে পাননি?

দূত। পাবেন কি মহারাজ, তাঁর কান চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি ১লা এপ্রিল তারিখে আপনার মাতার মৃত্যু ঘটেছে আর তার তিন দিন আগেই লেডী কন্সট্যান্স উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। অবশ্য এসব আমার শোনা কথা। কতদূর সত্য তা আমার জানা নেই।

রাজা জন। হে অভিশপ্ত কাল, রুদ্ধ করো তোমার গতি, আপাততঃ আমায় আমার বিরুদ্ধ লর্ডদের সন্তুষ্ট করে তোলার কিছু অবকাশ দাও। কী! মা মারা গেছেন! তাহলে ফ্রান্সে আমাদের এখন কি অবস্থাই না চলছে! কার নেতৃত্বে ফরাসী শক্তি আমাদের রাজ্য আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে?

দূত। ডফিনের নেতৃত্বে।

রাজা জন। এই দুঃসংবাদে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি।

ফিলিপ ও পমফ্রেটের পিটারের প্রবেশ

এখন তোমরা আবার কি বলতে চাও? আবার নতুন কোন দুঃসংবাদ দিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিও না।

ফিলিপ। কিন্তু খারাপ বলে যদি সংবাদ শুনতে না চান তাহলে তা শুনবেন না।

রাজা জন। ধৈর্য ধরো ভাই। ঘটনার আঘাতে আমি অভিভূত হয়ে

পড়েছিলাম। তবে আবার আমি ঘটনার ঢেউ সরিয়ে মাথা তুলে উঠতে পেরেছি। এবার আমি ভালমন্দ যে কোন কথা শুনতে পারব। বল কি বলবে।

ফিলিপ। আমি কত দ্রুত গীর্জায় গীর্জায় ঘুরে বেড়িয়েছি তা আমার দ্বারা সংগৃহীত এই অর্থই প্রমাণ করবে। তবে আসার সময় দেখলাম রাজ্যের লোকেরা এক অজানা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তারা গুজবে কান দিচ্ছে, দুঃস্বপ্নে বিশ্বাস করছে। পমফ্রেটের পিটার একজন ভবিষ্যদ্বক্তা। উনি একটি গানের মাধ্যমে প্রচার করছিলেন আগামী অভিষেকের আগের দিন দুপুরে আপনাকে আপনার রাজমুকুট ত্যাগ করতে হচ্ছে।

রাজা জন। এ অলস স্বপ্নবিলাসী, কোথা হতে কেমন করে জানলে একথা?

পিটার। আমি জানতে পেরেছি একথা একদিন সত্য প্রমাণিত হবে।

রাজা জন। হুবার্ট, একে তুমি নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখগে। যেদিন দুপুরে আমাকে রাজমুকুট ত্যাগ করতে হবে বলে ও প্রচার করেছে সেই দিন দুপুরেই ওর ফাঁসি দেবে। তুমি আবার ঘুরে এস, তোমার সঙ্গে দরকার আছে। (হুবার্ট ও পিটারের প্রস্থান) শুনেছ, কারা ইংলণ্ডে এসেছে?

ফিলিপ। হ্যাঁ শুনেছি স্যার। ফরাসীরা এসেছে। লোকের মুখে মুখে একথা ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া পথে আমার লর্ড বিগট আর লর্ড স্যালিসবেরির সঙ্গে দেখা হলে ওদের চোখগুলো সদ্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের মত লাল বলে মনে হলো। অন্যান্যদের সঙ্গে ওরা আর্থারের কবরটা খুঁজতে যাচ্ছে। ওরা বলল, গতরাতে আর্থারকে আপনারই নির্দেশে খুন করা হয়েছে।

রাজা জন। তুমি ওদের কাছে এখনি চলে যাও ভাই। ওদের আমার কাছে নিয়ে এস। ওদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ফিরে পাবার জন্য যা হোক একটা উপায় আমায় খুঁজে বার করতেই হবে।

ফিলিপ। আমি তাদের খুঁজে বার করবই।

রাজা জন। খুব তাড়াতাড়ি করো। বিদেশীরা যখন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করছে তখন আমার প্রজারা যেন শত্রু না হয়ে ওঠে। সুতরাং মার্কারির মত দ্রুতগতিতে যাও, তোমার পাগুলো যেন পাখা হয়ে ওঠে। ওদের কাছ থেকে আবার আমার কাছে এসে খবরটা দিয়ে যাবে।

ফিলিপ। অবস্থা বুঝে অবশ্যই আমাকে দ্রুতগতি হতে হবে।

রাজা জন। উপযুক্ত ভদ্রসন্তানের মতই কথা বললে। (ফিলিপের প্রস্থান) তুমিও তার পিছু পিছু যাও। লর্ডদের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকারের খবর জানাবার

জন্য একজন লোকের দরকার হবে ওর।

দূত। যাচ্ছি মহারাজ। [প্রস্থান]

রাজা জন। আমার মা মারা গেছেন!

হুবার্টের পুনঃপ্রবেশ

হুবার্ট। হুজুর রাস্তায় যত সব বুড়ো বুড়ীরা বলাবলি করছে গত রাতে পাঁচটা চাঁদ দেখতে পাওয়া গেছে। চারটে চাঁদ স্থির হয়ে ছিল আর একটা চাঁদ ওই চারটের চারদিকে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ঘুরেছে। এর ফল খুব খারাপ, এটা এক অশুভ লক্ষণ।

রাজা জন। পাঁচটা চাঁদ?

হুবার্ট। হ্যাঁ, আবার আর্থারের মৃত্যুর কথাও ওরা বলাবলি করছে। কথাটা উঠতেই ওরা চুপি চুপি কি সব বলছে পরস্পরে। কামার দর্জি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ আপন আপন কাজ ফেলে হয় ফরাসীদের আক্রমণে বা যুদ্ধের কথা অথবা আর্থারের মৃত্যুর কথা বলছে।

রাজা জন। এসব কথা বলে কেন তুমি আমাকে নতুন করে ভয় দেখাচ্ছ? কেন তুমি বারবার আর্থারের মৃত্যুর কথা বলছ। তুমিই ত নিজের হাতে তাকে খুন করেছ। অবশ্য তাকে খুন করার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল। তা বলে তোমার খুন করা উচিত হয়নি।

হুবার্ট। সে কি হুজুর। আপনি আমাকে খুন করতে উত্তেজিত করেননি?

রাজা জন। রাজাদের পক্ষে এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের কথা যে তাদের চারদিকে এমন সব অযোগ্য ক্রীতদাস থাকে যা তাদের সামান্য একটা ভ্রূকুটিকেই আইন বলে মনে করে, যারা তাদের একটা মুখের কথাতেই অবলীলাক্রমে লোক খুন করে বসে।

হুবার্ট। আমি যে কাজ করেছি সে কাজের হুকুমনামায় এই আপনার স্বাক্ষর আর সীল।

রাজা জন। অনেক সময় খারাপ কাজের কোন উপায় বা উপকরণ দেখেই মানুষ খারাপ কাজ করে বসে। তোমার মত খুনে লোককে হাতের কাছে না পেলে হত্যার কথাটা আমার মনে আসতই না। কিন্তু শয়তানিতে ভরা নরহত্যার উপযুক্ত ঘৃণ্য চেহারাটা দেখে আমি অস্পষ্টভাবে আভাসে ইঙ্গিতে আর্থারের মৃত্যুর কথাটা তোমায় বলেছিলাম। আর তুমি কোন ভাবনা চিন্তা না করেই রাজার কাছে প্রিয় হবার জন্য একজন রাজপুত্রকে হত্যা করে ফেললে।

হুবার্ট। হুজুর—

রাজা জন। যখন আমি আমার সেই কৃষ্ণকুটিল অসৎ উদ্দেশ্যটার কথা তোমার কাছে প্রথম বলেছিলাম তখন তুমি যদি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাতে অথবা আমার মুখপানে একবার সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে এবং আমাকে স্পষ্ট করে সে কথা বলার জন্য অনুরোধ করতে তাহলে সেকথা বলতে গিয়ে গভীর লজ্জায় হতবাক হয়ে যেতাম ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়তাম আমি, তাহলে তোমার সেই আশঙ্কা আমার মনেও আশঙ্কা জাগাত। কিন্তু তখন তুমি আমার ইশারা ইঙ্গিত দিয়েই বিচার করেছ আমাকে এবং কোন দ্বিধা না করেই যে ভয়ঙ্কর কাজের কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি সে কাজ অকুণ্ঠভাবে করে ফেলেছ। তুমি আমার সামনে থেকে এখন চলে যাও; আর কখনো যেন তোমার মুখ না দেখি আমি। আজ এর জন্য আমার সামন্তরা আমায় ত্যাগ করেছে; আমার রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে। বিদেশী শত্রু আজ নগরদ্বারে উপস্থিত, না তারা ঢুকেই পড়েছে দেশের বুকে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর এই ঘটনার সঙ্গে আমার বিবেক কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে; দুই-এর মধ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

হুবার্ট। আপনি আপনার অন্যান্য শত্রুদের সামলান। আমি আপনার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাব। বালক আর্থার জীবিত আছে এখনো। আমার হাত এখনো পর্যন্ত নররক্তে রঞ্জিত হয়নি, আমার অন্তরে এখনো নরহত্যার ভয়াবহ পরিকল্পনা প্রবেশ করেনি। তথাপি আপনি আমার স্বভাবের নিন্দা করেছেন। অথচ আমার বাইরের রূপটা দেখতে খারাপ হলেও তার ভিতরে এখন একটা সুন্দর মন আছে যে মন কখনই এক নিরীহ নির্দোষ শিশুকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারে না।

রাজা জন। আর্থার এখনো বেঁচে আছে? যাও, তুমি তাড়াতাড়ি লর্ডদের কাছে চলে যাও, এই সংবাদ দান করে তাদের ক্রোধকে শান্ত করো। রাজার প্রতি তাদের প্রত্যাহৃত বশ্যতাকে আবার ফিরিয়ে আনো। আমি তোমার উপরকার চেহারাটা অর্থাৎ বহিরঙ্গের উপর, যে মন্তব্য করেছি তার জন্য ক্ষমা করবে আমায়। কারণ আমি তখন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এবং আর্থারের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত চেহারার কল্পনা করতেই তোমাকে আরো ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। আর কোন কথা বলো না। আমার ঘরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ লর্ডদের যথাসম্ভব শীঘ্র নিয়ে এস। দ্রুত যাও। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ইংলণ্ড। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

দুর্গপ্রাচীরের উপর আর্থারের প্রবেশ

আর্থার। প্রাচীরটা অনেক উঁচু ; তবু আমি লাফ দেব এখান থেকে। হে সুকঠিন অথচ সদয় মৃত্তিকা, আমাকে আঘাত দিও না। আমাকে কেউ চেনে না। আমাকে কিছু লোক চিনলেও জাহাজের খালাসীর বেশে আমাকে মোটেই কেউ চিনতে পারবে না। যদিও আমার ভয় করছে, তথাপি চেষ্টা করব সাহস করে। এখান থেকে নামতে গিয়ে যদি আমার হাত পা না ভাঙ্গে তাহলে পালাবার অনেক সুযোগ পাব। এখানে থেকে মরাও যা এখান থেকে পালাতে গিয়ে মরাও তাই। (লাফ দিল) হায় হায়! এই পাথরের মনটাও আমার কাকার মনের মতই নিষ্ঠুর। আমার আত্মা স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হোক আর আমার এই মরদেহের অস্থিমজ্জা ইংলণ্ডের মাটিতে সমাহিত রয়ে যাক। [মৃত্যু]

(পেমব্রোক, স্যালিসবেরি ও বিগটের প্রবেশ)

স্যালিসবেরি। শোন সভাসদগণ, আমি সেণ্ট এডমণ্ডসবেরিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এই দুঃসময়ে আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাঁর প্রস্তাব আমাদের বরণ করে নিতে হবে।

পেমব্রোক। কার্ডিনালের কাছ থেকে কে এই চিঠিটা এনেছিল ?

স্যালিসবেরি। কাউণ্ট মেলুন নামে ফ্রান্সের একজন সামন্ত। যুবরাজ ডফিনের পক্ষ থেকে যে ভালবাসা তিনি আমাদের জানিয়েছেন সে ভালবাসার দাম এই চিঠির থেকে অনেক বেশী।

বিগট। আগামী কাল তাহলে আমরা দেখা করব তাঁর সঙ্গে।

স্যালিসবেরি। কিন্তু তাহলে এখনি রওনা হতে হবে। কারণ দীর্ঘ ছদিনের পথ অতিক্রম না করলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না।

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ। হে বিক্ষুব্ধ সভাসদবর্গ, আজ আবার আমাদের দেখা হলো। আমার মাধ্যমে রাজা আপনাদের উপস্থিতি কামনা করেছেন। রাজা ত নিজেই আমাদের ত্যাগ করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে গিয়ে আমাদের পবিত্র মান সম্মানকে আর কলুষিত করব না। যিনি তাঁর প্রতিটি পদচিহ্নে রক্তের কলঙ্করেখা এঁকে চলেন আমরা আর তাঁর অনুগামী হব না। তাঁকে আমাদের একথা জানিয়ে দাও। তাতে যা হয় হবে, আমরা তাতে ভয় করি না।

ফিলিপ। আপনাদের কথাগুলো আরো একটু ভাল হলে ভাল হত।

স্যালিস। আমরা একথা বলেছি আমাদের দুঃখের তাড়নায়, আচরণবিধির কথা ভাবিনি।

ফিলিপ। কিন্তু আপনাদের এ দুঃখের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। সুতরাং আপনাদের আচরণ আরো যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিৎ ছিল।

পেমব্রোক। স্যার, অধৈর্য তার কাজ ঠিক করে থাকে।

ফিলিপ। হঁ্যা তা বটে—দরকার হলে সে অধৈর্য তার মালিককেও আঘাত করবে।

স্যালিস। এইটাই ত কারাগার। সে কি, ও এখানে পড়ে রয়েছে ?

পেমব্রোক। এই সরল সুন্দর রাজপুত্রের মৃত্যুতে মৃত্যু নিজেই আরো মহীয়ান হয়ে উঠল। এই ভয়ঙ্কর কাজ গোপন রাখার জন্য পৃথিবীতে কোন গর্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি যেন।

স্যালিস। হত্যা নিজেই নিজের কাজে ঘৃণাবোধ করছে মানুষকে প্রতিশোধ বাসনায় উত্তেজিত করার জন্য লোকচক্ষে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে গেছে সে কাজকে।

বিগট। অথবা এই রাজকুমারকে কবর দিতে গিয়ে হত্যা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আর কবর দিতে পারেনি।

স্যালিস। স্যার রিচার্ড, কি ভাবছ ? এই ধরনের ঘটনা তুমি কি কখনো কোথাও দেখেছ অথবা তার কথা পড়েছ বা শুনেছ ? অথবা একথা কখনো ভাবতে পারতে এ ঘটনা দেখার আগে ? মানুষ ক্রোধের আবেগে ও উত্তেজনায় আজ পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড করেছে এবং তার পরে অনুতাপের অশ্রুবর্ষণ করেছে, এ হত্যা হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বর্বর, সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং সবচেয়ে কলঙ্কিত।

পেমব্রোক। এ হত্যার সঙ্গে অতীতের কোন হত্যার তুলনা হয় না এবং এই ভয়ঙ্কর হত্যার তুলনায় ভবিষ্যতের যে কোন হত্যাকাণ্ডও হাস্যাস্পদ বলে মনে হবে।

ফিলিপ। এটা যদি কোন মানুষের কাজ হয়, তাহলে একাজ সত্যিই ঘৃণ্য।

স্যালিস। একাজ যদি কোন মানুষ করে থাকে তাহলে এ কাজ হুবার্টের করা। হুবার্টই রাজার অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করেছে। আজ আমরা এক পবিত্র শপথের মাধ্যমে রাজার প্রতি আমাদের সমস্ত আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমরা আরো শপথ করছি যতদিন পর্যন্ত আমরা উপযুক্ত প্রতিশোধের দ্বারা আমাদের এ হাতকে গৌরবান্বিত করতে না পারব, ততদিন আমরা জীবনের

কোন আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করব না।

পেমব্রোক ও বিগট। ধর্মকে সাক্ষী রেখে আমরা অন্তরের সঙ্গে তোমার কথা সমর্থন করছি।

(হুবার্টের প্রবেশ)

হুবার্ট। হে সভাসদবর্গ, আমি আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর্থার বেঁচে আছে। রাজা আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

স্যালিস। আর্থার এত বড় বীর আর সাহসী যে সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। দূর হয়ে যাও শয়তান। চলে যাও।

হুবার্ট। আমি শয়তান নই।

স্যালিস। আইনটা কি আমি নিজের হাতে হাতে নেব? (তরবারি বার করে)

ফিলিপ। আপনার তরবারিটা সত্যিই চকচকে স্যার। তবে ওটা খাপে ভরে রেখে দিন।

স্যালিস। নরঘাতকের চামড়ার খাপ না পেলে এ তরবারি অন্য খাপে ভরব না।

হুবার্ট। সরে যান লর্ড স্যালিসবেরি, সরে দাঁড়ান। আমার তরবারি আপনার তরবারির মতই ধারাল, আমি চাই না আপনি আত্মবিস্মৃত হয়ে কোন কাজ করুন। আর আমি এটাও চাই না যে আমি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আপনাকে আঘাত করে ফেলি। আপনি যদি অকারণে আমার উপর ক্রুদ্ধ হন তাহলে আমিও আপনার যোগ্যতা, বংশমর্যাদা ও সামাজিক মান সম্মানের কথা ভুলে যেতে বাধ্য হব।

বিগট। দূর হয়ে যাও অপদার্থ কোথাকার। তুমি একজন সামন্তকে আঘাত করার স্পর্ধা রাখ?

হুবার্ট। মোটেই না; তবে আমার নির্দোষ নিরপরাধ জীবনকে রক্ষা করতে গিয়ে যে কোন্ সম্রাটের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে পারি।

স্যালিস। তুমি একজন নরহন্তা।

হুবার্ট। আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন না। আর তাছাড়া আমি সত্যি সত্যিই নরঘাতক নই। যে একথা বলে সে মিথ্যা বলে।

পেমব্রোক। একে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল।

ফিলিপ। আপনারা শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন।

স্যালিস। ফেলকনব্রিজ, তুমি সরে যাও, তা নাহলে আমি তোমাকেও আঘাত করব।

ফিলিপ। তার থেকে তোমার আপন শয়তানকে আঘাত করো স্যালিসবেরি। যদি তুমি আমার দিকে ভ্রূকুটি করো অথবা আর এক পাও এগিয়ে এস অথবা এগিয়ে আসার আস্ফালন করো তাহলে আমি তোমাকে এমনভাবে আঘাত করব যাতে মনে হবে নরক থেকে স্বয়ং শয়তান উঠে এসেছে।

বিগট। কি করছ ফেলকনব্রিজ, সামান্য এক শয়তান নরঘাতককে সমর্থন করছ?

হুবার্ট। লর্ড বিগট, আমি নরঘাতক নই।

বিগট। কে এই রাজকুমারকে হত্যা করেছে?

হুবার্ট। মাত্র এক ঘণ্টা আগেও আমি তাকে ভাল দেখে এসেছি। আমি তাকে সম্মান করতাম ভালবাসতাম। তার জীবনের জন্য আমি কেঁদে কেঁদে নিজের জীবন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।

স্যালিস। ওর সুচতুর অশ্রুধারার ছলনাকে বিশ্বাস করবেন না। শয়তানরা এমনিই করে থাকে। ও একজন পাকা শয়তান বলে ভালমানুষ সেজে অনুশোচনার অশ্রুর নদী বইয়ে দিচ্ছে। চল আমার সঙ্গে। যারা এই সব ঘৃণ্য কশাইখানার কাজ পছন্দ করো না, তারা সবাই চলে এস। পাপের গন্ধে দম আমার বন্ধ হয়ে আসছে।

বিগট। চল সবাই এডমণ্ডসবেরির দিকে। যেখানে ডফিন আছে।

পেমব্রোক। রাজাকে বলবে সে যেন আমাদের খুঁজে বার করে।

(সভাসদদের প্রস্থান)

ফিলিপ। এ দুনিয়াটা সত্যিই বেশ মজার। এ ব্যাপারের তুমি কিছু জান? দয়া মায়ার সীমাহীন নাগালের বাইরে এ হত্যাকাণ্ড যদি তুমি করে থাক হুবার্ট তাহলে তোমার পাপের আর শেষ থাকবে না।

হুবার্ট। আমার কথা দয়া করে শুনুন স্যার।

ফিলিপ। আর শুনব! আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, যদি তুমি এই বালককে হত্যা করে থাক তাহলে তুমি যুবরাজ লুসিফারের থেকেও পাপী। ঘোর পাপী।

হুবার্ট। আমি আপন আত্মার নামে—

ফিলিপ। তুমি যদি এ কাজে মতও দিয়ে থাক তাহলে তোমার উদ্ধারের আর কোন আশা থাকবে না। তাহলে সামান্য মাকড়সার জালের এক গাছি সুতো তোমার কাছে হয়ে উঠবে ফাঁসিকাঠ, সামান্য এক চামচে জল তোমার কাছে হয়ে উঠবে এক মহাসমুদ্র আর তোমার মত শয়তানকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে তা

হয়ে উঠবে যথেষ্ট। আমার ত কিন্তু তোমার উপর সন্দেহ হচ্ছে।

হুবার্ট। এই সুন্দর বালকের মৃত্যুর কথা যদি আমি চিন্তা করে থাকি অথবা আমি তাতে মত দিয়ে থাকি তাহলে অশেষ নরক যন্ত্রণা যেন আমায় ভোগ করতে হয়। আমি ভাল করে দেখে আসি।

ফিলিপ। যাও, অস্ত্রধারণ করগে! আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে আমি অসংখ্য বিপদের কাঁটায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। কত সহজেই না তুমি ইংলণ্ডের এ বিপদ ডেকে আনলে। এই মৃত রাজপুত্রের মরদেহের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের ধন প্রাণ ও অধিকার স্বর্গে যেতে বসেছে। আজ এক চরম বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে ইংলণ্ডে। যুদ্ধের বিভীষিকা রাজরক্ত পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দেশের মধ্যে প্রজাদের তীব্র অসন্তোষ আজ রাজরোষের সম্মুখীন। কোন পশুর মৃতদেহের জন্য ওত পেতে বসে থাকা এক দাঁড়কাকের মত দেশের লুপ্তপ্রায় সকল ঐশ্বর্যকে গ্রাস করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে এক বিরাট বিপর্যয়। এমন ভাগ্যবান কে আছেন যিনি দেশকে এ ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতে পারেন। যাই হোক, এই বালকের মৃতদেহটা আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে বয়ে নিয়ে চল। আমি এখন রাজার কাছে যাব। অনেক কাজ আছে। এখন ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পড়েছে এ রাজ্যের উপর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ইংলণ্ড। রাজা জনের প্রাসাদ।

রাজা জন, প্যাণ্ডালফ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা জন। তাহলে আমি আমার সমস্ত গৌরব ও রাজসম্মান আপনার নিকট সমর্পণ করছি।

প্যাণ্ডালফ। (রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়ে) আপনিও আমার হাত থেকে পোপের আশীর্বাদস্বরূপ আপনার রাজকীয় কর্তৃত্বভার ও সার্বভৌমত্বের অধিকার ফিরিয়ে নিন।

রাজা জন। আপনার পবিত্র শপথ এবার রক্ষা করুন। ফরাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। পোপের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফরাসীদের অভিযান বন্ধ করুন। কারণ আমাদের বিক্ষুব্ধ প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। জনগণ তাদের স্বদেশের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিয়ে বিদেশী রাজশক্তির কাছে বশ্যতা জানাচ্ছে। রাজ্যের জনগণের এই বিকৃত

মানসিকতার অশুভ প্লাবন একমাত্র আপনিই রোধ করতে পারেন। আর দেরি করবেন না। বর্তমান সময় এমনই খারাপ যে এখনি উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে পরে প্রতিকারের কোন উপায় থাকবে না।

প্যাণ্ডালফ। পোপের প্রতি আপনার দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য এ ঝড়ের আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আপনি শান্তিপূর্ণভাবে আপনার মত পরিবর্তন করেছেন বলে আমি আবার শান্ত করব এ ঝড়। শান্তির উজ্জ্বল সূর্য নিয়ে আসব আপনার এই দুর্যোগঘন দেশের আকাশে। মনে রাখবেন, পোপের প্রতি আপনার শপথের খাতিরেই আমি ফরাসীদের অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য করার জন্য চলেছি।

[প্রস্থান]

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ। সারা কেণ্ট আত্মসমর্পণ করেছে। একমাত্র ডোভার দুর্গ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। লণ্ডন যুবরাজ ডফিন আর সৈন্য সামন্তদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে। আপনার সামন্তরা আপনার কথা শুনবে না, তারা বিদেশী শক্তির সেবা করার জন্য চলে গেছে। আপনার স্বল্পসংখ্যক বন্ধু ও অনুচরবর্গের মন সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে তারা।

রাজা জন। আর্থার বেঁচে আছে একথা জানার পরেও কি কোন লর্ড ফিরে আসবে না আমার কাছে ?

ফিলিপ। রত্নহীন শূন্য ও পথনিক্ষিপ্ত কৌটোর মত আর্থারের মৃতদেহটাকে পথের উপর পড়ে থাকতে দেখেছে তারা।

রাজা জন। শয়তান হুবার্ট আমায় বলল সে বেঁচে আছে।

ফিলিপ। সে তাই বলেছিল, কারণ সে তাই জানত। কিন্তু কেন এমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন ? কেন এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে আপনাকে ? আপনার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মত কাজেও আপনি দুঃসাহসী হয়ে উঠুন। আপনার মত একজন রাজার চোখে যেন কোন ভয় বা অবিশ্বাস ফুটে না ওঠে। সময়ানুসারে আপনি নির্ভীক হয়ে উঠুন। আগুনের সামনে আগুন হয়ে জ্বলে উঠুন আপনি। ভয়াবহতায় স্বয়ং বিভীষিকাকেও ছাড়িয়ে যান, ভীতিপ্রদর্শনকারীদের ভয় দেখান। চোখে মুখে অটল প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটিয়ে তুলে আপনি যে মহান তার পরিচয় দিন ; যারা ক্ষুদ্র তারা মহানদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করে চলে। এক উচ্চাভিলাষসিক্ত প্রত্যয় আর অসমসাহসিকতার উপর ভর করে যুদ্ধের দেবতার

মত অতুলনীয় বিক্রম ও তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান। কী, আপনি কি বলতে চান শত্রুরা সিংহের গুহায় এসে সিংহকে ভয় দেখাবে আর আপনি তাদের ভয়ে কেঁপে উঠবেন? তা না করে আপনি কি তারা আপনার বাড়ির দরজার কাছে এসে পড়ার আগেই তাদের তাড়িয়ে দেবেন না?

রাজা জন। পোপের প্রতিনিধি এখন আমার দিকে। আমি তার সঙ্গে এক শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডফিনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসা ফরাসী শক্তিকে তিনি প্রতিনিবৃত্ত করবেন।

ফিলিপ। হায়, কী অপমানজনক সন্ধি! আমরা নিজেদের দেশের বুকে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারী শক্তির সঙ্গে আপোষ করব, সন্ধি করব আর শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক অর্বাচীন বালক অমন উদ্ধত অহঙ্কারে অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে আসবে? আমরাও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হই মহারাজ। কার্ডিনাল যদি সন্ধি করতে সমর্থও হন তাহলে শত্রুরা অন্ততঃ দেখবে আমরাও প্রতিরক্ষায় পরাঙ্মুখ ছিলাম না।

রাজা জন। সময় বুঝে যা ভাল হয় করো।

ফিলিপ। সাহসের উপর ভর করে চল তাহলে এগিয়ে চলি। আমি জানি, গর্বোদ্ধত শত্রুদের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত ক্ষমতা আমাদের আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ইংলণ্ড। সেণ্ট এডমণ্ডসবেরিতে অবস্থিত যুবরাজ ডফিনের শিবির। অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত লিউস, স্যালিসবেরি, মেলুন, পেমব্রোক, বিগট ও সৈনিকদের প্রবেশ

লিউস। মাননীয় লর্ড মেলুন, এই চুক্তিপত্রের এক নকল যত্ন করে রেখে দিন আর এটা লর্ডদের ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের শপথবাক্যটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিন।

স্যালিসবেরি। আমাদের পক্ষ থেকে এ শপথ কোনদিন ভঙ্গ হবে না। হে মহান যুবরাজ, যদিও স্বেচ্ছায় আমরা আপনার দলে যোগদান করেছি তথাপি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। অবশ্য আমি আমাদের এই বিদ্রোহে সন্তুষ্ট নই। দেশের এই দুর্দিনে আজ যখন প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের একান্ত প্রয়োজন আমরা তখন দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছি, একটা ক্ষতকে সারাতে গিয়ে অজস্র ক্ষত করে বসছি---এ কথা ভেবে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু না করে উপায় নেই, কঠোর অন্যায় আর ঘোর অবিচারের হাত থেকে আমাদের অধিকারকে বাঁচাবার জন্য এ কাজ আমাদের করতেই হবে। হায় বন্ধুগণ, এটা সত্যিই দুঃখের কথা যে আমরা দেশের সন্তান হয়ে দেশের এই দুঃসময়ে বিদেশী শত্রুদের দলে যোগদান

করছি। হে স্বদেশবাসীগণ, পারবে কি তোমরা সমস্ত হিংসা ভুলে শত্রুদের সঙ্গে এক শান্তিপূর্ণ মিলনে আবদ্ধ হতে ?

লিউস। আপনার অন্তরে দেশপ্রীতির যে আবেগ উত্তাল হয়ে উঠছে তা নিঃসন্দেহে মহান। অবস্থার চাপ ও মর্যাদাবোধের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করতে হয়েছে আপনাকে। অনেক নারীর চোখে জল দেখে আমার অন্তর বিচলিত হয়েছে এর আগে। কিন্তু যে রজতশুভ্র অশ্রুধারার দ্বারা আপনার গণ্ডদ্বয় বিধৌত হচ্ছে তা আমার চোখেও জল আনছে। কিন্তু জ্বলন্ত উল্কার উপরে আকাশের সব শিশিরবিন্দুকে নিঃশেষে ঝরে পড়তে দেখলেও এতটা বিস্মিত হতাম না আমি। হে প্রসিদ্ধ বীর স্যালিসবেরি, মুখ তুলুন, সাহস ও উদ্যমের সঙ্গে অন্তর হতে সব আবেগ ও বিক্ষোভকে অপসারিত করুন। ও সব অশ্রু সেই সব শিশুদের চোখে মানায় যারা কখনো বিপদ চোখে দেখেনি। আপনি ও অন্যান্য সামন্তরা সকলেই আমার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যথাযোগ্য সুখসমৃদ্ধি লাভ করবেন।

প্যাণ্ডালফের প্রবেশ

ঐ দেখুন পোপের পবিত্র প্রতিনিধি আসছেন আমাদের অভিযানের জন্য আমাদের ধর্মীয় অধিকার দান করার অভিপ্রায়ে।

প্যাণ্ডালফ। অভিবাদন গ্রহণ করুন হে মহান ফরাসী যুবরাজ! আমার বক্তব্য এই যে রাজা জন রোমের পোপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর যে বিদ্রোহী মন একদিন পবিত্র চার্চের বিরোধিতা করেছিল আজ তা শান্ত হয়েছে। সুতরাং যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের উদ্দাম সিংহকে বশীভূত করে শান্তির বেদীমূলে আবদ্ধ করে ফেল। আর ওদের কোন ক্ষতি করো না।

লিউস। আমায় ক্ষমা করবেন। এ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হব না আমি। আমি এমন নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিনি যে অপরের দ্বারা যন্ত্রচালিতের মত চলতে হবে আমায়। পৃথিবীর অপর কোন সার্বভৌম শক্তি বশীভূত করতে পারবে না আমায়। একদিন আপনিই এই রাজ্য আর আমার মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তোলেন নিজের হাতে। আজ সে আগুন এত বড় আকারে জ্বলে উঠেছে যে আপনি আপনার সেই সামান্য ফুৎকার দিয়ে আর তা নির্বাপিত করতে পারবেন না। আপনি আমাকে অধিকারের প্রতি সচেষ্ট করে দিয়ে এ রাজ্যের উপর আমার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলেন। আমাকে একদিন এ যুদ্ধে উত্তেজিত করার পর আজ আবার আপনি এসে বলছেন রাজা জন রোমের সঙ্গে সন্ধি করেছেন ?

শান্তির কি দাম আছে আমার কাছে? আর্থারের মৃত্যুর পর আমার বৈবাহিক সম্পর্কের খাতিরে এই রাজ্যের উপর আমার দাবি জানাচ্ছি। এখন এ রাজ্যের অর্ধাংশ আমার দখলে, তবু রাজা জন রোমের বশ্যতা মেনে নিয়েছেন বলেই আমি তা ছেড়ে দিয়ে যাব? আমি কি রোমের ক্রীতদাস? এ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য রোম অর্থব্যয় করেছে? আমার দাবি আদায়ের জন্য সব ব্যয়ভার আমিই বহন করিনি? এ দেশের অধিবাসীদের আমার জয়গান করতে শুনিনি? শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকরা আমায় স্বাগত জানায়নি? রাজমুকুটলাভের খেলায় সবচেয়ে ভাল তাসটি আমি পেয়ে গেছি। এখন আমি এ সুযোগ ছেড়ে চলে যাব? না, কখনই না। কোন কথা শুনব না।

প্যাণ্ডালফ। তুমি এ ঘটনার বাইরেটাই দেখছ।

লিউস। ভিতর বাহির জানি না, আমি আমার আশা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না, আমি এ যুদ্ধ থামাব না। সমস্ত বাধা বিপত্তি ও এমন কি মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেও আমি বিজয়গৌরব লাভ করবই (তূর্যধ্বনি) ঐ যুদ্ধের জয়ঢাক আমাকে ডাকছে।

অনুচরবর্গসহ ফিলিপের প্রবেশ

ফিলিপ। ঘটনাচক্রে আবর্তিত হয়ে আবার আপনাদের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলাম। রাজার পক্ষ থেকে আমি জানতে এসেছি জনগণের মনোভাব কি। এ বিষয়ে আমার ক্ষমতা অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ।

প্যাণ্ডাল্‌ফ। শান্তির আবেদনে সাড়া দেবার মত ইচ্ছা নেই যুবরাজ ডফিনের। তিনি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অস্ত্রসংবরণ করবেন না।

ফিলিপ। যুবরাজ তাঁর ক্রোধতপ্ত যৌবনের উপযুক্ত কথাই বলেছেন। এবার আমাদের ইংরাজ রাজার কথা শুনুন। তিনি যা বলার আমার মাধ্যমেই বলেছেন। তিনি ভালভাবেই প্রস্তুত এ যুদ্ধের জন্য। আপনাদের বালসুলভ উদ্ধত অভিযান দেখে তিনি উপহাস করছেন এবং তিনি এই অকিঞ্চিৎকর বিদেশী শক্তিকে তাঁর রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত। তাঁর যে শক্তির বলে একদিন তিনি আপনাদের দেশে গিয়ে আপনার সম্মুখ বিরোধিতা করেছিলেন, আজ তাঁর ঘরে সে শক্তি ক্ষীণ ও নিস্তেজ হয়ে থাকবে ভেবেছেন? না, কখনও না। জেনে রেখো, বীর ঈগলের মত তাঁর বাসা রক্ষার জন্য সমরসজ্জায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন রাজা। আর তোমরা, নির্লজ্জ বিদ্রোহীগণ, রক্তপিপাসু নীরোর মত নিজের মার পেট নিজের হাতে চিরছ। তোমাদের

ঘরের স্ত্রী ও মেয়েরা যখন যুদ্ধের দামামা শুনে সামান্য একটা সূচ হাতে করেও ছুটে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে তোমরা তখন শত্রুদলে যোগদান করেছ? তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

লিউস। খুব বাহাদুর তুমি সাহসী বীর। এবার চুপ করে চলে যাও। এই তিরস্কারবাক্য শোনাবার জন্য তোমাকে কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিদায়। তোমার এই কচকচি নীতি উপদেশ শোনার চেয়ে অনেক বড় কাজ আমাদের করার আছে।

প্যাণ্ডালফ। আমাকে কিছু বলতে দেওয়া হোক।

ফিলিপ। না, আমি বলব।

লিউস। আমরা কারো কথাই শুনব না। রণভেরী ও জয়ঢাক বাজাও। যুদ্ধই আমাদের সব কথা বলে দেবে।

ফিলিপ। বাজুক, আরো জোরে বাজুক তোমাদের জয়ঢাক। বজ্রের গর্জনকে উপহাস করে চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক তোমাদের জয়ঢাক। পোপের প্রতিনিধিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ তুমি। মৃত্যু তোমার শিয়রে। অসংখ্য ফরাসীর রক্তপান করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে সে মৃত্যু।

লিউস। সমস্ত বিপদ ও বাধাকে অস্বীকার করে জয়ঢাক বাজাও।

ফিলিপ। ভেবো না ডফিন, এ বিপদ কাকে বলে তা একদিন জানতে পারবেই।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য। ইংলণ্ড। যুদ্ধক্ষেত্র। রণবাদ্য।

(রাজা জন ও হুবার্টের প্রবেশ)

রাজা জন। আজকের যুদ্ধের খবর কি তা আমাকে জানাও হুবার্ট।

হুবার্ট। আমার মনে হচ্ছে খারাপ। আপনি এখন কেমন আছেন?

রাজা জন। আমার এই জ্বরটা দীর্ঘ দিনের। এটা আমাকে ছাড়ছে না, খুবই কষ্ট দিচ্ছে। আমার হৃৎপিণ্ড খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হুজুর, আপনার বীর আত্মীয় ফেলকনব্রিজ আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বলেছেন। আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন সেকথা আমায় জানাতে বলেছেন তিনি।

রাজা জন। তাকে বলো, আমি সুইনস্টেড মঠে গিয়ে আশ্রয় নেব।

দূত। শান্ত হোন, এখানে ডফিনের কাছে বিভিন্ন সরবরাহ নিয়ে যে সব জাহাজ

আসছিল তা তিন দিন আগে গডউইন চরে আটকে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এ খবরটা রিচার্ড একটু আগে পেয়েছেন। যুদ্ধে ফরাসীদের তেমন আর উদ্যম বা উত্তাপ নেই।

রাজা জন। এই দূষিত জ্বরটা এমনভাবে আমায় কষ্ট দিচ্ছে যে এই সুখবরে আমি কোন আনন্দই পেলাম না। যাই হোক, আমায় সুইনস্টেডের দিকে নিয়ে চল। আমি খুবই দুর্বল এবং মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব। [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য। ইংলণ্ড। যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক দিক।

(স্যালিসবেরি, পেমব্রোক ও বিগটের প্রবেশ)

স্যালিসবেরি। আমার মনে হয় না রাজার কাছে এখন বেশী বন্ধুবান্ধব আছে।

পেমব্রোক। উদ্যমের সঙ্গে যুদ্ধ করো। ফরাসীদের সাহায্য করো। তাদের পরাজয় আমাদেরও পরাজয়।

স্যালিসবেরি। অবৈধ শয়তান ফেলকনব্রিজ একাই আজকের যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

পেমব্রোক। ওরা বলছে রাজা জন অসুস্থ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেছেন।

(আহত অবস্থায় মেলুনের প্রবেশ)

মেলুন। ইংলণ্ডের বিদ্রোহীদের কাছে আমায় নিয়ে চল।

পেমব্রোক। ইনি হচ্ছেন কাউণ্ট মেলুন।

স্যালিস। ইনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

মেলুন। হে ইংরাজ সামন্তবর্গ, পালিয়ে যাও। সব বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে ঘরে ফিরে যাও, রাজার পদতলে গিয়ে নতজানু হও। কারণ ফরাসীরা যদি এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে রাজা তাঁর ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে তোমাদের শিরচ্ছেদ করবেন—এই বলে শপথ করেছেন তিনি এডমণ্ডসবেরির চার্চের বেদীমূলে। যেখানে একদিন আমরা আপনাদের প্রেম ও বন্ধুত্বের শপথে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

স্যালিসবেরি। এটা কি সম্ভব? এটা কি সত্য?

মেলুন। ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না! আগুনের সামনে গলে যাওয়া মোমের মত আমার জীবন কি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না? তা যদি হয় কেন তবে আমি মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নেব? মৃত্যুকালে সত্য ছেড়ে কেন আমি মিথ্যাকে অবলম্বন করব? আমি আশঙ্কা করছি, যদি লিউস জয়লাভ

করে তাহলে আজকের রাত্রিশেষে কালকের সূর্য তোমরা আর দেখতে পাবে না। তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার সব জরিমানা আদায় দিয়ে এইভাবে মরতে হবে তোমাদের। তোমাদের রাজার এক অনুচর হুবার্টের কাছে আমার নাম করো। আমার পৌত্র একজন ইংরেজ এবং সেই আমার বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে। তাই আমি এসব কথা বললাম। আমাকে এখান থেকে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে চল। এই গোলমাল আর আমার ভাল লাগছে না। যতটুকু সময় বাঁচি, আমি যেন নির্জন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে শান্তিতে বাঁচতে পারি।

স্যালিস। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি। আমরা এই ঘটনার সদ্ব্যবহার করব। সমুদ্রের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত বিভ্রান্ত বন্যাস্রোতের মত আমরাও ভুল পথ ত্যাগ করে আবার আমাদের মহান রাজা জনের সমীপে গিয়ে মিলিত হব। চলুন আমি আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাই। চল বন্ধুগণ, আবার আমরা ফিরে যাই আমাদের পুরনো অধিকারের রাজ্যে।

পঞ্চম দৃশ্য। ফরাসী শিবির।

লিউস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লিউস। মনে হচ্ছে আকাশের সূর্য অস্ত যেতে চাইছে না। ইংরেজদের পরাজয়ের গ্লানিতে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। আমরা সত্যিই সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছি। সার্থক হয়েছে আমাদের সকল শ্রম আর রক্তপাত। আমরা পরিষ্কার জয়লাভ করেছি আজকের যুদ্ধে।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজ ডফিন কোথায়?

লিউস। এই যে আমি।

দূত। কাউন্ট মেলুন নিহত। ইংরেজ লর্ডগণ তাঁর প্ররোচনায় আমাদের দল ত্যাগ করে তাদের রাজার কাছে ফিরে গেছে। আপনি যে সরবরাহের প্রত্যাশা করছিলেন তা গডউইনের চরের কাছে সব ডুবে গেছে।

লিউস। হায়, কী মর্মান্তিক দুঃসংবাদ! আমি ভাবতেই পারিনি এ দুঃখ আজ রাত্রিতে আমায় ভোগ করতে হবে। তবে যে শুনলাম রাজা জন পালিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্র হতে? কে বলল একথা?

দূত। যেই বলুক, একথা সত্য যুবরাজ।

লিউস। ঠিক আছে। আজ রাতে সতর্ক থাকবে। আগামী কালের জন্য আমায় প্রস্তুত হতে হবে। [সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য। সুইনস্টেডের মঠের নিকটস্থ উন্মুক্ত স্থান।

পৃথক পৃথকভাবে ফিলিপ ও হুবার্টের প্রবেশ

হুবার্ট। কে ওখানে ? বল তাড়াতাড়ি, না হলে তোমায় বলি দেব।

ফিলিপ। বন্ধু। তুমি কে ?

হুবার্ট। আমি ইংলণ্ডের একজন।

ফিলিপ। কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

হুবার্ট। তাতে তোমার দরকার কি ? তোমার কথা যখন আমি জানতে চাইছি না তখন আমার কথাও তোমার জানতে চাওয়া উচিত না।

ফিলিপ। তুমি হুবার্ট না ? আমি প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশেরই একজন। তুমি যেই হও বন্ধুত্ব করতে পার আমার সঙ্গে।

হুবার্ট। তুমি ঠিক বলছ রাত্রির অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারিনি। মানুষের স্মৃতি কী নিষ্ঠুর ! হে বীর সৈনিক, তোমার কথা কানে শুনেও তোমাকে চিনতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করো আমায়।

ফিলিপ। ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন খবর কি বল।

হুবার্ট। এখন আমি এই অন্ধকারে তোমাকেই খুঁজে চলেছি কেন জান ?

ফিলিপ। সংক্ষেপে বল, খবর কি ?

হুবার্ট। এই অন্ধকার রাত্রির মতই আমাদের সংবাদ হচ্ছে কালো এবং ভয়াবহ।

ফিলিপ। আমি মেয়ে নই, আমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাব না, খবরটা কি বল।

হুবার্ট। আমার মনে হয় কোন এক সন্ন্যাসী রাজাকে বিষ খাইয়েছে। আমি তাঁকে বাকশক্তিরহিত দেখে এসেছি। এই দুঃসংবাদ আপনাকে জানাবার জন্যই আমি ছুটে এসেছি সেখান থেকে।

ফিলিপ। কেমন করে তিনি বিষ খেলেন ? কে তাঁকে তা দিল ?

হুবার্ট। বললাম এক মঠবাসী। একটা কুমতলববাজ শয়তান। এখনো রাজা কথা বলতে পারছেন ? হয়ত ভাল হয়ে উঠতে পারেন।

ফিলিপ। কার হাতে তুমি রাজার সেবার ভার দিয়ে এসেছ ?

হুবার্ট। কেন, তুমি জান না, লর্ডরা সকলে ফিরে এসেছেন এবং যুবরাজ হেনরিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ? যুবরাজের অনুরোধে রাজা তাঁদের সকলকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁরা সবাই রাজার কাছে রয়েছেন।

ফিলিপ। হে ঈশ্বর ! তোমার কোপদৃষ্টি প্রশমিত করো। আমাদের শক্তির বাইরে কোন কাজ করতে আমাদের বলো না। শোন হুবার্ট, গতরাত্রে লিঙ্কন

ওয়াশ পার হবার সময় আমার অর্ধেক শক্তি চলে গেছে, আমি কোন রকমে বেঁচে গেছি। আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগেই তিনি হয়ত মারা যাবেন। [সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য। সুইনস্টেড মঠের বাগান।

(যুবরাজ হেনরি, স্যালিসবেরি ও বিগটের প্রবেশ)

যুবরাজ হেনরি। অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিষক্রিয়া তাঁর দেহের সব রক্তকে দূষিত করে তাঁর মস্তিষ্ক পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। এই বিষক্রিয়ার ফলে তিনি যে প্রলাপ বকছেন তাতে বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই।

(পেমব্রোকের প্রবেশ)

পেমব্রোক। মহারাজ এখনো কথা বলছেন। তাঁর বিশ্বাস বিষক্রিয়ার যে তাপে তাঁর দেহটা জ্বলছে, ফাঁকা হাওয়ায় এলে তা অনেক কমে যাবে।

হেনরি। এই বাগানবাড়িতে তাঁকে নিয়ে এস। উনি কি এখনো রেগে আছেন? [বিগটের প্রস্থান]

পেমব্রোক। আগের থেকে তিনি অনেক শান্ত। একটু আগেও তিনি গান করছিলেন।

হেনরি। হে উদ্ধত অগ্রপ্রসারী ব্যাধি, তোমার আক্রমণ ও অবরোধ মানুষের চেতনাশক্তিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে হিতাহিত কিছুই বুঝতে পারে না। অনেক অবান্তর চিন্তা মাথায় তখন প্রবেশ করে। তখন মানুষ গানও করে। নিজেরই গান শুনতে শুনতে তার ক্লান্ত দেহমন শেষনিদ্রায় অভিভূত হতে পড়ে।

স্যালিস। শান্ত হোন যুবরাজ, ধৈর্য ধরুন। কারণ রাজা যে বিক্ষুব্ধ ও ছিন্নভিন্ন রাজ্য রেখে যাচ্ছেন তাকে আপনাকে এক শান্ত ও সুশৃংখলবদ্ধ রূপদান করতে হবে।

(চেয়ারে উপবেশনরত রাজাকে নিয়ে বিগট ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

রাজা জন। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলছে। আমার নাড়ীভুঁড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না এ আঁগুনের তাপ।

হেনরি। কেমন রয়েছেন পিতা?

রাজা জন। বিষ, বিষে জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। তোমরা কি কেউ শীতকে আসতে বলবে না? শীতের তীক্ষ্ণ শীতল আগুন আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিক।

রাজ্যের নদীগুলোকে তাদের গতি পরিবর্তন করে আমার জ্বলন্ত বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলে যেতে বল না। অথবা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসকে আমার তপ্ত ঠোঁট দুটোকে একবার চুম্বন করতে বল। আমি শুধু চাই একটুখানি শীতলতা, আর কিছু না। তাও তোমরা দিতে পার না? তোমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে তাও তোমরা দিতে চাও না।

হেনরি। আমার এই অশ্রুর শীতলতা দিয়ে আমি যদি আপনার সব তাপ দূর করতে পারতাম।

রাজা জন। কিন্তু অশ্রুর মধ্যেও তপ্ত লবণ আছে। আমার মধ্যে যেন এক জীবন্ত নরক বিরাজ করছে। এক ভয়ঙ্কর বিষ সেই নরকের মধ্যে আমার রক্তকে বিভিন্নভাবে নিপীড়িত করছে।

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ। আমি তীব্র গতিতে ছুটে এসেছি আপনাকে দেখার জন্য।

রাজা জন। তুমি আমায় দেখতে এসেছ ভাই! আমার অন্তর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। আমার রাজকীয় গৌরবের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ফিলিপ। ডফিন এদিকে আমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জানি না তাকে কেমন করে বাধা দেব আমরা। (রাজার মৃত্যু)

স্যালিস। তুমি একজন মুমূর্ষু লোকের কানে এই দুঃসংবাদটা শুনিয়ে দিলে? মহারাজ!—সব শেষ হয়ে গেল।

হেনরি। একজন রাজার যদি এই পরিণতি হয় তাহলে জগতে আশা কোথায়, সান্ত্বনা কোথায়?

ফিলিপ। হে মহারাজ, তোমার অসমাপ্ত প্রতিশোধ নেবার কাজ আমার উপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে তুমি? তারপর স্বর্গে গিয়ে আমি আবার মিলিত হব তোমার সঙ্গে। ডফিন আমাদের গৃহদ্বারে এসে গেছে। হে নক্ষত্রদল, কোথায় তোমাদের অতিপ্রাকৃত অপার্থিব শক্তি যার বলে তোমরা ধ্বংস ও অপমানের সমস্ত কারণকে অপসারিত করে দিতে পারবে আমাদের দেশ থেকে।

স্যালিস। তুমি হয়ত জান না, ভিতরে প্যাণ্ডালফ বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। উনি ডফিনের কাছ থেকে এমন এক শান্তির প্রস্তাব এনেছেন যা আমরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে এ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারি।

ফিলিপ। যখন তিনি দেখছেন আমরা প্রতিরক্ষায় সব দিক থেকে প্রস্তুত এবং তৎপর তখন তিনি এ প্রস্তাব নিয়ে এলেন!

স্যালিস। এটা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। ডফিন তার অনেক সাজোয়া গাড়ী সমুদ্র তীরের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে কথা বলার জন্য ভার দিয়েছেন প্যাণ্ডালফের উপর। আজ বিকালের দিকে চূড়ান্ত আলোচনা হবে এবিষয়ে। ইচ্ছা করলে তুমিও থাকতে পার।

ফিলিপ। হে যুবরাজ, তুমি কিন্তু অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করবে।

হেনরি। ওয়েস্টমিনিস্টারে তাঁর দেহ সমাহিত হবে। এইটাই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা।

ফিলিপ। তাই হোক। চল সবাই সেখানে যাই। এ রাজ্যের সব ভার আপনি এবার গ্রহণ করুন। আর আমি নতজানু হয়ে আপনাকে আমার সেবা ও সমস্ত আনুগত্য অন্তরের সঙ্গে আপনাকে চিরদিনের মত দান করছি।

স্যালিস। আমরাও আমাদের সেবা ও আনুগত্য অকুণ্ঠভাবে দান করছি চিরকালের জন্য।

হেনরি। আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমি। কিন্তু কেন জানি না চোখে আমার কেবলি জল আসছে।

ফিলিপ। আগে আমাদের দুঃখ করার যে কারণ ছিল এখন তা নেই। সুতরাং আমাদের যেটুকু শোক করার তার বেশী করে লাভ নেই। ইলংণ্ড অতীতে কখনো নতি স্বীকার করেনি আর ভবিষ্যতে কখনো কোন গর্বিত বিজয়ীর পদতলে নতি স্বীকার করবে না। আজ তার ক্ষুব্ধ অমাত্যরা শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। আজ সারা পৃথিবীর সকল দেশ অশান্ত অবস্থায় আমাদের আক্রমণ করলেও আমরা তাদের প্রতিহত করব। ইংলণ্ড নিজে ঐক্যবদ্ধ ও সচেষ্ট থাকলে আমাদের দুঃখের কোন কারণ থাকবে না।

কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড

নাটকের চরিত্র

রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড
জন অফ গণ্ট, ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক } রাজার পিতৃব্যদ্বয়
এডমণ্ড অফ ল্যাঙ্গলে, ইয়র্কের ডিউক
হেনরি। জন অফ গণ্টের পুত্র, অন্যতম নাম বোলিংব্রোক, হিয়ারফোর্ডের ডিউক, পরবর্তী জীবনে রাজা চতুর্থ হেনরি
ডিউক অফ অমার্লে। ডিউক অফ ইয়র্কের পুত্র
টমাস মোব্রে। ডিউক অফ নর্ফোক
ডিউক অফ সারে
আর্ল অফ স্যালিসবেরি
বুশি, বেগট, গ্রীণ } রাজা রিচার্ডের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ
আর্ল অফ নর্দামবারল্যাণ্ড
হেনরি পার্সি। ঐ পুত্র, অন্য নাম হটস্পার
লর্ড রস
লর্ড উইলোগবি
লর্ড ফিৎসওয়াটার
বিশপ অফ কার্লিসলে
ওয়েস্টমিনিস্টার মঠের অধ্যক্ষ
লর্ড মার্শাল
স্যার স্টীফেন স্ক্রুফ
এক্সটনের স্যার পিয়ার্স
কোন এক দলের ক্যাপ্টেন
দুইজন মালী
রাজা রিচার্ডের রাণী
ডিউক অফ ইয়র্কের পত্নী
ডিউক অফ গ্লসেস্টারের বিধবা পত্নী
রাণীর পরিচারিকা
সভাসদগণ, রক্ষীগণ, অফিসারগণ, দূত, সৈন্যগণ ও অনুচরবর্গ
ঘটনাস্থল : ইংলণ্ড ও ওয়েলস্

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

(সামন্তগণ ও অনুচরবর্গসহ রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও জন অফ গণ্টের প্রবেশ)

রাজা রিচার্ড। শুনুন বৃদ্ধ জন অফ গণ্ট, ল্যাঙ্কাস্টারের সম্মানিত অধিপতি আপনি আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে নর্ফোকের ডিউক টমাস মোব্রের বিরুদ্ধে আপনাদের যে ক্রুদ্ধ অভিযোগের কথা সময়াভাবের জন্য শুনতে পারিনি সে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আপনার পুত্র হেনরি হিয়ারফোর্ডকে এখানে এনেছেন কি ?

গণ্ট। হ্যাঁ, এনেছি হুজুর।

রাজা রিচার্ড। আমায় আরও বলুন, আপনি কি তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলেন, তিনি পুরাতন কোন হিংসা বা সাধারণ কোন বিশ্বাসঘাতকতার বশবর্তী হয়ে একাজ করেছিলেন? আপনি কি পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে?

গণ্ট। আমি যতদূর সম্ভব তার কাছে গিয়ে দেখলাম সে আপনাকে লক্ষ্য করে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে আপনার প্রতি তার এই প্রতি-হিংসাটা খুব গভীর নয়।

রিচার্ড। তাহলে ডাক তাদের আমাদের সামনে। অভিযোগকারী আর অভিযুক্ত ব্যক্তির অবাধ কথাবার্তা আমরা সামনাসামনি শুনব দুজনের মুখ থেকে। তাঁরা এখন দুজনেই ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতই গভীর, জ্বলন্ত আগুনের মতই হঠকারী।

(বোলিংব্রোক ও মোব্রের প্রবেশ)

বোলিংব্রোক। দীর্ঘজীবি হোন আমাদের প্রিয় রাজা। তাঁর জীবন শান্তিপূর্ণ হোক।

মোব্রে। দিনে দিনে আপনার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাক। আপনার সুশাসনে পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে ঈশ্বর নিজেই যেন অনন্ত রাজসম্মান দান করেন আপনাকে।

রিচার্ড। আমি আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনাদের একজন আমার তোষামোদ করছেন। আপনারা যে কারণে আমার কাছে এসেছেন তাতে অন্ততঃ তাই মনে হয়। এক গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আপনারা অভিযুক্ত করছেন পরস্পরকে। ভাই হিয়ারফোর্ড, নর্ফোকের ডিউক মোব্রের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কি?

বোলিংব্রোক। প্রথমতঃ আমি যা বলছি ঈশ্বর যেন তা শোনেন, এমন একজন অকৃতজ্ঞ প্রজার অকৃত্রিম রাজভক্তির সাক্ষী থাকুন তিনি। আজ আমার রাজার অমূল্য নিরাপত্তার জন্য সমস্ত রকমের বিদ্বেষপ্রসূত ঘৃণা হতে মুক্ত হয়ে রাজার সকাশে এসেছি আমি আমার অভিযোগ নিয়ে। এখন শোন টমাস মোব্রে, আমার উপযুক্ত অভিবাদন গ্রহণ করার পর কথা শোন। যদি আমি তোমাকে কোন অন্যায় কথা বলে থাকি তাহলে আমি ইহলোকেই দেহগত শাস্তি ভোগ করব। অথবা আমার সূক্ষ্ম আত্মা স্বর্গে গিয়ে জবাব দেবে তার জন্য। তুমি হচ্ছ একজন দুর্বৃত্ত এবং বিশ্বাসঘাতক—তুমি এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোক যে

তোমার আর বাঁচার কোন অধিকার নেই এ পৃথিবীতে। কারণ দেখবে আকাশকে যতই সুন্দর আর স্বচ্ছ দেখায় সে আকাশের বুকে ভাসমান মেঘগুলোকে ততই কুৎসিত দেখায়। এ বিষয়ে যতই কথা বাড়াই যতই আমি তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের নাম উচ্চারণ করি ততই কলুষিত হয়ে ওঠে আমার কণ্ঠদেশ আর ততই আমার ইচ্ছা যায় আমাদের মহারাজের কোন আপত্তি না থাকলে আমি ঠিক এই মুহূর্তে এই অবস্থায় আমার নিষ্কাশিত অসির দ্বারা আমার অভিযোগকে সম্প্রমাণিত করি।

মোব্রে। আমি শান্ত কথায় এ অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি বলে কেউ যেন ভুল করে মনে না করে যে পুরুষোচিত তেজ বা তাপ আমার নেই। এটা মেয়েদের লড়াই নয় অথবা সামান্য তিক্ত কোন বাকযুদ্ধ নয় যা একটু পরেই মিটে যাবে। আমাদের দুজনের রক্তই এখন গরম হয়ে গেছে এবং তা এখনি শীতল করতে হবে। তবে তার মানে এই নয় যে আমি আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন উত্তর দেব না। প্রথমতঃ শুনে রাখ তোমার রাজার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশতই আমি অবাধে ও অকুণ্ঠভাবে সব কথা বলতে পারছি না। তা না হলে আমি তোমাকে দু দুবার বিশ্বাসঘাতক বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলে তোমার অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতাম। তুমি রাজবংশজাত বলে তোমাকে কোন খাতির করতাম না। আমি তোমাকে মানি না। আমি তোমার গায়ে ঘৃণায় থুথু ফেলি। আমি তোমায় এক আস্ত শয়তান আর নিছক কাপুরুষ বলে ডাকি। তার বিরুদ্ধে আমার এই সব অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আমি তার যে কোন প্রতিহিংসা সহ্য করতে অথবা আল্পস পর্বতসংলগ্ন কোন তুষারাবৃত গ্রস্ত উপত্যকায় অথবা কোন দুর্গম অঞ্চলে যেখানে কোন ইংরেজ পদসঞ্চার করতে সাহস পায় না, সেখানে আবদ্ধ থাকতে রাজী আছি। পরিশেষে আমি বলতে চাই আমি রাজার প্রতি অনুরক্ত এবং ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে।

বোলিং। কাপুরুষ কোথাকার, দেখছ না তুমি ভয়ে মলিন হয়ে কাঁপছ। আমি আমার বংশমর্যাদাবোধ আপাততঃ সরিয়ে রাখলাম। আসলে তুমি রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নয়, ভয়েই পিছিয়ে যাচ্ছ। যদি তোমার অপরাধচেতনার জন্য তোমার শক্তি হ্রাস হয়ে থাকে এবং তুমি আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পার তাহলে আত্মসমর্পণ করো। নাহলে নাইট উপাধি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।

মোব্রে। আমি তোমার আহ্বান গ্রহণ করলাম। যে নাইট উপাধিতে আমাকে

ভূষিত করা হয়েছে আমিও তার খাতিরে এই তরবারি ছুঁয়ে শপথ করছি নাইটদের এই বীরত্বসূচক শক্তিপরীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করবই। আমি যদি সত্যি সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকি বা অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ বাধিয়ে থাকি তাহলে আমি আমার এই ঘোড়া থেকে জীবিত অবস্থায় আর নামব না।

রাজা রিচার্ড। আচ্ছা ভাই, মোব্রের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কি? ওর সম্বন্ধে এই ধরনের অপরাধের কথা আমাদের পক্ষে ভাবাটাও কষ্টকর।

বোলিং। আমি যা বলছি শুনুন, আমি আমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে যাব একথা—প্রমাণ করব যে মোব্রে আট হাজার টাকা নিয়েছে আপনার সৈন্যদের দেবার নাম করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আর শয়তানের মত সে টাকা সে নিজের কাজে লাগাবার জন্য রেখে দিয়েছে। তাছাড়া আমি আরো প্রমাণ করব গত আঠারো বছরের মধ্যে আমাদের সারা রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে যখন কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে অথবা কোন ষড়যন্ত্র চলেছে, মোব্রেই তার পরিকল্পনা জুগিয়েছে। আমি তাই আমার জীবন দিয়ে তার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে চাই। এ ছাড়া সে ডিউক গ্লসেস্টারের মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র করেছে, তার প্রতিপক্ষদের অনায়াসে উত্তেজিত করে রক্তপাতের মাধ্যমে তাঁর নির্দোষ প্রাণ নাশ করেছে। তাঁর নির্দোষ দেহনিঃসৃত সেই রক্তধারা এ্যাবেলের সকরুণ আর্তনাদের মত সহসা সোচ্চার হয়ে কবরের স্তব্ধগভীর সুড়ঙ্গ হতে আমার কাছে ন্যায়বিচার আর প্রতিশোধের দাবি জানিয়েছে। আমি আমার গৌরবময় বংশমর্যাদার খাতিরে এর প্রতিকার করব আর তা না হলে আমার জীবন দান করব।

রাজা রিচার্ড। তোমার সংকল্প অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা। নর্ফোকের টমাস, এ বিষয়ে তোমার কি বলার আছে?

মোব্রে। আমি বলি কি, রাজা মুখ ঘুরিয়ে এক স্বেচ্ছাকৃত বধিরতায় ওর সব অভিযোগের কথাকে উপেক্ষা করে চলুন। ওর নিন্দাবাক্য যে কতখানি ঘৃণ্য, মিথ্যা আর বিদ্বেষপ্রসূত তা আমি প্রমাণ করব।

রাজা রিচার্ড। মোব্রে, আমাদের চক্ষু কর্ণ দুটো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। জেনে রেখো, ও আমার খুড়তুতো ভাই, কিন্তু ও আমার আপন ভাই এবং আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেও আমার ন্যায়পরায়ণ আত্মার অনমনীয় দৃঢ়তা কখনই নরম ও নত হয়ে ওকে বেশী সুযোগ সুবিধা দান করবে না অথবা ওর প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না। ও যেমন আমার প্রজা, তুমিও তেমনি আমার প্রজা

মোব্রে। নির্ভয়ে এবং অকুণ্ঠভাবে তোমার কথা বলার জন্য অনুমতি দিচ্ছি আমি।

মোব্রে। তাহলে শোন বোলিংব্রোক, তোমার অন্তর নীচ বলেই তুমি এই মিথ্যা কথা বলেছ। যে টাকা আমি নিয়েছি তার তিন ভাগ আমি ক্যালে বন্দরে রাজার সৈন্যদের মধ্যে সত্যিই ভাগ করে দিয়েছি। আর একভাগ আমি রাজার অনুমতি নিয়েই রেখে দিয়েছি আমার কাছে। কারণ ফ্রান্স থেকে ওঁর রাণীকে এখানে নিয়ে আসার পথখরচ হিসাবে ও টাকা আমি রাজার কাছে পেতাম। তাহলে এবার বল, তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। আর গ্লসেস্টারের মৃত্যুর ব্যাপারে জেনে রেখো, আমি তাঁকে হত্যা করিনি। তবে এ বিষয়ে আমি আমার প্রতিশ্রুত কর্তব্যকর্ম না করে অন্যায় করেছি। শুনুন হে ল্যাঙ্কাস্টার অধিপতি, আমার শত্রুর সম্মানিত পিতা, আমি একবার আপনার মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলাম, তার কথা মনে করলে আমার চিত্ত দুঃখিত না হয়ে পারে না। চার্চে পবিত্র স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠানের আগেই আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম তার জন্য আর আশা করি যে সে ক্ষমা আমি লাভও করেছি। এই আমার অপরাধ, সুতরাং এ বিষয়ে আমি কোন শয়তানের অপবাদ সহ্য করব না। আমি যে কত বড় রাজভক্ত প্রজা সেকথা প্রমাণ করার জন্য আমি আমার উপাধির প্রতীকচিহ্ন এই বিশ্বাসঘাতকের পদতলে স্থাপন করলাম। রাজার কাছে আমার প্রার্থনা, আমাদের বিচারের দিন ধার্য করুন।

রিচার্ড। তোমরা দুজনেই ক্রোধের আতিশয্যে মত্ত হয়ে উঠেছ, এখন আমার কথা শোন। আমি চাই বিনা রক্তপাতেই উভয়ের এই ক্রোধ শান্ত ও শীতল হোক। প্রতিহিংসা গভীর হলে মনের মাঝে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। সুতরাং তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা করে সব কিছু ভুলে যাও। দুজনে একমত হয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হও। হে পিতৃব্য, এ বিবাদের যেখানে শুরু সেখানেই এর শেষ হোক। আমি নর্ফোকের ডিউককে শান্ত করব, আপনি আপনার পুত্রকে শান্ত করুন।

গণ্ট। দুজনের মধ্যে শান্তি স্থাপনই আমার মত বয়সের লোকের উপযুক্ত কাজ। হে আমার পুত্র, তুমি নর্ফোকের ডিউককে উপাধির প্রতীক চিহ্ন তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে দাও।

রিচার্ড। নর্ফোক, তুমিও তার সম্মানচিহ্ন ফেলে দাও।

গণ্ট। কী তাড়াতাড়ি করো। যে আদেশ আমি একবার করেছি তা আর দ্বিতীয়বার করব না।

মোব্রে। হে রাজন, আমি আপনার পদতলে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি, আপনি

আপনার ইচ্ছামত আমার জীবনকে চালিত করুন। কিন্তু আমার লজ্জা বা মর্যাদাবোধকে তা পারবেন না। আমার জীবন আমার কর্তব্যকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু আমার নাম যা আমার মৃত্যুর পরেও সমাধির নশ্বরতাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকবে সে নামের মহিমাকে আপনি অপমানের কলুষিত অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে পারবেন না। আমি অপমানিত অভিযুক্ত ও বিপর্যস্ত। বিষাক্ত নিন্দার তীক্ষ্ণ বাণে আমার নির্দোষ আত্মা বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত। তার যে হৃৎপিণ্ড এই সব বিষোদ্গারের উৎসস্থল সেই হৃৎপিণ্ডের রক্ত ছাড়া অন্য কোন ওষধির দ্বারাই এ ক্ষত আমার আরোগ্য লাভ করবে না।

রিচার্ড। ক্রোধকে কখনই প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ওর উপাধির প্রতীকটা আমায় দাও দেখি। মনে রাখবে অনেক সময় সিংহরা চিতাবাঘকে বশীভূত করে।

মোব্রে। হ্যাঁ তা করে বটে, কিন্তু চিতাবাঘের গায়ের দাগগুলোর পরিবর্তন করতে পারে না। আমার সম্মান ছাড়া আর সব কিছু নিন। এমন কি আমার নিজের উপাধি পর্যন্ত ত্যাগ করছি। হে আমার প্রিয় রাজাধিরাজ, নিষ্কলঙ্ক সম্মানই হলো মানুষের এই মরণশীল জীবনে একমাত্র পবিত্রতম রত্ন। সে রত্ন চলে গেলে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে চিত্রিত মাটির পুতুল, পোষমানা পশু। আমার সম্মান বা মর্যাদাই আমার জীবন। একই সঙ্গে সমানভাবে দুটো গড়ে উঠেছে। এই মর্যাদাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে আমার জীবনও আর বাঁচবে না। সুতরাং আমার সম্মানকে ফিরিয়ে দিন, এই সম্মান নিয়েই আমি বেঁচে আছি আর এই সম্মান নিয়েই আমি মরব।

রিচার্ড। ভাই, তুমিই প্রথমে ওর উপাধিটা ফেলে দাও। তুমিই প্রথমে শুরু করো।

বোলিং। হে ভগবান, আমাকে এই গভীর পাপকর্ম হতে আমার আত্মাকে রক্ষা করো। আমি কি আমার সুযোগ্য পিতার চোখের সামনে এইভাবে অপমাণিত হব? অথবা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ভয়ে মলিন হয়ে যাব? যদি আমি ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোন দুর্বলতার কথা বলে ফেলি অথবা আপোষের বিষয় আলোচনা করি তাহলে আমার সুতীক্ষ্ণ দাঁত যেন আমার সেই শঙ্কাবিহ্বল দীন মনোভাবকে ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মোব্রের সলজ্জ মুখখানার উপর ছুঁড়ে দেয়। [গণ্টের প্রস্থান]

রিচার্ড। দেখ, যেহেতু আমরা রাজা, নির্বাক দর্শকের মত আমরা শুধু দেখে যাব

না। শুধু দেখার জন্য জন্ম হয়নি আমাদের, আমাদের জন্ম হয়েছে শুধু হুকুম করার জন্য। শোন, যেহেতু আমি তোমাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে পারলাম না, তোমরা তোমাদের জীবন দিয়েই মোকাবিলা করবে পরস্পরের। তোমরা ল্যাম্বার্টের জন্মদিনে চার্চে উপস্থিত হয়ে তরবারি আর বর্শার দ্বারা পরস্পরের শক্তি পরীক্ষার দ্বারা পরস্পরের ঘৃণার পরিমাণ যাচাই করবে। লর্ড মার্শাল, আমাদের সশস্ত্র অফিসারদের এ বিষয়ে তৈরি হতে বল। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের প্রাসাদ

(গ্লসেস্টারের ডিউক, গণ্ট ও ডিউকপত্নীর প্রবেশ)

গণ্ট। হায়! তোমার আবেগসূচক চীৎকার নয়। আমার রক্তের মধ্যে যে স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা আছে তার বলেই আমি ওদের এই মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিরস্ত করার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু যেহেতু এ দ্বন্দ্বের প্রতিকারের কোন উপায় আমাদের হাতে নেই সেই হেতু আমি এ ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিলাম। ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত অপরাধীর মাথায় প্রতিশোধের জ্বালাময়ী আগুন বর্ষণ করবেন।

ডিউকপত্নী। তোমার প্রভুত্বমূলক কথাবার্তা শুনেও সে প্রতিনিবৃত্ত হলো না? তোমার মত একজন শান্ত ও প্রবীণ লোকের নীতি উপদেশের কথাতে কোন বাঁচার প্রবৃত্তি জাগল না তার মধ্যে? এডওয়ার্ডের সাত পুত্রের মধ্যে তুমি অন্যতম। একই মূল হতে উদ্ভূত সাতটি শাখার মত তোমার অন্যান্য ভাইদের কারো প্রকৃতির বিধানে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে, আবার কারো কারো নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিহিংসাপ্রসূত এক হত্যাকাণ্ডের নির্মম কুঠারাঘাতে এডওয়ার্ডের অন্যতম বলিষ্ঠ সন্তানশাখা টমাসের মৃত্যু ঘটল। হায় গণ্ট! তার ও তোমার মধ্যে একই রক্ত বিদ্যমান। একই মাতৃজঠরে সঞ্জাত হয়ে একই ধাতুতে গঠিত হয়েছ তোমরা দুজনে। তুমি এখনো জীবিত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করলেও তোমার একটি অংশ টমাসের সঙ্গে সঙ্গে মৃত। তোমার ভাই-এর মৃত্যু অবাধে মেনে নিয়ে প্রকারান্তরে তুমি তোমার পিতার মৃত্যুতে সহায়তা করেছ, কারণ তোমার ভাই তোমার পিতারই প্রতিরূপ। এটাকে ধৈর্য বলে না গণ্ট, একে বলে হতাশা। তোমার আপন ভাইকে এভাবে নিহত হতে দিয়ে তুমি তোমার মৃত্যুর পথকেই পরিষ্কার করে তুলেছ। তোমাকেও কিভাবে হত্যা করা যায় তার উপায় বলে দিয়েছ হত্যা-কারীদের। সাধারণ সামান্য লোকদের মধ্যে আমরা যেটাকে ধৈর্য বলে থাকি

মহান ও উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে সেটাকে বলা হয় এক হিমশীতল কাপুরুষতা। তোমার জীবনের নিরাপত্তার খাতিরেই গ্লসেস্টারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে তোমায়।

গণ্ট। যা ঘটেছে তা ঈশ্বরের বিধান। এ হত্যার ব্যাপারে যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরই তার বিচার করবেন। ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে আমি কোন অস্ত্রধারণ করতে পারব না।

ডিউকপত্নী। তাহলে কোথায় আমি অভিযোগ করব?

গণ্ট। যিনি বিধবা নারীর একমাত্র রক্ষাকর্তা সেই ঈশ্বরের কাছে।

ডিউকপত্নী। তাই করব। বিদায় গণ্ট। যাই হোক, পার্কে গিয়ে লর্ড হিয়ারফোর্ড ও মোব্রের লড়াইটা দেখো। অবশ্য হিয়ারফোর্ডের তীক্ষ্ণ বর্শাটাও মোব্রের বুকে বিঁধতে পারে আবার তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে আর মোব্রের বর্শাও হিয়ারফোর্ডের বুকে বিঁধতে পারে। যাই বিদায় গণ্ট, তবে আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটলে আমারও যেন জীবনের অবসান ঘটে।

গণ্ট। বিদায় বোন, আমি যাব। তুমি একটু অপেক্ষা করে আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পার।

ডিউকপত্নী। আর একটা কথা—দুঃখের কথা শেষ হতে চায় না। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে হচ্ছে আমার সব কথা বলা হলো না। তোমার ভাই এডমণ্ড ইয়র্ককে আমার কথা বলবে। শোন শোন, অত তাড়াতাড়ি করো না। তাকে বলবে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার খবর নিতে যায়। সে হয়ত গিয়ে দেখবে সব শেষ, সব ঘর শূন্য, সে হয়ত শুনতে পাবে শুধু আমার সকরুণ আর্তনাদ। যাই, এই আমি শেষবারের মত অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কভেণ্ট্রি।

লর্ড মার্শাল ও অমার্লের ডিউকের প্রবেশ

মার্শাল। লর্ড অমার্লে, হ্যারি হিয়ারফোর্ড কি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছেন?

অমার্লে। হ্যাঁ, অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে তিনি প্রবেশানুমতি চাইছেন।

মার্শাল। নর্ফোকের ডিউক সানন্দে এবং সাহসের সঙ্গে আহ্বানসূচক ঢাকের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছেন।

অমার্লে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাহলে দুজনেই তৈরি। শুধু রাজা এসে পড়লেই হয়।

বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গণ্ট, বুশি, বেগট, গ্রীণ ও অন্যান্য সামন্তগণসহ

রাজা প্রবেশ করলেন। তারপর রক্ষীসহ নর্ফোকের ডিউক
মোব্রের বাদী হিসাব প্রবেশ।

রাজা রিচার্ড। মার্শাল, ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিজ্ঞাসা করো, কেন এখানে উনি সশস্ত্র অবস্থায় এসেছেন, ওঁর নাম জিজ্ঞাসা করো। তারপর নিয়ম অনুসারে উনি কিজন্য এখানে এসেছেন সেবিষয়ে ওঁর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করো।

মার্শাল। ঈশ্বর ও রাজার নামে শপথ করে বলুন কে আপনি আর কেনই বা এখানে নাইটের মত সশস্ত্র অবস্থায় এসেছেন, বলুন কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন এবং ঝগড়ার কারণই বা কি। আপনার নাইট উপাধির খাতিরে শপথ করে সত্য কথা বলুন। ঈশ্বর আপনাকে ও আপনার বীরত্বকে রক্ষা করবেন।

মোব্রে। আমার নাম টমাস মোব্রে। আমি হচ্ছি নর্ফোকের ডিউক। আমি ঈশ্বর ও রাজার নামে শপথ করে বলছি আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হিয়ারফোর্ডের ডিউকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এখানে এসেছি। আমি তাকে ঈশ্বর ও রাজা ও আমার সামনে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করতে চাই।

জয়ঢাকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীসহ হিয়ারফোর্ডের ডিউক
বোলিংব্রোকের বিবাদী হিসাবে প্রবেশ

রিচার্ড। মার্শাল, অদূরবর্তী ঐ নাইটকে জিজ্ঞাসা করো উনি কে, আর কেনই বা উনি রণসাজে সজ্জিত হয়ে এখানে এসেছেন। তারপর আইন অনুসারে ওঁর সব কথা শুনে ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

মার্শাল। আপনার নাম কি? কেনই বা আপনি রাজা রিচার্ডের কাছে এসেছেন? কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ এবং আপনাদের বিবাদের কারণই বা কি? একজন প্রকৃত নাইটের মত সত্য কথা বলুন, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করবেন।

বোলিং। আমার নাম হিয়ারফোর্ডের হ্যারি; আমি হচ্ছি হিয়ারফোর্ড ও ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক। আমি ঈশ্বরের কৃপায় বীরোচিত সাহসের সঙ্গে রণসাজে সজ্জিত হয়ে একথা প্রমাণ করার জন্য এখানে এসেছি যে নর্ফোকের ডিউক টমাস মোব্রে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং তিনি ঈশ্বর, রাজা রিচার্ড ও আমার কাছে বিপজ্জনক। যেহেতু আমি ন্যায়ের খাতিরে যুদ্ধ করছি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।

মার্শাল। লড়াইএর নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে একমাত্র মার্শাল আর অফিসার ছাড়া যে প্রবেশ করবে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বোলিং। লর্ড মার্শাল, রাজার হাতটাকে একবার আমায় চুম্বন করতে দিন এবং তারপর নতজানু হয়ে রাজার কাছে আমায় বিদায় নিতে দিন। মোব্রে এবং আমি দুজনে যেন এক সুদূরবর্তী তীর্থযাত্রার পথে ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। পরিশেষে আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধব ও সকল পরিজনদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

মার্শাল। বাদী আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে আপনার হস্তচুম্বন করে বিদায় নিতে চাইছে আপনার কাছ থেকে।

রিচার্ড। আমি নেমে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করব। হিয়ারফোর্ডের ভাই, যেহেতু তোমার কারণ ন্যায়সঙ্গত, ভাগ্যদেবী এ যুদ্ধে সুপ্রসন্ন হোন তোমার প্রতি। বিদায় ভাই, এ যুদ্ধে তোমার পতন ঘটলে বিলাপ করব তোমার জন্য, কিন্তু কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করব না।

বোলিং। বাজপাখি যেমন এক নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সামান্য কোন পাখির সঙ্গে লড়াই করে আমিও তেমনি অভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি মোব্রের সঙ্গে। মোব্রের বর্শার দ্বারা আমার দেহ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হলে কেউ যেন অশ্রু বিসর্জন না করে আমার জন্য। হে আমার প্রিয় রাজা, প্রিয় লর্ড অমার্লে বিদায়। আমি কিছুমাত্র দুঃখিত বা দুর্বল নই; আমি সুস্থ সবল ও হৃষ্ট চিত্তেই এখানে এসেছি যুদ্ধ করতে। হে আমার পিতা, আমার এই মরদেহের পার্থিব জন্মদাতা, তোমার বিগত যৌবনের দুর্বার প্রাণশক্তি দ্বিগুণীকৃত হয়ে উত্তেজিত করে তুলছে আমার অন্তরাত্মাকে। তোমার আশীর্বাদ আমার অস্ত্রের অগ্রভাগকে সুতীক্ষ্ণ করে তুলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মোব্রের দেহকে বিদ্ধ করুক।

গণ্ট। তোমার এই ধর্মযুদ্ধে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। ক্ষিপ্র ও বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চল, তোমার শত্রুর বুকে তোমার অসংখ্য আঘাত বজ্রের মত ঝরে পড়ুক। তোমার যৌবনশক্তিকে উদ্দীপিত করো, সাহস অবলম্বন করো।

বোলিং। আমি নির্দোষ, সুতরাং আমার জয় মানেই সেণ্ট জর্জের জয়।

মোব্রে। আমার উপর ঈশ্বর বা নিয়তির বিধান যাই হোক না কেন, আমি একজন রাজভক্ত ন্যায়পরায়ণ ভদ্রলোক। আজ আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যে আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠছে আমার অন্তরাত্মা আজ পর্যন্ত কোন শৃংখলিত বন্দী দীর্ঘ পরাধীনতার শেষে স্বর্ণোজ্জ্বল অবাধ স্বাধীনতাকে বরণ করে নেবার সময় সে আনন্দ লাভ করেনি। হে আমার বন্ধু ও সহায়কগণ,

তোমরা আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। এবার আমি লড়াই শুরু করতে যাচ্ছি।

রিচার্ড। বিদায়। নীতিধর্ম ও বীরত্বের সমন্বয় ঘটুক তোমার চোখে। শক্তি পরীক্ষার আদেশ দাও মার্শাল।

মার্শাল। হিয়ারফোর্ড, ল্যাঙ্কাস্টার ও ডার্বির হ্যারি, এই বর্শা গ্রহণ করুন। ঈশ্বর আপনার অধিকার রক্ষা করুন।

বোলিং। আমি সুউচ্চ আশার সঙ্গে বলছি, তাই হোক।

মার্শাল। (কোন এক অফিসারের প্রতি) যাও নর্ফোকের ডিউককে এই বর্শাটা দাও।

১ম রক্ষী। এখানে হিয়ারফোর্ড, ল্যাঙ্কাস্টার ও ডার্বির হ্যারি ঈশ্বর, রাজা ও তাঁর নিজের কাছে নর্ফোকের ডিউককে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মিথ্যা প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবেন।

২য় রক্ষী। এখানে নর্ফোকের ডিউক টমাস মোব্রে আত্মসম্মানরক্ষা ও হিয়ারফোর্ডের ডিউককে ঈশ্বর, রাজা ও তাঁর নিজের কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্য এবার সংকেত দান করা হচ্ছে।

মার্শাল। এবার জয়ঢাক বাজাও। প্রতিদ্বন্দ্বীরা শুরু করো। (বাদ্যধ্বনি) থাম, রাজা কি বলবেন।

রিচার্ড। ওঁদের শিরস্ত্রাণ ও বর্শা ফেলে রেখে আপন আপন আসনে গিয়ে বসতে বলো। আমরা কিছু আলোচনা করব। সেই আলোচনার সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত এ পরীক্ষা বন্ধ রাখো।

দীর্ঘক্ষণ বাজনা বাজতে লাগল আর রাজা তাঁর পরিষদের
সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

এদিকে এস, আমাদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে যাও। আমরা চাই আমাদের এ রাজ্যের কোন সন্তানের রক্তে সিক্ত হবে না এ দেশের মাটি। প্রতিবেশীরা তাদের পরস্পরের তরবারির আঘাতে আহত হবে—এটা আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। এখন দেখছি তোমাদের আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষ ঈগলের মত প্রতিহিংসার পাখা মেলে উড়ে চলে দেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করছে। রণদামামা ও অস্ত্রের ঝনঝনার তীক্ষ্ণ শব্দ শান্তিপ্রিয় মানুষের সুখনিদ্রাকে ব্যাহত করছে। আত্মীয়-স্বজনের রক্তে আমাদের পথঘাট প্লাবিত হতে চলেছে।—তাই আমি আমাদের রাজ্য থেকে

নির্বাসিত করছি তোমাদের। ভাই হিয়ারফোর্ড, তুমি দশ বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড ভোগ করবে, অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বোলিং। তাই হোক। আপনার ইচ্ছা পূরণ হোক। তবু আমার শান্তি। আমি যেখানেই থাকি না কেন, যে সূর্য এখানে কিরণ দেবে সেই একই সূর্যকিরণে আমার অস্থায়ী আবাসভূমিও আলোকিত হবে।

রিচার্ড। শোন নর্ফোক, তোমাকে কিন্তু আরো কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ তোমার নির্বাসনকালের কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। তুমি কখনও এদেশে ফিরতে পাবে না অর্থাৎ যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে তোমায়। অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে তুমি।

মোব্রে। এ শাস্তি সত্যিই বড় গুরুতর এবং আপনার কাছ থেকে এ ধরনের শাস্তি প্রত্যাশার অতীত হে রাজন। আমি কি আপনার হাতে এ শাস্তির যোগ্য? আমার চল্লিশ বছরের জীবনে যে ভাষা শিক্ষা করেছি, এবার হতে বিদেশে নির্বাসনকালে সেই মাতৃভাষার আর ব্যবহার করতে পারব না। আমার মুখের মধ্যে আমার জিব বন্দী থেকে যাবে সারা জীবন। খাপে ঢাকা বাদ্যযন্ত্রের মত অব্যবহৃত রয়ে যাবে আমার সে মাতৃভাষা। আমার দন্ত আর ওষ্ঠাধরের মধ্যে বন্দী থাকবে আমার জিহ্বা। আমার জিহ্বার কাছ থেকে এই বাকস্বাধীনতাহরণ মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছুই না।

রিচার্ড। তোমার ও কথায় আর কোন কাজ হবে না। আমার দণ্ডাদেশ দান করার পর আর কোন অভিযোগ অনুযোগ চলবে না।

মোব্রে। তাহলে আমি এই মুহূর্তে আমাদের দেশের আলো থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে অজানার অন্তহীন অন্ধকারের দেশে চলে যাচ্ছি।

রিচার্ড। যাবার আগে শপথ করে যাও। আমার এই রাজকীয় তরবারির উপর তোমার ঐ নির্বাসিত হাত রেখে ঈশ্বরের প্রতি তোমার কর্তব্যের খাতিরে শপথ করে বল, নির্বাসনকালে তোমরা কখনো পরস্পরের ভালবাসা গ্রহণ করবে না অথবা পরস্পরের মুখপানে তাকাবে না অথবা পরস্পরের প্রতি কোন ঘৃণা বা দুঃখের কথা লিখবে না বা মুখে উচ্চারণ করবে না। কেউ আমাদের রাষ্ট্র বা প্রজাদের বিরুদ্ধে কখনো কোন ষড়যন্ত্র করবে না বা কারো কোন ক্ষতিচিন্তা করবে না।

বোলিং। আমি এ শপথ করছি।

মোব্রে। আমিও শপথ করছি এ-সব আদেশ অমান্য করব না।

বোলিং। নর্ফোক। নির্বাসিত অবস্থায় বহু দূরে চলে যেতে হবে তোমায়। সুতরাং যাবার আগে একবার স্বীকার করে যাও তোমার রাজদ্রোহিতার কথা। কারণ নির্বাসনকালে দেহটা তোমার দূরে নির্বাসিত থাকলেও তোমার মুক্ত আত্মা বাতাসের মত স্বচ্ছন্দগতিতে এ দেশের আকাশে উড়ে আসতে পারবে, কিন্তু অপরাধচেতনায় ভারাক্রান্ত তোমার আত্মা তা পারবে না।

মোব্রে। না বোলিংব্রোক, যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হই, তাহলে জীবনের পাতা থেকে আমার নাম মুছে দেওয়া হোক চিরতরে। তাহলে আমি স্বর্গ থেকেও নির্বাসিত হব মৃত্যুর পর। কিন্তু তুমি কি, তা আমি তুমি আর ঈশ্বর ঠিকই জানেন। যাই হোক, দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাজা রেগে যাবেন। আমি চলে যাচ্ছি; একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই আমার গতি হবে অবাধ। [প্রস্থান]

রিচার্ড। পিতৃব্য, আমি আপনার চোখের চশমার কাচের ভিতর দিয়েও আপনার দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরের পরিচয় পাচ্ছি। আপনার পুত্রের নির্বাসনের জন্য সব দুঃখ ঝেড়ে ফেলুন মন থেকে। (বোলিংব্রোকের প্রতি) ছয়টি শীতের বছর অতিবাহিত হলেই তুমি তোমার নির্বাসন থেকে ফিরে আসবে।

বোলিং। সামান্য একটা কথার মধ্যে কত দীর্ঘ কাল নিহিত থাকে। ছয়টি দীর্ঘ শীত আর ছয়টি নিষ্ঠুর বসন্ত লুকিয়ে আছে একটি শব্দের মধ্যে। রাজাদের মুখনিঃসৃত একটি কথার কী মহিমা!

গণ্ট। রাজাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি আমার খাতিরে আমার পুত্রের চার বছর নির্বাসনদণ্ড কমিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এর সুযোগ আমি লাভ করতে পারব না। কারণ ছয় বছর অতিবাহিত হবার আগেই কালের কুটিল নিঃশ্বাসে ক্ষয় হয়ে যাওয়া আমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর অন্তহীন অন্ধকার এসে আমার দুচোখের আলো এমনভাবে কেড়ে নিয়ে যাবে যে আমি আমার পুত্রকে আর দেখতে পাব না।

রিচার্ড। কেন পিতৃব্য, আপনি এখনো অনেক দিন বাঁচবেন।

গণ্ট। না, আর এক মুহূর্তও না, যদি তুমি সে মুহূর্ত আমায় ভিক্ষাস্বরূপ না দাও, তোমার দণ্ডাজ্ঞা দুঃখের দ্বারা আমার বার্ধক্যকে ভারাক্রান্ত ও জর্জরিত করতে সাহায্য করল কালকে।

রিচার্ড। আপনার পুত্রকে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই নির্বাসনদণ্ড দান করা হয়েছে। আপনি কেন সে আদেশের উপর হস্তক্ষেপ করছেন? কেন আপনি আমাদের ন্যায়বিচারের উপর আপত্তি জানাচ্ছেন?

গণ্ট। যে খাদ্যবস্তুর আস্বাদ মিষ্ট, হজমের পর তাদের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তুমি আমাকে বিচার করার জন্য আমায় অনুরোধ করেছিলে। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে এবং আমার কাছ থেকে পিতৃসুলভ মতামত নেবে। নির্বাসিত ব্যক্তি যদি আমার পুত্র না হয়ে অপর কোন অপরিচিত লোক হত তাহলে এত কথা বলতাম না আমি। আমি তোমার বিচারের সময় তোমার খাতিরে কোন কথাই বলিনি। এখন তোমার রায় দেখে একথা বলতে বাধ্য হয়েছি।

রিচার্ড। বিদায় ভাই। পিতৃব্য, ওকে যেতে দিন। মাত্র ছয় বছরের জন্য ওকে আমরা নির্বাসনদণ্ড দিলাম। এ দণ্ড ও ভোগ করবে।

[বাদ্যধ্বনি, অনুচরবর্গসহ রাজার প্রস্থান]

অমার্লে। ভাই, দূরে থাকাকালে দেখা না হলেও চিঠিপত্রে যোগাযোগ করবে।

মার্শাল। স্যার, আমি আপনার সঙ্গে এ দেশের সীমানা পর্যন্ত ঘোড়ায় চেপে যাব।

গণ্ট। আচ্ছা তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের শুভেচ্ছা ও অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিচ্ছ না কেন ?

বোলিং। আমার জিব যখন আমার অন্তরের অপরিসীম দুঃখের কথা খুব বেশী পরিমার্ণে বলতে চাইবে তখন যত কম কথা বলি ততই ভাল। যত কম লোকের সঙ্গে দেখা করি ততই ভাল।

গণ্ট। দেশ থেকে কিছুকালের জন্য তোমার অনুপস্থিতিই এ দুঃখের কারণ।

বোলিং। যে সময় মানুষের মনে আনন্দ না থাকে, দুঃখ সে সময় তার স্থান অধিকার করে থাকবেই।

গণ্ট। মাত্র ছয়টি শীত এমন কিছু না। ওরা তাড়াতাড়ি চলে যাবে।

বোলিং। সময় তাড়াতাড়ি কেটে যায় সুখী লোকের কাছে। কিন্তু দুঃখিত ব্যক্তির কাছে এক ঘণ্টা সময় দশ ঘণ্টার সমান হয়।

গণ্ট। তুমি ভাববে এই সময়টা আনন্দ ভ্রমণে চলেছ।

বোলিং। একথা যখন মিথ্যা করে বলব তখন আমার নিজের অন্তরই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে দুঃখে, কারণ আসলে আমায় জোর করে পাঠানো হচ্ছে এ ভ্রমণে।

গণ্ট। যাবার সময় যে ক্রোধ যে ক্লান্তি যে দুঃখ অনুভব করবে বাড়ি ফেরার সময় অমূল্য আনন্দের আতিশয্যে তা সব পুষিয়ে যাবে।

বোলিং। না, কারণ যতদূরে আমি যাব আমার প্রিয়জনদের ভালবাসার সম্পদ

থেকে কত সরে যাচ্ছি আমি একথা ভেবে খুবই দুঃখ পাব। আমাকে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হবে। পরিশেষে যখন বাড়ি ফেরার স্বাধীনতা পাব তখন শুধু নিজেকে একজন অসহায় দুঃখের তীর্থযাত্রী বলে মনে হবে।

গণ্ট। এই পৃথিবীতে উদার মুক্ত আকাশের তলায় যে কোন স্থানকেই বিজ্ঞ লোকেরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেয়। তুমি এইভাবে নিজেকে বোঝাও: প্রয়োজনের মত কোন ধর্ম নেই। রাজা তোমাকে নির্বাসিত করেছেন একথা মনে করবে না, শুধু মনে করবে তুমি নিজেই রাজা। বাইরে বলে বেড়াবে আমি তোমাকে তোমার মান-সম্মান বৃদ্ধির জন্য দেশভ্রমণে পাঠিয়েছি, রাজা তোমাকে নির্বাসনে পাঠায়নি। অথবা ভাববে সর্বগ্রাসী মহামারীতে দেশের বাতাস দূষিত হওয়ায় তুমি পালিয়ে গেছ বিশুদ্ধ বায়ুর দেশে। যেখানেই যাবে ভাববে তোমার প্রিয়জন আছে সেখানে, যেখান থেকে আসছ সেখানে তোমার কেউ নেই। যেখানে যাবে সেখানকার প্রতিটি পাখিকে ভাববে এক একটি গায়ক, ঘাসেঢাকা যে পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে সে পথে ভাববে আছে কত সুন্দরী নারী, আছে কত ফুল ছড়ানো। আর তোমার প্রতিটি পদক্ষেপকে ভাববে আনন্দোচ্ছল কোন নৃত্যের এক ছন্দায়িত বিশেষ ভঙ্গিমা। মনে রাখবে যারা দুঃখকে পরিহাস করে চলে দুঃখ তাদের দংশন করতে পারে না।

বোলিং। কেউ কি কোন আগুন হাতে ধরে আগুনকে ককেসাসের বরফ মনে করতে পারে? অথবা কাল্পনিক ভূরিভোজনের দ্বারা কে ক্ষুধার শাণিত তীক্ষ্ণতাকে ম্লান করতে পারে? অথবা গ্রীষ্মের উত্তাপ কল্পনা করে কে খালি গায়ে ডিসেম্বরের তুষারাচ্ছন্ন পথের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে? তা হয় না। ভালর চিন্তা বা কল্পনা কখনো মন্দের অনুভূতিকে প্রশমিত করে না, বরং তা আরো বাড়িয়ে দেয়। নিক্ষিপ্ত শর দেহের কোন স্থান বিদ্ধ করলে ক্ষতস্থানে পুঁজ জমবেই।

গণ্ট। এস, এস পুত্র। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি তুমি হতাম, আমি এতক্ষণ রওনা হয়ে যেতাম।

বোলিং। তাহলে হে ইংলণ্ডের মাটি, বিদায়। হে মধুর দেশমৃত্তিকা বিদায়। আমার মা এবং ধাত্রী যাঁরা আমার লালন পালন করেছেন এতদিন তাঁদের কথা আমি কোন অবস্থাতেই ভুলব না। নির্বাসিত হলেও আমি যেন চিরদিন একজন প্রকৃত ইংরেজ রয়ে যেতে পারি।

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। রাজসভা।

একদিক দিয়ে বেগট ও গ্রীণসহ রাজা রিচার্ডের প্রবেশ ও
অন্যদিক দিয়ে অমার্লের ডিউকের প্রবেশ)

রিচার্ড। আমরা দেখেছিলাম। ভাই অমার্লে, তুমি হিয়ারফোর্ডের সঙ্গে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলে ?

অমার্লে। এই বড় রাস্তাটি গিয়ে দূরে যেখানে আর একটি বড় রাস্তায় মিশেছে আমি তাকে সেইখানে ছেড়ে এসেছি।

রিচার্ড। এবার বিদায়ের সময় কত অশ্রু ঝরেছিল ?

অমার্লে। বিশ্বাস করুন, আমার চোখ থেকে কোন জলই পড়েনি। শুধু উত্তরের বাতাস আমাদের মুখের উপর তীক্ষ্ণভাবে বয়ে যাবার সময় হাড় কাঁপিয়ে ঘুমন্ত বাতরোগটাকে জাগিয়ে দেওয়ায় শুধু একটিমাত্র জলের ফোঁটা ঝরেছিল আমার চোখে আর তাতে যতটুকু মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পেরেছিল আমাদের বিদায়ের ক্ষণ তার বেশী কিছু হয়নি।

রিচার্ড। তুমি চলে আসার সময় আমার খুড়তুতো ভাই কি বলল ?

অমার্লে। বলল, 'বিদায়', আমার তখন কথা বলতে ইচ্ছা হলেও অন্তরে আমি কথা বলতে ঘৃণা বোধ করছিলাম। তাই দুঃখের গভীর গহ্বরে আমার সব কথাকে ভরে রেখেছিলাম। তার 'বিদায়' কথাটা শুনে মনে হলো তার নির্বাসনকালটা অনেক বছর বেড়ে গেল। তার উত্তরে আমার পক্ষ থেকেও 'বিদায়' বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি বলিনি।

রিচার্ড। সে আমার খুড়তুতো ভাই অমার্লে। কিন্তু সন্দেহ হয়, নির্বাসন থেকে ফিরে এসে আমার ভাই তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হয়ত দেখাই করবে না। আমি নিজে, বুশি, বেগট, গ্রীণ দেখেছি সাধারণ জনগণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা কত বেশী। সহজ সৌজন্যসহকারে সে তাদের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশে যায়। এমন কি সে ক্রীতদাসদেরও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সে সামান্য কারিগরদের সঙ্গেও হেসে কথা বলে। ওর যাবার সময় একজন ঠেলাওয়ালা ওর শুভযাত্রা কামনা করে ঈশ্বরের কাছে আর আমার ভাইও 'ধন্যবাদ আমার দেশবাসী' বলে সম্বোধন করে শ্রদ্ধা জানায় তাদের। মনে হয় যেন গোটা ইংলণ্ডটাই তার এবং আমাদের প্রজাদের সে-ই একমাত্র ভবিষ্যতের আশা ভরসা।

গ্রীণ। যাই হোক, সে চলে গেছে ; সুতরাং এ চিন্তা এখন থাক। এখন

আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের কথা ভাবুন। অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে, দেরি হলে আপনার ক্ষতিই হবে।

রিচার্ড। আমরা নিজেরাই এ বিদ্রোহদমনমানসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। এ বিষয়ে অর্থ কম পড়লে দেশ থেকে তা তুলতে হবে। লোকে যখন দেখবে এর মধ্যে আমরা আছি তখন তারা মুক্ত হস্তে দান করবে।

(বুশির প্রবেশ)

কি খবর বুশি ?

বুশি। বৃদ্ধ জন অফ গণ্ট গুরুতরভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি আপনাকে তাঁর কাছে যথাশীঘ্র যাবার জন্য অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন।

রিচার্ড। তিনি কোথায় ?

বুশি। এলিভবনে।

রিচার্ড। এখন ঈশ্বর তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করুন। এখন তাঁর মৃত্যু ঘটলে তাঁর সমস্ত অর্থ আমাদের এই আইরিশ যুদ্ধের কাজে লাগবে। আমাদের সৈন্যদের বেতন দেওয়া হবে। চল সব, একবার দেখে আসি তাঁকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের যাওয়ার আগেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়।

সকলে। তাই হোক। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয়

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। এলিভবন।

ইয়র্কের ডিউক প্রভৃতি সহ জন অফ গণ্টের প্রবেশ

গণ্ট। রাজা কি আসবেন ? এলে তাঁর উচ্ছ্বাস অসংযত যৌবনকে সংযত করার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে যেতাম।

ইয়র্ক। আপনি বিব্রত হবেন না, বা হাঁপিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনার উপদেশ ব্যর্থ হবে, সে উপদেশ রাজার কানে ঢুকবে না।

গণ্ট। কিন্তু লোকে বলে মুমূর্ষু লোকের কথা নাকি মানুষের মনোযোগ সহজে আকর্ষণ করে। কারণ কথা যেখানে কম সেখানেই কথার দাম বেশী হয়। যারা কষ্টের সঙ্গে কথা বলে তারা সত্য কথাই বলে। যে আর কোনদিন কথা বলবে না, তার কথা বেশী করে শোনা উচিত। মানুষের যৌবনসমৃদ্ধ জীবনের থেকে মৃত্যুকবলিত শেষ সময় অনেক বেশী আকর্ষণীয়, তার কথা বেশী শ্রোতব্য। অস্তগতপ্রায় সূর্যের বর্ণাঢ্য শেষ মহিমা, সুমধুর সঙ্গীতের শেষ অংশ স্মৃতির পটে

বেশী করে লেখা থাকে। রিচার্ড আমার কথা শুনতে না চাইলেও আমার মৃত্যুকালীন সকরুণ কাহিনী রিচার্ডের স্বেচ্ছাকৃত কৃত্রিম বধিরতার বাধাকে বিদীর্ণ করবেই।

ইয়র্ক। না, তার কর্নকুহর আরো অনেক তোষামোদবাক্যের শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রশংসার আস্বাদ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও পেতে চায়। হালকা চটুল চালের কথা ইটালির যুবকরা ত চাইবেই। খারাপ কথাই তাদের কানে বেশী ঢোকে। ইটালির যুবকদের রীতিনীতি আমাদের দেশের যুবকরাও নকল করছে। সুতরাং উনি যা করার করুন, আপনি কিছু বলতে যাবেন না। আপনার এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং আপনি শীঘ্রই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন।

গণ্ট। নিজেকে আমার এক ভবিষ্যদ্বক্তা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মৃত্যুকালে আমি তার জীবন সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি: তার এই উদ্ধত অপরিণামদর্শী স্বভাবের জালাময়ী উত্তাপ দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। মনে রাখবে প্রবল আগুন নিজেই পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অল্পকালের মধ্যে। স্বল্প গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে, গ্রীষ্মের প্রবল বর্ষণ অকস্মাৎ এসে অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে যায়। যে খুব দ্রুতবেগে চলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি কোন জিনিস খেতে গেলে তা গলায় আটকে যায়। অহঙ্কারের মত্ততা আর অতৃপ্ত লোভ বাইরের কোন বস্তু না পেয়ে নিজেকেই নিজে আঘাত করে ফেলে। এই স্বর্গোদ্যানসম পৃথিবীর মাঝে বহিরাক্রমণ হতে সুরক্ষিত করে প্রকৃতি গড়ে তুলেছে এই ইংলণ্ড দেশকে। রূপালি সমুদ্রের মাঝে মূল্যবান ধাতুর মত এদেশ এমনভাবে গড়ে উঠেছে যাতে বাইরের অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে কোন ঈর্ষা সঞ্জাত হতে না পারে। স্বর্ণপ্রসবিনী মার মত নিপুণা ধাত্রীর মত এই ইংলণ্ড এমন অনেক রাজাকে গর্ভে ধারণ ও লালন করেছে, যাঁরা আপন আপন গৌরবময় কাজের দ্বারা নিজেদের মহিমান্বিত ও যশস্বী করে গেছেন। যে ইংলণ্ড একদিন সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবময় দেশ হিসাবে সারা জগতের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করে, সেই ইংলণ্ড আজ নিঃস্ব, রিক্ত। আমি মরার আগে স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, যে ইংলণ্ড সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গমালার আক্রমণকে প্রতিহত করে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে সে ইংলণ্ড আজ কলঙ্কিত, লজ্জায় হতম্লান। যে ইংলণ্ড একদিন কত দেশ জয় করেছে, সে আজ নিজের কাছেই হার মেনেছে। যাক, আজ আমার এই মৃত্যুর জন্য আমি সুখী, আমার মৃত্যুর পর এসব কথা আর কেউ বলবে না।

রাজা, রাণী, অমার্লে, বুশি, বেগট, গ্রীণ, রস ও উইলোগবির প্রবেশ

ইয়র্ক। রাজা এসে গেছেন; ওর সঙ্গে ভালভাবে ব্যবহার করুন। কারণ উত্তপ্ত যৌবন রেগে গেলে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

রাণী। আমাদের পিতৃব্য ল্যাঙ্কাস্টার কেমন আছেন?

রিচার্ড। বৃদ্ধ গণ্ট ভাল আছেন ত?

গণ্ট। আমাকে ঠিক নামেই ডেকেছ। আমার উপযুক্ত সম্মান আমি পেয়েছি। বৃদ্ধ গণ্টই আমি বটে। আমি দীর্ঘদিন ধরে সততসজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি ইংলণ্ড শুধু ঘুমোচ্ছে। আমার এই শততসজাগ দৃষ্টির জন্যই আমি কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাকে 'গণ্ট' বা কৃশ তুমিই করেছ। তোমার জন্য চিন্তা করতে গিয়েই আজ আমার এই অবস্থা। আমি সত্যিই বৃদ্ধ। এখন আমি কবরে যাচ্ছি, আমি মৃত্যুপথযাত্রী। আমার অস্থিমজ্জাগুলো সেই কবরের গহ্বরে থাকবে সংরক্ষিত।

রিচার্ড। আচ্ছা, কোন দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তি নিজের নামটা নিয়ে এমন করে খেলা করতে পারে?

গণ্ট। না, দুঃখে যেন উপহাস করছে নিজের সঙ্গে। যেহেতু তুমি আমার নামটাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছ সেইহেতু আমি আমার নামটাকে নিয়ে খেলা করছি তোমার তোষামোদ করার জন্য।

রিচার্ড। কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি কি কোন জীবিত ব্যক্তির তোষামোদ করতে পারে?

গণ্ট। না না, জীবিত লোকরাই মুমূর্ষু লোকদের তোষামোদ করে

রিচার্ড। তাহলে এই তোষামোদের হাত থেকে রক্ষা করুন নিজেকে, কারণ আপনি মুমূর্ষু।

গণ্ট। না না, আমি রুগ্ন হতে পারি, কিন্তু আসলে মুমূর্ষু হচ্ছ তুমি।

রিচার্ড। আমার স্বাস্থ্য ভাল। আমি সহজে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছি। কিন্তু আমি দেখছি, আপনি পীড়িত।

গণ্ট। তা যদি হয় তাহলে আমিও তোমায় পীড়িত দেখছি। তোমার নিজের হাতেই তোমার মৃত্যুশয্যা। তুমি তোমার কর্মদোষে তোমার যশস্বী জীবনকে পীড়িত করে তুলেছ। তুমি হচ্ছ এখন এমনই একজন উদাসীন রোগী যে তার রোগসৃষ্টিকারী দুর্জন ব্যক্তিদের হাতেই তুলে দিয়েছে তার রোগ সারাবার ভার। তোমার চারদিকে হাজার হাজার তোষামোদকারী চাটুকার ঘিরে আছে তোমাকে। হায়, তোমার পিতামহ যদি আগে জানতে পারতেন তুমি তাঁর পুত্রদের হত্যা করবে

এভাবে তাহলে তিনি তোমায় কিছুতেই রাজা করতেন না। এখন তোমাকে নিজেকে নিজেই সিংহাসনচ্যুত করতে হবে। বর্তমানে তুমি ত রাজা নও, রাজপ্রতিনিধিমাত্র, এ দেশ বন্ধক দিয়েছ তুমি নিজের স্বার্থের জন্য। তুমি এখন ইংলণ্ডের জমিদার, রাজা নও। তোমার রাজ্যের আইন অন্য আইনের ক্রীতদাস। এবং তুমি—

রিচার্ড। জ্ঞানবুদ্ধিহীন উন্মাদ নির্বোধ এক ব্যক্তি জ্যোতিষের ভান করে তার হীন তিরস্কারের দ্বারা আমার গণ্ডদ্বয়কে মলিন ও আমার মধ্যে অযথা ক্রোধ সঞ্চার করে আমার শীতল রক্তকে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করে তুলছে। আপনি যদি মহান এডওয়ার্ডের ভাই না হতেন তাহলে আপনার জিবটাকে কেটে ফেলতাম আর মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম ঘাড় থেকে। আমি আমার রাজসিংহাসনের মর্যাদার খাতিরেই বাধ্য হচ্ছি একথা বলতে।

গণ্ট। হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাকে তুমি শাস্তি দাও। আমার নিরীহ নির্দোষ ভ্রাতা গ্লসেস্টারের রক্ত ত তুমি আগেই পান করেছ। তাঁর আত্মা স্বর্গে অন্যান্য মহৎ আত্মাদের সঙ্গে পরম সুখ লাভ করুক। তুমি তাঁকে হত্যা করে এডওয়ার্ডের রক্তই প্রকারান্তরে পান করেছ কোন কুণ্ঠাবোধ না করে। এখন আমি পীড়িত, কিন্তু তোমার নির্দয় ব্যবহার আমার জীবনকুসুমকে অকালে আরো বেশী করে শুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তোমার মত আমি লজ্জায় মরব না। আমার এই সব বাক্যবাণ আমার মৃত্যুর পরেও তোমায় বিদ্ধ করবে। এবার আমায় তোমরা আমার মৃত্যুশয্যায় নিয়ে চল, তারপর সেখান থেকে কবরখানায়। যদি কেউ বাঁচতে চায় তাহলে প্রকৃত ভালবাসা আর সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাওয়াই উচিত। [অনুচরবর্গসহ প্রস্থান]

রিচার্ড। যারা বার্ধক্য আর ক্রোধ দুটোর দ্বারা একই সঙ্গে ভারাক্রান্ত তাদের মৃত্যুই শ্রেয়। তোমার দুটোই আছে, সুতরাং তুমি যত তাড়াতাড়ি পার কবরে যাও।

ইয়র্ক। আমার প্রার্থনা মহারাজ, ওঁর কথাগুলো কোন এক রুগ্ন বৃদ্ধের কথা হিসাবে উড়িয়ে দিন, ধরবেন না। আসলে উনি আপনাকে স্নেহ করেন। ওঁর পুত্র হিয়ারফোর্ডের ডিউক হ্যারির মতই স্নেহ করেন আপনাকে।

রিচার্ড। ঠিক বলেছ তুমি, হিয়ারফোর্ড যেমন আমায় ভালবাসে উনিও তেমনি আমাকে ভালবাসেন। নর্দাম্বারল্যাণ্ডের প্রবেশ

নর্দাম্বারল্যাণ্ড। হুজুর, বৃদ্ধ গণ্টকে একবার দেখবেন আসুন।

রিচার্ড। তিনি কি বলছেন ?

নর্দাম্‌বার। কিছুই না, তাঁর সব কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর জিব এখন স্বরহীন বীণার তারের মত নীরব নিথর হয়ে আছে। বৃদ্ধ ল্যাঙ্কাস্টারের জীবন-দীপ এখন নির্বাপিত।

ইয়র্ক। এর পরই কি আমার পালা ? মৃত্যু যদিও সব সময় নিঃস্ব তবু সে জীবিত প্রিয়জনদের জন্য রেখে যায় শোক-দুঃখের একটা বিরাট সম্পদের বোঝা।

রিচার্ড। পাকা ফল গাছ থেকে ঝরে পড়বেই। তাঁরও তাই হয়েছে। তাঁর জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে, এর বেশী ত কিছু না। এখন আমাদের আইরিশ যুদ্ধের কথা ভাব। আমাদের দেশে যে সব অপদার্থ অলস লোক আছে যারা শুধু বেঁচে থাকার খাতিরেই বেঁচে থাকে তাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও আর আমার পিতৃব্য গণ্ট যে ধনরত্ন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে গেছেন তা সব আমাদের রাজকোষে জমা হবে।

ইয়র্ক। আর কতকাল আমি ধৈর্যে বুক বেঁধে থাকব ? কর্তব্যের খাতিরে শান্তির খাতিরে আর কতকাল আমি অন্যায় সহ্য করে যাব ? গ্লসেস্টারের মৃত্যু, হিয়ারফোর্ডের নির্বাসন, গণ্টের ভর্ৎসনা, বোলিংব্রোকের বিয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ,—এতগুলি অন্যায় আমার শান্ত শীতল গণ্ডদ্বয়ের উপর কোন ক্রোধের উত্তাপ আনতে পারেনি, আমার মুখের উপর আনতে পারেনি কোন বিকৃতি। এডওয়ার্ডের পুত্রদের মধ্যে আমিই হচ্ছি শেষ আর তোমার পিতা প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিলেন প্রথম। যুদ্ধে তোমার পিতা ছিলেন সিংহের থেকে ভয়ঙ্কর আবার শান্তির সময় তিনি ছিলেন মেষশাবকের থেকেও শান্ত। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি, তিনি শুধু অস্ত্র ধারণ করতেন তাঁর শত্রু ফরাসীদের বিরুদ্ধে। তোমার মুখখানা হয়েছে ঠিক তাঁরই মত। তিনি তাঁর পিতার বিজিত সম্পত্তি নষ্ট করেননি বরং বাড়িয়েছিলেন নিজের চেষ্টার দ্বারা। তিনি কখনো কোন আত্মীয়ের রক্তে তাঁর হাতকে কলঙ্কিত করেননি। হায় রিচার্ড, ইয়র্ক দুঃখের তাড়নায় অনেক কিছু বলে ফেলল, কিছু মনে করো না, তা না হলে সে এ তুলনা—

রিচার্ড। কেন, কি হলো পিতৃব্য ?

ইয়র্ক। আমায় ক্ষমা করো তুমি। যদি তুমি আমায় ক্ষমা না করো তাতেও আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এ তুমি কি করছ! নির্বাসিত হিয়ারফোর্ডের সব বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছ ? বৃদ্ধ গণ্ট মারা গেলেও তাঁর পুত্র হিয়ারফোর্ড কি জীবিত নেই

এবং সে কি তার পিতার বৈধ উত্তরাধিকারী নয়? তার পুরুষানুক্রমিক সব অধিকারকে কেড়ে নেবে তুমি? তাহলে আজকের পর কাল যেন না আসে। আজকের দিনের উত্তরাধিকারী হিসাবেই তো কালকের দিন আসে। তা যদি নেবে তাহলে এ্যাটর্নি জেনারেলকে ডেকে তার ব্যবস্থা করতে বল। তবে বলে দিচ্ছি, এতে কিন্তু তুমি হাজার বিপদ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ এবং বহু মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করে তুলছ। একজন রাজভক্ত ব্যক্তি হিসাবে যে কথা আমার ভাবা উচিত না, সেইসব চিন্তার কাঁটা দিয়ে আমার ধৈর্যকে কণ্টকিত করে তুলছ।

রিচার্ড। আপনি যা মনে করেন করবেন। আমি তার বিষয় সম্পত্তি ধনরত্ন সব দখল করবই।

ইয়র্ক। আমি কিন্তু এর মধ্যে থাকব না। বিদায়। এর ফল যে কি ঘটবে তা বলতে পারি না। তবে কালক্রমে জানতে পারবে এর ফল কখনই ভাল হতে পারে না। (প্রস্থান)

রিচার্ড। যাও বুশি, আর্ল অফ উইল্টশায়ারের কাছে সোজা চলে যাও। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিনি যেন এলিভবনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। কালই আমরা আয়ারল্যাণ্ড রওনা হব। আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমরা যুদ্ধে গেলে আমাদের অবর্তমানে আমার পিতৃব্য ইয়র্ক ইংলণ্ডের লর্ড গভর্ণর হিসাবে রাজ্য শাসন করবেন। কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং আমাদের স্নেহ করেন। চলে এস রাণী, কাল আমাদের যেতেই হবে। আনন্দ করো, হাতে সময় আর বেশী নেই।

(বাদ্য। বুশি, বেগট, গ্রীণ ও অমার্লেসহ রাজা ও রাণীর প্রস্থান)

নর্দাম্বার। তাহলে ডিউক অফ ল্যাঙ্কাস্টার মারা গেলেন?

রস। হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর পুত্র জীবিত বলে সেই হবে এখন ডিউক।

উইলোগবি। ডিউক শুধু নামে, সম্মানে নয়।

নর্দাম্বার। নামে এবং সম্মানে দুটোতেই, ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলে যদি কিছু থাকে।

রস। আমার অন্তরটা বড়। কিন্তু সে অন্তর ফেটে গেলেও কোন কথা বলতে পারব না।

নর্দাম্বার। তাহলে মনের কথা খুলে বল। একথা না বলাটাই অন্যায় হবে, তাতে ক্ষতি হবে তোমার।

উইলোগবি। তুমি কি হিয়ারফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাও? তাহলে

তাড়াতাড়ি চলে যাও তাঁর কাছে সাহসের সঙ্গে। তাঁর মঙ্গলের কথা শোনার জন্য আমি সব সময় উদ্‌গ্রীব।

রস। তাঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা আর করুণা পোষণ করা ছাড়া আর কোন ভাল আমি তাঁর করতে পারি না।

নর্দাম্‌বার। এখন ঈশ্বরকে জানাও। এটা সত্যিই লজ্জার কথা যে তাঁর মত একজন রাজপুরুষের উপর এই ধরনের অন্যায় অবিচার আমরা নীরবে মেনে নিলাম। রাজা এখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ; উনি এখন কতকগুলো হীন তোষামোদকারীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। সেই সব তোষামোদকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে যখন যা কিছু বলবে রাজা সে কথা শুনবে আর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের ধন প্রাণ সন্তান সব কিছু হরণ করবে।

রস। সাধারণ মানুষকে উনি করভারে এমনই পীড়িত করে তুলেছেন যে তারা কেউ ওঁকে আর চায় না। সামন্তদের কাছ থেকেও জোর করে টাকা আদায় করেছেন।

উইলোগবি। প্রতিদিন টাকা আদায়ের নতুন নতুন ফন্দী আঁটা হচ্ছে। ভগবানের নামে বলছি, এসব কি হচ্ছে কিছু বুঝছি না।

নর্দাম্‌বার। যুদ্ধে ওঁর কোন ক্ষতিই হয়নি। কারণ যুদ্ধের মত যুদ্ধ উনি কখনো করেননি। ওঁর পূর্বপুরুষদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি উনি অন্যায় আপোষের মাধ্যমে হারিয়েছেন। উনি যা কিছু খুইয়েছেন তা যুদ্ধের জন্য নয়, শান্তির জন্য।

রস। আর্ল উইল্টশায়ারের অনেক ভূসম্পত্তি আছে।

উইলোগবি। রাজা এখন একেবারে দেউলে হয়ে পড়েছেন।

নর্দাম্‌। ওঁর ভাগ্যে আছে শুধু ধ্বংস আর ভৎর্সনা।

রস। আইরিশ যুদ্ধের জন্য ওঁর টাকা নেই। এত কর আদায় করেও টাকায় কুলোচ্ছে না বলে নির্বাসিত ডিউকের সব ধনসম্পত্তি দস্যুর মত লুণ্ঠন করে নিচ্ছেন।

নর্দাম্‌। রাজা হিসাবে উনি অত্যন্ত নীচ। কিন্তু হে সভাসদগণ, আমরা এক আসন্ন ঝড়ের ভয়াবহ গর্জন শুনেও কেন কোন আশ্রয়ের সন্ধান করছি না ? সে ঝড়ে আমাদের জাহাজকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখেও প্রতিকারের কোন চেষ্টা করছি না। নীরবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি।

রস। যে বিপদ অত্যাসন্ন, যে বিপদ অপরিহার্য সে বিপদজনিত ধ্বংসের তাণ্ডব আমাদের সহ্য করতেই হবে।

নর্দাম্‌। না তা হবে না। যদিও আমাদের বিপন্ন জীবন মৃত্যুর কোটরাগত চোখ দেখতে পাচ্ছে তবু আমি বলব আমাদের সুসময়ের আর দেরি নেই।

উইলোগবি। তোমার মত আমরাও তাই আশা করি।

রস। আশা আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বল নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড, আমরা তিনজনেই হচ্ছি এক এবং অভিন্ন। সাহসের সঙ্গে তুমি যা ভাব তাই প্রকাশ করো।

নর্দাম্‌। তাহলে শোন: ব্রিটানির এক উপসাগর লে পোর্ট ব্লাঁ থেকে আমি এক খবর পেয়েছি যে হ্যারি অর্থাৎ ডিউক অফ হিয়ারফোর্ড, রেনল্ড লর্ড কনহাম, স্যার টমাস আর্পিংহাম, স্যার রবার্ট ওয়াটারটন, স্যার জন র‍্যামসন, স্যার জন নরবেরি এবং ব্রিটানির ডিউকের সহায়তায় আটটি বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ও তিন হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত এইদিকে আসছেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি এ দেশের উত্তর উপকূলে এসে উঠবেন। তবে তিনি এখন হয়ত রাজার যুদ্ধগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তা যদি হয় তাহলে আমরা সকলেই দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত হব, দেশে শান্তি ফিরে আসবে এবং আমাদের দেশের রাজমুকুট কলঙ্কমুক্ত হবে আবার। আমার সঙ্গে এখনি তাহলে খবর নিয়ে র‍্যাভেনস্‌পার্গে চল। কিন্তু যেতে যদি ভয় করো তাহলে এখানেই থাক, সব কথা গোপন রাখবে এবং আমি একাই যাব।

রস। চল শীগ্‌গির ঘোড়ায় চাপ। যেখানেই ভয় সেখানেই সংশয়।

উইলোগবি। আমার ঘোড়া আনো। আমি সেখানে সবচেয়ে আগে গিয়ে হাজির হব। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। উইণ্ডসর প্রাসাদ।

রাণী, বুশি ও বেগটের প্রবেশ

বুশি। আচ্ছা রাণীমা, আপনি কথা দিয়েছিলেন বিদায়ের সময় আপনার সমস্ত বিষাদ ঝেড়ে ফেলে রাজাকে আনন্দ দান করবেন।

রাণী। তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নিজেকে আনন্দ দেবার জন্য আমি কোন চেষ্টা করিনি। তবু আমি বুঝতে পারছি না, আমার প্রিয়তম স্বামী রিচার্ডকে বিদায় না জানিয়ে দুঃখের মত এক অজানা অবাঞ্ছিত অতিথিকে কেন বরণ করে নিচ্ছি। আমার শুধু মনে হচ্ছে আমাদের ভাগ্যের জঠরে এক অজ্ঞাত দুঃখের ভ্রূণ অলক্ষ্যে লালিত হচ্ছে এবং সেকথা মনে করে আমার আত্মা অকারণে কেঁপে উঠছে। রাজার বিচ্ছেদ নয়, সম্পূর্ণ অন্য এক অজানিত ঘটনাই আমার এ দুঃখের কারণ।

বুশি। দুঃখে যে কোন বস্তুরই বিশটি প্রতিচ্ছায়া আছে। প্রতিটি ছায়াকে দেখলেই আসল দুঃখ বলে মনে হয়। কিন্তু তারা কেউ আসল দুঃখ নয়। অশ্রুজলে আচ্ছন্ন দুঃখিত মানুষের অবরুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিহত হয়ে একই জিনিস বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোন বস্তুকে কাছ থেকে দেখলে পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখায়, অথচ দূর থেকে দেখলে সেই একই বস্তুই অস্পষ্ট ও অসংবদ্ধ দেখায়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হচ্ছে। আপনার প্রিয়তম স্বামীকে বিদায়ের পর দূরত্বের ব্যবধানে দেখছেন বলে তাঁর আসল মূর্তির জায়গায় দেখছেন এক দুঃখের প্রতিমূর্তি। সেটা ছায়া ছাড়া আর কিছুই না, আর তাই দেখে দুঃখে কাতর হয়ে উঠছেন। দুঃখ বেদনায় আবিল অসচ্ছ আপনার দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন বলেই আসল বস্তুর পরিবর্তে এক কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়ার জন্য বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন আপনি।

রাণী। হয়ত তাই, তবু আমার অন্তরাত্মা আমায় শুধু বারবার বলছে এটা অন্য কিছু। যাই হোক, আমি দুঃখিত না হয়ে পারছি না। যেন মনে হচ্ছে আমি কিছুই ভাবছি না, অথচ কিছু একটা ভাবতে গিয়ে অন্তরটাকে ভারী করে না তুলেও পারছি না।

বুশি। এটা অভিমান ছাড়া আর কিছুই না, রাণীমা।

রাণী। কিন্তু সেই অভিমানের জন্মও দুঃখ থেকে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কোন দুঃখ বা অভিমানেরই কোন কারণ নেই, কোন উৎস নেই। হয় কিছু অথবা কিছু-না বসে আছে আমার সকল দুঃখ ও অভিমানের মর্মমূলে। কিন্তু সেটা কি তা জানি না, তার নাম জানি না।

গ্রীণের প্রবেশ

গ্রীণ। ঈশ্বর রাজার মঙ্গল করুন। ঠিক সময়েই দেখা হলো বুশি। মনে হয় রাজা এখনো জাহাজে চড়েননি।

রাণী। একথা কেন ভাবছ? তাঁর তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কিন্তু কি কারণে তুমি একথা ভাবলে?

গ্রীণ। আমার মনে হয় তিনি আর একটু অপেক্ষা করে শত্রুশক্তিকে দেশ থেকে বিতারিত করে গেলে ভাল হত। এই শত্রুশক্তি আমাদের দেশে নিরাপদে এসে উঠে পড়েছে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। নির্বাসিত বোলিংব্রোক সৈন্য সংগ্রহ করে র‍্যাভেনস্‌পার্গ উপকূলে অবাধে এসে উঠে পড়েছে।

রাণী। ঈশ্বর করুন, এ সংবাদ যেন সত্য না হয়।

গ্রীণ। এটা সত্য রাণীমা। আরো দুঃখের কথা, লর্ড নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড তাঁর পুত্র তরুণ পার্সি, আর রস, বীমণ্ড, উইলোগবি প্রভৃতি লর্ডরা তাঁর বন্ধুরূপে শক্তি জোগাচ্ছে তাঁর কাছে গিয়ে।

বুশি। কেন তুমি তাহলে নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড ও অন্যান্য পলাতক লর্ডদের বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করনি ?

গ্রীণ। তা করেছি। আর তার ফলে আর্ল অফ ওরসেস্টার তাঁর সব লোকজন নিয়ে বোলিংব্রোকের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছেন।

রাণী। তাহলে গ্রীণ, তুমিই হচ্ছ আমার দুঃখের ধাত্রী এবং বোলিংব্রোক হচ্ছে আমার সে দুঃখের ভয়াবহ সন্তান। আমার দুঃখিত অন্তরাত্মা কি এখন তবে সেই ভয়াবহ সন্তান প্রসব করল ? আর সেই অবাঞ্ছিত সন্তানকে চোখে দেখে সদ্য প্রসবিনী যন্ত্রণাক্লিষ্ট কোন জননীর মত আরো বেশী বেদনার্ত হয়ে পড়েছি। শুধু কি তাই আমার বুকে দুঃখের উপর দুঃখ জমে যাচ্ছে, বেদনার উপর বেদনা।

বুশি। হতাশ হবেন না রাণীমা।

রাণী। কে আমায় নিষেধ করবে, আমি ছলনাময়ী আশার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য হতাশার দলে যোগদান করব। যে মিথ্যা আশার ছলনায় ভুলে গিয়ে বাস্তব জীবন থেকে সরে যায় সে তোষামোদকারী হীন চাটুকার।

ইয়র্কের প্রবেশ

গ্রীণ। ইয়র্কের ডিউক আসছেন।

রাণী। ওর বৃদ্ধ ঘাড়ের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হে পিতৃব্য, কিছু আশার কথা বলুন।

ইয়র্ক। তা যদি বলি তাহলে মিথ্যা কথা বলা হবে। আশা আর সান্ত্বনা আছে একমাত্র স্বর্গে। আমরা যে মর্ত্যভূমিতে থাকি সেখানে আছে শুধু বাধা আর বিপত্তি, দুঃখ আর উদ্বেগ। তোমার স্বামী দূরে নিরাপদ স্থানে যখন চলে গেলেন তখন বাইরে থেকে শত্রু এসে তার ঘরের সম্পদ কেড়ে নিতে এল। এখন সব ভার আমার উপর। আমি বৃদ্ধ, ভালভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি না। ঠিক এই সময়েই এল সবচেয়ে দুঃসময়, যে দুঃসময় তারই অন্যায়ের দ্বারা সৃষ্ট। এখন তার তোষামোদকারীদের পরীক্ষা হবে এই বিপদের দিনে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, আমি যাবার আগেই আপনার পুত্র চলে গেছে।

ইয়র্ক। যাক, সবাই যাক যে যেখানে খুশি। সামন্তরা চলে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে সাধারণ জনগণও হিয়ারফোর্ডের দলে গিয়ে বিদ্রোহ করবে। আচ্ছা শোন, তুমি একবার প্ল্যাসি যাও ত। এই আংটিটা ধরো, আমার বোন গ্লসেস্টারের কাছে গিয়ে অবিলম্বে এক হাজার পাউণ্ড নিয়ে এস।

ভৃত্য। হুজুর, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজই আমি আসার পথে ওখানে গিয়েছিলাম। এর পরের ঘটনা আমায় দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে।

ইয়র্ক। কী সে ঘটনা?

ভৃত্য। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ডিউকপত্নী মারা গেছেন।

ইয়র্ক। ঈশ্বরকে তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ। এ দেশে একের পর এক করে আসছে দুঃখের ঢেউ। আমি জানি না আমি কি করব। এখন ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা। আমার ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটাও কেটে ফেলেছে রাজা। এখন টাকা কোথায় পাব, আয়ারল্যাণ্ডে কি করে সৈন্য ও রসদ পাঠাব? আমাকে ক্ষমা করবে বৌমা। (ভৃত্যকে) এখন তুমি যাও একটা গাড়ি যোগাড় করে ঐ অস্ত্রটা এখানে নিয়ে এস। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা কি সৈন্য পরিচালনা করতে যাবে? বিশ্বাস করো আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এই বোঝাভার কেমন করে বহন করব আমি তা জানি না। দুপক্ষই আমার আত্মীয়, কালই আমার রাজা, কালের অধীশ্বরই আমার শপথ ও কর্তব্যকে একই সঙ্গে রক্ষা করুক। একদিকে আছে আমারই এক আত্মীয়জন যার উপর রাজা অন্যায় করেছেন, বিবেক আর আত্মীয়তার খাতিরে যার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে আমার মন চাইছে। যাই হোক, একটা কিছু করতে হবে। এস বৌমা, আমি তোমায় সেটা বলব। ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা যাও, তোমাদের আপন আপন সৈন্য সমবেত করো। তারপর বার্কেলেতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমাকে একবার প্ল্যাসিতেও যেতে হবে। কিন্তু সময়ে কুলোবে না। সব কিছুই এলোমেলো হয়ে পড়েছে। (ইয়র্ক ও রাণীর প্রস্থান)

বুশি। এখন আয়ারল্যাণ্ডে খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু কে যাবে? এখন আমাদের শত্রুর সমতুল শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সেটা এখন অসম্ভব।

গ্রীণ। তাছাড়া রাজার প্রতি আমাদের ভালবাসা তাঁর শত্রুদের ঘৃণারই সমতুল। তার বেশী কিছু না।

বেগট। এ ভালবাসা সাধারণ জনতার ভালবাসার মত। ওদের ভালবাসা থাকে টাকার থলিতে। সে থলি যত ফুরিয়ে যায় ততই ওদের অন্তর ঘৃণায় ভরে যায়।

বুশি। আর এইজন্যই রাজা সাধারণের নিন্দার পাত্র হয়ে উঠেছে।

বেগট। যদি ওদের কাজ ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে আমাদের কাজও হবে ন্যায়সঙ্গত। কারণ আমরা সব সময় রাজার কাছে কাছে আছি।

গ্রীণ। তাহলে আমি সোজা ব্রিস্টলো প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নেব, সেখানে আর্ল অফ উইল্টশায়ার আছেন।

বুশি। আমিও সেখানে যাব তোমার সঙ্গে। কারণ সাধারণ জনগণ আমাদের পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেগট। না, আমি যাব আয়ারল্যাণ্ডে রাজার কাছে। বিদায়। হয়ত আমাদের মধ্যে আর কোনদিন দেখা হবে না।

বুশি। তুমি কি বলতে চাও ইয়র্ক বোলিংব্রোককে তাড়িয়ে দিতে পারবে?

গ্রীণ। ডিউককে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সে মরুভূমির বালি গণনা আর সমুদ্রের সব জল নিঃশেষে পান করার মতই অসম্ভব। তাহলে বিদায় ভাই চিরদিনের মত। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য। গ্লসেস্টশায়ার।

সৈন্যদলসহ বোলিংব্রোক ও নর্দাম্বারল্যাণ্ডের প্রবেশ

বোলিং। বার্কেলে আর কত দূর?

নর্দাম্। বিশ্বাস করুন স্যার, আমি গ্লসেস্টশায়ারে নতুন এসেছি। এখানে বড় বড় পাহাড় আর বন্ধুর ভূমি মাইলের পর মাইল ধরে চলে গেছে। ফলে পথ হাঁটা দারুণ ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে এখানে। তবে আপনার মধুর কথাবার্তা মিষ্টি চিনির মত গোটা পথটাকে মধুর করে তুলেছে। কিন্তু রস ও উইলোগবি আপনার কাছে আসতে চায় এবং আমি ভাবছি পথটা তাদের কাছে কতখানি ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। অবশ্য আপনার সান্নিধ্যে আমি যে আনন্দ লাভ করেছি সেই আনন্দের আশায় তারা সব ক্লান্তি ও কষ্ট সহ্য করছে।

বোলিং। আপনার মুখের কথা আমার সাহচর্য হতে অনেক বেশী মূল্যবান। কিন্তু কে আসছে এদিকে?

হ্যারি পার্সির প্রবেশ

নর্দাম্। এ হচ্ছে আমার পুত্র হ্যারি পার্সি, আমার ভাই ওরসেস্টার একে

পাঠিয়েছে। কোথা থেকে আসছ হ্যারি, তোমার কাকা কেমন আছে ?

পার্সি। আমি ত ভেবেছিলাম আপনার কাছে উনি তাঁর কথা সব শুনেছেন।

নর্দাম্। কেন, তিনি কি রাণীর সঙ্গে নেই ?

পার্সি। না, তিনি রাজসভা ত্যাগ করে অফিস তুলে দিয়ে রাজপ্রাসাদের সব কাজ বন্ধ রেখে চলে গেছেন।

নর্দাম্। কিন্তু এর কারণ কি ? যখন তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় তখন ত একথা তিনি বলেননি।

পার্সি। কারণ আপনাকে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি র‍্যাভেনস্‌পার্গে গিয়ে ডিউক অফ হিয়ারফোর্ডের দলে যোগদান করেছেন। এবং তিনি আমাকে বার্কেলেনে পাঠিয়েছেন ডিউক অফ ইয়র্কের শক্তির পরিমাপ করার জন্য। তারপর আমাকে আবার র‍্যাভেনস্‌পার্গে ফিরে যেতে হবে।

নর্দাম্। আচ্ছা তুমি ডিউক অফ হিয়ারফোর্ডকে ভুলে গেছ ?

পার্সি। না ত, যা মনের মধ্যে কোনদিন প্রবেশ করেনি, যা স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়নি, তা ভুলে যাব কি করে ? আমি যতদূর জানি, আমি জীবনে কখনো তাঁকে দেখিনি।

নর্দাম্। এখন তাহলে জান, ইনিই হচ্ছেন সেই ডিউক।

পার্সি। হে মহান অধিপতি, আমি আপনাকে আমার শ্রেষ্ঠ সেবা দান করছি। আপনার এই দীন সেবক বয়সে তরুণ হলেও সে মূলতঃ খাঁটি এবং ভবিষ্যতে তা বাঞ্ছিত পরিণতি দান করবে।

বোলিং। তোমাকে ধন্যবাদ পার্সি, তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি যে কী পরিমাণ সুখী হয়েছি তা কি বলব। আমার প্রতি তোমার প্রকৃত ভালবাসার দ্বারা আমার সৌভাগ্য সমৃদ্ধ হবে আর তুমি তার প্রতিদানও পাবে। এইভাবে অন্তরের সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি।

নর্দাম্। বার্কেলে আর কতদূর ? আর বৃদ্ধ ইয়র্ক তার লোকজন নিয়ে যুদ্ধের কেমন প্রস্তুতি করেছেন ?

পার্সি। ঐ যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে তার ওধারেই আছে ইয়র্কের প্রাসাদ। সেখানে আছেন ইয়র্ক, বার্কেলে আর সীমুরের লর্ডগণ—নামকরা আর কোন লোক বা সামন্তদের কেউ নেই।

রস ও উইলোগবির প্রবেশ

নর্দাম্। এই রস ও উইলোগবির লর্ডরা এসে গেলেন। অতিশয় দ্রুতগতিতে

এত পথ এসে নিবিড় ক্লান্তিতে রক্তলাল হয়ে উঠেছে ওদের মুখ।

বোলিং। হে মহান সামন্তদ্বয়, আপনাদের উপস্থিতি আমাদের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

উইলোগবি। আমরাও কঠোরভাবে পরিশ্রম করছি তার জন্য।

বোলিং। আমার প্রতি অর্থসাহায্যের জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে ধন্যবাদ। কিন্তু ও কে আসছে?

বার্কেলের প্রবেশ

নর্দাম্। উনি হচ্ছেন লর্ড বার্কেলে আমার যতদূর মনে হয়।

বার্কেলে। লর্ড হিয়ারফোর্ড, আপনার জন্য এক সংবাদ বহন করে এনেছি।

বোলিং। আমি কোন কথা বলার আগে আপনার মুখ থেকে আমার প্রতি সম্মানসূচক ল্যাঙ্কাস্টার কথাটা শুনতে চাই। আমি বিশেষ করে আমার এই উপাধিটা পুনরুদ্ধার করার জন্যই ইংলণ্ডে এসেছি।

বার্কেলে। আমাকে ভুল বুঝবেন না স্যার। আমি আপনার থেকে কোন সম্মানসূচক উপাধি কেড়ে নিইনি। ইংলণ্ডের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি ডিউক অফ ইয়র্ক জানতে চেয়েছেন, আপনি কেন রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ডের শান্তিকামী জনগণকে রণসম্ভারের দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করছেন?

অনুচরবৃন্দসহ ইয়র্কের প্রবেশ

বোলিং। এর কথার উত্তর আপনাকে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ উনি নিজেই আসছেন। আসুন মহামান্য পিতৃব্য। (নতজানু হলো)

ইয়র্ক। তোমার সরল অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা দান করো, নতজানু হতে হবে না, কারণ ওটা হচ্ছে বিনয়ের এক ছলনাময় ভঙ্গিমা।

বোলিং। হে মহামান্য পিতৃব্য।

ইয়র্ক। থাক থাক। 'পিতৃব্য পিতৃব্য' বলে অত খাতির করো না। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকের পিতৃব্য নই। আর যার মান সম্মান জ্ঞান নেই তার মুখে 'মহামান্য' কথাটা অধর্মাচরণ ছাড়া আর কিছুই না। তুমি একজন নির্বাসিত ব্যক্তি হয়ে কেন ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছ তোমার নির্বাসনকাল শেষ হবার আগে? আরো অনেক 'কেন'র জবাব দিতে হবে তোমায়। কোন সাহসে তুমি এত লোক নিয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে ইংলণ্ডের শান্ত বুককে অশান্ত করে তুলেছ, নিরীহ গ্রামবাসীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছ? রাজা এখন দেশে নেই বলেই কি তুমি এ কাজ করার সাহস পেয়েছ? কিন্তু জেনে রেখো নির্বোধ

বালক, রাজা না থাকলেও তিনি আমার উপর রাজকার্য পরিচালনার ভার দিয়ে গেছেন। মনে রেখো, একদিন তোমার পিতা গণ্ট আর আমি কয়েক হাজার ফরাসীদের ভিতর থেকে ব্ল্যাক প্রিন্সকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। আজও আমি এই মুহূর্তে তোমাকে বন্দী করে তোমার অন্যায় আচরণের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি।

বোলিং। কিন্তু কী এমন অন্যায় করেছি, আমার দোষ কোথায় তা আমায় জানতে দিন পিতৃব্য।

ইয়র্ক। গুরুতর দোষে দোষী তুমি—প্রকাশ্য বিদ্রোহ আর ঘৃণ্য রাজদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী তুমি। তুমি একজন নির্বাসিত ব্যক্তি, তথাপি তুমি তোমার নির্বাসনকাল শেষ হবার আগেই তোমার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ।

বোলিং। আমি হিয়ারফোর্ড হিসাবেই নির্বাসিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি এসেছি ল্যাঙ্কাস্টার উপাধির জন্য। হে মহান পিতৃব্য, যদি কোন অন্যায় আমি করে থাকি তাহলে সে অন্যায় সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখবেন। একদিক দিয়ে আপনিও আমার পিতা, আমার পিতার প্রতিচ্ছবি দেখছি আপনার মধ্যে। তা যদি হয় তাহলে আপনি কি এটা চাইবেন যে আমার মান সম্মান সব জোর করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমায় পথের ভিখারিতে পরিণত করা হোক? কোথায় আমার জন্ম হয়েছিল? আমার জন্ম যদি রাজবংশে হয়ে থাকে, যদি আমার পিতৃব্য একদিন ইংলণ্ডের রাজা থেকে থাকেন তাহলে আমিও ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক। আপনার মৃত্যুর পর আপনার প্রথম পুত্র অমার্লের কাছ থেকে এইভাবে সব উপাধি ও অধিকার কেড়ে নিলে সেও এমনি করে অস্ত্র ধারণ করত। তার উপর আমার পিতার সব বিষয় সম্পত্তি কিছু বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে আর কিছু রাজার কাজে লাগানো হয়েছে। এর পর আমায় কি করতে বলেন? আমি একজন প্রজা—আমি আইনসঙ্গত প্রতিকার চাই। আমার পক্ষ থেকে উকিল দেবার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবেই আমার সমস্ত অপহৃত অধিকার ফিরে পাবার দাবি জানাচ্ছি।

নর্দাম্। সত্যিই ডিউক অফ ল্যাঙ্কাস্টারের অনেক অপমান করা হয়েছে।

রস। এখন আপনি আশা করি তাঁর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন।

ইয়র্ক। ইংলণ্ডের প্রিয় সামন্তবর্গ, আমার কথা হচ্ছে এই: আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা আমি জানি এবং সে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আমি তখন চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এইভাবে সে অন্যায়ের প্রতিকার করা ও

সমস্ত ন্যায় নীতি ও বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে এইভাবে নিজে নিজে পথ করে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আর আপনারা যাঁরা তাকে এ কাজে সহায়তা করছেন তাঁরা সকলেই বিদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত হবেন।

নর্দাম্। আমরা তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে প্রতিশ্রুতি কেউ ভঙ্গ করে সুখী হব না।

ইয়র্ক। ঠিক আছে, আমি তোমাদের এই রণসজ্জার কারণের কথা অবগত হলাম। আমি তোমাদের এই সমরোদ্যমকে শান্ত বা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি না। সুতরাং আমার অকপটে স্বীকার করা উচিৎ আমার শক্তি বড় ক্ষীণ, লড়াই করার মত উপযুক্ত রসদ ও উপাদান নেই। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতাম তাহলে তোমাদের সকলকে রাজার ক্ষমা ভিক্ষা করতে বাধ্য করতাম। কিন্তু যেহেতু সে ক্ষমতা আমার হাতে নেই, জেনে রেখো আমি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছি। সুতরাং বিদায় তোমাদের। অবশ্য যদি ঐ প্রাসাদে গিয়ে রাত্রির মত বিশ্রাম লাভ করতে রাজী থাক ত আসতে পার।

বোলিং। আপনার এ প্রস্তাব আমরা মেনে নেব। তবে আমাদের একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে। আমাদের সঙ্গে আপনাকে ব্রিস্টেলো দুর্গে যেতে হবে, যে দুর্গটা বুশি, বেগট আর তাদের লোকজন দখল করে আগে এবং যে দুর্গটা আমি দখল করার জন্য শপথ করেছি।

ইয়র্ক। ঠিক আছে, আমি যেতে পারি তোমাদের সঙ্গে। তবু কিন্তু আমাকে একবার ভেবে দেখতে হবে, কারণ আমাকে তাহলে দেশের প্রচলিত নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে এগোতে হবে। তোমরা আমার কাছে শত্রু বা মিত্র কিছুই না। যার কোন প্রতিকার নেই তা নিয়ে দুঃখ করারও কিছু নেই। [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য। ওয়েলস্‌এর সন্নিকটস্থ শিবির।

আর্ল অফ স্যালিসবেরি ও জনৈক ক্যাপ্টেনের প্রবেশ

ক্যাপ্টেন। লর্ড স্যালিসবেরি, আমরা দশ দিন দেখলাম। কিন্তু দেশের লোককে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলাম না। রাজার কাছ থেকেও কোন খবর পেলাম না। সুতরাং আমরা এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাব। বিদায়।

স্যালিস। আর একটা দিন থাক ভাই, রাজা তোমাকে বিশ্বাস করেন।

ক্যাপ্টেন। আমার মনে হয় রাজা মারা গেছেন। আমাদের দেশের গাছগুলো শুকিয়ে গেছে। আকাশে উল্কারা ধ্রুবতারাদের ভয় দেখাচ্ছে। পৃথিবী থেকে ম্লান চাঁদটাকে রক্তের মত লাল দেখাচ্ছে। সমাজের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর

লোকদের বিষণ্ণ দেখাচ্ছে আর দুর্বৃত্তরা আনন্দে লাফাচ্ছে ও নাচছে। একজন যা হারাচ্ছে অপরজন তাই লাভ করছে। এই সব কুলক্ষণগুলো রাজা-রাজড়াদের মৃত্যু বা পতনকেই সূচিত করে। বিদায়, আমাদের দেশের লোকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে রাজা রিচার্ড মারা গেছেন। [প্রস্থান]

স্যালিস। হায় রিচার্ড, আমি মানসদৃষ্টিতে বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের গৌরবতারকা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত সুউচ্চ আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটিতে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং আসন্ন ঝড়, বিপদ ও অশান্তির আভাস পেয়ে কাঁদছে। তোমার বন্ধুরা শত্রুর দলে গিয়ে যোগদান করেছে। তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে চলে গেছে। [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ব্রিস্টলো বোলিংব্রোকের শিবির।

বন্দী অবস্থায় বুশি ও বেগটকে নিয়ে বোলিংব্রোক, নর্দাম্বারল্যাণ্ড, ইয়র্ক, পার্সি, রস ও উইলোগবির প্রবেশ

বোলিং। এই বন্দীদের আমার কাছে নিয়ে এস। বুশি ও গ্রীণ, আমি তোমাদের আত্মাকে আর নতুন করে বিরক্ত করব না, কারণ সে আত্মাকে শীঘ্রই দেহত্যাগ করতে হবে। তবে তোমাদের হত্যার কলঙ্ক হতে আমার হাতকে মুক্ত রাখার জন্য তোমাদের মৃত্যুর কিছু কারন বিশ্লেষণ করব। তোমাদের সবচেয়ে বড় অপবাধ তোমরা একজন রাজাকে ভ্রান্ত ও রক্তক্ষয়ী প৻ ালিত করেছ। একজন সুখী রাজপুত্রকে অসুখী করে তুলেছ। কৌশলে রাজা ও রাণীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের পবিত্র দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত ও রাণীর অনিন্দ্যসুন্দর গণ্ডদ্বয়কে অশ্রুর দ্বারা ম্লান করে তুলেছ। আমার কথাই ধরো, আমি রাজবংশজাত এবং রক্তের সূত্রে রাজার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে বাধ্য করেছিলে। রাজার কাছে আমার সম্বন্ধে ভুল তথ্য দান করে আমার উপর তার মনটা বিষিয়ে দিয়েছিলে। আমি নির্বাসনে চলে গেলে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তিও কেড়ে নিতে প্ররোচিত করেছিলে রাজাকে। এমন কি আমার সব মান সম্মানও এমনভাবে সব কেড়ে নিয়েছিলে যে জনসমাজে আমি যে ভদ্রসন্তান সেকথা প্রমাণ করার মত কিছুই ছিল না আমার কাছে। এই সব কিছুর জন্য আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছি। ওদের ফাঁসির হুকুম যাতে পালিত হয় তারা ব্যবস্থা করো।

বুশি। ইংলণ্ডে বোলিংব্রোক প্রবেশ করবে তা দেখার থেকে মৃত্যুও শ্রেয়।

গ্রীণ। আমাদের সান্ত্বনা এই যে ঈশ্বর আমাদের আত্মা গ্রহণ করবেন।

বোলিং। লর্ড নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড, তাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করে দিন। [নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড ও অন্যান্যদের প্রস্থান] পিতৃব্য, আপনি বলছিলেন রাণী আপনার বাড়িতে আছেন। তাঁকে আমার বিশেষ অভিবাদন জানাবেন।

ইয়র্ক। তোমার সহানুভূতি জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলে তাঁকে আমি তা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বোলিং। ধন্যবাদ পিতৃব্য। এখন আমাদের গ্লেনডাওয়ার আর তার লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। চল সবাই, আগে কাজ পরে ছুটি। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। ওয়েলস্‌-এর উপকূল। একটি দুর্গ দেখা যাচ্ছে।

বাদ্যধ্বনি। রাজা, কার্লিস্‌লের বিশপ, অমার্লে ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রিচার্ড। বার্কেলো দুর্গের কাছে এসে পড়েছি আমরা।

অমার্লে। হ্যাঁ স্যার, ঝড়ের পর এখন সমুদ্রের বাতাসটা কেমন ভাল লাগছে।

রিচার্ড। আমার খুবই ভাল লাগছে। আনন্দে চোখে জল আসছে আমার। আবার আমি আমার রাজ্যের সীমানাব মধ্যে এসে পড়েছি। হে আমার প্রিয় দেশমৃত্তিকা, আমি তোমাকে আমার হাত দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছি। যদিও বিদ্রোহীদের পদভরে তোমার বক্ষস্থল আহত তথাপি আজ আমি দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তোমার সন্তানের মত অশ্রুপূর্ণ চোখে ফিরে এসেছি তোমার কোলে, তোমার সব আঘাত দূর করে দেব আমার রাজকীয় হাত দিয়ে। হে আমার দেশমাতা, আমার শত্রুদের তুমি খাদ্য বা আশ্রয় দিও না, তাদের লোভকে প্রশ্রয় দিও না। তাদের পথে মাকড়সা, বিষাক্ত ব্যাঙ প্রভৃতি বিষধর জীবকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পায়ে বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে বিঘ্ন ঘটাবে তাদের সমরাভিযানে। যে পা দিয়ে তোমার বুককে পদদলিত করছে তারা সে পা তাদের ক্ষত বিক্ষত হবে তাদের দংশনে। শত্রুদের কেউ যদি তোমার বুকে দাঁড়িয়ে কোন একটা ফুল ছিঁড়ে দেয় তাহলে সে ফুলের ভিতর যেন এক বিষধর সাপের ছানা লুকিয়ে থেকে তাকে দংশন করে তার মৃত্যু ঘটায়। তোমরা আমার এই কথাগুলোকে অর্থহীন প্রলাপোক্তি বলে ভুল বুঝো না। দেশের মাটিরও একটা অনুভূতি আছে, দেশের বৈধ রাজা বিদ্রোহীদের হাতে পরাস্ত হবার উপক্রম হলে তার প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডও এক এক জন সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করতে পারে।

কার্লিসলে। ভয় করবেন না মহারাজ। যে শক্তি আপনাকে একদিন রাজা করে,

সেই শক্তিই আজ আপনাকে এই সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখবে। যে উপায় ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন তা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। বিধিপ্রদত্ত প্রতিকারের উপায় আমরা কখনই প্রত্যাখ্যান করব না।

অমাত্য। উনি বলতে চাইছেন আমরা বড় গাফিলতি করছি। আমাদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে আমাদেরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠেছে বোলিংব্রোক।

রিচার্ড। দুঃখ করো না ভাই, মনে রেখো যখন সূর্য অন্য গোলার্ধে চলে যায় অর্থাৎ যখন সব আলো চলে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসে তখন যত সব চোর ডাকাতরা সাহসের সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সূর্য যখন সেই দক্ষিণ গোলার্ধ হতে উঠে এসে তার আলো প্রথমে পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরদেশ থেকে ধীরে ধীরে সবত্র ছড়িয়ে দেয় তখন গোপন গর্তে লুকিয়ে রাখা হত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি প্রতিটি ঘৃণ্য পাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রকাশ্য আলোয় তাদের নগ্ন মূর্তি কাঁপতে থাকে। সেইরূপ আমরা যখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ছিলাম অর্থাৎ যখন আমাদের রাজশক্তির সূর্য না থাকায় অন্ধকার বিরাজ করছিল এ দেশে তখন বিশ্বাসঘাতক দস্যু বোলিংব্রোক ইচ্ছামত তার পাপের মত্ততা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের রাজশক্তির গৌরবসূর্যকে পুনরায় উদিত দেখে সে লজ্জায় ও ভয়ে কাঁপতে থাকবে, উজ্জ্বল দিবালোক সে সহ্য করতে পারবে না। যে পবিত্র তেল দ্বারা অভিষেককালে কোন রাজা অভিষিক্ত হন সে তেল পৃথিবীর কোন সমুদ্রের জলরাশি কখনো নিঃশেষে ধুয়ে ফেলতে পারে না। অমাত্য ও সামন্তদের দ্বারা নির্বাচিত কোন রাজাকে সাধারণ মানুষ কখনো সিংহাসনচ্যুত করতে পারে না। কারণ যারা বোলিংব্রোকের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করবে ঈশ্বর রাজা রিচার্ডের প্রতি সম্মানের খাতিরে তাদের প্রত্যেককেই দেবদূতে পরিণত করবেন। দেবদূতরা যদি যুদ্ধে নামে তাহলে কোন মানুষ দাঁড়াতে পারে না তাদের সামনে। রাজার অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরই রক্ষা করে চলেন।

স্যালিসবেরির প্রবেশ

আসুন আসুন, আপনার সৈন্যসংগ্রহের কাজ কতদূর এগোল ?

স্যালিস। আমি ছাড়া আর কাউকে পেলাম না হুজুর। দুঃখে কাতর হয়ে উঠছে আমার জিব, কথা বলতে পারছি না। আমার ভয় হচ্ছে আমাদের

সুখের দিন চিরতরে চলে গেছে। হে রাজন, আপনি আপনার সেই গৌরবময় অতীতের দিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন যেদিন আপনার বারো হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত সব সময়। আজ আপনার রাজ্য, সুখ, সম্পদ, বন্ধুবান্ধব সব চলে গেছে। ওয়েলস্‌এর যে সব অধিবাসীরা আপনার পক্ষে যুদ্ধ করছিল আপনি বেঁচে নেই শুনে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়ে বোলিংব্রোকের দলে যোগ দিয়েছে।

অমার্লে। তবু দুঃখ করবেন না রাজন। কেন আপনার মুখখানা এমন মলিন হয়ে উঠল ?

রিচার্ড। কুড়ি হাজার লোক যারা আমার পক্ষে নিশ্চিত জয় এনে দিতে পারত তারা পালিয়ে গেছে। এটা কি আমার পক্ষে দুঃখের ও বিষাদের যথেষ্ট কারণ নয় ? আজ যারাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে তারাই নিরাপদে থাকবে। আজ কাল আমার সব গৌরবকে হরণ করেছে।

অমার্লে। স্মরণ করুন মহারাজ আপনি কে। একথা কখনই ভুলবেন না।

রিচার্ড। আমি নিজেকে নিজেই ভুলে গেছি। সত্যিই ত। কিন্তু আমি কি রাজা নই ? হে কাপুরুষ রাজা, তুমি জাগো, তুমি ঘুমিয়ে আছ। একজন রাজার নাম কি কুড়ি হাজার লোকের সমান নয় ? অতএব সেই নামটাকেই অস্ত্রসজ্জিত করে তোল। একজন সামান্য প্রজা আমার মহান গৌরবে আঘাত হেনেছে। হে আমার অনুগত বন্ধুগণ, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল। নিচের দিকে তাকিয়ে মনকে ছোট করবে না। মনে রাখবে আমরা অনেক উঁচু। আমাদের চিন্তাও হবে অনেক উঁচু আর আশাবাদী। আমি জানি আমার পিতৃব্য ইয়র্ক আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করেছেন। কে আসে ?

স্ক্রুপের প্রবেশ

স্ক্রুপ। ঈশ্বর আপনাকে আরো স্বাস্থ্য ও সুখ দান করুন মহারাজ। আমার উদ্বেগকণ্টকিত জিব সব কথা বলতে পারছে না।

রিচার্ড। আমি কিন্তু যে কোন পার্থিব অমঙ্গলের কথা শোনার জন্য অন্তরের সঙ্গে উৎকর্ণ ও প্রস্তুত হয়ে আছি। বল আমার রাজ্য কি আমি হারিয়েছি ? বোলিংব্রোক কি এখনো জীবিত আছে ? তার অস্ত্র কি তেমনি উজ্জ্বল আর অন্তর কি তেমনি কঠিন আছে এখনো ? যত কিছু ধ্বংসের কথা আছে বল। আমি প্রস্তুত আছি শোনার জন্য।

স্ক্রুপ। রাজা আগে হতেই দুঃসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন জেনে আমি খুশি। বোলিংব্রোক এখনো জীবিত আছে এবং সে কঠোরভাবে যুদ্ধ করে চলেছে। রাজ্যের ছোট বড় সকলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে রাজার বিরুদ্ধে। অবস্থা এত খারাপ যে আমি মুখে তা বলতে পারছি না।

রিচার্ড। ভাল ভাল, তুমি ভাল গল্পই শোনালে। আর্ল অফ উইল্টশায়ার কোথায়? বেগট আর বুশিই বা কোথায়? গ্রীণই বা কোথায়? তারা কোথায়, কেনই বা তারা শত্রুদের অবাধে এগোতে দিচ্ছে? আমি যদি একবার জয়লাভ করি তাহলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে তাদের। আমার মনে হয় তারা আপোষ করেছে বোলিংব্রোকের সঙ্গে।

স্ক্রুপ। হ্যাঁ, তারা আপোষ করেছে মহারাজ।

রিচার্ড। শয়তান, সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর তারা। আমারি দুধকলায় বেড়ে ওঠা কালসাপ ওরা। ওরা কুকুর, তাই যে কোন লোকের দেওয়া রুটির টুকরো পেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয় ওরা। যে তিন জনের নাম করলাম অর্থাৎ বুশি, বেগট আর গ্রীন—ওরা হলো জুডাসের থেকেও তিনগুণ বেশী বিশ্বাসঘাতক। এই অপরাধের জন্য ওদের আত্মার নরকভোগ হোক।

স্ক্রুপ। ওদের প্রতি আপনার ভালবাসা অবশ্য ভয়ঙ্কর ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। তবু আপনি ওদের প্রতি আপনার অভিশাপবাক্য প্রত্যাহার করুন। কারণ ওরা আগেই মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে এবং ওদের মৃতদেহ এখন সমাহিত।

অমার্লে। আচ্ছা বুশি, বেগট আর আর্ল অফ উইল্টশায়ার কি এখন মৃত?

স্ক্রুপ। হ্যাঁ, ব্রিস্টোতে ওদের প্রত্যেকেরই শিরশ্ছেদ হয়েছে.

অমার্লে। আমার পিতা ডিউক কোথায়?

রিচার্ড। থাকগে, যেখানে থাকে থাক। আর কোন সমাচার বা সুখের কথা বলো না। বলো শুধু মৃত্যু আর ধ্বংসের কথা। শুধু চোখের জল দিয়ে পৃথিবীর মাটির বুকে দুঃখের কথা লিখে চল। উকিল ডেকে উইল লেখার জন্য তৈরি হও। কিন্তু শুধু আমাদের মৃতদেহ ছাড়া রেখে যাবার মত কীই বা আমাদের আছে? এখন আমাদের সমস্ত ধনপ্রাণ বোলিংব্রোকের হাতে। এখন আমাদের বলতে আছে শুধু একমাত্র মৃত্যু আর একটু কবরের জমি, যেখানে আমাদের দেহ সমাহিত থাকবে। এখন বসে বসে শুধু রাজাদের মৃত্যুর সকরুণ কাহিনী আমায় শোনাও, যাদের কেউ কেউ বিতাড়িত ও কেউ কেউ নিহত হন। সেই সব সিংহাসনচ্যুত রাজার কেউ কেউ স্ত্রীর দ্বারা

বিষপ্রয়োগের ফলে মারা যান, কেউ কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান। সকলেরই মৃত্যুর একমাত্র কারণ রাজমুকুট। তবু ভয় করো না, বরং আমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ করে ভীত করে তোল। এক মিথ্যা আত্মম্ভরিতার ভান করে তাকে এমন একটা ভাব দেখাও যাতে মনে হবে তোমাদের দেহগুলো দুর্ভেদ্য পিতলের দ্বারা তৈরি। তোমরা এখন আর আমাকে তেমন অতিরিক্ত শ্রদ্ধা আর সম্মানের চোখে দেখে দূর দূর ভেবো না। আমিও আজ তোমাদের সমান, তোমাদের মতই আমি রুটি খাই, তোমাদের মতই অভাব অনটন অনুভব করি, তোমাদের মতই দুঃখবোধ করি। তাহলে কিকরে আমায় রাজা বল ?

কার্লিসলে। মহারাজ, যাঁরা বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা তাদের দুঃখের জন্য বসে বসে খেদ করেন না। বরং সেই দুঃখের প্রতিকার করার চেষ্টা করেন। বিপদে যদি আপনি ভয় করেন তাহলে তাতে আপনার শক্তিহানি হবে আর তখন আপনার শক্তিহ্রাসগত দুর্বলতা শত্রুদের প্রকারান্তরে শক্তি যোগাবে। সুতরাং দেখুন, এখন এবিষয়ে আপনার নির্বুদ্ধিতাই শত্রুতা করছে আপনার সঙ্গে। যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতি মৃত্যু—তার বেশী কিছু না। কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করে নিহত হওয়ার মাধ্যমে মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়ার থেকে উপযুক্ত সাহসের দ্বারা মৃত্যুকে পরাস্ত করে মরা অনেক ভাল।

অমার্লে। আমার পিতার হাতে কিছু সৈন্য আছে। তার খোঁজ করুন। এইভাবে ছত্রভঙ্গ টুকরো টুকরো শক্তিকে একত্রিত করুন।

রিচার্ড। তুমি আমাকে তিরস্কার করে ভালই করেছ ভাই। শোন গর্বিত বোলিংব্রোক, আমি তোমার সঙ্গে আমার শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবার জন্য এসেছি। সমস্ত ভয়কে আমি উড়িয়ে দিয়েছি মন থেকে। সাহস থাকলে যুদ্ধে জয়লাভ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বল স্ক্রুপ, আমার পিতৃব্য কোথায় আছেন এখন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে। তোমার চোখের দৃষ্টিটা দেখে তিক্ত মনে হলেও তুমি কিছু মিষ্টি কথা বল।

স্ক্রুপ। মহারাজ, আকাশের রং দেখে মানুষ দিনটা কেমন যাবে তা বিচার করে দেখে। তেমনি আমার চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখে আপনিও আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন। যন্ত্রণাদানকারী কোন উৎপীড়কের মত আমাকে ধীরে ধীরে বলতে হবে এক সকরুণ দুঃখের কাহিনী। আপনার পিতৃব্য ইয়র্ক বোলিং-ব্রোকের দলে যোগ দিয়েছেন। আপনার প্রাসাদের সব লোকজনও চলে গেছে।

রিচার্ড। যাক' তুমি অনেক কথা বলেছ। (অমালের প্রতি) ধিক তোমাকে! কেন তুমি আমায় হতাশার কবল থেকে মুক্ত করে আনলে তখন? এখন কি বলবে? কোন সান্ত্বনার বাণী শোনাবে? ঈশ্বরের নামে বলছি এখন আমি যে কোন আশা বা সান্ত্বনার বাণী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করব। ফ্লিন্ট প্রাসাদে আমি গিয়ে একজন রাজা হয়ে দুঃখের বশংবদ ক্রীতদাসরূপে হা হুতাশ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। বাকি যারা আছে তাদের সবাইকে ওদের দলে চলে যেতে বল। কারণ আমার কোন আশা নেই, আমার দেবার কিছু নেই। আর যেন আমার সঙ্গে কথা না বলে। কারণ যে কোন আলোচনা বা পরামর্শই বৃথা এ বিষয়ে।

অমালে। হুজুর, একটা কথা।

রিচার্ড। যে আমাকে তোষামোদের কথা শুনিয়ে প্রীত করার চেষ্টা করবে সে দ্বিগুণ অন্যায় করবে আমার প্রতি। আমি আমার সব অনুচরদের বরখাস্ত করলাম। তাদের এখান থেকে চলে যেতে বল। রাজা রিচার্ডের দুঃখের রাত্রি থেকে তারা সবাই চলে যাক বোলিংব্রোকের উজ্জল সম্ভাবনাময় দিবালোকদীপ্ত রাজ্যে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ওয়েলস। ফ্লিন্ট দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

বাদ্য ও তূর্যধ্বনি। বোলিংব্রোক, ইয়র্ক, নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও সেনাদলের প্রবেশ

বোলিং। তাহলে আমরা এই খবর থেকে জানতে পারলাম। 'ওয়েলস'এর অধিবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে। স্যালিসবেরির রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেছে এবং রাজা কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবসহ এই উপকূলের কোথাও সম্প্রতি নেমেছেন।

নর্দাম্। সংবাদটা সত্য এবং আমাদের অনুকূল স্যার। রিচার্ড কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।

ইয়র্ক। লর্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ড, আপনার 'রাজা রিচার্ড' বলা উচিত ছিল। এটা সত্যিই দুঃখের কথা যে তাঁর মত একজন রাজা লুকিয়ে বেড়াবে।

নর্দাম্। আমি শুধু উপাধির শব্দটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এর বেশী কিছু না।

ইয়র্ক। এমন একদিন ছিল যখন তিনি আপনার এই সামান্য ভুলের জন্য আপনার গোটা মাথাটাই নিতে পারতেন।

বোলিং। এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলা আপনার পক্ষে উচিত হবে না পিতৃব্য।

ইয়র্ক। তুমিও এ বিষয়ে বেশী কান দিও না ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহলে ভুল করবে। মনে রেখো, আমাদের মাথার উপর ঈশ্বর আছেন।

বোলিং। আমি তা জানি পিতৃব্য। আমি দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করি না। কিন্তু কে আসছে ?

পার্সির প্রবেশ

এস হ্যারি, কি খবর, এ দুর্গ কি আত্মসমর্পণ করবে না ?

পার্সি। রাজার হুকুমে এ দুর্গ রক্ষা করা হচ্ছে। আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।

বোলিং। রাজার হুকুম ? রাজা নিজে নেই ?

পার্সি। হ্যাঁ, আছেন হুজুর। রাজা রিচার্ড আপনাদের কাছাকাছিই এই প্রাসাদের ভিতরে আছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন লর্ড অমার্লে, লর্ড স্যালিসবেরি। স্যার ষ্টীফেন স্ক্রুপ আর একজন বিশপ, তাঁকে আমি চিনি না।

নর্দাম্। উনি হচ্ছেন কার্লিসলের বিশপ।

বোলিং। (নর্দাম্বারল্যাণ্ডের প্রতি) লর্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ড, এই সুপ্রাচীন প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাও, রাজা রিচার্ডের কাছে আপোষ আলোচনার কথা জানিয়ে বলগে, হেনরি বোলিংব্রোক নতজানু হয়ে রাজা রিচার্ডের দুই হাত চুম্বন করে তাঁর বন্ধুত্ব চায়, সে তার সমস্ত অস্ত্র সমর্পণ করবে তাঁর পায়ে যদি তিনি শুধু তার নির্বাসনদণ্ড মকুব করেন। আর তা যদি না করেন তাহলে আমি আমার সামরিক শক্তির পূর্ণ সুযোগ নেব এবং তার ফলে বহু ইংরেজের রক্তপাত ঘটবে। সেই রক্তের ধারাবর্ষণে সিক্ত হয়ে উঠবে গ্রীষ্মের সমস্ত ধূলিকণা, রাজা রিচার্ডের দেশের সমস্ত সবুজ ফসল হয়ে উঠবে লাল। কিন্তু বলবে এসব কাজ করতে বোলিংব্রোকের মন মোটেই চায় না। তুমি যাও, ইতিমধ্যে আমি এই ঘাসেঢাকা প্রান্তরটায় সৈন্য সমাবেশ করি। (নর্দাম্বারল্যাণ্ড মৃদু জয়ঢাকের শব্দসহ প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো)। কোন বাদ্যধ্বনি না করে চল আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হই যাতে আমরা প্রাসাদের গবাক্ষপথ দিয়ে ভিতরে কি সব আলাপ আলোচনা হচ্ছে তা দেখতে পাই। আমার মনে হয় রাজা রিচার্ড আর আমার মধ্যে মিলন দুটি প্রধান প্রাকৃতিক বস্তু জল আর আগুনের মিলনের মতই সমান ভয়াবহ। আকাশে বজ্র বিদ্যুৎ দেখা

দিলে তার ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে আকাশের গণ্ডদ্বয়। রিচার্ড যদি আগুন হয়, আমি হব জল। সে যদি তার ক্রোধের আগুনের দ্বারা ভয় দেখায় পৃথিবীকে আমি তাহলে বৃষ্টিধারাবর্ষণের দ্বারা সে আগুন নিবিয়ে দেব। ধীরে এগিয়ে চল, দেখ রাজা রিচার্ডকে দেখতে কেমন লাগছে।

বাইরে কিছু কথাবার্তা আর ভিতরে থেকে তার উত্তর শোনা যায়; তারপর বাদ্যধ্বনি হতেই দুর্গপ্রাকারের উপর রাজা রিচার্ড আবির্ভূত হন; তাঁর সঙ্গে আসেন বিশপ কার্লিসলে, অমার্লে, স্ক্রুপ আর স্যালিসবেরি।

ঐ দেখ রাজা রিচার্ড স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। যে মেঘ উদীয়মান সূর্য-রশ্মির পথগুলিকে মসিলিপ্ত করে দেয় সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ মেঘদর্শনে ক্রোধারক্ত ও বিক্ষুব্ধ সূর্যের মত ম্লান দেখাচ্ছে তাঁকে।

ইয়র্ক। তবু তাঁকে রাজার মত দেখাচ্ছে। তাঁর চোখগুলো কত উজ্জ্বল দেখ। তাঁর ব্যক্তিত্ব কেমন সংযত। যদি ওঁর এই সুন্দর দেহকে কেউ আঘাতের দ্বারা কলঙ্কিত করে তাহলে সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে।

রিচার্ড। (নর্দাম্বারল্যাণ্ডের প্রতি) আমরা এখন বিস্মিত। তোমার নতজানু হওয়ার জন্য আমরা কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আসছি। কারণ আমরা জানতাম, আমিই তোমার বৈধ রাজা এবং তা যদি হয় তবে কেন তা ভুলে গিয়ে তুমি আমার প্রতি তোমার বৈধ কর্তব্য পালন করনি? আর আমি যদি বৈধ রাজা না হই তাহলে আমাদের দেখাও ঈশ্বরের কোন হস্ত আমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে, কারণ আমরা জানি একমাত্র ঈশ্বর কোন রক্তমাংসের হাত আমার পবিত্র রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে ধারণ করতে পারে না। যদি কেউ তা করে তাহলে সে অধর্মাচরণ করবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাহলে সে গায়ের জোরে অপহরণ করবে আমার রাজদণ্ড। তুমি হয়ত ভাবছ তুমি আমাদের লোকজনের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আমাদের সকল বন্ধুত্ব হতে বঞ্চিত ও অসহায় করে তুলেছ। তবু জেনে রেখো ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, আমার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে হাত তোলার জন্য এবং আমার পবিত্র রাজমুকুটের গৌরব ক্ষুণ্ন করার জন্য ঈশ্বর মেঘের মধ্যে অজস্র মহামারীর বীজাণু লুকিয়ে রেখেছেন, যে সব বীজাণু একদিন তোমার অনাগত সকল বংশধরদের নাশ করবে। বোলিংব্রোককে বলে দাও, আমার রাজ্যে তার প্রতিটি অনধিকার পদক্ষেপ তার রাজদ্রোহিতার পরিচায়ক, সে এসেছে আমাকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা

শোনাতে। কিন্তু মনে রেখো, যে রাজমুকুটের প্রতি সে লোভ করছে সে রাজমুকুটের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার রক্তাক্ত রাজমুকুট গর্জে উঠবে, রক্তে লাল হয়ে উঠবে ইংলণ্ডের মাটি।

নর্দাম্‌। ঈশ্বর আপনাকে আমাদের উপর আক্রমণ হতে নিবৃত্ত করুন। শুনুন ভাই, হেনরি বোলিংব্রোক তিন তিনবার আপনার হস্ত চুম্বন করেছেন। তিনি তাঁর ও আপনার পূর্বপুরুষদের নামে শপথ করে বলেছেন, শুধু নতজানু হয়ে আপনার কাছে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা ছাড়া তার এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। একবার আপনি সে মুক্তি তাঁকে দান করলেই তিনি অস্ত্রসংবরণ করবেন। তিনি সমস্ত সমরোদ্যম প্রত্যাহার করে নেবেন এবং তাঁর অন্তর বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপনার সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে সব সময়। তিনি শপথ করে একথা বলেছেন, যেহেতু তিনি একজন রাজবংশীয় ব্যক্তি তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয় এবং যেহেতু আমিও একজন সম্মানিত ভদ্রলোক আমিও তাঁর কথা সমর্থন করছি।

রিচার্ড। তাঁকে গিয়ে বলগে রাজা এই কথা বলল; তাকে বল সে এখানে স্বাগত এবং বিনা প্রতিবাদে তার সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। এই সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলগে। (অমার্লের প্রতি) আচ্ছা, আমরা কি নিজেদের অপমানিত করলাম এ কথা বলে? আমি কি নর্দাম্‌বারল্যাণ্ডকে ডেকে যুদ্ধের কথা বলব, দরকার হলে মৃত্যুবরণ করব?

অমার্লে। না হুজুর। এখন আমরা বাকযুদ্ধ করব শুধু; এখন হবে শুধু কথার লড়াই। যতদিন না আমরা আমাদের বন্ধুদের সাহায্য ফিরে পাই ততদিন আমাদের এইভাবে কাটাতে হবে।

রিচার্ড। হে ঈশ্বর, যে মুখে আমি একদিন তার নির্বাসনদণ্ড উচ্চারণ করেছিলাম, সেই মুখ দিয়েই সে দণ্ড মকুব করে মিষ্টি কথা বলতে হলো সেই গর্বিত বোলিংব্রোকের প্রতি। আমি কি সত্যিই একদিন বড় ছিলাম? আমি যদি আমার অতীতের সব কথা ভুলে যেতে পারতাম, অথবা বর্তমানের কোন কথা স্মরণে না আনতে পারতাম।

অমার্লে। নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড বোলিংব্রোকের কাছ থেকে আবার ফিরে আসছে।

রিচার্ড। রাজা এখন কি করবে? সে কি এখন আত্মসমর্পণ করবে? সে কি সিংহাসনচ্যুত হবে? রাজা আত্মসমর্পণই করবে। সে কি তার রাজ-সম্মান হারাবে? হারালেও আমি তাতে খুশি হব। ভগবানের নামে বলছি

এসব আর আমি চাই না। আমি এখন কতকগুলো জপের মালার বিনিময়ে আমার সমস্ত ধনরত্ন দিয়ে দেব, একটা নির্জন তপোবনের বিনিময়ে আমার এই প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ দান করে দেব। আমি ভিক্ষুকের পরিধেয় এক আলখাল্লার বদলে আমার সব রাজকীয় পোষাক দিয়ে দেব, একটি কাঠের ডিশের জন্য আমি আমার সব বিচিত্র পানপাত্র দিয়ে দেব, মাত্র দুই একজন সাধু সন্ন্যাসীর বিনিময়ে আমি আমার রাজ্যের সব প্রজাদের দান করব আর ছোট্ট এক টুকরো সমাধিক্ষেত্রের বিনিময়ে আমি আমার গোটা রাজ্যটাকেই দিয়ে দেব। আর তাও যদি না হয় তাহলে আমি রাজপথে সমাহিত হব আমার মৃত্যুর পর। আমার প্রজারা তখন আমার মাথার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। এখনই যখন তারা আমার অন্তর পদদলিত করছে তখন আমার মৃত্যুর পর কেন তারা আমার সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে যাবে না? অমালে, কাঁদ, আমরা আমাদের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের ঝড় দিয়ে এই বিদ্রোহী দেশের আবহাওয়াকে এমন খারাপ করে তুলব যে ব্যাপক ফসলহানি হবে তার ফলে। এইভাবে নিষ্ঠুর বিদ্রোহীদের আমরা যতটা পারি কষ্ট দিয়ে যাব। একি তুমি আমার কথা শুনে হাসছ? আচ্ছা নর্দাম্বারল্যাণ্ড, বোলিংব্রোক কি বলল? সে কি রাজা রিচার্ডকে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচতে দেবে?

নর্দাম্। নিচেরতলায় রাজ দরবারে তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

রিচার্ড। দুর্ধর্ষ বন্য জোড়দের ডাকে যেমন ফীটন একদিন ছুটে গিয়েছিল আমিও তেমনি এক বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীর ডাকে নিচে নেমে যাচ্ছি তাকে সম্মান দেখাবার জন্য। তাই চল রাজা। যেখানে উড্ডীয়মান ভরত-পক্ষীর গান করা উচিত সেখানে রাত্রির পেঁচারা ডাকে কর্কশশব্দে। (দুর্গপ্রাকার হতে অন্তর্ধান)

বোলিং। রাজা কি বললেন?

নর্দাম্। দুঃখের ভারে কাতর মুহ্যমান হয়ে উনি ভালভাবেই কথা বললেন। তবে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন। তবু উনি আসছেন।

অনুচরবর্গসহ রাজার প্রবেশ

বোলিং। তোমরা সবাই সরে যাও। রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। (নতজানু) হে মহান রাজা—

রিচার্ড। ভাই তুমি নতজানু হয়ে জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তোমার জানুদেশকেই কলুষিত করছ। তোমার এই সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের পরিবর্তে আমার অন্তর তোমার আন্তরিক ভালবাসা চায়। ওঠ ভাই, তোমার অন্তর এখন জেগেছে আমি জানি। তোমার জানুদেশ মাটিতে থাকলেও তোমার অন্তরটা উঁচু।

বোলিং। হে মহান রাজা, আমি আমার নিজের প্রয়োজনে এখানে এসেছি।

রিচার্ড। তুমি তোমার প্রয়োজনে এসেছ, কিন্তু আমি ত এখন তোমারি।

বোলিং। তাহলে আমি শুধু আপনার ভালবাসা চাই আর কিছু চাই না।

রিচার্ড। তুমি সত্যিই তার যোগ্য। যারা কোন জিনিস লাভ করার জন্য নিশ্চিত এবং বলিষ্ঠ উপায়ের কথা জানে তারা যে কোন জিনিস পাবার যোগ্য। হে পিতৃব্য, আপনার হাত দিন, চোখ মুছে ফেলুন। চোখের জলে ভালবাসা জানানো যায়, কিন্তু কোন দুঃখের প্রতিকার করা যায় না। ভাই বোলিং, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হতে পার না, আর আমিও তোমার পিতা হতে পারি না, তবু তুমি যা চাইবে আমি তা দেব এবং ইচ্ছা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই দেব। জোর করে আমাদের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা আমাদের স্বেচ্ছায় দান করা উচিত। এখন লণ্ডনের দিকে চল। ভাই বোলিং, তাই নাকি?

বোলিং। হ্যাঁ মহারাজ।

রিচার্ড। তাহলে আমিও না বলব না। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ইয়র্কের বাগানবাড়ি।

দুইজন পরিচারিকাসহ রাণীর প্রবেশ

রাণী। আমার মন থেকে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এখন বাগানে কি খেলা খেলব?

পরিচারিকা। আমরা 'বাওয়েল' খেলা খেলব।

রাণী। তাহলে জগৎ ও জীবনটাকে খুব দুঃখের মনে হবে।

পরিচারিকা। আমরা তাহলে নীরব থাকব রাণীমা।

রাণী। আমার অন্তরে যখন দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই তখন পা আনন্দে নাচের তাল দিতে পারবে না। অন্য কোন খেলার নাম বল।

পরিচারিকা। আমরা তাহলে গল্প বলাবলি করব।

রাণী। দুঃখের না সুখের কাহিনী?

পরিচারিকা। সুখ এবং দুঃখ দুটোরই।

রাণী। তাহলে কোনটারই না। যদি সুখের গল্প হয় তাহলে আমার অতীত দিনের সুখের কথা মনে পড়ে যাবে এবং এখন কোন সুখ না থাকায় আমি তাতে দুঃখ পাব। আর যদি সুখের কাহিনী হয় তাহলে আমি সুখভোগ করছি বলে আমার দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। আমি যা চাই তার জন্য অভিযোগ করে লাভ নেই আর যা আমার আছে তা আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

পরিচারিকা। আমি তাহলে গান করি রাণীমা।

রাণী। হ্যাঁ, তা করতে পার। তবে দেখো গানের মধ্য দিয়ে আমাকে যেন কাঁদিও না, বা নিজে কেঁদো না। কিছুটা আনন্দ দিও।

পরিচারিকা। আমি কাঁদলে আপনার যদি ভাল হয় তাহলে আমি কাঁদতে রাজী আছি।

রাণী। আর আমিও গান করতে পারি যদি আর কোনদিন তুমি চোখের জল না ফেল।

দুইজন ভৃত্য ও মালীর প্রবেশ

এখন চুপ করো, মালীরা আসছে। চল ঐ গাছগুলোর আড়ালে গিয়ে আমরা দাঁড়াই। ওরা নিশ্চয় এই রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধেই কথা বলবে। বলবে ওরা এই পরিবর্তন চায় না। দুঃখের পিছনে দুঃখই আসে।

(রাণী ও পরিচারিকা আড়ালে গেল)

মালী। যাও ঐ লতাগুলোকে বেঁধে দাও। অবাধ্য ছেলেদের মত ঐ লতাগুলো গাছটাকে নুইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ঠেক দিয়ে দেবে গাছের ডাল পালাগুলোকে। তারপর তুমি গাছের বেড়ে ওঠা মাথাগুলো ছেঁটে দেবে। তোমার এই সব কাজ হয়ে গেলে আমি আবার এখানকার আগাছাগুলো কেটে ফেলব। কারণ এই সব আগাছাগুলো এখানকার মাটির উর্বরতাটুকু শুষে নিচ্ছে।

ভৃত্য। যখন আমাদের সারা দেশটাই আগাছায় ভরা, সুন্দর ফুলগুলো বাড়তে পারছে না, ভাল ফলগুলো পোকাধরা তখন আমরা এই বাগানের মধ্যে ডাল ছেঁটে আগাছা কেটে কি শৃঙ্খলা বিধান করব!

মালী। থাম থাম, যে সব আগাছাগুলো তাঁর পাতার আশ্রয়ে থেকে তারই ক্ষতি করছিল বোলিংব্রোক সেই সব আগাছার শিকড় উপড়ে দিয়েছে—তার মানে আমি বলছি আর্ল অফ উইল্টশায়ার, বুশি ও গ্রীণের কথা।

ভৃত্য। তাঁরা সবাই এখন মৃত ?

মালী। হ্যাঁ তাঁরা সব মৃত। বোলিংব্রোক এখন রাজাকে বন্দী করেছেন। কী দুঃখের কথা, আমরা যেমন মাঝে মাঝে গাছের উদ্ধত ডালপালাগুলো ছেঁটে দিই, আগাছাগুলো তুলে দিই তেমনি রাজাও যদি অলসভাবে দিন না কাটিয়ে উদ্ধত সামন্তদের যথাসময়ে সব ঔদ্ধত্য নাশ করে তাদের আপন আপন কর্তব্য করতে বাধ্য করতেন তাহলে তাঁকে অকালে এই রাজমুকুট হারাতে হত না।

ভৃত্য। তুমি কি মনে কর রাজা সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন ?

মালী। রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গতরাতে ইয়কের কোন এক বন্ধুর কাছে চিঠি এসেছে। তাতে এ দুঃসংবাদ আছে।

রাণী। ওঃ আমি মরে যাব, আমি আর কথা বলতে পারছি না। (সামনে) তুমি বৃদ্ধ আদমের মত এই বাগানটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ, কেন তুমি এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করলে ? আর তুমি ঈভ্, কোন ক্রুর সর্পের পরামর্শে সেই অভিশপ্ত পুনঃপতনের ব্যবস্থা করলে ? তোমরা কি ভাবছ তাঁর পতনের ফলে জগতের কোন ভাল হবে ? কোথা হতে কখন তোমরা এখবর শুনলে ? একথার জবাব দাও।

মালী। ক্ষমা করবেন রাণীমা। এখবর বলায় আমি কোন আনন্দ পাইনি. তবু এখবর সত্যি। রাজা রিচার্ড এখন শক্তিমান বোলিংব্রোকের কবলে। এখন যদি তাঁদের দুজনের ভাগ্যের ওজন করা হয় তাহলে দেখা যাবে রাজা রিচার্ড একেবারে হালকা, নিঃস্ব ; তাঁর দলে কেউ নেই আর বোলিংব্রোকের দলে আছে ইংলণ্ডের সমস্ত সামন্তরা। আপনি যদি লণ্ডনে যান, গিয়ে নিজের চোখে দেখতে পারেন একথা সত্যি কিনা। যে কথা সবাই জানে আমি তাই বলছি শুধু।

রাণী। হে দুর্ঘটনা, কেন তোমার কথা আমি এত দেরিতে জানলাম ? চল তোমরা আমার সঙ্গে। আমি লণ্ডনে যাব রাজার সঙ্গে দেখা করতে। হায়, এ চোখে বোলিংব্রোকের গৌরব দর্শন করার জন্য কি জন্ম হয়েছিল আমার ? আমি অভিশাপ দিচ্ছি মালী, আমাকে এই দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য তোমার হাতে বসানো কোন গাছ বড় হবে না। (পরিচারিকাগণ সহ রাণীর প্রস্থান)

মালী। রাণী এইখানে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল। আমি ঠিক এইখানেই একটা গাছ বসাব।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ওয়েস্টমিনিস্টার হল। পরিষদ ভবন।

বোলিংব্রোক, অমার্লে, নর্দাম্বারল্যাণ্ড, পার্সি, ফিৎসওয়াটার, সারে, বিশপ কার্লিসলে, ওয়েস্টমিনিস্টারের মঠাধ্যক্ষ, অন্যান্যরা, রক্ষী ও অফিসারসহ বেগটের প্রবেশ।

বোলিং। বেগটকে নিয়ে এস। বেগট এবার তুমি অবাধে তোমার মনের কথা প্রকাশ করো। গ্লসেস্টারের মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কি জান তা বল। কেই বা রাজার কাছ থেকে এই মৃত্যুদণ্ড আদায় করে, এবং কেই বা তার প্রাণ চিরদিনের মত নাশ করে?

বেগট। তাহলে আমায় লর্ড অমার্লের সামনে নিয়ে চল।

বোলিং। ভাই অমার্লে, ওঁর সামনে এসে তুমি দাড়াও।

বেগট। লর্ড অমার্লে, আমি জানি তোমার দুঃসাহসী জিহ্বা তার উচ্চারিত কথাকে অস্বীকার করতে ঘৃণাবোধ করবে। সেই যখন গ্লসেস্টারের মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল তখন তোমাকে বলতে শুনেছি, 'আমার যে বাহুর দৈর্ঘ্য ইংলণ্ডের রাজদরবার হতে সুদূর ক্যালে বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত সে বাহু কি আমার পিতৃব্যের মাথাটাকে ছুঁতে পারবে না?' অন্যান্য কথার মধ্যে যেন আরো বলেছিলে, প্রয়োজন হলে লক্ষ রাজমুকুটের প্রলোভন প্রত্যাখান করবে তবু বোলিংব্রোকের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন সহ্য করবে না। আরো বলেছিলে তোমার খুড়তুতো ভাইএর মৃত্যু হলে এ দেশ ধন্য হবে।

অমার্লে। রাজকুমার এবং মহান সামন্তবর্গ, এই নীচ লোকটার কথার কী উত্তর আমি দেব? যে মুখে আমি এই হীন লোকটাকে ভৎর্সনা করব সেই মুখেই কি আমার ভাগ্যকে ধিক্কার দেব? আমি যদি এর প্রতিকার না করি তাহলে ওর নিন্দাবাক্যের দ্বারা আমার মান সম্মান কলঙ্কিত হবে। এই আমি তোমার মৃত্যুর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, তোমাকে নরকের কুকুর বলে অভিহিত করছি। আমি বলছি তুমি মিথ্যা কথা বলেছ এবং আমি শেষ পর্যন্ত এ কথা

প্রমাণ করবই। যদিও তোমার হৃৎপিণ্ডের রক্তে আমার মত নাইটের তরবারির মর্যাদা কলুষিত হয়ে উঠবে তথাপি আমি সে রক্ত পান করে তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করবই।

বোলিং। থাম বেগট, আশা করি তুমি এ আহ্বান গ্রহণ করবে না।

অমার্লে। তা যদি হয় তাহলে মাত্র একজন ছাড়া উপস্থিত সকলের মাঝে তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মেনে নেব আমি।

ফিৎস। যদি উনি সহানুভূতিবশতঃ তোমার আহ্বান গ্রহণ না করেন তাহলে অমার্লে আমি তোমায় আহ্বান জানাচ্ছি, তোমার আহ্বানের প্রত্যুত্তরস্বরূপ যে সূর্য তোমায় আমায় সমানভাবে কিরণ দান করে প্রতিভাত করে তুলছে আমাদের সেই উজ্জল সূর্যের নামে শপথ করে বলছি, আমি নিজের কানে শুনেছি তুমি ওইখানে ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছ তুমিই গ্লসেস্টারের মৃত্যুর জন্য দায়ী। যদি তুমি একথা বারবার অস্বীকার করো তাহলে মিথ্যা কথা বলবে। আর আমি তাহলে তোমার সেই মিথ্যাকে আমার এই তরবারির দ্বারা তোমার অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব যেখানে এ মিথ্যার জন্ম হয়েছে।

অমার্লে। সেদিন পর্যন্ত তোমাকে আর বাঁচতে হবে না কাপুরুষ।

ফিৎস। আমি অন্তরের সঙ্গে বলছি এই মুহূর্তেই আমি তা করতে চাই।

অমার্লে। ফিৎসওয়াটার, এর জন্য নরক ভোগ করতে হবে তোমায়।

পার্সি। তুমি মিথ্যা কথা বলছ অমার্লে। তুমি যতটা মিথ্যার পরিচয় দিয়েছ উনি ওঁর এই আবেগের মধ্যে ততটা সম্মানেরই পরিচয় দিয়েছেন। তোমার এই মিথ্যাচরণের জন্য আমিও তোমায় আহ্বান জানালাম। যদি সাহস থাকে এ আহ্বান গ্রহণ করো।

অমার্লে। তা যদি না করি তাহলে আমার এই হাত কোন শত্রুর উজ্জল শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে কোনদিন কোন প্রতিহিংসাশাণিত তরবারি ধারণ করবে না।

জনৈক সভাসদ। আমিও মিথ্যাবাদী অমার্লেকে অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। আমিও আমার সম্মানের নামে তোমায় আহ্বান জানাচ্ছি। সাহস থাকে গ্রহণ করো।

অমার্লে। আর কে আছ? ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি সকলের আহ্বানেরই সমুচিত জবাব দেব। আমার মধ্যে আছে অসংখ্য তেজোদ্দীপ্ত

আত্মা যা তোমাদের মত বিশ হাজার লোকের আহ্বানের উপযুক্ত জবাব দেবে।

স্কার্ভে। লর্ড ফিংসওয়াটার, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই সময় তুমি আর লর্ড অমার্লে কথা বলছিলে দুজনে।

ফিংস। হ্যাঁ একথা সত্য। তুমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে। সুতরাং সাক্ষী হিসাবে একথার সত্যতা তুমি প্রমাণ করতে পার।

স্কার্ভে। ওকথা মিথ্যা। ঈশ্বর যেমন সত্য ওকথা তেমনি মিথ্যা।

ফিংস। স্কার্ভে, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

স্কার্ভে। আত্মসম্মানবিহীন অর্বাচীন, আমার এই তরবারি তোমার মিথ্যা ভেদ করে এমন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যাতে তোমার মত মিথ্যাবাদীর মরদেহকে শীঘ্রই তোমার মত পিতার পাশে শায়িত হতে বাধ্য করবে। আমার সততাস্বরূপ সম্মানের সঙ্গে আহ্বান জানালাম। সাহস থাকে গ্রহণ করতে পার।

ফিংস। আমি যদি খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে আলো হাওয়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে সাহস করি তাহলে স্কার্ভের আহ্বান গ্রহণ করতেও আমার সাহস থাকবে। আমি যে কোন নির্জন স্থানে স্কার্ভের সম্মুখীন হতে চাই। সে মিথ্যাবাদী একথা তিনবার বলার সঙ্গে আমি ঘৃণায় থুথু ফেলেছি তার প্রতি। আমি বলছি আমার অভিযোগমত অমার্লে সত্য সত্যই অপরাধী। তাছাড়া আমি নির্বাসিত ডিউক নর্ফোককে বলতে শুনেছি তুমি অমার্লে ডিউককে হত্যা করার জন্য ক্যালে বন্দরে দুজন লোক পাঠিয়েছিলে।

অমার্লে। যারা সৎ খৃস্টান তারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন, নর্ফোকের একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাঁকে তাহলে মুক্তি দেওয়া হোক।

বোলিং। নর্ফোকের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হবে না। আর সে আমার শত্রু হলেও সে একদিন মুক্ত হবেই এবং সে তার বিষয়সম্পত্তিও সব ফিরে পাবে। সে ফিরে এলে আমরা অমার্লের বিরুদ্ধে সব অভিযোগের বিচার করব।

কার্লিসলে। সে সম্মানের দিন আর ফিরে আসবে না। কারণ নির্বাসিত নর্ফোক পেগান ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধে যীশুখৃস্টের সপক্ষে বারবার যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ইটালিতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেইখানেই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চিরতরে শায়িত হয় তাঁর দেহ।

বোলিং। সেকি বিশপ, নর্ফোক মারা গেছে!

কার্লিসলে। আমার জীবনের মতই একথা সত্য হুজুর।

বোলিং। তাঁর আত্মা সাধু আব্রাহামের অন্তরে শান্তি ও চিরবিশ্রাম লাভ করুক। বাদী ও বিবাদী লর্ডগণ, তোমাদের এই বিবাদের বিচার এখন স্থগিত থাকবে বিচারের দিন ধার্য না করা পর্যন্ত।

অনুচরবর্গসহ ইয়র্কের প্রবেশ

ইয়র্ক। হে মহান ল্যাঙ্কাস্টার অধিপতি, আমি সম্প্রতি সিংহাসনচ্যুত রিচার্ডের নিকট থেকে আসছি আপনার সকাশে। উনি আপনাকে ওঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ওঁর রাজমুকুট ও রাজদণ্ড দান করেছেন। যে সিংহাসন থেকে উনি স্বেচ্ছায় নেমে এসেছেন সেই সিংহাসনে আপনি আরোহণ করুন।

বোলিং। ঈশ্বরের নামে আমি এই রাজসিংহাসনে আরোহণ করব।

কার্লি। ঈশ্বর যেন তা না করেন। আমি যেকথা বলব তা এখানে অপ্রিয় শোনালেও সেকথা সত্য। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে এমন মহৎ ব্যক্তি কেউ কি আছেন যিনি রাজা রিচার্ডের বিচার করতে পারেন? তাহলে প্রকৃত মহত্ত্ব যাঁর আছে তিনি তাকে সে ধৃষ্টতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। কারণ প্রজা কখনো রাজার বিচার করতে পারে না। এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে কে রাজা রিচার্ডের প্রজা নয়? সামান্য এক প্রজার উদ্ধত বিচারের কাছে মাথা নত করার জন্য কি ঈশ্বর রিচার্ডকে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজারূপে মনোনীত করেছিলেন? হে ঈশ্বর, একি দুঃখের কথা যে এই খৃস্টানজগতের মধ্যে থেকে এদের মত শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এমন ঘৃণ্য ও নোংরা কাজ করবেন। আমি একজন প্রজারূপে প্রজাদের কাছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঈশ্বর মনোনীত রাজার জন্য কথা বলছি। শুনুন সকলে, যে লর্ড হিয়ারফোর্ডকে আপনারা রাজারূপে অভিহিত করছেন তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী, তিনি তাঁর রাজার কাছে ঘোরতর অন্যায়ে অপরাধী। যদি আপনারা জোর করে তাঁকে রাজারূপে অভিষিক্ত করেন তাহলে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব—তাহলে বহু ইংরেজের রক্তে উর্বর হয়ে উঠবে এ দেশের মাটি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনাদের জন্য ধিক্কার দেবে যুগ যুগ ধরে। শান্তি তাহলে চিরতরে এ রাজ্য ছেড়ে নাস্তিক তুর্কীদের দেশে চলে যাবে আর এই শান্তির দেশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে যে আত্মীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। বিশৃঙ্খলা, বিভীষিকা আর

বিদ্রোহ চিরদিনের জন্য স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধবে এদেশে আর মরার মাথার খুলিতে ভরে যাবে এখানকার মাটি। আপনারা যদি এক রাজপরিবারকে আর এক রাজপরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন তাহলে সারা পৃথিবীর মধ্যে এ দেশ হবে সবচেয়ে অভিশপ্ত এবং আপনারাই সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য বিভেদের জন্য দায়ী। আপনাদের ভবিষ্যৎ আপনাদের ধিক্কার দেবে, এমন কাজ করবেন না।

নর্দাম্। বেশ ভাল কথাই বলেছেন স্যার। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহিতাস্বরূপ চরম অপরাধের অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। লর্ড অফ ওয়েস্ট-মিনিস্টার ওঁর বিচারের দিন পর্যন্ত না আসা পর্যন্ত উনি আপনার হেফাজতেই থাকবেন। সভাসদগণ, পরিষদের আর কি কি কাজ আছে করে ফেলুন।

বোলিং। রাজা রিচার্ডকে এখানে নিয়ে এস। সাধারণের সামনে তিনি আত্মসমর্পণ করুন যাতে কারো মনে সন্দেহ না থাকে।

ইয়র্ক। আমি তাঁকে নিয়ে আসব। (প্রস্থান)

বোলিং। বিবদমান যে সভাসদগণকে এখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরা বিচারের দিন পর্যন্ত জামীনে মুক্তি পাওয়ার জন্য কে কি ব্যবস্থা করবেন? তোমাদের কাছে থেকে আর আমরা কোন ভালবাসা বা সহযোগিতাই আশা করতে পারি না।

রাজা রিচার্ডসহ ইয়র্ক ও কিছু অফিসারের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। কী দুর্ভাগ্যের কথা, আমি ভালভাবে পদত্যাগ করার আগেই কেন ডেকে পাঠানো হলো রাজার কাছে? আমি ত এখনো নতজানু হয়ে মাথা নত করতে বা বিনয়ের সঙ্গে তোষামোদ করতে ভাল করে শিখিনি। এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের শ্রদ্ধার কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। এরা একদিন সকলেই আমার লোক ছিল না কি? এরা সবাই চীৎকার করে অভিবাদন করত আমায়। কিন্তু জুডাসের মতই এরা সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার কাছে। কিন্তু সেই বারো জন বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে তখন একজন সৎ লোককেও পাওয়া গিয়েছিল, অথচ আমি বারো হাজার লোকের মধ্যে একজন সৎ লোককেও খুঁজে পাচ্ছি না। ঈশ্বর রাজাকে দীর্ঘজীবী করুন। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ তথাস্তু বলবে না? কোন যাযক কি পুরোহিত কেউ কি নেই? আমি নিজে আর রাজা না থাকলেও আমি

অন্য রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করছি। আমাকে কিজন্য এখানে ডেকে আনা হয়েছে ?

ইয়র্ক। হেনরি বোলিংব্রোকের হাতে রাজ্যভার তুলে দেবার যে প্রস্তাব আমাদের রণক্লান্ত রাজা করেছেন সেই প্রস্তাবমত আপনার করণীয় কাজ করার জন্য .

রাজা রিচার্ড। আমাকে রাজমুকুটটা দাও। এখানে এস ভাই, মুকুটটা ধরো। আমার এ দিকটায় এস। এখন দেখ রাজমুকুটটা একটা গভীর কূপের মত যার মধ্যে আছে দুটো বালতি। একটা বালতি শূন্য আর একটা বালতি জল ভরা। জলভরা বালতিটা যেন আমার চোখের জলে ভরা। তুমি যখন উপরে উঠে যাচ্ছ আমি তখন দুঃখের কূপের মধ্যে নেমে গিয়ে নিজেই নিজের অশ্রুপাত করছি।

বোলিং। আমি ভেবেছিলাম আপনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ, আমার রাজমুকুট আমি স্বেচ্ছায় দান করছি। কিন্তু আমার দুঃখকে নয়। তুমি আমার সকল রাজঐশ্বর্য নিতে পার, কিন্তু আমার দুঃখের সম্পদ কেড়ে নিতে পার না, সেখানে আমি রাজা।

বোলিং। এই রাজমুকুটের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু দুঃখ ও দুশ্চিন্তা আপনি কি আমায় দান করছেন ?

রাজা রিচার্ড। তোমার দুঃখ লাভের দুঃখ কিন্তু আমার দুঃখ হারানোর দুঃখ। সে দুঃখ রাজমুকুট গেলেও রয়ে গেল আমার কাছে।

বোলিং। আপনি কি সন্তুষ্ট-চিত্তে রাজমুকুট দান করছেন ?

রাজা রিচার্ড। না বা হ্যাঁ আমি কিছুই বলব না। দেখ আমি কেমন করে তোমার কাছে পদত্যাগ করি। আমি আমার মাথা হতে এই ভারী মুকুটটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। আমার হাত থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমার এই রাজদণ্ড। আমার অন্তরের রাজকীয় গর্ববোধ আমি দূরে ঝেড়ে ফেলছি। আমি আমার চোখের জল দিয়ে আমার অভিষেকের তেল ধুয়ে ফেলছি। আমার হাত দিয়ে রাজমুকুট দান করছি। আমার নিজের জিব দিয়ে আমার রাজত্বের কথা অস্বীকার করছি। আমি আমার নিজের মুখে সমস্ত রাজকীয় শপথ ভঙ্গ করছি। আমি সকল রাজঐশ্বর্য ও রাজত্বের উপর আমার অধিকার ত্যাগ করছি। আমাকে এমনভাবে নিঃস্ব করে দাও যাতে আমার বলতে আর কিছু না থাকে। আর তুমি সব কিছু লাভ করো। তুমি রিচার্ডের আসনে দীর্ঘদিন

আসীন থাক আর রিচার্ড যথাশীঘ্র যেন এক মাটির গহ্বরে আশ্রয় নেয়। পদচ্যুত রাজা রিচার্ড প্রার্থনা করছে ঈশ্বর যেন রাজা হেনরিকে রক্ষা করেন এবং গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন দান করেন।

নর্দাম্। আর না। কিন্তু আপনি যে অপবাদ আর অভিযোগের কথা নিজের মুখে স্বীকার করলেন তাতে মনে হচ্ছে আপনাকে পদচ্যুত করে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হয়েছে।

রাজা রিচার্ড। তাই কি? আমি কি আমার গোপন নির্বুদ্ধিতার বাণ নিজেই প্রকাশ করেছি? শোন ভদ্র নর্দাম্বারল্যাণ্ড। যদি তোমার অপরাধের কথা লেখা থাকত তাহলে সেকথা এখানে উপস্থিত ভদ্রজনের মাঝখানে পড়ে শোনালে তুমি কি লজ্জা পেতে না? সে অপরাধের মধ্যে অন্যতম অপরাধ হচ্ছে একজন রাজাকে পদচ্যুত করা। আর যারা এখানে উপস্থিত হয়ে দেখছে কিভাবে আমি নিজেকে নিজে শাস্তি দিচ্ছি, তোমাদের অন্যায়েরও শেষ নেই। পৃথিবীর কোন জলই তোমাদের পাপকে ধুয়ে ফেলতে পারবে না।

নর্দাম্। তাড়াতাড়ি করুন স্যার। এই কথাগুলো পাঠ করুন।

রাজা রিচার্ড। আমার দুচোখে জল ভরে গেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই লবণাক্ত অশ্রুজনিত অস্বচ্ছতায় আমি শুধু কতকগুলো বিশ্বাসঘাতক লোক দেখছি আমার সামনে। আবার আমি যদি নিজের দিকেও দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখব আমি নিজেও তাদের মতই বিশ্বাসঘাতক। কারণ আমি একজন রাজাকে ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য সকল গৌরব ঐশ্বর্য থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য আমি আমার আত্মার অনুমতি দান করেছি।

নর্দাম। হুজুর—

রাজা রিচার্ড। না না। উদ্ধত দুর্বিনীত কোথাকার, তুমি আমাকে কোন কিছু সম্বোধন করো না। আমি কারো কেউ নই। আমার কোন নাম বা সম্মান নেই। সব কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হায়, এতদিনে বাঁচলাম, তবু কি নামে নিজেকে ডাকব তাই বুঝতে পারলাম না। হায় আমি যেন তুষারনির্মিত এক মিথ্যা রাজার হিমাক্ত মূর্তি যে আজ বোলিংব্রোকের সৌভাগ্যসূর্যের আমলে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে অবিলম্বে সে তাপে গলে গিয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হবে। হে রাজন, যদি আমার কথার কোন মূল্য এখনো ইংলণ্ডে থাকে তাহলে তুমি একটা আয়না এনে দাও; রাজ্যচ্যুত অবস্থায় আমার মুখখানাকে কেমন দেখাচ্ছে তা একবার দেখি।

বোলিং। যাও একটা আয়না এনে দাও। (জনৈক অনুচরের প্রস্থান)
নর্দাম্‌। আয়না আসতে আসতে আপনি এই কাগজটা পাঠ করুন।
রাজা রিচার্ড। শয়তান, নরকে যাবার আগেই তুমি আমায় নরকযন্ত্রণা দিচ্ছ।
বোলিং। ওঁকে আর বেশী চাপ দেবেন না লর্ড নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড।
নর্দাম্‌। তা না হলে আমার এই পরিষদ সন্তুষ্ট হবে না।
রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ আমি পড়ব, অনেক পড়ব যদি আমায় সেই বইটা দেখাতে পার যাতে আমার সব পাপের কথা লেখা আছে।

আয়নাসহ অনুচরের পুনঃপ্রবেশ

কই দাও আয়নাটা, এর মাঝেই আমি যা কিছু পড়ার পড়ব। কই, এখনো আমার মুখে কোন কুঞ্চন পড়েনি। দুঃখ এত আঘাত দান করল তবু তাতে কোন গভীর ক্ষত সৃষ্ট হলো না এ মুখে? হে তোষামোদকারী মিথ্যা মায়া-মুকুর, আমার সুসময়ের চাটুকারদের মত তুইও আমার সঙ্গে প্রতারণা করছিস। এই কি সেই মানুষের মুখ যে তার বাড়ির মধ্যে দশ হাজার লোক পালন করত? এই কি সেই মুখ যে মুখ সূর্যসন্নিভ প্রখর প্রতাপে দর্শনপ্রার্থীর চোখ ধাঁধিঁয়ে দিত? এই কি সেই মুখ যে বহু নির্বোধের সঙ্গে মোকাবিলা করায় অবশেষে বোলিংব্রোকের মত নির্বোধের কাছে হার মেনে গেল? এক ক্ষণভঙ্গুর গৌরবের অস্থায়ী উচ্ছ্বলতা বিরাজ করছে এ মুখে।
বোলিং। আপনার দুঃখের ছায়া প্রবল হয়ে আপনার মুখের ছায়াকে অপসারিত করেছে।
রাজা রিচার্ড। আবার আবার বলো ও কথা। আমার মুখের ছায়া? হাঃ, দেখি দেখি। কথাটা সত্যি ত। আমার মুখখানার সর্বত্রই আমার দুঃখের একাধিপত্য এবং হা হুতাশ, বিলাপ, বাইরের যা কিছু আচরণ তা শুধু সেই অদৃশ্য দুঃখের ছায়ামাত্র যে দুঃখ এক অটল অবিচলিত নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে আছে আমার আর্ত অন্তরাত্মার গভীরে। সেই দুঃখই হচ্ছে আসল বস্তু। হে রাজন, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি শুধু আমার দুঃখের আসল কারণ বা বস্তুটাকেই দেখিয়ে দাওনি, সে দুঃখের জন্য শোকের পদ্ধতিটাও শিখিয়ে দিয়েছ। আমি কি আর একটা বর চাইব তোমার কাছে। তারপর চলে যাব তোমার কাছ থেকে, আর তোমায় কষ্ট দেব না। সে বরটা কি দেবে?
বোলিং। সেটা কি তা বলুন ভাই।
রাজা রিচার্ড। ভাই; তাহলে আমি রাজার থেকেও আরো কিছু। যখন

আমি রাজা ছিলাম তখন আমার অনেক তোষামোদকারী ছিল। কিন্তু এখন আমি নিজে একজন প্রজা হলেও রাজা নিজেই আমার তোষামোদ করছে। আমি যখন এতই বড় তখন আমার আর চাইবার কিছুই নেই।

বোলিং। তবু বলুন সেটা কি।

রাজা রিচার্ড। সেটা কি তুমি দেবে ?

বোলিং। আপনি তা পাবেন।

রাজা রিচার্ড। তাহলে আমায় এক জায়গায় যাবার অনুমতি দাও।

বোলিং। কোথায় ?

রাজা রিচার্ড। তোমার দৃষ্টি থেকে বহু দূরে যেখানেই হোক না।

বোলিং। যাও তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ওঁকে টাওয়ারে রেখে এস।

রাজা রিচার্ড। সেই ভাল। আমায় সেখানেই নিয়ে চল। তোমরা সবাই আমার বাহক। আজ একজন প্রকৃত রাজার পতনের সুযোগে তোমরা সবাই উন্নতি করেছ।

(রক্ষী ও কয়েকজন সামন্তসহ রাজা রিচার্ডের প্রস্থান)

বোলিং। পরের বুধবার আমার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান হবে। সামন্তগণ, তোমরা প্রস্তুত হও তার জন্য। (ওয়েস্টমিনিস্টার মঠের অধ্যক্ষ, বিশপ কার্লিসলে ও অমার্লে ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

মঠাধ্যক্ষ। এক শোচনীয় দৃশ্য আমরা দেখলাম এখানে।

কার্লিসলে। দুঃখের এখনো সবই বাকি আছে। যার যে সব শিশুরা জন্মগ্রহণ করবে তারা কাঁটার খোঁচার মত এই অশুভ দিনটার তীক্ষ্ণতা অনুভব করবে।

অমার্লে। হে ধর্মীয় যাজকদ্বয়, এই দুঃসহ কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কি কোন উপায় নেই ?

মঠাধ্যক্ষ। স্যার, আমি আমার মনের কথা পরিষ্কার করে বলার আগে আপনাকে দুটো শপথ করতে হবে—আমার পরিকল্পনার কথা কাউকে বলবেন না আর আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করবেন। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আপনার ভ্রূকুটিযুগল অসন্তোষাকীর্ণ, আপনার অন্তর দুঃখপূর্ণ, আপনার চোখ অশ্রুসজল। আসুন আমার বাড়িতেই নৈশ ভোজন করবেন। আমি এমন এক ষড়যন্ত্রের কথা বলব যা আমাদের সকলের জন্য নিয়ে আসবে সুখের দিন। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। টাওয়ার যাবার রাস্তা।

পরিচারিকাগণসহ রাণীর প্রবেশ।

রাণী। এই পথেই রাজা আসবে। জুলিয়াস সীজার নির্মিত টাওয়ারে যাবার এই ত পথ। আমার দণ্ডিত স্বামী বন্দী হিসাবে সেই টাওয়ারেই থাকবেন। অহংকারী বোলিংব্রোক এই ব্যবস্থাই করেছে তাঁর জন্য। এইখানেই আমি বিশ্রাম করি, অবশ্য বিদ্রোহিনী পৃথিবীর মাটি যদি আমাদের বিশ্রামের জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেয়।

(রক্ষীসহ রাজা রিচার্ডের প্রবেশ)

থাম আমি আমার চোখের সামনে কি দেখছি! না না কিছুই দেখছি না। তবু উপরে আপনারা তাকান, উপরে তাকান যাতে আপনারাও একদিন করুণায় বিগলিত হয়ে শিশির হয়ে ঝরে পড়তে পারেন এবং তোমার প্রেমের অশ্রু দিয়ে তার সকল দুঃখমালিন্য দূর করে দিতে পার। হায়, তুমিই হচ্ছ পুরনো ট্রয়ের ভিত্তি, সম্মানের প্রাণহীন মানচিত্র, রাজা রিচার্ডের স্মৃতিস্তম্ভ। তুমি ত রাজা রিচার্ড নও। হে উদার পান্থশালা, বিজয়গৌরব যেখানে পানোন্মত্ত অবস্থায় মাতালশালার অতিথি হয়েছে সেখানে তুমি দুষ্পাচ্য কঠিন দুঃখকে কেন আশ্রয় দিতে গেলে ?

রাজা রিচার্ড। হে সুন্দরী, তুমি আমার এ দুঃখে যোগদান করো না, তাহলে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যাবে, আমার জীবনের আয়ু আরো কমে যাবে। তার চেয়ে বরং আমাদের অতীত সুদিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাক। সে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে, আমি যেন এক নির্মম প্রয়োজনের সঙ্গে সখ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ বন্ধন আমাদের বেঁচে থাকবে। তুমি এখন ফ্রান্সে চলে যাও, সেখানে গিয়ে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকগে। যাতে আমরা পরলোকে গিয়ে সারা বিশ্বজগতের রাজমুকুট লাভ করতে পারি তার জন্য সাধনা করগে।

রাণী। কী, রাজা রিচার্ডের কি দেহমনের দুটোরই পরিবর্তন হয়েছে, দুটোই দুর্বল হয়ে পড়েছে ? বোলিংব্রোক তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি থেকেও বিচ্যুত করেছে ? সে তোমার অন্তরেরও অধিপতি হয়ে বসেছে ? মুমূর্ষু সিংহ মরার আগে মাটির উপর থাবা দিয়ে মাটির বুকে তার অপরাধের ক্রোধাবেগের চিহ্ন রেখে যায়।

কিন্তু তুমি কি বিনা প্রতিবাদে এই হীন পরাজয়কে মেনে নেবে? তুমি কি তোমার কারাগারের শৃংখলকে চুম্বন করে তোমার তেজোদীপ্ত ক্রোধের সঙ্গে আপোষ করবে?

রাজা রিচার্ড। তুমি যে সিংহের কথা বললে সে হচ্ছে বনের পশুর রাজা। কিন্তু আমি এখনো যতই হোক মানুষের রাজাই আছি। যাও রাণী, তুমি ফ্রান্সে যাবার জন্য তৈরি হও। মনে করো আমি মারা গিয়েছি এবং সেই হচ্ছে আমার অন্তিম অনুরোধ। সেখানে গিয়ে শীতের রাতে নিবিড় কোন গৃহ-কোণে আগুনের পাশে কতকগুলি বৃদ্ধা মহিলার কাছে আমাদের সকরুণ কাহিনীর কথা বলবে। বলবে কেমন করে একজন বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। তোমার হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে হয়ত কল্পনা জাগবে তাদের মনে তার পাশে জ্বলতে থাকা আগুনের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়বে তাদের চোখ থেকে।

কিছু অনুচরসহ নর্দাম্‌বারল্যাণ্ডের প্রবেশ

নর্দাম্‌। হুজুর, বোলিংব্রোকের মনের পরিবর্তন হয়েছে। আপনাকে টাওয়ারে যেতে হবে না, আপনি এখন পমফ্রেটে যান। আর ম্যাডাম, আপনার সম্বন্ধে উনি আদেশ দিয়েছেন, আপনি যত শীঘ্র পারেন ফ্রান্সে চলে যান।

রাজা রিচার্ড। নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড, বোলিংব্রোকের সিংহাসন আরোহণের ব্যাপারে তুমি মই বা সিঁড়ি হিসাবে কাজ করেছ। তোমার উপর থেকেই বোলিংব্রোক অন্যায়ভাবে আমার সিংহাসনে আরোহণ করেছে। এতে তোমরা কেউ সুখী হবে না। এতে তুমি ভাববে এ রাজ্যের অর্ধেকটা তোমায় ভাগ করে দিলেও তোমার যোগ্য পুরস্কার দেওয়া হবে না তোমার উপকারের তুলনায়। আর বোলিংব্রোক ভাববে তুমি যেমন করে অন্যায়ভাবে সিংহাসন হতে একজনকে সরিয়ে আর একজনকে বসিয়েছ তেমনি তাকেও একদিন সরাতে পার। জেনে রেখো, দুর্জন ব্যক্তির ভালবাসা খুব তাড়াতাড়ি সন্দেহ ও ভয়ে পরিণত হয় আর সেই ভয় আবার পরিণত হয় ঘৃণায়। সেই ঘৃণা উভয়কে নিয়ে যায় এমন এক বিপদের গর্তে যার পরিণাম অনিবার্য মৃত্যু।

নর্দাম্‌। আমার যত কিছু অপরাধ সব আমার মাথায় থাক! এখন আপনারা বিচ্ছিন্ন হোন পরস্পরের কাছ থেকে।

রাজা রিচার্ড। দুর্জন দুর্বৃত্ত কোথাকার! তুমি আমার দুটো বিচ্ছেদের কারণ হলে। তুমি আমাকে আমার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন হতে বিচ্ছিন্ন করেছ, আবার এখন আমার বিবাহিত স্ত্রী ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালে। তাহলে হে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, পারস্পরিক চুম্বনের সঙ্গে যে শপথ আমরা একদিন করেছিলাম আজ সে শপথ ভঙ্গ করলাম। আমাদের এবার বিচ্ছিন্ন করো নর্দাম্বারল্যাণ্ড। আমি যাব এবার উত্তরের দিকে যেখানে হাড়কাঁপানো শীত অপেক্ষা করে আছে আমাকে দংশন করার জন্য আর তুমি যাবে সুদূর ফ্রান্সে যেখান থেকে একদিন নববধূবেশে সজ্জিত হয়ে এখানে এসেছিলে বসন্তের আনন্দোজ্জ্বল কোন দিনের মত। অথচ আজ তুমি শীতের নিস্তেজ নিরানন্দ কোন দিনের মতই বিদায় নিচ্ছ প্রাণহীন এক নীরব নিঃশব্দ সমারোহের মধ্যে।

রাণী। আমাদের কি তাহলে এবার বিচ্ছিন্ন হতে হবে পরস্পরের কাছ থেকে ?

রাজা রিচার্ড। হ্যাঁ, প্রিয়তমা, আমাদের হাত এবং হৃদয় দুটো বিচ্ছিন্ন হবে পরস্পরের কাছ থেকে।

রাণী। তাহলে আমাদের দুজনকেই নির্বাসিত করো। রাজাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

নর্দাম্। সেটা ভালবাসার কাজ হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

রাণী। তাহলে উনি যেখানে আছেন আমাকেও সেখানে পাঠিয়ে দাও।

রাজা রিচার্ড। দুজনে এক জায়গায় থেকে দুঃখ করলে সেটা হবে একটা অখণ্ড দুঃখ। তাহলে বোঝা যাবে না কে কার জন্য কতখানি দুঃখ করছে। তার থেকে তুমি আমার জন্য দুঃখ করবে ফ্রান্সে আর আমি তোমার জন্য দুঃখ করব এখানে। দুজনে এখন কাছে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল। তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে যাও তোমার পথে আর আমি বিলাপ করতে করতে চলে যাই আমার পথে।

রাণী। কিন্তু পথ যত দীর্ঘ হবে তোমার বিলাপও তত বেড়ে যাবে।

রাজা। আমার পথ অল্প বলে আমি পথে দুবার থেমে দুঃখ করব তোমার জন্য। এখন আর দেরি নয়, একটামাত্র শেষ চুম্বনের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান হোক। আর কোন কথা না।

রাণী। তোমার হৃদয় আমার কাছে থাকলে দুঃখের আঘাতে ক্ষয় হয়ে যাবে

তা দিনে দিনে। তার থেকে তোমার কাছ থেকে আমার হৃদয় ফিরিয়ে দাও। যা ক্ষয় ক্ষতি হবার আমার নিজের হৃদয়েই হবে।

রাজা রিচার্ড। এই বিলম্ব আমাদের দুঃখকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিদায়। এরপর ভাগ্যে যা আছে হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ইয়র্কের প্রাসাদ।

ডিউক অফ ইয়র্ক ও ডিউকপত্নীর প্রবেশ

ডিউকপত্নী। স্বামী, তুমি বলেছিলে বাকী গল্পটা আমায় বলবে। কাঁদতে কাঁদতে আর কথা বলতে পারনি। সেই যে আমাদের দুই জ্ঞাতিভাই লণ্ডন আসছিল।

ইয়র্ক। কোনখানে বলছিলাম বলত?

ডিউকপত্নী। সেই যে সেইখানটায় যেখানে বলছিলে রাজপথের দুধারের বাড়িগুলোর জানালার উপর থেকে কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত লোকেরা ধুলো আর জঞ্জাল ফেলেছিল রাজা রিচার্ডের মাথায়।

ইয়র্ক। হ্যাঁ বলছিলাম মহান ডিউক বোলিংব্রোক তখন একটা বিরাট আরবী ঘোড়ায় চেপে খুব শ্লথ গতিতে এগিয়ে চলছিল আর দুদিক থেকে জনতা চীৎকার করে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল তাকে, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন বোলিংব্রোক। তুমি তা দেখলে মনে হত যেন দুধারের বাড়ির জানালাগুলোই কথা বলছে। আবালবৃদ্ধ সকলের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল বোলিংব্রোকের উপর নিবদ্ধ। দুদিকে প্রাচীরগাত্রে লেখা ছিল, স্বাগতম বোলিংব্রোক। তখন বোলিংব্রোক মাথা নত করে জনতার এই বিপুল সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে বলছিল, ধন্যবাদ হে আমার দেশবাসী।

ডিউকপত্নী। হায়, হতভাগ্য রিচার্ড। সে কেমন করে যাচ্ছিল।

ইয়র্ক। কোন জনপ্রিয় প্রধান অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলে দর্শকরা যেমন ক্লান্তি আর করুণার দৃষ্টি দিয়ে অন্য কোন অবাঞ্ছিত অখ্যাত অভিনেতার পানে তাকায় তেমনি কেমন যেন দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকাচ্ছিল জনগণ, কেউ তার প্রতি শুভেচ্ছা জানায়নি, কেউ তাকে স্বাগত জানায়নি। উপরন্তু তার মাথায় ধুলো ফেলা হচ্ছিল আর সে তা সরিয়ে দিচ্ছিল। সে যেন তার দুঃখ আর ধৈর্যের চিহ্নস্বরূপ হাসিকান্নার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন বলিষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব জনগণের অন্তর কঠিন করে তুলেছিল রাজা রিচার্ডের প্রতি আর বর্বর নিষ্ঠুরতা

নিজেই যেন করুণার চোখে দেখছিল রিচার্ডকে। তবে এইসব ব্যাপারে অবশ্যই ঈশ্বরের হাত আছে, এসব নিশ্চয়ই বিধিনির্দিষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের বিধান হিসাবে এ ব্যাপার আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। আমরা এখন বোলিংব্রোকের প্রজারূপে শপথ নিয়েছি। তার রাজ্য এবং সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে আমাদের।

ডিউকপত্নী। এই আমাদের পুত্র অমার্লে আসছে।

ইয়র্ক। একদিন ও অমার্লে ছিল। কিন্তু রিচার্ডের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব থাকার জন্য সে নাম ওর হারিয়ে গেছে। এখন থেকে ওকে রুটল্যাণ্ড বলে ডাকবে। আমি পার্লামেন্টে নতুন রাজাকে আনুগত্য দান করার শপথ করেছি।

অমার্লের প্রবেশ

ডিউকপত্নী। এস বাছা! আচ্ছা নববসন্তের সবুজ কোলে কে কালো রং ছড়িয়ে দিয়েছে?

অমার্লে। আমি তা জানি না মা। ঈশ্বর জানেন। আমি এখন কোন কিছুতেই নেই।

ইয়র্ক। যাই হোক, এই নববসন্তের দিনকে বরণ করে নাও ভালভাবে। তা না হলে তোমাকেও পরিণতি লাভ করার আগেই বিদায় নিতে হবে অকালে। অক্সফোর্ডের খবর কি? সেখানেও কি এইসব বিজয়োৎসব হচ্ছে?

অমার্লে। শুনেছি হচ্ছে।

ইয়র্ক। তোমার সেখানে যাবার কথা।

অমার্লে। ঈশ্বর যদি কোন বাধা না দেন তাহলে সেখানে আমি যাব।

ইয়র্ক। আচ্ছা তোমার অন্তরটা কেমন ভারী ভারী ঠেকছে! তোমার মুখখানা কেমন মলিন হয়ে গেছে। ও লেখাটা কি দেখি?

অমার্লে। এটা কিছু নয় বাবা।

ইয়র্ক। ঠিক আছে একবার তা দেখে আমার মনটা সন্তুষ্ট হোক।

অমার্লে। আমায় ক্ষমা করবে বাবা, এটা এমন কিছু না, কোন কারণে এটা দেখানোর নিষেধ আছে।

ইয়র্ক। সে কারণটা কি তা জানতে চাই। আমার ভয় হয়—

ডিউকপত্নী। ভয় কিসের? বিজয়োৎসবের দিনে ভাল পোষাক পরার এটা একটা প্রতিশ্রুতি।

ইয়র্ক। তুমি একটা আস্ত বোকা। কিসের প্রতিশ্রুতি! দেখি বাছা কাগজটা।

অমার্লে। এটা আমি দেখাতে পারব না। ক্ষমা করবে বাবা।

ইয়র্ক। আমি এটা দেখবই। (অমার্লের বুক থেকে টেনে কাগজটা নিয়ে পড়ল) একি রাজদ্রোহিতা, শয়তানি, বিশ্বাসঘাতকতা! ক্রীতদাস কোথাকার।

ডিউকপত্নী। কী ব্যাপার স্বামী!

ইয়র্ক। ভিতরে কে আছ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

আমার ঘোড়ায় জিন লাগাও। ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন, কী বিশ্বাসঘাতকতা!

ডিউকপত্নী। কিসের বিশ্বাসঘাতকতা স্বামী?

ইয়র্ক। আমার জুতো দাও। আমার ঘোড়ায় জিন দাও বলছি। (ভৃত্যের প্রস্থান) আমি আমার জীবন ও সম্মানের নামে শপথ করে বলছি আমি শয়তানদের অভিযুক্ত করবই।

ডিউকপত্নী। ব্যাপারটা কি?

ইয়র্ক। চুপ করো বোকা মেয়ে।

ডিউকপত্নী। আমি চুপ করব না। কী ব্যাপার অমার্লে?

অমার্লে। চুপ করো মা শান্ত হও। আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে শুধু, এর বেশী কিছু না।

ডিউকপত্নী। তোমার প্রাণ বলি দিতে হবে?

ইয়র্ক। আমার জুতো আনো। আমি রাজার কাছে যাব।

জুতোসহ ভৃত্যের প্রবেশ

ডিউকপত্নী। চাকরটাকে মার অমার্লে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস বোকা ছেলে কোথাকার। তুই দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

ইয়র্ক। বলছি আমার জুতোজোড়াটা দে।

ডিউকপত্নী। ইয়র্ক, তুমি এখন কি করবে? তুমি কি তোমার নিজের ঘরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না। আমাদের আর কি ছেলে আছে না হবার সম্ভাবনা আছে? আমার এই বৃদ্ধ বয়সে একটামাত্র ছেলেকেও কি কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? আমাকে আমার মাতৃত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত করবে? ওকি আমার সন্তান না, ও কি তোমার প্রতিরূপ নয়?

ইয়র্ক। পাগল নির্বোধ নারী, তুমি কি এই ষড়যন্ত্রকে গোপন রাখবে?

অক্সফোর্ডে রাজাকে হত্যা করার জন্য বারো জন লোক শপথ গ্রহণ করেছে পরস্পরের হাতে হাত রেখে।

ডিউকপত্নী। ও তাদের দলে থাকবে না। আমরা তাকে যেতে দেব না। তাহলে তাতে ওর কি ?

ইয়র্ক। ও আমার বিশটা ছেলের সমান হলেও আমি ওকে অভিযুক্ত করবই।

ডিউকপত্নী। তোমাকে যদি আমার মত প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তাহলে তোমার মনে দয়া হত। এখন বুঝতে পারছি তুমি হয়ত স্ত্রী হিসাবে আমার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করো এবং তুমি ওকে অবৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য করো। কিন্তু স্বামী, ও কি তোমার মত হয়নি ? ও কি তোমার আমার তুজনের সমানপ্রিয় নয় ?

ইয়র্ক। সরে যাও বলছি। (প্রস্থান)

ডিউকপত্নী। ওর পিছু পিছু তুমিও ঘোড়ায় চড়ে যাও অমালে। ও যাবার আগেই তুমি রাজার কাছে গিয়ে তোমার নির্দোষিতার কথা বলো। ও তোমাকে অভিযুক্ত করার আগেই তুমি রাজার মার্জনা ভিক্ষা করো। আমিও তাড়াতাড়ি সেখানে যাব। বুড়ো হলেও আমি ইয়র্কের মতই ঘোড়ায় চাপতে পারি। বোলিংব্রোক তোমাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি সেখান থেকে উঠব না। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। উইণ্ডসর তুর্গ।

রাজারূপে বোলিংব্রোক, পার্সি ও অন্যান্য লর্ডদের প্রবেশ

বোলিং। আচ্ছা কোন লোক কি আমার পুত্রের সন্ধান দিতে পারে না ? আজ তিন মাস হলো আমি তাকে শেষ দেখেছি। যদি কোন তুশ্চিন্তা এখন আমার মনে থাকে ত সে তুশ্চিন্তা তার জন্য। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তাকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। লণ্ডনের প্রতিটি পান্থশালায় তার খোঁজ করো। কারণ লোকে বলছে সে কুসঙ্গে মেশে, যত সব বাজে লোকের সঙ্গে সে হোটেলে যাতায়াত করে, এমন কি সে নামি গলির ভিতর দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টাকাপয়সা ছিনতাই করে।

পার্সি। হুজুর, তুদিন আগে আমি রাজকুমারকে দেখেছি এবং অক্সফোর্ডের এই বিজয়োৎসবের কথা জানিয়েছি।

বোলিং। কিন্তু কি বলল তখন বীরপুরুষ ?

পার্সি। শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওর এক সঙ্গীর কাছ থেকে দস্তানা নিয়ে আর একটা ঘোড়ায় চেপে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

বোলিং। সে যেমন বেপরোয়া তেমনি হঠকারী। তবু আমি কিছু আশা দেখতে পাচ্ছি। ও বড় হলে হয়ত ভাল হয়ে উঠবে, এই বেপরোয়া ভাবটা কেটে যাবে।

বিস্মিত ও হতবুদ্ধি অবস্থায় অমার্লের প্রবেশ

অমার্লে। রাজা কোথায় ?

বোলিং। কি হলো ভাই, তোমার দৃষ্টিটা এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কেন ?

অমার্লে। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। আমি নির্জনে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

বোলিং। তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাও।

(পার্সি ও লর্ডদের প্রস্থান)

এবার কি ব্যাপার বল ভাই।

অমার্লে। আপনার মুখ থেকে ক্ষমার বাক্য উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত এই মাটি থেকে আমার জানু আর কোনদিন উঠবে না বা আমার মুখের ভিতর আমার জিবও নড়বে না।

বোলিং। তোমার অন্যায় কল্পিত বা কৃত যাই হোক না কেন, তোমার অফুরন্ত হৃদয়ের ভালবাসা লাভ করার মানসে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

অমার্লে। তাহলে এ ঘরের চাবিটা আমার হাতে তুলে দিন যাতে আমাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

বোলিং। তাই হোক (ইয়র্ক দরজায় করাঘাত করে চীৎকার করতে লাগল)

ইয়র্ক। (ভিতর থেকে) হে রাজন, সাবধান হও। একজন বিশ্বাসঘাতক তোমার কাছে বসে আছে।

বোলিং। (নিকটে গিয়ে) শয়তান, আমি তোমায় মজা দেখাচ্ছি।

অমার্লে। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন না। ভয়ের কোন কারণ নেই।

ইয়র্ক। (ভিতর থেকে) দরজা খোল, নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো বোকা রাজা। তোমার প্রতি ভালবাসাবশতঃ তোমার মুখের সামনে রাজদ্রোহিতার কথাটা প্রকাশ করতে চাই। দরজা খোল, তা না হলে আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

ইয়র্কের প্রবেশ

বোলিং। কি হয়েছে পিতৃব্য ? ব্যাপার কি ? আপনি হাঁপাচ্ছেন, শান্ত হোন। আমাদের বিপদ কি এমনই গুরুতর যে এখনই আমাদের অস্ত্রধারণ করতে হবে ?

ইয়র্ক। এই লেখাটা দেখ। তাহলেই রাজদ্রোহিতার কথাটা জানতে পারবে।

অমালে। এটা পড়বার সময় আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবেন কিন্তু আমি আমার কর্মের জন্য অনুতপ্ত। ওখানে আমার নামটা থাকলেও তা পড়বেন না। আমি ওটা লিখলেও আমার হাতের সঙ্গে আমার হৃদয়ের কোন মিল ছিল না তখন। আমি তা স্বেচ্ছায় লিখিনি।

ইয়র্ক। তুমি তা স্বেচ্ছায় লিখেছ শয়তান। আমি এই বিশ্বাসঘাতকটার বুকের ভিতর থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়েছি রাজা। তোমার প্রতি ভালবাসা নয়। ভাই ওকে এখন করে তুলেছে অনুতপ্ত ! ওকে ক্ষমা করবেন না। কারণ মনে রাখবেন তাহলে ও পরে সাপের মত আপনাকে দংশন করবে।

বোলিং। একদিকে ভয়ঙ্কর ও দুঃসাহসী ষড়যন্ত্র আর একদিকে রাজদ্রোহী পুত্রের রাজভক্ত পিতা। হে শুচিশুভ্র স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা, কোথায় তোমার সেই পবিত্র উৎস ? তোমার স্বচ্ছ নির্মল প্রবাহ কর্দমাক্ত পথের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও যে কোন মন্দকে তা ভালোয় পরিণত করে তুলবে। তোমার সততা ও বিশ্বস্ততার অমিত প্রাচুর্য তোমার অবিশ্বস্ত পুত্রের ভয়ঙ্কর কলঙ্ককেও মুছে দেবে।

ইয়র্ক। তাহলে আমার পুণ্য ওর পাপের জামীন হবে। ওর লজ্জিত ও অপমানিত জীবন আমার মান সম্মানে আর সততার মূলধনে বেঁচে থাকবে, অলস অমিতব্যায়ী পুত্র যেমন পিতার সঞ্চিত সম্পদ ভোগ করে। এই বিশ্বাসঘাতকটা বেঁচে থাকবে, এর থেকে আমার মৃত্যু ভাল।

ডিউকপত্নী। (ভিতর থেকে) কই রাজা, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি দরজা খোল।

বোলিং। কে এমন করে চীৎকার করছে ?

ডিউকপত্নী। আমি তোমার খুড়িমা। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই রাজা। আমি তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি, আজ তোমার কাছে এই ভিক্ষাটুকু চাইছি।

বোলিং। এখানে আবার রাজা ভিক্ষুকের সম্পর্ক চলে এল। যাই হোক হে বিপজ্জনক ভাই, দরজাটা খুলে দাও। মনে হয় তোমার মা তোমার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করতে আসছেন।

ইয়র্ক। যেই ক্ষমাপ্রার্থনা করুক না কেন, তুমি যদি একে ক্ষমা করো, তাহলে ও পরে আরো পাপ করবে। পাপকর্মের এই গ্রন্থিটা যদি এখন কেটে দাও তাহলে ষড়যন্ত্রের গোটা জালটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

ডিউকপত্নীর প্রবেশ

ডিউকপত্নী। ও রাজা, ওই নিষ্ঠুরহৃদয় লোকটার কথা বিশ্বাস করো না। যে নিজেকে ভালবাসে না সে অপরকে ভালবাসতে পারে না।

ইয়র্ক। উন্মত্ত নারীর মত আপনি কি বলছেন? আপনি কি এই বৃদ্ধ বয়সে এক বিশ্বাসঘাতককে লালন পালন করবেন?

ডিউকপত্নী। ধৈর্য ধরে আমার কথা শোন রাজা। (নতজানু হলো)

বোলিং। উঠুন কাকিমা।

ডিউকপত্নী। আমি চিরদিন এমনি নতজানু হয়ে এইখানে আবদ্ধ থাকব, পৃথিবীর আলো হাওয়ায় বার হব না। তুমি যদি আমার দুষ্টু ছেলে রুটল্যাণ্ডকে ক্ষমা না করো।

অমার্লে। আমার মার সঙ্গে আমিও প্রার্থনা করছি।

ইয়র্ক। আর আমি ওদের দুজনের বিরুদ্ধে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

ডিউকপত্নী। ও কি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করছে? ওর চোখের পানে তাকিয়ে দেখ, সে চোখে কোন জল নেই। ওর কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, বুকের ভিতর থেকে নয়। ও যেন ঠাট্টা করে ক্ষীণভাবে প্রার্থনা করছে এবং ওর প্রার্থনা মঞ্জুর করা উচিত না। ওর প্রার্থনা কপটতায় ভরা। ও নতজানু হলেও এখনি উঠে পড়বে। কিন্তু আমরা কখনই উঠব না ক্ষমা না পেলে।

বোলিং। উঠুন কাকিমা।

ডিউকপত্নী। না আগে একথা বলো না, আগে বল তুমি ক্ষমা করেছ। করুণার বশবর্তী হয়ে অন্ততঃ ক্ষমা করো।

ইয়র্ক। ফরাসী ভাষায় বল, তাহলেও ক্ষমা করবে।

ডিউকপত্নী। হায় আমার নিষ্ঠুরহৃদয় স্বামী, তুমি কাউকে ক্ষমা দেখালে সেই ক্ষমার গুণই নষ্ট হয়ে যাবে।

বোলিং। উঠুন কাকিমা।

ডিউকপত্নী। আমার একমাত্র আবেদন নিবেদন ক্ষমার জন্য। সে ক্ষমা না পেলে উঠবো না।

বোলিং। আমি আপনার পুত্রকে ক্ষমা করলাম, ঈশ্বর যাতে আমায় ক্ষমা করেন।

ডিউকপত্নী। তাহলে আমার নতজানু সার্থক হলো। তবু আমার ভয় হচ্ছে। আমায় বল ক্ষমা করেছ।

বোলিং। আমি অন্তরের সঙ্গে তাকে ক্ষমা করলাম।

ডিউকপত্নী। মর্তের মাঝে তুমি ভগবান।

বোলিং। আমাদের বিশ্বস্ত ভগ্নিপতি আর মঠাধ্যক্ষ ছাড়া আর কাউকে ক্ষমা করা হবে না। হে আমার মহান পিতৃব্য, আপনি কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিন অক্সফোর্ডে অথবা বিদ্রোহীরা যেখানে আছে। তাদের আর এ পৃথিবীতে রাখব না। যদি একবার জানতে পারি তারা কোথায় আছে তাহলে তাদের আমি ধরবই। বিদায় পিতৃব্য, বিদায় ভাই। তোমার মা তোমার জন্য অনেক প্রার্থনা করেছেন। তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

ডিউকপত্নী। এস বাছা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন নতুন মানুষ হয়ে ওঠ। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। উইণ্ডসর প্রাসাদ।

এক্সটনের স্যার পিয়াসে ও জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

এক্সটন। তুমি কি শোননি রাজা কি বলেছেন? এই জীবন্ত ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য কেউ কি নেই?

ভৃত্য। হ্যাঁ, তিনি এই কথাই বলেছিলেন।

এক্সটন। আমার কি কোন বন্ধু নেই? একথা তিনি দুবার বলেছিলেন। তাই না কি?

ভৃত্য। হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন।

এক্সটন। একথা বলে তিনি আমার মুখপানে তাকালেন যেন বলতে চাইছিলেন তুমিই সেই মানুষ যে আমাকে সেই ভয় থেকে উদ্ধার করতে পার। তার মানে তিনি পমফ্রেটে অবস্থানকারী রাজার কথা বলছিলেন। চলে এস, আমি হচ্ছি রাজার বন্ধু এবং তাঁর শত্রুর হাত হতে তাঁকে নিষ্কৃতি দেব।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। পমফ্রেট দুর্গ। দুর্গের কারাগার

রাজা রিচার্ডের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। আমি এই কারাগারটার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর তুলনা করার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা যেহেতু জনবহুল আর এই কারাগারটা একেবারে জনশূন্য এবং একমাত্র আমি ছাড়া এখানে জনপ্রাণী নেই সেইহেতু তুলনা করতে পারছি না। তবু আমি সে তুলনা আমার মাথা হতে বার করবই। আমার আত্মা আর আমার মস্তিষ্ক যেন যথাক্রমে পিতামাতা যাদের মিলনে অনেক চিন্তার সন্তান জন্ম নেবে। সেই সব উত্তপ্ত চিন্তারা অসংখ্য বিক্ষুব্ধ মানুষের মত আমার এই ছোট্ট জগৎটাকে ভরে রেখেছে। ভাল মন্দ মানুষের মত চিন্তার মধ্যেও ভাল মন্দ দুইই আছে। পবিত্র ঈশ্বরচিন্তা মিশে আছে কালো কুণ্ঠার সঙ্গে। ছুঁচের মধ্যে যেমন উট গলে না তেমনি আবার কারাপ্রাচীর ভেদ করে কোন উচ্চাভিলাষ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। আবার এমন কিছু চিন্তা আছে যারা নিয়তির ক্রীতদাসরূপে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে চায়; তারা নিজেদের নিজেরাই তোষামোদ করে। তারা শুধু এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, যে শুধু তারাই প্রথম কষ্টভোগ করছে ঝাড়ুদার। আমার জিব যে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না সেকথা আমার অন্তর বলতে চায়। (প্রস্থান)

রক্ষী। মহারাজ আপনি মরতে চান?

রাজা রিচার্ড। সে মৃত্যুর আস্বাদ তুমি আগে গ্রহণ করবে।

রক্ষী। আমি আপনাকে মারতে সাহস পাব না হুজুর। এক্সটনের পিয়ার্স রাজার কাছ থেকে সম্প্রতি ফিরে এসে একথা বলছিল।

রাজা রিচার্ড। ল্যাঙ্কাস্টারের হেনরি আর তোমাকে শয়তান গ্রাস করুক। অনেক ধৈর্য ধরেছি, আর না। আমি এবার বিরক্ত হয়ে উঠেছি ধৈর্যের প্রতি। (প্রহার করল রক্ষীকে)

রক্ষী। আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও কে আছ।

ঘাতকগণ, এক্সটন ও ভৃত্যদের সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। কি খবর? এইভাবে আক্রমণ করে মৃত্যু ঘটাতে চাও? শয়তান, তোমার নিজের হাতে রয়েছে তোমারই নিজের মৃত্যুবাণ। (একজনের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হত্যা করল তাকে) যাও তুমিও নরকের আর একটি ঘর পূর্ণ করগে। (আর একজনকে হত্যা করল, তখন এক্সটন

আঘাত করে ফেলে দিল রাজাকে) তোমার যে হাতে আমায় আঘাত করলে সে হাত নরকে গিয়ে এক অনির্বাণ আগুনে চিরকাল জ্বলতে থাকবে। এক্সটন, মনে রেখো, তুমি রাজার রক্তে রাজার নিজের হাতকেই কলঙ্কিত করলে। হে আমার আত্মা, তুমি অনেক উপরে উঠে যাও। তোমার স্থান অনেক উর্দ্ধে, শুধু আমার স্থূল মরদেহটা এখানে পড়ে থাক। (মৃত্যু)

এক্সটন। কাজটা আমি সাহসের সঙ্গে করলেও ভাল হলো না। যে যাই বলুক এ কাজের জন্য নরকভোগ করতে হবে আমায়। এখন এই মৃত রাজাকে জীবিত রাজার কাছে নিয়ে যাই। অন্যান্য মৃতদেহগুলো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দেবার ব্যবস্থা করো। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। উইণ্ডসর দুর্গ।

বাদ্য। বোলিংব্রোক, ডিউক অফ ইয়র্ক, অন্যান্য সামন্তগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

বোলিং। হে স্নেহশীল পিতৃব্য, আমি শেষ খবরে শুনেছি বিদ্রোহীরা গ্লসেস্টশায়ারের অন্তর্গত সিসেটার শহরটা পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের বন্দী করা হয়েছে না হত্যা করা হয়েছে তা আমি জানি না।

নর্দাম্বারল্যাণ্ডের প্রবেশ

স্বাগত হে লর্ড, কি খবর ?

নর্দাম্। প্রথমে আপনার সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি। পরে নিবেদন করি স্যালিসবেরি, স্পেন্সার, ব্লাণ্ট ও কেণ্টের শিরশ্ছেদ করে তাদের মাথা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই কাগজটা পড়লেই সব জানতে পারবেন।

বোলিং। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই পার্সি। তোমার এই কষ্টভোগ ও যোগ্যতানুসারে তুমি উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবে

ফিৎসওয়াটারের প্রবেশ

ফিৎসওয়াটার। আমিও অক্সফোর্ডে থেকে লণ্ডনে বোকান ও স্যার বেনেট নামে দুইজন বিপজ্জনক বিশ্বাসঘাতকের মাথা পাঠিয়েছি তাদের শিরশ্ছেদ করে।

বোলিং। তোমার এই দুঃসাধ্য কর্মের কথাও ভুলে যাব না ফিৎসওয়াটার।

বিশপ কার্লিসলে সহ পার্সির প্রবেশ

পার্সি। বিরাট ষড়যন্ত্রকারী এ্যাবট অফ ওয়েস্টমিনিস্টার তার তিক্তগভীর বিষাদ আর বিপন্ন বিবেকসহ সমাহিত হয়েছে কবরে। কিন্তু বিশপ

কার্লিসলে দর্পভরে আপনাকে অভিশাপ দেবার জন্য এখনো বেঁচে আছে এবং এখানে এসেছে।

বোলিং। শুনুন কার্লিসলে, আপনার প্রতি আমার দণ্ডাজ্ঞা, আপনি এই রাজ্যের মধ্যে যে কোন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিন যেখানে আপনি অন্তরীণ থাকবেন এবং যেখানে আপনি শান্তিতে জীবন যাপন করার পর শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন। আপনি আমার শত্রু হলেও আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

শবাধারবহনকারী কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে এক্সটনের প্রবেশ

এক্সটন। হে মহান রাজা, আপনার সমস্ত ভয় সমাহিত আজ এই শবাধারের মধ্যে। আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু রাজা রিচার্ড নিষ্প্রাণ অবস্থায় শায়িত আছে এর মধ্যে।

বোলিং। কিন্তু তোমায় ধন্যবাদ দিতে পারলাম না এক্সটন এর জন্য। কারণ তুমি এ কাজের দ্বারা এক অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে আজ আমার ও এই রাজ্যের মাথার উপর।

এক্সটন। আপনার নিজের মুখ থেকে একাজের আদেশ পেয়ে তবে একাজ করেছি মহারাজ।

বোলিং। দেখবে অনেকে বিষ খাবার প্রয়োজনবোধ করলেও বিষকে আসলে ভালবাসে না। আমারও ঠিক তাই। আমি যদিও তাঁর মৃত্যু চেয়েছিলাম, তবু তাঁর হত্যাকারীকে ভালবাসতে পারব না আমি। আমার কাছ থেকে কোন সদয় বাক্য বা রাজকীয় অনুগ্রহ নয়, তুমি বিবেকের দংশন লাভ করবে তোমার এই কাজের জন্য। রাতের অন্ধকারে তুমি দূরে পালিয়ে যাও, দিনের আলোয় কোনদিন কাউকে মুখ দেখাবে না তুমি। হে সামন্তগণ, আজ আমার অন্তর দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছে, আপনারা সবাই শোকসূচক কালো পোষাক পরুন। যে পাপের রক্তে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে আমার হাত সে পাপ স্খালন করার জন্য আমি পবিত্র রোমে যাব। আপাততঃ আপনারা শোকগ্রস্ত অবস্থায় এই শবযাত্রায় আমার অনুসরণ করুন। (সকলের প্রস্থান)

ভেনাস ও এ্যাডনিস

(শেষাংশ)

রক্তগোলাপমালিকার গন্ধমেদুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে
নিয়ে যেতে লাগলাম আমি তাকে ধীর গতিতে,
আমার সুচতুর ঘৃণার মোহপ্রসারী তরলতার আঘাতে
নম্রনত হয়ে উঠল তার ইস্পাত-কঠিন অন্তরের অনমনীয় দৃঢ়তা।
ওগো, দর্প করো না, যে মেয়ে যুদ্ধের দেবতার যত সব
উদ্ধত কৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়েছে তাকে আয়ত্ত করতে পারার
জন্য অহঙ্কার করো না যেন।
তোমার সুন্দর অধরোষ্ঠ দিয়ে আমার অধরোষ্ঠ দুটিকে
স্পর্শ করো, আমার অধরোষ্ঠ দুটি তেমন সুন্দর না হলেও
তা সততায় রক্তলাল ; সে চুম্বন হবে তোমার এবং আমার।
মাটির পানে তাকিয়ে কি দেখছ ? মুখ তুলে তাকাও,
আমার চক্ষুতারকার স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত দেখ তোমার সৌন্দর্যকে।
দুটি চোখের মিলন যদি এত নিবিড় হয় তাহলে অধর মিলনে
এত লজ্জা কেন ? তাহলে নিমীলিত করো তোমার দুচোখের দৃষ্টি,
আমিও তাই করব। আমাদের আলোহীন দুচোখের মিলিত নিমেষে
রাত্রির ছায়া নেমে আসবে উজ্জ্বল দিবালোকের উদার আঙ্গিনায়।
দুটি দেহমনের পরিপূর্ণ মিলনেই প্রেমের সার্থকতা।
ভয় করো না ; কোনদিন ম্লান হবে না
আমাদের এই কুসুমশয্যার প্রণয়মধুরপেলবতা।
তোমার অধরোষ্ঠের রক্তাভ কোমলতায় সূচিত হয়ে উঠছে
তোমার বয়সের তারুণ্য ; তোমার এই তারুণ্যতপ্ত
রূপসৌন্দর্যকে ম্লান করে দিও না অব্যবহারে।
শুষ্কম্লান হতে দিও না ফুল্ল কুসুমকে।
যদি আমি কুৎসিত কুরূপা ও ব্যাধিজরাগ্রস্ত হতাম
যদি আমি কুরুচিসম্পন্না ও বহু দোষে দুষ্টা হতাম
তাহলে তুমি কুণ্ঠা বা দ্বিধা করতে পারতে।

কিন্তু আমার দেহে মনে বা অন্তরে বাহিরে যখন কোন্ দোষ নেই
তুমি আমায় কোনমতেই ঘৃণায় দূরে ঠেলে দিতে পার না।
আমার ভ্রূযুগলের উপর কোথাও কোন কুঞ্চন নেই
আমার চোখদুটো ধূসর আর উজ্জ্বল। দৃষ্টিও তার ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন
আমার যৌবনসৌন্দর্য নববসন্তের মতই নবীন।
আমার দেহগাত্র মেদুর, অস্থিমজ্জা উত্তপ্ত,
আমার হস্ততালু এমনই মোলায়েম যে
তোমার হাতের প্রেমস্পর্শে তা গলে যাবে।
আমার মধুনিষ্যন্দী প্রতিটি কথার ফুল মুগ্ধ করবে তোমায়।
সমুদ্রের কোন আদিগন্ত বেলাভূমিতে অথবা
কোন সবুজ তৃণভূমিতে আমি পরীদের মত নাচব,
কিন্তু লঘুছন্দী সে নৃত্যের তালে তালে কোন পদচিহ্ন
রেখায়িত হয়ে উঠবে না ভূমিপরে।
প্রেম যেন দুটি ঊর্ধ্বায়িত অগ্নিশিখার মিলন
যা কখনো নিম্নগামী হয় না, যা শুধু
উচ্চাভিলাষের আকাশে মেলে দিতে চায় তার লেলিহান পাখা।
সেই প্রেমের প্রভাবে এমনই হালকা হয়ে উঠবে আমার তনুলতা
যে অশক্ত ফুল আমার দেহভার বহন করবে স্বচ্ছন্দে:
ক্ষুদ্র কপোতের দুর্বল ডানায় ভর দিয়ে
দূর আকাশে পাড়ি দেবে আমার প্রেমময় সত্তা। কিন্তু সে প্রেম
এত ভারী অনুভূত হয় কেন তোমার বুকে?
তবে কি তুমি নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজেরই প্রেমে পড়েছ?
নিজেরই মুখচন্দ্রসুধা নিজেই পান করো?
নিজেরই একটা হাত দিয়ে অন্য হাতটা ধরে প্রেম নিবেদন করো?
নিজেরই স্বাধীনতা হরণ করে চৌর্যের অভিযোগ আন নিজের কাছে?
মনে রেখো, নার্সিসাস নদীজলে তার প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবিকে
চুম্বন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল অকালে।
ফুলেরা যেমন গন্ধ বিতরণ করে, মশাল দেয় আলো
তেমনি সদ্ব্যবহারের জন্যই সৌন্দর্যের সৃষ্টি।
বীজ থেকে উৎপত্তি হয় যেমন বীজের, তেমনি তোমার

সন্তানের মধ্যেই বেঁচে থাকবে তুমি মৃত্যুর পরে।
এইভাবে প্রণয়বিধুর অন্তরে সৌন্দর্যের রাণী ভেনাস
অনেক করে বোঝাল এ্যাডনিসকে। যে বৃক্ষচ্ছায়ায়
তারা শুয়েছিল সূর্যের প্রখর তাপে সে ছায়া অপসৃত হতে
তপ্ত হয়ে উঠল এ্যাডনিসের যৌবনতপ্ত আরক্ত মুখমণ্ডল।
অসহিষ্ণু এ্যাডনিস বলল, আর না, রাখ তোমার প্রেম, আমি তাপক্লিষ্ট
ভেনাস তখন বলল, হায়, তুমি এত নিষ্ঠুর! এক মিথ্যা অজুহাতে
চলে যাচ্ছ তুমি। তুমি বস, আমার স্নিগ্ধ শীতল নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা
শীতল করব সূর্যতাপের প্রখরতাকে, সূর্য আর তোমার মাঝখানে
দাঁড়িয়ে আমার আলুলায়িত অরণ্যকুন্তল দ্বারা ছায়া বিস্তার করব আমি।
তাতেও না হলে অবিরল অশ্রুবর্ষণে আনব কৃত্রিম শীতলতা।
কেন তুমি এত নিষ্ঠুর, ইস্পাতের মত এত কঠিন কেন তোমার চিত্ত?
তুমি কি কোন মমতাময়ী নারীর জঠর হতে প্রসূত হওনি?
আমার এ আবেদন কি এতই বিপজ্জনক? আমায় একটি চুম্বন দাও;
সুদে আসলে আমি ফিরিয়ে দেব তোমার সে চুম্বন।
হায় মানবসদৃশ চিত্রার্পিত এক বস্তু, প্রাণহীন প্রতিমূর্তি!
একথা বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে এল ভেনাসের।
তার প্রেমাহত অন্তরের তাপ ফুটে উঠল তার আরক্ত চক্ষুতারকায়
আর গণ্ডভিত্তিতে; কণ্ঠে এল অশ্রুর প্লাবন।
এ্যাডনিসকে আলিঙ্গন করতে না পেরে টেনে নিল তার
হাতের একটি আঙ্গুলকে। বলল, আমার এই দেহরূপ অরণ্যে
স্বচ্ছন্দগতি মৃগের মত খেলা করে বেড়াও না কেন!
আমার এ দেহে আছে কত পর্বত উপত্যকা প্রান্তর আর প্রস্রবণ
আছে কত দুর্গমগহন লতাগুল্মজটিল গুহাদেশ
কোন মত্ত প্রভঞ্জন প্রবেশ করতে পারবে না যার নিরাপদ আশ্রয়ে।
কিন্তু শুধু অবজ্ঞার একটুখানি হাসি হাসল এ্যাডনিস।
তার নির্মম মুখের প্রেমহীন কুঞ্চনজনিত ক্ষুদ্র গহ্বরগুলি
যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলল ভেনাসের সমস্ত প্রেমোচ্ছ্বাসকে।
হায়, প্রেম ও সৌন্দর্যের হতভাগ্য রাণী, যে তোমায় ঘৃণা করে
তুমি তাকেই ভালবাস? কিন্তু কি সে করবে, কি বলবে?

তার সব কথা শেষ হয়ে গেছে, বেড়ে গেছে তার অন্তরের দাহ।
অনুগ্রহহীন অনুরাগহীন অনুতাপহীন এ্যাডনিস ভেনাসের বাহুবন্ধন
ছিন্ন করে, তার প্রতীক্ষমান অশ্বের দিকে চলে গেল।
এমন সময় পাশের বন থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবতী মেয়ে ঘোড়া,
মৃদু আহ্বান জানাল যেন এ্যাডনিসের রজ্জুবদ্ধ পুরুষ ঘোড়াটিকে।
সহসা রজ্জুপাশ ছিন্ন করে পুরুষ ঘোড়াটি চলে গেল মেয়ে
ঘোড়াটির কাছে। মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠল তার কেশর আর কান;
তার নাসারন্ধ্রনিঃসৃত শ্বাসবায়ুতে ঝরে পড়তে লাগল
তার উদ্ধত কামনার উত্তাপ। তার দুচোখে আগুন।
সে এখন তার মালিকের রক্তচক্ষুকে ভয় করে না,
গ্রাহ্য করে না তার কোন আদেশ, সে এখন পেয়েছে
তার প্রণয়িনীর সন্ধান; সমস্ত বন্ধনমুক্ত হয়ে সে এখন
ধরা দিতে চায় তার প্রণয়িনীর প্রণয়বন্ধনে।
যে প্রেমের উত্তাপ আর উদ্দাম প্রাণশক্তিতে
সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে অশ্বটি ঠিক এই মুহূর্তে
কোন কুশলী চিত্রকর পারবে কি তা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে?
এ্যাডনিসের পুরুষ ঘোড়াটি প্রেম নিবেদন করল
হ্রেষাধ্বনি করে. কিন্তু প্রেম-গরবিনী নারীর মত এক কৃত্রিম অনাসক্তি
দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করল মেয়ে ঘোড়াটি তার আবেদনকে আর
এক অতৃপ্তিজনিত বিষাদে লেজ নাড়তে লাগল পুরুষ ঘোড়াটি।
এমন সময় এ্যাডনিস তার কাছে যেতেই সে দূর বনান্তরালে
পালিয়ে গেল তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। তখন নিষ্ফল আক্রোশ আর হতাশার
নিবিড়তায় ফুলতে লাগল এ্যাডনিস সেখানে বসে বসে।
না বলা কথার হাহাকারে দুঃখ তার বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ।

সহসা এ্যাডনিস দেখল ভেনাস আসছে তারই দিকে এগিয়ে।
মাটির দিকে মুখ করে মাথা নত করে বসে ছিল এ্যাডনিস।
বাতাসে পুনরুজ্জীবিত মুমূর্ষু অঙ্গারের মত বেড়ে গেল তার ক্রোধ।
তবু ভেনাস তার একটি হাত দিয়ে তার মাথার টুপীটা খুলে দিয়ে
আর একটি হাত দিয়ে স্পর্শ করল তার একটা গালকে

এবার শুরু হলো এক নিঃশব্দ নীরব দৃষ্টিযুদ্ধ
দুজনের মধ্যে ; শুরু হলো সেই আবেদন আর প্রত্যাখ্যানের খেলা।
প্রেম আর ঘৃণার নির্মম দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাত।
চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পূর্ণায়ত আলিঙ্গনে
এ্যাডনিসকে আবদ্ধ করল ভেনাস তার তুষারশুভ্র হাত দিয়ে,
যেন এক সুন্দর রক্তপদ্ম বন্দী হয়েছে তুষারের বৈরী বন্ধনে।
ভেনাস বলল, আমি যদি পুরুষ হতাম তোমার মত
তাহলে তোমার দুঃখ তোমার অন্তরের ক্ষত অনুভব করতে পারতাম।
এ্যাডনিস বলল, আমার হাত তুমি স্পর্শ করেছ, ফিরিয়ে দাও আমার
হাত। ভেনাস বলল, কেন তুমি আমার হৃদয় নিয়েছ ? ফিরিয়ে দাও
আমার হৃদয়, তোমার হৃদয়ের কাঠিন্য আর নিষ্ঠুরতায়
কঠিন হয়ে উঠবে আমার হৃদয়ের সমস্ত পেলবতা।
এ্যাডনিস বলল, আজকের দিনের সব আনন্দ আমার নিঃশেষিত,
তোমার দোষেই আজ আমি বন্দী হয়ে আছি এখানে,
আমার ঘোড়া গেছে পালিয়ে। দূর হয়ে যাও এখান থেকে।
আমায় একা থাকতে দাও, সেই ঘোটকীর মায়া হতে
আমার ঘোড়াকে মুক্ত করার কথাই শুধু এখন ভাবছি আমি।
ভেনাস তখন বলল, দেখ তৃপ্তির দ্বারা প্রেমের জলন্ত অঙ্গারকে।
শীতল না করলে অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে অঙ্গারে।
তার প্রণয়িনীর নগ্ন দেহ দেখে মোহমুগ্ধ হয়ে পালিয়েছে
তোমার ঘোড়াটি। তার চোখের মত অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও তৃপ্ত
করার জন্য সে মুক্ত করেছে নিজেকে। তুমি এখন
তোমার এই অশ্বের কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে পার।
'আমি প্রেম কাকে বলে তা জানিনা,' উত্তর করল এ্যাডনিস।
প্রেম যদি পশু হয় তাহলে আমি তাকে শিকার করতে পারি।
আমি জানি জীবন হচ্ছে মৃত্যুপরিবৃত এক ক্ষুদ্র প্রাণরঙ্গভূমি
যার যত কিছু হাসিকান্না মিলিয়ে যায় মুহূর্তমধ্যে।
প্রেমই বলো আর জীবনই বলো অকালে ঝরে যায় হতভাগ্য ফুলের
মত। সুতরাং আমার হাত ছেড়ে দাও, আমার অবরুদ্ধ
অন্তর থেকে সব অবরোধ তুলে নাও। তোমার শত প্রেমার্ত

আবেদন নিবেদনেও মুক্ত হবে না সে অন্তরের দ্বার।
ব্যর্থ হবে তোমার সমস্ত শপথ আর তোষামোদের অশ্রু।
ভেনাস বলল, তোমার এই নিষ্ঠুর বাক্যের কঠোরতা
দ্বিগুণীকৃত করে তুলেছে আমার প্রতি তোমার অন্যায় অবিচারকে।
তবু জেনে রেখো, যদি আমার শ্রবণজনিত বা স্পর্শনগত কোন
ইন্দ্রিয়শক্তি না থাকত তাহলেও আমি তোমায় ভালবাসতাম।
শুধু ঘ্রাণশক্তির দ্বারা উপভোগ করতাম তোমার প্রেমের সুগন্ধকে।
আবার মুখ খুলল এ্যাডনিস. আবার তাকাল ভেনাসের মুখপানে।
উন্মুক্ত হলো তার রক্তপ্রবালসদৃশ অধরোষ্ঠের নিষ্ঠুর দ্বার।
মুখ থেকে কোন কথা বার না হতেই আসন্ন ঝড়ের আভাসে
ভীতত্রস্ত নাবিক অথবা মেষপালের মত ভীত হয়ে উঠল ভেনাস।
যে দৃষ্টিশরে প্রেমের জন্ম হয়, যার দ্বারা লালিত হয়
সেই দৃষ্টিশরের নিষ্ঠুরতায় নিহত হলো ভেনাসের প্রেম।
মৃতবৎ সে শায়িত হয়ে রইল সেই সবুজ তৃণশয্যায়।
ভেনাসকে মৃত দেখে বিব্রত বোধ করল এ্যাডনিস।
সে তখন অনুতপ্ত চিত্তে তার নবজাগ্রত প্রেমের
বিচিত্র অভিব্যক্তির দ্বারা আদর করতে লাগল ভেনাসকে।
পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অন্তহীন প্রয়াসে ফেটে পড়ল সে।
তার গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে চুম্বন করতে লাগল বারবার।
প্রভাতসূর্যের কিরণমালায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেমন আকাশ আর পৃথিবী
তেমনি ভেনাস চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে
তার উন্মীলিত দুটি নীল চোখের উজ্জ্বলতায় অপসৃত
হয়ে গেল তার দুঃখের রাত্রি। ধীরে ধীরে বলতে লাগল ভেনাস,
'ওগো কোথায় আমি আছি, স্বর্গে না মর্ত্যে, সমুদ্রবক্ষে না
জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে? এখন প্রদোষ না প্রত্যূষ?
আমি মরতে চাই না কি বাঁচতে চাই?
আগে আমি বেঁচে থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ছিলাম
কিন্তু এখন আমি মরে গিয়েও সঞ্জীবিত হয়ে উঠলাম জীবনের আনন্দে।
তাহলে তুমি আমায় আবার মেরে এমনি করে বাঁচিয়ে তোল।
এ্যাডনিস বলল, যদি কোন ভালবাসা আমার কাছ থেকে

পেতে চাও তাহলে আমার বয়সের তারুণ্যের কথাটা ভেবে দেখো।
আমি নিজেকে নিজে চিনতে পারার আগে আমাকে চিনতে এসো না।
অপক্ক ফলের আস্বাদ কখনো মধুর হয় না।
এখন সূর্য অস্তগতপ্রায়, রাত্রি সমাগত, মেষপাল গৃহে প্রত্যাবৃত।
ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ভ্রূকুটি আমাদের বিদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে।
অতএব আর একটি চুম্বন নিয়ে বিদায় দাও।
এ্যাডনিসের গলাটা জড়িয়ে ধরল নীরবে ভেনাস।
এক হয়ে উঠল যেন দুটি দেহ, চুম্বনসুধা পান করে
ধন্য হয়ে উঠল ভেনাসের তৃষিত অধরোষ্ঠ দুটি।
সে চুম্বনের তীব্রতায় ভেনাস নিঃশেষে শোষণ করে
নিতে চাইল যেন এ্যাডনিসের অন্তরের সব মধুটুকু।
স্মৃতিগন্ধী লজ্জাভয়হীন সেই চুম্বনালিঙ্গনের মধুর পীড়নের কাছে
অবশেষে ক্লান্তপদ হরিণ অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত
আত্মসমর্পণ করল এ্যাডনিস। কুবাক্য বা ভ্রূকুটির আঘাতে
ভীরু কাপুরুষের মত কখনো দমিত হয় না প্রেম, তা যদি হত
তাহলে মিলনের এই নিবিড় আনন্দ লাভ করতে পারত না ভেনাস।
এ্যাডনিসের কাতর অনুনয়ে এবার তাকে বিদায় দিল ভেনাস।
কিন্তু এ্যাডনিস তার কাছ থেকে চলে গেলেও
ভেনাসের বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তার সত্তা।
ভেনাস প্রশ্ন করল, কাল আবার আমাদের মিলন হবে ত প্রিয়?
এ্যাডনিস উত্তর করল, হবে, তবে কাল আমার শিকারের দিন।
একথায় হতাশ হয়ে আবার তাকে আলিঙ্গন করল ভেনাস।
সহসা চিৎ হয়ে মাটির উপর পড়ে গেল ভেনাস
আর তার বুকের উপর শায়িত অবস্থায় পড়ে গেল এ্যাডনিস।
সহসা পূর্ণ দেহমিলনের আনন্দ পেতে চাইল ভেনাস,
কিন্তু সে ধরনের কোন কামনার উত্তাপ নেই এ্যাডনিসের অন্তরে।
হতাশ হলো ভেনাস, চিত্রিত দ্রাক্ষাসদৃশ তার নায়কের
দেহ হতে কোন রস লাভ করতে পারল না তার বিপন্ন প্রেমপাখি।
এ্যাডনিস বলল, আর আমায় পীড়ন করো না এভাবে;
আমায় যেতে দাও। ভেনাস তখন বলল, তোমাকে ত ছেড়েই

দিয়েছিলাম ; কিন্তু কেন তুমি শূকর শিকারের কথা বললে ?
কেন তুমি এ বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ ? কেন তোমার
এ সুন্দর হাত প্রবৃত্ত হবে এক কুৎসিত হত্যার কাজে ? তোমার কথা
শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মলিন হয়ে গিয়েছিলাম আমি,
তুমি কি তা লক্ষ্য করনি ? আমি তোমাকে ভালবাসি বলে
সব কিছুতেই তোমার বিপদের আশঙ্কায় আকীর্ণ হয়ে থাকি আমি।
একটি রক্তাক্ত বন্য শূকরের সঙ্গে তোমার লড়াইএর এক কাল্পনিক চিত্র
শঙ্কিত করে তুলেছে আমায়। শিকার যদি করতেই চাও
ত শিকার করো খরগোস, হরিণ অথবা শৃগাল,
যে শিকারে নেই কোন বিপদের ঝুঁকি।
যাও, এবার আমায় বিদায় দাও, বলল এ্যাডনিস।
যা ঘটে ঘটবে। রাত্রি এখন শেষ হয়ে এসেছে, প্রত্যুষে
প্রতীক্ষায় থাকবে আমার বন্ধুরা। তবে এখনো অন্ধকার রয়েছে।
আমি এখন পথ চলতে গিয়ে পড়ে যাব।
ভেনাস বলল, তুমি মাটিতে পড়ে গেলে জানবে
পৃথিবী তোমার প্রেমে পড়ে চুম্বন করতে চাইছে তোমায়।
এই অন্ধকার রাত্রি দেখে শুধু একথাই মনে হয়, সিন্থিয়া
যে তার রূপোলি আলো ইচ্ছে করে মুছে দিয়েছে
সে যেন এই কথাই আমাদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছে :
স্বচ্ছ উজ্জ্বল দিবালোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেমন
রাত্রির নিপট অন্ধকার তেমনি যে কোন সুন্দর সৃষ্টির
সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসুন্দর কুৎসিত বস্তু,
পবিত্র পরিপূর্ণতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপরিপূর্ণতার কলুষ।
যে কোন রোগ বা মহামারীর আঘাতে মুহূর্তে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে
তোমার এই অনুপম দেহসৌন্দর্যের ক্ষণভঙ্গুর মহিমা।
সূর্যালোকবিগলিত পর্বতশিখরসংলগ্ন তুষারের মত
তোমার অনিন্দ্য দেহসৌন্দর্যের আকস্মিক আত্মলোপ অপার বিস্ময়ে
অভিভূত করে দেবে তোমার গুণমুগ্ধ দর্শকদের।
সুতরাং তোমার নিষ্ফল সতীত্বের হিমশীতল দুর্গ দিয়ে
ঘেরা তোমার অপার সৌন্দর্যের অহঙ্কার ত্যাগ করে

সন্তানের মধ্যে অক্ষয় করে দেবার চেষ্টা করো
তোমার ক্ষয়িষ্ণু দেহসৌন্দর্যকে। মনে রেখো, সদ্ব্যবহার
আর প্রচলনের মাধ্যমেই সাধিত হয়ে থাকে যে কোন বস্তুর গুণগত
প্রসার। এ্যাডনিস বলল, আবার তুমি ফিরে যাচ্ছ তোমার সেই
পুরনো পদ্ধতির অবাঞ্ছিত বৃত্তে। তোমার ব্যবহার
তোমাকে আবার অবাঞ্ছিত করে তুলেছে আমার কাছে। জেনে রেখো
তোমার অসংখ্য কথার মোহিনী মায়া স্বচ্ছন্দে জয় করে
অচল অটল হয়ে থাকবে আমার অন্তর। কোন নারীদেহসান্নিধ্য নয়,
আমার অন্তর চায় নির্জন নিদ্রাসুখের সুগভীর আস্বাদ।
আমি প্রেমকে ঘৃণা করি না, কিন্তু প্রেমলাভের জন্য
তোমার এই ছলনাকে ঘৃণা করি। তোমারি কামনার
কলুষিত স্রোতে ভেসে গেছে তোমার সমস্ত যুক্তিবোধ।
হায়, মর্ত্যে কোথাও প্রকৃত প্রেম নেই, প্রকৃত প্রেম আছে শুধু স্বর্গে।
মর্ত্যে আছে শুধু কামনা ; প্রবলতর কামনার কীটপতঙ্গ
কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে প্রেমসৌন্দর্যরূপ কুসুমের সব পাপড়িগুলিকে।
প্রেমই হচ্ছে সত্য, কিন্তু কামনা হচ্ছে মিথ্যা।
সুতরাং লজ্জাভারাবনত চিত্তে চলে যাচ্ছি আমি এখান থেকে।
এই বলে কক্ষচ্যুত তারকার মত ভেনাসের দৃষ্টিপথ হতে
অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল এ্যাডনিস।
সেইখানে সেই অন্ধকার তৃণশয্যায় প্রিয়বিচ্ছেদাতুরা ভেনাস
নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল বারবার। তার কাতর
আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পার্শ্ববর্তী গুহাগাত্রগুলিতে।
হায় প্রেমের শক্তি কি রহস্যময়! নির্বোধকে জ্ঞান
দান করে যে প্রেম, সে প্রেম জ্ঞানীকে করে তোলে নির্বোধ।
শুধু কতকগুলি অশরীরী প্রতিধ্বনি ছাড়া তাকে সান্ত্বনা
দেবার জন্য কেউ রইল না ভেনাসের পাশে।
অবশেষে রাত্রি শেষ হলো, পাখিরা জেগে উঠল ;
সকালের রূপালি বুক হতে সগৌরবে উঠে এল সূর্য।
পর্বত ও বৃক্ষশীর্ষে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল তার স্বর্ণোজ্জ্বল আলো।
ভেনাস বরণ করে নিল সেই সূর্যকে। বলল,

হে আলোর দেবতা, সমস্ত গ্রহনক্ষত্র আলোর জন্য
তোমার কাছেই ঋণী, মানুষের সৌন্দর্যের যত কিছু আলো
তোমারই দ্বারা প্রতিভাত। একথা বলার পর
এ্যাডনিসের শিকারের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল ভেনাস।
ক্রমে এগিয়ে যেতে লাগল কণ্টকিত বনপথে।
সহসা কতকগুলো শিকারী কুকুরের ভীতিবিহ্বল চীৎকার
কানে এল। মনে হলো হয়ত তারা কোন বন্য শূকর অথবা
কোন সিংহের সন্ধান পেয়েছে। ভয়ে কাঁপতে লাগল ভেনাস।
কিন্তু চোখে কিছু দেখতে না পেয়ে এগিয়ে যেতে লাগল আবার।
ভাবল হয়ত ভুল শুনেছে সে। কিন্তু হঠাৎ
এক মৃত শূকরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।
আহত নিষ্প্রাণ শূকরটি পড়ে রয়েছে পথের ধারে
আর তার রক্তাক্ত মুখে ফেনা ভাঙ্গছে। আবার
নতুন করে এক ভয় পেয়ে বসল তাকে। তাহলে কোথায়
সেই শিকারী যার অস্ত্রে নিহত হয়েছে এই বন্য শূকর?
যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার ফিরে চলল ভেনাস।
সে পথ হাঁটিতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। পর পর
কয়েকটি আহত শিকারী কুকুরকে দেখে
জিজ্ঞাসা করল তাদের মালিকের কথা, কিন্তু তারা শুধু
এক আর্ত চীৎকার করে উত্তর দিল দুর্বোধ্য ভাষায়।
তখন শঙ্কিত চিত্তে আপন মনে ভাবতে লাগল ভেনাস,
হে পরস্বাপহরণকারী দুর্ধর্ষ মৃত্যু, কেন তুমি সুন্দরের
প্রাণবস্তুকে হরণ করে নাও, কেন তুমি বিচ্ছেদ আন
প্রেমের মধ্যে? যদি আমার প্রেমাস্পদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়—
না না তা কখনই হতে পারে না—তবে তার সৌন্দর্যে
ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে আঘাত করতে পার তুমি।
তোমার ত কোন দৃষ্টিশক্তি নেই। তাই যাকে তাকে
যখন তখন এলোমেলোভাবে আঘাত করে থাক তুমি।
বৃদ্ধের পরিবর্তে হরণ করো অনেক শিশুর প্রাণ।
আগাছা তুলতে গিয়ে নষ্ট করো ফুল।

প্রেমের স্বর্ণশরের পরিবর্তে মৃত্যুর কৃষ্ণকুলিশ তীর যেন
বিদ্ধ না করে তাকে। কিন্তু হে মৃত্যু,
তুমি কি মানুষের অশ্রু পান করো, তাদের শোকার্ত চীৎকারে
আনন্দ লাভ করো ? একথা ভাবতে ভাবতে
সহসা এক শিকারীর পদশব্দ শুনতে পেল সে।
আশা জাগল মনে। ক্রমে কানে এল এ্যাডনিসের কণ্ঠস্বর।
হে প্রেম, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস কত সহজভাবে
বিধৃত হয়ে আছে তোমার বুকে। বিধৃত হয়ে আছে
কত চরম সুখ দুঃখ আর আশা হতাশার ঘাতপ্রতিঘাত।
একটি চিন্তা মনে জাগতে না জাগতে বিপরীত চিন্তার আঘাতে
তা বিলীন হয়ে যায় মুহূর্তে। এ্যাডনিস তাহলে বেঁচে আছে।
মৃত্যুকে অহেতুক দোষ দিয়েছি আমি। হে মৃত্যু,
তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমার প্রিয়জনের মৃত্যুভয়ে
শঙ্কিত হয়ে অকারণে নিন্দা করেছিলাম তোমার।
সুতরাং দোষটা আমার না। দোষটা হচ্ছে সেই মৃত শূকরের।
ভেনাস আরো ভাবল, হায় আমি কত নির্বোধ, যে বেঁচে আছে
তাকে মৃত ভেবে শোক বিলাপ করেছিলাম আমি।
আবার সে আনন্দসূচক শিঙ্গারের শব্দ পেল।
সহসা নিঃশব্দে বনান্তরালে সরে গিয়ে শূকরশিকার
দেখতে লাগল ভেনাস। দেখল এক রক্তাক্ত শূকরের ভূপাতিত দেহ
তাকে সান্ত্বনা বা সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে
সহসা দেখল এ্যাডনিসের রক্তাক্ত মৃতদেহ।
তার কাছে তৃণলতা, ঘাস, ফুল কিছুই ছিল না।
অশ্রুসিক্ত চোখের বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টি দিয়ে
সে দেখতে লাগল এ্যাডনিসের প্রতিটি ক্ষতস্থানকে।
ভেনাস বলল, আমি আমার দুঃখকে প্রকাশ করতে
পারব না। হায় পৃথিবী, তোমার কী অপূরণীয় ক্ষতিই না হলো
এ মৃত্যুতে ! তবে এত সুন্দর বস্তু আর তোমায় হারাতে হবে না
বলে শোক করার মত তোমার আর কিছুই থাকবে না।
এ্যাডনিস এত সুন্দর ছিল যে তাকে দেখার জন্য

বাঘ, সিংহ, নেকড়েরা ভুলে যেত তাদের স্বাভাবিক হিংস্রতা।
পাখিরা আনন্দে গান গেয়ে উঠত তাকে দেখে, পাকা ফল
এনে দিত তাকে। তা যদি হয় তাহলে আমার মনে হয়
এই বন্য হিংস্র শূকরও এ্যাডনিসের রূপে মুগ্ধ হয়ে
তাকে চুম্বন করতে গিয়ে না জেনে হত্যা করে ফেলেছে।
এ্যাডনিস শূকরটাকে তার বর্শাদ্বারা বিদ্ধ করতেই
শূকরটা তাকে চুম্বন দ্বারা শান্ত করতে গিয়েছিল হয়ত।
আমিও এমনি তাকে চুম্বন করতে গিয়ে তার অনেকটুকু প্রাণশক্তি
হরণ করেছিলাম একদিন। এই কথা বলে সেখানে
পড়ে গেল ভেনাস, মুখে মেখে নিল এ্যাডনিসের তাজা রক্ত।
দেখল, তার চোখদুটো জ্যোতিহীন, তাপহীন শীতল তার হাত,
তার দেহের কোনখানে কোন সৌন্দর্যের ভগ্নাংশ অবশিষ্ট নেই।
ভেনাস বলল, হে এ্যাডনিস, যেহেতু অকালে তুমি চলে গেলে
আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, যে কোন প্রেমের পরিণাম হবে দুঃখময়।
প্রেমের আনন্দের থেকে তার বেদনার পরিমাণ হবে বেশী।
এক আপাতমধুর আবরণে আবৃত থেকে মানুষের দৃষ্টিকে
চিরদিন ছলনা করবে বিষগর্ভ প্রেম। প্রেম বলিষ্ঠকে করবে দুর্বল,
জ্ঞানীকে নির্বোধ, ধনীকে সর্বস্বান্ত, আবার বিপরীতক্রমে
দুর্বলকে করবে বলিষ্ঠ, নির্বোধকে জ্ঞানী আর নিঃস্বকে ঐশ্বর্যবান।
প্রেম বিশ্বস্তকে করবে অবিশ্বাস আর অবিশ্বস্তকে করবে বিশ্বাস,
একই সঙ্গে হবে দয়ালু আর নির্দয়। প্রেম কাপুরুষকে
করবে সাহসী আর সাহসীকে করে তুলবে কাপুরুষ।
বহু যুদ্ধ বিগ্রহ ও দুর্ঘটনার কারণ হবে এই প্রেম।

এইভাবে জগতে ও জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে
রূপালি কপোতের ডানায় ভর করে দূর আকাশে চলে যায় ভেনাস।
শূন্য আকাশমণ্ডলের বায়বীয় গভীরে
ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায় ভেনাসের লঘুচক্র রথ।
সুদূর সৌরলোকের সেই হিরণ্ময় আবরণের অন্তরাল হতে
আর কোনদিন নেমে আসেনি ভেনাস এই মর্ত্যের মাটিতে।
আর কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি।

সনেটগুচ্ছ

৪

হে সৌন্দর্য, কেন তুমি এত অকৃপণ
আপন রূপের বাহার করে চলে কেন এত ক্ষয়,
প্রকৃতি যা কিছু দেয় জমা হয় শুধু তার ঋণ
প্রকৃতি তাকেই দেয় মনে যার নাই কোন ভয়।
কৃপণ ধনীর মত ঢেকে রাখ সকল সঞ্চয়
কপট রিক্ততা দিয়ে, লাভহীন যেন মহাজন
কিছুই করো না দান, ভাব রোধ হবে সব অপচয়
তবু কেন এত স্বল্প, ক্ষীণায়ু তোমার জীবন।
আপন আত্মার সাথে করে চল হীন প্রতারণা
প্রকৃতি যখনি ডাকে শোধ করে দিতে তার ঋণ
মৃত্যুতে তলিয়ে যাও, চিহ্ন কিছু পড়ে ত থাকে না।
যে রূপ অনপচিত একসাথে তোমার কবরে সমাহিত
উত্তরাধিকারীর মাঝে বেঁচে থাক রূপ অপচিত।—

৫

এ সৌন্দর্যমূর্তি জেনো সেই সব মুহূর্তের গড়া
অনুপম এ মূর্তিমাঝে বিমোহিত প্রতিটি নয়ন,
অথচ কালের প্রভাবে একদিন সেই মুহূর্তেরা
অসুন্দর করে তোলে সেই রূপ নয়নলোভন।
কালের কুটিল গতি বসন্তের বুকে আনে শীতের বারতা
ভয়াবহ শৈত্যমাঝে বন্দী করে সে বসন্তবাহারে;
তুষারে জীবন রুদ্ধ গাছে গাছে ঝরে যায় পাতা
হিমেল পরশে ক্লান্ত, বন্ধ্যা প্রাণ কাঁদে ঘরে ঘরে।
তখন যদি বা এই বসন্তের মধুর নির্যাস
স্বচ্ছশুভ্র কাচপাত্রে ধরা থাকে তরল আকারে.
অমর সৌন্দর্যসত্তা সুন্দরের সঙ্গে হবে নাশ
সৌন্দর্যবিগ্রহ যদি চিরদিন নাই থাকে স্মৃতির মন্দিরে।
সুগন্ধি ফুলের দেহ হিমস্পর্শে যদি বা শুকায়
দেহাতীত সত্তা তার চিরকাল বেঁচে থেকে যায়।

জুলিয়াস সীজার

নাটকের চরিত্র

জুলিয়াস সীজার

অক্টেভিয়াস সীজার, মার্কাস এ্যাণ্টনিয়াস, মার্কাস এমিল লেপিডাস — জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর শাসনকর্তা ত্রয়

সিসারো, পাবলিয়াস, পপিলিয়াস লেনা — সিনেটারগণ

মার্কাস ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা, ট্রেবনিয়াস, লিগারিয়াস, ডেসিয়াস ব্রুটাস, মেটেলিয়াস সীম্বার, সিন্না — জুলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণ

ফ্লেবিয়াস ও মেরুলাস : জেলাশাসকদ্বয়

আর্তেমিদোরাস : জনৈক শিক্ষক

জনৈক জ্যোতিষ

সিন্না : কবি

অন্য একজন কবি

লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস, মেসালা, তরুণ ক্যাটো, ভলিউমনিয়াস — ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের বন্ধুগণ

ভ্যারো, ক্লিটাস, ক্লডিয়াস, স্ট্র্যাটো, লুসিয়াস — ব্রুটাসের ভৃত্যগণ

দার্দানিয়াস

পিণ্ডারাস : ক্যাসিয়াসের ভৃত্য

কালপুর্ণিয়া : সীজারের স্ত্রী

পোর্শিয়া : ব্রুটাসের স্ত্রী

সিনেটারগণ, রক্ষীগণ, নাগরিকগণ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : রোম, সার্দিস ও ফিলিপ্পির সন্নিকটস্থ স্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

ফ্লেবিয়াস, মেরুলাস ও কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

ফ্লেবিয়াস। চলে যাও এখান থেকে; বাড়ি যাও বলছি, যত সব অলস

অপদার্থ কোথাকার! বাড়ি চলে যাও, বলি এটা কি ছুটির দিন? কী, জান না? আর কারিগর হয়ে আপন আপন পেশাগত পোষাক না পরে কাজের দিনে বাইরে আসা উচিত হয়নি তোমাদের পক্ষে। বল, তোমার পেশা কি?

১ম নাগরিক। কেন স্যার, সূত্রধর।

মেরুলাস। কিন্তু তোমার চামড়ার কোট আর বাঁটালি কোথায়? আর এত ভাল পোষাকই বা পরেছ কেন? তুমি কি কর?

২য় নাগরিক। আমার কাজের কথা যদি বলেন স্যার তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যাকে বলে আমি হচ্ছি একজন মুচি।

মেরুলাস। কিন্তু তোমার পেশা কি, কিসের ব্যবসা করো তুমি? সোজাসুজি উত্তর দাও।

২য় নাগরিক। ব্যবসার কথা যদি বলেন স্যার, তাহলে আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে পারি আমি খারাপ চামড়া মেরামত করি।

মেরুলাস। পাজী বদমাস কোথাকার, কী ব্যবসার কথা বললে?

২য় নাগরিক। আমার অনুরোধ স্যার, আমার উপর রাগ করবেন না। অবশ্য যদি আপনি রেগে যান তাহলে আমি আপনাকে সেরে দিতে পারি।

মেরুলাস। কি বলতে চাইছ তুমি? এহেন স্পর্ধা তোমার যে তুমি কিনা বল তুমি আমায় সেরে দেবে!

২য় নাগরিক। কেন স্যার; আমি আপনার জুতো সেরে দেব।

ফ্লেবিয়াস। তুমি তাহলে একজন মুচি?

২য় নাগরিক। জুতো মেরামতের যন্ত্রই স্যার আমার একমাত্র জীবিকা। আমি কোন ব্যবসাদার বা মেয়েছেলের কথায় থাকি না মশাই। আমি শুধু আমার এই যন্ত্র নিয়েই থাকি। আমাকে পুরনো জুতোর চিকিৎসকও বলতে পারেন স্যার, তাদের কোন রোগ দেখা দিলে আমি তাদের সারিয়ে তুলি। যাঁরাই চামড়ার জুতো পায়ে দিয়েছেন, তাঁরাই কোন না কোনদিন আমার কাজের নমুনা দেখেছেন।

ফ্লেবিয়াস। কিন্তু আজ তোমার দোকান বন্ধ করে এই সব লোকগুলোকে রাস্তায় নিয়ে এসেছ কেন?

২য় নাগরিক। সত্যি কথা বলতে কি স্যার, ওদের নিয়ে এসেছি যাতে ওদের জুতো বেশী করে ক্ষয় হয়ে যায় আর আমি যাতে বেশী করে কাজ

পাই। তবে বিশেষ করে সীজারকে দেখার আর তাঁর বিজয়োৎসবে যোগদান করার জন্যই কাজ বন্ধ করে এসেছি।

মেরুলাস। বিজয়োৎসব কেন? কী এমন সে জয় করেছে শুনি? ক'জন রাজা রাজরাকে সে বন্দী করে তার রথে বেঁধে রোমে নিয়ে এসেছে? ইট কাঠ পাথর, বা কোন জড় পদার্থের থেকেও নিকৃষ্ট তোমরা। হায়, হে রোমের পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির নাগরিকবৃন্দ, তোমরা কি পম্পেকে জান না? কতবার তোমরা পথপার্শ্বস্থ কোন প্রাচীর প্রাকার বা চিমনীর মাথার উপর চড়ে ছেলে কোলে করে সারাদিন ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষায় থেকেছ মহান পম্পেকে একবার রোমের পথে দেখার জন্য। আর তাঁর রথ দূরে পরিদৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে তোমরা চীৎকার করে উঠতে যে তোমাদের সেই সব আনন্দধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠত যেন টাইবার নদীর জল। আর তোমরা উত্তম পোষাক পরে আপন আপন কাজ কারবার বন্ধ করে তারই পথে ফুল ছড়াতে এসেছ যে পম্পের রক্তপাত ঘটিয়ে বিজয়গৌরব লাভ করেছে? যাও, চলে যাও এখান থেকে! বাড়ি গিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করগে ঈশ্বরের কাছে যাতে তিনি তোমাদের অকৃতজ্ঞতাজনিত সব পাপ ক্ষমা করেন।

ফ্লেবিয়াস। যাও যাও হে স্বদেশবাসীগণ, তোমরা তোমাদের যত সব দরিদ্র জনসাধারণকে টাইবার নদীর ধারে সমবেত করো। তারপর সকলে মিলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জন করো যাতে তোমাদের চোখের জলে স্ফীত হয়ে টাইবার নদীর বুক তার কূল ছাপিয়ে উঠতে পারে। (নাগরিকদের প্রস্থান) দেখ তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন নীচ মনকে বিচলিত করা যায় কিনা। অপরাধচেতনাবশতঃ তারা নীরবে হতবাক অবস্থায় চলে গেল। তুমি যাও রাজধানীর পথে আর আমি যাব এই দিকে। সীজারের প্রতি সম্মানসূচক কিছু সাজসজ্জা দেখলেই তা নামিয়ে দেবে।

মেরুলাস। কিন্তু আজ তা কি করতে পারব? আজ জান ত লিউপার্কল উৎসবের দিন?

ফ্লেবিয়াস। তাতে কিছু আসে যায় না। সীজারের বিজয়গৌরবের কোন চিহ্ন কোথাও টাঙ্গানোই চলবে না। আমি তা করতে দেব না। তুমিও তাই করবে। রাজপথের যেখানেই এই সব বোকা বর্বর লোকগুলোকে ভীড় করে দাঁড়াতে দেখবে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে ওদের। সীজার বড় বেড়ে

উঠেছে, উচ্চাভিলাষের আকাশপথে ক্রমশই উড়ে চলেছে সে ; কিন্তু তার ক্রমোড্ডীয়মান আকাঙ্ক্ষার পাখনা থেকে এই ধরনের কিছু গৌরবের পালক যদি খসিয়ে ফেলা হয় তাহলে সে বাধ্য হবে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসতে। আর তা যদি না হয় তাহলে সে অনেক অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, আমাদের সকলকে এক ভয়াবহ দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। বারোয়ারিতলা।

বাদ্যধ্বনি। সীজারের প্রবেশ। মঞ্চের দিকে আগমনরত এ্যান্টনি। কালপুর্ণিয়া, পোর্শিয়া, ডেসিয়াস, সিসারো, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস ও ক্যাসকার প্রবেশ। পশ্চাতে এক বিশাল জনতা ; তার মধ্যে একজন জ্যোতিষ। সবশেষে মেরুলাস ও ফ্লেবিয়াস।

সীজার। কালপুর্ণিয়া।

ক্যাসকা। এই সব চুপ করো। মহামান্য সীজার কথা বলছেন।

(বাদ্যগীত স্তব্ধ)

সীজার। কালপুর্ণিয়া !

কালপুর্ণিয়া। এই যে আমি এখানে স্বামী।

সীজার। তুমি এ্যান্টনির পথে সোজাসুজি দাঁড়াও। এ্যান্টনিয়াস !

এ্যান্টনি। হুজুর।

সীজার। তুমি তোমার যাবার পথে কালপুর্ণিয়াকে স্পর্শ করতে ভুলো না। প্রাচীন লোকেরা বলেন এই ভাবে কোন বন্ধ্যা নারীকে স্পর্শ করলে তার বন্ধ্যাত্ব নাকি ঘুচে যায়।

এ্যান্টনি। মনে রাখব। সীজার যখন কোন কাজ করতে বলেন তখন ধরে নিতে হবে সে কাজ করা হয়ে গেছে।

সীজার। আবার শুরু করো। উৎসবের কোন অঙ্গ আজ যেন বাদ না যায়।

জ্যোতিষ। সীজার !

সীজার। কে, কে ডাকে আমায় ?

ক্যাসকা। সব গোলমাল থামাতে বল। আবার সব চুপ করো। (বাদ্যধ্বনি স্তব্ধ)

সীজার। জনতার ভেতর থেকে কে আমায় ডাকছে ? গান বাজনার সব সুরকে ছাড়িয়ে ওঠা তার কর্কশ কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি। নাও বল, সীজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে তোমার কথা শোনার জন্য।

জ্যোতিষ। 'আইডেস অফ মার্চের' প্রতি সাবধান হও।

সীজার। লোকটা কে?

ব্রুটাস। একজন জ্যোতিষ আপনাকে 'আইডেস অফ মার্চের' প্রতি সতর্ক হতে বলছে।

সীজার। তাকে নিয়ে এস আমার সামনে। তার মুখটা একবার দেখি।

ক্যাসকা। কই, ভিড় থেকে এখানে এস। সীজারের সামনে এস।

সীজার। তুমি এখনি আমাকে কি বললে? আবার একবার তা বল।

জ্যোতিষ। 'আইডেস অফ মার্চের' প্রতি সাবধান হও।

সীজার। লোকটা স্বপ্ন দেখছে; চল আমরা চলে যাই। (ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ক্যাসিয়াস। উৎসবের বাকিটা দেখবে না?

ব্রুটাস। না, আমি আর দেখব না।

ক্যাসিয়াস। আমার অনুরোধ, দেখবে চল।

ব্রুটাস। আমি আমোদপ্রবণ নই; এ্যান্টনির মধ্যে যে উচ্ছল ভাব আছে আমার মধ্যে তা নেই। আচ্ছা তুমি কি বলতে চাও ক্যাসিয়াস গোপন না করে বলে ফেল। আমি এখনি চলে যাব।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, আমি কিছুদিন ধরে তোমাকে লক্ষ্য করছি। কিন্তু তোমার চোখে মুখে ভালবাসার সেই স্নিগ্ধ ভাবটা আর দেখতে পাচ্ছি না যা আগে দেখতাম। সম্প্রতি তুমি তোমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের প্রতি আশ্চর্যভাবে কঠোর হয়ে উঠছ কেমন যেন।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, ভুল করো না ভাই। আমার চোখে মুখে যদি কোন দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ফুটে উঠে থাকে তা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন বিষয়ে আমি অবশ্য ক্ষুব্ধ হয়েছি মনে মনে এবং আমার আচরণের মধ্যেও হয়ত তার কিছু প্রকাশ ঘটতে পারে, কিন্তু সে ক্ষোভের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার প্রিয় বন্ধুরা যেন তাতে দুঃখিত না হয় এবং তুমি আমার বন্ধুদের একজন। তোমরা যেন আমার এই ভাবান্তরকে তোমাদের প্রতি আমার অবহেলা বলে অপব্যাখ্যা করো না। শুধু মনে রেখো তোমাদের বন্ধু হতভাগ্য ব্রুটাসের অন্তরাত্মা এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বলেই সে তার প্রিয়জনের প্রতি তার অন্তর্নিহিত প্রীতি ও ভালবাসার অভিপ্রকাশ ঘটাতে পারছে না।

ক্যাসিয়াস। তাহলে ব্রুটাস, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি যার জন্য আমি তোমাকে কতকগুলো বিশেষ মূল্যবান কথা বলতে পারিনি; অন্তরে চেপে রেখে দিয়েছি। আচ্ছা বলত ব্রুটাস, তুমি তোমার নিজের মুখটা দেখতে পাও ?

ব্রুটাস। না ক্যাসিয়াস, কারণ মানুষের চোখ সব দেখে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না ; শুধু অন্য বস্তুর মাধ্যমে তার প্রতিবিম্ব দেখতে পায়।

ক্যাসিয়াস। ঠিকই বলেছ। এটা খুবই দুঃখের কথা ব্রুটাস যে তোমার সে ধরণের এমন কোন আয়না নেই যা তোমার অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও গুণাবলীকে প্রতিভাত করে তুলবে তোমার চোখের সামনে, যাতে তুমি তোমার পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। আমি নিজে শুনেছি, একমাত্র তথাকথিত অমর সীজার ছাড়া রোমের অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ব্রুটাসের কথা প্রায়ই বলে। যুগযন্ত্রণার চাপে তাঁরা সকলেই আর্তনাদ করছেন। তাঁরা সকলেই চান মহান ব্রুটাস চোখ দিয়ে নিজের পানে একবার ভাল করে দেখুন।

ব্রুটাস। আমাকে কোন বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাও ক্যাসিয়াস, কেন তুমি আমার মধ্যে যেসব গুণ নেই সেই সব গুণের দিকে তাকাতে বলছ ?

ক্যাসিয়াস। তাহলে শোন ব্রুটাস। যেহেতু তুমি একমাত্র তোমার প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি ছাড়া নিজেকে দেখতে পাও না, আমিই এবার থেকে হব তোমার সেই আয়নার কাচ যার স্বচ্ছতায় তুমি আজো পর্যন্ত তোমার যে সব গুণের কথা জান না সেই সব গুণের কথা জানতে পারবে। আমার উপর রাগ করো না ব্রুটাস। যদি আমি এক নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত যাকে তাকে আমার ভালবাসার শপথ দিতাম, অথবা যদি জানতে যার তার কাছে ভালবাসার ভান করে দুদিন পরে তার নিন্দা করে বেড়াতাম, অথবা যদি জানতে আমি যাকে তাকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ি গিয়ে গিয়ে মনের কথা খুলে বলতাম তাহলে তুমি আমাকে বিপজ্জনক ভাবতে পারতে। (বাইরে বাদ্যধ্বনি ও চীৎকার)

ব্রুটাস। এ চীৎকারের অর্থ কি ? আমার ভয় হচ্ছে জনগণ সীজারকে রাজারূপে নির্বাচন করছে।

ক্যাসিয়াস। ও, তুমি কি সত্যিই তা ভয় করো ? তাহলে আমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে তুমি তা চাও না।

ব্রুটাস। আমি তা সত্যিই চাই না ক্যাসিয়াস। তবু আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু কেন তুমি আমাকে এখানে আটকে রেখে দিয়েছ? তুমি আমাকে আসলে কি বলতে চাও? তুমি যা বলবে তা যদি জনগণের মঙ্গলের কথা হয় আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একদিকে সম্মান আর এক দিকে মৃত্যুর প্রশ্ন তাহলে আমি দুটোকে সমান ভাবে অবহেলার চোখে দেখব। বরং মৃত্যুভয়ের থেকে সম্মানের প্রতি আমার ভালবাসাটাকেই বড় করে দেখব।

ক্যাসিয়াস। তোমার এ গুণ আছে আমি তা জানি ব্রুটাস। আর বাইরে তোমার লোক দেখানো ভালবাসার কথাটাও জানি। তাহলে শোন, সম্মানই হচ্ছে আমার আজকের কাহিনীর বিষয়বস্তু। তুমি বা আর পাঁচজন জীবন সম্বন্ধে কি চিন্তা করে আমি তা বলতে পারব না। তবে যদি আমার কথা বলো ত বলব আমি এখন যেভাবে ভয়ে ভয়ে বাস করছি সেভাবে বাঁচার থেকে না বাঁচাই ভাল। আমিও একদিন সীজারের মতই স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তুমিও তাই করেছিলে। আমরা দুজনেই একই ভাবে খেয়ে এসেছি, শীতের তীব্রতা আমরা দুজনেই সমানভাবে অনুভব করি। কোন এক দুর্যোগের দিনে ঝড়ের প্রহারে টাইবার নদীর জল যখন স্ফীত হয়ে কূল ছাপিয়ে উঠেছিল সীজার তখন আমায় বলেছিল, নদীর এই উত্তাল ঢেউএর মুখে আমার সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে সাঁতার কেটে যেতে পার ক্যাসিয়াস? তার কথার ..র সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে বললাম তাকে। সেও আমার পিছু পিছু অনুসরণ করতে লাগল আমাকে। ঢেউগুলো গর্জন করতে লাগল। আর আমরা সাহসের সঙ্গে আমাদের পেশীবহুল হাত দিয়ে সে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু প্রস্তাবিত লক্ষ্যে পৌছবার আগেই সীজার চীৎকার করে উঠল, আমাকে ধরো ক্যাসিয়াস, তা নাহলে আমি ডুবে যাব। আমাদের মহান পূর্বপুরুষ ঈনিস্ যেমন জলন্ত ট্রয় নগরী থেকে বৃদ্ধ এ্যাঙ্কিসেসকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমিও তেমনি টাইবার নদীর ঢেউ ভেঙ্গে সীজারকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। সেই মানুষই দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ক্যাসিয়াস রয়ে গেছে এক হতভাগ্য প্রাণী। সীজার যদি তাচ্ছিল্যভরে তার পানে তাকিয়ে একই ঘাড় নাড়ে তাহলে তাকে তার সারা দেহটা বেঁকিয়ে নত হয়ে সম্মান জানাতে হবে। একবার

স্পেনে থাকা কালে তার জ্বর হয়। তার উপর যখন তার মূর্ছারোগ দেখা যায় তখন আমি নিজের চোখে দেখি তিনি কেমনভাবে কাঁপতে থাকেন। সত্যি বলছি আজকের এই দেবতা সেদিন প্রবলভাবে কাঁপতে থাকেন। তাঁর ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আজ তাঁর যে চোখের সামান্য দৃষ্টি-ক্ষেপণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সারা জগৎ সেদিন সে চোখে কোন জ্যোতি ছিল না। আমি তাঁকে আর্তনাদ করতেও শুনি। আজ তাঁর যে জিব দিয়ে তিনি রোমানদের তাঁর হুকুম তামিলের আদেশ করেন, যে জিব দিয়ে বলা কথা বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত হয় সেদিন সেই জিব দিয়েই সামান্য রুগ্ন মেয়ের মতই বলেছিলেন, একটু জল দাও টিটিনিয়াস। হে স্বর্গের দেবতাগণ, এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই ধরনের দুর্বলমনা এক লোক এই বিরাট জগৎটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে একাই সব কর্তৃত্ব ভোগ করবে।

(বাদ্য ও হর্ষধ্বনি)

ব্রুটাস। আবার জনগণের হর্ষধ্বনি! আমার মনে হয় সীজারকে প্রদত্ত কোন নতুন সম্মানের জন্যই এ হর্ষধ্বনি।

ক্যাসিয়াস। কি বলছ ভাই, এই বিশাল জগৎটা ওর কাছে খুবই ছোট; ও সেই ছোট্ট জগৎটার উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এক বিরাটকায় দৈত্যের মত এগিয়ে চলেছে। আর আমরা অতি ক্ষুদ্র অসহায়ের দল তার সেই পায়ের তলা দিয়ে নিতান্ত অখ্যাত অবস্থায় নামহীন যশহীন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। মানুষ অনেক সময় ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বড় হতে পারে ব্রুটাস। সুতরাং দোষটা আমাদেরই, আমরা যে অনেক সময় বড় হতে পারি না জীবনে সে দোষ আমাদের গ্রহনক্ষত্রের নয়। ভেবে দেখ, ব্রুটাস আর সীজার, কী এমন পার্থক্য দুইএর মধ্যে? সীজারের মধ্যে কী এমন আছে? তোমার নামের থেকে তার নামের গুরুত্ব এত বেশী হবে কেন? লিখে দেখ, তোমার নামটাও সুন্দর। তা উচ্চারণ করে দেখ, তার শব্দটাও সমানভাবে ধ্বনিত হবে মুখে। ওজন করে দেখ দুটো নামই সমান ভারী। সীজারের মত ব্রুটাসের নামটাও সমান প্রেরণা দেবে মানুষের মনকে। কিন্তু ভগবানের নামে বলছি আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না সীজার কোন মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে যে সে এত বড় হয়ে উঠবে? হে অভিশপ্ত যুগ, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। হে রোম, কোন সুসন্তান জন্ম দেবার মত তোমার আর ক্ষমতা নেই। আদি যুগের সেই বিরাট মহাপ্লাবনের পর থেকে

কোন যুগে একজন মানুষ এত যশের অধিকারী হয়েছে ? রোমের লোকেরা কখন একথা বলেছে যে সারা রোমের মধ্যে মানুষের মত মানুষ একটিমাত্র আছে ? সেই রোমই আজও আছে, কিন্তু সেখানে একটিমাত্র মানুষই আছে। হায়, তুমি আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের বলতে শুনেছি অতীতে ব্রুটাস নামে এক বীর দেশপ্রেমিক ছিল যাঁর সম্মান রাজার কিছু কম ছিল না এবং যিনি তাঁর সম্মানরক্ষার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শয়তানকেও ঘায়েল করতে পরাঙ্মুখ হতেন না।

ব্রুটাস। তুমি যে আমাকে ভালবাস আমি তাতে কিছু মনে করছি না। তুমি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চাও সে বিষয়ে আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি। এ বিষয়ে আমার মতামত কি তা ভেবে আমি পরে জানাব। এখন তা পারব না। সুতরাং আমার অনুরোধ, আমার ভালবাসা নিয়ে এখনকার মত যাও। তুমি যা বলেছ আমি ভেবে দেখব আর যা কিছু বলবে আমি তা পরে ধৈর্যসহকারে শুনব। একটা সময় ঠিক করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হব। তার আগে পর্যন্ত শুধু এই কথাটাই মনে রাখবে : দেশের এই ঘোর দুর্দিনে ব্রুটাস সামান্য একজন অখ্যাত গ্রামবাসী হয়ে থাকবে তবু রোমের সাধারণ মানুষকে ছোট রেখে নিজে বড় হবার চেষ্টা করবে না।

ক্যাসিয়াস। আমার সামান্য কথার উত্তাপে ব্রুটাসের মনটা যে বেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এতে আমি খুশী।

সীজার ও অনুচরবর্গের পুনঃপ্রবেশ

ব্রুটাস। উৎসব শেষে সীজার ফিরে আসছেন।

ক্যাসিয়াস। ওরা যখন চলে যাবে তখন পিছন থেকে ক্যাসকাকে ধরো। আজকের উৎসবে দেখার মত কি কি হয়েছে তাও বল সব বলতে।

ব্রুটাস। তা অবশ্য আমি করব। কিন্তু দেখ ক্যাসিয়াস, কেমন ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে সীজারের ভ্রূযুগল আর তাঁর সহচরদের সকলেই বিমর্ষ। কালপুর্ণিয়ার গণ্ডদ্বয় ম্লান, সিনেটের সভায় সভ্যদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত সিজারের চোখেমুখে যে ক্রুদ্ধভাব ফুটে ওঠে এখনও ঠিক তাই হয়েছে।

ক্যাসিয়াস। ক্যাসকা আমাদের কি বলবে, আসল ব্যাপারটা কি ?

সীজার। এ্যান্টনিয়াস !

এ্যান্টনি। সীজার।

সীজার। কিছু স্থূলদেহ লোককে আমার অনুচর করে পাঠাও। রাত্রিতে যারা সুষুপ্তি সুখ উপভোগ করে সেই ধরনের কিছু পৃথুলদেহ সরলমনা মানুষ চাই। ঐ যে অদূরে ক্যাসিয়াস রয়েছে। ও বড় রোগা-রোগা আর ওর কোটরাগত চোখের দৃষ্টিটা বড় তীক্ষ্ণ। ও বড় চিন্তা করে; এই ধরনের লোক খুব বিপজ্জনক হয়।

এ্যান্টনি। ওকে ভয় করবেন না সীজার। ও মোটেই বিপজ্জনক নয়, ও একজন মহৎহৃদয় রোমান এবং ভাল লোক।

সীজার। ওর চেহারাটা মোটাসোটা হলে ভাল হত। অবশ্য ওকে আমি ভয় করি না। তবে জগতে যদি কাউকে ভয় করে থাকি এবং কাউকে যদি এড়িয়ে যেতে চাই ত সে হচ্ছে ক্যাসিয়াস। ও খুব পড়াশোনা করে। ওর পর্যবেক্ষণক্ষমতা অসাধারণ। মানুষের কাজের ভালমন্দ সম্বন্ধে ওর বিচারবুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। ও তোমার মত কোন খেলাধূলা ভালবাসে না। ও গান শোনে না; হাসে না। আর হাসলেও এমনভাবে হাসে যে মনে হবে ও নিজেকে নিজে উপহাস করছে এবং যারা সহজভাবে হাসে তাদের ঘৃণা করছে। এই ধরনের লোক যখন অন্য কোন লোককে তার চেয়ে বড় হতে দেখে তখন সে কখনই স্বস্তি অনুভব করতে পারে না। আমি তোমাকে শুধু বললাম তার মত মানুষকে ভয় করা উচিত। আমি তাকে ভয় করে চলি তা বলছি না। কারণ আমি সীজার। আমার ডান দিকে এস; কারণ বাঁ কানটা আমার কালা। এদিকে এসে বল তুমি তার সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

(সিনেট : সীজার ও তাঁর অনুচরবর্গের প্রস্থান)

ক্যাসকা। তুমি আমার জামা ধরে টেনেছ, কিছু বলবে?

ব্রুটাস। হ্যাঁ ক্যাসকা। আমাদের বল তুমি কী এমন আজ ঘটেছে যাতে সীজারকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?

ক্যাসকা। কেন তোমরা তাঁর সঙ্গে ছিলে না?

ব্রুটাস। তাহলে আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

ক্যাসকা। ব্যাপারটা আর কি, একটা রাজমুকুট তাঁকে দান করা হয়েছিল; কিন্তু উনি সেটা ওঁর হাতের উল্টো দিক দিয়ে সরিয়ে দেন। আর তখন উপস্থিত জনগণ হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

ব্রুটাস। দ্বিতীয়বারের চীৎকারটা কিসের?

ক্যাসকা। ওই জন্যেই।

ক্যাসিয়াস। ওরা তৃতীয়বার চীৎকার করেছিল, সেটা কিজন্য?

ক্যাসকা। ওই জন্যেই।

ব্রুটাস। ওঁকে তিনবার রাজমুকুট দান করা হয়েছিল?

ক্যাসকা। হ্যাঁ, তাই হয়েছিল, প্রতিবারই উনি আগের থেকে আরো বিনয়ের সঙ্গে সেটা প্রত্যাখ্যান করছিলেন আর জনগণ হর্ষধ্বনি করে উঠছিল।

ক্যাসিয়াস। কে তাঁকে রাজমুকুট দান করছিল?

ক্যাসকা। কেন, এ্যান্টনি।

ব্রুটাস। কিভাবে তা দিচ্ছিল আমাদের বল ক্যাসকা।

ক্যাসকা। ব্যাপারটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না; একথা বলার থেকে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল। আমি ভাল করে দেখিইনি। আমি দেখলাম এ্যান্টনি মুকুটটা তাঁকে দিচ্ছে আর উনি সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কিছুতেই সেটা নেবেন না। তখন এ্যান্টনি তাঁকে আবার দিল, আবার উনি তা ফিরিয়ে দিলেন। উনি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতেও যেন ঘৃণাবোধ করছিলেন। সবশেষে, তৃতীয়বার আবার দেওয়া হলো এবং তৃতীয়বারও তিনি ফিরিয়ে দিলেন। আর তিনি যখন প্রত্যাখ্যান করছিলেন তখন জনতা হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিয়ে মাথার টুপী উড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। আর তা করতে গিয়ে তারা এমন দুর্গন্ধ নিশ্বাস ছাড়ে যে সীজার তাতে শ্বাসরোধ হয়ে পড়েন এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে সাহস পাচ্ছিলাম না, কারণ মুখ খুললেই দূষিত হাওয়াটা ঢুকে পড়বে বলে।

ক্যাসিয়াস। কিন্তু থাম। কী, সীজার সত্যিই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল?

ক্যাসকা। হ্যাঁ বাজারে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছিল, মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না।

ব্রুটাস। এটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর মূর্ছার রোগ আছে।

ক্যাসিয়াস। না, সীজারের এ রোগ নেই; আছে তোমার আর আমার। আর আছে সৎ ক্যাসকার।

ক্যাসকা। আমি জানি না তোমরা কি বলতে চাইছ? তবে আমি নিশ্চিত যে সীজার পড়ে গিয়েছিলেন। যদি তিনি এইভাবে পড়ে না যান আর উপস্থিত জনতা মঞ্চের অভিনেতার মত তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন না

করে থাকে তাহলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

ব্রুটাস। ওঁর চেতনা ফিরে এলে উনি কি বললেন ?

ক্যাসকা। বলছি। মূর্ছিত হয়ে পড়ার আগে যখন তিনি দেখলেন তিনি রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করায় জনতা খুশী তখন তিনি আমাকে ডেকে তাঁর জামা খুলে তাঁর গলাটা কেটে ফেলার জন্য জনগণকে অনুরোধ করলেন। আমি যদি অন্য কোন পেশার লোক হতাম তাহলে যদি তাঁর কথামত কাজ না করতাম তাহলে মৃত্যুর পর নরকবাস হত আমার। আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি জনতাকে বললেন, যদি এর আগে অন্যায় কিছু বলে থাকেন বা করে থাকেন তাহলে সেটা তাঁর দুর্বলতা বা অসুস্থতাজনিত অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে জনগণ যেন ক্ষমা করে। তাতে তিন চার জন 'হায় মহান হৃদয়!' বলে চীৎকার করে ওঠে। এবং অন্তরের সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু ছেড়ে দাও তাদের কথা। সীজার যদি লোকের মা দের খুন করতে পারে তাহলে লোকেই বা তার গায়ে ছুরি মারবে না কেন ?

ব্রুটাস। এইজন্যই উনি বিষণ্ন মুখে চলে এসেছেন ?

ক্যাসকা। হ্যাঁ।

ক্যাসিয়াস। সিসারো কিছু বলেছিল ?

ক্যাসকা। হ্যাঁ। সে গ্রীকভাষায় কি বলেছিল।

ক্যাসিয়াস। তার মানে কি ?

ক্যাসকা। যারা তার কথা বুঝতে পেরেছিল তারা হাসাহাসি করছিল এবং পরস্পরের করমর্দন করছিল। কিন্তু আমি সেকথা বুঝতে পারিনি। আমি আর একটা খবর দিতে পারি। মেরুলাস আর ফ্লেবিয়াস সীজারের ছবি থেকে তার স্কার্ফ টেনে তুলে ফেলেছে। তারা কোন কথা বলেনি। বিদায়। আরো কত নির্বুদ্ধিতার কথা আছে কিন্তু আমার তা মনে নেই।

ক্যাসিয়াস। আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে যাবে ক্যাসকা ?

ক্যাসকা। না, আগেই এক জায়গায় কথা দিয়ে ফেলেছি আমি।

ক্যাসিয়াস। কাল আমার সঙ্গে যাবে ?

ক্যাসকা। যদি কাল বেঁচে থাকি, তোমার সে কথা মনে থাকে আর তোমার দেওয়া খাবার খাবারযোগ্য হয় তাহলে অবশ্যই যাব।

ক্যাসিয়াস। ঠিক আছে, আমি তোমার কথা মনে রাখব।

ক্যাসকা। তাই করো। বিদায় তোমাদের। (প্রস্থান)

ব্রুটাস। লোকটা এখন কী বোকা বনে গেছে, অথচ স্কুলে পড়ার সময় ওর বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণতা ছিল।

ক্যাসিয়াস। কোন বড় কাজ বা সাহসের কাজ করার ব্যাপারে ওর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ আছে। ওর কথাবার্তায় এই আপাতকর্কশ ভাবটা ওর বুদ্ধিটাকে বেশ হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে আর এইজন্যেই লোকে ওর কথা আগ্রহের সঙ্গে শোনে।

ব্রুটাস। এখন এই পর্যন্ত থাক। এবার আমি যাব। কাল তোমার সময় হলে আমি আবার কথা বলব তোমার সঙ্গে। হয় আমি তোমার বাড়ি যাব অথবা তুমি আমার বাড়ি আসবে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ক্যাসিয়াস। আমিই যাব তোমার বাড়ি। তার আগে ব্যাপারটা ভেবে দেখো। (ব্রুটাসের প্রস্থান) সত্যিই ব্রুটাস, তুমি মহান, তবু দেখছি তোমার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কঠিন হৃদয়ের ধাতুকেও গলাতে পারা যায়। এমন কোন কঠিনহৃদয় আছে যা মিষ্টি কথায় প্ররোচিত হয় না? স্থতরাং যারা মহান ব্যক্তি তাদের আরো কঠোরভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা উচিত। সীজার আমাকে দেখতে পারে না, কিন্তু ব্রুটাসকে ভালবাসে। আমি যদি ব্রুটাস হতাম আর ব্রুটাস যদি ক্যাসিয়াস হত তাহলে ও আমাকে আমার মতের পরিবর্তন করাতে বা মন টলাতে পারত না। আজ রাত্রেই আমি বিভিন্ন হাতে লেখা অনেক চিঠি ব্রুটাসের ঘরের জানালা দিয়ে ফেলে দেব ওর ঘরে। ও ভাববে ওগুলো রোমের বিভিন্ন নাগরিকদের হাতে লেখা। তাতে লেখা থাকবে রোমের নাগরিকরা ব্রুটাসকে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর তাতে অস্পষ্টভাবে থাকবে সীজারের উচ্চাভিলাষের কথা। এর পর দেখি সীজার কিকরে তার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে দৃঢ়ভাবে। আমরা সে আসন টলাবই, অথবা আরো দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হব। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

বজ্র এবং বিদ্যুৎ। বিভিন্ন দিক হতে মুক্ত তরবারি হাতে ক্যাসকা ও সীসারোর প্রবেশ

সিসারো। সান্ধ্য নমস্কার ক্যাসকা। সীজার কি বাড়ি ফিরে গেছেন? কেন তুমি হাঁপাচ্ছ এমনভাবে? তুমি এমনভাবে তাকাচ্ছ কেন?

ক্যাসকা। অশক্ত দুর্বল বস্তুর মত সারা পৃথিবীটা যখন টলছে, ভীষণভাবে কাঁপছে তুমি তা দেখে বিচলিত হয়ে পড়নি? সত্যি বলছি সিসারো, আমি

অনেক ঝড় দেখেছি, সে ঝড়ের তীব্র আঘাতে ওক গাছের শক্ত শিকড় উপড়ে গেছে, শুভ্রফেনিল ক্রোধের আতিশয্যে কত সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ভ্রূকুটিকে স্পর্শ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। কিন্তু আজকের রাত্রির মত ঝড়েতে আগুন ঝরে পড়তে কখনো দেখিনি এর আগে। হয় স্বর্গের মাঝে অন্তর্যুদ্ধ বেধেছে অথবা মর্ত্যের মানুষ তার অসংযত ঔদ্ধত্যের দ্বারা দেবতাদের-ক্রুদ্ধ করে তুলে ঐশ্বরিক ধ্বংসের এই মত্ততাকে ডেকে এনেছে।

সিসারো। তুমি আরো কিছু আশ্চর্যের দেখেছ ?

ক্যাসকা। একটা ক্রীতদাস—তুমি বোধ হয় তাকে দেখলে চিনবে—তার বাঁ হাতটা কুড়িটা মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তবু সে আগুনের কোন তাপ অনুভব করতে পারেনি, তবু তার হাতটা দগ্ধ হয়নি। তাছাড়া আমি এখনো সেই থেকে আমার তরবারি কোষবদ্ধ করিনি—রাজধানীর পথে আসার সময় আমি একটা সিংহকে দেখলাম, সিংহটা ক্রুদ্ধভাবে আমার পানে একবার তাকিয়ে আমাকে কিছু না করেই চলে গেল। পথে আরো দেখলাম প্রায় একশো মেয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বলাবলি করছে তারা রাস্তায় অনেক জ্বলন্ত মানুষকে ছোটাছুটি করতে দেখেছে, তার উপর গতকাল দুপুরবেলায় বাজারে পেঁচা ডেকেছে। এতগুলো কুলক্ষণ যখন একসঙ্গে দেখা গেছে তখন তা কখনই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করো না। আমার বিশ্বাস এই কুলক্ষণাক্রান্ত ঘটনাগুলো বিপদের অশুভ আভাস সূচিত করছে।

সিসারো। সত্যিই মনটা খুব খারাপ। তবে কি জান ? মানুষ সব ঘটনারই নিজের মন দিয়ে বিচার ও ব্যাখ্যা করে। সে ব্যাখ্যায় ঘটনার আসল রূপ ধরা পড়ে না। আগামী কাল সীজার কি রাজধানীতে আসছেন ?

ক্যাসকা। হ্যাঁ আসছেন, কারণ তিনি এ্যান্টনিয়াসকে দিয়ে তোমাকে এ খবরটা দিতে বলেছেন।

সিসারো। বিদায় ক্যাসকা। আকাশের এই দুর্যোগ যেন তোমার সুখ-নিদ্রাকে বিঘ্নিত না করে।

ক্যাসকা। বিদায়, সিসারো। (সিসারোর প্রস্থান)

ক্যাসিয়াসের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। কে ওখানে ?

ক্যাসকা। একজন রোমান।

ক্যাসিয়াস। তোমার কণ্ঠ শুনে তা মনে হচ্ছে ক্যাসকা।

ক্যাসকা। তোমার কান ঠিকই শুনেছে। এখন রাত কত ক্যাসিয়াস ?

ক্যাসিয়াস। সৎ লোকেদের পক্ষে রাতটা ভালই।

ক্যাসকা। এমন দুর্যোগের রাত্রি কে কবে দেখেছে ?

ক্যাসিয়াস। যারা জানে পৃথিবী কত পাপে ভরা তারাই দেখেছে। আমার কথাই ধর না, আমি কত দুর্যোগের রাত্রিতে বজ্রের সামনে এমনি বুক পেতে এগিয়ে গিয়েছি। বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হয়ে গেছে যখন অন্ধকার আকাশের বুক, আমিও তখন আমার বুকটা খুলে দিয়েছি।

ক্যাসকা। কিন্তু কেন তুমি এইসব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ ? স্বর্গের দেবতারা যখন এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার আঘাতে মর্ত্যবাসীদের সন্ত্রস্ত ও বিস্ময়বিমূঢ় করে তোলেন তখন তাতে ভয় পাওয়াই মানুষের কর্তব্য।

ক্যাসিয়াস। তুমি বড় নির্বোধ ক্যাসকা। একজন রোমানের মধ্যে যে তেজস্বিতা থাকা উচিত তা তোমার মধ্যে নেই অথবা থাকলেও তার ব্যবহার জান না তুমি। আকাশে বাতাসে এই সব দুর্যোগ দেখে তুমি ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছ। তোমার মুখ চোখ ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু এসবের প্রকৃত কারণ কি তা জানতে চাইছ না—জানতে চাইছ না কেন এই আগুন, প্রেত, পশুপাখি, কেন আবালবৃদ্ধবনিতারা কালগণনা শুরু করে দিয়েছে, জানতে চাইছ না কেন হঠাৎ সব বস্তু তাদের স্বাভাবিক গুণ হারিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তুমি হয়ত বলবে মর্ত্যমানুষকে ভীত করবার জন্য স্বর্গের দেবতারা এই সব বস্তুর মাঝে এক অতিপ্রাকৃত শক্তির সঞ্চার করেছেন। এখন আমার কথা শোন ক্যাসকা, আমি যদি একটি লোকের নাম করে বলি, আজকের এই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির বজ্র, বিদ্যুৎ গর্জনশীল সিংহ ও উন্মুক্ত কবরের থেকে সে লোকটি ভয়ঙ্কর। সে লোকটি কিন্তু তোমার আমার থেকে বেশী শক্তিশালী নয়, তথাপি সে এইসব দুর্যোগকালীন অশুভ ঘটনার মতই এক ধ্বংসাত্মক শক্তিতে স্ফীত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ক্যাসকা। তুমি সীজারের কথা বলতে চাইছ। তাই নয় কি ক্যাসিয়াস ?

ক্যাসিয়াস। যে হয় হোক। আজও রোমানরা দেহের দিক থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের মতই রয়ে গেছে, তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তারা অধিকারী। কিন্তু সে মন আর নেই। সেই পৌরুষদীপ্ত পিতার মন আজ আর রোমানদের মধ্যে নেই ; আজ রোমানরা যেন নারীসুলভ মায়ের মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

আজ আমরা যে দাসত্বের ভারে নিপীড়িত হচ্ছি তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা সবাই মেয়ে হয়ে গেছি।

ক্যাসকা। লোকে বলাবলি করছে, আগামীকাল সিনেটের সভ্যরা সীজারকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। তিনি রাজমুকুট ধারণ করবেন এবং একমাত্র ইটালী ছাড়া সারা রোম সাম্রাজ্যের স্থল জল সব কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হবেন তিনি।

ক্যাসিয়াস। আমি তাহলে এই ছুরি কোথায় বসাব জান? দাসত্বের বন্ধন থেকে ক্যাসিয়াস তখন নিজেকেই মুক্ত করবে। হে দেবতাগণ! দুর্বলকে শক্তি দাও আর অত্যাচারীদের পরাস্ত করো, নিধন করো। প্রস্তরনির্মিত কোন সুউচ্চ কারাগার, পিতলের প্রাচীর, আলোবাতাসহীন অন্ধকার কারাগার লোহার শক্ত শিকল মানুষের মনের তেজকে প্রতিহত করতে পারে না। মানুষ দীর্ঘদিন এই বাধাবিপত্তি সহ্য করতে করতে বিরক্ত হয়ে সে নিজের জীবনকে নিজেই নষ্ট করে ফেলে। এটা শুধু আমি একা নই, জগতের সবাই জানে। যে অত্যাচার আমি নিজে সহ্য করছি আমি তা থেকে নিজেকে সহজেই মুক্ত করতে পারি। (বজ্রধ্বনি)

ক্যাসকা। আমিও তা পারি। দাসত্বের বন্ধনে প্রতিটি লোকই এইভাবে তার দাসত্বের অবসান ঘটাতে পারে।

ক্যাসিয়াস। কিন্তু সীজারই বা অত্যাচারী হবে কেন? একটা সামান্য মানুষ মাত্র! আসলে সে একটা নেকড়ে বাঘ নয়, কিন্তু সে সব রোমানদের ভেড়া মনে করছে। রোমানরা যদি হরিণের মত ভীরু ভাব না দেখায় তাহলে সে সিংহের মত ভাব দেখাতে পারে না। বড় রকমের কোন আগুন জ্বালাতে হলে প্রথমে শুকনো খড় দিয়েই শুরু করতে হয়। সীজারের মত এক তুচ্ছ প্রাণীকে গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য সমস্ত রোমকে নিয়ত পশুর চামড়া গায়ে দেওয়া কোন নিষ্প্রাণ নিস্তেজ প্রাণীর মত হীনতায় ম্লান হয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু হে দুঃখ হে বিপদ, কোথায় তুমি আমায় নিয়ে চলেছ? কিন্তু আমি বোধ হয় এ দুঃখ প্রকাশ করছি এমন একজন লোকের কাছে যে স্বেচ্ছায় দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায়, তা যদি হয় তাহলে আমাকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আমি প্রস্তুত, আমি কোন বিপদকে ভয় করি না।

ক্যাসকা। জেনে রেখো ক্যাসকার সঙ্গে কথা বলছ। আমি এমন লোক

নই যে অবজ্ঞার হাসি হেসে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এই নাও বন্ধুর প্রতি প্রসারিত হাত ধরো। এই সব দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য সজ্ঘবদ্ধ আয়োজন গড়ে তেলার চেষ্টা করো। আমিও এ বিষয়ে অত্যুৎসাহী লোকদের মতই যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ক্যাসিয়াস। এ বিষয়ে একটা চুক্তিও হয়েছে। জেনে রেখো ক্যাসকা, আমি ইতিমধ্যেই কয়েকজন মহানহৃদয় রোমানকে এমন এক সম্মানজনক কাজের পরিকল্পনায় প্রণোদিত করেছি যার ফল হয়ত বিপজ্জনক হবে। এখন সময় হয়ে গেছে, এখন ওরা হয়ত পম্পে থিয়েটারের প্রাঙ্গনে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভয়ারহ রাত্রিতে কোথাও কোন সাড়াশব্দ বা পথে কোন জনপ্রাণীও নেই। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে আকাশের এই প্রচণ্ড রূপের।

ক্যাসকা। একটু সরে যাও। কে তাড়াতাড়ি এদিকে আসছে।

ক্যাসিয়াস। ও সিন্না। ওর চলার ধরণ দেখেই বুঝতে পারছি ও আমাদের দলের লোক।

সিন্নার প্রবেশ

সিন্না, কোথায় এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ?

সিন্না। তোমাকে খুঁজতে। এ কি মেটেলাস সিম্বার?

ক্যাসিয়াস। না, এ হচ্ছে ক্যাসকা, আমাদের অন্যতম সহকর্মী। আমার জন্য কি ওরা সবাই অপেক্ষা করছে?

সিন্না। আমি খুশী হলাম একথা শুনে। কী ভয়াবহই না আজকের রাত্রি! আমাদের মধ্যে দু তিন জন বড় অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি।

ক্যাসিয়াস। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে? বলত।

সিন্না। হ্যাঁ, তোমার জন্য—ও ক্যাসিয়াস, তুমি যদি মহান ব্রুটাসকে আমাদের দলে টানতে পারতে—

ক্যাসিয়াস। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। সিন্না, এই কাগজটা রাখ। এটা ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে রেখে দিও আর ব্রুটাসের ঘরের জানালা দিয়ে ফেলে দিও। ব্রুটাসের পূর্বপুরুষ জুলিয়াস ব্রুটাসের মূর্তির উপরেও এটা এঁটে দিও। এসব কাজ শেষ হয়ে গেলে পম্পের থিয়েটারের কাছে আমাদের সঙ্গে দেখা করো। ডেসিয়াস ব্রুটাস ও ট্রেবনিয়াস কি সেখানে আছে?

সিন্না। মেটেলাস সিম্বার ছাড়া আর সবাই আছে। সে তোমার বাড়িতে তোমার খোঁজ করতে গেছে। যাই আমি তাড়াতাড়ি এই কাগজগুলো তোমার নির্দেশমত যথাস্থানে পৌছে দিয়ে আসছি।

ক্যাসিয়াস। কাজটা হয়ে গেলেই পম্পে থিয়েটারে চলে যাবে অতি অবশ্য। (সিন্নার প্রস্থান) এস ক্যাসকা, সকাল হবার আগেই তুমি আর আমি ব্রুটাসের সঙ্গে দেখা করব। তার চার ভাগের তিন ভাগ আমাদের দলে এর মধ্যেই এসে গেছে, আর একবার তার সঙ্গে দেখা করলেই তার গোটা সত্তাটাকে আমরা আয়ত্ত করতে পারব।

ক্যাসকা। ব্রুটাস জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসে আছে। যে ব্যাপার আমাদের ক্ষেত্রে অপরাধ বলে গণ্য হবে ব্রুটাসের বেলায় সেগুলো গুণ বলে পরিগণিত হবে। কোন চতুর রসায়নবিদ্ যেমন কোন ওষধির প্রভাবে কোন নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করে তোলে তেমনি ব্রুটাসও তার আপাতমহান ও আপাতউদার চেহারার মাধ্যমে যে কোন দোষকে গুণে পরিণত করতে পারবে।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাসের যোগ্যতা কতখানি আর আমাদের এই কাজে তার প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ। চল আমরা যাই, এখন রাত্রি দুপুর গড়িয়ে গেছে। ভোর হওয়ার আগেই ওকে জাগাব এবং আমাদের কার্যসিদ্ধি করব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। ব্রুটাসের বাগানবাড়ি।

ব্রুটাসের প্রবেশ

ব্রুটাস। কই, কোথায় লুসিয়াস? আকাশের তারা দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সকাল হতে আর কত দেরি। ওঠ লুসিয়াস, আমিও যদি ওর মত এমনি গভীরভাবে ঘুমোতে পারতাম। এই লুসিয়াস, কখন উঠবি? উঠে পড় বলছি।

লুসিয়াসের প্রবেশ

লুসিয়াস। আমাকে ডাকছিলেন হুজুর?

ব্রুটাস। আমার পড়ার ঘরে একটা বাতি দাও। ঘরে আলো দিয়ে আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যাবে।

লুসিয়াস। দিচ্ছি হুজুর।

ব্রুটাস। তার মৃত্যু ছাড়া কোন উপায় নেই। অবশ্য সীজার আমার এমন কোন ক্ষতি করেনি যার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হতে পারি তার উপর। তবে দেশের ও দশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আমি যে কোন কাজ করতে পারি। সীজার রাজমুকুট ধারণ করবে—এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে রাজা হলে তার ফলটা কি দাঁড়াবে। উজ্জ্বল আলোভরা দিনেই সাপের ছানাগুলো গর্ত থেকে বার হয়; সুতরাং তখন সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। যদি তাকে রাজা করা হয় তাহলে কি হবে? তাহলে এমন এক ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেওয়া হবে যার দ্বারা সে ইচ্ছামত আমাদের ক্ষতি করতে পারবে। বড় হওয়ার বিপদ এই যে মানুষ বড় হলে ক্ষমতার অধিকারী হলে তার অনুতাপ বা অনুশোচনা বলে কোন জিনিস থাকে না। অবশ্য সীজারের ব্যাপারে এ কথা খাটে না। আমি কোন ঘটনা এখনো পর্যন্ত দেখিনি যখন সীজারের ক্ষমতাপ্রিয়তা তার যুক্তিবোধকে অবদমিত করে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় ক্ষমতাপ্রিয় লোকেরা প্রথম প্রথম বিনয়কে উচ্চাভিলাষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য সোপান হিসাবে ব্যবহার করে থাকে; কিন্তু একবার সে শিখরে আরোহণ করলেই সে সেই সব সোপান হতে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূর মেঘমালার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সুতরাং সীজারও তাই করতে পারে আর তাই তাকে এখন থেকেই বাধা দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু সে বর্তমানে এমন কোন কাজ করেনি যাতে তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের কোন কারণ থাকতে পারে সেইহেতু ব্যাপারটা এইভাবে দেখতে হবে: এখন তাকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য তার ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং এই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে উন্নীত হবে। সুতরাং তাকে এখন সাপের ডিমের মতই ভয়ঙ্কর মনে করতে হবে। সাপের ডিম সাপে পরিণত হলে তা বিষাক্ত হয়ে ওঠে অন্যান্য বিষধর সাপের মত, তাই ডিম অবস্থাতেই তাকে মেরে ফেলা উচিত। সীজারও ভয়ঙ্কর হবে ওঠার আগেই তাকে হত্যা করে ফেলা উচিত।

লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। আপনার পড়ার ঘরে আলো এনে দিয়েছি স্যার। জানালার কাছে চকমকি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সীল করা এই চিঠিটা পড়ে রয়েছে, আমি বেশ জানি শোবার সময় এটা ওখানে ছিল না। (চিঠিটা দিল)

ব্রুটাস। আবার তুমি শোওগে যাও, এখনও ভোর হয়নি। আচ্ছা কালই কি পনেরোই মার্চের উৎসব ?

লুসিয়াস। আমি জানি না স্যার।

ব্রুটাস। ক্যালেণ্ডার দেখে আমায় এর উত্তরটা জানিয়ে যাও।

লুসিয়াস। যাচ্ছি স্যার।

ব্রুটাস। আকাশ হতে উল্কাপাতের ফলে যে আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে সে আলোতেই চিঠিটা পড়ে ফেলতে পারি। (চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল) 'ব্রুটাস, তুমি ঘুমোচ্ছ, তুমি ওঠ, তুমি উঠে নিজের সামনে ভাল করে তাকিয়ে দেখ। রোম কি এইভাবে দুঃখভোগ করে যাবে ? তুমি এর প্রতিবাদ করো। অত্যাচারীদের উপরে আঘাত হানো, এবং সকল দুঃখের প্রতিকার করো। ব্রুটাস তুমি ঘুমোচ্ছ, ওঠ, জাগো।' এই সব প্ররোচনাপত্র এর আগেও আমার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং আমি তা কুড়িয়ে নিয়ে পড়েছি। রোম ইত্যাদি এর মানে এই যে : রোম কি একজন মানুষের ভীতিপ্রদ অত্যাচারে নিপীড়িত হবে ? আর কতদিন রোম এ কষ্ট ভোগ করবে ? রোমের শেষ রাজা আত্মম্ভরী টারকুইনাস সুপারবাসকে আমার পূর্বপুরুষেরা রোমের রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। 'প্রতিবাদ করো, আঘাত করো, সব দুঃখের ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করো—আমাকে কি প্রতিবাদ করতে ও অত্যাচারকে প্রতিহত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ? হে রোম, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে, যদি এর প্রতিকার সম্ভব হয় তাহলে সে প্রতিকার তুমি ব্রুটাসের হাতেই পাবে।

লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। স্যার, মার্চ মাসের পনের দিন গত হয়েছে। (ভিতরে দরজায় করাঘাত)

ব্রুটাস। ঠিক আছে, দরজার কাছে গিয়ে দেখত কে ডাকছে। (লুসিয়াসের প্রস্থান) সীজারের বিরুদ্ধে ক্যাসিয়াস আমাকে প্ররোচিত করার পর থেকে আমি একেবারে ঘুমোতে পারিনি। একটা ভয়াবহ কাজের

পরিকল্পনা ও প্রারম্ভ আর পরিসমাপ্তির মধ্যে অন্তবর্তীকালীন সময়টা একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। বিপ্লবের দ্বারা বিক্ষুব্ধ কোন রাজ্যের মত সেসময় মানুষের মনোরাজ্যেও চলে তার আত্মা আর মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব।

লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। স্যার, আপনার ভগ্নিপতি ক্যাসিয়াস আপনাকে ডাকছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ব্রুটাস। উনি কি একা এসেছেন?

লুসিয়াস। না স্যার, ওঁর সঙ্গে আরো লোক আছেন।

ব্রুটাস। তুমি কি তাদের চেনো?

লুসিয়াস। না স্যার, তাদের টুপীগুলো কান পর্যন্ত নামানো আর তাদের মুখগুলো এমনভাবে পোষাকে ঢাকা যে আমি তাদের কোনক্রমেই চিনতে পারছি না।

ব্রুটাস। তাদের আসতে বল। (লুসিয়াসের প্রস্থান) ওরা হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারী। হে ষড়যন্ত্র, রাত্রিকালে মানুষের যে পাপপ্রবৃত্তিগুলো স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে সেই রাত্রিকালে যদি তুমি তোমার বিপজ্জনক মুখ দেখাতে লজ্জা করো তাহলে দিনের বেলায় কোথায় তোমার সে ভয়ঙ্কর মুখ লুকাবার জায়গা পাবে? কাজ নেই তোমার কোন আশ্রয়ের সন্ধানে, তার চেয়ে সৌজন্যমূলক হাসির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখ। তা না করে যদি সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করো এবং স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াও তাহলে সাক্ষাৎ নরকের অন্ধকারও তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা, ডেসিয়াস, সিন্না, মেটেলাস, সিম্বার ও
ট্রেবনিয়াসের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। আমরা নিশ্চয় তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিলাম। সুপ্রভাত ব্রুটাস, তোমাকে আমরা কষ্ট দিচ্ছি না ত?

ব্রুটাস। আমি ত জেগেই ছিলাম, আমি সারারাত জেগে ছিলাম। তোমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কারা জানতে পারি কি?

ক্যাসিয়াস। হ্যাঁ, তুমি তাদের সকলকেই চেন। এখানে এমন একজনও নেই যে তোমায় শ্রদ্ধা করে না। এরা প্রত্যেকেই চায় রোমের মহান অধিবাসীরা

তোমার সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করে সে ধারণা সম্বন্ধে তুমি সচেতন হও। ও হচ্ছে ট্রেবনিয়াস।

ব্রুটাস। আমি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

ক্যাসিয়াস। এ হচ্ছে ডেসিয়াস ব্রুটাস।

ব্রুটাস। এঁকেও অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

ক্যাসিয়াস। এ হলো ক্যাসকা, এ হচ্ছে সিন্না। এ হলো মেটেলাস সিম্বার।

ব্রুটাস। তাঁদের সকলকেই আমি অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। কোন দুশ্চিন্তার বশবর্তী হয়ে এঁরা এত রাত্রিতে সুখনিদ্রা ত্যাগ করে এখানে এসেছেন?

ক্যাসিয়াস। একটা কথা বলব? (ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস চুপি চুপি কথা বলতে লাগল)

ডেসিয়াস। এটা হলো পূব দিক, এখনো সকাল হয়নি?

ক্যাসকা। না।

সিন্না। না স্যার, এই দিকটা পূব দিক। মেঘের উপর যে রং দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে দিনের আলো ফুটে উঠতে দেরী নেই।

ক্যাসকা। তোমরা দুজনেই ভুল করেছ এটা তোমাদের স্বীকার করতে হবে। আমি যে দিকে তরবারিটা ধরে রয়েছি সেই দিকেই সূর্য উঠবে। বছরটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে সূর্য দক্ষিণ দিকে উঠছে। এখন থেকে ছমাস পরে সূর্য উত্তর দিকে উঠবে। পূব দিকটা হলো এই রাজধানীর ঠিক মাথার উপরে।

ব্রুটাস। একে একে তোমাদের করমর্দন করতে দাও।

ক্যাসিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে এস আমরা আমাদের সঙ্কল্প সাধনের শপথ গ্রহণ করি।

ব্রুটাস। না, শপথ না, যদি প্রতিটি মানুষের মলিন মুখ, আমাদের দুঃখকষ্ট ও মুখের যন্ত্রণা আমাদের এ কাজে উপযুক্ত প্রেরণা যোগাতে না পারে, তাহলে যথাসময়ে চল আমরা বিদায় নিয়ে আবার শুতে চলে যাই। সুতরাং প্রবল অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হতে থাক, তাহলে একে একে প্রতিটি মানুষ পালাক্রমে সেই অত্যাচারের কবলে পড়ে প্রাণ হারাক। কিন্তু এই সব অত্যাচারের কথা যদি ভীরু কাপুরুষদেরও অনুপ্রাণিত করে তোলে, নারীদের কোমল প্রাণকেও কঠোর করে তোলে তাহলে হে দেশবাসীগণ, সীজারের অত্যাচার অবিচার থেকে নিজেদের মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যই আমাদের অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট, তাহলে রোমের অধিবাসীরা তাদের বন্ধনমুক্তির

জন্য গোপনে পরস্পরের সঙ্গে যে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তার থেকে অন্য কোন বন্ধনের প্রয়োজন হবে না। তাহলে মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতনের যে সততাপূর্ণ শপথ তারা করেছে সে শপথ ছাড়া অন্য কোন শপথের প্রয়োজন নেই। যাযক, কাপুরুষ, ধূর্ত, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিত্বহীন ও নিপীড়িত লোকেরা সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচার অপ্রতিবাদে সহ্য করুক। সংশয়চিত্ত লোকেরা অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শপথ করুক। কিন্তু আমরা যেন আমাদের উদ্দেশ্যের মহত্ব অথবা আমাদের আত্মার অদম্য শক্তিকে এই মনোভাবের দ্বারা এমনভাবে খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করে না তুলি যাতে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শপথের প্রয়োজন থাকতে পারে। মনে রাখতে হবে কোন রোমবাসী যদি তার শপথের সত্যের এক কণাও ভঙ্গ করে তাহলে তার দেহের শিরায় প্রবাহিত রক্তধারার প্রতিটি বিন্দুই কলঙ্কিত হবে।

ক্যাসিয়াস। সিজারের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? তার মনোভাবটা কি তা জেনে নেব? আমার মনে হয় সে বিশেষভাবে সমর্থন করবে আমাদের।

ক্যাসকা। তাকে বাদ দিলে চলবে না।

সিন্না। না, কোনক্রমেই না।

মেটেলাস। তাকে আমাদের দলে নাও। তার মত পক্ককেশী বৃদ্ধ আমাদের দলে থাকলে লোকে আমাদের ভালই বলবে, সকলে আমাদের কাজকে সমর্থন করবে। লোকে বলবে তারই কথামত আমরা একাজ করেছি। আমাদের যৌবনের সমস্ত চঞ্চলতা ও উদ্দামতা তার পরিণত বিচারবুদ্ধির গভীরতা ও গাম্ভীর্যের মধ্যে তলিয়ে যাবে, লোকের চোখে পড়বে না।

ব্রুটাস। তাহলে তার নাম করো না। তাকে বাদ দাও। কারণ সে কখনও অপরের মতে চলে না, অন্য কারো দ্বারা আরব্ধ কাজ সে করে না।

ক্যাসকা। না, মোটেই সে যোগ্য নয় এ ব্যাপারে।

ডেসিয়াস। একমাত্র সীজার ছাড়া অন্য কাউকে কি মারা হবে?

ক্যাসিয়াস। ডেসিয়াস ঠিক বলেছে। আমার মতে মার্ক এ্যাণ্টনিকে সীজারের মৃত্যুর পর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। সে একজন কুটিল চক্রান্তকারী। তোমরা জান তার সামর্থ্যেরও অভাব নেই, আর তার সে সামর্থ্যের পরিধি যদি প্রসারিত হয়, তাহলে তাতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সীজার আর এ্যাণ্টনি একসঙ্গে দুজনকেই শেষ করে দাও।

ব্রুটাস। তাহলে আমাদের কাজটা খুবই রক্তাক্ত মনে হবে কায়াস ক্যাসিয়াস। তাহলে মনে হবে আমরা যেন প্রথমে কারো মাথাটা রাগের মাথায় কেটে ফেলে পরে তার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তার হাত পাগুলোকেও কাটছি। এ্যাণ্টনি সীজারের একটা অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই না। মনে করবে আমরা সীজারকে উৎসর্গ করছি দেবতার কাছে, তাকে কশাইএর মত হত্যা করছি না বা তার দেহটা নিয়ে কাটাকাটি করছি না। মনে রাখবে আমরা সকলে সীজারের মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। মতবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে ত রক্তারক্তির কোন ব্যাপার নেই। সুতরাং যতটা সম্ভব আমরা সীজারের দেহটাকে বাদ দিয়ে তার মতবাদের উচ্ছেদসাধন করব। কিন্তু হায়, এজন্য সীজারের রক্তপাত করতেই হবে। বন্ধুগণ, কোন আক্রোশবশতঃ নয়, বীরের মত সাহসের সঙ্গে তাকে হত্যা করবে এমনভাবে যাতে আমরা তার মৃতদেহটাকে পূজার নৈবেদ্য হিসাবে দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে পারি, সে মৃতদেহ যেন কোন পশুর মৃতদেহরূপে শৃগাল কুকুরের খাদ্যে পরিণত না হয়। আমাদের একাজের মধ্যে যেন কোন হিংসার ভাব পরিব্যক্ত না হয় কোনভাবে, আমাদের একাজ দেখে যেন মনে হয় কোন বৃহত্তর প্রয়োজনের খাতিরে মহত্তর এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একাজ করেছি, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাজ বাধ্য হয়ে করার পর নিজেদের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছি। লোকে যদি আমাদের এ মনোভাবের কথা বুঝতে পারে তাহলে তারা আমাদের হত্যাকারী বলবে না, বলবে শোধনবাদী। আর মার্ক এ্যাণ্টনির জন্য ভেবো না। কারো মাথা কাটা হলে তার হাত যেমন নিস্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তেমনি সীজারের মৃত্যুর পর এ্যাণ্টনিও নিস্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠবে একেবারে।

ক্যাসিয়াস। তবু তাকে আমি ভয় করি। কারণ যে গভীর শ্রদ্ধা সে সীজারের প্রতি পোষণ করে—

ব্রুটাস। হায় ক্যাসিয়াস, তার কথা বলছি ভেবো না। যদি সে সীজারকে ভালবাসে তাহলে সে বড় জোর সীজারের জন্য দুঃখে কাতর হতে পারে, তার মত আমোদপ্রবণ উচ্ছল ব্যক্তির পক্ষে সেইটাই হবে যথেষ্ট।

ট্রেবনিয়াস। তাকে ভয়ের কিছু নেই। তাকে মারতে হবে না। কারণ সে সীজারের মৃত্যুর পরেও হাসিখুশি নিয়েই থাকবে। (ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি)

ব্রুটাস। ক'টা বাজে দেখ।

ক্যাসিয়াস। ঘড়িতে তিনটে বাজছে।

ট্রেবনিয়াস। এখন তাহলে আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

ক্যাসিয়াস। তবে সীজার আজ বাড়ি থেকে নাও বার হতে পারে। কারণ আজকাল সে খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কোন দুঃস্বপ্ন বা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আগে তার যে মনোভাব ছিল এখন আর তা নেই। আজকের রাত্রির যত সব কুলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা আর অভূতপূর্ব বিভীষিকা ও গণৎকারদের নিষেধাজ্ঞার ফলে সীজার আজ পরিষদে নাও আসতে পারে।

ডেসিয়াস। তাতে ভয়ের কিছু নেই। যদি সে তাই ভেবে না আসার সঙ্কল্প করে তাহলে আমি তার সে সঙ্কল্পের পরিবর্তন সাধন করতে পারি। কারণ সে তোষামোদ পছন্দ করে। কিন্তু আমি যখন বলি সে তোষামোদ ঘৃণা করে তখন সে তা স্বীকার করে আর আমার সেই কথাটাকেও তোষামোদ ভেবে প্রীত হয়। সুতরাং এ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তার মতের পরিবর্তন করে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসব পরিষদে।

ক্যাসিয়াস। কেন, আমরা সবাই মিলে তার বাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে আসব।

ব্রুটাস। ঠিক সকাল আটটার সময়। তাহলে এই সময়টাই ঠিক রইল।

সিন্না। হ্যাঁ, একথার যেন নড়চড় হয় না।

মেটেলাস। কায়াস লিগারিয়াসকে সীজার শক্ত কথা বলেছে, কারণ সে পম্পের প্রশংসা করছিল। আমার মনে হয় তোমরা ভুলে গেছ তার কথা।

ব্রুটাস। মেটেলাস, তুমি এখন তার কাছে যাও। সে আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তার উপকার করেছি। তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে বুঝিয়ে বলব।

ক্যাসিয়াস। সকাল হয়ে গেছে, আমরা এখন তাহলে আসি ব্রুটাস। বন্ধুগণ, এখন যাও, তবে মনে রেখো তোমাদের প্রতিশ্রুতির কথা। প্রকৃত রোমবাসী হিসেবে তোমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিও।

ব্রুটাস। ভদ্রসন্তানগণ! তোমাদের চোখেমুখে প্রফুল্লভাব ফুটিয়ে তোল। আমাদের চোখেমুখে যেন আমাদের অভিসন্ধির কোন আভাস ফুটে না ওঠে। রোমের অভিনেতাদের মত অক্লান্ত উদ্যম আর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চল। সুপ্রভাত জানাচ্ছি তোমাদের। (ব্রুটাস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান) লুসিয়াস, এখনো ঘুমোচ্ছ তুমি? ঠিক আছে। গভীর সুখনিদ্রার ঘন মধু পান করে যাও, তুমি ত আর কোন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করনি অথবা কোন দুঃস্বপ্ন দেখনি। সুতরাং তুমি গভীরভাবে ঘুমোও।

পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। ব্রুটাস, স্বামী আমার!

ব্রুটাস। কি বলতে চাও পোর্শিয়া? এত সকালে কেন উঠলে? এত সকালে উঠলে তোমার দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লাগবে।

পোর্শিয়া। এত সকালে ওঠা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ। তুমি আমাকে না বলেই গতরাতে চুপি চুপি আমার বিছানা থেকে উঠে এসেছ। গতরাতে নৈশভোজের সময় তুমি হঠাৎ উঠে বুকের উপর হাতদুটো আড়াআড়িভাবে রেখে পায়চারি করতে শুরু করো চিন্তান্বিত অবস্থায়। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসও ফেলছিলে। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি, তখন তুমি তীক্ষ্ণ নির্দয় দৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইলে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে তুমি তোমার মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে পাটা মাটিতে ঠুকলে। আমি আবার জেদ ধরলাম; তবু তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না; শুধু ক্রুদ্ধভাবে হাত নেড়ে তুমি তোমার কাছ থেকে চলে যেতে বললে আমায়। তোমার অধৈর্যের উত্তাপ আর না বাড়িয়ে আমি চলে গেলাম। ভাবলাম এটা তোমার মনের এক বিশেষ অবস্থা যা সব মানুষেরই মাঝে মাঝে হয়। তোমার মনের এই অবস্থার জন্য তুমি ভাল করে কথা বলতে খেতে বা ঘুমোতে পারছ না। এই অবস্থার দ্বারা তুমি এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছ এমনভাবে বদলে গেছ যে তোমাকে আমি চিনতেই পারছি না ব্রুটাস। প্রিয়তম ব্রুটাস, তোমার দুঃখের কারণ কি তা আমায় বল।

ব্রুটাস। আমার শরীরটা ভাল নেই; এছাড়া অন্য কারণ নেই।

পোর্শিয়া। ব্রুটাস জ্ঞানী, যদি তার শরীর অসুস্থ হয় তাহলে সে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।

ব্রুটাস। আমি তা করি। লক্ষ্মী পোর্শিয়া, শোওগে যাও।

পোর্শিয়া। ব্রুটাস যদি অসুস্থ হয় তাহলে কেন সে খালি গায়ে সকালের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাচ্ছে? ব্রুটাস যদি অসুস্থ হয় তবে কেন সে তপ্ত আরামশয্যা ত্যাগ করে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলছে? না প্রিয়তম, আমার মনে হয় তোমার মনে নিশ্চয় কোন দুশ্চিন্তা ঢুকেছে। স্ত্রী হিসাবে তা আমার জানার অধিকার আছে। নতজানু হয়ে অনুরোধ করছি, আমার একদা প্রশংসিত অতিক্রান্ত যৌবনসৌন্দর্যের খাতিরে নয়, প্রেমের যে অঙ্গীকারে আমরা একীভূত দুজনায় সেই অঙ্গীকারের খাতিরে

অন্তত: আমাকে সেকথা বল। আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার আত্মার অংশ, আমাকে খুলে বল সব কথা। বল, কেন তুমি এত চিন্তান্বিত, কেন তোমার অন্তর এত ভারাক্রান্ত আর কারাই বা গতরাতে এসেছিল তোমার কাছে। কারণ আমি জানি ছয় সাত জন লোক তাদের মুখ ঢেকে রাত্রিতে এসেছিল এবাড়িতে।

ব্রুটাস। নতজানু হয়ো না লক্ষ্মী পোর্শিয়া।

পোর্শিয়া। যদি তুমি আমার কথা শুনতে তাহলে নতজানু হবার কোন প্রয়োজন হত না ব্রুটাস। আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী, অথচ তোমার কোন গোপন কথা জানতে পারব না—সেটা কেমন কথা ব্রুটাস! আমি কি শুধু তোমার সঙ্গিনী? শয়নে ভোজনে আলাপনে তোমায় সঙ্গ দান করাই কি আমার কর্তব্য? শুধু তোমার প্রীতি উৎপাদনই কি আমার কাজ? তোমার মনের শুধু সেই অংশেই কি আমার অধিকার যে অংশ তোমার খুশির আলোকে আলোকিত? যদি তাই হয় তাহলে পোর্শিয়া ব্রুটাসের রক্ষিতা মাত্র, তার ধর্মপত্নী নয়।

ব্রুটাস। তুমি আমার বিশ্বস্ত পত্নী এবং উপযুক্ত সম্মানের পাত্রী ও আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তের মতই তুমি প্রিয় আমার কাছে।

পোর্শিয়া। তা যদি হয় তাহলে তোমার মনের গোপন কথা জানার আমার অধিকার আছে। স্বীকার করি আমি একজন নারী, কিন্তু আমি এমন এক নারী যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল ব্রুটাস, যে ক্যাটোর কন্যা। আমার স্বামী ও পিতার নাম শুনেও কি তুমি শুধু আমাকে সামান্য সাধারণ নারী ছাড়া আর কিছু ভাববে না? তুমি তোমার কথা বল, আমি কাউকে বলব না সেকথা। আমি আমার বিশ্বস্ততার পরিচয় আগেই দিয়েছি। আর এর জন্যে স্বেচ্ছায় আমি আমার উরুতে আঘাত সহ্য করেছিলাম। তা যদি আমি সহ্য করতে পারি তাহলে আমার স্বামীর গোপন কথা ঠিকই গোপনে ধারণ করে রাখতে পারব।

ব্রুটাস। হে স্বর্গের দেবতাগণ! আমি যেন আমার মহতী স্ত্রীর যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। (দরজায় করাঘাত) শোন শোন, কে দরজায় করাঘাত করছে। পোর্শিয়া, একটু ভিতরে যাও। ধীরে ধীরে জানতে পারবে আমার যত সব গোপন কথা। আমার কাজের সব পরিকল্পনার কথা, আমার

দুশ্চিন্তার সব কারণ বুঝিয়ে বলব। এখন তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও এখান থেকে। (পোর্শিয়ার প্রস্থান) লুসিয়াস, কে ডাকছে দেখ।

লুসিয়াস ও লিগারিয়াসের প্রস্থান

লুসিয়াস। একজন অসুস্থ মানুষ কথা বলবে আপনার সঙ্গে।

ব্রুটাস। কায়াস লিগারিয়াস, মেটেলাস যার কথা বলেছিল। তুমি সরে যাও লুসিয়াস। কেমন আছ কায়াস লিগারিয়াস?

লিগারিয়াস। ক্ষীণ অযোগ্য কণ্ঠে সুপ্রভাত জানাই তোমায়।

ব্রুটাস। এসময়ে তুমি রুমাল মাথায় দিয়েছ কেন বীর কায়াস? তুমি কি অসুস্থ?

লিগারিয়াস। আমি মোটেই দুর্বল নই। ব্রুটাস যদি আমায় কোন সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত করে তাহলে আমি বেশই তা করতে পারব।

ব্রুটাস। সে কাজ আমার হাতেই আছে লিগারিয়াস, তোমার তা শোনার মত ধৈর্য থাকে ত শুনতে পার।

লিগারিয়াস। রোমের সব দেবতাদের নামে শপথ করে আমি আমার সমস্ত অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলেছি। (রুমাল টেনে ফেলল) হে রোমের আত্মা! উচ্চবংশমর্যাদাসম্পন্ন রোমের হে বীর সন্তান, তুমি আমার বিমর্ষ আত্মাকে যাদুমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোল। তুমি আমায় আদেশ কর যে আমি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হব এবং আমি তাতে সফলও হব। বল কি কাজ আমায় করতে হবে?

ব্রুটাস। এমনই এক কাজ যা অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তোলে।

লিগারিয়াস। আবার কোন সুস্থ লোককে অসুস্থ করবে না কি?

ব্রুটাস। হ্যাঁ তাও করবে। সে কে, তা আমি খুলে বলব তোমায় একে একে। আমরা যার বাড়িতে যাচ্ছি এ লোক সেই।

লিগারিয়াস। চল যাত্রা শুরু করো। আমার নব অনুপ্রাণিত আত্মা নিয়ে আমি অনুসরণ করব তোমায়। আমায় কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে তা জানি না। ব্রুটাস পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এইটাই যথেষ্ট। (বজ্রধ্বনি)

ব্রুটাস। তাহলে চল আমার সঙ্গে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। সীজারের বাড়ি।

বজ্র ও বিদ্যুৎ। রাত্রির পোষাকপরা অবস্থায় জুলিয়াস সীজারের প্রবেশ

সীজার। বিক্ষুব্ধ স্বর্গ মর্ত্য একটুও শান্ত হচ্ছে না। ঘুমের মধ্যে কালপুর্ণিয়া

তিনবার চীৎকার করে উঠেছে, কে আছে বাঁচাও, ওরা সীজারকে খুন করছে। কই কে আছ ভিতরে ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি বলছেন হুজুর ?

সীজার। পুরোহিতদের কাছে গিয়ে দেবতাদের উৎসর্গ দিতে বল। আমার সাফল্য সম্বন্ধে তাদের মতামত আমায় জানিয়ে যাবে।

ভৃত্য। তাই করব হুজুর। (প্রস্থান)

কালপুর্ণিয়ার প্রবেশ

কাল। কেন তুমি উঠে এসেছ সীজার ? আজ তুমি বাড়ি থেকে বার হবে না।

সীজার। সীজার অবশ্যই তার বাড়ির বাইরে যাবে। যে সব ঘটনা আমায় ভীতি প্রদর্শন করেছে তারা শুধু আমার পৃষ্ঠদেশ দেখেছে। আমার মুখদর্শন করলে তারাই ভয়ে পালাবে।

কাল। আমি যদিও ওসব মানি না, তবু আমার আজ ভয় করছে। অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও ভয়ঙ্কর এক ঘটনা আছে। এক সিংহী রাস্তায় বাচ্চা প্রসব করেছে আর কবরের মুখ খুলে যাওয়ায় তার ভিতরে মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেছে। মেঘের উপরে ভয়ঙ্কর যোদ্ধারা যেন যুদ্ধ করেছে আর সেই সব যোদ্ধাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে আমাদের এই রাজধানীর উপরে। বাতাসে যুদ্ধের শব্দ শোনা গেছে। শোনা গেছে হ্রেষারব আর মুমূর্ষুর আর্তনাদ। রাজপথে প্রেতাত্মারা চীৎকার করে বেড়িয়েছে। ও সীজার, এসব ঘটনা সত্যিই অভূতপূর্ব আর আমার ভয় লাগছে।

সীজার। যা দেবতাদের অভিপ্রেত, যা বিধিনির্দিষ্ট তা কি পরিহার করা যেতে পারে ? তবু সীজার যাবেই, কারণ এই সব ঘটনার কোন বিশেষ দাম নেই সীজারের কাছে।

কাল। কোন ভিক্ষুকের মৃত্যু ঘটলে আকাশে কোন ধূমকেতু দেখা যায় না ; কিন্তু কোন রাজা রাজরার মৃত্যু হলে সমস্ত আকাশটা জলে ওঠে।

সীজার। যারা কাপুরুষ তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহুবার মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; কিন্তু যারা বীর তারা শুধুমাত্র একবারই পায় মৃত্যুর আস্বাদ। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, যে মৃত্যু অপরিহার্য, যে মৃত্যু মানবজীবনের এক অবশ্যম্ভাবী আবশ্যকীয় পরিসমাপ্তি সে মৃত্যুকে মানুষ আবার ভয় পায়।

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

জ্যোতিষীরা কি বলল ?

ভৃত্য। তাঁরা আপনাকে বাইরে বেরোতে অনুমতি দিলেন না। উৎসর্গীকৃত কোন এক পশুর নাড়ীভুঁড়ি বার করে তার মধ্যে কোন হৃৎপিণ্ড পাননি তাঁরা।

সীজার। কাপুরুষ দেবতারা লজ্জায় একাজ করেছে। সীজার যদি ভয়ের বশবর্তী হয়ে আজ বাড়িতে থেকে যায় তাহলে সে এক হৃদয়হীন পশুতে পরিণত হবে। না, সীজার তা কখনই করবে না। বিপদ নিজেই জানে যে সীজার তার থেকে বেশী বিপজ্জনক। বিপদ আর আমি যেন একই দিনে প্রসূত দুটি সিংহশিশু এবং দুইএর মধ্যে আমিই হচ্ছি অগ্রজ এবং বেশী ভয়ঙ্কর। সীজার অবশ্যই যাবে।

কাল। হায়, স্বামী। তোমার সমস্ত জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আজ যেও না। বাইরে বলো, তোমার না, আমার ভয়ের জন্য তুমি বাড়িতে রয়ে গেছ। আমরা মার্ক এ্যাণ্টনিকে সিনেটে পাঠাব। সে গিয়ে বলবে আজ আমরা অসুস্থ। আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমার কথা শোন।

সীজার। মার্ক এ্যাণ্টনি বলবে আমি অসুস্থ এবং তোমার অমতের জন্য আমি বাড়িতে রয়ে গেছি।

ডেসিয়াসের প্রবেশ

এই ডেসিয়াস ব্রুটাস আসছে। সেও সিনেটে গিয়ে তাই বলবে।

ডেসিয়াস। অভিবাদন গ্রহণ করুন সীজার এবং অন্য সকলে। সুপ্রভাত সুযোগ্য সীজার! আমি আপনাকে সিনেটে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

সীজার। ঠিক সময়েই এসেছ। সিনেটের সদস্যগণকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বলবে আজ আমি যাব না সিনেটে। যেতে পারি না এটা মিথ্যা কথা, যেতে সাহস করিনা সেটা আরো মিথ্যা। শুধু বলবে আমি যাব না। এইটুকুই শুধু বলবে ডেসিয়াস।

কাল। বলবে উনি অসুস্থ।

সীজার। সীজার কি মিথ্যা কথা বলে পাঠাবে? আমি এত দেশ জয় করে কত ভয় বিপদকে অতিক্রম করে শেষে কিনা কতকগুলো বৃদ্ধকে সত্য কথা বলতে ভয় পাব? ডেসিয়াস, তুমি তাদের বলবে সীজার আসবে না।

ডেসিয়াস। হে মহান সীজার, আমাকে কোন একটা কারণ বলুন, তা না হলে ওরা আমার কথা শুনে হাসাহাসি করবে।

সীজার। কারণ আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা আমি যাব না। সিনেটের সদস্যদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু তোমায় আমি ভালবাসি, সেইহেতু তোমার ব্যক্তিগত কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য আমি তোমায় এর আসল কারণ জানাব। কালপুর্ণিয়া আমায় আজ যেতে দিচ্ছেনা। সে গতরাতে স্বপ্ন দেখেছিল আমার প্রতিমূর্তির মুখ থেকে অজস্র ধারায় রক্ত বার হচ্ছে এবং অনেক রোমবাসী সেই রক্তে হাসতে হাসতে তাদের হাত ধুচ্ছে। এই অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে সে আসন্ন বিপদের এক সতর্কতামূলক আভাস হিসাবে মনে করছে এবং নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছে আমি যেন আজ ঘরে থাকি।

ডেসিয়াস। স্বপ্নটির ব্যাখ্যা ভুল হয়েছে। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাটি শুভ এবং সৌভাগ্য-সূচক। আপনার প্রতিমূর্তি হতে অজস্র ধারায় রক্ত বার হচ্ছে আর অনেক রোমবাসী তাতে হাত ধুচ্ছে—এর অর্থ এই যে আপনার দ্বারাই মহান রোম সাম্রাজ্য বিভিন্ন দেশের রক্ত শোষণ করে পুনরুজ্জীবিত ও গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে আর বহুলোক সেই গৌরব চিহ্ন ধারণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে কালপুর্ণিয়ার স্বপ্ন সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

সীজার। তুমি তাহলে এইভাবে ব্যাখ্যা করলে স্বপ্নটার।

ডেসিয়াস। আমি যা বলেছি আপনি তা শুনেছেন। আবার বলছি শুনুন আজ সিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আজ আপনাকে রাজমুকুট দান করবে আজ যদি না গিয়ে লোক পাঠিয়ে আপনি যাবেন না শুধু এই কথা বলে পাঠা তাহলে সিনেটের এ মতের পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া কেউ যদি বলে সিনেট ভেঙ্গে দাও এবং এ সিনেট আবার বসবে সেই দিন যেদিন সীজারের স্ত্রী রাত্রিতে ভাল স্বপ্ন দেখবে, তাহলে তা সত্যিই উপহাসের মত শোনাবে সীজার যদি আত্মগোপন করে থাকে বাড়িতে তাহলে লোকে কি চুপি চুপি বলাবলি করবে না যে সীজার ভীত? আমাকে ক্ষমা করুন সীজার, আপনা প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরেই আমি একথা বললাম। আমা ভালবাসার মধ্যে যে যুক্তিবোধ আছে, সেই যুক্তিবোধই আমায় একথা বলাচ্ছে।

সীজার। তোমার ভয় কত অমূলক কত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক কালপুর্ণিয়

আমি যে ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, এজন্য আমি লজ্জিত। আমাকে আমার পোষাক দাও, আমি যাব।

ক্রটাস, লিগারিয়াস, মেটেলাস, ক্যাসকা, ট্রেবলিয়াস, সিন্না ও পাবলিয়াসের প্রবেশ

ওই দেখ, পাবলিয়াস আমাকে নিতে এসেছে।

পাবলিয়াস। সুপ্রভাত সীজার!

সীজার। স্বাগত পাবলিয়াস, কী ক্রটাস, তুমিও সকালে উঠে এসেছ? সুপ্রভাত ক্যাসকা, কায়াস লিগারিয়াস। আজ সীজারের জন্যেই তোমাদের এত কষ্টকরে আসতে হলো। এখন ক'টা বাজে?

ক্রটাস। সীজার, এখন আটটা বাজে।

সীজার। তোমাদের কষ্ট আর আমার প্রতি তোমাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ।

এ্যাণ্টনির প্রবেশ

দেখ দেখ, যে এ্যাণ্টনি গভীর রাত পর্যন্ত ফুর্তি করে আনন্দ উৎসব করে সেই এ্যাণ্টনিও এসে গেছে। সুপ্রভাত এ্যাণ্টনি।

এ্যাণ্টনি। হে মহান সীজার, আপনাকেও সুপ্রভাত জানাই।

সীজার। আমার যাবার সব ব্যবস্থা করে দাও। আমার যেতে এতটা দেরী হয়ে গেল এজন্য আমিই দায়ী। এখন দেখছি সিন্নাও এসেছ। মেটেলাস এসেছ। একি ট্রেবলিয়াসও এসেছ। তোমাদের অনেক কিছু বলার আছে। এক ঘণ্টাতেও ফুরোবে না। তোমরা আজ আমার বাড়ি এসেছ একথা আমি চিরদিন স্মরণ করব। আমার কাছে এস তোমরা যাতে আমি ভালভাবে মনে রাখতে পারি তোমাদের।

ট্রেবলিয়াস। যাচ্ছি সীজার (স্বগত) আমি তোমার এত কাছে যাব যে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা ভাববে আমি তোমার থেকে দূরে থাকলেই ভাল হত।

সীজার। বন্ধুগণ ভিতরে গিয়ে আমার সঙ্গে কিছু মদ্যপান করবে চল। তারপর আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে রওনা হব।

ক্রটাস। (স্বগত) ও সীজার, উপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। একথা ভাবতেও ক্রটাসের অন্তর ভারী হয়ে উঠছে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। পরিষদের সন্নিকটস্থ রাজপথ।

পত্রপাঠরত অবস্থায় আর্তেমিদোরাসের প্রবেশ

আর্তেমিদোরাস। সীজার, ব্রুটাসের প্রতি সতর্ক হও; ক্যাসিয়াসের উপর নজর রাখো; ক্যাসকার কাছে যেও না; সিন্নার প্রতিও কড়া দৃষ্টি দাও; ট্রেবনিয়াসকে বিশ্বাস করো না; মেটেলাস সিম্বারকে লক্ষ্য করো; ডেসিয়াস ব্রুটাস তোমাকে ভালবাসে না; কায়াস লিগারিয়াসের প্রতি তুমি অন্যায় করেছ। এই সমস্ত লোকের সম্মিলিত মন এক হয়ে সীজারের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তুমি যদি অমর না হও, তাহলে সতর্ক হও। নিরাপত্তা ষড়যন্ত্রের কাছে অনেক সময় হার মানে। সর্বশক্তিমান দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

আর্তেমিদোরাস

সীজারের যাবার পথে এইখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তাঁর প্রিয়জনের মত এই পত্রটি তাকে দেব। আমার অন্তর এই ভেবে দুঃখ অনুভব করছে যে মানুষের গুণাবলী ঈর্ষাকে জয় করে বেঁচে থাকতে পারে না। যদি তুমি এ পত্র পাঠ করো তাহলে তোমার জীবন রক্ষা পাবে আর যদি তা না পড়ো তাহলে বুঝব তোমার ভাগ্যও চক্রান্তকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে তোমার বিরুদ্ধে।

চতুর্থ দৃশ্য। রোম। ব্রুটাসের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

পোর্শিয়া ও লুসিয়াসের প্রবেশ

পোর্শিয়া। আমি অনুরোধ করছি বাছা, তুমি সিনেট হাউসে ছুটে যাও। আমাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করো না, তুমি এখনি চলে যাও। তুমি কেন এখনো দাঁড়িয়ে আছ।

লুসিয়াস। আপনার সব কথা শোনার জন্য ম্যাডাম।

পোর্শিয়া। আমি শুধু চাই তুমি সেখানে যাবে আর চলে আসবে। তারপর আমি যা বলার বলব? (স্বগত) হে বিশ্বস্ততা, তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও, আমার মন আর মুখের মাঝখানে এক পর্বতপ্রমাণ বাধা উপস্থাপিত করো। আমার মনে পৌরুষোচিত দৃঢ়তা থাকলেও নারী হিসাবে শক্তি আমার সীমাবদ্ধ। নারীদের পক্ষে কোন পরামর্শ মেনে চলা কত কঠিন। তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ?

লুসিয়াস। ম্যাডাম, আমাকে কি আসলে করতে হবে? রাজধানীতে যাব আর ফিরে আসব? আর কিছু বলব না বা করব না?

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, তুমি শুধু এসে আমাকে বলবে তোমার মালিক ভাল আছে কি না। কারণ উনি অসুস্থ অবস্থায় গেছেন। আর লক্ষ্য করবে সীজার কি করছেন বা তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে কি বলছে। শোন শোন, কিসের গোলমাল হচ্ছে না?

লুসিয়াস। আমি ত শুনতে পাচ্ছি না ম্যাডাম।

পোর্শিয়া। ভাল করে শোন। একটা যেন হট্টগোলের শব্দ রাজধানী থেকে ভেসে আসছে বাতাসে।

লুসিয়াস। ম্যাডাম, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

জ্যোতিষের প্রবেশ

পোর্শিয়া। আসুন আসুন, কোন দিকে যাচ্ছেন?

জ্যোতিষ। আমি আমার বাড়ির পথে যাচ্ছি মা।

পোর্শিয়া। এখন ক'টা বাজে?

জ্যোতিষ। প্রায় ন'টা বাজে।

পোর্শিয়া। সীজার কি রাজধানীতে গেছেন?

জ্যোতিষ। এখনো যাননি। আমি ওঁর যাবার পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

পোর্শিয়া। আপনার কি আবেদন আছে তাঁর কাছে?

জ্যোতিষ। হ্যাঁ আছে। সীজার যদি নিজের মঙ্গল চান তাহলে আমার কথা শুনতে পারেন।

পোর্শিয়া। কেন, আপনি তাঁর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখেছেন?

জ্যোতিষ। এখনো দেখিনি তবে সম্ভাবনা আছে। সুপ্রভাত। এখানে পথটা সংকীর্ণ। সিনেটের সদস্য, বিচারক ও সাধারণ দর্শনপ্রার্থী প্রভৃতি যে সব লোকের দলবল সীজারের অনুগামী হবে, তারা এই অপ্রশস্ত পথে সীজারের মত বেঁটেখাটো রোগা মানুষটাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। আমি আর একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যখন আসবেন দেখা করব তাঁর সঙ্গে।

(প্রস্থান)

পোর্শিয়া। যাই ভিতরে যাই। (স্বগত) হায়, নারীচিত্ত কত দুর্বল! ও ব্রুটাস, ঈশ্বর তোমার অভিলাষ পূরণ করুন। ছেলেটা নিশ্চয় আমার কথামত কাজ করবে—ব্রুটাস এমন একটা আবেদন জানাবে যা সীজার মঞ্জুর করবে না। একথা ভাবতেই আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ছি ভয়ে। যাও ছুটে যাও,

লুসিয়াস, আমার স্বামীকে গিয়ে বল আমি বসে আছি। আমার কাছে এসে বল উনি তোমায় কি বললেন। (পৃথক পৃথক ভাবে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। পরিষদের সন্নিকটস্থ রাজপথ।

বাদ্যধ্বনি। সীজার, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা, ডেসিয়াস, মেটেলাস, ট্রেবনিয়াস, সিন্না, এ্যা·টনি, লেপিডাস, আর্তেমিদোরাস, পপিলিয়াস, পাবলিয়াস ও জ্যোতিষের প্রবেশ

সীজার। 'আইডেস অফ মার্চ' এসে গেছে।

জ্যোতিষ। হ্যাঁ, এসেছে, কিন্তু যায়নি।

আর্তে। অভিবাদন গ্রহণ করুন সীজার, আবেদনপত্রটা পড়ুন।

ডেসিয়াস। ট্রেবনিয়াসের ইচ্ছা তার একটা আবেদন আপনি আপনার সুবিধামত পড়ুন।

আর্তে। ও সীজার, আমারটা আগে পড়ুন, কারণ আমার আবেদনটার সঙ্গে সীজারের স্বার্থ সবচেয়ে বেশী জড়িত। হে মহান সীজার, আমার আবেদনটা পড়ুন।

সীজার। যেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার সেটা সবশেষে পড়ব।

আর্তে। বিলম্ব করবেন না সীজার। এই মুহূর্তে পড়ে ফেলুন।

সীজার। লোকটা পাগল নাকি ?

পাবলিয়াস। ও ভাই, তুমি চলে যাও।

সীজার। তোমরা তোমাদের আবেদন এই পথে জানাচ্ছ কেন, পরিষদে এস।

প্রথমে সীজার ও পরে অনুগামীদের রাজধানীতে প্রবেশ

পপিলিয়াস। আশা করি তোমাদের পরিকল্পনা আজ সার্থক হবে।

ক্যাসিয়াস। কিসের পরিকল্পনা পপিলিয়াস ?

পপিলিয়াস। বিদায়। (সীজারের দিকে অগ্রসর হলো)

ব্রুটাস। পপিলিয়াস কি বলল ?

ক্যাসিয়াস। সে বলল আমাদের পরিকল্পনা সফল হোক। আমার ভয় হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার কথা বোধ হয় ফাঁস হয়ে গেছে।

ব্রুটাস। ও সীজারের কাছে গিয়ে কি বলে বা করে তা লক্ষ্য রাখো।

ক্যাসিয়াস। ক্যাসকা, যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেল, আমার মনে হয় ওরা বাধা দিতে পারে। ব্রুটাস, কি করা যায় বলত। যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় তাহলে হয় ক্যাসিয়াস না হয় সীজার ফিরে যাবে এখান থেকে। আমি নিজেকে হত্যা করব।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, স্থির হও, পপিলিয়াস আমাদের অভিসন্ধির কথা বলেনি, কারণ দেখ ও হাসছে আর সীজারের মুখের কোন পরিবর্তন হয়নি।

ক্যাসিয়াস। ট্রেবনিয়াস ঠিক সময়মত কাজ করবে। দেখ ব্রুটাস, ও এ্যান্টনিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। (এ্যান্টনি ও ট্রেবনিয়াসের প্রস্থান)

ডেসিয়াস। মেটেলাস সিম্বার কোথায়? তাকে সীজারের কাছে গিয়ে তার আবেদন জানাতে বল।

ব্রুটাস। তাকে ডাকা হচ্ছে, তার কাছে গিয়ে সমর্থন করো তাকে।

সিন্না। ক্যাসকা, মনে রেখো, তুমিই একাজে প্রথম হাত দিয়েছিলে।

সীজার। আমরা সবাই তাহলে প্রস্তুত? এখন তাহলে সীজার আর সিনেটের সামনে কি কাজ আছে?

মেটেলাস। হে মহান সর্বশক্তিমান ও বিজ্ঞ সীজার, মেটেলাস সিম্বারের মত এক সামান্য মানুষ আপনার পদতলে তার প্রার্থনা জানাচ্ছে।

(নতজানু হলো)

সীজার। ওঠ ওঠ সিম্বার। এই সব আবেদন নিবেদন ও হীন সৌজন্য সাধারণ মানুষের রক্তকে তপ্ত ও উত্তেজিত করে তুলতে পারে এবং তাদের রচিত বিধান বা আইনকে শিশুসুলভ প্রলাপবাক্যে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তুমি তোমার মনেও ভেবো না যে সীজারের রক্তে এমন কোন দুর্বলতা আছে যাতে নির্বোধদের রক্তের মত সহজেই তার রক্ত গলে গিয়ে তার স্বধর্ম হতে বিচ্যুত হবে। তার মানে আমি বলতে চাই মিষ্ট কথা, হীন সৌজন্য এবং কুকুরের লেজনাড়ার মত তোষামোদে আমি কখনই গলে যাব না। আইনের বিধান অনুসারে নির্বাসিত হয়েছে তোমার ভাই। তুমি যদি তার জন্য নতজানু হয়ে প্রার্থনা করো অথবা তোষামোদের কথা বল তাহলে আমি তোমাকে আমার পথ হতে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেব। জেনে রেখো, সীজার কখনো অন্যায় করে না অথবা বিনা কারণে তুষ্ট হয় না।

মেটেলাস। আমি ছাড়া কি যোগ্যতর ব্যক্তি এখানে নেই যে সীজারের কাছে আমার নির্বাসিত ভাইএর জন্য আরো ভালভাবে আবেদন জানাতে পারে?

ক্রটাস। আমি তোষামোদ করছি না, আমি আপনার হস্ত চুম্বন করে বলছি, অবিলম্বে পাবলিয়াস সিম্বারকে মুক্তি দিন।

সীজার। কি বলছ ক্রটাস?

ক্যাসিয়াস। ক্ষমা করুন সীজার, ক্ষমা করুন! পাবলিয়াস সিম্বারের মুক্তির জন্য ক্যাসিয়াস আপনার পদতলে প্রণিপাত জানাচ্ছে।

সীজার। আমি যদি তুমি হতাম তাহলে এতে আমি বিচলিত হতাম। আমি যদি কারো কাছে প্রার্থনা জানাতাম তাহলে আমিও অপরের প্রার্থনায় বিগলিত হতাম। কিন্তু আমি ধ্রুবতারার মতই চিরস্থির ও অবিচল। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে ধ্রুবতারার এই অবিচলিত ভাব ও স্থৈর্যগুণের তুলনা হয় না। আকাশের সব নক্ষত্রের মধ্যেই আছে আগুনের উত্তাপ, তারা সকলেই কিরণ দান করে; কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একটি নক্ষত্রই কখনো স্থান পরিবর্তন করে না। পৃথিবীতে মানুষের জগতেও ঠিক তাই। রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ সহজেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আমি এমন একজনকে জানি যে অপরাজেয়। যে তার গতিপথে অপ্রতিহত এবং আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি। সিম্বারের নির্বাসনের ব্যাপারে আমার এই অবিচলিত চিত্ততার কিছু পরিচয় নিয়ে যাও। তার নির্বাসনের যে বিধান আমি দান করেছি তা যেন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।

সিন্না। ও সীজার!

সীজার। আমার কাছ থেকে সরে যাও, তোমরা কি অলিম্পাসকে তুলে নিয়ে যেতে চাও?

ডেসিয়াস। হে মহান সীজার!

সীজার। ক্রটাস নতজানু হচ্ছে না!

ক্যাসকা। তোমরা কে কে আমায় সমর্থন করবে বল। (তারা সবাই সীজারকে ছুরিকাঘাত করল। প্রথমে ক্যাসকা ও অবশেষে ক্রটাস)

সীজার। তুমিও ক্রটাস?—তাহলে সীজারের পতন ঘটল। (মৃত্যু)

সিন্না। স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! অত্যাচারের মূর্ত প্রতীকের মৃত্যু ঘটল। এখান থেকে ছুটে গিয়ে পথে পথে একথা ঘোষণা করে বেড়াও।

ক্যাসিয়াস। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে চীৎকার করে ঘোষণা করো, স্বাধীনতা আর সমানাধিকার ফিরে পেয়েছি আমরা।

ব্রুটাস। নাগরিকগণ ও সিনেটের সদস্যবৃন্দ! আপনারা ভীত হবেন না, ভয়ে পালিয়ে যাবেন না। স্থির হোন, উচ্চাভিলাষের ঋণ আমরা শোধ করেছি।

ক্যাসকা। বক্তৃতামঞ্চে চলে যাও ব্রুটাস।

ডেসিয়াস। ক্যাসিয়াসও চলে যাও।

ব্রুটাস। পাবলিয়াস কোথায়?

সিন্না। এই বিদ্রোহে হতবুদ্ধি হয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

মেটেলাস। এখন এক জায়গায় সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় সবাই থাকো। যদি কোন সীজারের বন্ধু হঠাৎ—

ব্রুটাস। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলো না। পাবলিয়াস, তুমি বিষণ্ণ হয়ো না। তোমার কোন ভয় নেই। তোমার বা কোন রোমবাসীকেই কেউ আঘাত করবে না। একথা সবাইকে বলে দাও।

ক্যাসিয়াস। এখান থেকে চলে যাও পাবলিয়াস। অনেক মানুষ এদিকে ছুটে আসছে। তোমাদের মত বৃদ্ধ লোকের কোন ক্ষতি হতে পারে।

ব্রুটাস। তাই করো পাবলিয়াস। একাজ আমরা যারা করেছি তারা ছাড়া কেউ যেন দায়িত্ব না নেয় এ কাজের।

ট্রেবনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

ক্যাসিয়াস। এ্যাণ্টনি কোথায়?

ট্রেবনিয়াস। বিস্ময়াভিভূত হয়ে তার বাড়ি চলে গেছে। সমস্ত নরনারী ও শিশু চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে শেষ ধ্বংসের দিন এসে গেছে।

ব্রুটাস। হে ভাগ্যদেবী, জানি না আমাদের ভাগ্যে কি আছে! আমি জানি আমাদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ক্যাসিয়াস। কেন মরব আমরা? আমরা যারা সেই অত্যাচারীর প্রায় কুড়ি বছর জীবন কমিয়ে দিয়েছি, তারা অনেক বছরের মৃত্যুর বিভীষিকাকেই দূর করে দিয়েছে।

ব্রুটাস। তা যদি হয় তাহলে সীজারের মৃত্যুই হবে তার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। আমরা তাহলে তার মৃত্যুর সময়কে আগিয়ে নিয়ে এসে তার বন্ধুর কাজ করেছি। হে রোমবাসীগণ, তোমরা নত হয়ে সীজারের রক্তে তোমাদের

হাত ধুয়ে নাও, রঞ্জিত করে নাও তোমাদের তরবারি। তারপর চল আমরা বাজারে চলে যাই। মাথার উপরে আমাদের তরবারি সঞ্চালিত করে বলিগে চল, আমরা শান্তি ও স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি।

ক্যাসিয়াস। নত হয়ে রক্তে হাত ধোও। যুগ যুগ ধরে কত দেশে কত অজানা ভাষায় এই মহান দৃশ্য অভিনীত হবে, এই ধরনের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হবে।

ব্রুটাস। তাহলে যে সীজার এখন মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই সীজারের বারবার মৃত্যু হবে রঙ্গমঞ্চে।

ক্যাসিয়াস। এ দৃশ্য যতবার অভিনীত হবে কোন রঙ্গমঞ্চে ততবার লোকে আমাদের কথা স্মরণ করবে, আমরা দেশে স্বাধীনতা এনেছি বলে লোকে আমাদের শ্রদ্ধা করবে।

ডেসিয়াস। আমরা কি সবাই চলে যাব ?

ক্যাসিয়াস। হ্যাঁ, প্রত্যেকেই চলে যাও। ব্রুটাস তোমাদের নেতৃত্ব করবে এবং তার সঙ্গে রোমের বিখ্যাত বীর সন্তানরা তাকে সাহায্য করতে যাবে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ব্রুটাস। চুপ করো, কে আসছে ? মনে হয় এ্যাণ্টনির কোন লোক।

ভৃত্য। হে ব্রুটাস, আমার মালিক এ্যাণ্টনি এইভাবে আপনার কাছে নতজানু হয়ে বলতে বলেছে, ব্রুটাস হচ্ছেন মহৎ, বিজ্ঞ, বীর এবং সৎ; সীজার ছিলেন শক্তিমান, সাহসী, রাজশক্তিসম্পন্ন ও জনপ্রিয়। তিনি বলেছেন তিনি ব্রুটাসকে ভালবাসেন ও সম্মান করেন। তিনি বলেছেন সীজারকে তিনি ভয় করতেন, সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। ব্রুটাস যদি প্রতিশ্রুতি দেন এ্যাণ্টনি নিরাপদে তাঁর কাছে আসতে পারেন এবং সীজারকে কেন হত্যা করা হয়েছে তার সঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন তাহলে এ্যাণ্টনি মৃত সীজারকে আর ভাল না বেসে এবার হতে জীবিত ব্রুটাসকেই ভালবাসবেন। তাহলে তিনি দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে সুখে দুঃখে মহান ব্রুটাসকেই অন্তরের অখণ্ড বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে যাবেন চিরদিন। আমার প্রভু এই কথাই বলে পাঠালেন।

ব্রুটাস। তোমার প্রভু একজন বিজ্ঞ এবং বীর রোমবাসী ! আমি কোনদিন তাঁকে ছোট ভাবিনি। তাঁকে বলবে তিনি এখানে যদি আসেন আমি

সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করব এবং আমি কথা দিচ্ছি তিনি অক্ষত অবস্থায় ফিরে যাবেন।

ভৃত্য। আমি তাঁকে এখনি নিয়ে আসব এখানে।

ব্রুটাস। আমি জানি আমরা তাকে বন্ধুরূপে পাব।

ক্যাসিয়াস। তাহলে ভালই হয়। তবে আমার মনে কিন্তু ভয় হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে কি না।

এ্যান্টনির পুনঃপ্রবেশ

ব্রুটাস। এ্যান্টনি এসে গেছে। স্বাগত মার্ক এ্যান্টনি।

এ্যান্টনি। ও মহান সীজার, এত নিম্নতম স্তরে তুমি শায়িত হয়ে আছ? তোমার সারা জীবনব্যাপী অজস্র বিজয়গৌরবের এই শোচনীয় পরিণতি? বিদায়। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি না আপনাদের অভিপ্রায় কি, কে এই রক্তপাত ঘটিয়েছে, কে দায়ী এর জন্য। সীজারের মৃত্যুর এই পরম ক্ষণে আমারও যদি মৃত্যু হয় তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব আমি। বিচক্ষণ মহান ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত হয়ে ধন্য হয়েছে আপনাদের তরবারি; যদি আপনারা আমায় সহ্য করতে না পারেন তাহলে আমার অনুরোধ, আপনারা আপনাদের ওই রক্তাক্ত হাত দিয়ে আমাকেও হত্যা করে আপনাদের অভিলাষ পূরণ করুন। এই পরম ক্ষণে সীজারের মৃতদেহের পাশে মৃত্যুকে বরণ করার মত এমন সুযোগ সহস্র বছর বাঁচলেও পাব না। তাছাড়া আপনাদের মত এ যুগের বীর সন্তানদের হাতে মরতে পারাটাও পরম ভাগ্যের কথা।

ব্রুটাস। ও এ্যান্টনি, আমরা তোমার মৃত্যু চাই না। যদিও আমাদের হাতগুলোকে রক্তাক্ত দেখছ তথাপি আমাদের অন্তর এখনো করুণায় ভরা। সে অন্তর দেখতে পাচ্ছ না। রোমের সাধারণ মানুষের প্রতি করুণাবশতঃই আমরা একাজ করেছি। সীজারের প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও রোমের প্রতি আমাদের করুণাই প্রবৃত্ত করেছে আমাদের একাজে। যদিও আমাদের তরবারি তোমার দিকে উৎক্ষিপ্ত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে তথাপি আমাদের অন্তর তোমার প্রতি ভ্রাতৃভাব ভালবাসা আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ।

ক্যাসিয়াস। দেশের নতুন প্রশাসকদের মধ্যে তুমিও হবে একজন; নতুন শাসনব্যবস্থার তুমিও হবে অন্যতম প্রবক্তা।

ব্রুটাস। শুধু একটু ধৈর্য ধরো। প্রথমে আমাদের রোমের অগণিত ভীত সন্ত্রস্ত জনগণকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করতে দাও। তারপর আমরা তোমাকে কি

কারণে সীজারকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও হত্যা করেছি তা পরিষ্কার করে বলব।

এ্যান্টনি। আমি তোমাদের বিচার বিবেচনায় কোনরূপ সন্দেহ করি না। তোমাদের প্রত্যেকের রক্তাক্ত হাত নিয়েই করমর্দন করব আমি। প্রথমে মার্কাস ব্রুটাস, তোমার করমর্দন করব; তারপর কায়াস ক্যাসিয়াস তোমার হাত দাও; তারপর ডেসিয়াস ব্রটাস, তারপর মেটেলাস, তারপর সিন্না; সবশেষে ট্রেবনিয়াস। শেষে হলেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কম না। হে ভদ্রমহোদয়গণ, কী আমি এখন বলব? এখন আমি এক পিচ্ছিল কম্পমান ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমি যা কিছু বলব তাতে আমাকে মনে হবে হয় আমি কাপুরুষ অথবা চাটুকার। হে সীজার, আমি যে তোমাকে ভালবাসতাম, একথা সত্যি। তা যদি হয় তাহলে তুমি দেখ তোমার প্রিয় এ্যান্টনি তোমার শত্রুদের রক্তাক্ত হাত স্পর্শ করে করমর্দন করছে তাদের সঙ্গে সন্ধি করছে, তাহলে তোমার সে দুঃখ কি মৃত্যুযন্ত্রণার থেকেও ভয়ঙ্কর হবে না? মৃত্যুর মাঝেও তুমি মহানরূপে প্রতীয়মান। তোমার দেহে যতগুলি ক্ষতচিহ্ন আছে ততগুলি চোখ যদি আমার থাকত তাহলে তোমার জন্য আমি অশ্রুবিসর্জন করতাম তাই দিয়ে। তোমার শত্রুদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়াই ভাল আমার পক্ষে। আমায় ক্ষমা করো জুলিয়াস, শিকারীর হাতে আবদ্ধ মৃগের মত এইখানে তোমার পতন ঘটেছিল। এখনো তোমার শিকারীরা তোমার রক্তে রঞ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হে পৃথিবী, তুমি যেন কোন এক কুটিল অরণ্য যেখানে এই মহান মৃগের আত্মা অসংখ্য নির্দয় শিকারীর তীরে বিদ্ধ হয়েছিল। হে সীজার, তুমি তাই অসহায়ভাবে শায়িত এই রক্তরঞ্জিত মৃত্যুশয্যায়।

ক্যাসিয়াস। মার্ক এ্যান্টনি—

এ্যান্টনি। ক্ষমা করো কায়াস ক্যাসিয়াস। সীজারের শত্রুরা এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে। কিন্তু তাঁর বন্ধুদের কাছে এটা শীতল শালিনতাজনিত এক কর্তব্যস্বরূপ।

ক্যাসিয়াস। আমরা তোমাকে সীজারের প্রশংসা করার জন্য দোষ দিচ্ছি না। আমরা শুধু জানতে চাই কী ধরনের সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে তুমি রাখতে চাও। তুমি কি আমাদের বন্ধুদের অন্যতমরূপে আমাদের সঙ্গে থাকবে না আমরা তোমাকে বাদ দিয়েই চলব।

এ্যা'টনি। সেইজন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করেছি। কিন্তু সীজারের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। বন্ধুগণ, আমি তোমাদের দলেই আছি। তোমাদের সকলকেই ভালবাসি আর সেই ভালবাসার খাতিরে আশা করি সীজারকে কেন বিপজ্জনক ভেবে হত্যা করেছ সে কারণ ব্যক্ত করবে আমার কাছে।

ব্রুটাস। এ হত্যার কারণ না থাকলে এ কাজ হত বর্বরোচিত। এবিষয়ে আমাদের যুক্তি এমনই জোরাল যে তুমি সীজারের নিজের পুত্র হলেও সন্তুষ্ট হতে।

এ্যা'টনি। আমি তাই চাই। আমি আরো চাই সীজারের মৃতদেহ বাজারে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থাপিত করা হোক। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বন্ধুরূপে কিছু বলতে চাই।

ব্রুটাস। তুমি তাই বলবে।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। (ব্রুটাসকে চুপি চুপি) তুমি জান না তুমি কি করছ। সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এ্যা'টনিকে বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়ো না। তুমি জান না এ্যা'টনির বক্তৃতা শুনে জনগণ বিচলিত হয়ে উঠতে পারে।

ব্রুটাস। (ক্যাসিয়াসকে চুপি চুপি) কিছু মনে করো না। আমি বক্তৃতা-মঞ্চে প্রথম বক্তৃতা দেব এবং সীজারের মৃত্যুর কারণ জানাব। এ্যা'টনি অসঙ্গত কিছু বললে আমি তার প্রতিবাদ করব। সে আমার মত নিয়েই বক্তৃতা দেবে। পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এতে আমাদের খারাপের থেকে ভালই হবে।

ক্যাসিয়াস। আমি জানি না কি হবে। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।

ব্রুটাস। মার্ক এ্যা'টনি, তুমি সীজারের মৃতদেহ নিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি তোমার বক্তৃতায় আমাদের উপর কোন দোষারোপ করবে না; তুমি সীজারের যত খুশি প্রশংসা করতে পার, শুধু বলবে তুমি আমাদের অনুমতি নিয়েই একথা বলছ। তা না হলে সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তোমার কোন হাতই থাকবে না। আমার বক্তৃতা হয়ে গেলে সেই একই মঞ্চে তুমি বক্তৃতা দেবে।

এ্যা'টনি। তাই হোক। আমি আর কিছু চাই না।

ব্রুটাস। তাহলে আমার পিছু পিছু এই মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। (এ্যান্টনি ছাড়া সকলের প্রস্থান)

এ্যান্টনি। হে সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আমায় তুমি ক্ষমা করো। তোমার মৃত মরদেহ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শায়িত রয়েছে এখানে আর আমি তোমার হত্যাকারী যে সব কসাইগুলো তোমার অমূল্য রক্তপাত করেছে, তাদের সঙ্গে দুর্বলের মত শান্তভাবে সদ্ব্যবহার করে চলেছি। তোমার দেহের যে ক্ষতস্থানগুলি তাদের রক্তলাল অধরোষ্ঠ প্রসারিত করে আমার সমর্থন লাভের জন্য নীরবে আবেদন জানাচ্ছে আমি তাদের সাক্ষ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করছি দেশের প্রতিটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে অভিশপ্ত, ইটালীর সর্বত্র শুরু হবে এক প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ, অবাধে চলবে ধ্বংসলীলা, বইবে রক্তস্রোত, এই সব ঘটনা সংখ্যায় এত বেশী বেড়ে যাবে যে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের হাত যুদ্ধের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলেও তাদের মায়েরা হাসিমুখে তা সহ্য করে যাবে। মৃত সীজারের আত্মা প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নরক হতে যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এটকে সঙ্গে নিয়ে উঠে এসে রাজকীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করে বলবে চলুক ধ্বংসলীলা। যুদ্ধের ক্ষিপ্ত সারমেয়কে রশ্মিমুক্ত করে দাও, মৃতদেহের ছড়াছড়ি ঘটুক, মুমূর্ষুর আর্তনাদে ভরে উঠুক আকাশ বাতাস, আর ষড়যন্ত্রকারী এই জঘন্য নারকীয় কাজের সমস্ত গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ুক লোকসমক্ষে।

অক্টেভিয়াসের ভৃত্যের প্রবেশ

তুমি অক্টেভিয়াস সীজারের কাছে কাজ করো না ?

ভৃত্য। হ্যাঁ, এ্যান্টনি।

এ্যান্টনি। সীজার তাঁকে চিঠি লিখে রোমে আসতে বলেছিলেন।

ভৃত্য। তিনি সে চিঠি পেয়েছিলেন এবং এখানেই আসছেন। আপনাকে মুখে সেকথা জানাবার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন।—ও সীজার! (সীজারের মৃতদেহ দেখে)

এ্যান্টনি। তোমার অন্তরটা বড় কোমল। এখান থেকে সরে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করো। তোমার চোখে বিন্দু বিন্দু জল দেখে আমার অন্তরও আবেগে বিগলিত হচ্ছে, আমার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। তোমার মালিক কি আসছে ?

ভৃত্য। আজ রাতে তিনি রোম থেকে চোদ্দ মাইলের মধ্যেই কোন এক স্থানে অবস্থান করবেন।

এ্যাণ্টনি। তুমি তাহলে এখনি ফিরে গিয়ে যা যা ঘটেছে তা বল। এখন শোকগ্রস্ত রোমের অবস্থা বড় বিপজ্জনক। অক্টেভিয়াসের পক্ষে এ রোমও এখন নিরাপদ নয়। এখনি এখান থেকে গিয়ে একথা বলো তাঁকে। তবে একটু অপেক্ষা করো। আমি বাজারের কাছে এই মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ফিরে যাবে না। সেখানে আমি আমার বক্তৃতার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখব ষড়যন্ত্রকারীদের রক্তক্ষয়ী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে জনগণ কিভাবে গ্রহণ করে। তুমি তা দেখে গিয়ে সেইমত অক্টেভিয়াসকে এখানকার অবস্থার কথা জানাবে। তোমার হাত দাও।

(সীজারের মৃতদেহসহ উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। সাধারণের বাজার।

কিছুসংখ্যক নাগরিকসহ ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের প্রবেশ

নাগরিকবৃন্দ। আমরা সন্তোষজনক উত্তর চাই। আমাদের সন্তুষ্ট হতে দাও।

ব্রুটাস। তাহলে আমার সঙ্গে চল এবং আমার কথা শোন বন্ধুগণ। ক্যাসিয়াস, জনতার আর এক অংশ নিয়ে তুমি আর এক জায়গায় চলে যাও। যারা যারা আমার ভাষণ শুনতে চায় তারা এখানে থেকে যাক। যারা ক্যাসিয়াসের কথা শুনতে চায় তারা তার সঙ্গে যাও। সীজারের মৃত্যুর কারণ সাধারণের কাছে ব্যক্ত করা হবে।

১ম নাগরিক। আমি ব্রুটাসের কথা শুনব।

২য় নাগরিক। আমি ক্যাসিয়াসের ভাষণ শুনব। পরে দুজনের যুক্তিগুলোর তুলনামূলক বিচার করব। (জনতার একাংশসহ ক্যাসিয়াসের প্রস্থান ও বক্তৃতামঞ্চে ব্রুটাসের আরোহণ)

৩য় নাগরিক। মহান ব্রুটাস মঞ্চে উঠেছেন। সবাই চুপ করো।

ব্রুটাস। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শোন। রোমের অধিবাসী ও প্রিয় দেশবাসীগণ! তোমরা আমার যুক্তির কথা শোন আর যাতে সেকথা শুনতে পাও তার জন্য চুপ করো। আমার প্রতি তোমাদের সম্মানের খাতিরে আমায় বিশ্বাস করো আর যাতে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পার তার জন্য আমার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করো। তোমাদের নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে আমার কথা বিচার করো আর তোমাদের বোধশক্তিকে

ভালভাবে জাগ্রত করো যাতে ভালভাবে বিচার করতে পার। এই জনসমাবেশের মধ্যে যদি কোন সীজারপ্রেমিক থাকে তাহলে আমি তার কাছে ঘোষণা করছি যে সীজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালবাসা তার থেকে কোন অংশে কম নয়। তখন যদি আমার সে বন্ধু জানতে চান কেন ব্রুটাস সীজারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছিল এই চরম বিদ্রোহে তাহলে এই হবে আমার উত্তর: আমি সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি তার মানে এই নয় যে সীজারকে আমি কম ভালবাসি, তার মানে এই যে সীজারের থেকে রোমকে আমি আরো বেশী ভালবাসি। সীজারকে ভালবেসে তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চাও সারাজীবন না তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে নিজেদের মুক্তিকে বরণ করে নিতে চাও? বল কোনটা চাও তোমরা? যেহেতু সীজার আমায় ভালবাসতেন আমি অশ্রু বিসর্জন করি তাঁর জন্য; যেহেতু তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান আমি আনন্দ প্রকাশ করি সেজন্য; তাঁর বীরত্বের জন্য সম্মান প্রদর্শন করি তাঁর প্রতি, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী আর প্রভুত্বপিয়াসী আমি হত্যা করি তাঁকে। তাঁর ভালবাসার জন্য আছে অশ্রু, তাঁর সুখসম্পদের জন্য আছে আনন্দ, তাঁর বীরত্বের জন্য সম্মান আর তাঁর উচ্চাভিলাষভিত্তিক প্রভুত্বস্পৃহার জন্য আছে মৃত্যু। এমন কে নীচ ব্যক্তি এখানে আছে যে চায় দাসত্বের বন্ধন? যদি থাকে ত বল, আমি তাহলে অন্যায় করেছি একমাত্র তারই কাছে। কে এমন অভদ্র ব্যক্তি আছে বল যে মনেপ্রাণে প্রকৃত রোমবাসী হতে চায় না? যদি থাকে বল, আমি তাহলে অন্যায় করেছি একমাত্র তারই কাছে। এমন কোন হীন ব্যক্তি এখানে আছে যে তার দেশকে ভালবাসে না? যদি থাকে বল, আমি অন্যায় করেছি তার কাছে। এই আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলাম।

সকলে। না, কেউ না ব্রুটাস।

ব্রুটাস। তাহলে আমি কারো কাছে কোন অন্যায় করিনি। আমি যা সীজারের প্রতি করেছি আপনারাও ব্রুটাসের প্রতি তা করতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ পরিষদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর প্রাপ্য গৌরব ও মর্যাদার কথা কিছুমাত্র কমিয়ে বলা হয়নি আর তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী কারণের কথাও বাড়িয়ে বলা হয়নি।

সীজারের মৃতদেহসহ মার্ক এ্যাণ্টনি ও অন্যান্যদের প্রবেশ

এই এল সীজারের মৃতদেহ। সঙ্গে এলেন শোকগ্রস্ত এ্যাণ্টনি। এ মৃত্যুতে

যদিও তাঁর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না তথাপি নবগঠিত প্রজাতন্ত্রে তাঁর আসন থাকবে। আর আপনাদের সকলেরই বা থাকবে না কেন? এই কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। রোমের মঙ্গলের জন্য আমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আবার যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে এই একই ছুরিকা দিয়ে নিজেকে হত্যা করব আমি।

সকলে। বেঁচে থাক ক্রটাস, দীর্ঘজীবী হও।

১ম নাগরিক। ওঁকে বিজয়মাল্য দান করে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস।

২য় নাগরিক। ওঁর পূর্বপুরুষদের মত ওঁর এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করো।

৩য় নাগরিক। ওঁকেও সীজারের শূন্য আসনে বসাও।

৪র্থ নাগরিক। সীজারের ভাল গুণগুলো বিকাশ লাভ করবে ক্রটাসের মধ্যে।

১ম নাগরিক। সম্মানসূচক ধ্বনি দিতে দিতে আমরা তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যাব।

ক্রটাস। আমার প্রিয় দেশবাসী—

২য় নাগরিক। চুপ করো, ক্রটাস কি বলছেন।

১ম নাগরিক। চুপ করো।

ক্রটাস। আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাকে একা যেতে দাও। আমার প্রতি তোমাদের সম্মানের খাতিরে তোমরা এখানে থেকে এ্যাণ্টনিকে সাহচর্য দান করো। সীজারের মৃতদেহের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করো। আমাদের অনুমতি নিয়ে এ্যাণ্টনি তাঁর ভাষণে সীজারের যে গুণগান করবেন তা তোমরা ধৈর্য ধরে শোন। তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমার সঙ্গে একজনও যাবে না। এ্যাণ্টনির বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজনও যাবে না এখান থেকে।

১ম নাগরিক। তোমরা সব এখানেই থাক। মার্ক এ্যাণ্টনি কি বলে শোন।

৩য় নাগরিক। উনি বক্তার আসনে চলে যান, আমরা ওঁর কথা শুনব। মহান এ্যাণ্টনি, আপনি চলে যান।

এ্যাণ্টনি। একমাত্র ক্রটাসের জন্যই আমি আপনাদের সমক্ষে আসার এ সৌভাগ্য লাভ করেছি। (মঞ্চে আরোহণ)

৪র্থ নাগরিক। ক্রটাস সম্বন্ধে উনি কি বললেন?

৩য় নাগরিক। উনি বললেন ক্রটাসের জন্যই উনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন।

৪র্থ নাগরিক। এখানে ব্রুটাসের বিরুদ্ধে কোন কথা না বললেই উনি ভাল করবেন।

১ম নাগরিক। এই সীজার ছিল অত্যাচারী।

৩য় নাগরিক। তাতে কোন ভুল নেই। তার থেকে মুক্ত হয়ে ধন্য হয়েছি আমরা।

২য় নাগরিক। চুপ করো সব। মার্ক এ্যাণ্টনি কি বলেন শোনা যাক।

এ্যাণ্টনি। হে ভদ্র রোমবাসীগণ—

সকলে। চুপ করো। তাঁর কথা শোন।

এ্যাণ্টনি। বন্ধুগণ, রোমের নাগরিকবৃন্দ ও স্বদেশবাসীগণ, আমার কথা শুনুন। আমি এখানে এসেছি সীজারকে সমাহিত করার মানসে, তাঁর গৌরবগান করতে আসিনি। মানুষ জীবনে যা কিছু অন্যায় করে, সে অন্যায় কর্মের স্মৃতি তার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে; কিন্তু সে যেসব ভাল করে যায় সে তার জীবদ্দশায় সে সব কাজের কথা তার দেহাস্থির সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা পড়ে যায় মাটির গর্ভে। সুতরাং সীজারের ক্ষেত্রেও তাই হোক। মহান ব্রুটাস আপনাদের কাছে বলেছেন সীজার ছিলেন উচ্চাভিলাষী, প্রভুত্বপিয়াসী। যদি তা সত্য হয় তাহলে সেটা সীজারের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ আর সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভালভাবেই করে গেছেন সীজার। সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে আমি ব্রুটাস আর তাঁর সহকর্মীদের অনুমতি নিয়ে কিছু বলতে এসেছি এবং তাঁরা সকলেই সম্মানিত ব্যক্তি। সীজার ছিলেন আমার বন্ধু, আমার পরম বিশ্বস্ত এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। কিন্তু ব্রুটাস বলেছেন তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং ব্রুটাস একজন অবশ্যই সম্মানযোগ্য ব্যক্তি। বিদেশ থেকে অনেক বন্দীকে রোমে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। সীজার এবং তাদের দেয় অর্থ সব সাধারণের সরকারী কোষাগারে সঞ্চিত আছে, সীজারের এ কাজ কি তাঁর উচ্চাভিলাষের পরিচায়ক? দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যখন কষ্ট পেয়েছে সীজার তখন অশ্রু বিসর্জন করেছেন তাদের জন্য। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের অন্তর সাধারণতঃ আরো কঠোর হয়। তথাপি ব্রুটাস বলেছেন, তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং ব্রুটাস অবশ্যই একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আপনারা সকলেই দেখেছেন লিউপারকল উৎসবের সময় আমি নিজের হাতে তাঁকে তিন তিনবার রাজমুকুট দান করেছিলাম আর তিনবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটা কি

উচ্চাকাঙ্ক্ষার চিহ্ন? তবু ক্রটাস বলেছেন তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী আর ক্রটাস অবশ্যই একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমি ক্রটাসের কথা খণ্ডন করার মানসে একথা বলছি না, আমি শুধু যা জানি তাই ব্যক্ত করছি। আপনারা সকলেই একদিন তাঁকে ভালবাসতেন আর সে ভালবাসার পিছনে নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু আজ আবার কি কারণে শোকপ্রকাশ করতে এসেছেন তাঁর জন্য? হে ন্যায়বিচারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি চলে গেছ বর্বর পশুদের হাতে। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধ। একটু থামুন, আমার অন্তর এখন শবাধারে শায়িত ঐ সীজারের মৃতদেহের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে, সে অন্তর আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারব না আমি।

১ম নাগরিক। আমার মনে হচ্ছে ওঁর কথার মধ্যে সত্যিই যুক্তি আছে।

২য় নাগরিক। কিন্তু ভালভাবে যদি বিচার করো তাহলে দেখবে সীজার অনেক অন্যায় কাজ করে গেছেন।

৩য় নাগরিক। তাই কি? আমার ত ভয় হচ্ছে তাঁর জায়গায় যে আসবে সে আরো বেশী অন্যায় করবে।

৪র্থ নাগরিক। ওঁর কথা শুনলে? সীজার রাজমুকুট নেননি; সুতরাং তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না।

১ম নাগরিক। তাই যদি হয় তাহলে কিছু লোককে এর ফল ভোগ করতেই হবে।

২য় নাগরিক। আহা বেচারী, কেঁদে কেঁদে ওঁর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

৩য় নাগরিক। সারা রোমের মধ্যে এ্যাণ্টনির মত মহান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নেই।

৪র্থ নাগরিক। দেখ দেখ, উনি আবার বক্তৃতা শুরু করছেন।

এ্যাণ্টনি। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র গতকাল সীজারের একটা কথায় সারা পৃথিবী কেঁপে উঠত ভয়ে আর আজ উনি ওখানে শায়িত রয়েছেন, অথচ আজ ওঁকে শ্রদ্ধা জানাবার মত একটি প্রাণীও নেই। হে মহাশয়গণ, যদি আমি আপনাদের মনপ্রাণকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তুলতাম তাহলে ক্রটাস ও ক্যাসিয়াসের প্রতি অন্যায় করা হত। আর আপনারা জানেন তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি। আমি কখনই তাঁদের প্রতি অন্যায় করব না। আমি বরং মৃত সীজারের

প্রতি আমার প্রতি ও আপনাদের প্রতি অন্যায় করব তবু ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন অন্যায় করব না। কিন্তু আমার কাছে সীজারের সাক্ষর করা একটা কাগজ রয়েছে। আমি এটা তাঁর ঘরে পেয়েছিলাম। এটা হচ্ছে তাঁর উইল। জনগণ এ দলিলের কথা নিজেরাই একদিন জানতে পারবে। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি তা পড়তে পারব না। জনগণ এ উইল পড়লে তারা সীজারের প্রতি গভীর অনুরাগ-বশতঃ মৃত সীজারের ক্ষতগুলিকে চুম্বন করবে আর তাদের গামছা দিয়ে তাঁর পবিত্র রক্ত মুছিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, সীজারের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর মাথার একগাছি চুলের জন্য তারা প্রার্থনা করবে এবং সেই চুলটিকে পরম সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিদের কাছে উইল করে তার ব্যবস্থা করে যাবে।

৪র্থ নাগরিক। আমরা উইলের কথা শুনব। ওটা পড়ুন মার্ক এ্যান্টনি।

সকলে। উইল, উইল। আমরা সীজারের উইলের কথা শুনব।

এ্যান্টনি। ধৈর্য ধরুন বন্ধুগণ। এ উইল আমার পড়া উচিত না। সীজার আপনাদের কতখানি ভালবাসতেন সেকথা এখন আপনাদের জানা উচিত হবে না। কারণ আপনারা কাঠ নন, পাথর নন; আপনারা মানুষ। আর যেহেতু আপনারা মানুষ, এ উইলের কথা শুনলে আপনারা উত্তেজনার আতিশয্যে পাগল হয়ে উঠবেন। আপনারা যে সীজারের সমস্ত ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী একথা আপনাদের এখন না জানাই ভাল। ওঃ তার ফল কি ভয়ঙ্করই না হবে!

৪র্থ নাগরিক। উইলটা পড়ুন, আমরা তা শুনব এ্যান্টনি। আপনি সীজারের উইলটা পড়ে শোনাবেন।

এ্যান্টনি। আপনারা কি একটু ধৈর্য ধরবেন? আপনারা কি আর একটু থাকবেন? আমি এটা ভুল করে আপনাদের বলে ফেলেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমি বোধ হয় যাদের ছুরিকাঘাতে সীজার নিহত হয়েছেন, সেই সব সম্মানযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি।

৪র্থ নাগরিক। তারা বিশ্বাসঘাতক। সম্মানযোগ্য ব্যক্তি!

সকলে। উইল, দলিল।

২য় নাগরিক। তারা শয়তান, খুনী। উইল, উইলটা পড়ুন।

এ্যান্টনি। আপনারা তাহলে উইলটা পড়তে বাধ্য করবেন? তাহলে আপনারা

সীজারের এই মৃতদেহটাকে চারপাশে ঘিরে দাঁড়ান। আমি আপনাদের প্রথমে তাঁর দেহটাকে দেখাব যিনি এই উইল সম্পাদন করেছেন। আমি কি নেমে যাব? আপনারা কি অনুমতি দেবেন?

সকলে। নেমে আসুন।

২য় নাগরিক। নেমে আসুন। (এ্যাণ্টনির মঞ্চ হতে অবতরণ)

৩য় নাগরিক। আপনাকে অনুমতি দেওয়া হবে।

৪র্থ নাগরিক। ঘিরে দাঁড়াও গোল হয়ে।

১ম নাগরিক। মৃতদেহটা থেকে সরে দাঁড়াও।

২য় নাগরিক। এ্যাণ্টনিকে যেতে দাও। মহান এ্যাণ্টনি।

এ্যাণ্টনি। না না, আমাকে এত চাপ দেবেন না। দূরে সরে দাঁড়ান।

সকলে। সরে দাঁড়াও, সরে এস। জায়গা করে দাও।

এ্যাণ্টনি। যদি আপনাদের চোখে অশ্রু থাকে তবে সে অশ্রুপাত করার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনারা সকলেই এ পোষাকটা জানেন। আমার মনে আছে সীজার কবে এটা প্রথম পরেন। সেদিন ছিল গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা। সীজার তখন নার্ভিল জয় করার পর তাঁর তাঁবুতেই ছিলেন। দেখুন, ক্যাসিয়াস তাঁর ছুরিটা ঠিক এইখানে সরাসরি ঢুকিয়ে দেন। দেখুন ঈর্ষাপরায়ণ ক্যাসকা কত বড় একটা ক্ষত করেছেন। তাঁর প্রিয়তম ক্রটাস ছুরি মারেন ঠিক এইখানে। আর তাঁর অভিশপ্ত ইস্পাতের ছুরিটা যখন সীজারের গা থেকে তুলে নেন তখন কত রক্ত বেরিয়েছিল। যেন সেই রক্তের ধারাগুলো জানতে চাইছিল ক্রটাস নির্দয়ভাবে এ আঘাত করেছে কি না। কারণ আপনারা জানেন, ক্রটাস ছিলেন সীজারের কাছে দেবদূতের মতই প্রিয়তম। হে স্বর্গের দেবতারা, তোমরাই বিচার করো, সীজার ক্রটাসকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন। সুতরাং ক্রটাসের আঘাত সবচেয়ে নির্দয় ও নিষ্ঠুর আঘাত। মহান সীজার যখন ক্রটাসকে আঘাত করতে দেখেন তখন অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকদের অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ সেই অকৃতজ্ঞতার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েন সীজার। তখন তাঁর কঠোর অন্তঃকরণও ফেটে পড়ে। তখন তিনি তাঁর পোষাকে মুখ ঢেকে পম্পের প্রতিমূর্তিটার তলায় পড়ে যান। সে জায়গাটা রক্তে ভেসে যায়। ওঃ, সে কি বিরাট পতন! হে আমার স্বদেশবাসীগণ, সে পতন তোমার আমার পতন। এক রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রবল হয়ে আজ

করে ফেলেছে আমাদের। ও, আপনারা দেখছি এখন কাঁদছেন, করুণা অনুভব করছেন সীজারের প্রতি। আপনাদের এই সব অশ্রুবিন্দু অতি পবিত্র। হে উদারহৃদয় নাগরিকবৃন্দ, সীজারের দেহ যখন এইরকম ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে তখন আর অশ্রু বিসর্জন করে কীই বা হবে? দেখুন, সকলে ভাল করে দেখুন, বিশ্বাসঘাতকদের হাতে সীজারের কি শোচনীয় পরিণতি।

১ম নাগরিক। সত্যিই কি করুণ দৃশ্য!

২য় নাগরিক। হে মহান সীজার!

৩য় নাগরিক। কী অভিশপ্ত দিন।

৪র্থ নাগরিক। বিশ্বাসঘাতক শয়তানের দল!

১ম নাগরিক। কী রক্তক্ষয়ী হত্যা!

২য় নাগরিক। আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

সকলে। প্রতিশোধ নাও। ওদের খুঁজে বার করো। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেল। হত্যা করো। একটা বিশ্বাসঘাতকও যেন বাঁচতে না পারে।

এ্যাণ্টনি। একটু থামুন দেশবাসীগণ!

১ম নাগরিক। চুপ করো, মহান এ্যাণ্টনি কি বলছেন শোন।

২য় নাগরিক। আমরা তাঁর কথা শুনব, তাঁর অনুসরণ করব, তাঁর জন্যে প্রাণ দেব।

এ্যাণ্টনি। বন্ধুগণ, আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আমার কথায় আপনাদের বুকে যেন অকস্মাৎ বিদ্রোহের বন্যা না জাগে। যাঁরা একাজ করেছেন তাঁরা সকলেই সম্মানিত ব্যক্তি। কোন ব্যক্তিগত কারণে তাঁরা একাজ করেছেন আমি তা জানি না; তবে তাঁরা সকলেই বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা নিশ্চয়ই এর সন্তোষজনক উত্তর দান করবেন। বন্ধুগণ, আমি চোরের মত আপনাদের অন্তর চুরি করে নিয়ে যেতে আসিনি। আমি ব্রুটাসের মত বাগ্মী নই। আপনারা সকলেই জানেন আমি একজন সরল প্রকৃতির মাথামোটা মানুষ। আমি আমার বন্ধু সীজারকে ভালবাসি জেনেও তাই তাঁরা আমায় এখানে তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা জানেন মানুষের রক্ত উত্তেজিত করার মত বুদ্ধি, বাক্‌শক্তি, কর্মশক্তি বা কোন যোগ্যতাই নেই। আমি যা বলার সোজাসুজি বলে ফেলি। আমি যা বলেছি আপনারা সবাই তা জানেন। সীজারের মৃতদেহের

অসহায় মূক ক্ষতগুলি আপনাদের দেখিয়েছি এবং সেগুলিকে সোচ্চার করে তুলেছি। আমার যা কিছু বলার আমার পক্ষ থেকে তারাই ভাষাহীন নীরবতায় সব বলেছে। কিন্তু আমি যদি ব্রুটাস হতাম আর ব্রুটাস এ্যান্টনি হত, তাহলে আমি আমার বাগ্মিতার দ্বারা সীজারের দেহের প্রতিটি ক্ষতকে দিয়ে এমন জোরাল ভাষায় কথা বলাতাম যার ফলে রোমের প্রতিটি পাথরখণ্ডও এক প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ত, সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠত।

সকলে। আমরাও বিদ্রোহ করব।

১ম নাগরিক। আমরা ব্রুটাসের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলব।

৩য় নাগরিক। চল তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বার করো।

এ্যান্টনি। আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, আমার কথা শুনুন।

সকলে। চুপ করো, মহান এ্যান্টনি কি বলেন শোন।

এ্যান্টনি। বন্ধুগণ, আপনারা কি করতে চলেছেন তা আপনারা জানেন না। সীজারের প্রতি কেন আপনারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন তা আপনারা জানেন না। শুনুন আমি তা বলছি। আমি যে উইলের কথা বলেছিলাম আপনারা তা ভুলে গেছেন।

সকলে। সত্যিই ত। হ্যাঁ উইল। দাঁড়াও, সেই উইলের কথাটা শোন।

এ্যান্টনি। এই সেই উইল। সীজারের নিজের হাতে সীলমোহর করা। এই উইলবলে তিনি প্রতিটি রোমবাসীকে পঁচাত্তর ছিদেম করে দান করে গেছেন।

২য় নাগরিক। মহানহৃদয় সীজার। আমরা তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

৩য় নাগরিক। হে রাজোচিত মর্যাদাসম্পন্ন সীজার!

এ্যান্টনি। ধৈর্য ধরে শুনুন।

সকলে। চুপ করো।

এ্যান্টনি। এছাড়া টাইবার নদীর তীরবর্তী তাঁর ব্যক্তিগত চলার পথ, ফুলবাগান ও লতাকুঞ্জ আপনাদের সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করে গেছেন যাতে আপনারাও সেখানে ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদের জন্য স্বচ্ছন্দে বেড়াতে পারেন। এই হচ্ছে সীজারের স্বরূপ! এমন সীজার আর দ্বিতীয় হবে কি?

১ম নাগরিক। কখনই না। কখনই না। চল চল, পবিত্র শ্মশানভূমিতে তাঁর মৃতদেহ ভস্মীভূত করে আমরা সেই আগুনে মশাল জ্বেলে তাতে করে

বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের বাড়িগুলো পুড়িয়ে ফেলব। মৃতদেহটা তুলে নাও।

২য় নাগরিক। আগুন নিয়ে এস।

৩য় নাগরিক। বেঞ্চগুলো নামিয়ে নিয়ে এস।

৪র্থ নাগরিক। বেঞ্চ, জানালা, দরজা যা কিছু পাবে নিয়ে এস। (সীজারের মৃতদেহসহ নাগরিকদের প্রস্থান)

এ্যাণ্টনি। এবার ওরা ওদের পথ বেছে নিক। হে ধ্বংসলীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি এবার উদ্বুদ্ধ হয়েছ। এবার তুমি তোমার পছন্দমত পথ বেছে নাও।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

কি ব্যাপার, তুমি এখানে ?

ভৃত্য। অক্টেভিয়াস রোমে এসে গেছেন।

এ্যাণ্টনি। কোথায় তিনি ?

ভৃত্য। তিনি ও লেপিডাস সীজারের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

এ্যাণ্টনি। আমি সেখানে সরাসরি গিয়ে দেখা করব তাঁর সঙ্গে। তাঁর নিশ্চয় কোন পরিকল্পনা আছে। ভাগ্যদেবী এখন সুপ্রসন্ন আমাদের প্রতি এবং এখন আমরা যা চাইব তাই দেবেন তিনি।

ভৃত্য। তিনি বলছিলেন ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস রোমনগরীর ফটক পার হয়ে পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছে।

এ্যাণ্টনি। মনে হয় তারা জনতার মতিগতির পরিচয় পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে আমি কিভাবে তাদের উত্তেজিত করে তুলেছি। আমায় অক্টেভিয়াসের কাছে নিয়ে চল। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

কবি সিন্না ও পশ্চাতে জনতার প্রবেশ।

সিন্না। গতরাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি সীজারের ভোজসভায় যোগদান করেছি। অথচ যে ঘটনা ঘটল তাতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল আমার স্বপ্ন। বাড়ি থেকে বার হবার আমার ইচ্ছা ছিল না, তবু কোন অজানা প্রভাবে আমি বার হয়ে এলাম।

১ম নাগরিক। তোমার নাম কি ?

২য় নাগরিক। কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

৩য় নাগরিক। কোথায় থাক তুমি ?

৪র্থ নাগরিক। তুমি বিবাহিত না অবিবাহিত ?

২য় নাগরিক। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পৃথকভাবে উত্তর দাও।

১ম নাগরিক। হ্যাঁ, আর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

৪র্থ নাগরিক। বেশ বিজ্ঞতার সঙ্গে।

৩য় নাগরিক। ভাল চাও ত, সত্যি কথা বলবে।

সিন্না। কি আমার নাম, কোথায় যাচ্ছি, কোথায় থাকি, বিবাহিত কি না,— তা বিজ্ঞতার সঙ্গে সরাসরি বলতে হবে। তা বিজ্ঞতার সঙ্গে আমি বলছি, আমি অবিবাহিত।

২য় নাগরিক। এমনভাবে কথাটা বললে যাতে মনে হবে নির্বোধরাই বিয়ে করে। এজন্য আমার থেকে একটা চড় খাবে। যাই হোক, অন্য প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দাও।

সিন্না। আমি সোজাসুজি বলছি আমি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে যাচ্ছি।

১ম নাগরিক। বন্ধু না শত্রুভাবে ?

সিন্না। বন্ধুভাবে।

২য় নাগরিক। এটা অবশ্য সোজাসুজিই বলেছ।

৪র্থ নাগরিক। সংক্ষেপে বল কোথায় থাক।

সিন্না। থাকি পরিষদ ভবনের পাশে।

৩য় নাগরিক। সত্যি করে বল তোমার নাম কি ?

সিন্না। সত্যি করে বলছি আমার নাম সিন্না।

১ম নাগরিক। তাকে টুকরো টুকরো কর। ও হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীদের একজন।

সিন্না। আমি ষড়যন্ত্রকারী নই, আমি কবি।

৪র্থ নাগরিক। খারাপ কবিতা লেখার জন্য ওকে টুকরো টুকরো করে ফেল।

সিন্না। আমি ষড়যন্ত্রকারী সিন্না নই।

৪র্থ নাগরিক। তাতে কিছু যায় আসে না। ওর নাম হচ্ছে সিন্না। ওর হৃৎপিণ্ড থেকে নামটা উপড়ে ফেলে দিয়ে ওকে যেতে দাও।

৩য় নাগরিক। নাও নাও, ওকে টুকরো টুকরো করে ফেল। কই জলন্ত মশাল আনো। ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস ওদের সকলকে পুড়িয়ে ফেল। কেউ কেউ

ক্যাসকার কাছে যাও, কিছু লোক যাও ডেসিয়াস আর কিছু লোক যাও লিগারিয়াসের বাড়ি। চল চল। (সিন্নাসহ নাগরিকদের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। এ্যান্টনির বাসগৃহ।

এ্যান্টনি, অক্টেভিয়াস ও লেপিডাসের প্রবেশ

এ্যান্টনি। এই সব লোকদের মরতেই হবে। এদের নাম বাছাই করা হয়েছে।

অক্টেভিয়াস। তোমার ভাইকেও মরতে হবে লেপিডাস। তোমার মত আছে ত?

লেপিডাস। আমি আমার সম্মতি দান করছি।

অক্টেভিয়াস। ওর নামটাও লিখে নাও এ্যান্টনি।

লেপিডাস। মার্ক এ্যান্টনি, তোমার ভগিনীর পুত্র পাবলিয়াসকেও কোনমতেই বাঁচানো যাবে না।

এ্যান্টনি। না সে বাঁচবে না। এই দেখ, কালি দিয়ে দাগ দিচ্ছি তার নামের উপর। কিন্তু লেপিডাস তোমাকে একবার সীজারের বাড়ি যেতে হবে। তাঁর উইলটা এখানে নিয়ে এস। দেখতে হবে কিকরে কিছু দায়দায়িত্বের কথা বাদ দেওয়া যায় তার থেকে।

লেপিডাস। তোমরা কি এখানেই থাকবে?

অক্টেভিয়াস। এখানে অথবা পরিষদভবনে। (লেপিডাসের প্রস্থান)

এ্যান্টনি। এ লোকটা যেমন বোকা তেমনি অপদার্থ। এ শুধু ফাইফরমাশ খাটতেই পারে। আমাদের সাম্রাজ্যটা তিন অংশে ভাগ হলে তার একটা অংশ কি ওকে দেওয়া ঠিক হবে?

অক্টেভিয়াস। তুমি কি তার সম্পর্কে তাই মনে করো? তাই যদি হয় তবে কেন তার সাহায্য নিয়েছিলে একদিন যাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত করে দল থেকে বাদ দিতে চাও?

এ্যান্টনি। অক্টেভিয়াস, তোমার থেকে আমার বয়স বেশী। যদিও আমাদের নিন্দনীয় কাজের ভার কিছুটা কমাবার জন্য ওর উপর কিছু সম্মানের

বোঝাও চাপিয়ে দিয়েছি তথাপি ও স্বর্ণপণ্যবাহী গাধার মতই অর্থহীন সম্মানের বোঝাভারে নিপীড়িত হতে হতে আমাদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আমাদের নির্দেশমতই কাজ করে যাবে। আমাদের নির্দেশমত নির্দিষ্ট জায়গায় ও আমাদের মূল্যবান পণ্যসম্ভার পৌছিয়ে দিলেই ভারমুক্ত গাধার মতই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর ও তখন গাধার মতই মাঠে মাঠে চরে খাবে।

অক্টেভিয়াস। তুমি তোমার ইচ্ছা হলে তা করতে পার। তবে ও একজন অভিজ্ঞ সাহসী যোদ্ধা।

এ্যাণ্টনি। তাহলে বলব অক্টেভিয়াস, আমার ঘোড়াটাও ওর মত। তাকে আমি খাওয়াই। তাকে আমি যুদ্ধ শেখাই, শেখাই কি ভাবে ছুটতে হবে কি ভাবে থামতে হবে। তার দেহের সমস্ত গতি নিয়ন্ত্রিত হয় আমার আত্মার দ্বারা। কয়েকটি দিক থেকে লেপিডাসও হচ্ছে তাই। তাকেও আমার ঘোড়াটার মতই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, নির্দেশ দিয়ে চালাতে হবে। ও একটা বুদ্ধি বিবেচনাহীন লোক যে শুধু পরের হীন ও ঘৃণ্য কাজ সফল করতে পারে, পরের করা জিনিস করতে পারে, নিজস্ব কোন বস্তু নেই। ও শুধু একটা জড়বস্তু মাত্র ; এর বেশী কিছু ওর সম্বন্ধে বলো না। এখন কাজের কথা শোন অক্টেভিয়াসঃ ক্রটাস আর ক্যাসিয়াস এখন শক্তি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও সোজাসুজি এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমাদের মিত্রশক্তিকে সমবেত করতে হবে। আমাদের প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমাদের সহায় সম্পদের পরিমাণও বাড়াতে হবে। এখন আমাদের এক আলোচনা সভায় বসে ঠিক করতে হবে আমরা কোন কথা বাইরে প্রকাশ করব আর কিভাবেই বা আমাদের বিপদের মোকাবিলা করব।

অক্টেভিয়াস। তাই করো। এখন চারদিকেই আমাদের বিপদ। আমাদের চারদিকে এখন অনেক শত্রু। এমন অনেক লোক আমাদের কাছে কাছে আছে যাদের মুখে হাসি ফুটে থাকলেও যাদের অন্তরে অজস্র ক্ষতির মনোভাব আছে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সার্দিসের নিকটস্থ শিবির। ব্রুটাসের শিবিরের সম্মুখস্থ স্থান।

বাদ্যধ্বনি। ব্রুটাস, লুসিলিয়াস, লুসিয়াস ও সৈন্যদের প্রবেশ।
পরে টিটিনিয়াস ও পিণ্ডারাসের প্রবেশ।

ব্রুটাস। দাঁড়াও।

লুসিলিয়াস। আদেশ দিন এবং দাঁড়ান।

ব্রুটাস। এখন খবর কি লুসিলিয়াস, ক্যাসিয়াস কি নিকটেই আছেন ?

লুসিলিয়াস। হ্যাঁ, তিনি নিকটেই আছেন এবং তাঁর কাছ থেকে পিণ্ডারাস তার মালিকের সেলাম জানাতে এসেছে আপনাকে।

ব্রুটাস। অভিবাদন জানিয়ে ভালই করেছেন। পিণ্ডারাস, তোমার মালিক তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটার জন্যই হোক অথবা কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন কর্মচারীদের অশুভ প্রভাবের বশবর্তী হয়েই হোক এমন কিছু কাজ করেছেন যাতে আমার মনে হচ্ছে আমি যা করেছি ভুল করেছি। তবে তাঁকে একবার কাছে পেলে খুশী হব।

পিণ্ডারাস। তা অবশ্য বটে, তবে আমার মালিক যে আপনার প্রতি পুরোমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল এবং সেই অবস্থাতেই আপনার কাছে আসবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রুটাস। সে বিষয়ে আমিও কোন সন্দেহ করি না। একটা কথা লুসিলিয়াস, উনি তোমাকে কেমনভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন বল ত ?

লুসিলিয়াস। এমনি প্রথাগত সৌজন্য ও সম্মান দেখাতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু আগে আগে যেমন বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে প্রাণখোলা অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন তেমনটি করলেন না।

ব্রুটাস। তোমার কথা শুনে মনে হলো একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর আন্তরিকতার সমস্ত উত্তাপ হারিয়ে ফেলছেন। লক্ষ্য করবে লুসিলিয়াস, মানুষের ভালবাসা যখন কমে যায় তখনি সে বাইরে লোকদেখানো ছলাকলার আশ্রয় নেয়। সরল ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন ছলচাতুরীর প্রয়োজন হয় না। যে সব মানুষের মধ্যে আসলে কোন পদার্থ নেই তারাই বাইরে তাদের যোগ্যতার বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় তারা কপট ঘোড়ার মতই প্রথমে কিছু লম্ফঝম্প করে ; পরে তার পিঠে চাপলেই ঝিমিয়ে পড়ে। তার সৈন্যদল এসে গেছে নাকি ?

লুসিলিয়াস। ওঁরা বললেন, আজকের রাত্রিতেই সৈন্যদলের একটা বড় অংশ

বিশেষ করে অশ্বারোহী সৈন্যদল সার্ভিয়ায় সমবেত হবে। তারা ক্যাসিয়াসের সঙ্গে আসবে। (ভিতরে কুচকাওয়াজ)

ব্রুটাস। ঐ শোন, উনি এসে গেছেন। ধীরে ওঁর কাছে গিয়ে দেখা করো।

ক্যাসিয়াস ও তার সৈন্যদের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। দাঁড়াও।

ব্রুটাস। দাঁড়াও। আদেশবাক্য জানাও।

১ম সৈনিক। দাঁড়াও।

২য় সৈনিক। দাঁড়াও।

৩য় সৈনিক। দাঁড়াও।

ক্যাসিয়াস। তুমি কিন্তু ভাই আমার উপর অন্যায় করেছ।

ব্রুটাস। হে স্বর্গের দেবতারা, তোমরা আমার বিচার করো। তোমরা কি আমার শক্র যে আমি তোমাদের উপর অন্যায় করব? তোমরা যদি আমার শক্র না হও তাহলে আমি আমার ভাইএর উপর কেন অন্যায় করব?

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, উপরে তুমি ভাল মানুষের মত ব্যবহার করলেও তুমি আসলে তোমার অন্যায়কে গোপন করছ।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, তুমি শান্ত হও। তোমার অভিযোগের কথা ধীরে শান্তভাবে বল। আমি তোমাকে ভালই জানি। আমাদের দুজনেরই সৈন্যদল এখানে দাঁড়িয়ে; তাদের সামনে আমাদের দুজনের ঝগড়া করা উচিত না। ওদের চলে যেতে বল। তারপর ইচ্ছামত তোমার সব অভিযোগের কথা খুলে বল, আমি সব শুনব।

ক্যাসিয়াস। পিণ্ডারাস, আমাদের সেনাপতিদের বল, তাঁরা যেন সৈন্যদের একটু সরে যেতে বলে।

ব্রুটাস। লুসিলিয়াস, তুমিও তাই কর। আমাদের তাঁবুর কাছে যেন কেউ না আসে। আর লুসিয়াস ও টিটিনিয়াসকে দরজার কাছে পাহারা দিতে বলে দাও। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সার্ভিয়ার নিকটবর্তী শিবির। ব্রুটাসের শিবিরের অভ্যন্তরভাগ।

ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। তুমি যে আমার প্রতি অন্যায় করেছ তা এতেই বোঝা যাচ্ছে। তুমি সার্ভিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার জন্য

লুসিয়াস পেল্লাকে শাস্তি দিয়েছ। লোকসমক্ষে প্রকাশ্যে অপমান করেছ। অথচ আমি তাকে চিনি বলে তার পক্ষ সমর্থন করে তোমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সে চিঠি তুমি গ্রাহ্য করনি।

ব্রুটাস। এ ধরনের চিঠি লিখে তুমি নিজেই নিজের প্রতি অন্যায় করেছ।

ক্যাসিয়াস। এখনকার মত সময়ে এ ধরনের হালকা অপরাধকে এমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত না।

ব্রুটাস। সত্যি বলছি ক্যাসিয়াস, তোমার নিজেরও এই উৎকোচ গ্রহণের বদভ্যাস আছে। তুমি অনেক অযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে উচ্চ পদ দান করেছ।

ক্যাসিয়াস। আমার উৎকোচ গ্রহণের অভ্যাস! তুমি জান তুমি ব্রটাস বলেই একথা বলতে পারছ। অন্য কেউ হলে আমি দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি, তার কথা বলা আমি চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিতাম।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াসের মত লোক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাই অন্যায়ের শাস্তি নিজেই লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছে। অপরাধীরা শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে।

ক্যাসিয়াস। শাস্তি!

ব্রুটাস। মনে রেখো সেই পনেরই মার্চের কথা। পনেরই মার্চের কথা একবার স্মরণ করো। মহান জুলিয়াসকে কি ন্যায়বিচারের খাতিরেই রক্তদান করতে হয়নি? একমাত্র ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কোন কারণে কোন শয়তান তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করত? আমাদের যারা এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছে তাদের একজন পরস্বাপহরণ সমর্থন করবে এবং তারা কি উৎকোচে কলুষিত করবে তাদের হাত, এইভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে তাদের মান। আমি কুকুরের মত বরং চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করব তবু এমন একজন রোমান বলে নিজের পরিচয় দেব না।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, আমাকে উত্তেজিত করো না। আমি তা সহ্য করব না। আমাকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে তুমি সব কিছু ভুলে যাচ্ছ। ভুলে যাচ্ছ আমি একজন সৈনিক এবং তোমার থেকে বেশী অভিজ্ঞ এবং বেশী যোগ্য। সুতরাং কিভাবে কোন অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় তা আমি জানি।

ব্রুটাস। যাও যাও, সে যোগ্যতা তোমার নেই ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস। হ্যাঁ আছে।

ব্রুটাস। আমি বলছি তোমার তা নেই।

ক্যাসিয়াস। আর আমাকে উত্তেজিত করো না। আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ব। তোমার দেহের মঙ্গলচিন্তা করো। আমাকে আর প্রলুব্ধ করো না এ বিষয়ে।

ব্রুটাস। যাও যাও অযোগ্য লোক কোথাকার!

ক্যাসিয়াস। এটা কি সম্ভব?

ব্রুটাস। আমার কথা শোন, আমি কথা বলব। তোমার তীক্ষ্ণ মেজাজের কাছে আমি কি মাথা নত করব? একটা পাগলা লোকের চোখরাঙানি দেখে আমি ভয় পাব?

ক্যাসিয়াস। হে ভগবান! আমি কি এইসব সহ্য করব?

ব্রুটাস। এই সব? হঁ্যা, আরো কিছু। যতক্ষণ না তোমার গর্বিত অন্তর ফেটে না পড়ে। যাও, তোমার ক্রীতদাসের কাছে তুমি দেখাওগে তোমার মেজাজ কত রুক্ষ, তারা তোমার ভয়ে কাঁপবে। কিন্তু তোমার রুক্ষমেজাজ দেখে রাগ দেখে আমি কি ভয়ে কাঁপব? দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি, যে ক্রোধের আবেগে তুমি ফেটে পড়ছ, সেই ক্রোধের গরল তুমি নিজেই হজম করবে। আজ থেকে তুমি রেগে গেলেই তোমার রাগ নিয়ে কৌতুক করব, আমার হাসির খোরাক জোটাব।

ক্যাসিয়াস। এতখানি করছ আমাকে নিয়ে?

ব্রুটাস। তুমি বলছ তুমি একজন আমার থেকে ভাল সৈনিক; তার পরিচয় দাও, তোমাব আস্ফালন সত্যে পরিণত করো। আমি তাতে খুশী। আমি কোন ভাল লোকের কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে পেরে খুশী হব।

ক্যাসিয়াস। সব দিক দিয়ে তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছ ব্রুটাস। আমি বলেছিলাম, তোমার থেকে যোগ্যতর সৈনিক আমি, ভাল বলিনি।

ব্রুটাস। বললেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।

ক্যাসিয়াস। সীজার যখন বেঁচে ছিলেন তিনিও এভাবে আমাকে রাগাতে সাহস পেতেন না।

ব্রুটাস। থাম থাম, তুমি তাঁকে এভাবে প্ররোচিত করতেও সাহস পেতে না।

ক্যাসিয়াস। আমি সাহস পেতাম না?

ব্রুটাস। না।

ক্যাসিয়াস। কি, আমি সাহস পেতাম না প্ররোচিত করতে ?

ব্রুটাস। তোমার জীবনের খাতিরে সাহস পেতে না।

ক্যাসিয়াস। আমার ভালবাসার অপব্যবহার করো না। আমি এমন কিছু করে ফেলতে পারি যাতে পরে আবার অনুশোচনা করতে হতে পারে।

ব্রুটাস। তুমি এখনই যা করেছ তার জন্য তোমায় দুঃখ করতে হবে। তোমার ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে আসলে কোন ভয় খুঁজে পাচ্ছি না ক্যাসিয়াস, কারণ আমি সততার বর্মদ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত যে তোমার সমস্ত ভয়ের কথা অলস বাতাসের মত আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে; আমি তা গ্রাহ্যই করছি না। আমি তোমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলাম, তুমি তা দিতে চাওনি। চেয়েছিলাম এইজন্য যে অসৎ উপায়ে টাকা যোগাড় করতে আমি পারব না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি অন্যায় উপায়ে গরীব চাষীদের কাছ থেকে তাদের কষ্টার্জিত টাকা আদায়ের থেকে আমি সে টাকার জন্য বরং আমার বুকের রক্ত ঢেলে দেব। আমি আমার সৈন্যবাহিনীকে বেতন দেবার জন্য টাকার দরকার হওয়ায় তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা দিতে অস্বীকার করো। এটা কি ক্যাসিয়াসের উপযুক্ত কাজ হয়েছে? কায়াস ক্যাসিয়াস আমার কাছে অর্থ চাইলে আমি কি এইভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম তাকে? যেদিন মার্কাস ব্রুটাস অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে বন্ধুদের না দিয়ে এইভাবে সব অর্থ লুকিয়ে রাখবে সেইদিন দেবতারা যেন বজ্রাঘাতে তার দেহ টুকরে টুকরো করে ফেলেন।

ক্যাসিয়াস। আমি দিতে অস্বীকার করিনি।

ব্রুটাস। হ্যাঁ তুমি করেছিলে।

ক্যাসিয়াস। যে আমার কথা তোমায় এসে বলেছিল সে নির্বোধ। ব্রুটা আমার অন্তর বিদীর্ণ করে দিয়েছে। বন্ধুর উচিত কাজ হচ্ছে বন্ধুর দুর্বলত বা ত্রুটি বিচ্যুতিকে সহ্য করা। কিন্তু ব্রুটাস আমার দুর্বলতাকে আরো ব করে দেখছে।

ব্রুটাস। আমি তা করিনি, কিন্তু সে দুর্বলতা আমার উপর সব প্রয়ো করছে বলেই আমি তা করেছি।

ক্যাসিয়াস। তুমি আমায় ভালবাস না।

ব্রুটাস। আমি তোমার দোষগুলোকে পছন্দ করি না।

ক্যাসিয়াস। কোন বন্ধুর চোখে এই সব দোষ চোখে পড়াই উচিত না।

ব্রুটাস। কারো কোন দোষ অলিম্পাস পর্বতের মত বিরাট হলেও একমাত্র চাটুকারদেরই তা চোখে পড়ে না।

ক্যাসিয়াস। এস এ্যান্টনি, এস যুবক অক্টেভিয়াস, একা ক্যাসিয়াসের উপরেই প্রতিশোধ নাও। এ জগতের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে ক্যাসিয়াস। সে তার প্রিয়জনের কাছে আজ ঘৃণিত; তার ভাইএর দ্বারা শাসিত, কোন এক ক্রীতদাসের মত সে প্রতিপদে প্রতিহত; তার সমস্ত দোষ আজ তালিকাভুক্ত হয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন। ও, আমি যদি কেঁদে কেঁদে চোখ দিয়ে আমার জীবনটাকে বার করে দিতে পারতাম। এই আমার ছুরি, এই আমার বুক পেতে দিচ্ছি। এ বুকের মাঝে আছে এমন এক হৃৎপিণ্ড যা প্লুটাসের খনির থেকেও মহার্ঘ, সোনার থেকেও বেশী দামী। যদি তুমি একজন প্রকৃত রোমান হও তাহলে সে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নাও। যে আমি একদিন তোমায় টাকা দিতে চাইনি আজ সেই আমি তোমায় আমার হৃৎপিণ্ড দান করছি। সীজারকে যেমন আঘাত করেছিলে আমাকেও আজ তেমনিভাবে আঘাত করো। আমি জানি, সীজারকে তুমি ঘৃণা করলেও আজ আমাকে যতখানি ভালবাস তার থেকে অনেক বেশী ভালবাসতে তাকে।

ব্রুটাস। তোমার ছুরিটা কোষবদ্ধ করে রাখ। যখন খুশি তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেরই মান সম্মান নষ্ট করতে পার। ও ক্যাসিয়াস, তুমি বোধ হয় মেষশাবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ যার রাগ চকমকির আগুনের মতই ক্ষণজীবী। অনেক ঘষাঘষি করলে চকমকির আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ বার হয়ে আসে কিন্তু পরক্ষণেই সে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ক্যাসিয়াস। ক্যাসিয়াস কি ব্রুটাসের কাছে উপহাসের পাত্র হবার জন্য বেঁচে আছে? সে যখন নিজে রাগে ও দুঃখে কাতর তখন ব্রুটাস উপহাস করবে তাকে?

ব্রুটাস। যখন আমি ওকথা বলেছিলাম তখন আমারও মনমেজাজ ভাল ছিল না।

ক্যাসিয়াস। তুমি তা স্বীকার করছ? তাহলে তোমার হাত দাও।

ব্রুটাস। শুধু হাত নয়, হৃদয়ও দিলাম।

ক্যাসিয়াস। ও ব্রুটাস!

ব্রুটাস। কী ব্যাপার?

ক্যাসিয়াস। হঠাৎ রেগে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাওয়ার স্বভাবটা আমি পেয়েছি আমার মার কাছ থেকে। কিন্তু ব্রুটাস, এই ত্রুটিটুকু সহ্য করার মত ভালবাসা কি আমার প্রতি তোমার হৃদয়ে নেই?

ব্রুটাস। হ্যাঁ, আছে ক্যাসিয়াস। এখন থেকে তুমি যখন আমার উপর রেগে যাবে তখন বুঝব তোমার মা আমাকে তিরস্কার করছেন।

লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস ও লুসিয়াসসহ জনৈক কবির প্রবেশ

কবি। আমাকে ভিতরে যেতে দাও, দুই সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করব আমি। তাঁদের দুজনকে একা থাকতে দেওয়া উচিত না। নিশ্চয়ই ঝগড়া বেধেছে দুজনের মধ্যে।

লুসিলিয়াস। তুমি সেখানে যেতে পাবে না।

কবি। মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না আমায়।

ক্যাসিয়াস। কি হলো? ব্যাপার কি?

কবি। হে সেনানায়কদ্বয়, কি করছ তোমরা? সত্যিই লজ্জার বিষয়।

নাই ভালবাসা বন্ধুত্বের মতন কিছু আর
অনেক কিছু দেখে শুনে এই বুঝেছি সার।

ক্যাসিয়াস। হা হা, এই দুঃখবাদী কবিটা ছন্দটা মোটেই ভাল করে যোগাতে পারেনি।

ব্রুটাস। তুমি যাও এখান থেকে। তোমার ত দেখছি খুব সাহস! যাও এখান থেকে।

ক্যাসিয়াস। ছেড়ে দাও ব্রুটাস, এইটাই ওর স্বভাব।

ব্রুটাস। অন্য সময় হতো আমি সহ্য করতাম। এই ধরনের বোকাদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কাজই হয় না। চলে যাও এখান থেকে।

ক্যাসিয়াস। যাও যাও। (কবির প্রস্থান)

ব্রুটাস। লুসিলিয়াস আর টিটিনিয়াস, তোমরা সেনাপতিদের আজ রাত্রেই সৈন্য সমাবেশ করতে বল।

ক্যাসিয়াস। আর তোমরাও আসবে আর তোমাদের সঙ্গে মেসালাকে সঙ্গে করে এখনি নিয়ে আসবে আমাদের কাছে।

(লুসিলিয়াস ও টিটিনিয়াসের প্রস্থান)

ব্রুটাস। লুসিয়াস, একপাত্র মদ।

ক্যাসিয়াস। তুমি এতখানি রেগে যাবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

ব্রুটাস। ও ক্যাসিয়াস, আমি অনেক দুঃখে কাতর।

ক্যাসিয়াস। সাময়িক দুর্ঘটনায় যদি দুঃখবোধ করো তাহলে তোমার দর্শন হতে কী শিক্ষা লাভ করলে?

ব্রুটাস। আমার মত কোন মানুষ এত দুঃখ এত শান্তভাবে সহ্য করতে পারে না। পোর্শিয়া মারা গেছে।

ক্যাসিয়াস। কে, পোর্শিয়া?

ব্রুটাস। সে মারা গেছে।

ক্যাসিয়াস। আমি যখন তোমায় রাগিয়ে দিয়েছিলাম, একথা তখন ভাবিনি। মর্মবিদারক এই ক্ষতির কোন সান্ত্বনা নেই। কোন রোগে মারা গেছেন?

ব্রুটাস। আমার অনুপস্থিতিতে অধৈর্য হয়ে এবং যুবক অক্টেভিয়াস ও মার্ক এ্যান্টনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই কথা ভেবে একা থাকার সময় আগুন গিলে খেয়ে আত্মহত্যা করে।

ক্যাসিয়াস। এইভাবে মারা যান?

ব্রুটাস। হ্যাঁ তাই।

ক্যাসিয়াস। হে অমর দেবতারা!

এক হাতে মদের পাত্র ও অন্য হাতে বাতি নিয়ে লুসিয়াসের প্রবেশ

ব্রুটাস। তার কথা আর বলো না; আমাকে বরং একপাত্র মদ দাও। এইভাবেই আমি সমস্ত দুঃখের কবর রচনা করি ক্যাসিয়াস। (মদ্যপান করল)

ক্যাসিয়াস। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে সেই মহতী প্রেমের শপথের জন্য। কিন্তু ব্রুটাসের ভালবাসা আমি বেশী পাই না। তাই লুসিয়াস, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ পাত্র উপচে পড়ে ততক্ষণ মদ ঢেলে যাও। ব্রুটাসের ভালবাসার পরিবর্তে শুধু মদ পান করে যাই।

(ক্যাসিয়াসের মদ্যপান ও লুসিয়াসের প্রস্থান)

টিটিনিয়াস ও মেসালার পুনঃপ্রবেশ

ব্রুটাস। ভিতরে এস টিটিনিয়াস। স্বাগত মেসালা। এখন আমরা এই বাতির আলোয় বসে কি দরকার না দরকার তার পর্যালোচনা করে দেখছি।

ক্যাসিয়াস। পোর্শিয়া, তুমি আজ নেই!

ব্রুটাস। আর না, আমার অনুরোধ। মেসালা, আমি অনেক চিঠি পেয়েছি, অক্টেভিয়াস আর মার্ক এ্যা'ন্টনি আমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ফিলিপ্পির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মেসালা। এই ধরনের চিঠি কিছু আমিও পেয়েছি।

ব্রুটাস। তাতে নতুন কিছু খবর পেয়েছ?

মেসালা। এক নিষেধাজ্ঞা ও বে-আইনী লোকদের জন্য আইন পাশ করে অক্টেভিয়াস, এ্যা'ন্টনি আর লেপিডাস সিনেটের একশো সদস্যকে হত্যা করেছে।

ব্রুটাস। কিন্তু আমি যে সব চিঠি পেয়েছি তাতে সত্তর জনের কথা আছে। তাদের মধ্যে সিসারো অন্যতম।

মেসালা। হ্যাঁ, একই দণ্ডাজ্ঞায় সিসারোর মৃত্যু হয়েছে। আচ্ছা আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন স্যার?

ব্রুটাস। না মেসালা।

মেসালা। তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা লেখাও কি নেই? ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগছে।

ব্রুটাস। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি তোমার চিঠিতে কিছু জেনেছ?

মেসালা। না হুজুর।

ব্রুটাস। যেহেতু তুমি একজন রোমান, সত্য কথা বল।

মেসালা। তাহলে একজন প্রকৃত রোমানের মতই আপনি সে কথা শুনুন। তিনি মৃত একথা সুনিশ্চিত। তবে মৃত্যুটা ঘটেছে অদ্ভুত উপায়ে।

ব্রুটাস। বিদায় পোর্শিয়া। আমাদেরও একদিন মরতে হবে মেসালা। আমাদের একদিন মরতে হবে একথা ভেবে এ মৃত্যুশোক আমি এখন সহ্য করতে পারব।

মেসালা। জীবনে যাঁরা বড় হন তাঁদের বড় বড় ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে হয়।

ক্যাসিয়াস। তোমার মত আমারও সহ্যশক্তি আছে। তা হলেও আমি তা সহ্য করতে পারতাম না।

ব্রুটাস। এবার কাজের কথা বল। এখনি আমাদের ফিলিপ্পির পথে অভিযান শুরু করা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?

ক্যাসিয়াস। আমি এটা ভাল মনে করি না।

ব্রুটাস। তোমার যুক্তি ?

ক্যাসিয়াস। যুক্তি এই যে, সব সময় শত্রুদের এগিয়ে আসতে দিতে হয়। আর এই আসার পথে তাদের অনেক রসদ ফুরিয়ে যায়। তাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় আর সেই অবসরে আমরা বিশ্রাম করতে পারি। এক জায়গায় বসে আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরাল করে তুলতে পারি।

ব্রুটাস। ভাল যুক্তিকে অবশ্যই আরো ভাল যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। আমাদের এই ঘাঁটি আর ফিলিপ্পির মধ্যে যে সব জনপদ আছে সেখানকার লোক আমাদের ভয়ে ভক্তি করে। আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন কৃত্রিম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা আমাদের সাহায্য দান করছে। শত্রুরা যদি তাদের পাশ দিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে থাকে তাহলে তারা তাদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করবে। তাদের কাছ থেকে আরো সাহায্য লাভ করে অতিরিক্ত শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে এখানে আসবে। কিন্তু এইসব লোকের সাহায্য লাভ করে আমরা যদি নিজেরাই ফিলিপ্পিতে গিয়ে ওদের সম্মুখীন হই তাহলে এ সুযোগ ওরা আর পাবে না।

ক্যাসিয়াস। আমার কথা শোন ভাই।

ব্রুটাস। মাপ করবে। তাছাড়া লক্ষ্য করে থাকবে কারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু তা পরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের সেনাদল তৈরি। আমাদের কারণ খুবই সঙ্গত। শত্রুদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এখন প্রস্তুতিপর্বের এমন একটা চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি যেখান থেকে ওঠার আর অবকাশ নেই, এর পর শুধু নামার পালা শুরু হবে। সব মানুষের জীবনসমুদ্রেই আসে সৌভাগ্যের জোয়ার, সে জোয়ারের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ আর সম্পদ। কিন্তু যে সে জোয়ারের সুযোগ নিতে না পারে তার জীবনের জয়যাত্রা দুঃখের চরে যায় অবরুদ্ধ হয়ে। আমরাও আজ এই ধরনের এক পূর্ণ সমুদ্রে ভাসমান। আমরা যদি সে সমুদ্রের অনুকূল তরঙ্গমালাকে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের জয়যাত্রা।

ক্যাসিয়াস। তাই যদি চাও তাহলে এগিয়ে চল। আমরা ফিলিপ্পিতে গিয়ে তাদের সম্মুখীন হব।

ব্রুটাস। কথায় কথায় রাত্রি গভীর হয়ে উঠল। প্রকৃতির রাজ্যে সময় কখনো থেমে থাকবে না। আমরা সামান্য একটু বিশ্রাম করব। আর এখন কিছু বলার নেই।

ক্যাসিয়াস। আর কোন কথা নয়। চলি, বিদায়। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠেই আমরা যাত্রা শুরু করব।

ব্রুটাস। লুসিয়াস। (লুসিয়াসের প্রবেশ) আমার গাউন। (লুসিয়াসের প্রস্থান) বিদায় মেসালা, শুভরাত্রি টিটিনিয়াস, শুভরাত্রি ক্যাসিয়াস। তোমাদের রাত্রির নিদ্রা সুখকর হোক।

ক্যাসিয়াস। আমার প্রিয়তম ভাই, আজকের সন্ধ্যেটা বড় খারাপ কেটেছে। আমাদের দুজনের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ববিরোধ যেন আর কোনদিন না আসে। যেন কখনো না আসে ব্রুটাস।

ব্রুটাস। সব ঠিক আছে।

টিটিনিয়াস ও মেসালা। শুভ নৈশ নমস্কার লও ব্রুটাস।

ব্রুটাস। তোমাদের সকলকে বিদায়। (ক্যাসিয়াস, টিটিনিয়াস ও মেসালার প্রস্থান)

গাউন হাতে লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

দাও আমার গাউনটা। তোমার বাদ্যযন্ত্রটা কোথায়?

লুসিয়াস। এই তাঁবুতেই আছে।

ব্রুটাস। কথা বলতে বলতে তোমার ঘুম আসছে? আহা বেচারী, তোমার দোষ নেই, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আছ। ক্লডিয়াস আর আমার কিছু লোককে ডেকে দাও। তারা আমার তাঁবুতেই শোবে।

লুসিয়াস। ভ্যারো আর ক্লডিয়াস!

ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের প্রবেশ

ভ্যারো। আমাদের ডাকছেন হুজুর?

ব্রুটাস। বলছি কি তোমরা আমার তাঁবুতেই শোবে। দরকার হতে পারে। দরকার হলে আমি তোমাদের একে একে ক্যাসিয়াসের কাছে পাঠাব।

ভ্যারো। দরকার হলে আমরা রাত্রি জেগে দাঁড়িয়ে থাকব আপনার হুকুমের আশায়।

ব্রুটাস। না, আমি তা চাই না। তোমরা শুয়ে পড়। আবার আমি

অন্য চিন্তাও করতে পারি। লুসিয়াস, যে বইটা আমি খুঁজছিলাম সেটা আমি আমার রাত্রিবাসের পকেটেই রেখেছিলাম।

(ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের শয়ন)

লুসিয়াস। আমি বেশ জানি হুজুর আমাকে এটা দেননি।

ব্রুটাস। শোন বাছা, আমি খুব ভুলোমন হয়ে গেছি। আচ্ছা, তুমি কি আর কিছুক্ষণ জেগে থেকে দুএকটা সুর বাজাতে পার না তোমার বাদ্যযন্ত্রে ?

লুসিয়াস। আপনি যদি তা চান ত তা অবশ্যই পারব স্যার ?

ব্রুটাস। তাহলে খুব ভাল হয়। অবশ্য তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু তোমার মত নিয়ে।

লুসিয়াস। এটা আমার কর্তব্য স্যার।

ব্রুটাস। কিন্তু তোমার উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমি জানি ছেলেমানুষদের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্রামের দরকার হয়।

লুসিয়াস। আমি আগেই কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়েছি হুজুর।

ব্রুটাস। ভালই করেছ, আবার তুমি ঘুমোবে। আমি তোমাকে বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখব না। যদি আমি বাঁচি তাহলে আমি তোমার কিছু ভাল করব। (বাদ্যসঙ্গীত, লুসিয়াস ঘুমিয়ে পড়ল) এ সুর ঘুমের ঘোর নিয়ে আসে চোখে। হে সর্বসংহারিণী নিদ্রা, তোমার বোঝাভার কি সঙ্গীতস্রষ্টিকারী এই বালকের চোখে নেমে এসেছে ? শুভরাত্রি হে বালক, আমি আর তোমায় জাগিয়ে কোন ক্ষতি করব না তোমার। তুমি একটু ঘাড় নাড়লেই তোমার বাদ্যযন্ত্রটা ভেঙে যাবে ; আমিই এটা সরিয়ে রাখছি। শুভরাত্রি। দেখি দেখি, বইটার যেখানে পড়ছিলাম, পাতাটা মুড়ে রাখিনি। আমার মনে হয় এই জায়গাটা। (উপবেশন করল)

সীজারের প্রেতাত্মার আবির্ভাব

বাতিটা কেমন মিটমিট করে জ্বলছে, একেবারেই আলো হচ্ছে না, কে ওখানে ? আমার মনে হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর মূর্তি আমারই চোখের নিরীক্ষাজনিত ভ্রান্তি। ওটা আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। তুমি কি সত্যিই কোন কিছু বট ? তুমি কি কোন দেবতা, দেবদূত অথবা কোন শয়তান যাতে আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে আর আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে ?

প্রেত। তোমারই পাপাত্মা, ব্রুটাস।

ব্রুটাস। কি কারণে তোমার আবির্ভাব?

প্রেত। তোমাকে শুধু জানিয়ে দিতে যে ফিলিপ্পির প্রান্তরে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

ব্রুটাস। ঠিক আছে, আবার দেখা হবে?

প্রেত। হ্যাঁ, ফিলিপ্পিতে।

ব্রুটাস। আমি তাহলে ফিলিপ্পিতেই দেখা করব তোমার সঙ্গে। (প্রেতাত্মার অন্তর্ধান) এবার আমি সাহস ফিরে পেয়েছি আর তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে। হে পাপাত্মা, আমি তোমার সঙ্গে আরো কথা বলতে চাই। লুসিয়াস, ভ্যারো, ক্লডিয়াস তোমরা সব জাগো। ক্লডিয়াস?

লুসিয়াস। আমার ভুল হয়েছে হুজুর।

ব্রুটাস। ও ভাবছে এখনো বাজাচ্ছে। লুসিয়াস, জেগে ওঠ।

লুসিয়াস। হুজুর।

ব্রুটাস। তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে লুসিয়াস, যার জন্য ঘুমের মাঝে চীৎকার করে উঠছিলে?

লুসিয়াস। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বলে ত মনে হচ্ছে না।

ব্রুটাস। হ্যাঁ, তুমি চীৎকার করেছিলে। আচ্ছা তুমি কি কিছু দেখেছিলে?

লুসিয়াস। কোন কিছুই না হুজুর।

ব্রুটাস। আবার ঘুমিয়ে পড় লুসিয়াস। ক্লডিয়াস! (ভ্যারোর প্রতি) তুমিও জেগে ওঠ।

ভ্যারো। হুজুর।

ক্লডিয়াস। হুজুর।

ব্রুটাস। তোমরা ঘুমোতে ঘুমোতে কেন চীৎকার করে উঠেছিলে?

উভয়ে। তাই নাকি হুজুর?

ব্রুটাস। হাঁা, আচ্ছা কিছু দেখেছিলে?

ভ্যারো। না ত, কিছুই দেখিনিঃহুজুর।

ক্লডিয়াস। আমিও কিছু দেখিনি হুজুর।

ব্রুটাস। যাও. আমার ভাই ক্যাসিয়াসের কাছে গিয়ে আমার কথা বলগে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেন তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে বার হন। আমরা তাঁর পরে বার হব।

ভ্যারো ও ক্লডিয়াস। তাই হবে হুজুর। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফিলিপ্পির প্রান্তরের সম্মুখভাগ।

অক্টেভিয়াস, এ্যাণ্টনি ও সৈন্যদলের প্রবেশ

অক্টেভিয়াস। এবার দেখ এ্যাণ্টনি, আমার আশা সফল হলো। তুমি বলছিলে শত্রুরা এখানে আসবে না, ওরা উত্তরাঞ্চলেই রয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। ওরা ওদের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের আক্রমণের আগেই ওরা আক্রমণ করতে আসছে আমাদের।

এ্যাণ্টনি। দূর, আমি ওদের মনের কথা জানি কেন ওরা তা করছে। ওরা চেয়েছিল অন্যান্য জায়গা ঘুরে আরো শক্তি সংগ্রহ করে এক ভয়াবহ বিক্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসে দেখাবে ওরা কত বড় সাহসী বীর। কিন্তু তা আর হলো না।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। হে সেনানায়কগণ, আপনারা প্রস্তুত হোন। শত্রুরা প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের রক্তনিশান উড়ছে। এখনি যা হোক কিছু করতে হবে।

এ্যাণ্টনি। অক্টেভিয়াস, ধীরে তোমার অভিযান শুরু করো। এই সমতল-ভূমির বাঁ দিক ঘেঁষে তুমি এগিয়ে যাবে।

অক্টেভিয়াস। আমি যাব ডান দিকে, তুমি যাবে বাঁ দিকে।

এ্যাণ্টনি। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন তুমি আমার কথা অমান্য করছ?

অক্টেভিয়াস। অমান্য করছি না, আমি যা করব তাই বলছি। (কুচকাওয়াজ)

বাদ্যধ্বনি। ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস ও তাদের সেনাদলসহ লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস, মেসালা ও অন্যান্যদের প্রবেশ

ব্রুটাস। ওরা দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় কথা বলবে আমাদের সঙ্গে।

ক্যাসিয়াস। দাঁড়াও টিটিনিয়াস, আমাদের কথা বলতে হবে।

অক্টেভিয়াস। মার্ক এ্যাণ্টনি, আমরা কি যুদ্ধের নির্দেশ দেব?

এ্যাণ্টনি। না সীজার, ওরা আগে শুরু করলে আমরা তার প্রত্যুত্তর দেব।

এগিয়ে চল। উভয় পক্ষের সেনাপতিদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হওয়া দরকার।

অক্টে। নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এক পাও কেউ নড়বে না।

ব্রুটাস। আঘাতের আগে কথা। হে দেশবাসী, এইটাই কি তোমাদের নীতি ?

অক্টে। তার মানে এই নয় যে তোমাদের মত কাজের থেকে কথা বেশী ভালবাসি।

ব্রুটাস। অসদুদ্দেশ্যমূলক আঘাতের থেকে সদ্বাক্য অনেক ভাল অক্টেভিয়াস।

এ্যান্টনি। তুমি আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টি কথা বলে চল। সীজারের বুকে যে ক্ষত করেছিলে তার কথা একবার ভাব। অথচ তখন তুমি বাইরে 'সীজার দীর্ঘজীবী হোন, বলে চীৎকার করে গলা ফাটিয়েছ।

ক্যাসিয়াস। এ্যান্টনি, তোমার আঘাতের ধরণ ধারণের এখনো কোন পরিচয় পাইনি তবে তোমার কথা হিব্রিয়ার মৌমাছিদের থেকেও মিষ্টি। তাদের মধুকেও মিষ্টতায় হার মানাবে।

এ্যান্টনি। শুধু মধুকে ? তীক্ষ্ণতায় তাদের হুলকে হার মানাবে না ?

ব্রুটাস। হ্যাঁ তাদের শব্দকেও। তুমি সেইসব মৌমাছিদের সমস্ত গুঞ্জন ধ্বনিকেও হরণ করেছ এ্যান্টনি। তুমিও তাদের মত হুল ফোটাবার আগেই ভীতি প্রদর্শন করো।

এ্যান্টনি। শয়তানের দল, তোমরা যখন সীজারকে হত্যা করেছিলে তখন কিন্তু তা করোনি। ঘৃণ্য ক্যাসকা যখন পিছন থেকে সীজারের ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ছুরিগুলো সীজারের দিকে একের পর এক করে এগিয়ে যায় তখন কিন্তু তোমরা তার আগে কোন ভীতি প্রদর্শন করে সতর্ক করে দাওনি। প্রথমে শান্ত বানরের মত দাঁত বার করে পরে শিকারী কুকুরের মত সে দাঁত দিয়ে দংশন করেছ। প্রথমে ক্রীতদাসের মত সীজারের পদলেহন করে পরে বিশ্বাসঘাতক শয়তানের রূপ ধারণ করেছিলে। হায়, যত সব চাটুকারের দল !

ক্যাসিয়াস। চাটুকার ! এবার নিজেকে ধন্যবাদ দাও ব্রুটাস। আজ যদি ক্যাসিয়াসের মত শাসনকর্তা থাকত তাহলে ও কখনো একথা বলতে সাহস পেত না।

অক্টে। নাও নাও এস। যদি যুদ্ধের আগে কথাবার্তা বলতে গিয়েই ঘাম

ছুটে যায় তাহলে পরে ত অনেক রক্ত ঝরবে। দেখ, এই আমি তরবারি কোষমুক্ত করলাম, এ তরবারি আমার কখন কোষবদ্ধ হবে জান? যতক্ষণ পর্যন্ত না সীজারের দেহের উপর বর্ষিত তেত্রিশটি আঘাতের প্রতিশোধ না নওয়া হচ্ছে অথবা যতক্ষণ না আর এক সীজার বিশ্বাসঘাতকদের তরবারির আঘাতে প্রাণ বলি না দিচ্ছে ততক্ষণ কোষবদ্ধ হবে না এ তরবারি।

ব্রুটাস। সীজার, তুমি কখনই বিশ্বাসঘাতকের হাতে মরতে পার না যদি তুমি নিজে বিশ্বাসঘাতক না হও।

এ্যাণ্টনি। ব্রুটাসের হাতে মরার জন্য আমি জন্মাইনি।

ব্রুটাস। তুমি তোমার দলের সবচেয়ে মহৎ লোক হলেও আমার হাতে তোমার মৃত্যু হলে তুমি লাভ করবে সবচেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু।

ক্যাসিয়াস। আমোদপ্রবণ লম্পট একটা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা রাগী তরুণমতি স্কুলবালক কখনো এ সম্মানের যোগ্য নয়।

এ্যাণ্টনি। বৃদ্ধ ক্যাসিয়াস এখনো জীবিত।

অক্টে। চল এ্যাণ্টনি, এখন চল। শোন বেইমানদের দল, যদি আজ যুদ্ধ করার সাহস থাকে তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আসবে আর যদি না থাকে তাহলে কখন হবে বলবে।

(অক্টেভিয়াস, এ্যাণ্টনি ও তাদের সেনাদলের প্রস্থান)

ক্যাসিয়াস। ঝড় উঠুক, সমুদ্রের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠুক, তবু তরণী ভাসিয়ে দাও, ভয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। ঝড় উঠলে বিপদ আসবেই।

ব্রুটাস। কই লুসিলিয়াস আছ? তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

লুসিলিয়াস। হুজুর। (ব্রুটাস ও লুসিলিয়াস আড়ালে কথা বলতে লাগল)

ক্যাসিয়াস। মেসেলা।

মেসেলা। কি বলছেন স্যার?

ক্যাসিয়াস। মেসেলা, আজ আমার জন্মদিন, আজ ক্যাসিয়াসের জন্ম হয়েছিল। তোমার হাত দাও, করমর্দন করি। তুমি সাক্ষী রইলে, আজ আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিভাবে সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হলাম। তুমি জান আগে আমি এপিকিউরাস ও তাঁর মতবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি এবং এখন অশুভ লক্ষণে কিছুটা বিশ্বাস করি। সার্দিস থেকে আসার পথে আমাদের পতাকার উপর দুটো বিরাটকায় ঈগল এসে বসে এবং আমাদের

সৈনিকদের হাত থেকে খাবার খায়। তারা আমাদের সঙ্গে ফিলিপ্পি পর্যন্ত আসে। কিন্তু আজ সকালে তারা উড়ে চলে গেছে। তাদের জায়গায় যত সব শকুনি, কাক আর চিল উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের মাথার উপরে। তারা উড়ছে আর আমাদের পানে নিচের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, যেন আমরা তাদের অসহায় শিকার। তাদের বিশাল কালো ছায়াটা এক অশুভ চন্দ্রাতপের মত ঢেকে রেখেছে আমাদের সেনাবাহিনীকে। আর আমাদের সৈনিকরা তাদের মরদেহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য।

মেসালা। ও সব বিশ্বাস করবেন না।

ক্যাসিয়াস। আমি এসব অংশতঃ বিশ্বাস করি; পুরো নয়। কারণ আমি উদ্যমী এবং তেজস্বী। স্থিরভাবে বিপদের সম্মুখীন হবার মত সংকল্পের অভাব হয় না কখনো।

ব্রুটাস। আমারও তাই লুসিলিয়াস।

ক্যাসিয়াস। হে মহান ব্রুটাস, আজ পর্যন্ত দেবতারা সুপ্রসন্ন রয়েছে আমাদের উপর। আমাদের প্রার্থনা, শান্তিতে যেন জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি। কিন্তু মানুষের জীবনের সব ঘটনাই যখন অনিশ্চিত, তখন খারাপটাই ধরে নিতে হবে। যদি আমাদের পরাজয় হয় এ যুদ্ধে তাহলে এই হবে আমাদের দুজনে একসঙ্গে শেষ কথা বলা। তুমি তাহলে কি করবে?

ব্রুটাস। যে যুক্তি দেখিয়ে আমি কেটোকে আত্মহত্যা করার জন্য দোষ দিয়েছিলাম, সেই যুক্তি আমার নিজের উপরেও প্রয়োগ করতে চাই। আমি জানি না কেন মানুষ এ কাজ করে, তবে ভবিষ্যতে কি ঘটবে এই ভয়ে আত্মহত্যা করা কাপুরুষ আর নীচাশয়ের কাজ বলে মনে করি আমি? যে বৃহত্তর দৈবশক্তি মর্ত্যমানুষের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন, আমি চাই ধৈর্যে বুক বেঁধে সেই শক্তির অমোঘ বিধানকে সহ্য করে যেতে।

ক্যাসিয়াস। তাহলে তুমি বলতে চাও এ যুদ্ধে হেরে গেলে তুমি রোমের রাজপথে ওদের বন্দীরূপে ওদের জয়যাত্রার শোভা বৃদ্ধি করবে?

ব্রুটাস। না ক্যাসিয়াস তা নয়। একজন প্রকৃত রোমান হয়ে তুমি একথা ভেবো না যে ব্রুটাস বন্দী অবস্থায় নীত হবে রোমে। তাঁর মন অনেক বড়। তবে এটা ঠিক, পনেরই মার্চ যে কাজ শুরু হয়েছিল আজই তার শেষ হবে।

আবার আমাদের দেখা হবে কি না বলতে পারি না। সুতরাং আমার শেষ বিদায় গ্রহণ করো। যদি আমাদের আবার দেখা হয় আমরা হাসিমুখে মিলিত হব আর যদি তা না হয় তাহলে আমাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ বিদায়ের কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

ক্যাসিয়াস। চিরদিনের জন্য বিদায় ব্রুটাস। দেখা হলে আবার আমরা হাসব আর না হলে চিরঅক্ষয় হয়ে থাকবে আমাদের এই বিদায়।

ব্রুটাস। তাহলে এগিয়ে চল। হায়, দিন শেষ হবার আগেই মানুষ যদি কর্মফলের কথা জানতে পারত। কিন্তু দিন ত শেষ হবেই আর সব কাজের পরিণতির কথাও জানতে পারা যাবে। তবে আর দুঃখ করে লাভ কি? চলে এস সব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফিলিপ্পির সন্নিকটস্থ প্রান্তর। সমরক্ষেত্র।

তূর্যধ্বনি। ব্রুটাস ও মেসেলার প্রবেশ

ব্রুটাস। মেসেলা তুমি ঘোড়ায় চেপে গিয়ে এই কাগজগুলো ওপক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে এস। তারা এখনি এগুলো যেন পড়ে ফেলে। কারণ আমি অক্টেভিয়াসের সেনাদলের মধ্যে এক হিমশীতল হতোদ্যমের ভাব দেখতে পেয়েছি। একটু চেষ্টা করলেই তাদের মন ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। যাও যাও।

মেসেলা। সৈন্যদের নেমে আসতে বল।

তৃতীয় দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক দিক।

তূর্যধ্বনি। ক্যাসিয়াস ও টিটিনিয়াসের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। দেখ দেখ, টিটিনিয়াস, শয়তানরা পালাচ্ছে। আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই শত্রু বলে প্রমাণিত হয়েছি আমি। আমার এই পতাকাবাহী লোকটা পালাচ্ছিল, আমি তাকে খুন করে এই পতাকাটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছি।

টিটিনিয়াস। ও ক্যাসিয়াস! ব্রুটাস যুদ্ধ শুরু করার আদেশটা একটু আগেই দিয়ে ফেলেছিল। প্রথমটায় অক্টেভিয়াস একটু বেকায়দায় পড়তেই ওরা বিরাট উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু এ্যাটনি আমাদের ঘিরে ফেললে ব্রুটাসের সৈন্যরা পালাতে শুরু করে।

পিণ্ডারাসের প্রবেশ

পিণ্ডারাস। দূরে পালিয়ে যান স্যার ক্যাসিয়াস। দূরে পালিয়ে যান।

মার্ক এ্যান্টনি আপনার তাঁবুতে ঢুকে পড়েছেন। সুতরাং পালিয়ে যান হে মহান ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস। ঐ পাহাড়টা অনেক দূরে অবস্থিত। দেখ দেখ টিটিনিয়াস, ওখানে যে তাঁবুগুলোতে আগুন জ্বলতে দেখছি ওগুলো কি আমাদের তাঁবু ?

টিটিনিয়াস। হ্যাঁ ওগুলো আপনাদের তাঁবু।

ক্যাসিয়াস। টিটিনিয়াস যদি তুমি আমাকে ভালবাস আমার এই ঘোড়াটা নিয়ে যত দূর সম্ভব দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে দেখে এস ঐ সৈন্যদল আমাদের শত্রু না মিত্র।

টিটিনিয়াস। চিন্তার ন্যায় দ্রুতগতিতে আমি ফিরে আসব এখনি।

(প্রস্থান)

ক্যাসিয়াস। যাও পিণ্ডারাস, পাহাড়টায় উঠে দেখ, টিটিনিয়াসকে লক্ষ্য করো আমার দৃষ্টিশক্তিটা চিরদিনই দুর্বল। দেখে আমাকে বল যুদ্ধের অবস্থা কি। (পিণ্ডারাস উঠতে লাগল) আজ আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। কালের চক্রাবর্তনে সেদিন ঘুরে এসেছে আবার এবং যেদিন শুরু হয়েছিল আমার এই জীবন সেইদিনই পরিসমাপ্তি ঘটবে তার। শেষ হয়ে গেছে আমার জীবনচক্রের ঘূর্ণাবর্তন। কই, কি খবর ?

পিণ্ডারাস। (উপর থেকে) ও স্যার !

ক্যাসিয়াস। কি খবর ?

পিণ্ডারাস। একজন অশ্বারোহী সৈন্য টিটিনিয়াসকে ঘিরে ফেলেছে, তবু সে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এবার ওরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। হায় টিটিনিয়াস ! এবার কোন কোন সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে, টিটিনিয়াসও নেমে পড়ল। ওরা ওকে ধরে ফেলল। ওই নতুন আনন্দে উল্লাস করছে ওরা। (চীৎকার)

ক্যাসিয়াস। আর দেখো না, নেমে এস। হায় আমি কি কাপুরুষ, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে চোখের সামনে আক্রান্ত দেখেও আমি বেঁচে রয়েছি।

পিণ্ডারাসের প্রবেশ

এদিকে এস। পার্শিয়াতে আমি বন্দী করেছিলাম তোমায়। তখন তোমার জীবন রক্ষা করার সময় শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, আমি যা কিছু তোমায় বলব, তুমি করবে। এখন এস তোমার শপথ রক্ষা করো। এখন তুমি মুক্তিলাভ করতে পার। এই সেই তরবারি যা একদিন সীজারের

নাড়ীভুঁড়ি ভেদ করেছিল; আজ এই তরবারি নিয়ে আমার বক্ষস্থল ভেদ করো। কোন কথা বলো না। তরবারির বাঁটটা ধরো। আমার মুখখানা এইভাবে ঢাকা পড়লে তরবারি দিয়ে বিদ্ধ করবে আমায়। (পিণ্ডারাস তরবারি দ্বারা আঘাত করল ক্যাসিয়াসকে) আজ তোমার প্রতিশোধবাসনা পূর্ণ হলো সীজার। এমন কি, যে তরবারি তোমায় হত্যা করেছিল সেই তরবারির দ্বারাই নিহত হলাম আমি। (মৃত্যু)

পিণ্ডারাস। এখন আমি মুক্ত। এ মুক্তি অবশ্য আমি চাইনি। ও ক্যাসিয়াস, এখন এ দেশ থেকে বহু দূরে চলে যাবে পিণ্ডারাস যেখানে কোন রোমবাসী দেখতে পাবে না তাকে। (প্রস্থান)

টিটিনিয়াস ও মেসালার প্রবেশ

মেসালা। এটা এমন কোন জোর পরিবর্তন নয় টিটিনিয়াস। অক্টেভিয়াস যেমন মহান ব্রুটাসের সেনাদলের কাছে পরাজিত হয়েছে তেমনি এ্যাণ্টনির সেনাদলের কাছে ক্যাসিয়াসের সেনাদল হয়েছে পরাজিত।

টিটিনি। এ খবর পেয়ে বেশ কিছুটা সান্ত্বনা পাবে ক্যাসিয়াস।

মেসেলা। তুমি যাবার সময় কোথায় দেখে যাও তাঁকে।

টিটিনি। তিনি তখন তাঁর দাস পিণ্ডারাসের সঙ্গে এই পাহাড়েই বিশেষ অশান্ত ও দুঃখিত চিত্তে অবস্থান করছিলেন।

মেসেলা। আচ্ছা উনিই কি মাটিতে রয়েছেন না?

টিটিনি। কিন্তু ওঁকে ত জীবিত বলে মনে হচ্ছে না।

মেসেলা। উনি নন কি?

টিটিনি। না, উনিই মেসেলা। কিন্তু ক্যাসিয়াস আর জীবিত নেই। হে অস্তগতপ্রায় সূর্য, রক্তলাল রশ্মি পরিবৃত হয়ে তুমি যেমন একটু আগে অস্ত গেছ তেমনি রক্তাক্ত অবস্থায় অস্ত গেছে ক্যাসিয়াসের জীবনসূর্য। সঙ্গে সঙ্গে রোমের গৌরবসূর্যও অস্তমিত আজ। এবার শুরু হবে মেঘ বৃষ্টি আর অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব। আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেল। আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তার ফলেই এ ঘটনা ঘটেছে।

মেসেলা। হ্যাঁ আমাদের জয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই এর জন্য দায়ী। হে ঘৃণ্যভ্রান্তি সংশয়গ্রস্ত বিষাদের সন্তান, মানুষের আগ্রহান্বিত মনের সামনে মিথ্যা বস্তুকে কেন প্রতিভাত করে তোল তুমি? হে ভ্রান্তি, সাধারণতঃ হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা থেকেই হয় তোমার জন্ম, তাই কখনই

সুখের হয় না সে জন্ম। তুমি যার থেকে প্রসূত হও তাকেই হত্যা করো পরিশেষে।

টিটিনি। কই পিণ্ডারাস, কোথায় তুমি ?

মেসেলা। খুঁজে বার করো তাকে। আমি ব্রুটাসকে খবরটা দিইগে। আমি বলতে পারি হৃৎপিণ্ডভেদকারী ইস্পাতের তরবারি অথবা বিষাক্ত তীরের মতই এ দুঃসংবাদ যন্ত্রণাদায়ক হবে তাঁর কর্ণকুহরে।

টিটিনি। তুমি যাও মেসেলা আর আমি পিণ্ডারাসকে খুঁজি। (মেসেলার প্রস্থান) কেন তুমি আমায় পাঠালে হে বীর ক্যাসিয়াস ? তুমি কি বুঝতে পারনি ওরা ছিল আমাদের মিত্রসৈন্য এবং আমার গলে ওরা জয়ের মালা পরিয়ে দেয় আর এ সুসংবাদ তোমাকে জানাতে বলে ? তুমি কি তাদের আনন্দোল্লাস শুনতে পাওনি ? হায়, হায় তুমি সব কিছুরই ভুল ব্যাখ্যা করেছিলে। তবু এই জয়ের মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই। ব্রুটাস এ মালা তোমাকেই দিতে বলেছিলেন। এস ব্রুটাস, দেখ কতখানি শ্রদ্ধা আমি কায়াস ক্যাসিয়াসকে করি। হে দেবতারা, সাক্ষী থাক, আমি আমার রোমানের পবিত্র কর্তব্য পালন করছি। এস ক্যাসিয়াসের তরবারি, টিটিনিয়াসের হৃৎপিণ্ডটাকেও তুলে নাও। (মৃত্যু)

তূর্যধ্বনি। ব্রুটাস, তরুণ কেটো, স্ট্র্যাটো, ভলিউমনিয়াস ও লুসিলিয়াসসহ মেসেলার প্রবেশ

ব্রুটাস। কোথায়, কোথায় মেসেলা, উনি শায়িত হয়ে আ[illegible]।

মেসেলা। ওই দেখ, ওইখানে টিটিনিয়াস বিলাপ করছে তাঁর মৃত্যুতে।

ব্রুটাস। কিন্তু টিটিনিয়াসের মুখটা উপর দিকে কেন ?

কেটো। উনিও মৃত।

ব্রুটাস। হে জুলিয়াস সীজার, তুমি এখনো সত্যিই অপরাজেয় ! আজ তুমি না থাকলেও তোমার সূক্ষ্ম আত্মা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র এবং আমাদের তরবারিগুলোকে বাধ্য করছে আমাদেরই মর্মমূল বিদ্ধ করতে।

(মৃদু তূর্যধ্বনি)

কেটো। হে বীর টিটিনিয়াস ! দেখুন ও কেমন মাল্যভূষিত করেছে মৃত ক্যাসিয়াসকে।

ব্রুটাস। জীবিত রোমানদের মধ্যে এদের মত লোক আর পাওয়া যাবে কি ? রোমে কি এদের মত লোকের আর জন্ম হবে কখনো ? অসম্ভব। হে

রোমের শেষ সার্থক সন্তানদ্বয়, বিদায় তোমাদের। বন্ধুগণ, আমাকে আরও অশ্রু বিসর্জন করতে হবে। সে অশ্রু বিসর্জন করার অনেক সময় পাব ক্যাসিয়াস। চলে এস তোমরা, ক্যাসিয়াসের মৃতদেহ যেমসে পাঠিয়ে দাও। কারণ ওঁর শেষকৃত্য এ শিবিরে সম্পন্ন হলে আমাদের দুঃখ বেড়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এস লুসিলিয়াস, চলে এস কেটো। ভ্যারো আর ক্লডিয়াস, আবার যুদ্ধ শুরু করো। এখন রাত্রি তিনটে। এ রাত্রি শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় যুদ্ধে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে ফেলব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক অংশ।

তূর্যধ্বনি। ব্রুটাস, মেসেলা, তরুণ কেটো, লুসিলিয়াস ও ক্লডিয়াসের প্রবেশ

ব্রুটাস। তবুও হে স্বদেশবাসী, তোমাদের মাথা উঁচু করে তুলে ধরো।

কেটো। এমন কোন অবৈধ সন্তান আছে যে তা করবে না। কে যাবে আমার সঙ্গে চলে এস, যুদ্ধক্ষেত্রে সগর্বে আমার নাম ঘোষণা করব। আমি হচ্ছি মার্কাস কেটোর পুত্র, অত্যাচারীর পরম শত্রু এবং স্বদেশবাসীর পরম বন্ধু। আমি হচ্ছি কেটোর সন্তান।

যুদ্ধরত সৈনিকদের প্রবেশ

ব্রুটাস। আর আমি হচ্ছি ব্রুটাস। মার্কাস ব্রুটাস, আমার দেশবাসীর বন্ধু। আমার কথা মনে রেখো। (ব্রুটাসের প্রস্থান ও কেটোর পতন)

লুসিলিয়াস। হে তরুণ অথচ মহান কেটো, তুমিও টিটিনিয়াসের মতই বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে! তুমি যথার্থই কেটোর সন্তান এবং সম্মানের পাত্র।

১ম সৈনিক। হয় আত্মসমর্পণ করো অথবা মৃত্যুকে বরণ করো।

লুসিলিয়াস। আমি মরতে চাই। (টাকার থলি দান করে) এতে অনেক টাকা আছে। এইসব নিয়ে তুমি আমায় সরাসরি মেরে ফেল। তারপর ব্রুটাসকে হত্যা করে বিশেষ সম্মান লাভ করো।

১ম সৈনিক। না আমি তা করব না। তিনি একজন মহান বন্দীর মর্যাদা পাবেন আমাদের হাতে।

এ্যান্টনির প্রবেশ

২য় সৈনিক। সরে গিয়ে পথ করে দাও, এ্যান্টনিকে বল ব্রুটাস বন্দী হয়েছেন।

১ম সৈনিক। আমাদের সেনানায়ক এসে গেছেন, আমি খবরটা দেব। ব্রুটাস বন্দী হয়েছেন স্যার।

এ্যান্টনি। কোথায় তিনি ?

লুসিলিয়াস। নিরাপদ স্থানে এ্যান্টনি। ব্রুটাস এখন নিরাপদে আছেন। আমি জোর গলায় বলতে পারি কোন শত্রু মহান ব্রুটাসকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পারবে না। এই ধরনের নিদারুণ লজ্জা থেকে দেবতারা ক্ষমা করবেন তাঁকে। জীবিত অথবা মৃত যখন যেভাবেই তাকে পাও না কেন, ব্রুটাস ব্রুটাসের মতই থাকবে। এ্যান্টনি। তোমরা যাকে ধরেছ ইনি ব্রুটাস নন বন্ধু। তবে অবশ্য এর দামও কম না। এই লোকটিকেও নিরাপদে রাখবে। তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। এই ধরনের লোক আমাদের শত্রু না হয়ে বন্ধু হলেই ভাল হত। এখন অক্টেভিয়াসের শিবিরে গিয়ে খবর নাও সেখানকার অবস্থা কি।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ।

ব্রুটাস, দার্দানিয়াস, ক্লিটাস, স্ট্রাটো ও ভলিউমনিয়াসের প্রবেশ

ব্রুটাস। আমাদের পক্ষে অবশিষ্টাংশ বন্ধুগণ, এস এই পাহাড়টার উপরে একটু বিশ্রাম করো।

ক্লিটাস। স্ট্রাটিনিয়াস আমাদের মশালহাতে পথ দেখাচ্ছিল, কিন্তু ও আর ফিরে আসেনি। হয় সে বন্দী হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে।

ব্রুটাস। তুমি বল ক্লিটাস, এখন ত মৃত্যুর ছড়াছড়ি চলছে জগতে। এখন ত মৃত্যু এক স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শোন ক্লিটাস।

(চুপি চুপি ক্লিটাস কি বলল)

ক্লিটাস। কি, আমি ? না স্যার, গোটা দুনিয়াটার বিনিময়েও একাজ করতে পারব না আমি।

ব্রুটাস। চুপ করে থাক তাহলে। কোন কথা বলো না।

ক্লিটাস। তার চেয়ে নিজেকে হত্যা করব আমি।

ব্রুটাস। দার্দানিয়াস শোন।

দার্দানিয়াস। এ কাজ কি আমি করতে পারব ?

ক্লিটাস। ও দার্দানিয়াস !

দার্দানিয়াস। ও ক্লিটাস !

ক্লিটাস। কি অন্যায় অনুরোধ ব্রুটাস তোমায় করলেন ?

দার্দানি। উনি আমাকে ওঁকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করলেন। উনি বিষণ্ণ হয়ে কি ভাবছেন ?

ক্লিটাস। ওর দুচোখ এখন দুঃখের অশ্রুতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

ব্রুটাস। এস ভলিউমনিয়াস, একটা কথা শোন।

ভলিউমনিয়াস। কি বলছেন স্যার ?

ব্রুটাস। বলত ভলিউমনিয়াস, সীজারের প্রেতাত্মা দুদিন রাত্রিকালে আবির্ভূত হয়েছিল আমার কাছে। একবার সার্ভিয়ায় থাকাকালে আর একবার গতরাত্রিতে এই ফিলিপ্পির প্রান্তরে। আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

ভলিউমনি। না, তা কখনই নয় স্যার।

ব্রুটাস। না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ভলিউমনিয়াস। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখছ না ? শত্রুরা আমাদের কেমন বেকায়দায় ফেলেছে। বন্ধু ভলিউমনিয়াস, তুমি জান, আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুল যেতাম। সেই বাল্যপ্রেমের খাতিরে অন্ততঃ এই তরবারির বাঁটটা ধর ; আমি এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ভলিউমনি। এটা কখনো বন্ধুর কাজ নয় স্যার। (তূর্যধ্বনি)

ক্লিটাস। পালিয়ে যান স্যার, পালিয়ে যান। এখানে এভাবে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না।

ব্রুটাস। তোমাদের সকলকে বিদায়। বিদায় ভলিউমনিয়াস। স্ট্র্যাটো, তুমি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলে, তোমাকেও বিদায়। আজ এই ভেবে আমার অন্তর আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে উঠছে যে আমি এমন কোন লোকের সংস্পর্শে আসিনি যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত। এ যুদ্ধে অক্টেভিয়াস ও মার্ক এ্যাণ্টনি যা পাবে তার থেকে এ পাওয়া কিছু কম নয়। সুতরাং বিদায় হে দেশবাসী। ব্রুটাসের জীবনকাহিনীর আজ সব শেষ। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আমার চোখে। যে চিরবিশ্রাম লাভ করার জন্য আমি সারাজীবন পরিশ্রম করে এসেছি, আজ তা লাভ করতে চলেছি আমি। (ভিতরে তূর্যধ্বনি ও 'পালাও পালাও' রবে চীৎকার)

ক্লিটাস। পালিয়ে যান স্যার।

ব্রুটাস। তোমরা যাও, আমিও যাচ্ছি তোমাদের পিছু পিছু। (ক্লিটাস, দার্দানিয়াস ও ভলিউমনিয়াসের প্রস্থান) আমার অনুরোধ, স্ট্র্যাটো তুমি তোমার প্রভুর পাশে যাও। তুমি সত্যিই ভাল লোক, তোমার মর্যাদাবোধ আছে। তুমি আমার এই তরবারিটা ধরো, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নাও। ধরবে স্ট্র্যাটো ?

স্ট্র্যাটো। আগে আপনার হাতটা দিন করমর্দন করি। বিদায় হে প্রভু।

ব্রুটাস। বিদায় স্ট্র্যাটো। স্থির হও সীজার, যতখানি ইচ্ছার সঙ্গে আমি আত্মহত্যা করছি, তার অর্ধেকও তোমাকে হত্যার সময় ছিল না আমার।
(তরবারির উপর পতন ও মৃত্যু)

তূর্যধ্বনি। পশ্চাদপসরণ। অক্টেভিয়াস, এ্যাটনি, মেসেলা, লুসিলিয়াস ও সেনাদলের প্রবেশ

অক্টেভিয়াস। তুমি কার লোক ?

মেসেলা। আমার মনিবের লোক। স্ট্র্যাটো, তোমার মনিব কোথায় ?

স্ট্র্যাটো। তুমি যে বন্দীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছ তার থেকে তিনি মুক্ত।

মেসেলা। বিজয়ীরা শুধু তাঁর দেহটা ভস্মীভূত করতে পারে। ব্রুটাস নিজেকে নিজেই জয় করেছে। কেউ তাঁকে হত্যা করার সম্মান লাভ করতে পারেনি।

লুসিলিয়াস। তোমায় ধন্যবাদ ব্রুটাস, লুসিলিয়াসের কথাই সত্যে পরিণত হলো।

অক্টে। যারা ব্রুটাসের কাছে কাজ করত, আমি তাদের সকলকেই চাকরি দেব। আচ্ছা তুমি কি আমার অধীনে কাজ করবে ?

স্ট্র্যাটো। মেসেলা যদি তা চায় ত করব।

অক্টে। ওকে তা করতে বল মেসেলা।

মেসেলা। আমার মনিব কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন ?

স্ট্র্যাটো। আমি তরবারিটা ধরেছিলাম আর উনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার উপর।

মেসেলা। অক্টেভিয়াস, তাহলে আপনি ওকে নিতে পারেন। ও-ই শেষবারের মত আমার প্রভুর সেবা করে।

এ্যাটনি। ইনি ছিলেন সমস্ত রোমানদের মধ্যে মহত্তম ব্যক্তি। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা যখন মহান সীজারের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষার তাড়নায় তাঁকে হত্যা করেছিল, তখন একমাত্র ব্রুটাসই জনগণের কল্যাণ সাধনের এক সং আদর্শের খাতিরেই এ কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং জীবনের সদ্‌গুণগুলো এমন সুষম ও সমানুপাতিকভাবে নিহিত ছিল তাঁর মধ্যে প্রকৃতি সারা বিশ্বের মাঝে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে, ইনি ছিলেন একজন মানুষের মত মানুষ।

অক্টে। তাঁর গুণাবলীর স্বীকৃতি হিসাবে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করব আমরা। আজকের রাত্রির মত তাঁর মৃতদেহ আমার শিবিরেই সম্ভ্রমৃত বীর সৈনিকের মতই সম্মানের সঙ্গে শায়িত থাকবে। এখন যুদ্ধ থামাতে বল। চল, আজকের এই শুভ বিজয়গৌরবের অংশ গ্রহণ করতে আমরাও যাই। (সকলের প্রস্থান)

দি টেম্পেষ্ট

এ্যালোনসো : নেপলস্‌এর ডিউক
সেবাস্তান : ঐ ভ্রাতা
প্রস্‌পারো : মিলানের প্রকৃত ডিউক
এ্যান্টনিও : ঐ ভ্রাতা ও মিলানের বর্তমান ডিউক
ফার্ডিন্যাণ্ড : নেপলস্‌এর রাজপুত্র
গঞ্জালো : রাজার অমাত্য
আড্রিয়ান, ফ্রান্সিসকো } সভাসদগণ
ক্যালিবন : অসভ্য ও বিকৃতদেহ ক্রীতদাস
ট্রিনকালো : বিদূষক
স্তেফানো : মাতাল ভৃত্য

জাহাজচালক
নাবিকগণ
খালাসীগণ
মিরান্দা : প্রস্‌পারোর কন্যা
এরিয়েল : অদৃশ্য প্রেতাত্মা
আইরিস, সিরিস, জুনো, জলপরীগণ, শস্যকর্তনকারিণীগণ } প্রেতগণ
প্রস্‌পারোর অধীনস্থ অন্যান্য প্রেতগণ
ঘটনাস্থল : প্রথমে সমুদ্রমধ্যস্থ এক জাহাজ ও পরে অনধ্যুষিত এক দ্বীপ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সমুদ্রমধ্যস্থিত এক জাহাজ। ঝড়, বজ্র ও বিদ্যুতের শব্দ শোনা যায়।

জাহাজচালক ও জনৈক খালাসীর প্রবেশ

জাহাজচালক। নাবিক!

খালাসী। এই যে আমি এখানে। কি, খবর ভাল ত?

চালক। ভাল, নাবিকদের ডাক। তাদের সাবধানে জাহাজ চালাতে বল, তা না হলে জাহাজ চরে আটকে যাবে। যাও যাও। (প্রস্থান)

নাবিকদের প্রবেশ

খালাসী। কই সব, তোমরা শোন শোন। সুখবর আছে। উপরে পালের কাছে চলে যাও। আমাদের জাহাজচালকের বাঁশি বাজাতে শুরু করে

দাও। সে বাঁশির শব্দে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাতাস বিদীর্ণ হয় ততক্ষণ বাজাতে থাকবে। অবশ্য যদি তার সুযোগ পাও।

এ্যালোনসো, সেবাস্তান, এ্যা টনিও, ফার্ডিন্যাণ্ড, গঞ্জালো ও অন্যান্যদের প্রবেশ

এ্যালোনসো। ও ভাই খালাসী, তোমাদের চালক কোথায়? ভাল করে যত্ন নিয়ে চালাবে। অন্যান্য লোকজনদের জড়ো করো।

খালাসী। এখন আপনারা নীচে যান।

এ্যাণ্টনিও। জাহাজচালক কোথায় বল ত?

খালাসী। তুমি তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছ না? তুমি আমাদের কাজটা নষ্ট করে দিলে। তুমি তোমার কেবিনটা ঠিক রাখগে। তা না হলে ঝড়কে আমাদের ক্ষতি করতে সাহায্য করবে।

গঞ্জালো। না না, তুমি একটু ধৈর্য ধরে শোন।

খালাসী। সমুদ্রের যখন এই অবস্থা তখন আর শুনব কি। যাও যাও। রাজার নামে তার খাতিরে সমুদ্রের এই গর্জনকে আমি গ্রাহ্য করি না। আর কোন কথা বলো না, কেবিনে চলে যাও। আমাদের বিরক্ত করো না।

গঞ্জালো। তবু একবার মনে করে দেখ কখন জাহাজে চেপেছ।

খালাসী। আমাদের জীবনের ভয় আছে, আমি নিজের থেকে আর কাউকে বেশী ভালবাসি না। আপনারা হচ্ছেন রাজার মন্ত্রী, আপনারা যদি এই ঝড় বৃষ্টি হুকুম দিয়ে থামিয়ে দিতে পারেন এবং সমুদ্রকে শান্ত করে দিতে পারেন তাহলে আমাকে আর দড়ি নিয়ে টানাটানি করতে হবে না। আপনারা আপনাদের প্রভুত্ব প্রযোগ করে দেখুন। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে জানবেন আমাদের জন্যেই এতক্ষণ বেঁচে আছেন এবং আমাদের ধন্যবাদ দেবেন তার জন্য। আপনারা কেবিনে গিয়ে কি হয় দেখুন। যে কোন দুর্ঘটনার জন্য তৈরি থাকুন। যদি এমন কিছু ঘটে—মন চাঙ্গা করে তুলুন—যান যান আমাদের কাজ করতে দিন। (প্রস্থান)

গঞ্জালো। এই লোকটার জন্যেই আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। আমার মনে হয় ও কখনো সমুদ্রে ডুবে যাওয়া কাকে বলে জানে না। জাহাজডুবির কবলে কখনো পড়েছে বলে মনে হয় না। তার মুখচোখে মলিনতার কোন ছাপ নেই। ও যতক্ষণ থাকবে আমাদের কিছু ভাবতে হবে না। ওর সৌভাগ্যের রশ্মি ধরে আমরাও উতরে যাব, তাছাড়া আমাদের কোন আশা নেই। (সকলের প্রস্থান)

খালাসীর পুনঃপ্রবেশ

খালাসী। মাস্তুলের উপরটা একটু নামাও। আর একটু নামাও। জাহাজটাকে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। (ভিতরে চীৎকার) চুলোয় যাক এই সব চীৎকার। তাদের চীৎকারে আমরা আমাদের কাজের কথা শুনতে পাচ্ছি না।

সেবাস্তান, এ্যান্টনিও ও গঞ্জালোর পুনঃপ্রবেশ

আবার এসেছেন আপনারা? আমরা কি আপনাদের জন্য কাজ বন্ধ করে সবাইকে ডুবিয়ে মারব? আপনাদের কি ডুবে মরার ইচ্ছা হয়েছে?

সেবাস্তান। তোমার মুখে পোকা হোক। এত চেঁচাচ্ছ কেন? নাস্তিক অধার্মিক, অভদ্র কুকুর কোথাকার!

খালাসী। তাহলে আপনারাই কাজ করুন।

এ্যান্টনিও। গলায় দড়ি দিয়ে মর খানকির বেটা কোথাকার! তুমি শুধু চেঁচাতে পার। আমরা ডুবতে ভয় পাই না তোমার মত।

গঞ্জালো। জাহাজটা যদিও বাদামের খোলার মত ভাসছে এবং অসতী মেয়ের মত ফুটো হয়ে গেছে তবু যদি আমাদের ডুবতে হয় তাহলে আমি ওকেই আগে ডুবতে বাধ্য করব।

খালাসী। ধর ধর, জাহাজটাকে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।

জলসিক্ত অবস্থায় নাবিকদের প্রবেশ

নাবিকগণ। সব গেল। সকলে প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করতে বসো। সব গেল।

খালাসী। কী, তাহলে আমাদের কি মুখগুলোতে ঠাণ্ডা জল ঢুকবে?

গঞ্জালো। রাজা আর যুবরাজ প্রার্থনায় বসেছেন। চল আমরা তাঁদের সাহায্য করিগে। আমাদেরও অবস্থা তাঁদের মতই।

সেবাস্তান। আমি ত আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

এ্যান্টনিও। কতকগুলো মাতালের পাল্লায় পড়ে আমাদের জীবনটা হারাতে হলো। এই মাতাল পাজী কোথাকার! এখানে কেন, ঢেউএর তলায় গিয়ে শুতে পারছিস না?

গঞ্জালো। সমুদ্রের ঢেউগুলো ওকে গিলে খাবার জন্য ছুটে আসছে, প্রতিটি জলবিন্দু ওকে ধিক্কার দিচ্ছে তথাপি ওর মত লোকের ফাঁসিকাঠে ঝোলা উচিত। (ভিতরে গোলমালের শব্দ, হে ভগবান দয়া করো, বাঁচাও, আমরা

গেলাম।) হে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিদায়। হে আমার ভাই বিদায়।

এ্যান্টনিও। রাজার সঙ্গে আমরা ডুবে মরব। (এ্যান্টনিও ও সেবাস্তানের প্রস্থান)

গঞ্জালো। আমি মাত্র এক একর শুকনো জমির জন্য এখন হাজার হাজার মাইলব্যাপী সমুদ্র দান করব—একফালি উষর অনুর্বর কাঁটাগাছে ভরা তামাটে প্রান্তর বা এই ধরনের একটা কিছু। ঈশ্বরের বিধান অমোঘ তা জানি, তবু আমি চাইব আমার মৃত্যুর জন্য শুকনো এক টুকরো জমি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। দ্বীপ। প্রস্পারোর আস্তানার সম্মুখস্থ স্থান

প্রস্পারো ও মিরান্দার প্রবেশ

মিরান্দা। হে আমার প্রিয়তম পিতা, এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনশীল জলরাশিকে শান্ত করার কোন শক্তি যদি তোমার থাকে তাহলে তা করো। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা আর সমুদ্রের জলরাশি নিবিড় মেঘমালার গণ্ডদেশকে স্পর্শ করার জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ঢেউএর সঙ্গে ঢেউএর ঘর্ষণে আগুন বার হচ্ছে। অসহায় জাহাজডুবি মানুষদের বিপন্ন অবস্থা দেখে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে আমার সহানুভূতিশীল মন। যে জাহাজটি এতক্ষণ সাহসের সঙ্গে ঢেউএর বিরুদ্ধে লড়াই করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সে জাহাজে নিশ্চয় কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ আছে তাদের আর্ত চীৎকার আমার মর্মমূলে গিয়ে আঘাত হেনেছে। তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। যদি আমার হাতে সর্বশক্তিমান কোন দেবতা থাকতেন তাহলে আমি তাঁকে দিয়ে কিছু বিপন্ন মানুষসহ এই জাহাজটাকে গ্রাস করার আগেই আমি গোটা জাহাজটাকে পৃথিবীর গর্ভে ডুবিয়ে দিতাম।

প্রস্পারো। স্থির হও। আর তোমাকে বিস্ময়বিমূঢ় হতে হবে না। তুমি তোমার অন্তরকে এবার সান্ত্বনা দাও. কোন ক্ষতি কারো হবে না।

মিরান্দা। ওঃ দিনটা কি ভয়ঙ্কর!

প্রস্পারো। কোন ভয় নেই। হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি শুধু তোমার জন্যই এ কাজ করলাম। তুমি জান না তুমি কে, কোথা হতে আমি এসেছি, তুমি শুধু জান তোমার পিতা একটা ছোট্ট আস্তানার মালিক, তার বেশী কিছু না।

মিরান্দা। এর বেশী কিছু জানার কৌতূহল কোনদিন আমার চিন্তায় আসেনি।

প্রস্পারো। এখন তোমাকে আরো কিছু জানানো দরকার। তোমার হাতটা দাও। আমার যাদুমন্ত্রসিদ্ধ পোষাকটা আমার গা থেকে খুলে দাও। (বাইরের পোষাকটা খুলে ফেলল) এরই মধ্যে আছে আমার যাদুবিদ্যা। তোমার চোখ মোছ, সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যে ধ্বংসলীলা দেখে তোমার মনে স্বভাবতই করুণার উদ্রেক হয়েছিল সেই ধ্বংসের প্রতিরোধ আমি করব। আমার যাদুবিদ্যার মধ্যে এমন শক্তি আছে যার বলে আমি আদেশ দিয়েছি ঐ জাহাজে যাদের তুমি ডুবতে দেখেছ বা আর্তনাদ করতে শুনেছ সেই লোকদের একজনেরও যেন কোন ক্ষতি না হয়, এমন কি তাদের মাথার একগাছি চুলও যেন নষ্ট না হয়। বস, তোমায় আরো কিছু জানাতে হবে।

মিরান্দা। তুমি আমায় প্রায়ই বলতে তুমি আমায় বলবে আমি আসলে কে, কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে যেতে। বলতে, থাম, এখন না. এখনো সময় হয়নি।

প্রস্পারো। সে সময় এখন হয়েছে। এই মুহূর্তে তুমি তা শোনার জন্য প্রস্তুত হও। মনোযোগ দিয়ে তা শোন। আমরা যখন এই দ্বীপের আস্তানায় এসেছিলাম, তার অব্যবহিত আগের কথা কি মনে আছে তোমার? আমার মনে হয় তা নেই, কারণ তখন তোমার বয়স তিন বছরের একটুও বেশী ছিল না।

মিরান্দা। হ্যাঁ, সে কথা আমার অবশ্যই মনে আছে?

প্রস্পারো। কি ধরনের কথা? কোন মানুষ, কোন ঘরবাড়ি অথবা অন্য কিছুর ছবি—বল কি তোমার স্মৃতিতে আজো বেঁচে আছে।

মিরান্দা। সে সব বহুদিনের কথা, বহু দূরের কথা। স্পষ্ট নয়; অস্পষ্ট স্বপ্নের মতই মনে হয় সে কথা। আচ্ছা চার পাঁচজন মেয়েলোক আমায় দেখাশোনা করত না?

প্রস্পারো। হ্যাঁ তা ছিল এবং আরো বেশী ছিল। কিন্তু কেমন করে সেকথা তোমার মনে আছে মিরান্দা? সুদূর অতীতের অন্ধকার শূন্য পটভূমিকায় কিসের ছবি তুমি দেখতে পাও? এখানে আসার আগের কথা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে এখানে কিকরে এলে সেকথাও নিশ্চয় মনে থাকবে।

মিরান্দা। কিন্তু সেকথা আমার মনে নেই।

প্রস্‌পারো। তোমার মা ছিলেন বড় গুণবতী মহিলা। তিনি বলেছিলেন তুমি আমার কন্যা। তোমার পিতা ছিলেন মিলানের ডিউক। তুমিই ছিলে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

মিরান্দা। হে ভগবান! আমরা কি কারো দুষ্ট চক্রান্তে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছিলাম অথবা এখানে আসায় আমাদের মঙ্গলই হয়েছে।

প্রস্‌পারো। দুইই বলতে পার মা। কোন দুষ্ট চক্রান্তের তাড়নাতেই সেখান থেকে এসেছি আমরা। তবে এখানে আসার পর আমাদের ভালই হয়েছে।

মিরান্দা। একথা শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। এ কথা আমার মনে নেই। আরো বল বাবা।

প্রস্‌পারো। আমার ভাই তোমার কাকা এ্যান্টনিও তার মত বিশ্বাসঘাতক কোন ভাই হতে পারে না। তাকে আমি তোমার পরেই ভালবাসতাম। তার উপর আমি আমার রাজ্যভার ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন ডিউক হিসাবে প্রস্‌পারোর দানশীলতা ও উদারতার এমন খ্যাতি ছিল যে তার কোন তুলনা ছিল না। আমি কেবল পড়াশোনায় ডুবে থাকতাম বলে রাজ্যের কোন কিছুই আমি দেখতাম না। শাসনভার সব আমি আমার ভাইএর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার অবিশ্বস্ত কাকা—তুমি আমার কথা শুনছ ত?

মিরান্দা। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি বাবা।

প্রস্‌পারো। ক্রমে সে রাজকার্যে এমন পটু হয়ে উঠল যে সে একাই আমার সাহায্য ছাড়া সব করত। কি করতে হবে না হবে সব বুঝে ফেলল। আইভি লতা যেমন কোন গাছের গুঁড়ির গোটাটাকে লোকচক্ষু থেকে ঢেকে রেখে তার সব প্রাণরস শোষণ করে নেয়, আমার ভাইও তাই করতে লাগল। কিন্তু তুমি শুনছ না।

মিরান্দা। হ্যাঁ বাবা, আমি শুনছি।

প্রস্‌পারো। আমার অনুরোধ, শোন সব কিছু। আমি তখন এই জগতের পার্থিব সব কিছুকে অবহেলা করতে লাগলাম। আমার মনের উন্নতি আর তার অলঙ্করণই হয়ে উঠল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের কাজে উৎসর্গ করলাম নিজেকে। কিন্তু এইভাবে রাজকার্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আমার ভাইএর মত একজন সাধারণ লোকের মধ্যে ওর গুণগুলোকে অহেতুক বড় করে দেখে ভুল করেছিলাম আমি। আমি যে

বিশ্বাস তার উপর স্থাপন করেছিলাম সেই বিশ্বাসই তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল মিথ্যাবাদিতা আর কুপ্রবৃত্তি। ভাল পিতামাতার থেকে যেমন অনেক সময় কুসন্তান সৃষ্ট হয় তেমনি তার প্রতি আমার যে বিশ্বাসের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না সেই বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাস আর অন্যায়ের জন্ম নিল তার মধ্যে। আমার এই অপরিসীম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে আমার অর্থ ও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার করতে লাগল, মিথ্যা কথা বলতে লাগল আমার কাছে। সে নিজেকেই ডিউক ভাবতে লাগল এবং উচ্চাভিলাষ জাগতে লাগল তার মধ্যে।—শুনছ ?

মিরান্দা। শুনব না মানে ? তোমার এই কাহিনী কালা মানুষেও শুনতে পাবে।

প্রস্‌পারো। ক্রমে সে এমনই উদ্ধত ও দুঃসাহসী হয়ে উঠল যে সে তার আসল উদ্দেশ্যের উপর আর কোন গোপনতার আবরণ রাখল না। আমি আমার পাঠাগারে সব সময় আবদ্ধ থাকতাম, আমার রাজ্য সেখানেই ছিল সীমাবদ্ধ বলে সে আমাকে রাজকার্যে অযোগ্য ও অসমর্থ ভাবল। সে নিজেই নেপলস্‌এর রাজাকে কর দিত। ডিউক হিসাবে করণীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদন করত। হায় মিলান—তুমি কিনা সেই ঘৃণ্য লোকটার কাছে মাথা নত করলে হীনভাবে !

মিরান্দা। হা ভগবান।

প্রস্‌পারো। সব কিছু শুনে বল ও কি আমার ভাই ?

মিরান্দা। আমি যদি আমার পিতামহীর গর্ভের দোষের কথা ভাবি তাহলে আমার পাপ হবে। কিন্তু তার মত মহিলার গর্ভে কিকরে এমন কুসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রস্‌পারো। এবার শোন। নেপলস্‌এর রাজা আমার সঙ্গে শত্রুতা করে আমার ভাইএর আবেদন মঞ্জুর করল। আমার ভাই তাকে হয়ত প্রচুর নজরানা দিয়ে খুশি করেছিল। এইভাবে সে রাজাকে হাত করে আমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করল এবং রাজা মিলানের রাজ্যভার ও আনুষঙ্গিক সমস্ত মান সম্মান ভাইকে দান করল। বিশ্বাসঘাতক একদল সৈন্যও যোগাড় করল। তারপর কোন এক অন্ধকার মধ্যরাত্রিতে এ্যান্টনিও মিলান নগরীর দরজা খুলে আমার নির্বাসনের পথ পরিষ্কার করে দিল। মন্ত্রীরা এসে আমাকে এ কথা জানাতেই আমি তোমাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় কোলে তুলে নিয়ে চলে এলাম।

মিরান্দা। হায়, দুঃখের বিষয় যে আমি তখন কেমন করে কেঁদেছিলাম তা আমার মনে নেই।

প্রস্‌পারো। আর একটু শোন। এবার আমি বলব বর্তমানে আমাদের যা করতে হবে তার কথা। একথা না বললে আমার কাহিনীর কোন অর্থই হবে না।

মিরান্দা। আচ্ছা ওরা তখন কেন আমাদের মেরে ফেলল না?

প্রস্‌পারো। আমার কাহিনী শুনে এই প্রশ্ন অবশ্যই জাগবে। তবে মনে হয় ও তা সাহস পায়নি, কারণ রাজ্যের প্রজারা আমায় বিশেষভাবে ভালবাসত। ও তাই আমাকে হত্যা করে ওর হাতটাকে রক্তাক্ত করতে সাহস পায়নি। ওরা কয়েকজন আমাকে তখন তাই জাহাজে চাপিয়ে দিয়ে যায়। জাহাজটা ছিল একেবারে ভাঙ্গা—তার না ছিল পাল, না ছিল মাস্তুল। সেই ভগ্ন জাহাজটায় তারা আমাদের তুলে দিল। আমাদের তখন সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে চোখের জল ফেলা আর ঝড়ের মধ্যে আমাদের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসকে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

মিরান্দা। তখন আমি তোমাকে কতই না কষ্ট দিয়েছি।

প্রস্‌পারো। তখন তুমি কোন দেবদূতের মত আমায় রক্ষা করেছিলে। আমি যখন দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে সমুদ্রে আমার চোখের জল ফেলছিলাম তখন তুমি হাসছিলে। তোমার সেই নির্মল সহিষ্ণুতার হাসি ছিল স্বর্গীয় সুষমায় ভরা। আমি শুধু কি হবে অর্থাৎ আমার অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে আমার নিদার কথা সব ভুলে গিয়েছিলাম। তবু তুমি হাসছিলে।

মিরান্দা। কেমন করে আমরা কূলে এসে উঠলাম?

প্রস্‌পারো। ঈশ্বরের কৃপায়। গঞ্জালো নামক নেপলস্‌এর একজন সামন্তর উপর এই চক্রান্তকে সফল করে তোলার ভার পড়েছিল। আমি সব সময় পড়াশুনা নিয়ে থাকতাম বলে গঞ্জালো আমায় দয়া করে কিছু খাদ্য পানীয় আর পোষাক এনে দিয়েছিল আমার পড়ার ঘর থেকে।

মিরান্দা। সেই ভদ্রলোককে আর আমরা কখনো দেখতে পাব না?

প্রস্‌পারো। এবার আমি উঠি (পোষাকটা তুলে নিল গায়ে) এবার আমরা আবার আমাদের বর্তমান জীবনে ফিরে আসি। আমাদের সেই সকরুণ সমুদ্রযাত্রা শেষ করে একদিন এই দ্বীপে এসে উঠি। তারপর থেকে তোমাকে

উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দান করতে থাকি। অন্যান্য রাজকন্যার থেকে তুমি অনেক বেশী যত্ন করে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছ।

মিরান্দা। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ বাবা। কিন্তু এখন আমার শুধু জানতে ইচ্ছা হচ্ছে কেন তুমি এই সমুদ্রঝড়ের সৃষ্টি করেছিলে।

প্রস্‌পারো। জেনে রাখো, আমাদের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হয়ে এক আশ্চর্য দুর্ঘটনার আঘাতে আমার শত্রুদের এই কূলে এনে দিয়েছেন। আমি যদি এই ঘটনার সুযোগ গ্রহণ না করি তাহলে কোনদিন আর সৌভাগ্য লাভ করতে পারব না। এবার তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়। আর কিছু জানতে চেও না। (মিরান্দা ঘুমিয়ে পড়ল) কই আমার ভৃত্য কোথায়? এস এরিয়েল।

এরিয়েলের প্রবেশ

এরিয়েল। অভিবাদন গ্রহণ করুন প্রভু। আমি আপনার আদেশ পালনের জন্য এসেছি। সে আদেশ জলে ডোবা, আগুনে পোড়া বা মেঘের উপর চড়া যাই হোক না কেন আমি প্রস্তুত তা পালনের জন্য। আপনার আদেশ পালনে এরিয়েল তার সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রস্তুত।

প্রস্‌পারো। হে প্রেত, আমি তোমাকে যে ঝড় জাগাতে বলেছিলাম তা ঠিকমত জাগিয়েছিলে ত?

এরিয়েল। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমি রাজার জাহাজে নিজে চড়ে তার প্রতিটি কেবিন ও ডেকে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোন জায়গা ভেঙ্গে ও কোন জায়গা পুড়িয়ে দিয়ে তার লোকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছি। তারপর বজ্র আর বিদ্যুতের সৃষ্টি করে ওদের ভয় দেখিয়েছি। তার সঙ্গে ছিল ঝড়ের গর্জন আর তরঙ্গঘর্ষণজনিত আগুন।

প্রস্‌পারো। হে সাহসী প্রেতাত্মা, এমন কোন সাহসী ও ধীর স্থির মানুষ আছে যে এই বিপদে ঠিক থাকতে পারে, যার যুক্তিবোধ বিভ্রান্ত হয় না?

এরিয়েল। কেউ না মালিক। এ সময় সবাই উন্মাদের মত হয়ে ওঠে, মরিয়া হয়ে যা তাই করে থাকে। নাবিকরা ছাড়া আর সকলেই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। রাজপুত্র ফার্ডিন্যাণ্ড প্রথমে, 'নরকশূন্য করে সব শয়তানরা এখানেই এসে হাজির হয়েছে' এই বলে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে।

প্রস্‌পারো। কিন্তু ওরা কি এখনো কূলে ওঠেনি?

এরিয়েল। হ্যাঁ, খুব কাছে প্রভু।

প্রস্পারো। ওরা নিরাপদে আছে ত?

এরিয়েল। ওদের একটা চুলও নষ্ট হয়নি। ওদের পোষাকে একটু দাগও লাগেনি। বরং আগের থেকে ওদের পোষাকটা চকচকে দেখাচ্ছে। আপনার কথামত আমি ওদের এই দ্বীপপুঞ্জের এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছি। আর রাজপুত্র এখানকার এক জায়গায় একা কূলে ওঠেন। তাঁকে আমি হাঁটুতে মাথা রেখে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি।

প্রস্পারো। আচ্ছা রাজার জাহাজের নাবিকরা কিভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বল। অন্যান্য জাহাজেরই বা খবর কি?

এরিয়েল। নিরাপদে বন্দরে পৌঁছেছে। বন্দরের সেই নিরালা জায়গাটায় যেখানে কোন একদিন মধ্যরাত্রিতে আপনি আমাকে শিশির আনতে পাঠিয়েছিলেন সেই জায়গাটায় জাহাজটা পড়ে আছে। আর তার নাবিকরা জেঠির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি মন্ত্রদ্বারা তাদের শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। দলের বাকি যে জাহাজগুলো আমি ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলাম পরে তারা এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভূমধ্যসাগর ঘুরে নেপলস্‌এর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের ধারণা রাজার জাহাজটা ডুবে গেছে এবং রাজা প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রস্পারো। এরিয়েল, তুমি তোমার কাজ যথাযথভাবে পালন করেছ। কিন্তু আরো কাজ আছে তোমার জন্য। এখন সময় কত?

এরিয়েল। এখন দুপুর গত হয়েছে।

প্রস্পারো। এখন থেকে দুটো পর্যন্ত সময়টা ভালভাবেই কাটাতে হবে।

এরিয়েল। এখনো কি আরো কষ্ট করতে হবে? যদিও আপনি আমার অন্নদাতা, তথাপি আপনার একটা প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। সে প্রতিশ্রুতি কিন্তু আজও পালন করেননি।

প্রস্পারো। তোমার দাবিটা কি?

এরিয়েল। আমার মুক্তি।

প্রস্পারো। উপযুক্ত সময় না হতেই? তা কখনই হতে পারে না।

এরিয়েল। আমার প্রার্থনা, আপনি দয়া করে স্মরণ করুন, আমি আপনাকে কত সেবা দান করেছি। আমি মিথ্যা কথা বলছি না; আপনার আদেশ পালনে আমি কোন ভুল করিনি। আমি কোন অভিযোগ অনুযোগ করিনি

বা ক্ষোভ প্রকাশ করিনি আপনার বিরুদ্ধে। আপনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্ণ এক বছর পরেই আপনি আমায় মুক্তি দেবেন।

প্রস্‌পারো। তুমি ভুলে যাচ্ছ, কি ধরনের দুঃখভোগ থেকে তোমায় মুক্ত করেছি।

এরিয়েল। না ভুলিনি।

প্রস্‌পারো। হ্যাঁ ভুলে গেছ। তুমি ভাবছ তুমি গোটা সমুদ্রটাকে পার হবে আর উত্তরের তীক্ষ্ণ ধুলোভরা বাতাসের সঙ্গে ছুটে বেড়াবে।

এরিয়েল। আমি তা ভাবি না স্যার।

প্রস্‌পারো। তুমি মিথ্যা কথা বলছ পাজী কোথাকার! তুমি কি ভুলে গেছ ডাইনিবুড়ী সিকোরাক্সের কথা, যে বার্ধক্য আর প্রতিহিংসার মূর্ত প্রতীক, যার একটা বালতির মধ্যে জন্ম হয়েছিল? তুমি কি ভুলে গেছ তার কথা?

এরিয়েল। না স্যার।

প্রস্‌পারো। হ্যাঁ, তুমি ভুলে গেছ তার কথা। কোন জায়গায় তার জন্ম হয়েছিল? জায়গাটার নামটা বলত?

এরিয়েল। এ্যাল্জিয়ারে স্যার।

প্রস্‌পারো। তাই কি? এবার থেকে দেখছি প্রতি মাসে আমায় তোমার কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ করতে হবে, দেখতে হবে কি তুমি ভুলছ না ভুলছ। মানুষের নানারকম ক্ষতি করা এবং তার ভয়ঙ্কর যাদুবিদ্যা প্রয়োগের অপরাধে সিকোরাক্সকে এ্যাল্জিয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তবে তার একটা কাজের জন্য তার প্রাণনাশ করা হয়নি। এটা কি সত্যি নয়?

এরিয়েল। হ্যাঁ স্যার।

প্রস্‌পারো। নীলচোখো সেই বুড়ীটাকে এখানে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় আনা হয়েছিল। নাবিকরা তাকে এখানকার উপকূলে ফেলে রেখে যায়। তুমি এখন আমার চাকরগিরি করছ, একদিন তুমি ছিলে সেই ডাইনিবুড়ীর চাকর। সূক্ষ্ম প্রেতাত্মারূপে তুমি তার যত সব জাগতিক ঘৃণ্য ফাই ফরমাস খাটতে। একবার তুমি তার আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য সে তোমাকে পাইনগাছের একটা শুকনো ফুলের কুঁড়ির মধ্যে বারো বছর ধরে বন্দী করে রেখেছিল। সেইখানে তুমি যন্ত্রণায় চীৎকার করতে। তারপর তুমি এই দ্বীপে আস আর সেই ডাইনিবুড়ীটা একটা বাচ্চা প্রসব করে। সেটা হয় মানুষের মত দেখতে।

এরিয়েল। হ্যাঁ ছেলেটার নাম ক্যালিবন।

প্রস্‌পারো। বোকা কোথাকার, আমি বলছি শোন। ছেলেটা এখন আমার কাজ করে। তুমি বেশ জান, কী যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলে তুমি এবং আমি তোমায় কি অবস্থায় দেখেছিলাম। তোমার যন্ত্রণাকাতর সেই আর্তনাদ শুনে নেকড়ে বাঘ আর ভালুকগুলোও চীৎকার করত। যে যাদুবলে সিকোরাক্স তোমায় এ যন্ত্রণা দান করেছিল সে যাদুবলে কিন্তু সে তোমায় এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে পারত না; সে ক্ষমতা তার ছিল না। ওটা হচ্ছে আমার যাদুবিদ্যার কাজ। আমি তোমার আর্তনাদ শুনে সেখানে গিয়ে সেই পাইনফুলের কুঁড়িটা খুলিয়ে তোমাকে মুক্ত করি।

এরিয়েল। এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু।

প্রস্‌পারো। যদি আবার কোন অভিযোগের সুরে গজগজ করো বা ক্ষোভ প্রকাশ করো তাহলে আমি একটা ওকগাছের গুঁড়ি ফাটিয়ে তার মধ্যে তোমাকে আবার বারো বছর বন্দী করে রাখব, আবার তুমি তেমনি যন্ত্রণায় বারো বছর ধরে চীৎকার করবে।

এরিয়েল। আমায় ক্ষমা করবেন প্রভু। আমি বিনীতভাবে আপনার আদেশ পালন করে যাব।

প্রস্‌পারো। ঠিক আছে তাই করো। দিনদুই পরে তোমায় আমি মুক্তি দেব।

এরিয়েল। সেটা হবে আপনার মহত্বের কাজ প্রভু। বলুন কি করতে হবে।

প্রস্‌পারো। জলপরীর বেশে সমুদ্রে চলে যাও। তুমি এমন অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে যাতে একমাত্র আমি ছাড়া কারো চোখে তুমি প্রত্যক্ষ গোচর না হও। যাও, এই বস্তুটা নিয়ে যাও, পরে এখানেই ফিরে আসবে। তাড়াতাড়ি যাও। (এরিয়েলের প্রস্থান) এইবার ওঠ বাছা। তোমার ঘুম খুব ভালই হয়েছে। ওঠ।

মিরান্দা। তোমার সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমার মনটা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠেছিল।

প্রস্‌পারো। সে ব্যথা ঝেড়ে ফেল মন থেকে। আমরা এখন আমার ক্রীতদাস ক্যালিবনের কাছে যাব। সে কখনো আমার কথার সোজাভাবে উত্তর দেয় না।

মিরান্দা। ওই একটা শয়তান। আমি ওর পানে তাকাতেই চাই না।

প্রস্‌পারো। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান, ওকে আমরা ছাড়তেও পারি না। ও আমাদের জন্য কাঠ যোগাড় করে আনে, আমাদের অনেক লাভজনক কাজ করে। কই, আমার ক্রীতদাস ক্যালিবন আছিস? একটা আস্ত জড়পদার্থ কোথাকার!

ক্যালিবন। (ভিতর থেকে) ভিতরে অনেক কাঠ আছে।

প্রস্‌পারো। বেরিয়ে আয় বলছি। অন্য কাজ আছে। আয় বলছি কাছিম কোথাকার! বেরিয়ে আসতে কত সময় লাগবে?

জলপরীর বেশে এরিয়েলের পুনঃপ্রবেশ

বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। লক্ষ্মী এরিয়েল, কানে কানে একটা কথা শোন।

এরিয়েল। ঠিক আছে মালিক, এখনি করে ফেলব। (প্রস্থান)

প্রস্‌পারো। একটা দূষিত বিষাক্ত মনের ক্রীতদাস, তোকে শয়তানিতে পেয়েছে, চলে আয়।

ক্যালিবনের প্রবেশ

ক্যালিবন। আমার মা নোংরা জলা জায়গা থেকে দাঁড়কাকের যে পালক কুড়িয়ে শিশির দিয়ে পরিষ্কার করত সেই পালক তোমাদের দুজনের উপর পড়ুক। দক্ষিণ-পশ্চিমা বাতাস তোমাদের উপর প্রচণ্ডভাবে বয়ে তোমাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত করে দিয়ে যাক।

প্রস্‌পারো। তোর এই অভিশাপের জন্য আজ রাতেই তোর ভয়ঙ্কর পেট ব্যথা হবে। আর সারারাত তোর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হবে, এক ধরনের পোকা মৌমাছির থেকেও তীক্ষ্ণ হুল দিয়ে বিদ্ধ করবে তোকে।

ক্যালিবন। আমাকে এখন খেতে হবে। এই দ্বীপটা আমার। আমার মা সিকোরাক্সের তৈরি। তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। যখন তুমি প্রথম এখানে এসেছিলে তখন তুমি আমাকে আদর করতে, আমাকে দিন-রাতের আলোর গতিপ্রকৃতি শেখাতে এবং আমিও তোমায় ভালবাসতাম। ভালবেসে তোমায় এই দ্বীপপুঞ্জের কোথায় কোন ঝর্ণা বা উর্বর জায়গা জমি আছে তা দেখাতাম। আমার মা সিকোরাক্সের ব্যাঙ, আর বাদুরজাতীয় যেসব মন্ত্রগুলো একদিন আমার ছিল আজ সেগুলো তুমি আয়ত্ত করে নিয়েছ। আজ তুমি আমার এই শক্ত পাথরটায় বেঁধে বাকি গোটা দ্বীপটা কেড়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে।

প্রস্‌পারো। তুই হচ্ছিস মিথ্যাবাদী শয়তান। দয়ামায়া নয়, তোকে

সোজা করতে হলে চাই বেত্রাঘাত। আমি তোকে একদিন যত্ন করে নিজের আস্তানায় রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুই আমার মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করতে যাওয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমি।

ক্যালিবন। হলে ভালই হত। তুমিই তা আমায় করতে দাওনি। তা হলে আমি এই গোটা দ্বীপপুঞ্জ অসংখ্য ক্যালিবনে ভর্তি করে ফেলতাম।

মিরান্দা। ঘৃণ্য ক্রীতদাস। তোর সবটাই মন্দে ভরা, তুই কারো কোন ভাল গ্রহণ করতে পারিস না। আমি তোকে একদিন কত দয়া করতাম। দয়া করে তোকে কথা বলতে শেখাই, ভাষা শেখাই। আগে বন্য বর্বরের মত আঁকপাঁক করতিস, মনের কোন ভাব প্রকাশ করতে পারতিস না। কিন্তু তুই এতই দুষ্ট প্রকৃতির লোক যে তাতে তোর কোন মঙ্গলই হয়নি। সবই তুই খারাপ অর্থে নিয়েছিস। সুতরাং এই শাস্তিই তোর উপযুক্ত। এই বিরাট পাথরটা কারাগারের মতই তোকে বেঁধে রেখেছে।

ক্যালিবন। আমায় তুমি যে ভাষা শিখিয়েছিলে তাতে আমার একমাত্র এই লাভ হয়েছে যে আমি তা দিয়ে মানুষকে অভিশাপ দিতে শিখেছি। আর আমার এই উপকারের জন্য তুমি প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মর।

প্রস্পারো। দূর হয়ে যা ডাইনিবুড়ীর বেটা। তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য জ্বালানি কাঠ আন। তারপর আরো কাজ আছে। তুই হিংসা করছিস? যদি তুই আমার আদেশ অমান্য বা অবহেলা করিস তাহলে পেটব্যথা প্রভৃতি এমন সব ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ব্যবস্থা করব আমি তোর প্রতিটি অস্থি-মজ্জায় যে তোর সেই যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শুনে বনের পশুরাও কেঁপে উঠবে।

ক্যালিবন। না, তা দয়া করে করবেন না। (স্বগত) আমাকে অবশ্যই এর কথা মেনে চলতে হবে। ওর সে ক্ষমতা আছে। ও ওর যাদু দিয়ে আমার গুরু সেটিনসকেও কায়দা করতে পারে এবং তাকেও ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে।

প্রস্পারো। যা বলছি, দূর হয়ে যা।

(ক্যালিবনের প্রস্থান)

ফার্ডিন্যাণ্ডের আগে আগে অদৃশ্য গীতবাদ্যরত অবস্থায় এরিয়েলের প্রবেশ

এরিয়েলের গান

এস এস চলে এস হলদে বালির দেশে
হাত ধরে চুমো খাও মোদের ভালবেসে
সাবধানেতে পা ফেলবে ঢেউএর মাথার পরে
কুকুর ডাকে মোরগ ডাকে প্রেতরা বেড়ায় ঘুরে।

ফার্ডিন্যাণ্ড। এ সঙ্গীত কোথা হতে আসছে? আকাশ বা পৃথিবীতে কোথায় কে এ গান গাইছে? আমার মনে হয় নিশ্চয় এই দ্বীপের কোন দেবতার উদ্দেশ্যে এ গান গাওয়া হচ্ছে। আমি যখন সমুদ্রতীরে একাকী বসে আমার পিতা রাজার জাহাজডুবির কথা বিষণ্ণ মনে ভাবছিলাম তখন সমুদ্রের জলরাশি অতিক্রম করে দূরাগত এ সঙ্গীত আমার কানে প্রবেশ করে। তার মধুর ধ্বনি একই সঙ্গে সমুদ্রের প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর আমার বেদনার উপশম ঘটায়। তারপর আমি ধীরে ধীরে সেই সুমধুর সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ধ্বনি অনুসরণ করে এখানে আসি। কিন্তু সে ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল না? না, আবার শুরু হচ্ছে।

এরিয়েলের গান

তোমার পিতা শুয়ে আছে পাঁচ বাঁওএরি তলে
চোখগুলো তার মুক্তো হয়ে উঠবে দেখো জলে
হাড় থেকে তার হবে প্রবাল
এইভাবে হয় দ্বীপ যে বিশাল
তার মরদেহের কোন কিছুকেই দেবে নাক ফেলে
জলপরীরা ঘণ্টা বাজায় তার মৃত্যুকালে।
ঠুং ঠাং ঠুং ঘণ্টাধ্বনি ওই শোনগো বাজে
সে ধ্বনি তোমায় শুনতে হবে সকল কাজের মাঝে।

ফার্ডিন্যাণ্ড। আমার নিমজ্জিত পিতার কথা এ অপদেবতা মনে রেখেছে। এটা কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত আমার পিতার সব বৃত্তান্ত গানের মধ্য দিয়ে বলে দিল। এসব কোন মর্ত মানুষের নয়। আমি আমার উর্ধ্বদেশে শুনতে পাচ্ছি।

প্রস্‌পারো। তুমি তোমার চোখের পাতলা পর্দা সরিয়ে দেখ তোমার সামনে কে রয়েছে।

মিরান্দা। এটা কি? এটা কি কোন প্রেত? কিন্তু এর চেহারাটা ত বেশ বীরপুরুষের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা হয়ত কোন প্রেত।

প্রস্‌পারো। না মেয়ে, এ কোন প্রেত নয়। এ তোমার মতই খায় ঘুমোয় আর সব কিছু অনুভব করে। জাহাজডুবির মধ্যে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে এ হলো একজন। দুঃখে কাতর হওয়ার জন্য এর দেহসৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে। তোমার সামনে সুদর্শন যে ব্যক্তিটিকে দেখছ সে তার হারানো সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মিরান্দা। ওকে আমার দেবতা বলে মনে হচ্ছে। কারণ মানুষের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আমি দেখিনি।

প্রস্‌পারো। (স্বগত) আমি যা চেয়েছিলাম তাই হতে চলেছে। বল, বল প্রেতাত্মা, আমি তোমাকে দুইদিনের মধ্যে মুক্ত করব।

ফার্ডিন্যাণ্ড। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ইনিই হচ্ছেন এ দ্বীপপুঞ্জের দেবী। আমার প্রার্থনা হে দেবী, বল কেমন করে আমি এখানে এলাম আর তুমিই কি এ দ্বীপের অধীশ্বরী? আমার অপরিসীম বিস্ময়ের মূর্ত প্রতিমা, বল তুমি কি মানবী না দেবী!

মিরান্দা। এতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই, আমি মানবী।

ফার্ডিন্যাণ্ড। আমার ভাষা! হে ভগবান, আমার মুখে ভাষা দাও, শ্রেষ্ঠ ভাষা যা দিয়ে মানুষ সবচেয়ে সুন্দর কথা শ্রেষ্ঠ কথা বলতে পারে।

প্রস্‌পারো। সবচেয়ে ভাল ভাষা! নেপলস্‌এর রাজা যদি তোমার কথা শুনতে পায় তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে জান?

ফার্ডিন্যাণ্ড। এ দ্বীপের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই নেপলস্‌এর কথা বলতে শুনলাম। আমি যার জন্য কাঁদছি সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে, এ কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি আমি। আমিও নেপলস্‌এর লোক এবং আমি নিজের চোখে আমার পিতা রাজাকে ডুবে যেতে দেখেছি।

মিরান্দা। হায়, কী ধরনের দুঃখের কথা!

ফার্ডিন্যাণ্ড। বিশ্বাস করো, শুধু রাজা নয়, রাজার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেছে সব সভাসদরা, মিলানের ডিউক আর তার দুই বীর যমজ পুত্র।

প্রস্‌পারো। (স্বগত) তাদের এখন ডুবিয়ে মারা উচিত কি না তা মিলানের আসল ডিউক আর তার সুযোগ্য কন্যাই ঠিক করবে। ওরা প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি বিনিময় করেছে দুজনে। সূক্ষ্ম প্রেতাত্মা এরিয়েল, আমি তোমার

মুক্তি দান করব দুদিনের মধ্যেই। (ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রতি) একটা কথা স্যার, আমার ভয় হচ্ছে তুমি একটা অন্যায় করে ফেলেছ নিজের উপর।

মিরান্দা। কেন বাবা ওকে কটু কথা বলছ? জীবনে আমি এই তৃতীয় মানুষ দেখলাম আর জীবনে এই প্রথম দেখলাম আমার আকাঙ্ক্ষিত মানুষ যে মানুষকে আমি মনেপ্রাণে দেখতে চেয়েছি। দয়া করে আমার পিতা যেন আমার ইচ্ছার পথে বাধা সৃষ্টি না করেন।

ফার্ডিন্যাণ্ড। ওঃ, যদি এ নারী কুমারী হয় তাহলে একে আমি নেপলস্‌এর রানী করব।

প্রস্‌পারো। থাম স্যার, আর একটা কথা। (স্বগত) ওরা এখন পরস্পরের আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে। তবে এত তাড়াতাড়ি এ কাজ ঠিক হবে না। এই প্রেমের ব্যাপারটাকে কষ্টসাধ্য করে তুলতে হবে, কারণ যে বস্তু অনায়াসে লাভ করা যায় সে বস্তুপ্রাপ্তির গুরুত্ব লঘু হয়ে যায়। (ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রতি) একটা কথা আছে। আমি তোমাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। তুমি আমাকে এ দ্বীপ হতে উচ্ছেদ করার জন্য এখানে গুপ্তচর হয়ে এসেছ।

ফার্ডিন্যাণ্ড। না, যেহেতু আমি একজন মানুষ।

মিরান্দা। এমন সুন্দর দেহমন্দিরে কোন মন্দ জিনিস বাস করতে পারে না। কোন পাপাত্মা যদি এ দেহের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে পুণ্য প্রবৃত্তিগুলিও এর মধ্যে বাস করার জন্য সংগ্রাম করবে।

প্রস্‌পারো। আমার সঙ্গে এস। মিরান্দা, তুমি ওর হয়ে কোন কথা বলো না। আমি তোমার হাত পা বেঁধে রেখে দেব একসঙ্গে। তুমি সমুদ্রের জল পান করবে, শুকনো গাছের শিকড় আর ভূষিই হবে তোমার একমাত্র খাদ্য। এস আমার সঙ্গে।

ফার্ডিন্যাণ্ড। না, যাব না, আমি বাধা দেব। আমার প্রতিপক্ষ শত্রু আমার থেকে বেশী শক্তিশালী তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ ব্যবস্থা মেনে নেব না।

(অসি নিষ্কাশন করল। কিন্তু যাদুমন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)

মিরান্দা। হে আমার প্রিয় পিতা। ওকে দেখে খুবই ভদ্র মনে হচ্ছে। ও ধরনের মানুষ কখনো ভয়ঙ্কর হতে পারে না।

প্রস্‌পারো। আমি বলছি আমাকে অনুসরণ করো। তোমার তরবারি

কোষবদ্ধ করে রাখ। তোমার বিবেক অপরাধচেতনায় দূষিত বলে তুমি শুধু আস্ফালন করবে, কোন আঘাত করতে পারবে না। আমি এই কাঠিটা ছুঁইয়ে নিরস্ত্র করে দেব তোমায়। তোমার অস্ত্র হাত থেকে পড়ে যাবে। চলে এস।

মিরান্দা। আমার অনুরোধ শোন পিতা।

প্রস্পারো। সরে যাও, আমার পোষাকের উপর ঝুঁকে পড়ো না।

মিরান্দা। ওকে দয়া করো। আমি ওর জামীনথাকব।

প্রস্পারো। চুপ করো মেয়ে, আর একটা কথা বললেই আমি ভর্ৎসনা করব। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক প্রতারকের স্বপক্ষে ওকালতি করতে এসেছ! চুপ করো। তুমি মনে ভাবছ ওর মত সুন্দর মানুষ আর দুনিয়ায় নেই। কিন্তু জেনে রাখবে এমন অনেক ভাল মানুষ আছে ওর থেকে যাদের তুলনায় ও হচ্ছে ক্যালিবন আর যারা ওর তুলনায় সাক্ষাৎ দেবদূত।

মিরান্দা। আমার কামনাকে আমি এরই মাঝে বশীভূত রাখব। এর থেকে ভাল মানুষ যদিও থাকে তার প্রতি আমার কোন কামনা নেই।

প্রস্পারো। এস, আমার কথা শোন। তোমার দেহের স্নায়ুগুলো তোমার শৈশবাবস্থার মতই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তোমার মধ্যে কোন শক্তি নেই।

ফার্ডিন্যাণ্ড। হ্যাঁ সত্যিই তাই। স্বপ্নাবস্থার মত আমার সমস্ত চেতনা বিবশ হয়ে পড়েছে। এই লোকটির ভীতিপ্রদর্শন অপেক্ষা আমার পিতার মৃত্যু, আমার বন্ধুদের মৃত্যু এবং আমার অনুভূত দুর্বলতা আরও ভয়ঙ্কর। আমি যেখানেই কারারুদ্ধ থাকি না কেন, আমি যেন রোজ একবার করে এই নারীকে দেখতে পাই। তাহলে সারা পৃথিবীর মুক্তির আনন্দ আমি এই কারাগারের মাঝেই খুঁজে পাব।

প্রস্পারো। (স্বগত) মন্ত্রটা ভালই কাজ করেছে। এস আমার সঙ্গে। এরিয়েল তুমি ভালই কাজ করেছ। এরিয়েল, তোমায় কি করতে হবে না হবে পরে শুনবে।

মিরান্দা। দুঃখ করো না তুমি। আমার কথা শুনে যা মনে হচ্ছে তার থেকে আসলে উনি ভাল মানুষ। অবশ্য উনি যা করলেন তা খুবই অবাঞ্ছিত।

প্রস্পারো। (এরিয়েলের প্রতি) তুমি পর্বতোপরি উদ্দাম বাতাসের মতই হবে স্বাধীন, তবে আমার আদেশ পালন করবে সব সময়।

এরিয়েল। অক্ষরে অক্ষরে পালন করব সে আদেশ।

প্রস্‌পারো। (ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রতি) এস আমার সঙ্গে। (মিরান্দার প্রতি) ওর হয়ে কোন কথা বলো না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। দ্বীপের আর এক অংশ।

এ্যালোনসো, সেবাস্তান, এ্যান্টনিও, গঞ্জালো, অ্যাড্রিয়ান, ফ্রান্‌সিসকো ও অন্যান্যদের প্রবেশ

গঞ্জালো। আমার অনুরোধ, তোমরা সবাই আনন্দ করো, আমাদের যে কোন ক্ষতি হয়নি, আমরা সবাই নিরাপদে বেঁচে উঠেছি সেজন্য আনন্দ করো। আমাদের জাহাজডুবির যে দুঃখ আমরা ভোগ করছি তা খুবই সাধারণ; সে দুঃখ প্রতিদিন কত নাবিক কত ব্যবসায়ী অনুভব করে, কিন্তু যে উদ্ধার আমরা লাভ করেছি তা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনও কেউ লাভ করেনি। সুতরাং আমাদের দুঃখের সঙ্গে এই আনন্দের কারণটা তুলনা করে দেখ।

এ্যালোনসো। দয়া করে চুপ করো।

সেবাস্তান। ঠাণ্ডা খাদ্যের মত ও এক অলস সান্ত্বনা লাভ করছে।

এ্যান্টনিও। দুঃখের হাত হতে ও কোনমতেই পরিত্রাণ পাবে না।

সেবাস্তান। ওর বুদ্ধির বহরটা ও গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার ও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

গঞ্জালো। স্যার—

সেবাস্তান। বলো।

গঞ্জালো। তোমরা যদি দুঃখকেই বরণ করে নিতে চাও তাহলে আমি তোমাদের দুঃখই দান করব। তার জন্য কি দেবে দাও।

সেবাস্তান। একটা ডলার।

গঞ্জালো। তোমরা যেকথা বলতে চাওনি সেকথা বলে ফেলেছ।

সেবাস্তান। আর তুমিও সেই সব কথার বিজ্ঞের মত ব্যাখ্যা করেছ।

গঞ্জালো। সুতরাং স্যার—

এ্যান্টনিও। একি ওর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না! তুমি কথায় এত কৃপণ কেন?

এ্যালোনসো। দয়া করে কথা বলো।

গঞ্জালো। আমি ত সব বলেছি। তবে আরো কিছু—

সেবাস্তান। ও আবার কথা বলবে।

এ্যাণ্টনিও। কে প্রথমে কথা বলবে, গঞ্জালো না অ্যাড্রিয়ান। কে প্রথমে কাকের মত কচকচ করবে?

সেবাস্তান। না বুড়ো মোরগের মত কক্ কক্ করবে।

অ্যাড্রিয়ান। যদিও এই দ্বীপটাকে মরুভূমির মত মনে হচ্ছে—

এ্যাণ্টনিও। হা হা হা।

সেবাস্তান। এইবার হলো ত, ওর কথা শোন।

অ্যাড্রিয়ান। এ দ্বীপ যেমন দুর্গম তেমনি জনমানবহীন—

সেবাস্তান। তথাপি—

অ্যাড্রিয়ান। তথাপি—

এ্যাণ্টনিও। ওর মুখ থেকে কথা হারিয়ে যাওয়া ত উচিত নয়।

অ্যাড্রিয়ান। এ দ্বীপের জলবায়ুটা আরও সুন্দর ও নাতিশীতোষ্ণ হওয়া দরকার।

এ্যাণ্টনিও। সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন চতুর মেয়েরা নাতিশীতোষ্ণই হয়।

অ্যাড্রিয়ান। কেমন মধুর মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাচ্ছে আমাদের উপর দিয়ে।

গঞ্জালো। এখানে জীবনধারণের উপযুক্ত সব কিছুই আছে।

এ্যাণ্টনিও। আছে, কিন্তু যা খেয়ে মানুষ জীবনধারণ করবে তাই নেই।

গঞ্জালো। দেখ দেখ, এখানকার ঘাসগুলো কেমন সজীব আর সবুজ!

এ্যাণ্টনিও। তবে মাটিটা বড় শক্ত।

সেবাস্তান। শুধু উপরটা দেখতে সবুজ অর্থাৎ ঘাসে ঢাকা। ও ঠিকই বলেছে. সত্যকে একেবারে উড়িয়ে দেয়নি।

গঞ্জালো। তবে একটা ব্যাপার সত্যিই আশ্চর্যের। আমাদের পোষাকগুলো সমুদ্রের লোনা জলে ডুবে একেবারে ভিজে গেলেও মনে হচ্ছে এইমাত্র রং করা ঝকমকে নতুন।

এ্যাণ্টনিও। জামার পকেটগুলো ভাল থাকলে অবশ্য একথা সত্যি বলে ধরে নেওয়া হত।

সেবাস্তান। মিথ্যা হলেও ও যাই বলে সত্যি বলে পকেটে পুরে রেখে দাও।

গঞ্জালো। সত্যিই আমার মনে হচ্ছে রাজকন্যা ক্ল্যারিবেনের সঙ্গে তিউনিসের

রাজার বিয়ের সময় আমরা যেমন নতুন পোষাক পরেছিলাম তেমনি নতুন আমাদের এখনকার পোষাকগুলো।

সেবাস্তান। বিয়েটা ভালই হয়েছে এবং আমরা দেশে ফিরলে আমাদের ভালই হবে।

অ্যাড্রিয়ান। তিউনিসের রাজপরিবারে এত সুন্দরী মেয়ে এর আগে কখনো রানী হয়ে আসেনি।

গঞ্জালো। অবশ্য বিধবা দিদোর পর থেকে।

এ্যান্টনিও। বিধবা দিদো! বিধবা দিদো এল কোথা থেকে?

সেবাস্তান। বিধবা দিদো ত দূরের কথা ও যদি বলত বিধবা ঈনিস, তাও তোমায় বিশ্বাস করতে হত।

অ্যাড্রিয়ান। বিধবা দিদো তুমি বললে? তুমি তাহলে আমায় ভুল সংশোধন করতে বাধ্য করলে। দিদো ছিলেন কার্থেজের, তিউনিসের মা।

গঞ্জালো। এই তিউনিসই কার্থেজ স্যার।

অ্যাড্রিয়ান। কার্থেজ?

গঞ্জালো। হ্যাঁ, আমি বলছি কার্থেজ।

এ্যান্টনিও। সেই ঐন্দ্রজালিক বীণাযন্ত্রের মতই ওর প্রতিটি কথা রহস্যময়। এর পর আর কি অসম্ভব জিনিস উনি সম্ভব করে তুলবেন?

সেবাস্তান। আমার মনে হয় উনি এই গোটা দ্বীপটাকে পকেটে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন। তারপর ওঁর ছেলেকে আপেল হিসাবে দেবেন।

এ্যান্টনিও। আবার সেই আপেলের বীজগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে তার মাঝে আরো অনেক এই ধরনের দ্বীপের সৃষ্টি করবেন।

গঞ্জালো। স্যার, আমরা বলছিলাম যে আমাদের রাজকন্যার বিয়ের সময় আমরা যে পোষাক পরেছিলাম আমাদের এখানকার পোষাকটা তেমনি নতুন লাগছে।

এ্যান্টনিও। আর সে রাজকন্যা সবচেয়ে সুন্দরী।

সেবাস্তান। বিধবা দিদোর মত।

গঞ্জালো। কিন্তু যাই বলো, আমার অন্তর্বাসটা পর্যন্ত একেবারে নতুন মনে হচ্ছে। (এ্যালোনসোর প্রতি) আমি আপনার মেয়ের বিয়েতে যেদিন এটা প্রথম পরেছিলাম ঠিক সেইমত।

এ্যালোনসো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মন শুনতে না চাইলেও তুমি

এই কথাগুলো মুখস্থর মত বলে যাচ্ছ। তখন যদি আমি আমার মেয়ের বিয়ে না দিতাম। কারণ সেই বিয়ের পর সেখান থেকে আসতে গিয়ে আমি আমার পুত্রকে হারালাম। আর আমার মেয়েকেও, কারণ তার শ্বশুরবাড়ি ইটালি থেকে অনেক দূরে এবং সে এখন সেইখানে। আমি আর জীবনে কখনো দেখতে পাব না তাকে। হায় আমার নেপলস্ আর মিলানের একমাত্র উত্তরাধিকারী, জানি না হয়ত কোন এক আশ্চর্য মাছ তোমায় ভক্ষণ করেছে।

ফ্রান্সিসকো। স্যার, তিনি বেঁচে থাকতেও পারেন। আমি তাঁকে ঢেউগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পরে তাদের পিঠে চড়তে দেখেছি। তিনি জলরাশির সমস্ত প্রতিকূলতা ঠেলে ফেলে তার উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন। তিনি স্ফীত বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর আক্রমণকে বুক দিয়ে প্রতিহত করে তাঁর উদ্ধত মাথাটাকে সব সময় ঢেউগুলোর উপরে রেখেছিলেন। অবশেষে তিনি দুহাত দিয়ে জল কেটে কেটে কূলে গিয়ে ওঠেন। তরঙ্গতাড়িত উপকূল যেন তাঁর বীরত্বের কাছে মাথা নত করে বাধ্য হয়ে তাঁকে আশ্রয় দেয়। তিনি যে জীবিত অবস্থায় কূলে উঠেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার।

এ্যালোনসো। না না, সে আর বেঁচে নেই।

সেবাস্তান। স্যার, এই ক্ষতির জন্য ঈশ্বরকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ এই দুর্ঘটনা না ঘটলে আপনার কন্যার বিবাহ ঠিক হত আর তাহলে সুদূর আফ্রিকায় নির্বাসিত হত আপনার কাছ থেকে। সেও কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলত শুধু।

এ্যালোনসো। দয়া করে চুপ করো।

সেবাস্তান। আপনার কাছে তখন আমরা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, কত অনুনয় বিনয় করেছিলাম, আপনার অন্তস্থল তখন দ্বিধায় জলছিল। কিন্তু আপনি শোনেননি আমাদের কথা। আমরা আপনার পুত্রকে চিরতরে হারিয়েছি। তাছাড়া মিলান ও নেপলস্এর বহু নারী সন্তানহীনা হবে। আমরা তাদের সে ক্ষতি সান্ত্বনা দিয়ে পূরণ করতে পারব না।

এ্যালোনসো। তাই আমার জীবনের প্রিয়তম বস্তুকে হারাতে হলো।

গঞ্জালো। লর্ড সেবাস্তান, যে কথা তুমি এখন বললে তা সত্য হলেও তা তুমি অন্য সময় বলতে পারতে এবং তা আরো মোলায়েম করে বলতে পারতে। তুমি যেন ক্ষতের উপর প্রলেপ না দিয়ে সে ক্ষতটাকে আরো ঘষে দিলে।

সেবাস্তান। ঠিক আছে।

এ্যান্টনিও। তুমি কথাটা বলেছ খুবই কঠোরভাবে।

গঞ্জালো। আচ্ছা আমাদের সকলের মধ্যে যখন খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করছে তখন তোমার মুখটা মেঘাচ্ছন্ন কেন ?

সেবাস্তান। খারাপ আবহাওয়া ?

এ্যান্টনিও। খুব খারাপ।

গঞ্জালো। যদি এই দ্বীপে আমি চাষবাস করতে পারতাম স্যার—

এ্যান্টনিও। তাহলে ও গোটা দ্বীপটা জুড়ে নানারকম ফসলের বীজ ঝুলত।

গঞ্জালো। অবশ্য রাজা স্বয়ং থাকলে আমি আর কি করতে পারি স্বাধীনভাবে। আমার ইচ্ছা ছিল এই দ্বীপেতে এমনই এক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করব যেখানে আমি চিরাচরিত প্রথার বিপরীত রীতিতে সব শাসনকার্য পরিচালনা করব। আমি সেখানে কোন যানবাহন চলাচল করতে অনুমতি দেব না। কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসনকর্তা থাকবে না। কোন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হবে না। কোন দারিদ্র্য প্রাচুর্য বা চাকরির কোন ব্যাপার থাকবে না। জমিজমার উপর কারো কোন সত্বাধিকার বা উত্তরাধিকার বা জমিজমার উপর কোন অধিকারগত সীমা বা মাপ জোপ থাকবে না। কোন ধাতু, খাদ্যশস্য, মদ বা তেলের ব্যবহার থাকবে না। কাউকে কোন কাজই করতে হবে না। সকলেই অলস জীবন যাপন করবে—মেয়ে পুরুষ সকলে। তবে সকলের চরিত্র হবে পবিত্র এবং পাপমুক্ত। আমার পরিকল্পিত সে প্রজাতন্ত্রে কোন রাজা বা সার্বভৌম কোন শক্তি থাকবে না।

সেবাস্তান। কোন রাজা না থাকলেও উনিই হবেন সেখানকার রাজা।

এ্যান্টনিও। তার মানে 'কমনওয়েলথের' 'ওয়েলথ'টুকু অর্থাৎ সব সম্পদ উনি একা ভোগ করবেন এবং 'কমন' কথাটা বেমালুম ভুলে যাবেন।

গঞ্জালো। অনায়াসলব্ধ প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ দেশের সব মানুষ সমানভাবে ভাগ করে নেবে। তার জন্য কাউকে কোন পরিশ্রম করতে বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না। কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঝগড়া, বিবাদ থাকবে না সে রাজ্যে। ছুরি, তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না। দেশের নিরীহ জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি প্রচুর খাদ্যশস্য দান করবে।

সেবাস্তান। প্রজাদের মধ্যে বিয়ের কোন রীতি থাকবে না ?

এ্যাণ্টনিও। বিয়ে কেন, সবাই কুঁড়েমি করে দিন কাটাবে; যত সব পাজী নচ্ছারের দল।

গঞ্জালো। এমন দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করব স্যার, যে তা স্বর্ণযুগের সুশাসনকেও ছাড়িয়ে যাবে।

সেবাস্তান। একমাত্র আমাদের রাজার শাসন ছাড়া।

এ্যাণ্টনিও। গঞ্জালো দীর্ঘজীবী হোক।

গঞ্জালো। (রাজার প্রতি) আপনি আমায় লক্ষ্য করেছেন স্যার ?

এ্যালোনসো। আর কথা বলো না। তোমার কথা আমি কিছুই শুনিনি।

গঞ্জালো। আপনি কি বলতে চান তা বুঝি স্যার। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এই সব ভদ্রলোককে আমি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। কারণ এরা এমন হালকা প্রকৃতির লোক যে এরা যা তা নিয়ে যখন তখন হাসাহাসি করে।

এ্যাণ্টনিও। আমাদের যত কিছু হাসিঠাট্টা একমাত্র তোমাকে নিয়েই।

গঞ্জালো। তোমাদের এইসব হাসি তামাশার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং অকারণে তোমরা এইসব ঠাট্টাতামাশা চালিয়ে যেতে পার।

এ্যাণ্টনিও। কেমন বাছাধনকে ঘা দিয়েছি!

সেবাস্তান। আর সে ঘাটা একেবারে বৃথা যায়নি।

গঞ্জালো। তোমরা সবাই উচ্চবংশের লোক। তোমরা ঠাট্টা বিদ্রূপের দ্বারা না পার এমন কোন কাজ নেই। তোমরা আকাশের চাঁদটাকেও টেনে তুলে আনতে পারবে।

অদৃশ্য অবস্থায় সঙ্গীতরত এরিয়েলের প্রবেশ

সেবাস্তান। হ্যাঁ, তা আমরা পারি।

এ্যাণ্টনিও। রাগ করো না ভাই।

গঞ্জালো। না, রাগ করব কেন? এত তুচ্ছ কারণে আমি রাগব না। আমি বড় ক্লান্তি অনুভব করছি; তোমরা আমায় হাসি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার?

এ্যাণ্টনিও। ঠিক আছে, ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমাদের হাসির কথা শোন। (এ্যালোনসো, সেবাস্তান ও এ্যাণ্টনিও ছাড়া সকলে ঘুমিয়ে পড়ল)

এ্যালোনসো। এত তাড়াতাড়ি ওরা ঘুমিয়ে পড়ল? আমারও ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমিও ওদের মত ঘুমিয়ে পড়ি।

সেবাস্তান। তাই করুন স্যার। এ সুযোগ ছাড়বেন না। কারণ দুঃখের সময় সাধারণতঃ ঘুম আসে না ; যদি তা আসে ত জানবেন খুবই সুখের কথা।

এ্যান্টনিও। আমরা দুজন পাহারা দেব। আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আপনার নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখব।

এ্যালোনসো। ধন্যবাদ, আমার চোখগুলো আশ্চর্যভাবে ভারী হয়ে আসছে।

(এ্যালোনসো ঘুমিয়ে পড়ল ; এরিয়েলের প্রস্থান)

সেবাস্তান। কী এক আশ্চর্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ওরা।

এ্যান্টনিও। আমার মনে হয় এটা এখানকার জলবায়ুর দোষ।

সেবাস্তান। কেন, তাহলে আমাদের চোখের পাতায় ঘুম এল না? আমার ত ঘুম পাচ্ছে না।

এ্যান্টনিও। আমারও ঘুম পাচ্ছে না। ওরা যেন সবাই যুক্তি করে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন কোন এক বজ্রের আঘাতে ওরা সবাই পড়ে গেল। আর যেন ওরকম না হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার চোখে মুখের উপর ঘুমের ছায়া। দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে। আমি আমার কল্পনার চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার মাথার উপর এক রাজমুকুট নেমে আসছে।

সেবাস্তান। তুমি কি জেগে আছ?

এ্যান্টনিও। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

সেবাস্তান। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি ; কিন্তু সে কথা ঘুমভিজে কণ্ঠের কথা। তুমি যেন ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলছ। তুমি কি বলেছিলে? তোমার চোখদুটো খোলা অবস্থায় থাকলেও তুমি ঘুমিয়েছ, তুমি ঘুমোতে ঘুমোতে দাঁড়িয়ে থেকেছ, নড়াচড়া করেছ, কথা বলেছ।

এ্যান্টনিও। সেবাস্তান, তুমি জেগে রয়েছ, কিন্তু তোমার চোখের পাতা মিটমিট করছে। এসময় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার ভাগ্যটাও ঘুমিয়ে পড়বে।

সেবাস্তান। তোমার স্পষ্ট নাক ডাকছে।

এ্যান্টনিও। তুমিও আমার পথ অনুসরণ করতে পার।

সেবাস্তান। আমি হচ্ছি বদ্ধ জল।

এ্যান্ট। আমি বদ্ধ জলকে প্রবাহিত হতে শেখাব।

সেবাস্তান। তাই কর; কিন্তু সে প্রবাহ যাবে ভাটার দিকে। আমার অন্তর্নিহিত আলস্যই আমায় একথা শিখিয়ে দিচ্ছে।

এ্যাণ্ট। ও, তুমি যদি বুঝতে পারতে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে তুমি নিজেই উপহাস করছ। আর তার দ্বারা তুমি তোমার ইচ্ছাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছ। মনে রেখো, যারা ভাটার টানে পতনের তলদেশে চলে যায় তাদের ভয় আর আলস্যই তার জন্য দায়ী।

সেবাস্তান। তোমার চোখ আর গাল দেখে একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তোমারও মধ্যে ঘুমের জন্ম হচ্ছে আর সেই ঘুমের কাছে তোমাকেও নতি স্বীকার করতে হবে।

এ্যাণ্ট। রাজার স্মৃতিশক্তিটা এমনিতেই ক্ষীণ, আবার মাটির নীচে সমাহিত হলে তাঁর কোন স্মৃতিই অবশিষ্ট থাকবে না। রাজা যেমন সমুদ্রের জলে ডুবে যাননি এবং তিনি এখানে ঘুমোচ্ছেন, সাঁতার কাটছেন না একথা সত্যি, তেমনি তাঁর পুত্র আর জীবিত নেই সেকথাও সত্যি।

সেবাস্তান। সে যে ডুবে গেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বেঁচে থাকার কোন আশা নেই।

এ্যাণ্ট। _তার বেঁচে থাকার আশা নেই মানেই তোমার আশা আছে। অনেক বড় আশা। কোন উচ্চাভিলাষ মৃতলোককে স্পর্শ করতে পারবে না। ফার্ডিন্যাণ্ড যে ডুবে মারা গেছে তুমি আমার সেকথা বিশ্বাস করবে কি ?

সেবা। হ্যাঁ সে মারা গেছে।

এ্যাণ্ট। তাহলে বল নেপলস্ এর উত্তরাধিকারী কে ?

সেবা। ক্ল্যারিবেল।

এ্যাণ্ট। তিউনিসের রানী যে নেপলস্ থেকে বহু যোজন দূরে বাস করে, যার কাছে একমাত্র সূর্য ছাড়া নেপলস্এর কোন খবর কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি সব কথাই বুঝতে দেরি করো। যে মেয়ের জন্য এতগুলো লোক সলিলসমাধি লাভ করল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের মত বাঁচল সেই মেয়েই হবে আমাদের সৌভাগ্যের মূল। তুমি আর আমি সেই সৌভাগ্যকে সফল করে তোলার জন্য এমন কাজ করব দুজনে মিলে, অতীত হবে যে কাজের ভূমিকামাত্র এবং যে কাজের পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী।

সেবাস্তান। তুমি কি বলতে চাইছ ? এটা অবশ্য সত্যি যে আমার ভাইএর মেয়ে তিউনিসের রানী এবং তার বর্তমানের বাসস্থান ও নেপলস্এর মধ্যে বহু যোজন দূরত্ব বিরাজমান ; কিন্তু সেই হচ্ছে নেপলস্এর উত্তরাধিকারী এটাও ত সত্যি।

এ্যাণ্ট। এমনই দূরত্ব বিরাজ করছে দুদেশের মধ্যে যে তা সেবাস্তানকে জেগে উঠতে বলছে, যে দূরত্ব অতিক্রম করে ক্ল্যারিবেল কোনদিন নেপলস্‌এ আসতে পারবে না। তাছাড়া এখন তুমি ধরে নিতে পার যে ঘুমে আমাদের রাজা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন আর তা মৃত্যুরই সমান। এই ধরনের মায়াবী নিদ্রায় অভিভূত কোন লোক কখনো নেপলস্‌এর রাজ্যশাসন চালাতে পারে না। এই ঘুমই তোমার উন্নতির মূল জানবে। আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ?

সেবাস্তান। আমার মনে হচ্ছে পেরেছি।

এ্যাণ্টনিও। আচ্ছা তোমার এই ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কতখানি কি করতে পার?

সেবাস্তান। তুমি তোমার ভাই প্রস্‌পারোকে অপসারিত করে ডিউক হয়েছিলে একথা আমার মনে পড়ছে।

এ্যাণ্ট। একথা সত্যি আর দেখ সেই ডিউকপদে কেমন সহজ ও সুদৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমি, বরং আগের থেকে আরো ভালভাবে। আগে আমার ভাইএর যারা ভৃত্য ছিল তখন তারা আমার সেবা করেছে, আবার এখনও তারা আমারই সেবা করছে।

সেবাস্তান। কিন্তু তোমার বিবেক—

এ্যাণ্ট। হায় স্যার, কোথায় আমার বিবেক? বিবেক হচ্ছে আমার জুতোর শুকতলা। আমি তা অনুভব করতে পারি না। বিবেকরূপী কোন অপদেবতার প্রভাব আমি অন্তরে অনুভব করি না। আমার ও মিলানের মাঝখানে বিশটা বিবেকের বাতি জ্বলে জ্বলে গলে গেছে, কিন্তু আমার কোন চৈতন্য হয়নি তাতে। এই তোমার ভাই নিদ্রাভিভূত অবস্থায় শায়িত; যে মাটির উপর সে শুয়ে আছে সেই মাটির মত জড়বৎ ও নির্জীব। উনি যদি এমনি করে ঘুমিয়ে থাকেন আরো কিছুক্ষণ তাহলে আমি তোমার প্রতি আনুগত্যবশতঃ এই তরবারির দ্বারা ওঁর বুকে তিন ইঞ্চি প্রমাণ ক্ষত করে ওঁকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করে দিতে পারি আর তুমি সে কাজের ফলভোগ করার জন্য তোমার প্রথাগত পুরনো নীতিজ্ঞানটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পার চিরদিনের মত যাতে সে আবার আমাদের এই কাজের জন্য কোন ভৎর্সনা করতে না পারে। তার পরের ব্যাপারটা বিড়ালের দুধ খাওয়ার মতই সহজ। এ কাজ আমাদের হবে খুবই সময়োচিত।

সেবাস্তান। তোমার ডিউক পদপ্রাপ্তির ঘটনা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে পথ

দেখাবে আমাকে। তুমি যেমন মিলান লাভ করেছিলে আমি তেমনি নেপলস্‌ লাভ করব। বার করো তোমার তরবারি। তার একটিমাত্র আঘাতে নিজেকে চিরদিনের জন্য করমুক্ত করবে তুমি। আমি যদি রাজা হই তাহলে আমি তোমাকে চিরদিন ভালবাসব।

এ্যাণ্ট। এস, তুজনেই একসঙ্গে তরবারি বার করি। আমার মত তুমিও তরবারি চালাও। তারপর আমাদের এই কাজের দায়িত্বটা গঞ্জালোর উপর চাপিয়ে দেব।

সেবাস্তান। একটা কথা। (তুজনে আড়ালে কথা বলতে লাগল)

অদৃশ্য অবস্থায় বাদ্যগীতরত এরিয়েলের প্রবেশ

এরিয়েল। আমার মালিক তাঁর যাদুবিদ্যার মাধ্যমে বিপদটা আগেই জানতে পেরেছিলেন বলে আমায় পাঠালেন। তা না হলে ওদের সবাইকে বাঁচানো যেত না। (গঞ্জালোর কানের কাছে গান করতে লাগল)

নাক ডাকিয়ে যখন তুমি আছ ঘুমের ঘোরে
ষড়যন্ত্র আসছে ছুটে তোমার জীবন নিতে কেড়ে।
বাঁচতে যদি চাও তবে ঘুমের মায়া ছাড়ি
ঘুমের বোঝা ঝেড়ে ফেলে ওঠ তাড়াতাড়ি।

এ্যা ট। তাহলে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে হবে।

গঞ্জালো। হে স্বর্গের দেবদূতরা, রাজাকে রক্ষা করো। (ওরা জেগে উঠল)

এ্যালোনসো। কী ব্যাপার—সব জেগে উঠেছ? একি, তোমাদের হাতে মুক্ত তরবারি কেন? কেন তোমাদের এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে?

গঞ্জালো। ব্যাপারটা কি?

সেবাস্তান। আমরা যখন পাহারা দিচ্ছিলাম তখন এক ফাঁপা গর্জন শুনলাম। মনে হলো কোন একটা ষাঁড় বা সিংহ গর্জন করছে। (রাজার প্রতি) সেই শব্দেই কি আপনি জেগে উঠেছেন?

এ্যালোন। কই আমি ত কিছু শুনিনি।

এ্যাণ্ট। সে কী গর্জন! সে গর্জন শুনে দৈত্য দানবের কানও ফেটে যাবে। পৃথিবীর মাটি কেঁপে উঠবে। মনে হলো যেন একসঙ্গে সব সিংহগুলো গর্জন করছে।

এ্যালোনসো। গঞ্জালো তুমি শুনতে পেয়েছিলে?

গঞ্জালো। আমি কিন্তু স্যার একটা গুঞ্জনধ্বনি শুনেছিলাম। তাই শুনেই জেগে

উঠি। সে ধ্বনিটা কেমন অদ্ভুত। সে ধ্বনি শুনে আমি আপনাকেও নাড়া দিই আর আমার চোখ খুলে দেখি—ওরা মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে আর খুব গোলমাল হচ্ছে। এখন আমাদের উঠে দাঁড়ান উচিত অথবা এ জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। সবাই অস্ত্র বার করো।

এ্যালোনসো। চল এ জায়গাটা ছেড়ে আমার ছেলের জন্য আরো খোঁজ করিগে।

গঞ্জালো। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন এইসব জন্তু জানোয়ার থেকে। সে নিশ্চয় এই দ্বীপেই আছে।

এ্যালোনসো। চল যাওয়া যাক।

এরিয়েল। আমি যা করেছি আমার মালিক প্রস্‌পারো তা সব জানতে পারবে। রাজা এবার তাঁর পুত্রের খোঁজ করতে যাচ্ছে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। দ্বীপের আর এক অংশ।

কাঠের বোঝা কাঁধে ক্যালিবনের প্রবেশ। বজ্রধ্বনি।

ক্যালিবন। প্রস্‌পারোর প্রেতাত্মারা আমার কথা সব সময় ওৎ পেতে শুনছে। তবু আমি ওকে অভিশাপ দিতে ছাড়ব না। ওরা অনেক সময় আমার গায়ে চিমটি কাটে, নানারকম মূর্তি ধরে ভয় দেখায়। অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দেয়। আমার পথে বনশূয়োর ছেড়ে দেয়। সাপের ছানাগুলো আমায় কামড়িয়ে পাগল করে দেয়।

ত্রিনকালোর প্রবেশ

আমার কাঠ নিয়ে যেতে দেরি হয়েছে বলে এই এক প্রেতাত্মা আসছে আমাকে পীড়ন করার জন্য। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ব, ও তাহলে আমাকে দেখতে পাবে না।

ত্রিনকালো। এখানে কোন বন ঝোপ নেই, তবু আমি বাতাসে আর এক ঝড়ের গান শুনতে পাচ্ছি। সামনের আকাশে এক বিরাট কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এখনি মদের মত জল ঝরে পড়বে। আগের মত আবার যদি বজ্রপাত হয় তাহলে কোথায় আমি আশ্রয় নেব। আচ্ছা এখানে এটা কি পড়ে রয়েছে না? এটা কি কোন মানুষ না মাছ? মরা না কি জ্যান্ত? মাছের মতই গন্ধ আসছে। আমি যদি ইংলণ্ডে থাকতাম আর এই অদ্ভুত মাছটাকে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে পারতাম তাহলে ছুটির দিনে অনেকেই একটা করে রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে যেত। এটা মনে হয় মানুষবেশী কোন জন্তু বা

দৈত্য দানব। এর পাগুলো মানুষের মত, কিন্তু হাতগুলো মাছের পাখনার মত। ওর গাটা এখনো গরম রয়েছে। এবার আমি বুঝতে পেরেছি। এটা কোন মাছ নয়, নিশ্চয় এই দ্বীপেরই কোন অধিবাসী যে একটু আগে বজ্রের দ্বারা আহত হয়েছে। (বজ্রধ্বনি) হায় হায়! আবার ঝড় এল। এখন আমার একমাত্র উপায় এই লোকটার পোষাকের তলায় ঢুকে পড়া। মানুষকে দুঃখের দিনে অভাবের দিনে অনেক অপরিচিত লোকের সঙ্গেই এক বিছানায় শুতে হয়। ঝড় একেবারে না থামা পর্যন্ত আমি এর পোষাকের তলায় ঢাকা থাকব।

মদের বোতল হাতে স্তেফানোর প্রবেশ

স্তেফানো। আমি যাব না আর সমুদ্দুরের জলে
মরব এই শুকনো উপকূলে।

এই সুরটা সাধারণতঃ শবযাত্রার সময় গাওয়া হয়। মরুকগে, এই হচ্ছে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। (মদ্যপান করল) আমার মালিক,…জাহাজের খালাসী আর আমি মেগ মেরিয়ান ও মার্গারিকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু কেউ কেটকে দেখতে পারতাম না, কারণ সে ছিল বড় মুখরা আর নাবিকদের দেখলেই গাল দিত। অথচ দর্জিরা ছিল তার প্রিয়। যাক যেতে দাও তাকে, চল আমরা সমুদ্রে যাই। এ সুরটাও ভাল। এই হচ্ছে আমার সান্ত্বনা।
(মদ্যপান করল)

ক্যালিবন। আমাকে কষ্ট দিও না।

স্তেফানো। কী ব্যাপার, এখানেও শয়তান! তুমি না যত সব বর্বর আর ভারতীয়দের ভয় দেখাও। আমি কিন্তু তোমার চার পা দেখে ভয় পাব না। অন্ততঃ এই স্তেফানো যতক্ষণ বেঁচে থাকবে তোমাকে চার পা তুলে মাটির উপর দাঁড়াতে দেবে না।

ক্যালিবন। প্রেতাত্মাটা আমাকে বড় জ্বালাচ্ছে। ওঃ!

স্তেফানো। এটা এই দ্বীপের কোন চারপেয়ে দানব। শয়তানটা আবার আমাদের ভাষা কোথায় শিখল? আমি ওকে পোষ মানাব। নেপলস্‌এ নিয়ে যাব। এ ধরনের একটা জানোয়ার কোন সম্রাটের পক্ষে হবে এক শ্রেষ্ঠ উপহার।

ক্যালিবন। আমাকে কোনরূপ পীড়ন করো না, দোহাই তোমার। এবার থেকে আমি খুব তাড়াতাড়ি কাঠ বয়ে নিয়ে যাব।

স্তেফানো। এখনো ও ঘোরের মধ্যে আছে, ভাল মানুষের মত কথা বলছে

না। ওকে আমি মদ খাওয়াব। ও যদি এর আগে কখনো মদ খেয়ে না থাকে তাহলে এতেই ওর সেরে যাবে। তবে আমি ওকে সারিয়ে তুলে পোষ মানাতে পারলেও বেশী পাত্তা দেব না।

ক্যালিবন। তুমি আমাকে বেশী আঘাত করতে পারনি। তুমি কাঁপছ। প্রস্পারোর যাদু তোমার উপর কাজ করুক।

স্তেফানো। তোমার মুখটা একটু খোল ত বাবা। এ জিনিসটা তোমার মুখে পড়লে তোমার মুখে ভাষা ফুটবে। তোমার কাঁপুনি যাবে, তোমার জ্বর সেরে যাবে। মুখটা একবার খোল। এখন তুমি বলতে পারছ না কে তোমার বন্ধু। কিন্তু আমি বলছি, এটা খেলে তা তুমি পারবে।

ত্রিনকালো। এই গলার স্বরটা আমার চেনা মনে হচ্ছে। এটা হচ্ছে—কিন্তু সে ত জলে ডুবে গেছে। এরা নিশ্চয় শয়তান। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।

স্তেফানো। চারটা পা, আর দুটো গলার স্বর। বড় অদ্ভুত জন্তু এ। ওর সামনের দিকের গলার স্বরটা ভাল কথা বলার জন্য আর ওর পেছনের দিকের গলার স্বরটা মন্দ কথা বলা আর গালাগালির জন্যে। আমার বোতলের সব মদটা ওকে খাওয়ালে যদি জ্বরটা সারে আমি তা দেব। তোমার একটা মুখে ঢেলে দিয়েছি, এবার তোমার আর একটা মুখে ঢেলে দেব কিছুটা।

ত্রিনকালো। স্তেফানো!

স্তেফানো। ওর অন্য মুখটা কি আমার নাম ধরে ডাকছে? হে ভগবান, এটা হচ্ছে শয়তান, কোন জন্তু জানোয়ার নয়। আমি পালিয়ে যাব এখান থেকে।

ত্রিনকালো। যদি তুমি স্তেফানো হও তাহলে আমার গাটা ছোঁও। আমার সঙ্গে কথা বলো। আমি হচ্ছি ত্রিনকালো। ভয় করো না বন্ধু। আমি তোমার বন্ধু।

স্তেফানো। যদি তুমি ত্রিনকালো হও বেরিয়ে এস। আমি তোমার পা ধরে টানব। হ্যাঁ এগুলো ত্রিনকালোর পা-ই বটে। কিন্তু তুমি এর ভিতরে কিকরে ঢুকলে?

ত্রিনকালো। আমি ভেবেছিলাম এই লোকটা বজ্রাঘাতে মারা গেছে। কিন্তু তুমি সমুদ্রের জলে ডুবে যাওনি স্তেফানো? আমার এবার আশা হচ্ছে তুমি ডুবে যাওনি। আচ্ছা এখন কি ঝড়টা শেষ হয়ে গেছে? আমি ঝড়ের ভয়েই এই মরা লোকটার পোষাকের ভিতর ঢুকে পড়েছিলাম। তুমি তাহলে

বেঁচে আছ স্তেফানো? তাহলে দুজন নেপলস্‌বাসী বেঁচে আছে?

স্তেফানো। দয়া করে আমায় তাড়িয়ে দিও না।

ক্যালিবন। (স্বগত) এরা ত বেশ লোক, প্রেতাত্মা নয়। হয়ত কোন দেবতা এবং এদের কাছে আছে স্বর্গীয় মদ। আমি ওদের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব।

স্তেফানো। তুমি কেমন করে উদ্ধার পেলে? এখানেই বা কেমন করে এলে? আমি এই মদের বোতলটাকে গাছের গুঁড়ির মত আঁকড়ে ধরে কূলে এসে উঠেছি।

ক্যালি। আমি শপথ করে বলতে পারি তোমার এ বোতল হলো তোমার আসল বস্তু আর এর মদ পার্থিব নয়, স্বর্গীয়।

স্তেফানো। এই বোতল ছুঁয়ে শপথ করে বল কেমন করে তুমি উদ্ধার পেয়েছ?

ত্রিনকালো। পাতিহাঁসের মত সাঁতার কেটে এসেছি।

স্তেফানো। (বোতলটা দিয়ে) এই বোতলটা চুম্বন করে বল তুমি পাতিহাঁসের মত সাঁতার কাটতে পার না, কারণ তোমার দেহটা রাজহাঁসের মত।

ত্রিনকালো। তোমার কি আর মদ আছে?

স্তেফানো। সমুদ্রের ধারে আমার অনেক মদ লুকোন আছে। (ক্যালিবনের প্রতি) কী খবর, তোমার জ্বর সেরেছে?

ক্যালি। তোমরা কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ?

স্তেফানো। চাঁদ থেকে এসেছি। আমিই এক সময় চাঁদের দেশে ছিলাম একমাত্র মানুষ।

ক্যালি। আমি তোমাকে চাঁদের মধ্যে দেখেছি। আমার বউ আমায় কতবার, দেখিয়েছে চাঁদের মধ্যে তুমি ছিলে, তোমার কুকুর, কত ঝোপঝাড়।

স্তেফানো। এস, চুম্বন করো বোতলটাকে। আমি তোমাকে আরো তৃপ্তি দান করব। (ক্যালিবন মদ্যপান করল)

ত্রিনকালো। বাঃ এখন দেখছি, এটা দৈত্য দানব নয়, মানুষ। দৈত্য দানবের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল। বিশ্বাসযোগ্য সামান্য একটা মানুষ।

ক্যালি। আমি তোমাদের এই দ্বীপের কোথায় কোন উর্বর জায়গা জমি আছে সব দেখাব। আমি তোমাদের পদচুম্বন করব। তোমরাই আমার দেবতা।

ত্রিনকালো। একটা মাতাল আর নাস্তিক দানব। আমাকে দেবতা বলছে, কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে পড়লেই আমাদের সঙ্গের বোতল চুরি করে নিয়ে পালাবে।

ক্যালি। আমি তোমাদের পদচুম্বন করব, আমি তোমাদের অনুগত প্রজা হব।

স্তেফানো। ঠিক আছে, এসে শপথ করো।

ত্রিনকালো। আমার কুকুরছানার মত মাথাওয়ালা এই জন্তুটাকে দেখে খুব হাসি পাচ্ছে। হাসতে হাসতে মরে যাব।

স্তেফানো। কই, এস আমাদের পা চুম্বন করো।

ত্রিনকালো। জানোয়ারটা মদ খেয়েছে। মাতাল হয়েছে।

ক্যালি। আমি তোমাদের এই দ্বীপের সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা দেখাব। জাম পেড়ে দেব গাছ থেকে। আমি তোমাদের মাছ ধরে দেব, কাঠ এনে দেব। আমি আর সেই অত্যাচারীটার কাছে কাজ করব না। সে জাহান্নামে যাক। আমি তোমাদের কাঠ এনে দেব। তোমাদের কাজ করব। তোমরা হচ্ছ আশ্চর্য মানুষ!

ত্রিনকালো। বেশ মজার জানোয়ার ত। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যা তাই বলছে।

ক্যালি। আমি তোমাদের যেখানে কাঁকড়া পাওয়া যায় সেখানে নিয়ে যাব। আমি নানারকমের পোকামাকড় ধরে দেব। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?

স্তেফানো। আর কথা না বলে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। ত্রিনকালো, রাজা আর আমাদের দলের সব লোক সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় এই গোটা দ্বীপটার আমরাই মালিক হব। ত্রিনকালো, এই লোকটা.ক আমরা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে ফেলব।

ক্যালি। (মাতালের মত গান করতে লাগল) বিদায় মালিক, বিদায়।

ত্রিনকালো। মাতাল জানোয়ারটা আবার গর্জন করছে।

ক্যালি। আর বাঁধা নয়, বন্ধন নয়, এবার আমি জলের মধ্যে মাছের মতই স্বাধীন। স্বাধীনতা, সুদিন। স্বাধীনতা সুদিন এসে গেছে আমার।

স্তেফানো। বাঃ বেশ বাহাদুর জানোয়ার, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রস্পারোর আস্তানার সম্মুখভাগ।

কাঠের বোঝা কাঁধে ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রবেশ

ফার্ডিন্যাণ্ড। এমন অনেক খেলা আছে যা খুবই কষ্টকর, তবু সে কষ্টেও আনন্দ আছে। এমন অনেক নীচতা আছে যা নীরবে মহাপুরুষেরা সহ্য করে যান। এমন অনেক কাজ আছে যা দেখতে ছোট হলেও যার পরিণামে সুফল দান করে। যে কাজ আমি করছি এটা সত্যিই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, এ ভারী কাজ আমি করতে পারতাম না; কিন্তু আমার প্রিয়া তথা প্রণয়িনী আমার সমস্ত কষ্টসাধ্য কাজকে আনন্দে পরিণত করে তুলছে। মেয়েটি ওর বাবার থেকে দশগুণ ভাল। ওর বাবা কী কঠোর প্রকৃতির লোক! আমাকে এক হাজার কাঠ সরিয়ে সেইগুলোকে এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখতে হবে। আমার প্রিয়তমা আমাকে এ কাজ করতে দেখে কেঁদে ফেলে। আর বলে এ নীচ কাজ আমার মত কোন লোক এর আগে কখনো কোথাও করেনি। এসব কথা আমি ভুলে যাই। কিন্তু এই সব মধুর কথার চিন্তা আমার সব শ্রমের ক্লান্তিকে দূর করে দেয়! অনেক কাজ করেও মনে হয় কিছুই করছি না।

মিরান্দার প্রবেশ। অদূরে অদৃশ্য অবস্থায় প্রস্পারো।

মিরান্দা। হায়, আমার কথা শোন, আর অত খেটো না। যদি কোন বিদ্যুতের আগুন এই সব কাঠগুলোকে পুড়িয়ে দেয় তাহলে খুব ভাল হয় যখন এই কাঠগুলো পুড়বে তখন এরা তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য অনুশোচনায় কাঁদবে। এখন একটু বিশ্রাম করো। আমার বাবা এখন পড়ার ঘরে পড়বে। তিন ঘণ্টা আসবে না। এই অবসরে তুমি বিশ্রাম করে নিতে পার।

ফার্ডিন্যাণ্ড। আমি এখন বিশ্রাম করলে আমার কাজ শেষ করার আগেই তাহলে সূর্য অস্তাচলে চলে যাবে প্রিয়তমা।

মিরান্দা। আমি বসব। আমি তোমার কাঠ বয়ে নিয়ে যাব। গাদী করব। দাও আমাকে।

ফার্ডিন্যাণ্ড। তা হয় না সুন্দরী। তার চেয়ে আমার অস্থিমজ্জা সব ভেঙে যাক সেও ভাল, তবু আমি বসে থাকব হাত গুটিয়ে আর তুমি এই হীন কাজ করবে তা হবে না।

মিরান্দা। এ কাজ যদি তোমার সাজে তাহলে আমারও সাজবে। আমি একাজ অনায়াসেই করব। কারণ আমি করব স্বেচ্ছায় আর তুমি করছ অনিচ্ছায়।

প্রস্‌পারো। (স্বগত) হায় বেচারী, তুমি প্রেমের ফুলশরে বিদ্ধ হয়েছ। তোমার এখানে আসা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মিরান্দা। তোমাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

ফার্ডিন্যাণ্ড। হে মহৎপ্রাণা নারী, না, আমি ক্লান্ত না। তুমি আমার পাশে থাকলে ঘনঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিও প্রভাতের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমার একটা অনুরোধ, তোমার নামটা বলবে যাতে আমার প্রার্থনার সময় তোমার সে নামটা মনে পড়ে।

মিরান্দা। মিরান্দা।

ফর্ডিন্যাণ্ড। সত্যিই কী অপূর্ব নাম। এ নাম আমার কাছে জগতের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু। এর আগেও আমি অনেক মেয়েকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি। তাদের কণ্ঠের মোহিনী শক্তিতে বন্দী হয়েছে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়। তাদের কারো কারো মধ্যে কোন কোন সদ্‌গুণ আমি খুঁজে পেয়েছি; তবে তাদের মধ্যে এমন এক একটা ত্রুটি দেখেছি যা তাদের সকল গুণকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু তোমার মত সর্বগুণসম্পন্না নারী আমি কোথাও কখনো দেখিনি। তুমি এমনই পবিত্র এবং রূপে গুণে অতুলনীয় যে বিধাতা তোমায় সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

মিরান্দা। আমি ছাড়া অন্য কোন নারী আমি জীবনে দেখিনি। আয়নায় দেখা আমার নিজের মুখ ছাড়া আর কোন নারীমুখ দেখিনি আমি। আমার পিতা আর তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষও দেখিনি। পৃথিবীর নরনারী কেমন আমি জানি না। তবে আমার সতীত্বের নামে শপথ করে বলছি একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষমানুষের সঙ্গ আমি জীবনে চাই না আর কোন পুরুষের মূর্তি কল্পনাও করতে পারব না। তবে আমার মনে হচ্ছে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আমার প্রতি উপদেশের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

ফার্ডি। আমি একজন রাজপুত্র মিরান্দা। রাজা হয়ে আমি কখনই কাষ্ঠবহনকারী ক্রীতদাসের কাজ করতাম না, এ দাসত্ব মেনে নিতাম না। কিন্তু আমার অন্তরের আসল কথা শোন, আমি তোমাকে যে মুহূর্তে দেখেছি ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার সেবায় উৎসর্গ করেছি আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে,

আমি নিজেকে তোমার ক্রীতদাসে পরিণত করেছি স্বেচ্ছায়। একমাত্র তোমার খাতিরেই অপ্রতিবাদে আমি এই কষ্টসাধ্য কাষ্ঠ সংগ্রহের কাজ করে চলেছি।

মিরান্দা। তুমি তাহলে আমায় ভালবাস?

ফার্ডি। হে স্বর্গ, হে মর্ত্য, আজ আমি শপথবাক্য উচ্চারণ করছি তোমরা তার সাক্ষী থাক। সত্য বলছি কি না দেখ; যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমার সমস্ত গুণাবলী যেন দোষে পরিণত হয়। আমি শপথ করছি আমি সারা জগতের মধ্যে সব কিছুর থেকে মিরান্দাকে ভালবাসি, তাকে সব কিছুর থেকে বেশী মূল্যবান বলে মনে করি, তাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান করি।

মিরান্দা। আমি কি নির্বোধ, এই আনন্দের মাঝে আমার চোখে জল আসছে।

প্রস্পারো। (স্বগত) তুটি বিরল প্রেমের কী অপূর্ব মিলন। আজ যে প্রেমের জন্ম হলো ওদের তুজনের মধ্যে তা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হয়।

ফার্ডি। কেন তুমি কাঁদছ?

মিরান্দা। আমার নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে কাঁদছি। আমার এই অযোগ্যতার জন্যই তোমাকে আমি যা দিতে চাই তা দিতে পারব না আবার তোমার কাছ থেকে যা নিতে চাই তা ঠিকমত নিতে পারব না। কিন্তু এ অযোগ্যতাটা অবশ্য তুচ্ছ, এটা স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে আছে। আসলে আমার চরিত্রসত্তার বৃহত্তর অংশটাই প্রতিভাত তোমার কাছে। হে লজ্জা না ছলনাময়ী কুণ্ঠা, তোমরা সরে যাও আমার কাছ থেকে, এক পবিত্র সরলতায় মণ্ডিত করে তোল আমার সমগ্র নারীসত্তাকে। সেই সরলতার নামে বলছি, যদি তুমি আমাকে বিয়ে করো তাহলে আমি তোমার স্ত্রী হব। যদি না করো তাহলে আমি সারাজীবন কুমারীই রয়ে যাব। তুমি আমায় তোমার সহধর্মিণী করতে অস্বীকার করতে পার, কিন্তু তুমি না চাইলেও আমি তোমার সেবা করে যাব এবং তোমার সেবা করার অধিকার থেকে আমায় কখনই বঞ্চিত করতে পারবে না।

ফার্ডি। হে আমার প্রিয়তমা পত্নী, আমি চিরদিন তোমার অনুগত রয়ে যাব।

মিরান্দা। তাহলে তুমিই আমার স্বামী।

ফার্ডি। মানুষ বন্ধন থেকে যেমন মুক্তিকামনা করে তেমনি আমি তোমার স্বামীত্বকে কামনা করি অন্তরের সঙ্গে। এই আমার হাত দাও।

মিরান্দা। আমারও হাত নাও। এ হাতের মধ্যে আছে আমার অন্তরের স্পর্শ। তবে এখন থেকে আধ ঘণ্টার মত বিদায়।

ফার্ডি। হাজারবার। (ফার্ডিন্যাণ্ড ও মিরান্দার পৃথকভাবে প্রস্থান)

প্রস্‌পারো। আমি কিন্তু তাদের মত আনন্দিত হতে পারি না এ ব্যাপারে। আমি বেশ বিস্মিতও হয়েছি। তবে অকারণে একটা আনন্দও অনুভব করছি। যাই হোক, এখন আমি পড়াশুনা করব। এখন থেকে নৈশভোজনের আগে পর্যন্ত অনেক কাজ করতে হবে আমাকে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। দ্বীপের আর এক অংশ।

ক্যালিবন, স্তেফানো ও ত্রিনকালোর প্রবেশ

স্তেফানো। একথা বলো না—একথা বলো না আমায় যে সব মদ ফুরিয়ে গেলে আমাদের জল খেতে হবে। একথা বলো না যে এক ফোঁটা মদও আর নেই। অতএব হে আমার জানোয়ার ভৃত্য, তুমি আমার কাছেই মদ পান করবে।

ত্রিনকালো। আচ্ছা জানোয়ার ভৃত্য, এ দ্বীপের লোকগুলো খুব বোকা না? আচ্ছা, কে নাকি বলল এ দ্বীপে মোট পাঁচজন মানুষ আছে। তাদের মধ্যে আমরা হচ্ছি তিনজন। যদি বাকি আর দুজনের মাথাও আমাদের মতই নীরেট নির্বুদ্ধিতায় ভরা হয় তাহলেই ত হয়েছে। তাহলে ত গোটা রাজ্যটাই গোল্লায় যাবে।

স্তেফানো। জানোয়ার ভৃত্য, বাবা আমি বলেছি মদ দাও। তোমার চোখগুলো প্রায় কপালে উঠে গেছে।

ত্রিন। কপালে উঠবে না ত কোথায় উঠবে? যদি ওর চোখগুলো লেজের উপর বসানো থাকত তাহলে ও হত বীর জানোয়ার।

স্তেফানো। আমার এই মানুষ জানোয়ারটা মদের মধ্যে তার জিবটা একেবারে ডুবিয়ে ফেলেছে। অথচ দেখ, সমুদ্র আমায় ডোবাতে পারল না। আমি দিব্যি সত্তর মাইল জল সাঁতার কেটে কূলে এসে উঠলাম। তাহলে এবার তুমিই হবে আমার পরিচালক অথবা আদর্শ।

ত্রিন। আদর্শ নয়, ও হবে তোমার পরিচালক যদি তুমি তা চাও।

স্তেফানো। আমরা কখনো ছুটব না।

ত্রিন। আমরা কোথাও যাবও না। শুধু কুকুরের মত চুপচাপ শুয়ে থাকব।

স্তেফানো। হে আমার চাঁদের বাছা, মানিক আমার কিছু কথা বলো, যদি তুমি সত্যি সত্যিই চাঁদের বাছা হও।

ক্যালি। কেমন আছেন আপনি? আপনার জুতোর তলা আমায় চাটতে দিন। আমি আর তার দাসত্ব করব না। সে আপনাদের মত বীরপুরুষ নয়।

ত্রিন। তুই এক বিরাট মিথ্যা বলছিস। তুই হচ্ছিস আধা মাছ আধা জানোয়ার। তুই যে আমায় বীরপুরুষ বললি, কিন্তু কোন কাপুরুষও কখনো কি আমার মত এত মদ খেয়েছে? তুই এক বিরাট মিথ্যা বললি।

ক্যালি। উনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। উনি আমার প্রভু হবেন?

ত্রিন। প্রভু? এ দেখছি বেশ জানোয়ার ত!

স্তেফানো। এ জানোয়ার আমার প্রজা; এর যেন কোন অপমান না হয়।

ক্যালি। ধন্যবাদ। আমার আবেদনটা আপনি আর একবার শুনবেন স্যার?

স্তেফানো। হ্যাঁ শুনব। তবে নতজানু হয়ে বল। আমি আর ত্রিনকালো তোমার সামনে দাঁড়াব।

অদৃশ্য অবস্থায় এরিয়েলের প্রবেশ

ক্যালি। আগেও আমি একথা বলেছি আপনাদের, আবার বলছি আমি এমনই একজন অত্যাচারী যাদুকরের প্রজা যে তার যাদুবিদ্যার সাহায্যে আমাকে এই দ্বীপের উপর আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

এরিয়েল। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

ক্যালি। মিথ্যা বলছিস তুই, বাঁদর কোথাকার। আমার নতুন বীর মালিক এখনি তোকে ধ্বংস করবে। আমি মিথ্যা বলিনি, বলেছিস তুই।

স্তেফানো। ত্রিনকালো, যদি তুমি আর একে বকিয়ে কষ্ট দাও তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে তোমার কতকগুলো দাঁত ভেঙ্গে দেব।

ত্রিন। কেন, আমি ত কিছু বলিনি।

স্তেফানো। ঠিক আছে, আর কিছু বলো না। এগিয়ে চল।

ক্যালি। আমার কথা হলো যাদুবিদ্যার দ্বারা সে এই দ্বীপটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। যদি আপনি আপনার মহানুভবতাবশতঃ এর প্রতিশোধ নিতে চান তার উপর—আমি জানি আপনার সাহস আছে, তবে এ বিষয়ে হয়ত সাহস করে উঠবেন না।

স্তেফানো। নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব।

ক্যালি। আপনি তাহলে হবেন এ দ্বীপের অধিপতি আর আমি হব আপনার ভৃত্য।

স্তেফানো। কেমন করে এই গোটা দ্বীপটা ঘোরা যায়? অন্য সব লোকদের সঙ্গে দেখাই বা হবে কিকরে?

ক্যালি। হবে, হবে স্যার। আমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এনে দেব আপনার কাছে। আপনি তার মাথায় পেরেক ফোটালেও তার ঘুম ভাঙ্গবে না।

এরিয়েল। তুই মিথ্যা কথা বলছিস।

ক্যালি। তুই বলছিস। পাজী ছুঁচো কোথাকার। আমার অনুরোধ স্যার, ওকে আপনি ঘুষি মেরে ওর বোতলটা কেড়ে নিন। বোতল চলে গেলে ও আর মদ খেতে পাবে না আর কোথায় মদ আছে তা আমি ওকে বলবও না।

স্তেফানো। ত্রিনকালো, দেখ আর বিপদের ঝুঁকি নিও না। আর যদি ওর কথায় তুমি একবারও বাধা দাও তাহলে সমস্ত দয়ামায়া ঝেড়ে ফেলে এই হাত দিয়ে তোমায় এমন মার দেব যে তোমায় মরা মাছ বানিয়ে ছাড়ব।

ত্রিন। কেন, আমি কি করেছি? আমি কিছুই করিনি। আমি দূরে চলে যাব।

স্তেফানো। তুই বলবি ও মিথ্যা কথা বলেছে?

এরিয়েল। তুমি মিথ্যা বলছ।

স্তেফানো। আমি মিথ্যা বলছি? তবে মজা দেখাচ্ছি। (ত্রিনকালোকে মারল) আর যদি মার খেতে চাও ত আবার মিথ্যা কথা বলবে।

ত্রিন। মিথ্যা আমি বলিনি। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্য তোমার মাথার ঠিক নেই আর বাইরে থেকেও এই ধরনের একটা কথা শুনেছ। আমার মনে হয় এই জানোয়ারটার মাথায় কোন শয়তান ভর করেছে। আর সেই শয়তানটা তোমাকেও পেয়ে বসেছে।

ক্যালি। হা হা হা।

স্তেফানো। নাও, বল এইবার তোমার কথা—একটু সরে দাঁড়াও।

ক্যালি। আমি আগেই বলেছি, বিকালের দিকে ঘুমোন তার অভ্যাস। ঠিক সেই সময় তাকে আপনি ঘায়েল করতে পারবেন তার বইগুলো কেড়ে নিয়ে। অথবা একটা কাঠ দিয়ে তার মাথার খুলিটা ভেঙ্গে দিতে পারেন। অথবা ছুরি দিয়ে তার যাদুকাঠিটা কেটে দিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন তার বইগুলোকে আগে নিয়ে নিতে হবে। কারণ ওইগুলোই ওর শক্তির একমাত্র

উৎস। বইগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে ওর কোন শক্তি থাকবে না, ওর কথা কোন প্রেতাত্মাই শুনবে না। সব প্রেতাত্মারাই তাকে আমার মত ঘৃণা করে গভীরভাবে। সুতরাং তার বইগুলো আগে পুড়িয়ে ফেলবেন। তার কিছু বাসনপত্র আছে, সে নাকি ভবিষ্যতে তাই দিয়ে তার ঘর সাজাবে। কিন্তু এ ছাড়া তার একটা উল্লেখযোগ্য সম্পদ আছে, সেটা হলো তার মেয়ের রূপ। সে নিজেই বলে, মেয়েটার রূপের নাকি তুলনা নেই। আমি আমার মা মিকোরাক্স ছাড়া অন্য কোন মেয়ে দেখিনি জীবনে। কিন্তু এই মেয়েটার রূপ আমার মার রূপের থেকে অনেক বেশী।

স্তেফানো। মেয়েটা কি খুব সাহসী?

ক্যালি। হ্যাঁ স্যার, মেয়েটাকে যদি আপনার শয্যাসঙ্গিনী করতে পারেন তাহলে সে আপনাকে বীর সন্তান দান করবে।

স্তেফানো। শোন জানোয়ার, আমি সেই লোকটাকে হত্যা করব। তার মেয়ে আর আমি এ দ্বীপের রাজা-রানী হব। ত্রিনকালো আর তুমি হবে শাসনকর্তা। এ পরিকল্পনাটা তোমার মনঃপূত ত ত্রিনকালো?

ত্রিন। চমৎকার।

স্তেফানো। তোমার হাত দাও। তোমাকে মেরেছি বলে আমি দুঃখিত। তবে যতদিন বাঁচবে একটু ভাল করে কথা বলতে শিখবে।

ক্যালি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। আপনি ঐ সময় তাকে হত্যা করবেন।

স্তেফানো। আমি আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি আমি তা করব।

এরিয়েল। আমি আমার মালিককে একথা বলে দেব।

ক্যালি। আপনার কথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। আসুন আমরা আনন্দ করি। আপনি সেই গানটা আমায় একটু কষ্ট করে শেখাবেন?

স্তেফানো। তোমার অনুরোধে আমি যে কোন কাজ করতে পারি। এস ত্রিনকালো, সেই গানটা ধরি। (গান করতে লাগল)

মানব নাক তাদের কথা তাদের কথা মানব না।
চিন্তা আমার স্বাধীন হলো, তাদের কথা শুনব না।

ক্যালি। কিন্তু সুরটা ঠিক হচ্ছে না ত। (এরিয়েল সুরটা ঠিক করে দিল)

ত্রিন। এইটাই আমাদের গানের ঠিক সুর। কিন্তু কে ঠিক করে দিল? কোন লোক দেখছি না ত!

স্তেফানো। তুমি যদি মানুষ হও তাহলে পরের কাছ থেকে ধার করা জিনিস গ্রহণ করবে।

ত্রিন। আমায় ক্ষমা করো, আমার অন্যায় হয়েছে।

স্তেফানো। মরার আগে মানুষকে সব ঋণ শোধ করে দিয়ে যেতে হয়। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। ভগবান আমাদের দয়া করুন।

ক্যালি। আপনি কি ভয় পেয়ে গেছেন?

স্তেফানো। না জানোয়ার বন্ধু, ভয় পাইনি।

ক্যালি। ভয় পাবেন না, এই দ্বীপটা নানারকমের শব্দ আর সুগন্ধি বাতাসে ভরা। যে শব্দ যে বাতাস মনকে আনন্দ দেয়, কিন্তু আঘাত করে না কোনভাবে। মাঝে মাঝে অজস্র বাদ্যযন্ত্রের সমবেত সুর আমার কানে বাজে, আবার কখনো কখনো এমন কণ্ঠস্বর কানে আসে যা শুনলে দীর্ঘকালিন ঘুম থেকে ওঠার পরেও আবার ঘুমিয়ে পড়তে হয়। তারপর আছে স্বপ্ন। ঘুমোতে ঘুমোতে এমন সব স্বপ্ন দেখি যাতে মনে হয় আমি সুদূর মেঘমালার বুকের ভিতর চলে গেছি এবং সে স্বপ্নময় ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে আবার সে স্বপ্ন দেখি।

স্তেফানো। দ্বীপটা ভালই হবে দেখছি। আমি এখানে সুখেই রাজত্ব করব। আমি অকারণে এখানে গান করে যাব।

ক্যালি। অবশ্য যখন প্রস্‌পারো ধ্বংস হবে।

স্তেফানো। হ্যাঁ, একে একে তা হবে। তোমার কথা আমার মনে আছে।

ত্রিন। গানের শব্দটা চলে যাচ্ছে। চল আমরা ও শব্দটার অনুসরণ করি। পরে যা করার করব।

স্তেফানো। কই জানোয়ার বন্ধু, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি যদি ওর বাঁশি আর তবলাটা দেখতে পেতাম।

ত্রিন। যাচ্ছি স্তেফানো। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। দ্বীপের আর এক দিক।

এ্যালোনসো, সেঁবাস্তান, এ্যান্টনিও, গঞ্জালো, অ্যাড্রিয়ান, ফ্র্যান্সিসকো ও অন্যান্যদের প্রবেশ

গঞ্জালো। আর পারছি না। আমি আর চলতে পারছি না স্যার। আমার বুড়ো হাড় কনকন করছে। অনেক পথ হেঁটেছি। এবার আমার বিশ্রাম দরকার।

এ্যালোনসো। হে বয়োপ্রবীণ লর্ড, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি হতোদ্যম হয়ে পড়েছি। এখানে বস, বিশ্রাম করো। এখানে আমি সব আশা ত্যাগ করছি। আর আমি আমার কোন পারিষদের খোঁজ করব না। সমুদ্র যেন আমাদের সকল অনুসন্ধানকার্যকে উপহাস করছে। যারা গেছে তাদের যেতে দাও।

এ্যান্ট। (আড়ালে সেবাস্তানের প্রতি) উনি যে আশা হারিয়ে ফেলেছেন তাতে আমি খুশি। তুমি যে সঙ্কল্প করেছিলে তা যেন ত্যাগ করো না।

সেবা। (এ্যান্টনিওকে চুপি চুপি) এর পরের সুযোগ আমরা অবশ্যই পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করব।

এ্যান্ট। (আড়ালে) আজ রাতেই আসবে সে সুযোগ। ওরা এরই মধ্যে পথক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওরা সহজ অবস্থার মত আর পাহারা দিতে পারবে না, এখন ওরা ক্লান্ত।

সেবা। (আড়ালে) আমিও বলছি আজ রাতেই। এখন আর কোন কথা না।

সুমধুর আশ্চর্য এক সঙ্গীত শোনা গেল। অদৃশ্য অবস্থায় প্রস্‌পারোর আবির্ভাব। কয়েকজন কিম্ভূত কিমাকার প্রেতাত্মা ভোজসভার আয়োজন করে নৃত্যগীত সহকারে রাজাকে অভ্যর্থনা করল ও পরে বিদায় নিল।

এ্যালোনসো। কী চমৎকার সঙ্গীত শুনছি। বন্ধুগণ শোন।

গঞ্জালো। চমৎকার মধুর গান।

এ্যালোনসো। হে ভগবান, এসব কি?

সেবাস্তান। সত্যিই কী অদ্ভুত ব্যাপার। শুনেছি আরবে নাকি এক ধরনের ফোনিক্স গাছ আছে। এখানেও বোধহয় সেই গাছ আছে; এ হচ্ছে সেই আশ্চর্য গাছের ক্রিয়া।

এ্যান্ট। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব। ঘরকুনো মানুষরা যাই বলুক না কেন, সত্যিকারের পথিকরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

গঞ্জালো। যদি কোনদিন নেপলস্‌এ যাই তাহলে আমি একথা বলব। বলব এ দ্বীপের আশ্চর্য অধিবাসীদের কথা। এসব নিশ্চয় তাদেরই ক্রিয়াকলাপ। আমি সেখানে গিয়ে বলব, এ দ্বীপের মানুষরা দেখতে অদ্ভুত আকারের হলেও তাদের ব্যবহার বড় ভদ্র। এত ভদ্র যে আমাদের মনুষ্য সমাজে সে ধরনের ভদ্রলোক একটিও দেখা যায় না।

প্রস্‌পারো। (স্বগত) তুমি সত্যিই সৎ। তুমি ঠিক বলেছ, কারণ তোমার কাছে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের থেকেও খারাপ।

এ্যালোনসো। আমি বেশীক্ষণ ওদের আকৃতি, ওদের হাবভাব ও গানের সুর মনে রাখতে পারছি না। ওরা মুখে কোন কথা না বললেও নীরবে নিরুচ্চারভাবে একটা ভাবকে ব্যক্ত করে চলেছে।

প্রস্‌পারো। (স্বগত) ওদের চলে যাবার সময় প্রশংসা করছে।

ফ্রান্সিসকো। ওরা আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেবাস্তান। যেমন করেই যাক না কেন, ওরা যাবার সময় কিছু খাবার রেখে গেছে। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আপনি খাবেন কি স্যার?

এ্যালোনসো। আমি খাব না।

গঞ্জালো। আপনি কিছুমাত্র ভয় করবেন না স্যার। ছেলেবেলায় আমরা কি জানতাম, কত পার্বত্য অধিবাসী আছে, গলকম্বলওয়ালা কত ষাঁড় আছে? অথবা এমন লোকও আছে যাদের মাথাটা বুকের উপর বসানো। এই ধরনের লোক আমরা এখন দেখছি আমাদের সামনে।

এ্যালোনসো। আমি তা খাব। তাতে আমার যা হয় হবে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুঃখের দিন কেটে গেছে। তুমিও খাও ভাই আমার মত।

বজ্র ও বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে এরিয়েল এসে ভোজসভার টেবিলে তার ডানা ঝাপটাতে ভোজসভা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরিয়েল। তোমরা তিনজন হচ্ছ খুবই পাপী, তোমাদের পাপের জন্যই নিয়তির বিধানে সমুদ্র তোমাদের গ্রাস করতে এসেছিল। এই জনমানবহীন দ্বীপে তোমাদের মত পাপী লোক বাস করার একান্ত অযোগ্য। আমি তোমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছি। (এ্যালোনসো, সেবাস্তান ও এ্যান্টনিও তরবারি মুক্ত করল) নির্বোধ কোথাকার! কাকে মারবে? আমরা হচ্ছি তোমাদের নিয়তির আজ্ঞাবাহী দূত। আমাদের যদি মারতে চাও তাহলে তোমাদের সমস্ত আঘাত পড়বে বাতাস আর জলের গায়ে। আমার একটি পালকও খসাতে পারবে না। আমার সহচরেরা অদৃশ্য এবং অপরাজেয়। তোমাদের তরবারি তোমরা তুলতেই পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে। এখন কাজের কথা শোন—তোমরা তিনজনে ষড়যন্ত্র করে মিলান থেকে অপসারিত করেছিলে প্রস্‌পারোকে। তাকে আর তার শিশুকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

এই পাপের জন্যই সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। শোন এ্যালোনসো, তোমার পুত্র বেঁচে আছে। সে মৃত্যুযন্ত্রণাবৎ অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার পর একে একে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। এই দ্বীপে অনেক দুঃখকষ্ট ও নিয়তির কোপদৃষ্টি ভোগ করার পর এক নতুন জীবন লাভ করবে।

বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এরিয়েলের অন্তর্ধান। নৃত্যগীতসহকারে কয়েকজন প্রেতাত্মা এসে ভোজসভার টেবিল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রস্পারো। এরিয়েল, তুমি আমার আদেশ যথাযথভাবেই পালন করেছ। আমার কোন নির্দেশ তুমি অমান্য করোনি। এবার আমার উচ্চতর যাদুবিদ্যা কাজ করবে। এখন আমার শত্রুরা সব আত্মবিস্মৃত অবস্থায় আমার কবলে এসে পড়েছে। আর এই অবস্থাতেই তারা এখন থাক। এই অবসরে আমি যাচ্ছি যুবক ফার্ডিন্যাণ্ডের কাছে। ওরা ভেবেছে সে মারা গেছে। আমি যাচ্ছি সেই ফার্ডিন্যাণ্ড আর আমার কন্যার কাছে। (প্রস্থান)

গঞ্জালো। আপনি কেন এভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্যার ?

এ্যালোনসো। ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর। আমার মনে হচ্ছে সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে একটা কথা যেন উঠে আসছে, বাতাসের গানের মধ্যে সে কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বজ্রের গর্জনে শোনা যাচ্ছে সেকথা। শুধু একটা কথা, প্রস্পারো, আমি তাকে খুঁজে বার করবই। সে সমুদ্রের যত গভীরেই থাক না। আমি তাকে খুঁজে বার করব এবং প্রয়োজন হলে আমিও সে তলদেশে চিরদিনের মত শায়িত থাকব।

সেবাস্তান। কিন্তু তাকে পাওয়া গেলেও আমি তাকে শেষ করব।

এ্যান্ট। আমিও তোমাকে সাহায্য করব। (সেবাস্তান ও এ্যান্টনিওর প্রস্থান)

গঞ্জালো। এই তিনজনই মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিষক্রিয়ার মত তাদের অতীত পাপকর্ম তার প্রতিফল প্রসব করতে শুরু করেছে। তোমরা যারা ঠাণ্ডা মাথার লোক তাদের কাছে আমার অনুরোধ ওদের অনুসরণ করো। তা না হলে ওরা এই আবেগের বশে অনেক কিছু করে বসতে পারে।

আদ্রিয়ান। চল, যাই আমরা। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রস্পারোর আস্তানার সম্মুখভাগ।

প্রস্পারো, ফার্ডিন্যাণ্ড ও মিরান্দার প্রবেশ

প্রস্পারো। আমি তোমাকে খুব কঠোর শাস্তি দান করেছি। তবে আ

যথাযোগ্য পুরস্কারের দ্বারা সে শাস্তির সমস্ত ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দেব। আমি আমার জীবনের জীবন তোমার হাতে দান করলাম। যে কষ্ট আমি তোমায় দিয়েছি এতদিন তা তোমার প্রেমের পরীক্ষা করার জন্যই দিয়েছি এবং সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ সম্মানের সঙ্গে। আজ আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তোমায় এই অমূল্য রত্ন দান করলাম। ও ফার্ডিন্যাণ্ড, আমি আমার কন্যার প্রশংসা করি তার জন্য গর্ব অনুভব করি বলে তুমি যেন আমায় উপহাস করো না, কারণ তুমি ভবিষ্যতে দেখবে তার গুণাবলী তার এই প্রশংসাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে।

ফার্ডি। আমি তা বিশ্বাস করি। দৈববাণীর থেকেও বিশ্বাস করি একথা।

প্রস্‌পারো। তাহলে তোমার যথার্থ যোগ্যতার দ্বারা অর্জিত আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করো। কিন্তু যদি বিবাহের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালিত হবার আগেই তার কুমারীত্ব নাশ করো তাহলে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের এই বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে। পারস্পরিক ঘৃণা, অশান্তি আর অনৈক্যের দ্বারা দূষিত হয়ে উঠবে তোমাদের দাম্পত্যশয্যা। সুতরাং সাবধানে থাকবে।

ফার্ডি। আমি আশা করি এই বিবাহ থেকে আমি সুখী হব, আমরা সুসন্তানের জনক হব, দীর্ঘজীবন লাভ করব। সুতরাং অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন নির্জন স্থান, কোন সংকেত বা সুযোগ সুবিধা তার সঙ্গে আমার সম্মানিত ব্যবধানকে লুপ্ত করতে পারবে না।

প্রস্‌পারো। উপযুক্ত কথাই বলেছ। এবার তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে পার। সে এখন তোমার। কই এরিয়েল কোথায়? আমার সুযোগ্য কর্মঠ ভৃত্য এরিয়েল, কোথায় তুমি?

এরিয়েলের প্রবেশ

এরিয়েল। কি বলছেন প্রভু? এই যে এখানে আমি।

প্রস্‌পারো। তুমি আর তোমার অধীনস্থ সহকর্মীরা আমার শেষ আদেশ ভালভাবেই পালন করেছ। এখন তোমাদের দিয়ে আর একটা কাজ করাব। যাও তোমার দলবল সব নিয়ে এস। তাদের তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বল। আমি তোমাদের একটা শক্তি দেব। আমি এই নববিবাহিত দম্পতির চোখের সামনে আমার কিছু যাদুবিদ্যার নমুনা দেখাব। আমি ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এ বিষয়ে। ওরা তা দেখবে বলে আশা করে আছে।

এরিয়েল। এখনি আনব?

প্রস্‌পারো। হ্যাঁ চোখের নিমেষে।

এরিয়েল। 'এস' এবং 'যাও' একথা বলার আগে সকলে এসে জড়ো হবে আপনার কাছে। আচ্ছা মালিক, আপনি আমাকে ভালবাসেন?

প্রস্‌পারো। গভীরভাবে তোমায় ভালবাসি এরিয়েল। তবে আমি না ডাকা পর্যন্ত এখানে আসবে না।

এরিয়েল। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। (প্রস্থান)

প্রস্‌পারো। দেখ যেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে একথা মেনে চলো। যেন বেশী আলগা দিও না কর্তব্যবোধে। অনেক সময় রক্তের উত্তাপে সবচেয়ে কঠিন শপথও পুড়ে যায়। আরো বেশী সতর্ক হবে। না হলে তোমার শপথ সব নষ্ট হয়ে যাবে।

ফার্ডি। আমি জোর করে বলতে পারি স্যার, আমার তুষারশীতল কৌমার্য-কঠিন শালীনতাবোধ আমাকে অন্তরের সব আবেগের উত্তাপকে প্রশমিত করে দিয়েছে।

প্রস্‌পারো। ঠিক আছে। এবার এস এরিয়েল। এস ঠিক প্রেতাত্মারূপে নয়, এস তার বিকল্প প্রতীকরূপে। কোন কথা বলবে না, শুধু নীরবে দেখে যাবে। (মৃদু সঙ্গীত)

আইরিসের প্রবেশ

আইরিস। হে ঐশ্বর্যশালিনী সিরিস, এই আকাশ বাতাস ও প্রান্তরের প্রতিটি তৃণখণ্ড আগমন প্রতীক্ষা করছে তোমার। হে আকাশের রানী, আমি তোমার দূত। আমি এই তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর তোমার জন্ম প্রতীক্ষা করছি। তুমি এসে ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়ে ওঠ। তোমার ময়ূরদল আগেই এসে গেছে।

প্রথমে জুনো ও পরে সিরিসের প্রবেশ

সিরিস। হে বহুবর্ণচিত্রিত দূত, তুমি জুপিটারের স্ত্রীর আদেশ অমান্ত করেছ। যে জুপিটার তোমার পাখায় মধু ও শিশির ঢেলে দেয়। আচ্ছা কেন তোমার রানী আমাকে এই ঘাসে ঢাকা সবুজ ভূমিখণ্ডের উপর আহ্বান করেছে?

আইরিস। একটি পবিত্র প্রেমসম্পর্কের পরিণতি হিসাবে এক শুভ পরিণয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্ত। তাছাড়া নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে হবে।

সিরিস। আমাকে বল ত ভেনাস না তার পুত্র কে এখন রাণীর কাছে আছে?

আইরিস। তার সঙ্গকে ভয় করো না। আমি মেঘের স্তর ভেদ করে তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা এই নববিবাহিত দম্পতির উপর এক মায়ামন্ত্র প্রয়োগ করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাম্পত্যশয্যায় সহবাস করবে না। কিন্তু ভেনাসের কুটিল মায়ামন্ত্র ওদের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দিতে চায়। (জুনোর অবতরণ)

সিরিস। আমাদের সবচেয়ে বড় রানী জুনো এসে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি।

জুনো। কেমন আছ বোন? চল আমার সঙ্গে। আমরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করব যাতে তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হয় এবং গৌরবজনক সন্তান লাভ করে।

গান

জুনো। সুখ যশ মান যেন সব
বিয়ের পরে পাও,
আনন্দেতে জুনোর আশীষ
মাথায় তুলে নাও।

সিরিস। ফলবে ফসল সোনার বরণ
অভাব যাবে দূরে,
চিরবসন্ত করবে বিরাজ
সুখের সে সংসারে।

ফার্ডি। কী অদ্ভুত এই দৃশ্য! বড় মনোমুগ্ধকর! জানতে পারি কি এরা কারা?

প্রস্‌পারো। এরা সব প্রেতাত্মা। আমার আদেশ পালন করার জন্য ওরা বন্দীশালা হতে এখানে এসেছে।

ফার্ডি। আমরা যেন এখানে চিরদিন বাস করি। আমাদের এই বিজ্ঞ পিতা তার আশ্চর্য শক্তির প্রভাবে এ স্থানকে স্বর্গে পরিণত করেছেন। (জুনো ও সিরিস চুপি চুপি কথা বলে আইরিসকে কাজে পাঠিয়ে দিল)

প্রস্‌পারো। তোমরা সব চুপ করো। জুনো আর সিরিস চুপি চুপি কি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে। কিছু একটা করতে হবে। তা না হলে আমাদের মায়ামন্ত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে।

আইরিস। হে জলপরীরা তোমরা, নদী থেকে উঠে এস। জুনোর আদেশে

তোমরা সাড়া দাও। জুনো তোমাদের আদেশ করছে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান যাতে সার্থক হয়ে ওঠে তোমরা তার ব্যবস্থা করো। দেরি করো না।

কয়েকজন জলপরীর প্রবেশ

এস এস তোমরা। আনন্দ করো।

কয়েকজন শস্যকর্তনকারী এসে জলপরীদের সঙ্গে নাচে যোগদান করল। সহসা প্রস্পারো চমকে উঠে কি বলতেই একটা বিরাট ফাঁক দেখা গেল মাটিতে আর গোলমাল করতে করতে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল তার মধ্যে।

প্রস্পারো। (স্বগত) আমি ভুলে গিয়েছিলাম ক্যালিবন আর তার সঙ্গীদের দ্বারা সৃষ্ট আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা। সে ষড়যন্ত্রের সময় এখন আগত। (প্রেতাত্মাদের প্রতি) খুব ভাল করেছ, এখন যাও।

ফার্ডি। সত্যিই কী অদ্ভুত! আমার মনে হয় তোমার পিতার মধ্যে কোন একটা আবেগ প্রবলভাবে কাজ করছে।

মিরান্দা। এর আগে কখনো তাঁকে এমনভাবে ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি।

প্রস্পারো। আমাকে তোমরা হঠাৎ বিচলিত হতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। এরা হচ্ছে আমাদের অভিনেতা। এদের কথা তোমাদের আমি আগেই বলেছি। এরা প্রেতাত্মা, ক্ষণিকের মধ্যেই বাতাসে মিলিয়ে যায়। আর আমাদের এই ভিত্তিহীন অলীক দৃশ্যের মতই মেঘচুম্বী সৌধমালা ও কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির ও গম্বুজ সমন্বিত এই বিরাট পৃথিবী ও তার সকল বস্তু একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই এবং তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। এই সব অবাস্তব দৃশ্যের মত স্বপ্নে গড়া বস্তুর মতই আমরা ক্ষণভঙ্গুর এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন নিদ্রাপরিবৃত এক একটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। স্যার আমার মন মেজাজ ভাল নেই। আমার বৃদ্ধ মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমার এই মানসিক দুর্বলতার জন্য তোমরা কিছু মনে করো না বা কোন চিন্তা করো না। তোমরা ইচ্ছা করলে আমার আস্তানায় গিয়ে বিশ্রাম করতে পার। আমার অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য আমি দুই একবার পায়চারি করব।

ফার্ডি, মিরান্দা। আমরা আপনার মানসিক শান্তি কামনা করি। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্পারো। ধন্যবাদ এরিয়েল, যা হোক একটা চিন্তা নিয়ে এস।

এরিয়েলের প্রবেশ

এরিয়েল। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। আপনি কি চান?

প্রস্‌পারো। ক্যালিবনের সঙ্গে একবার দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এরিয়েল। যখন আমি সিরিসকে উপস্থিত করেছিলাম আপনার কাছে তখনই আমার মনে হয়েছিল একথা। কিন্তু পাছে আপনি রেগে যান এই ভয়ে কিছু বলিনি।

প্রসপারো। বল কোথায় তুমি তাকে তার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখেছিলে?

এরিয়েল। আমি আপনাকে বলেছিলাম স্যার, তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছে। তারা কখনো বাতাস পান করছে নেশার ঘোরে, কখনো মাটিতে পা ঠুকে বীরত্ব প্রকাশ করছে। কিন্তু সব সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের কথাটা বারবার বলছে। এমন সময় গানবাজনার ধ্বনিতে তাদের মুগ্ধ করে একটা জলাশয়ের ধারে তাদের ফেলে রেখে এসেছি। সেই জলাশয়ের জলটায় এতই দুর্গন্ধ যে তার দূষিত গ্যাসে তাদের আর পা উঠবে না।

প্রস্‌পারো। তুমি যা করেছ ভালই করেছ। এখনো তুমি অদৃশ্য রাখবে তোমার চেহারাটাকে। আমার পোষাকটা ঘর থেকে নিয়ে এস, চোর ধরতে হবে।

এরিয়েল। যাচ্ছি। (প্রস্থান)

প্রস্‌পারো। শয়তান, শয়তান, একটা জন্মশয়তান। যাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু শেখানো যায় না। এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছে আমার সমস্ত শ্রম। বয়স বাড়ার জন্য তার দেহটা কুৎসিত দেখাচ্ছে আর তার মনটাও কুণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। আমি তার দেহমন দুটোকেই অভিশপ্ত করে তুলব।

চকচকে পোষাক হাতে এরিয়েলের পুনঃপ্রবেশ

প্রস্‌পারো ও এরিয়েল অদৃশ্য অবস্থায় রয়ে গেল। এমন সময় সিক্ত অবস্থায় ক্যালিবন, স্তেফানো ও ত্রিনকালোর প্রবেশ

ক্যালি। আমার অনুরোধ তোমরা আস্তে চল। তা না হলে সেই অন্ধ ছুঁচোটা আমাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাবে। আমরা তার আস্তানার কাছে এসে পড়েছি।

স্তেফানো। ও দানোয়ার ভাই, তুমি যে পরীর কথা বলেছিলে, একেবারে নির্দোষ পরী—সে কি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলল?

ত্রিনকালো। ও জানোয়ার, আমি কী এক তেলের গন্ধ পাচ্ছি যা আমার নাক মোটেই সহ্য করতে পারে না।

স্তেফানো। আমারও তাই। শুনতে পাচ্ছ? যদি আমি একবার তোমার উপর চটে যাই তাহলে দেখবে—

ত্রিনকালো। তাহলে তোমার দফা রফা হয়ে যাবে।

ক্যালি। ঠিক আছে স্যার। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদের সে উপহার দান করবই। এখন এই দুর্ঘটনার কথা গোপন রাখবেন। সুতরাং নরম হয়ে কথা বলুন। দুপুর রাত পর্যন্ত চুপ করে থাকুন।

ত্রিন। কিন্তু সেই জলাশয়ে আমাদের মদের বোতলগুলো ফেলে এসেছি।

স্তেফানো। এর মধ্যে শুধু অপমান অসম্মানই নেই, আছে এক বিরাট ক্ষতি।

ত্রিন। আমি যে ভিজে গেছি এর থেকে সেই ক্ষতিটাই বেশী কষ্টকর আমার পক্ষে। এটা বোধ হয় তোমার কোন নির্দোষ পরীর কাজ।

স্তেফানো। আমি আমার বোতলগুলো গিয়ে এখনি নিয়ে আসব তাতে আমার যত কষ্টই হোক।

ক্যালি। হে আমার রাজা, দয়া করে চুপ করুন। দেখতে পাচ্ছেন না আমরা একেবারে আস্তানার মুখে এসে পড়েছি। কোন গোলমাল করবেন না, ঢুকে পড়ুন। সেই মঙ্গলজনক পাপকাজটা করে ফেলুন যার ফলে এই গোটা দ্বীপটা চিরদিনের জন্য আপনার দখলে এসে যাবে আর আমি অর্থাৎ আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য ক্যালিবন আপনার পা চাটবে।

স্তেফানো। তোমার হাত দাও। আমার মনে ধীরে ধীরে জাগছে সেই রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনাটার কথা।

ত্রিন। ও আমাদের রাজা স্তেফানো। একচ্ছত্র অধিপতি। ও সুযোগ্য স্তেফানো, দেখ দেখ কী চমৎকার একটা পোষাক রাখার আলমারী তোমার সামনে।

ক্যালি। ওটাকে ওখানেই রেখে দাও বোকা কোথাকার। ওটা একটা বাজে জিনিস।

ত্রিন। না না জানোয়ার। আমি জানি ওটা কি, ও রাজা স্তেফানো।

স্তেফানো। ওই গাউনটা তুলে নাও ত্রিনকালো। আমি এই হাতে গাউনটা পরব।

ত্রিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এটা অবশ্যই পরবে।

ক্যালি। রেখে দাও এসব নির্বোধ কোথাকার! এটার উপর এত জোর দিচ্ছ কেন? আগে ওকে হত্যা করো। যদি সে জেগে ওঠে তাহলে আমাদের পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথা পর্যন্ত চিমটি কেটে আমাদের এক অদ্ভুত জানোয়ার বানিয়ে ছাড়বে।

স্তেফানো। তুমি চুপ করো জানোয়ার। এটা একটা জার্কিন নয়?

ত্রিন। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তুমি পরো। আমরা যা কিছু পারি চুরি করব।

স্তেফানো। বাঃ সত্যিই তুমি হাসাতে পার। ধন্যবাদ। আমি যদি রাজা হই তাহলে তোমার মত ভাঁড়দের কিভাবে পুরস্কৃত করতে হয় তা দেখিয়ে দেব। আর একটা পোষাক দেখছি।

ত্রিন। ও জানোয়ার, বাকি পোষাকগুলো তুমি নিয়ে যাও।

ক্যালি। আমি এসব একটাও নেব না। আমাদের সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমরা সবাই গাছের ডাল বা বাঁদরে পরিণত হয়ে যাব।

স্তেফানো। জানোয়ার, নাও নাও হাত লাগাও। এগুলো সব বয়ে নিয়ে গিয়ে আমার মদ রাখার সেই জায়গাটায় রাখবে। যাও যাও। আমার কথা না শুনলে আমি তোমায় আমার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেব। এগুলো বয়ে নিয়ে যাও।

ত্রিন। আর এটাও নিয়ে যাও।

স্তেফানো। আর এটাও।

শিকারের শব্দ শোনা গেল। শিকারী কুকুরের বেশে প্রেতাত্মাদের প্রবেশ। তাদের সঙ্গে প্রস্‌পারো ও এরিয়েলের প্রবেশ।

প্রস্‌পারো। কই পর্বত, পর্বত কই?

এরিয়েল। রূপো, রূপো হয়ে যাচ্ছে।

প্রস্‌পারো। ওই হচ্ছে অত্যাচারী। শোন শোন। প্রচণ্ডভাবে রাগের আগুনে জ্বলে ওঠ। (ক্যালিবন, স্তেফানো ও ত্রিনকালোকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো) যাও, আমার প্রেতদের বলে ওদের হাত পায়ের গ্রন্থিগুলো ভেঙ্গে দাও। ওদের শরীরগুলোকে অকারণে কাঁপিয়ে দাও, ওদের স্নায়ুগুলোকে ছোট করে দাও। চিমটি কেটে ওদের সারা গায়ে দাগ করে দাও।

এরিয়েল। শুনুন, ওরা চীৎকার করছে।

প্রসপারো। তাঁদের আরো খোঁজ করো ভালভাবে। আমার সব শত্রুদের

জন্ম করার এই হচ্ছে সুযোগ। কিছু পরে আমার সব কাজ বা লীলাখেলা শেষ হয়ে যাবে আর তুমি পাবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। আর কিছুক্ষণ অন্ততঃ আমার কাজ করো। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রসপারোর আস্তানার সম্মুখভাগ।

যাদুমন্ত্রসিদ্ধ পোষাকপরিহিত প্রসপারো ও এরিয়েলের প্রবেশ

প্রসপারো। এবার আমার পরিকল্পনা শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মন্ত্র এখনো ব্যর্থ হয়নি, আমার প্রেতাত্মারা এখনো আমার আদেশ পালন করছে এবং সময় ভালভাবেই কাটছে। এখন বেলা কত হলো ?

এরিয়েল। এখন বেলা ছটা। আপনি বলছিলেন এই সময় আপনার সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রসপারো। যখন আমি প্রথম সমুদ্রে ঝড় জাগিয়েছিলাম তখন আমি একথা বলছিলাম। আচ্ছা, রাজা আর তার সঙ্গীরা এখন কোথায় কি করছে ?

এরিয়েল। ওরা সবাই আপনার আস্তানাসংলগ্ন কুঞ্জবনের ভিতর বন্দী হয়ে আছে। রাজা, রাজার ভাই আর আপনার ভাই তিনজনে অসার অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে আর বাকি লোকরা তাদের জন্য শোক করছে। আপনি যার কথা বলছিলেন সেই বৃদ্ধ লর্ড গঞ্জালোর দাড়ি বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছে। এখন যদি তাদের আপনি দেখেন তাহলে আপনারও মনে দয়া মায়া জাগবে।

প্রসপারো। তুমি কি তাই মনে করো ?

এরিয়েল। আমি যদি মানুষ হতাম তাহলে আমারও তাই হত স্যার।

প্রসপারো। বাতাস দিয়ে গড়া তোমার বায়বীয় সত্তা যদি তাদের দুঃখ দেখে বিচলিত হয় তাহলে আমি তাদেরই জাতি মানুষ হয়ে বিচলিত হব না ? আমারও অন্তর নিশ্চয় বিচলিত হবে। তোমার থেকে আমার অন্তর আরো তাড়াতাড়ি গলে যাবে। যদিও তাদের ঘোর অন্যায় আর পাপ কাজের কথা মনে করে আমি প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছিলাম তবু আমার স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব আমার ক্রোধের প্রচণ্ডতাকে শান্ত ও ব্যথাহত করে তুলেছে, আমাকে বুঝিয়ে

দিয়েছে প্রতিশোধের থেকে ক্ষমা বড় গুণ। যেহেতু তারা এখন অনুতাপ ভোগ করছে, তাদের বিরুদ্ধে আর আমার বলার কিছু নেই। এবার আমি আমার যাদুমন্ত্রের ক্রিয়া তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেব। তাদের মধ্যে মানবোচিত জ্ঞানবুদ্ধির সঞ্চার করব যাতে তারা আবার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

এরিয়েল। আমি তাদের এখানে নিয়ে আসব স্যার?

প্রস্‌পারো। হে নিয়ত দণ্ডায়মান মায়াবী পাহাড় পর্বত ও কুঞ্জবন, হে নদী হ্রদ যত সব জলাশয়। হে আসমুদ্র প্রসারিত বেলাভূমি, প্রতিনিয়ত তুমি প্রতিটি সমুদ্রতরঙ্গকে তাড়িত করে নিয়ে যাও বহুদূর পর্যন্ত, কিন্তু সে তরঙ্গ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পশ্চাদপসরণ করো পরক্ষণে। হে পুত্তলিবং প্রকৃতিজাত বস্তুনিচয়, শুক্লানিশিতে শুভ্রমেদুর চন্দ্রালোকচুম্বনবিগলিত অরণ্য-সম্পদ দিয়ে কেমন এক চক্রজাল সৃষ্টি করো তোমরা, ভূগর্ভনিহিত কত বীজকে অঙ্কুরিত করে তোলাই হলো তোমাদের নিশীথ রাতের খেলা। তোমরা সর্বশক্তিমান না হলেও তোমাদের খণ্ডিত শক্তির সমন্বিত সহায়তায় আমি ম্লান করে দিয়েছি দুপুরের জলন্ত সূর্যের গরিমাকে, বিদ্রোহী বাতাসকে ডেকে তার দ্বারা এক গর্জনশীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে তুলেছি মুক্তনীল আকাশ আর শান্তসবুজ সমুদ্রকে। কম্পিত ও উৎপাটিত করে ফেলেছি আমি বলিষ্ঠদেহী কত পাইন আর দেবদারু গাছকে। আমারই মন্ত্রসিদ্ধ শক্তির আদেশে উন্মুক্ত হয়ে গেছে সমাধিমন্দিরের দ্বার, অকস্মাৎ টুটে গেছে চিরনিদ্রাভিভূত মৃতের অনন্ত নিদ্রা। কিন্তু এ যাদুমন্ত্র আমি আজ থেকে ত্যাগ করলাম। পৃথিবীর মাটির সুদূরবর্তী গর্ভে নিহিত করতে চাই আমার যাদুমন্ত্রসম্বলিত এই গ্রন্থকে। এখন আমি সূক্ষ্ম সুন্দর এক স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে চাই আর অতীন্দ্রিয় প্রভাব নিঃশেষে লুপ্ত করে দিতে পারবে আমার মন্ত্রশক্তিসঞ্জাত পার্থিব অহঙ্কারের মত্ততা আর মূঢ়তাকে।

প্রথমে এরিয়েল ও পরে উন্মত্তের মত এ্যালোনসো, গঞ্জালো, সেবাস্তান, এ্যাণ্টনিও, অ্যাড্রিয়ান ও ফ্রান্সিসকোর প্রবেশ। তারা সবাই প্রস্‌পারো সৃষ্ট এক গণ্ডীর মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল।

প্রস্‌পারো। হে ধার্মিক গঞ্জালো, মন্ত্রমুক্ত হয়ে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। এখানকার নির্মল মুক্ত বাতাসে তোমার অস্থির চিত্তের সকল অশান্তি দূর হয়ে যাক। আজ তোমায় দেখে অতীতের কথা মনে করে অশ্রু ঝরে পড়ছে

আমার চোখ থেকে। এবার ওদের চেতনা মুক্ত হয়ে উঠবে। যে অন্ধকার বাষ্পচাপ ওদের শুভ যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা প্রভাতের আলোয় অপসৃত অন্ধকারের মতই অপসারিত হয়ে যাবে। আমি তোমায় তোমার কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দান করব। এ্যালোনসো, তুমি আমার ও আমার মেয়ের উপর বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলে। তোমার ভাই একাজে তোমায় সহায়তা করেছিল। আশা করি তার জন্য দেহমনে প্রচুর দংশনজ্বালা অনুভব করেছ সেবাস্তান। আর আমার ভাই, তুমি বিবেকবুদ্ধিকে তখন বিতাড়িত করে আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে এক অন্যায় উচ্চাভিলাষের তাড়নায় আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে। তুমি সেবাস্তানের সহযোগিতায় এখানে আসার পরে রাজার প্রাণনাশ করতে গিয়েছিলে। তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমাদের কাজ ঘোরতর অন্যায় এবং অস্বাভাবিক হলেও আমি ক্ষমা করব। তোমাদের যুক্তিবোধের যে শূন্য উপকূল শূন্য ও কর্দমাক্ত হয়ে রয়েছে এখন, শুভবুদ্ধির এক বিরাট প্লাবনে তা প্লাবিত হয়ে উঠবে এখনি। ওরা এখন আমার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকলেও ওরা কেউ আমায় চিনতে পারেনি। এরিয়েল, আমার আস্তানা থেকে আমার টুপী আর তরোয়ালটা এনে দাও। আমি যাদুবিদ্যামুক্ত সহজ মানুষের মত দাঁড়াব। মিলানে থাকাকালীন আমি আমার সেই সহজ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হব। তাড়াতাড়ি করো এরিয়েল। তারপর তুমি মুক্ত হবে।

এরিয়েল ফিরে এসে প্রসপারোকে পোষাক পরাতে পরাতে গান করতে লাগল।

অলির সাথে ঘুরব আমি ফুলের মধু খেয়ে
গরুর গলায় ঘণ্টা চুমি মাঠে যাব ধেয়ে।
রাতে যেথায় পেঁচা ডাকে সেথায় আমি যাব
মৌমাছির পিঠে চড়ে ফুলের মধু খাব।

প্রসপারো। হে আমার প্রিয় এরিয়েল, তুমি চলে গেলে আমার মনে কষ্ট হবে, তবু তুমি তোমার মুক্তি পাবে। তবে তার আগে তুমি রাজার জাহাজে চলে যাও। সেখানে দেখবে জেঠির উপর নাবিক আর খালাসীরা ঘুমিয়ে আছে। তুমি তাদের এখানে জোর করে নিয়ে আসবে এবং এখনি।

এরিয়েল। আমি বাতাসের থেকেও দ্রুতগতি এবং আপনার হৃৎপিণ্ড দ্বিতীয়বার ঘা দেবার আগেই আমি ফিরে আসব। (প্রস্থান)

গঞ্জালো। এ দ্বীপে আছে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা, বিস্ময় আর বেদনা। এই ভয়ঙ্কর দেশ থেকে কোন দৈবশক্তি আমাদের মুক্তিদান করুক।

প্রস্‌পারো। এই দেখুন রাজা, মিলানের সেই অভিশপ্ত পদচ্যুত ডিউককে দেখুন। আমিই সেই ডিউক প্রস্‌পারো। আর কোন ভয় নেই। আজ এক জীবন্ত রাজপুরুষ কথা বলছে আপনার সঙ্গে। আজ আমি আপনাকে আলিঙ্গন করছি এবং আপনার সভাসদ ও পারিষদবর্গকেও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

এ্যালোনসো। তুমি যেই হও, জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষের মতই তোমার বুকে হৃদস্পন্দন অনুভব করছি এবং তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক অশান্তি ও উন্মত্ততার অবসান ঘটছে। আমি তোমার ডিউকপদ আবার দান করলাম। আমার অন্যায়ের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার কাছে। কিন্তু প্রস্‌পারো, কেমন করে তোমার প্রাণরক্ষা হয় এবং তুমি এখানে এসে ওঠ?

প্রস্‌পারো। প্রথমে এস হে মহান লর্ড, যার মহানুভবতা ও সম্মানের তুলনা হয় না।

গঞ্জালো। তোমার একথা সত্যি কি মিথ্যা সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না ভাই।

প্রস্‌পারো। এখনো তোমার ঘোর কাটেনি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কথা। এস আমার বন্ধু সভাসদ। (সেবাস্তান ও এ্যান্টনিওকে) কিন্তু তোমাদের দুজনকে আমি রাজার কাছে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী প্রমাণ করতে পারতাম। তাহলে তোমাদের উপর রাজরোষ বর্ষিত হত। কিন্তু এখন আমি সেকথা বলব না।

সেবা। (স্বগত) শয়তান ওর মুখ দিয়ে কথা বলছে।

প্রস্‌পারো। না। তুমি হচ্ছ এমনই দুর্বৃত্ত যে তোমাকে ভাই বলে ডাকা মানে নিজের মুখকে কলুষিত করা। তোমার সমস্ত জঘন্য অন্যায় আমি ক্ষমা করলাম। তবে যে ডিউকপদ আমার কেড়ে নিয়েছিলে তা আমি ফিরে পেতে চাই, যা তুমি জোর করে আমার দখল করতে চাইবে আমি জানি।

এ্যালোনসো। যদি প্রস্‌পারো হও তাহলে তোমার উদ্ধারপ্রাপ্তির সকল বৃত্তান্ত আমাকে বলো। আমরা ঘণ্টা তিনেক আগে জাহাজডুবির ফলে এই কূলে এসে উঠি। কেমন করেই বা তুমি আমাদের সন্ধান পেলে? এই জাহাজ-

ডুবির ফলে আমি হারিয়েছি—হায়, স্মৃতির পীড়ন কী নিদারুণ !—আমার প্রিয়তম সন্তান ফার্ডিন্যাণ্ড।

প্রস্পারো। এজন্য আমি দুঃখিত স্যার।

এ্যালোনসো। এ ক্ষতি অপূরণীয় এবং প্রতিকারের অতীত।

প্রসপারো। আমার মনে হয় আমি যাঁর কৃপায় আমার অনুরূপ ক্ষতির জন্য শোকতাপ ভুলে শান্তচিত্তে বাস করছি আপনি তাঁর কৃপাভিক্ষা করেননি।

এ্যালোনসো। অনুরূপ ক্ষতি !

প্রসপারো। এ ক্ষতি আপনার মতই গভীর। কিন্তু সে ক্ষতি সহ্য করার মত আপনার যে উপায় আছে আমার সে উপায় নেই। আমি আমার কন্যাকে হারিয়েছি।

এ্যালোনসো। কন্যা ! হা ভগবান, যদিন তারা নেপলস্-এ থাকত দুজনেই। আজ তারা সমুদ্রের তলদেশে রাজরাণীরূপে বাস করছে। হায়, তাদের পরিবর্তে আমি যদি সেই সমুদ্রতলস্থিত পঙ্কশয্যায় শায়িত থাকতাম ! কখন তুমি তোমার কন্যাকে হারাও ?

প্রস্পারো। এই ঝড়ে। আমার মনে হয় এই লর্ডদের মনে এখনো সন্দেহ আছে ওরা যা দেখছে চোখের সামনে তা সত্যি কি না। তবে এটা আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখবেন আমিই সেই প্রস্পারো, মিলানের ডিউকপদ থেকে যাকে অপসারিত করা হয়েছিল। যে দ্বীপে তোমরা আজ জাহাজডুবি হয়ে এসেছ সেই দ্বীপে আমিও একদিন এইভাবে এসে পরে তার অধিপতি হয়ে উঠি। এখন আর না। এখন এই মিলনের দিনে সেই নীরস কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। এই হচ্ছে আমার আস্তানা; এইটাই হলো আমার রাজদরবার। এখানে আমার কোন দাসদাসী বা প্রজা নেই। তবে আপনারা যেমন আমায় ডিউকপদ পুনরায় দান করেছেন আমিও একটা ভাল জিনিস উপহার দেব আপনাদের।

দাবাখেলারত অবস্থায় ফার্ডিন্যাণ্ড ও মিরান্দাকে দেখাল প্রস্পারো।

মিরান্দা। আমার প্রিয়তম স্বামী, তুমি আমায় ঠকালে।

ফার্ডি। সারা জগতের বিনিময়েও আমি তোমায় ঠকাব না।

মিরান্দা। তুমি কতকগুলো রাজ্যের জন্য আবার ঝগড়া করছ আর আমি বলব এটা ভাল খেলা।

এ্যালোনসো। এ দৃশ্য যদি সত্য হয় তাহলে আমি আমার প্রিয় পুত্রকে দুবার হারাতে রাজী।

সেবা। এ এক উচ্চস্তরের ইন্দ্রজাল।

ফার্ডি। সমুদ্রকে আমি বৃথাই অভিশাপ দিয়েছি। এখন দেখছি সমুদ্র দয়া করে আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। (পিতার কাছে নতজানু হলো)

এ্যালোনসো। আমি আমার সমস্ত আশীর্বাদ তোমাকে দান করলাম। ওঠ পুত্র, বল কেমন করে এখানে এলে তুমি।

মিরান্দা। কী বিস্ময়ের কথা! কত সুন্দর সুন্দর প্রাণী আছে এই পৃথিবীতে। মানুষ কত সুন্দর! হে বীরাঙ্গনা পৃথিবী, কত বীর এবং সুন্দর মানুষকেই না বক্ষে ধারণ করো তুমি।

প্রস্‌পারো। এ পৃথিবী তোমার কাছে নূতন।

এ্যালোনসো। এই মেয়েটি কে যার সঙ্গে তুমি খেলা করছিলে? মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে কারো সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হতে পারে না। উনিই কি সেই দেবী যিনি আমাদের একত্রিত করেছেন এই দ্বীপের মাঝে?

ফার্ডি। না পিতা, এ নারী মর্ত্যের মানবী, তবু ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই সে আজ আমার আপন প্রিয়জন হয়ে উঠেছে। একে যখন আমি জীবনের সাথীরূপে গ্রহণ করি তখন আমি আমার পিতার মতামত গ্রহণ করতে পারিনি আর আমার পিতা যে জীবিত আছেন সেকথা ভাবতেও পারিনি। এই নারী হচ্ছে মিলানের বিখ্যাত ডিউকের কন্যা, যে ডিউকের খ্যাতি আমি এর আগে অনেক শুনেছি, কিন্তু যাঁকে চোখে দেখিনি এবং যাঁর কৃপায় আমি নবজীবন লাভ করেছি। এঁর মাঝেই আমি আমার পিতাকে পাই।

এ্যালোনসো। ও নারীকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলাম। কিন্তু ওর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়াটা খারাপ দেখাবে।

প্রস্‌পারো। অতীত দুঃখের কথা ভেবে আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই।

গঞ্জালো। অশ্রুতে এতক্ষণ কণ্ঠ আমার অবরুদ্ধ হয়েছিল বলে কথা বলতে পারিনি। হে স্বর্গের দেবতাগণ, আশীর্বাদ বর্ষণ করো এই নবদম্পতির মাথায়। তোমাদের নির্দেশেই আজ আমাদের মিলন ঘটল এখানে।

এ্যালোনসো। আমিও তোমার কথা সমর্থন করি গঞ্জালো।

গঞ্জালো। তার সন্তান একদিন নেপলস্ শাসন করবে এইজন্যই কি মিলানের

ডিউককে একদিন অপসারিত করা হয়েছিল মিলান থেকে? আনন্দ করো সবাই। একই সমুদ্রযাত্রার ফলে ক্ল্যারিবেল তার স্বামী লাভ করল তিউনিসে। আর তার ভাই ফার্ডিন্যাণ্ড স্ত্রী লাভ করল সেইখানে যেখানে সে হারিয়ে গিয়েছিল আর প্রস্পারো ফিরে পেল তার ডিউকপদ। যে প্রস্পারোর আপন জন বলতে কেউ ছিল না এ দ্বীপে আজ সে এতগুলি লোককে পেল আত্মীয় ও বন্ধুরূপে।

এ্যালোনসো। (ফার্ডিন্যাণ্ড ও মিরান্দাকে) তোমাদের হাত দাও। এমন কে পাষাণহৃদয় আছে যে তোমাদের আশীর্বাদ করবে না? যদি থাকে সে চিরদুঃখী হোক।

গঞ্জালো। সত্যিই তাই।

জাহাজচালক ও খালাসীসহ এরিয়েলের প্রবেশ

দেখ দেখ, আমাদের আরো লোক এসে গেছে। আমি এর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলিনি ও যদি হাতের কাছে একটা ফাঁসির কাঠ পায় তাহলে কখনই ডুবতে পারে না। কী নাস্তিক, এবার কূলে উঠেছ ত? কী খবর?

খালাসী। এটা খুবই সুখের কথা যে আমরা আমাদের রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের খুঁজে পেয়েছি এবং আমাদের জাহাজটাও প্রথমে ঝড়ে ভেঙ্গে গেলেও এখন অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

এরিয়েল। (প্রস্পারোকে গোপনে) স্যার, এইসব আমি করেছি সেখানে গিয়ে।

প্রস্পারো। (এরিয়েলকে গোপনে) আমার লক্ষ্মী প্রেতাত্মা!

এ্যালোনসো। এ সব স্বাভাবিক ঘটনা বলে বোধ হচ্ছে না। ক্রমশঃই রহস্যের জট পাকিয়ে উঠছে। বল তোমরা কেমন করে এলে এখানে?

খালাসী। যদি জেগে থাকতাম তাহলে বলতে পারতাম সব কথা। কিন্তু আমরা মরার মত ঘুমোচ্ছিলাম। কেমন করে জানি না, সবাই একে একে পড়ে গেল জেঠির উপর। তারপর বিভিন্ন কণ্ঠের চীৎকার আর গর্জন একসঙ্গ কানে যেতে জেগে উঠলাম আমরা। জেগে উঠে দেখলাম আমাদের রাজার জাহাজটা পড়ে রয়েছে। তারপর যেন স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম পরস্পরের কাছ থেকে এবং আমাদের এখানে নিয়ে আসা হলো।

এরিয়েল। (প্রস্পারোকে আড়ালে) কাজটা ভাল হয়নি?

প্রস্পারো। (এরিয়েলকে আড়ালে) সাহসের সঙ্গেই কাজটা করেছ। তুমি মুক্তি পাবে।

এ্যালোনসো। এটা সত্যিই অদ্ভুত। এসব কাজগুলোকে কখনই স্বাভাবিক বলে মনে করা যাচ্ছে না। আমরা এর কিছু বুঝতে পারছিনা। একমাত্র দৈববাণীই আমাদের এর প্রকৃত রহস্য বলে দিতে পারে।

প্রস্পারো। মহারাজ, ব্যাপারটার রহস্যময়তার কথা ভেবে অহেতুক মনটাকে পীড়িত করবেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমি একাই সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করব। তখন এইসব আপাতঅলৌকিক ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রকট হয়ে উঠবে আপনার কাছে। সুতরাং এখন আনন্দ করুন। (এরিয়েলকে গোপনে) এখানে এস. ক্যালিবন ও তার সঙ্গীদের মুক্ত করো। তাদের উপর থেকে সব মন্ত্র তুলে নাও। (এরিয়েলের প্রস্থান) কেমন বোধ করছেন মহারাজ? আপনি হয়ত স্মরণ করতে পারছেন আপনার সঙ্গীদের কেউ কেউ আপনার কাছে নেই।

চুরিকরা পোষাকসহ ক্যালিবন. স্টেফানো ও ত্রিনকালোর প্রবেশ

স্টেফানো। মানুষের ভাগ্যই সব, মানুষের যত্ন ও চেষ্টার কোন দাম নেই সুতরাং কেউ যেন কিছু চেষ্টা না করে।

ত্রিন। এরা যদি সব সত্যিকারের হয় তাহলে দৃশ্যটা ভালই দেখছি।

ক্যালি। ও সেটেইস, এই প্রেতাত্মাগুলো সত্যিই খুব সাহসী। আমার মালিককে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে আমার ভয় হচ্ছে উনি আমাকে বকবেন।

সেবা। হা হা। এরা কারা এ্যান্টনিও? টাকা দিয়ে এদের কি বশীভূত করা যাবে?

এ্যান্ট। খুব সম্ভবত হাঁ। ওদের মধ্যে একজন ত মাছের মত। মাছের মতই তাকে বাজারে কেনাবেচা চলবে।

প্রস্পারো। এই সব লোকদের ব্যাজ বা পরিচয়চিহ্ন দেখে বুঝতে পারবেন এরা সত্যি কিনা? এই যে বিকৃতকায় লোকটা দেখছেন এর মা ছিল এক যাদুকরী এবং তার এমন ক্ষমতা ছিল যে তার বলে চাঁদকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত এবং ইচ্ছামত নদীসমুদ্রে জোয়ারভাটা ঘটাতে পারত। যে পোষাকটা এই তিনজন চুরি করেছে আমার কাছ থেকে সে পোষাকটা ছিল ওর মার। এই শয়তান এবং আসলে যে একজন অবৈধ সন্তান, আমার প্রাণনাশের

ষড়যন্ত্র করেছিল। এদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারবেন, তারা আপনার লোক এবং একজন কালো লোক আমার এবং আমি তাকে চিনতে পারছি।

ক্যালি। আমাকে চিমটি কেটে মেরে দেবে।

এ্যালোনসো। এ কি আমার সেই মাতাল ভৃত্য স্টেফানো নয়?

সেবাস্তান। ও এখনো মাতাল অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু ও মদ পেল কোথা?

এ্যালোনসো। আর ত্রিনকালোও টলছে। ওরা কোথায় এত ভাল মদ পেল?

ত্রিন। আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এমন বিপদে আমি পড়েছি যে মনে হচ্ছে এ বিপদ আর কখনো পার হতে পারব না।

সেবা। কেন, এখন কেমন আছ স্টেফানো?

স্টেফানো। আমাকে এখন ছোঁবেন না, আমার এখন দারুণ পেটব্যথা।

প্রসপারো। কিন্তু তুমি এ দ্বীপের রাজা হবে না?

স্টেফানো। তাহলে আমায় আর বাঁচতে হবে না।

এ্যালোনসো। (ক্যালিবনের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এমন অদ্ভুত মানুষ আমি কখনো দেখিনি।

প্রসপারো। ওর দেহটা যেমন অদ্ভুত তেমনি আচরণটাও অদ্ভুত। যাও তুমি আমার আস্তানায় যাও। তোমার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নাও। আমার ক্ষমা পেতে চাও ত ভাল করে পোষাক পরিচ্ছদ পরো।

ক্যালি। যাচ্ছি স্যার। এবার থেকে আমি ভাল হয়ে চলব এবং ওঁর শুভেচ্ছা ও সুনজর লাভ করার চেষ্টা করব। ঐ মাতাল আর গবেট মূর্খটাকে দেবতা বলে পূজা করে কী ভুলই না করেছি।

প্রসপারো। যাও এখান থেকে।

এ্যালোনসো। যাও এ জিনিসটা যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে এস।

সেবা। তার মানে যেখান থেকে চুরি করেছিলে। (ক্যালিবন, স্টেফানো ও ত্রিনকালোর প্রস্থান)

প্রসপারো। স্যার, আজকের রাত্রিটা আমার আস্তানায় কাটাবার জন্য আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তার মধ্যে কিছুটা সময় ধরে আমি আমার জীবনের সব কাহিনী এবং এখানে আসার পর থেকে যে যে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলাম সে সব কথা আপনাকে শোনাব এবং তার ফলে সময়টা

খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। পরদিন সকালে আমি আপনার জাহাজে করে নেপল্‌স্‌এ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। সেখানে এদের বিবাহের অনুষ্ঠানটা দেখব বলে আশা করছি। তারপর আমি মিলানে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটাব।

এ্যালোনসো। আমি তোমার জীবনের সব কথা শুনব। সেকথা নিশ্চয় খুব অদ্ভুত শোনাবে।

প্রস্‌পারো। আমি তা সব বলব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার প্রত্যাবর্তনকালে সমুদ্র শান্ত থাকবে, বাতাস থাকবে অনুকূল আর আপনার জাহাজের গতি এত দ্রুত হবে যে আপনার দূরস্থিত অন্যান্য জাহাজগুলিকে তা অনায়াসে ধরতে পারবে। এরিয়েল, এইসব কাজগুলোর ভার তোমার উপর রইল। এই সব কাজ সম্পন্ন করার পর তুমি মুক্তি পাবে। বিদায়।

(সকলের প্রস্থান)

উপসংহার

প্রস্‌পারোর উক্তি

এবার আমার হলো ছুটি সাঙ্গ যাদুখেলা
শেষ হলো সব জারিজুরি ফুরিয়ে এল বেলা।
মন্ত্রতন্ত্র যত কিছু ক্ষণিকের মায়া
ভূত প্রেত যত কিছু সবই হলো ছায়া।
এখান থেকে নেপল্‌স্‌, পরে মিলান যাব
ডিউকপদে নতুন করে সমাসীন হব।
যারা একদিন আড়িয়ে আমায় করেছিল পাপ
ক্ষমা করে নিয়েছি ভুলে সকল অভিশাপ।
তবে একটা কাজ করবে যেন তোমরা সকলে
আর যেন না থাকি আমি যাদুর কবলে।
ঈশ্বরের কাছে যেন করো প্রার্থনা
মোহমুক্ত হব যেন সে আমার বাসনা।

সুন্দরতমের প্রতি দিনে দিনে কামনার কেন উর্দ্ধগতি ;
সৌন্দর্যগোলাপ যেন কালগ্রাসে কোনদিন না হয় পতিত
যদিও সুপক্ক ফল মৃত্যুতেই লাভ করে শেষ পরিণতি
উত্তরকালের মনে সকল সৌন্দর্য যেন রয় অক্ষত।
কিন্তু তুমি সুসংহত দুচোখের জ্যোতিপুঞ্জমাঝে
আত্মদাহী অগ্নিতেজে যে জ্যোতি লালিত সতত,
অভাবের বঞ্চনা আনো ঐশ্বর্যের বিশাল স্বরাজে
আপন শত্রুতা কেন করে চলো শুধু অবিরত ?
আজো তুমি রয়ে গেছ জগতের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
বসন্তের দূতরূপে থাক তুমি চির উজ্জ্বল ;
আত্মার কোরকমাঝে ঢেকে রাখো সুষমাসম্ভার
এত কৃপণতা তবু সমস্ত সঞ্চয়ক্ষয় চলে অবিরল।
এ বিশ্বজগতে আছে যত কিছু রূপ অনুপম
কালের সমাধিতলে চলে যাবে যশ মান সক... ভ্রম

২

চল্লিশটি শীতের চাপে অবরুদ্ধ হবে যবে তোমার ললাট
সৌন্দর্যের ভূমিমাঝে কাটা হবে গভীর পরিখা
গর্বিত যৌবনজ্যোতি আর যার মহিমা বিরাট
পরিচ্ছিন্ন আগাছাসম ভস্মীভূত হবে রূপশিখা।
তখন প্রশ্ন পাবে, সে সৌন্দর্য কোথায় হারালে
কামনামদির দিনের কোথা গেল সে সুখ সম্পদ,
উত্তর পাবে না খুঁজে কোটরাগত দুচোখের জলে
প্রশংসার উপহাসে দেখা দেবে সর্বগ্রাসী লজ্জার বিপদ।
তোমার সৌন্দর্য পেত আরো কত স্তুতি জয়গান

যদিবা উত্তর দিতে, এ সুন্দর শিশু যে আমার
শোধ করে দেবে যত বার্ধক্যের সব অপমান
তারই মাঝে উজ্জীবিত হবে তব এ রূপসম্ভার।
যদিও জরাক্লিষ্ট, তার রক্তে পাবে তুমি নতুন উত্তাপ
হারানো যৌবন পেয়ে ঘুচে যাবে সকল সন্তাপ।

৩

দর্পণে তাকিয়ে দেখ, বলে দাও সে মুখচ্ছবিরে
নতুন সৃষ্টির ক্ষণ সমাগত দুয়ারে তোমার
যদি জন্ম না পার দিতে কোন সন্তানেরে
বিশ্ব বঞ্চিত হবে, শূন্য রবে কোন গর্ভ বঞ্চিতা মাতার।
সে কোন নিষ্ফলা নারী শুধু স্বীয় সৌন্দর্যে বিরাজে
সৃষ্টিকামী পুরুষাঙ্গে ঠেলে দেয় হীন ঘৃণাভরে;
সে কোন নিষ্ফল পুরুষ নিঃশেষিত আত্মরতিমাঝে
সন্তান-আগমন পথ রুদ্ধ করে দেয় চিরতরে।
তুমি যে জননীর এক অত্যাশ্চর্য স্বচ্ছ মুকুর
যাতে সে প্রত্যক্ষ করে যৌবনের হারাণো গরিমা
বার্ধক্যের বাতায়নে তুমিও দেখতে পাবে যৌবন সুন্দর
লোমচর্মাতীত কালোত্তীর্ণ রূপের গরিমা।
কিন্তু যদি বেঁচে থাকো স্মৃতিসুখে হয়ে বঞ্চিত
একক মৃত্যুর সাথে এ দেহ সৌন্দর্য তব হবে সহমৃত

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

[২৭২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

সারে। আমাকে যতটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে আমি তার চেয়ে দশগুণ খুশি।

রাজা রিচার্ড। নর্ফোক, আমাদের কি আঘাত খেতে হবে?

নর্ফোক। আঘাত দেব এবং নেব মহারাজ।

রাজা রিচার্ড। বিদ্রোহীদের সংখ্যা কত?

নর্ফোক। ছয় কি সাত হাজার।

রাজা রিচার্ড। তার তিনগুণ সৈন্যদল আমাদের আছে। তার উপর আছে মহান রাজশক্তির মর্যাদা। শিবির স্থাপনের একটা সুবিধাজনক জায়গা দেখ। সামন্তগণ, কালকের জন্য প্রস্তুত হোন। কাল অনেক বড় কাজ করতে হবে। (প্রস্থান)

যুদ্ধক্ষেত্রের আর এক অংশে রিচমণ্ড, উইলিয়ম ব্র্যাণ্ডন, অক্সফোর্ড, ডর্সেট ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রিচমণ্ড। ক্লান্ত সূর্য তার সোনালি আলোকছটা ছড়িয়ে পশ্চিমে চলে পড়েছে। মনে হয় কালকের দিনটা ভালই যাবে আমাদের। আমাকে কাগজ কলম দাও, যুদ্ধের একটা ছক তৈরি করি। অক্সফোর্ড, ব্র্যাণ্ডন ও হার্বার্ট আমার কাছে থাক। পেমব্রোক সৈন্য পরিচালনা করবে। ক্যাপ্টেন ব্লাণ্ট, তুমি আর্লের কাছে যাও, কাল বেলা দ্বিপ্রহরে আমার সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে বলবে। লর্ড স্ট্যানলি কোথায়?

ব্লাণ্ট। ওঁর সৈন্যদল এখনো আধ মাইল দূরে আছে। রাজার সৈন্যদল যেখানে আছে তার দক্ষিণে।

রিচমণ্ড। আমার এই চিঠিটা তাকে দাওগে।

ব্লাণ্ট। আমি তা দেব। রাত্রির মত আপনি বিশ্রাম করুন।

রিচমণ্ড। ঠিক আছে, কাল আমার তাবুতে দেখা করবে। (আপন আপন শিবিরে গমন)

রাজা রিচার্ড, নর্ফোক, র‍্যাটক্লিফ, ও কেটস্‌বির শিবিরে প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। ক'টা বাজে?

কেটস্‌বি। এখন রাত্রি ন'টা বাজে; নৈশভোজনের সময় হয়ে গেছে।

রাজা রিচার্ড। আজ রাত্রে আমি কিছু খাব না। আমার বর্ম ও সব অস্ত্র তাঁবুতেই রাখা হয়েছে ত?

কেটস্‌বি। হ্যাঁ, সব রাখা হয়েছে।

রাজা রিচার্ড। নর্ফোক, তুমি পাহারায় থাকবে। বিশ্বস্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করবে।
নর্ফোক। ঠিক আছে হুজুর।
রাজা রিচার্ড। কাল সকালে পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে। কেটস্‌বি, একজন দূত পাঠিয়ে দাও স্ট্যানলির কাছে। তার সেনাদলকে এখানে নিয়ে এস। বলবে তা না পাঠালে তার পুত্র কবরে যাবে। (কেটস্‌বির প্রস্থান) আমায় একপাত্র মদ দাও। আমার ঘড়িটা আমার কাছে দাও। কাল বৃদ্ধ সারেকে পাঠাবে যুদ্ধক্ষেত্রে। র‍্যাটক্লিফ ?
র‍্যাটক্লিফ। হুজুর ?
রাজা রিচার্ড। লর্ড নর্দাম্‌বারল্যাণ্ডকে দেখেছ ?
র‍্যাটক্লিফ। হ্যাঁ, উনি সারের সঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে বেড়াচ্ছিলেন।
রাজা রিচার্ড। আমাকে আর এক পাত্র মদ দাও। আমার যেন আগেকার মত সে মনের তেজ আর নেই। কাগজ কলম তৈরি ? র‍্যাটক্লিফ, আমার প্রহরীকে পাঠিয়ে দাও। তুমি মাঝরাতে এসে আমাকে রণসাজে সাজিয়ে দেবে। (র‍্যাটক্লিফের প্রস্থান। রাজা ঘুমিয়ে পড়ল)

রিচমণ্ডের তাঁবুতে ডার্বির প্রবেশ

ডার্বি। সৌভাগ্য আর বিজয়গৌরব আজ সমাগত তোমার কাছে।
রিচমণ্ড। আপনি বিশ্রামলাভ করুন। মা কেমন আছেন ?
ডার্বি। আমি তোমার মার পক্ষ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। আগামী কাল সকালেই যুদ্ধ শুরু করো। জয় তোমার হবেই। তবে বেশীক্ষণ আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না। কারণ আমায় দেখে ফেললে তোমার ভাই জর্জের প্রাণনাশ হবে। বিদায়।
রিচমণ্ড। ওঁকে ওঁর সৈন্যদলের কাছে নিয়ে যান। আমি একটু বিশ্রাম করব। কাল যাতে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি তার জন্য আমি এখন একটু বিশ্রাম করে নিই। (রিচমণ্ড ছাড়া সকলের প্রস্থান) হে জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি তোমার স্নেহমেদুর দৃষ্টি আমাদের উপর নিক্ষেপ করো আর তোমার রোষকষায়িত লোচনের দ্বারা আমাদের প্রতিপক্ষদের বিপর্যস্ত করে ফেল। আমি এখন ক্লান্ত। (ঘুমিয়ে পড়ল)

যুবরাজ এডওয়ার্ডের প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেতাত্মা। (রিচার্ডকে) আগামী কাল আমি তোমার আত্মার বুক চেপে

বসে থাকব। স্মরণ করে দেখ, তুমি আমার যৌবনে আমাকে টেকসবেরিতে হত্যা করেছিলে। সুতরাং তুমিও মরবে। (রিচমণ্ডের প্রতি) আনন্দ করো রিচমণ্ড, রাজকুমারদের অন্যায়ভাবে নিহত আত্মারা তোমার সপক্ষে যুদ্ধ করবে। তোমার কোন চিন্তা নেই।

ষষ্ঠ হেনরির প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেতাত্মা। তুমি টাওয়ারে আমার অভিষেকের সময় আমাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছিলে। সুতরাং তোমায় মরতে হবে। (রিচমণ্ডের প্রতি) হে মহানহৃদয় বিজয়ী, তুমি ধার্মিক, তুমি জয়লাভ করবেই। তুমিই রাজা হবে, সুতরাং আনন্দ করো।

ক্ল্যারেন্সের প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেতাত্মা। (রিচার্ডকে) তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমায় হত্যা করেছিলে। কাল আমি তোমার আত্মার উপর ভারী হয়ে চেপে বসব। কাল আমার কথা মনে করবে মরবার সময়। (রিচমণ্ডকে) ল্যাঙ্কাস্টার বংশের হে সুযোগ্য সন্তান, দেবদূতরা তোমায় রক্ষা করবে। দীর্ঘজীবী হও।

রিভার্স গ্রে ও ভগহানের প্রেতাত্মাদের প্রবেশ

রিভার্স। (রিচার্ডকে) কাল আমি তোমার আত্মার উপর বসব। কাল তুমি মরবে।

গ্রে। (রিচার্ডকে) গ্রের কথা চিন্তা করো। হতাশার পাষাণভার নেমে আসুক তোমার আত্মার উপর।

ভগহান। (রিচার্ডকে) ভগহানের কথা স্মরণ করো। নিবিড় হতাশায় কাল ডুবে মরো।

সকলে। (রিচমণ্ডকে) জেগে ওঠ হে বিজয়ী বীর। রিচার্ডের পাপই তোমাদের এনে দেবে জয়ের মুকুট।

হেস্টিংস-এর প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেত। (রিচার্ডকে) হে রক্তলোলুপ পাপাত্মা, ওঠ জাগো, হেস্টিংস-এর কথা মনে করো। কাল তুমি মরবে। (রিচমণ্ডকে) ওঠ জাগো, হে বিজয়ী বীর, ইংলণ্ডের জন্য যুদ্ধ করে জয়লাভ করো।

দুই তরুণ রাজকুমারের প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেতাত্মা। (রিচার্ডকে) টাওয়ারে বন্দী তোমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্রদের কথা স্মরণ করো। এবার আমরা তোমার অন্তর ভেদ করে চলে যাব তোমার মধ্যে

আর লজ্জা ধ্বংস ও মৃত্যুর ভারে ভারাক্রান্ত করে তুলব তোমার আত্মাকে। (রিচমণ্ডকে) শান্তিতে ঘুমোও রিচমণ্ড, তারপর আনন্দের সঙ্গে জেগে ওঠ। দেবদূতেরা তোমায় রক্ষা করবেন সেই শূয়োরের আক্রমণ হতে।

লেডী এ্যানীর প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেত। (রিচার্ডকে) রিচার্ড, তোমার স্ত্রী এ্যানীর কথা স্মরণ করো। যে তোমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও এক বিছানাতে শান্তিতে ঘুমোয়নি সে আজ তোমার ঘুমে ব্যাঘাত দিচ্ছে। কাল তোমার অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যাবে। কাল তোমার ভাগ্যে আছে হতাশা আর মৃত্যু। (রিচমণ্ডকে, শান্তিতে ঘুমোও রিচমণ্ড। তোমার শত্রুপত্নী তোমার জন্য প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে।

বাকিংহামের প্রেতাত্মার প্রবেশ

প্রেত। (রিচার্ডকে) আমিই তোমাকে প্রথম সাহায্য করি সিংহাসনলাভে আর আমিই তোমার কাছ থেকে শেষ অত্যাচার পাই তার প্রতিদানে। কাল যুদ্ধে আমার কথা মনে করো। নিজেরই অপরাধচেতনার বিভীষিকা নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করো। স্বপ্নে সেই রক্তাক্ত কর্মের কথা চিন্তা করো। (রিচমণ্ডকে) আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর আগে সাহায্য দান করতে পারিনি। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ঈশ্বর এবং দেবদূতরা যুদ্ধ করবেন তোমার পক্ষে। (প্রেতাত্মারা একে একে অদৃশ্য হয়ে যেতে রিচার্ড চমকে উঠে পড়ল)

রাজা রিচার্ড। আমাকে আর একটা ঘোড়া দাও, আমার ক্ষতগুলো বেঁধে দাও। হে ভগবান, ক্ষমা করো, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। ও কাপুরুষ বিবেক, আমায় তুমি ভয় দেখাচ্ছিলে। বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে ক্ষীণ হয়ে গেছে। এখন মধ্যরাত্রি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে আমার সর্বাঙ্গে ভয়ে। কাকে আমি ভয় করি? আর ত আমার কাছে কেউ নেই। রিচার্ড নিশ্চয় ভালবাসে রিচার্ডকে। এখানে কি কোন ঘাতক আছে? না, হ্যাঁ, আমিই ঘাতক। তাহলে পালিয়ে যাও। কিন্তু নিজের কাছে থেকে? তা না হলে হয়ত আমি নিজের উপর নিজেই প্রতিশোধ নেব। হায় আমার আত্মপ্রেম! আমি কি নিজের জন্য কোন ভাল কাজ, মঙ্গলজনক কাজ কিছু করেছি? আমি বরং নিজেকেই ঘৃণা করি আর সেই ঘৃণার বশবর্তী হয়েই কতকগুলো ঘৃণ্য কার্য করে ফেলেছি। আমি শয়তান। না না, আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমি শয়তান নই। তুমি মিথ্যা কথা বলছ না? নির্বোধ,

যাও যাও, আর তোষামোদ করতে হবে না। আমার নবজাগ্রত বিবেক অজস্র উদ্ধত জিহ্বা প্রসারিত করে আমাকে শয়তান বলে অভিহিত করছে। শপথভঙ্গ, মৃত্যু প্রভৃতি সব রকমের অপরাধে অপরাধী আমি। কেউ আমায় ভালবাসে না। আমি মারা গেলে কেউ আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করবে না। আমি যদি নিজেকেই নিজে কোন করুণা করতে না পারি তাহলে বাইরের কেউ কি করে আমায় করুণার চোখে দেখবে? আমার মনে হয় আমি যাদের হত্যা করেছি তারা প্রত্যেকে একে একে আমার তাঁবুতে এসে আগামীকাল আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে।

র্যাটক্লিফের প্রবেশ

র্যাটক্লিফ। হুজুর!

রাজা রিচার্ড। জাহান্নামে যাও। কে আবার ওখানে?

র্যাট। গ্রাম্য মোরগ দুবার ডেকে উঠে উষাকালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে আপনার লোকজন উঠে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হচ্ছে।

রাজা রিচার্ড। ও র্যাটক্লিফ, আমি এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার মিত্ররা তাদের কথা ঠিক রাখবে ত?

র্যাট। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই স্যার।

রাজা রিচার্ড। স্বপ্নে দেখা কতকগুলো ছায়ামূর্তি গতরাতে আমার আত্মাকে ভয় দেখিয়ে গেছে। দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্যের থেকে সেই ছায়ামূর্তিগুলোর শক্তি যেন বেশী। চল আমার সঙ্গে শিবিরে। আমি দেখব কে চলে যায় আমার কাছ থেকে। (সকলের প্রস্থান)

রিচমণ্ডের শিবিরে লর্ডদের প্রবেশ

রিচমণ্ড। হে সামন্তগণ ও প্রহরীবৃন্দ!

লর্ডগণ। রাত্রে আপনার ঘুম কেমন হয়েছে?

রিচমণ্ড। সুখনিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে সুস্বপ্ন দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল যেন রিচার্ড যাদের হত্যা করেছে তাদের প্রেতাত্মারা এসে আমার জয়ের আশ্বাস দিয়ে গেছে। এখন সময় কত?

লর্ডগণ। এখন ভোর চারটে।

রিচমণ্ড। তাহলে প্রস্তুত হতে হয় যুদ্ধের জন্য। আমি বারবার বলেছি হে স্বদেশবাসীগণ, আবার বলছি ঈশ্বর এবং ন্যায়সঙ্গত এক কারণ আমার সপক্ষে লড়াই করছে। উৎপীড়িত আত্মাদের যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে

পাচ্ছি। একটা রক্তপিপাসু অত্যাচারী নরঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয় রিচার্ড। রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সিংহাসনে বসে যারা তাকে একদিন সাহায্য করেছিল তাদেরও সে হত্যা করেছে। যদি তোমরা ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করো তাহলে ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন; তোমরা যদি তোমাদের শত্রুদের বিপক্ষে লড়াই করো তাহলে দেশের মঙ্গল একদিন তোমাদের প্রতীক্ষায় থেকে তোমাদের সব শ্রম সার্থক করে দেবে। তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্রদের জন্য যুদ্ধ করো তাহলে তারা তোমরা ফিরে গেলে তোমাদের সাদরে বরণ করে নেবে: সুতরাং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চল। যদি আমি জয়লাভ করি তাহলে এর ফল আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভাগ করে দেব। বল, ঈশ্বর ও সেণ্টজর্জ, রিচমণ্ডের জয় হোক।

(সকলের প্রস্থান)

রাজা রিচার্ড, র‍্যাটক্লিফ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ড কি বলল ?

র‍্যাটক্লিফ। বলল, সে কখনো যুদ্ধ শেখেনি।

রাজা রিচার্ড। সারে কি বলল ?

র‍্যাট। তিনি আমাদের জয়ের কথা বললেন।

রাজা রিচার্ড। সূর্য উঠেছে ? তার মুখ দেখেছ ?

র‍্যাট। দেখিনি হুজুর।

রাজা রিচার্ড। একঘণ্টা আগেই পূবদিকে ওঠা উচিত ছিল। তাহলে সে কিরণদান করতে চাইছে না। দিনটা কারো কাছে নিশ্চয় অশুভ হবে। যাক আজ নাই বা উঠল সূর্য। তাতে রিচমণ্ডের কোন ক্ষতি না হলে আমারও হবে না। একই সূর্য আকাশ থেকে একইভাবে দেখছে আমাদের দুজনকে।

নর্ফোকের প্রবেশ

নর্ফোক। তাড়াতাড়ি অস্ত্র আনো। আসুন মহারাজ।

রাজা রিচার্ড। তোমরা এস, সৈন্যদের ঠিকমত নির্দেশ দাও।

নর্ফোক। তা দেওয়া হয়েছে। (একটা কাগজ দেখাল)

রাজা রিচার্ড। (পড়ে) এটা নিশ্চয় শত্রুদের এক ছলনা। আমাদের অস্ত্রই হচ্ছে আমাদের বিবেক, আমাদের তরবারিই আমাদের আইন। এগিয়ে চল সাহসের সঙ্গে। যদি আমরা স্বর্গে উঠতে না পারি তাহলে অন্ততঃ সবাই

মিলে হাত ধরাধরি করে নরকে নেমে যাব। (সৈন্যদের প্রতি) আমি আর নতুন করে তোমাদের কি বলব। কতকগুলো পলাতক বিদ্রোহীকে তোমরা ভয় করো না। যুদ্ধ করে চল নির্ভীকভাবে।

দূতের প্রবেশ

লর্ড স্ট্যানলি কি বলল? সে তার সেনাদল নিয়ে আসবে?

দূত। তিনি আসবেন না বলে দিলেন হুজুর।

রাজা রিচার্ড তাহলে জর্জ স্ট্যানলির মাথা কেটে দাও।

নর্ফোক। যুদ্ধের পর ওকে মারাই ভাল।

রাজা রিচার্ড। আমাদের অন্তর অপরিসীম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে চল। হাজার লোকের শক্তি অনুভব করছি আমি আমার অন্তরে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। যুদ্ধের অপর একদিক

হর্ষধ্বনি। নর্ফোক ও কেটস্‌বির প্রবেশ

কেটস্‌বি। রাজাকে উদ্ধার করুন নর্ফোক। তাঁর ঘোড়াটা মারা যাওয়ায় উনি একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন আর রিচমণ্ডের খোঁজ করছেন। ওঁকে উদ্ধার করুন সেখান থেকে। তা না হলে সব মাটি হয়ে যাবে।

রাজা রিচার্ডের প্রবেশ

রাজা রিচার্ড। একটা ঘোড়া দাও, একটা ঘোড়া।

কেটস্‌বি। আপনি সরে যান হুজুর এখান থেকে। আমি ঘোড়া দেব।

রাজা রিচার্ড। আমি একা দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করব। ছটা রিচমণ্ড থাকলেও ডরাব না। তাদের পাঁচটাকে একরকম মেরে ফেলেছি। একটা ঘোড়া চাই শুধু। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের আর একদিক। রণবাদ্য। যুদ্ধরত অবস্থায় রাজা রিচার্ড ও রিচমণ্ডের প্রবেশ। রাজা রিচার্ড নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাদলের পশ্চাদপসরণ। রাজমুকুট হাতে রিচমণ্ড, ডার্বি ও লর্ডদের প্রবেশ।

রিচমণ্ড। হে বিজয়ী বন্ধুগণ ধন্যবাদ দাও ঈশ্বরকে। তোমাদেরও ধন্যবাদ দিই। সেই রক্তপিপাসু কুকুরটা আজ নিহত।

ডার্বি। হে বীর রিচমণ্ড, এ মুকুট অতি কষ্টে বহু সাধনার দ্বারা উদ্ধার করে এনেছি তোমার জন্য। এই নাও গ্রহণ করো।

রিচমণ্ড। ঈশ্বর স্বর্গ হতে আমাদের আশীর্বাদ করুন। আচ্ছা, জর্জ স্ট্যান[illegible] খনো জীবিত আছে কি?

ডার্বি। হ্যাঁ, তিনি লাইসেস্টারে নিরাপদে আছেন।

রিচমণ্ড। উভয় দলে কত লোক নিহত হয়েছে?

ডার্বি। ডিউক নর্ফোক, ওয়ালটার, লর্ড ফেরেস, রবার্ট ব্রেকেনবেরি আর উইলিয়ম ব্র্যাণ্ডন।

রিচমণ্ড। তাঁদের সকলকে আপন আপন পদমর্যাদা অনুসারে সমাহিত করুন। ঘোষণা করে দিন যে সব পলাতক সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে আমাদের কাছে তাদের ক্ষমা করা হবে। আমরা বিবদমান সাদা গোলাপ ও লাল গোলাপদের ঐক্যবদ্ধ করব। ইংলণ্ড বহুদিন ধরে অন্তর্যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে; ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এবার রিচমণ্ড আর এলিজাবেথ দুই বিবদমান রাজবংশের প্রতিভূরূপে সুশাসনের দ্বারা শান্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলবে সারা দেশকে। হে ঈশ্বর, বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীদের নখদন্তের তীক্ষ্ণতা যেন হ্রাস পায়, তারা যেন শান্ত হয়। তা না হলে আবার এই হতভাগ্য এদেশের বুকে রক্ত ঝরবে, তার চোখে ঝরবে জল। রাজদ্রোহিতার দ্বারা এদেশের শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। দীর্ঘদিনের ক্ষয়ক্ষতির পর দেশে আবার শান্তি এসেছে; সে শান্তি যেন দীর্ঘজীবী হয়। ঈশ্বর যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন।

(সকলের প্রস্থান)